فتاوى قاسمية

ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া

হাফেজ মাওলানা মুফতী শফী
মাওলানা মুফতী আবু সাঈদ
মাওলানা মুফতী এরশাদ খান

فتاوى قاسمية

ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া

(দ্বিতীয় খণ্ড)

আল জামি'আতুল ইসলামিয়া ফজলে খোদা দোহার, ঢাকা-এর দারুল ইফতা থেকে প্রদত্ত ঈমান-আক্বাইদ, ইবাদাত, মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখালাক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়াসমূহের সুবিন্যস্ত সংকলন।

মাওলানা মুফতী আবু সাঈদ

শাইখুল হাদীস ও মুফতীঃ আল জামিআতুল ইসলামিয়া আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) ভুরুলিয়া গাজীপুর সিটি, গাজীপুর।

সাবেক শাইখুল হাদীস ও মুফতীঃ আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া ফজলে খোদা দোহার, ঢাকা।

প্রকাশনায়

আশরাফিয়া বুক হাউজ

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯১১০০৬৮০৬

প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উখরা-১৪৩৭ হি. মার্চ ২০১৬ ঈ.
সংস্কার মূলক প্রকাশ : রমজান ১৪৩৯ হি. মে ২০১৮ ঈ.

ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া (দ্বিতীয় খণ্ড)

মাওলানা মুফতী আবু সাঈদ
হাফেয মাওলানা মুফতী শফী

সহযোগিতায়
১৪৩৬-৩৭ হিজরী/২০১৬ ঈসায়ী ও
১৪৩৭-৩৮ হিজরী/২০১৭ ঈসায়ী শিক্ষাবর্ষের
ইফতা বিভাগের ছাত্রবৃন্দ।

প্রকাশক : নজরুল ইসলাম
আশরাফিয়া বুক হাউজ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া : ৫০০.০০ টাকা

উৎসর্গ

☆ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)

☆ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)

☆ শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)

☆ মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

☆ আমীরে শরীআত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)

☆ মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা সৈয়দ ফয়জুর রহমান (রহ.)

☆ মুহিউস্‌সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক (রহ.)

☆ আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার (রহ.)

☆ মুহাদ্দিসুল আসর হযরত মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ (রহ.)

☆ হাফিজুল হাদীস হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন গওহরপুরী (রহ.)সহ

আরো অন্যান্য সেই সকল মহান পুরুষ যাদের মাধ্যমে আমাদের ইলমে জাহেরী ও ইলমে বাতেনীর সনদ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাদের সকলের দারাজাত বুলন্দীর কামনায়।

নিবেদক

আবু সাঈদ

সতর্কবাণী

এই গ্রন্থ ফাত্ওয়া দেওয়ার জন্য নয়; বরং সহীহ মাসআলা জেনে শুধু নিজে আমল করার জন্য। ফাত্ওয়ার জন্য অভিজ্ঞ মুফতীর শরণাপন্ন হওয়া জরুরী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

সম্পাদনা পরিষদের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্ মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ দয়া এবং অপার মেহেরবানীতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার দোহারে অবস্থিত আল জামিআতুল ইসলামিয়া ফজলে খোদা-এর ফাতাওয়া বিভাগ থেকে বের হচ্ছে ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া। উক্ত জামিআর প্রতিষ্ঠাতা ওলীয়ে কামেল হযরত ক্বারী রজব আলী (রহ.)। পরবর্তীতে যার চেষ্ঠা ও মেহনতে জামিআর অভাবনীয় পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে তিনি হলেন শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর শাগরেদ, ওলীয়ে কামেল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আবুল কাসেম চৌধুরী সাহেব (রহ.)। জামিআর মুখলিস আসাতেযায়ে কেরাম এবং হক ও ইনসাফের পতাকাবাহী দ্বীনী শিক্ষার যথার্থ প্রসারে আত্ম নিবেদিত একদল মর্দে মুজাহিদীনের সীমাহীন ত্যাগ, কুরবানী ও অক্লান্ত শ্রমের বদৌলতেই আজ জামিআ সর্বোচ্চ ক্লাস দাওরা-ইফতা পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং তালীম, তাবলীগ ও তাযকিয়াসহ দ্বীনের বিভিন্ন লাইনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

বিজাতীয় অপসংস্কৃতির বিষফল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা, দ্বীনি ইলম ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনকে সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের সুমহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং আসহাবে সুফ্‌ফার সেই মহান শিক্ষাকে পূনঃজাগরণের প্রত্যয় নিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী (রহ.)-এর নেতৃত্বে একান্ত ইলহামী ডাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাঠি মোবারকের ইশারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দারুল উলূম দেওবন্দ। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের কওমী মাদরাসা নামে যতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলোই মদীনার সুফ্‌ফা মাদরাসার নমূনা এবং দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শের প্রতীক। আর সে মহান বুযূর্গ আল্লামা কাসেম নানূতবী (রহ.)-এর নামে এই সংকলনের নাম রাখা হয়েছে

ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া।

দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় শরয়ী সমস্যার সমাধানের সংকলন হলো ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া। দেশের নানা প্রান্ত থেকে মুসলমান ভাই ও বোনেরা বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত ও মৌখিক ইসলামী সমাধান জানার আবেদন করেছেন জামিআর ফাতাওয়া বিভাগে, যেগুলোর শরীয়তসম্মত সমাধান প্রদান ও ফাতাওয়া সম্পাদনার কাজ করেছেন জামিআর শাইখুল হাদীস ও মুফতী হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবু সাঈদ সাহেব, দাওরা-ইফতা জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা- (২০০১-২০০৩ ঈসায়ী সালে)। অত:পর এ ফাতওয়াগুলো এবং জামিআ রাহমানিয়ার দারুল ইফতায় অধ্যয়নকালীন মুফতী সাহেবের ফাতওয়াগুলোকে একত্রিত করে ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া নামে গ্রন্থাকারে বের করা হচ্ছে জনসাধারণের চাহিদা ও ব্যাপক উপকারার্থে, যার মধ্যে ঈমান-আকাইদ, ইবাদাত, মু'আমালাত (লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য), মু'আশারাত (সামাজিকতা, আচার-ব্যবহার), আখলাক (আত্মশুদ্ধি) তথা ইসলামের মূল ৫টি বিষয়ের সমন্বয় সাধিত হয়েছে এবং প্রতিটি সমাধানে একটি করে আরবী-উর্দু দলীলসহ কুরআনুল কারীম, হাদীস শরীফ ও ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে ব্যাপক প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেবের উদ্যোগ ও সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টায় আজ ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া আলোর মুখ দেখছে। আর ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়ার নজরেছানী করেছেন জামিআর দুইজন সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতী হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ শফী সাহেব ও মাওলানা এরশাদ খান সাহেব। আল্লাহ তাআলা উভয়কে জাযায়ে খায়ের দান করেন। এক্ষেত্রে যারা সহযোগিতা করেছে তারা হলো জামিআর ১৪৩৬/৩৭ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ফাতাওয়া বিভাগের এক ঝাঁক তরুণ আলেমে দ্বীন, আমরা তাদের সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। এছাড়া আরো যারা সহযোগীতা করেছেন এবং মনে-প্রাণে এর প্রকাশের জন্য দু'আ করেছেন, আমরা তাদের সকলের উত্তম বিনিময়ের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে নিবেদন করছি।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রসঙ্গে: ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়ার প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় আশরাফিয়া বুক হাউজের স্বত্বাধীকারী জনাব নজরুল ইসলাম

সাহেব শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেবের নিকট আরজী রাখলেন, ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়ার দ্বিতীয় খণ্ড লিখে দুই খণ্ডে সমাপ্ত করার জন্য, যাতে জন সাধারণ ব্যাপক উপকৃত হতে পারে। অপর দিকে ১৪৩৭-৩৮ হিজরী মোতাবেক ২০১৬-১৭ সালের শিক্ষা বর্ষের দারুল ইফতার ছাত্রবৃন্দ (যারা দেশের নামীদামী শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে দাওরা হাদীস সমাপ্ত করেছে) বার বার অনুরোধ জানাচ্ছিল এ বছরের ফাতাওয়াসহ ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়াকে নতুন আঙ্গীকে সাজিয়ে দুই খণ্ডে সমাপ্ত করার জন্য। তাই প্রয়োজনীয় সংস্কার করে আমরা ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়াকে পাঠক সমাজের সামনে পেশ করছি। আশাকরি মুসলিম জনসাধারণের দ্বীনি রাহনুমায়ীর ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রাখবে ইনশাআল্লাহ্। সময় ও শ্রম দিয়ে গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে ১৪৩৭-৩৮ হিজরী শিক্ষা বর্ষের একদল নবীন মুফতী সহযোগীতা করেছে, আমরা তাদের প্রতি শুধু অকৃত্রিম শুকরিয়া জানিয়েই তাদের খাটো করছি না। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবর্গের সমীপে অনুরোধ রইল, দরসী ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে স্বল্প সময়ে এ বৃহৎ কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে বিধায় ক্ষেত্রবিশেষে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কোন সচেতন পাঠকের নজরে এমন কিছু দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে মুক্ত মনে অবগত করবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনীর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহর দরবারে বিনীত ফরিয়াদ তিনি যেন আমাদের এ মেহনতটুকু কবুল করেন ও মাক্ববুলিয়াত দান করেন। এটাকে আমাদের পিতা-মাতা, আমাদের আসাতিযায়ে কিরাম ও আমাদের মাশায়েখে কেরাম এবং সকল পাঠক-পাঠিকার জন্য ইহ ও পরকালীন মুক্তির ও নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন এবং ক্ষমা করে দেন আমাদের ত্রুটিগুলো। তাকাব্বাল ইয়া রাব্বাল আলামীন। আমীন॥

বিনীত

ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়ার

সম্পাদনা পরিষদ

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا (بخارى ج١ ص-٢٠ المكتبة الاشرفية)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে (শেষ যামানায়) আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম টেনে বের করে উঠিয়ে নিবেন না; বরং আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। এমনকি যখন দুনিয়ায় আর কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকজন মূর্খলোকদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ইলম ব্যতিতই ফাত্ওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। (বুখারী-১/২০)

সূচীপত্র

বিষয় ——————————→ পৃষ্ঠা

ফাতাওয়া ও ইসলামী আইন

হজ্ব ও উমরা

হজ্বের ফরয ও শর্তাবলী

জিনায়াত বা ক্রটি-বিচ্যুতি

বদলী হজ্ব

হজ্বের বিবিধ মাসায়েল

উমরা

কুরবানী ও আকীকা

কুরবানী ফরয হওয়ার শর্তাবলী

কুরবানীদাতা সংক্রান্ত মাসায়েল

পশু সংক্রান্ত মাসায়েল

গোশত সংক্রান্ত মাসায়েল

চামড়া সংক্রান্ত মাসায়েল

মান্নতের কুরবানী

কুরবানীর বিবিধ মাসায়েল

আকীকা

শিকার ও যবেহ

নিকাহ/বিবাহ

বিবাহ বৈধ হওয়ার শর্তাবলী

বিবাহে অভিভাবকত্ব ও কুফু

যাদের সাথে বিবাহ বৈধ বা বৈধ নয়

মহর

বিবাহের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কুপ্রথা

খোরপোষ/লালন-পালন, দুধ পান ও বংশধারা

ধর্ম পরিবর্তনের পর বিবাহ

জন্মনিয়ন্ত্রণ

বিবাহের বিবিধ মাসায়েল

তালাক

তালাকের শর্তাবলী

শর্তের সাথে তালাক

তালাকে ছরীহ-কিনায়া

তিন তালাক ও হালালা

খোলা তালাক

তালাকে তাফবীয/ডিভোর্স

ইলা, যেহার ও লে'আন

ইদ্দত পালন

তালাকের বিবিধ মাসায়েল

মু'আমালাত/লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য

সহীহ ক্রয়-বিক্রয়

শর্তের সাথে ক্রয়-বিক্রয়

ইকালা/বিক্রিত পণ্য ফেরত

বাতিল, ফাসিদ, মাকরূহ ক্রয়-বিক্রয়

ধোঁকা-প্রতারণা ও দালালী

বাইয়ে মুরাবাহা, সলম ও সরফ

শেয়ার ব্যবসা

ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স

সুদ, ঘুষ ও জুয়া

বন্ধক, ইজারা, বর্গা ও শুফআ

লেন-দেনের বিবিধ মাসায়েল

মু'আশারাত/সামাজিকতা ও আচার-ব্যবহার

পিতা-মাতা, উস্তাদ ও স্বামী-স্ত্রীর হকসমূহ

প্রতিবেশী ও জনসাধারণের হক

হেবা, হাদিয়া ও দান-সদকা

ফারায়েয ও অসিয়ত

সালাম, মুসাফাহা ও মু'আনাকা ইত্যাদি

মহিলাদের পর্দা, শিক্ষকতা ও মার্কেটিং

পোষাক

সাজ-সজ্জা

স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যসমূহ

ওয়াক্ফ

মসজিদ-মাদরাসা

ঈদগাহ্‌ ও কবরস্থান

মান্নত, কসম ও কাফ্ফারা

জায়েয-নাজায়েয

খেলাধুলা সংক্রান্ত মাসায়েল

ছবি সংক্রান্ত মাসায়েল

স্বর্ণ-রূপা ও সেন্ট-সাবান সংক্রান্ত মাসায়েল

বিবিধ মাসায়েল

ভোট দেয়া

আখলাক/আত্মশুদ্ধি

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله
وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ফাতাওয়া ও ইসলামী আইন

ফাতাওয়ার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

ফাতাওয়া (فَتَاوِي) শব্দটি ফাত্ওয়া (فَتْوِي),ফুত্ওয়া (فُتْوِي), ফুত্য়া (فُتْيَا) এর বহুবচন, কখনো ফাতায়ী (فَتَاوِي) বহুবচন হিসাবে ব্যবহার হয়।

ফাতওয়া শব্দের অর্থ রায়, ফায়সালা, সমাধান, মত, সিদ্ধান্ত, পরামর্শ ইত্যাদি। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَؤُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ

সে বলল হে পরিষদবর্গ! আমাকে আমার কাজে ফাত্ওয়া দাও (পরামর্শ দাও, সমাধান দাও)। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। (সূরা নামল-৩২)

পরিভাষায় কোন ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরের সমাধান কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস তথা শরীয়ত অনুযায়ী দেওয়া। (সূরা নিসা- ১২৭)

ইতিহাসের পাতায় ফাতওয়া

ফাতওয়া প্রদান নতুন কোন জিনিস নয়। স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও ফাতওয়া প্রদান করেছেন। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজের মহান সত্তার সাথে ফাতওয়া শব্দটি সম্পৃক্ত করেছেন। ইরশাদ করেন–

ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن –

(হে নবী!) লোকে আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে শরীয়তের ফাতওয়া (বিধান) জিজ্ঞেস করে। বলে দিন আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ফাতওয়া দিচ্ছেন, অর্থাৎ বিধান জানাচ্ছেন। (নিসা–১২৭)

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة

(হে নবী!) লোকে তোমার কাছে (কালালাহ সম্পর্কে) ফাতওয়া (বিধান) জিজ্ঞেস করে, বলে দাও আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্পর্কে ফাতওয়া দিচ্ছেন (সূরা নিসা–১৭৬)

এসব আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজের মহান সত্তার সাথে ফাতওয়া প্রদানের বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করেছেন, এর থেকে বিষয়টির গুরুত্ব অনুমান করা যায়। আর এটা এই বিভাগের গুরুত্ব ও মাহাত্মের সবচেয়ে বড় সনদও বটে। যিনি এই মর্যাদাপূর্ণ মহান পদের অধিকারী তাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে তিনি কত বড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত এবং তাকে কি করতে হবে, কেমন হতে হবে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ফাতওয়া

কোরআন-হাদীস ও ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় ফাতওয়া প্রদান নতুন কিছু নয়। ফাতওয়া প্রদানের ধারাবাহিকতা স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আরম্ভ হয়ে অদ্যাবধি চলমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ চলমান থাকবে। যমানায়ে নবুওয়াতে সাহাবায়ে কেরাম যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে ব্যক্ত করা হত। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই সমস্যার সমাধান দুটির যে কোন একটির মাধ্যমে প্রদান করতেন। এক, সরাসরি ওহীর মাধ্যমে। দুই ইজতিহাদ করে। এমতাবস্থায় কখনো ওহীর মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইজতিহাদের সমর্থন করা হত। কখনো ইজতিহাদের খেলাফ ওহী অবতীর্ণ হত। যেমন, বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্ত। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

ويسا لو نك عن الروح قل الروح من أمرربى وماأو تيتم من العلم الاقليل

তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দিন রুহ আমার রবের হুকুমঘটিত। তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা সামান্য মাত্র।

(সূরা বনী ইসরাঈল– ৮৫)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

يسألونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج ـ

লোকে আপনার কাছে নতুন মাসের চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, এটা মানুষের কাজ কর্মের এবং হজ্বের সময় নির্ধারণ করার জন্য।

(সূরা বাকারা–১৮৯)

আরো ইরশাদ হচ্ছে–

ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ـ

তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন আমি তার কিছু বৃত্তান্ত পড়ে শোনাচ্ছি। (সূরা কাহাফ–৮৩)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

ويسألونك عن الحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ـ

তারা আপনাকে ঋতুবর্তী মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন তোমরা ঋতু অবস্থায় মহিলাদের সাথে সহবাস ত্যাগ কর। (সূরা বাকারা-২২২)
আরো ইরশাদ হচ্ছে-

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبيرو منافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ـ

তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, এবং বলে দিন তাতে সামান্য উপকারের সাথে অনেক বড়গুনাহ রয়েছে উপকারের চেয়ে গুনাহটাই বড়।
(সূরা বাকারা-২১৯)

সাহাবীদের যুগে ফাতওয়া

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর ফাতওয়া প্রদানের এই গুরুদায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)। যাদের সংখ্যা ১৩০ থেকে সামান্য বেশি।

ফাতওয়া প্রদানকারী সাহাবীদের স্তর

ফাতওয়া প্রদানকারী সাহাবাদেরকে তিন স্তরে বিন্যস্ত করা যায়।

প্রথম স্তর— المكثرون

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে যারা অত্যাধিক বেশি ফাতওয়া প্রদান করেছেন। তাদের সংখ্যা মাত্র ৭ জন। তারা হলেন- (১) আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) (২) খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রাযি.) (৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) (৪) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) (৫) হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাযি.) (৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এবং (৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)। হযরত ইবনে হাযম রহ. বলেন- তাদের প্রত্যেকের ফাতাওয়াসমূহ পৃথক পৃথক একত্রিত করা হলে বড় কিতাবে পরিণত হবে।

দ্বিতীয় স্তর— المتوسطون

ফাতওয়া প্রদানকারী সাহাবাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরে হলেন যারা প্রথম স্তরের তুলনায় কম ফাতওয়া প্রদান করেছেন। তাঁদের সংখ্যা প্রায় ২০ জন। তারা হলেন খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) উম্মে সালামা, আনাস ইবনে মালেক, আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরায়রা, উসমান, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের, আবু মুসা আশআরী, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, সালমান ফারসী, মুআয ইবনে জাবাল, ত্বালহা, যোবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, ইমরান ইবনে হুসাইন, উবাদাহ ইবনে সামেত, আবু বাকরা ও মুআবিআ ইবনে আবী সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

তৃতীয় স্তর— المقلون

ফাতওয়া প্রদানকারী সাহাবাদের তৃতীয় স্তরে তাঁরা যারা নেহায়েত কম ফাতওয়া প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের ফাতওয়ার সংখ্যা বড় জোর দু-একটি বা এর সামান্য বেশি। তাদের সকলের ফাতওয়া কিতাবের আকারে রূপ দিলে ছোট এক খন্ড হতে পারে। এই স্তরের সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

হযরত আবুদ দারদা, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, সাঈদ ইবনে যায়েদ, হাসান, হুসাইন, নু'মান ইবনে বশীর, উবাই ইবনে কা'ব, আবু আইয়ূব আনসারী, আবু ত্বালহা, আবু যর গিফারী, উসামা ইবনে যায়েদ, বারা ইবনে আযেব, উম্মুল মুমিনীন হাফসা, উম্মে হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবীগণ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝে আসে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের অন্যান্য শাখার ন্যায় ফাতওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব প্রয়োজনীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে আদায় করেন, যার ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি চলমান।

তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের যুগে ফাতওয়া

সাহাবায়ে কেরামের পর ফাতওয়া প্রদানের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাদের হাতে গড়া ছাত্র তাবেঈনের কাঁধে। এরপর তাদের ছাত্র তাবেতাবেঈনের কাঁধে, তাদের এই খেদমত বিভিন্ন শহরকেন্দ্রিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ফাতওয়া ও ফিক্‌হের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে ফিক্‌হের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কুরআন-সুন্নাহের পরই ফিক্‌হের স্থান। শামী গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ রয়েছে যে, ফিক্‌হ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর জীবন। ফিক্‌হ ব্যতিত এ উম্মতের জীবন বেঁচে থাকতে পারে না। কেননা হালাল হারাম বর্ণনার কেন্দ্র ভূমিই হচ্ছে এই ফিক্‌হ। (শামী-১/২২)

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) বলেছেন, কুরআন বুঝা হাদীস বুঝার উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে হাদীস বুঝাও ফিক্‌হ বুঝার উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই ওহী নাযিল হওয়ার যমানাই কুরআন মাজীদে ফিক্‌হ হাসিলের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমনিভাবে হাদীসের মধ্যেও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবৃত হয়েছে। দরসে নববী থেকে তালীম প্রাপ্ত হয়ে সাহাবায়ে কেরামও ফিক্‌হ চর্চা এবং ইজতিহাদ করেছেন। হাদীসের কিতাবসমূহে এর বহু নজীর বিদ্যমান রয়েছে।

ফাত্‌ওয়া মানে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস। যুগে যুগে ক্ষণে ক্ষণে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয় সে গুলোর শরীয়ত সম্মত সমাধানই ফাতওয়া। একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে

হয়। সামাজিক জীবন থেকে নিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত মানুষের সমস্যা অন্তহীন। এসবের আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশিত বিশুদ্ধ ও যথার্থ বিধানই ফাতওয়া। এই ফাতাওয়া ছাড়া একজন ঈমানদার যে ইসলামকে নিজের জীবন বিধান বানিয়ে নিয়েছে, জীবনের চাওয়া পাওয়া হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে, মুহূর্তের জন্যও সে সফলতা অর্জন করতে পারেনা। এবং কোন ক্রমেই ফাতওয়ার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারে না। ঈমান, আকীদা, ইবাদত, মু'আমালাত, মু'আশারাত, লেন-দেন, চাল-চলন, চরিত্র গঠন মোট কথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফাতওয়ার দিক-নির্দেশনা এবং পথপ্রদর্শনী এক অনন্য অপরিহার্য বিষয়।

মুসলমান মাত্রই নিজের যাবতীয় কার্যক্রম কুরআন-হাদীসের নির্দেশিত পথে পরিচালিত করতে আগ্রহী। কিন্তু তারা নিজের কর্মময় জীবন নিয়ে এত ব্যস্ত যে প্রত্যেকের জন্য তার নিজ নিজ সমস্যার শরয়ী সমাধান কুরআন-হাদীস থেকে গবেষনা চালিয়ে উদঘাটন করা এক দুরুহ ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন দেখা দেয় শরীয়তে ইসলাম তথা কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তাদের দারস্থ হয়ে এ ব্যাপারে ফাতওয়া গ্রহণ করা। আর একথা বাস্তব সত্য যে, ফাতওয়া আকারে প্রদান করা মাসআলা মাসাইল ও বিধি-বিধানের ভিত্তি মূলত কোরআন সুন্নাহ। ইজমা কিয়াসও কোরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর এটা কারো কাছে অস্পষ্ট নয় যে, কোরআন-সুন্নাহে বিশেষ পদ্ধতিতে বিধি-বিধানের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। আবার এ বিষয়টিও কারো অজানা নয় যে সর্বযুগের সমস্যা, পরিস্থিতির ও প্রেক্ষাপট পরিবর্তনশীল। ফলে সর্ব সাধারণের পক্ষে পরিবর্তনশীল নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান কোরআন ও সুন্নাহ থেকে উদ্‌ঘাটন করা কল্পনাতীত দুষ্কর।

অতএব বিবেকের দাবিও এটাই যে কোরআন-সুন্নাহে পারদর্শী, মুত্তাকী ও পরহেজগার নির্ভরযোগ্য একদল আলেম সমাজ থাকবেন। যারা শরীয়তের মূলনীতির আলোকে মুসলমানদের সমসাময়িক সমস্যা এবং অন্যান্য বিষয়ের সমাধান উদ্‌ঘাটন করবেন। উদ্‌ঘাটিত এসব মাসলা মাসায়েল এবং বিধি-বিধানের সম্ভারকেই ফাতওয়া নাম করণ করা হয়। ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ফাতওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল, আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কেউ চাইলেই এটাকে বন্ধ করে দিতে পারবে না, কারণ ফাতওয়ার বিধান আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদত্ত বিধান। আর আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিধানের বিরোধিতা করে আদৌ সফল হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ইরশাদ করেন-

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ

তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তার নূরের পূর্ণতা দান করবেন। (সূরা তাওবা-৩২)

ফাত্ওয়া ও রায়ের মধ্যে পার্থক্য

যিনি ফাত্ওয়া দেন তাকে পরিভাষায় মুফতী বলা হয়। বিচারকের রায়কেও ফাত্ওয়া বলা হয়। তবে মুফতীর ফাত্ওয়া ও বিচারকের রায়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যথা-

ক. ফাত্ওয়া শরীয়তের হুকুম বর্ণনা করাকে বলা হয়, চাই তা জায়েয সম্পর্কে হোক বা না জায়েয, মুস্তাহাব হোক বা ওয়াজিব, ফরজ কিংবা হারাম। এ ব্যাপারে প্রশ্নকারীর আমল করাটা বাধ্যতামূলক থাকে না। পক্ষান্তরে বিচারকের রায় এর বিপরীত। বিচারকের রায় মানা বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে। অন্যথায় শাস্তির বিধান রয়েছে।

খ. ফাত্ওয়ার ভিত্তি হলো প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উপর। মুফতী সাহেব প্রশ্ন দেখে সমাধান দিবেন। প্রশ্নের বিষয়টি কি সত্য না অসত্য তা প্রমানাদি দ্বারা যাচাই করা মুফতী সাহেবের কাজ নয়। পক্ষান্তরে বিচারক এর বিপরীত। তার বাস্তবতা উদঘাটন করে সমাধান দিতে হয়।

গ. ফাত্ওয়া ওয়াজিব, হারাম, নফল, মুস্তাহাব, মাকরূহ,মুবাহ, বৈধ, অবৈধ সর্বক্ষেত্রে দেয়া হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বিচারকের রায় নফল ও মাকরূহে তানযীহীর ক্ষেত্রে হয় না। কেননা এ গুলোর ক্ষেত্রে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যায় চাপিয়ে বাধ্য করা যায় না।

ঘ. ফাত্ওয়া শুধু ফিক্হ তথা ইসলামী আইনের মধ্যে সিমাবদ্ধ নয় বরং আকীদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে রায় শুধু ইসলামী আইন তথা ফিক্হের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আকীদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে রায় ফিক্হের অনুগামী হয়ে থাকে।

ঙ. বিচারকের রায় সশব্দে পাঠ করতে হয়। আর ফাতওয়া কাজে-কর্মে ইশারা ইঙ্গিতে লিখিত এবং মুখেও প্রদান করা হয়।

ইসলামী ফাতওয়ার কার্যকারিতা ও প্রভাব

রাষ্ট্র ইসলামী হোক আর অনৈসলামীক হোক মুসলমানের জন্য ফাতওয়ার বিকল্প নেই। তবে রাষ্ট্র ইসলামী হলে ফাতওয়া প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের উপর। আর রাষ্ট্র ইসলামী না হলে দন্ডবিধি বাস্তবায়ন মুফতির দায়িত্ব নয়। মুফতি সাহেব শুধু সমাধান দিতে পারবেন। কার্যকারিতা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর। জনগণ তা গ্রহণ করে নিলে আলহামদুলিল্লাহ ভাল।

যেমন : ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ দখলদারিত্বের সময় হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) ইংরেজ কবলিত ভারত উপমহাদেশকে দারুল হারব (শত্রু-কবলিত রাষ্ট্র) বলে ফাতওয়া প্রদান করেছিলেন। এবার হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে না হয় দেশ ছেড়ে

হিজরত করতে হবে। এ ফাতওয়া পাওয়ার সাথে সাথে ইংরেজদের জুলুমের ভারে, ন্যায্য জনগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে ইংরেজ জাতি এদেশ থেকে লেজ গুটিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। যুগে যুগে এ ধরনের ফাতওয়ার প্রভাব ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মুসলমানদের ফাতওয়ার এ প্রভাবের কারণেই তো এটি ইসলাম বিদ্বেষী মহলের পথের কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানের অস্তিত্ব টিকে থাকা পর্যন্ত এ ফাতওয়া কারও চক্রান্তই পৃথিবীতে সফল হবে না, ইনশাআল্লাহ।

ফাতওয়ার অপব্যবহার, কিছু বিভ্রান্তি, উত্তরণের উপায়

ফাতওয়া প্রদান কোন খেল-তামাশা ঠাট্টা-বিদ্রুপের বিষয় নয়, এটা কোন উর্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার বা কল্পিত গল্পও নয়। এটা আল্লাহ প্রদত্ত আইন। যা কেবল কোরআন, হাদীস, ফিক্হের উপর ব্যুৎপত্তি অর্জনকারীরাই প্রদান করতে পারেন। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল, ফাতওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিছু মানুষের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসার আগেই যেন উত্তর প্রস্তুত করা থাকে। প্রশ্ন করা মাত্রই নিজের বুঝ অনুযায়ী উত্তর দিয়ে দেন। ফলে নানা ভুল, মাসআলার ছড়াছড়ি। আবার অনেকেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের শক্ত মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এ ফাতওয়াকে এবং কিনে নিয়েছে দুনিয়ালোভী কিছু আধা মৌলভীকে।

তারাই হলো ওলামায়ে 'সু'। তথাকথিত আধুনিক বহু বিজ্ঞজনদেরকে দেখা যায়, টিভির পর্দায় বা রেডিওতে বসে সরাসরি প্রশ্নোত্তর করছেন। আসমান-জমিনে এমন কোন প্রশ্ন নেই– যা তারা জানে না। অথচ ইসলামের জ্ঞানের প্রাণ পুরুষ ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ.) মাসআলা সমাধান করতে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড তৈরি করেছিলেন। আইম্মায়ে কেরাম শত শত মাসআলায় প্রশ্নকারীর মুখের উপর বলে দিয়েছেন আমার জানা নেই' আধা মৌলভীদের এ ফাতওয়া খেলাকে পুঁজি করে এক শ্রেণির ইসলাম বিদ্বেষী লোকেরা ফাতওয়া বিরোধী অবস্থান নিয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা পঞ্চায়েত বা মাতব্বরদের যিনা তালাক নিয়ে ভুল সিদ্ধান্তগুলোকে ফাতওয়া বলে চালিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। কোন এলাকার পঞ্চায়েত কর্তৃক যিনাকারীদের সামাজিক শাস্তিকে ফাতওয়া বলে হৈ চৈ সৃষ্টি করেছে। আবিষ্কার করেছে ফাতওয়াবাজি ধরনের বিভিন্ন পরিভাষা। তাই এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ মুফতিসহ সাধারণ মুসলমানদেরকেও সতর্ক হতে হবে। যেন কোন লোক অনভিজ্ঞ মৌলভীদের কাছে ফাতওয়া না চায়। আর কোন আলেম যেন যথাসাধ্য যাচাইবাছাই না করে কোন সমাধান না করে। ফাতওয়া বিদ্বেষীদের অপতৎপরতা বানচাল করতে গণমাধ্যমে ফাতওয়ার সঠিক চিত্র তুলে ধরা ও সঠিক ফাতওয়া প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা অপরিহার্য। পরিশেষে অযোগ্য

মুফতী ও গবেষকদের পরিণতি শরীয়তের দৃষ্টিতে কি হতে পারে? তার কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

من قال علي مالم اقل فليتبوا مقعده من النار۔

'আমি যা বলিনি এমন কথা আমি বলেছি বলে যে ব্যক্তি চালিয়ে দিবে, তার ঠিকানা জাহান্নাম। (আবু দাউদ হা. ৮০)

অপর হাদীসে ইরশাদ করেন–

من أفتي بغير علم كان اثمه علي من افتاه

যে ব্যক্তি ইল্‌ম অর্জন ছাড়া ফাতওয়া প্রদান করবে এর গুনাহের দায়ভার ফাতওয়া প্রদানকারীর উপরই বর্তাবে। (আবু দাউদ হা. ৩৬৫৭)

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন,

من افتي بفتيا غير ثبت فإنما اثمه علي من افتاه

ইল্‌মের অধিকারী না হয়েও যে ব্যক্তি ফাতওয়া প্রদান করবে, গুনাহের দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে। (ইবনে মাজাহ হা. ৫৩)

আরও ইরশাদ করেন–

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتي اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رء وسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔

আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তর থেকে জোরপূর্বক ইলম উঠিয়ে নিবেন না। বরং প্রকৃত আলেমদের দুনিয়া ত্যাগ করার সাথে সাথে ইলমও উঠে যেতে থাকবে। একটি সময় এমন আসবে, যখন বিজ্ঞ কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকে নিজেদের রাহবার হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তাদেরকে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। তখন তারা অযোগ্য, মূর্খ এবং ধর্মীয় জ্ঞান না রাখা সত্ত্বেও সে সব প্রশ্নের উত্তর দিবে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। (বুখারী হা. ১০০ মুসলিম হা. ২৬৭৩)

মুফতী হওয়ার শর্তাবলী ও যোগ্যতা-

ফাত্‌ওয়ার এই মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্ত রয়েছে। ফুকাহায়ে কেরামগণ মুফতী হওয়ার জন্য ১৫টি শর্ত উল্লেখ করেছেন। ১। মুসলমান হওয়া ২। বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া ৩। বালেগ হওয়া ৪। আলেম হওয়া ৫। গুনাহ এবং অশ্লীল কাজ থেকে পরিপূর্ণ ভাবে বিরত থাকা ৬। অসৎ চরিত্র এবং মানবতাহীন না হওয়া ৭। বিচক্ষণ, চৌকান্ন ও সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী হওয়া ৮। মুত্তাকী ও পরহেযগার হওয়া ৯। ধার্মিকতায় প্রসিদ্ধি লাভ

করা ১০। ফিক্‌হ বিষয়ে অনুশীলনকারী ও পারদর্শী হওয়া ১১। ন্যায়পরায়ণ হওয়া ১২। আলেম সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকা ১৩। ফিক্‌হের নীতিমালা এবং স্বীয় যুগের প্রথা ও অবস্থা জানা থাকা ১৪। অভিজ্ঞ মুফতীর অধীনে থেকে ইল্‌মে ফিক্‌হের পাণ্ডিত্য অর্জন করা ১৫। ইজতেহাদ করার যোগ্যতা থাকা। (উসূলুল ইফতা ৫২, কিফায়াতুল মুফতী ১/৫২)

মুফতীর জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত কি?

মুতাকাদ্দিমীন ফুকাহায়ে কেরাম বলেন মুফতীর জন্য ইজতেহাদ করার যোগ্যতা থাকা জরুরী। মুফতীয়ে মুকাল্লিদের জন্য অপরকে ফাতওয়া দেয়া বৈধ নয়। তবে সে নিজে আমল করতে পারবে। কিন্তু পরবর্তী জামানায় মুজতাহীদের স্বল্পতা ও অবিদ্যমান হওয়ার দরুন ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন। এবং মুফতীয়ে মুকাল্লিদের জন্য কোন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মাযহাবের ভিত্তিতে ফাতওয়া দেওয়াকে স্বীকৃত দেন।

আল্লামা আবূ মুহাম্মদ জুয়াইনি (রহ.) তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে আবূ বকর কফ্‌ফাল মারওয়াজী (রহ.) এর সূত্র দিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুজতাহিদের মাযহাব ও দলীল আয়ত্ব করল তার জন্য ফাতওয়া দেয়া জায়েয আছে। আল্লামা ইবনে কাইয়িম (রহ.) বলেন মুকাল্লিদের জন্য প্রয়োজনের সময় এবং মুজতাহিদ না থাকাবস্থায় ফাত্‌ওয়া দেয়া জায়েয আছে।

আল্লামা ইবনে দাকিকুল ঈদ (রহ.) বলেন ফাতওয়া শুধু মুজতাহিদের উপর সীমাবদ্ধ করে দেয়া মানুষকে মহাসংকটে ও গভীর খাদে ফেলে দেওয়ার নামান্তর। গ্রহণযোগ্য মত হলো মুফতীয়ে মুকাল্লিদ যদি ন্যায় পরায়ণ হন এবং মুজতাহিদ ইমামের উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হন তাহলে তার জন্য অপরকে ফাতওয়া প্রদান করা জায়েয হবে। এই হিসাবে নয় যে তিনি প্রকৃত পক্ষে মুফতী বরং এই হিসাবে যে তিনি কোন মুজতাহিদ ইমামের কথা বা ফাতওয়া নকলকারী।

যোগ্যকে খুঁজে বের করতে হবে

বাহ্যিক বেশভুষা দেখে যোগ্যতা নির্ণয় করা যায় না। যোগ্যকে খুঁজে বের করতে হবে। ইবনে সীরীন (রাহ.) খুবই সুন্দর বলেছেন, ইলমের অপর নাম দ্বীন। অতএব কারো কাছ থেকে দ্বীনি বিষয়ে জানতে চাও, একটু পরখ করে দেখে নিও। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম ১/১৪) এ বিষয়ে খতীব বাগদাদী (রাহ.) এর দিকনির্দেশনা চমৎকার। তিনি বলেন, ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব হল মুফতীদের সার্বিক দিকগুলো নিখুঁতভাবে নিরীক্ষা করা। বিচার-বিশ্লেষণের পর যে ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাকেই ফাতওয়া প্রদানের জন্য মনোনীত করা, আর যে অযোগ্য প্রমাণিত হবে তাকে বারণ করা। অন্যথায় শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বলে হুমকি প্রদান করা। আর যোগ্য চিনার উপায় হল

সমকালীন ফক্বীহ উলামায়ে কেরামের সাথে মত বিনিময় করা এবং নির্ভরযোগ্যদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে তদানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ-২/৩২৪)

ইমাম মালেক (রাহ.) বলেন, ৭০ জন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে যোগ্য বলে সনদ দেননি, আমি ফাতওয়া প্রদান করেনি। (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ–২/৩২৫)

তিনি আরো বলেন, আমি ফাতওয়া প্রদান শুরু করার আগে আমার চেয়ে বড় আলেমকে জিজ্ঞেস করেছি তিনি আমাকে ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য ভাবেন কি না? (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৩২৫)

তিনি আরো বলেন, কেউ নিজেকে যোগ্য ভাবার আগে বড়কে জিজ্ঞেস করা উচিৎ, সে যোগ্য কিনা? (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৩২৫)

বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় যখন দেখা যায়, সহীহ-শুদ্ধভাবে কোরআনের একটি আয়াত পড়তেও অক্ষম ব্যক্তিরা ফাতওয়া প্রদার্ন, ধর্মীয় বিষয়ে লেকচার এবং বিচার-বিশ্লেষণে মহা ব্যস্ত। হায়রে নির্বোধ! কার স্বার্থে তোমার এত সব আয়োজন, আল্লাহকে ভয় করো!

ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর অবস্থান ও অবদান

প্রসিদ্ধ যে চার মাযহাব রয়েছে তার মধ্যে তার মাযহাব বা ফিক্‌হে হানাফীর অনুসারীই সর্বাধিক ও উচ্চ আসনে সমাসীন। ইমাম আযম আবূ হানীফা নুমান বিন সাবেত (রহ.) হলেন এ মাযহাবের প্রবর্তক। তার নামানুসারে এ মাযহাবের সর্বাধিক সমাদৃত। এ মাযহাব অধিক ভাবে প্রসার লাভ করার কারণ হলো, যে এ মাযহাবের প্রবক্তা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ছিলেন মুজতাহিদ কুল শিরোমণী। সর্বোপরি অনেক মুজতাহিদ নিজে মাযহাব প্রবর্তন না করে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। এটি ও এ মাজহাবের প্রসার ও প্রচারের অন্যতম কারণ।

যে সমস্ত প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরাম রয়েছেন তাদের চেয়ে ইমাম আবূ হানীফা যুগ ও যোগ্যতা ইত্যাদি সর্বদিক দিয়ে অগ্রগামী ছিলেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অন্যান্য অধিকাংশ মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরাম তার ফয়েয প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সবার শ্রেষ্ঠ ও বর্ষীয়ান। কারণ ইমাম মালেক (রহ.) ইমাম আবূ হানীফার সম-সাময়িক। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে পনের বছরের ছোট ছিলেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও আবূ ইউসুফ (রহ.) থেকে ইস্তেফাদা অর্জন করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর ছাত্র ছিলেন। আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর ছাত্র ছিলেন। এই হিসাবে সব ইমামের শিক্ষার ধারা ইমাম আবূ হানীফা পর্যন্ত পৌঁছে। আর তাবেয়ী হওয়ার সৌভাগ্যও ইমাম আবূ

হানীফা (রহ)-এর রয়েছে। যা অন্যান্য ইমাম থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান হয়। তাইতো ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন লোকেরা ফিক্‌হের ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (রহ.) এর শীষ্য ও পরিবারবর্গ তূল্য।

উল্লেখ যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর পূর্ববর্তী যুগে ফিক্‌হ কোন স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত শাস্ত্র হিসাবে ছিল না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন, সমগ্র মানব জাতি ফিক্‌হের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার এর সন্তান সমতুল্য।

(আসরুল ফিক্‌হুল ইসলামী-২২৩)

আল্লামা মুওয়াফ্‌ফিক (রহ.) বলেন, হযরত ইমাম আবূ হানীফাই (রহ.) সর্ব প্রথম এই শরীয়তের ইলম তথা ইলমে ফিক্‌হ সংকলন করেন। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ফকীহদের কেহই তাকে পিছনে ফেলতে সক্ষম হয়নি।

(মানাকিবে মুওয়াফ্‌ফিক ২/১৩৬)

হযরত ইমাম সুয়ূতী (রহ.) বলেন, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সর্ব প্রথম এই শরীয়তের ইলম তথা ইলমে ফিকাহ সংকলন এবং তা অধ্যায় হিসাবে বিন্যস্ত করেন। তারপর এ পথে তার অনুসরণ করেন হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহ.), ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কে কেউ এ বিষয়ে পিছনে ফেলতে সক্ষম হয়নি।

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-ই সর্ব প্রথম ইলমে ফিক্‌হ সংকলন করেন। এবং একে অধ্যায় হিসাবে বিন্যস্ত করেন। আর বর্তমানে ফিক্‌হ যেভাবে আছে তিনিই এভাবে লেখার ব্যবস্থা করেন। (তাবয়ীযুছ ছহীফা-৩৬, আল খাইরাতুল হিসান-২৮, আসাতুত তাশরী-২২৪)

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার সমাধান কল্পে দীর্ঘ বাইশ বছর পর্যন্ত এ ব্যাপারে সাধনা করেন। এবং তার সুযোগ্য ও বিশিষ্ট ছাত্রদের নিয়ে চল্লিশ সদস্যের একটি ফিক্‌হী বোর্ড গঠন করে কুরআন, হাদীস, ইজমায়ে সাহাবা, ফাতাওয়ায়ে সাহাবা এবং কিয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করে বিষয় ভিত্তিক ভাবে ফিক্‌হের এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। যা ইলমে ফিক্‌হ নামে পরিচিত ও সুবিদিত।

ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) বর্ণনা করেন যে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর ফিক্‌হী বোর্ডের সদস্য সংখ্যা চল্লিশ ছিল। এ মজলিসে সর্ব সম্মত ভাবে যা সিদ্ধান্ত হতো তাই লিপিবদ্ধ করা হতো। তাদের মাঝে একজনও যদি ভিন্ন মত পোষণ করতেন তাহলে তিন দিন পর্যন্ত (কখনো কখনো এক মাসেরও বেশী) সে বিষয়ের উপর আলোচনা হতো। এর পর ঐক্যমতে পৌছলে তা লিপিবদ্ধ করা হতো। কাজেই বলা যায় যে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) প্রতিষ্ঠিত এ ফিক্‌হী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে যে সব মাসায়েল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা কারো ব্যক্তিমত ফিক্‌হ ছিল না। বরং মুলত ; এ ছিল পরামর্শ ভিত্তিক রচিত ও

সংকলিত ফিক্হ। যদিও মজলিসের দিকে সম্বোধন করে আমরা এর তাকলীদ করাকেও তাকলীদে শাখসী হিসাবে অভিহিত করে থাকি। (সীরাতুন নুমান-১৬৪) বাইশ বছর পর্যন্ত অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণার ফলে এ ফিক্হী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ৮৩ হাজার মাস'আলা সংকলিত ও সন্নিবেশিত হয়। এরপরও মাস'আলার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অবশেষে ফিক্হে হানাফীতে মাসায়েলের সংখ্যা পাচ লক্ষে পৌঁছে। আল্লামা খাওয়ারিযমী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থে বলেন বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর উদ্ভাবিত ও লিপিবদ্ধ মাসায়েলের সংখ্যা পাঁচ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছে। তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের গ্রন্থরাজি এর প্রমাণ বহন করে।

আল্লামা ইবনে হযম উন্দুলুসী (রহ.) বলেন ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দু'টি মাযহাব গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্য অঞ্চলে হানাফী মাযহাব, আর উন্দুলুসে মালেকী মাযহাব।

ফাতওয়া প্রদানে সতর্কতা

ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া একটি ফাতাওয়া সংকলন। এই সংকলন দ্বারা উদ্দেশ্য শরীআতের নিয়ম-নীতি জেনে সে মুতাবিক আমল করা। এটা ফাতওয়া দেওয়ার জন্য নয়। এটি অধ্যয়ন করে কেউ যেন ফাতওয়া প্রদান না করে। ফাতওয়া প্রদানের জন্য শুধু দুই একটি বাংলা গ্রন্থ এবং আরবী কিতাবাদী অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট নয়। কেননা ফাতওয়া হচ্ছে মুসলিম জীবনের জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব যিনি ফাতওয়া দেবেন তার জন্য কিছু শর্তাবলী ও নিয়ম-নীতি রয়েছে। ফাতওয়া দিতে হলে ইসলামী আইন বিষয়ে পারদর্শী হতে হয় এবং নির্ভরযোগ্য, অভিজ্ঞ মুফতীর নিকট নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফাতওয়া শিখতে হয়। ফিকাহ সংক্রান্ত স্বাভাবিক যোগ্যতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হয়। এসব শর্তাবলী ও নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেই ফাতওয়া প্রদান করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে ফাতওয়ার মূল উদ্দেশ্য যেমন ব্যাহত হবে তেমনিভাবে সামাজিক জীবনে ক্ষতির সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া ফাতওয়া প্রদান একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এর মানে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতা করা। অতএব যিনি ফাতওয়া প্রদানের জন্য আদৌ কোন যোগ্য ব্যক্তি নন এবং ফাতওয়ার নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী সম্পর্কে অবহিত নন এমন ব্যক্তি ফাতওয়া প্রদান করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়; বরং নিজেকে ছুরি ছাড়া জবাই করার নামান্তর। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

হজ্ব ও উমরা

হজ্বের ফরয ও শর্তাবলী

হজ্বের ফরযসমূহ

প্রশ্ন : হজ্বের ফরয কয়টি ও কি কি?

উত্তর : হজ্বের ফরয তিনটি যথা:

১। হজ্বের নিয়তে ইহরাম বাধা।

২। যিলহজ্ব মাসের নয় তারিখে আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।

৩। তাওয়াফে যিয়ারাত করা।

كما فى العالمغيرية : (اما تغسيره) فهو انه عبارة عن الافعال المخصوصة من الطواف والوقوف فى وقته محرما بنية الحج سابقا ـ (الحج جا صـ٢١٦ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২১৬, খাজানাতুল ফিকাহ ১/৮৭, কাযীখান ২/১৪৫, বাদায়ে ২/৩০২, দুররে মুখতার ১/১৫৯)

হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

প্রশ্ন : হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য কি কি শর্ত এবং মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত কি কি শর্ত রয়েছে?

উত্তর : হজ্ব ফরয হওয়ার শর্ত:

১। মুসলমান হওয়া।

২। সুস্থ মস্তিষ্কবান হওয়া।

৩। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৪। স্বাধীন হওয়া।

৫। নিজ পাথেয় ও যাতায়াত খরচ এবং সফরকালিন পারিবারিক খরচের উপর সক্ষম হওয়া এবং মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত শর্ত হলো তার সঙ্গে তার স্বামী বা এমন কোন মাহরাম থাকা যে হবে আমানতদার আকেল, বালেগ, এবং মহিলা নিজের খরচের পাশাপাশি স্বীয় স্বামী বা মাহরামের খরচেরও সক্ষম থাকা এবং ইদ্দত চলাকালিন সময় না হওয়া।

وفى الهداية : الحج واجب على الاحرار البالغين العقلاء الاصحاء، اذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن ومالا بد منه وعن نفقة عياله الى حين عوده وكان الطريق امنا الخ (ج١ صـ٢٣١ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২৩১, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ১৬/২৭-৩৫-৩৬-৩৭-৩৮, শামী-২/৪৫৮, আল বাহরুর রায়েক ২/৩০৭)

নাবালেগের উপর দ্বিতীয় বার হজ্জ ফরয

প্রশ্ন: নাবালেগ অবস্থায় হজ্জ করেছিল বালেগ হওয়ার পর সে নেসাবের মালিক তার উপর দ্বিতীয়বার হজ্জ ফরয কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: হ্যাঁ, উল্লেখিত সূরতে যদি বালেগ হওয়ার পর নেসাবের মালিক হয় তাহলে তার উপর দ্বিতীয়বার হজ্জ করা ফরয।

وفى السراجية: او الصبى اذا حج ثم بلغ لزمه ثانيا اذااستطاق (١٧٥)

প্রমাণ: আলমগীরী- ১/২১৬, খানিয়া- ১/২৮১, সিরাজিয়া- ১৭৫, হিদায়া- ১/২৩২

বিবাহের উপযুক্ত ব্যক্তিকে বিবাহ না করিয়ে হজ্ব করা

প্রশ্ন: বিবাহের উপযুক্ত সন্তানকে বিবাহ না করিয়ে পিতা মাতা হজ্জ করতে পারবে কিনা?

উত্তর: সন্তানকে বিবাহ করানো পিতা-মাতার উপর ওয়াজিব না। অতএব হজ্জ ফরয হলে পিতা মাতার উপর হজ্জ করা ফরয।

وفى العالمكيرية: اذا وجرما يحج به وقد قصد التزوج يحج به ولا يتزوج لا ن الحج فريضة ـ (كتاب الحج : ٢١٧/١ الحقانية)

প্রমাণ: সূরা আল ইমরান- ৯৭, মিশকাত- ১/২২২, শামী- ২/৪৬২, হিন্দিয়া- ১/২১৭, আল ফিকহুল ইসলামি- ৩/৯৬

অতিরিক্ত সম্পদ হজ্বের নেসাবের অন্তর্ভূক্ত

প্রশ্ন: অস্থাবর সম্পদ অনেক কিন্তু জমা টাকা নাই তার উপর হজ্জ ফরয কিনা?

উত্তর: হ্যাঁ, তার অতিরিক্ত সম্পদের উপর হজ্জ ফরয হবে। যদি তা বিক্রি করার পর এ পরিমাণ সম্পদ হয়, যার দ্বারা সে হজ্বের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতে পারে এবং সে হজ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবার সাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করতে পারে তাহলে তার উপর হজ ফরয হবে।

كما فى الهداية : اذا قدم واعلى الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن ومالا بدمنه وعن نفقة عياله الى حين عوده (كتاب الحج ٢٣١/١ اشرفى)

প্রমাণ: হিদায়া- ১/২৩১, তানভীরুল আবসর- ১/১৬০, কানযুদ দাকায়েক- ৭৩, তাতার খানিয়া- ২/১৪৮

ইহরাম বাধার পর বালেগ বা আযাদ হলে ফরয হজ্বের হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন নাবালেগ হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধার পর বালেগ হয় অথবা কোন গোলামকে আযাদ করা হয়, অতঃপর এই অবস্থায়ই তারা হজ্ব সম্পাদন করে, তাহলে এর দ্বারা তাদের ফরয হজ্ব আদায় হবে কি না?

উত্তর : না, তাদের ফরয হজ্ব আদায় হবে না।

وفى البحرالرائق: فلو احرم صبى او عبد فبلغ او عتق فمضى لم يجز عن فرضه لان الاحرام انعقد للنفل فلا ينقلب للفرض ـ (كتاب الحج ج٢ صـ٣١٦ الرشيدية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২১৭, কাযীখান ১/২৮১, হিদায়া ১/২৩৪, আল বাহরুর রায়েক-২/৩১৬, ইনায়া ২/৩৩২)

হজ্ব কোম্পানীর কাউকে মাহরাম বানানোর বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন মহিলার হজ্ব করার জন্য নিজের মাহরাম ছাড়া কোম্পানী কাউকে মাহরাম বানিয়ে দেয়, তাহলে এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার হজ্ব করা জায়েয হবে কি? আর মহিলার মাহরামকে নিয়ে হজ্ব করার শর্ত, তার মাঝে এবং মক্কার মাঝে কত দূরত্বের পথ হতে হবে?

উত্তর : উক্ত মহিলার ভিন্ন পুরুষকে মাহরাম বানিয়ে হজ্ব করা জায়েয নাই। আর মাহরামের শর্ত তখন যখন শরয়ী ৪৮ মাইল পথের দূরত্ব হয়।

وفى الهداية : ويعتبر فى المرأة ان يكون لها محرم تحج به او زوج ولا يجوز لها ان تحج بغيرهما اذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة ايام ـ (كتاب الحج ج٢ صـ٣٣٠ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া-১/২৯৫, নাছবুর রায়াহ ৩/১২, কানযুদ দাকায়েক ৭৩)

তাওয়াফে যিয়ারত ফরজ

প্রশ্ন : হজ্বের মাঝে তাওয়াফে যিয়ারতের হুকুম কি?

উত্তর : হজ্বের মাঝে তাওয়াফে জিয়ারত করা ফরজ।

كمافى الدر المختار : الحج فرضه ثلثة الاحرام والوقوف بعرفة... طواف الزيارة ـ (كتاب الحج ١٦١/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৬১, তাতারখানিয়া ২/১৫০, হিন্দিয়া ২/২১৯, বাদায়ে ২/৩০২

মুয়াল্লিমের সাথে হজ্ব করা

প্রশ্ন : কোন মহিলা যদি মাহরাম ছাড়া মুয়াল্লিমের সাথে ফরয হজ্ব আদায় করে তাহলে তার হজ্ব আদায় হবে কি না?

উত্তর : হানাফী মাযহাবে মাহরাম ছাড়া মহিলাদের উপর হজ্ব ফরয হয় না। তারপরেও যদি কোন মহিলা মাহরাম ছাড়া হজ্ব করে তাহলে তার হজ্ব মাকরুহে তাহরীমীর সাথে আদায় হয়ে যাবে।

وفى الشامية : وليس لزوجها منعها اى إذا كان معها محرم والا فله منعها كما يمنعها عن غير حجة الا سلام.... مع الكراهة أى التحريمية للنهى فى حديث الصحيحين لاتسافرا مرأة ثلاثا إلا ومعها محرم ـ (كتاب الحج ج۲ ص۔٤٦٥ سعيد)

(প্রমাণ : দুররে মাখতার ১/১৬১, শামী ২/৪৬৫, আলমগীরী ২/২১৯, তাতার খানিয়া ২/১৪৯)

হজ্বের টাকা দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করলে তার হজ্বের হুকুম

প্রশ্ন : হজ্ব ফরজ ছিল কিন্তু সে টাকা দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করেছে এখন তার হজ্বের বিধান কি?

উত্তর : শরীয়াতের কোন হুকুম কাহারো উপর ফরয হওয়ার পর যথা সময় আদায় না করলে তার থেকে রহিত হয় না। অতএব, হজ্ব ফরয হওয়ার পর আদায় না করলে হজ্ব রহিত হবে না, যদিও হাতে টাকা না থাকে হজ্ব আদায় করা তার ফরয।

وفى بدائع الصنائع ـ فيلزمه التأهب للحج فلا يجوز له صرفه اى غيره فان صرفه الى غير الحج اثم وعليه الحج والله تعالى اعلم : (كتاب الحج ۳۰۲/۲ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা আল ইমরান ৯৭, তিরমিযী ১/১৬৭, হিন্দিয়া ১/২১৭, বাদায়ে ২/৩০২

বাসস্থান আগে বানাবে নাকি হজ্ব আগে করবে

প্রশ্ন : আবু বকরের উপর হজ্ব ফরয হয়েছে, সে ঢাকায় পরিবারসহ থাকে। এখন সে গ্রামের বাড়িতে ঘর বানাতে চায়, কিন্তু ঘর বানালে টাকা কমে যাবে, প্রশ্ন হল ঘর আগে বানাবে নাকি হজ্ব আগে করবে?

উত্তর : যদি কারো উপর হজ্ব ফরয হয় তাহলে তার উপর প্রথমে হজ্ব করা আবশ্যক। তাই ঘর বানানোর আগে হজ্ব করতে হবে।

وفى الشامية : وان لم يكن له مسكن ولا شئ من ذلك وعنده دراهم تبلغ به الحج وتبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت وجب عليه الحج وان جعلها فى غيره أثم ـ (كتاب الحج ٤٦٢/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ সূরা ইমরান ৯৭, তিরমিযী ১/১৬৭, বাদায়ে ১/৩০১, শামী ২/৪৬২

আগে হজ্ব তারপর উপযুক্ত মেয়ের বিবাহ

প্রশ্ন : কারও নিকট হজ্ব করার মত টাকা আছে। এদিকে তার কন্যা বিয়ের উপযুক্ত। এখন সে কি প্রথমে হজ্ব করবে না কন্যার বিয়ে দিবে?

উত্তর : সন্তানাদিকে বিবাহ করানো পিতা-মাতার উপর ফরয নয়। অতএব কোন ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরজ হলে কন্যার বিবাহের কারণে হজ্ব না করা জায়েয নাই। কঠিন গোনাহ।

وفى الهندية : اذا وجد...ما يحج به وقد قصدالتزوج يحج به ولا يتزوج لا ن الحج فريضة ـ (كتاب الحج ٢١٧/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা আল ইমরান ৯৭, হিন্দিয়া ১/২১৭, শামী ২/৪৬২, হিদায়া ১/২৩১

মহিলাদের হজ্বের জন্য মাহরাম শর্ত

প্রশ্ন : আমি পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য আর্থিক মানষিক ও শারীরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। এমতাবস্থায় আমার মাহরাম নাই অর্থাৎ আপন ভাই, ছেলে মেয়ে জামাই, পিতা, স্বামী নাই, আছে চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই, এখন কিভাবে হজ্ব পালন করা যায়।

উত্তর : আপনার উপর হজ্ব ফরয না। কেননা মহিলাদের উপর হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হল, সাথে মাহরাম থাকা। এখন তার করণীয় হল সে মৃত্যু পর্যন্ত মাহরামের অপেক্ষা করবে যদি মাহরাম না পায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে হজ্ব করানোর জন্য ওয়ারিশদেরকে ওসিয়াত করে যাবে যে, আমার সম্পদ থেকে সর্ব প্রথম হজ্বে বদল করাবে।

كما فى الشامية : قوله قولان هما مبنيان على ان وجود الزوج او المحرم شرط وجوب ام شرط وجوب الاداء والذى اختاره فى الفتح انه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب اداء فيجب الايصاء ان منع المرض وخوف الطريق او لم يوجد زوج ولا محرم الخ ـ (كتاب الحج ج٢ ص٤٦٥ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/৪৬৫, আলমগীরী ১/২১৮, বাদায়ে ২/২৯৯, আল বাহরুর রায়েক ৩/৩১৪)

মহিলাদের হজ্বের সফরে মাহরাম না থাকা

প্রশ্ন : মহিলার হজ্বের সফরে শুধু বিমানে থাকাকালীন মাহরাম না থাকার হুকুম কি?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলাদের জন্য হজ্বের পুরো সফরে মাহরাম থাকা শর্ত। মাহরাম ব্যতিত হজ্বের জন্য গমন করা নাজায়েয। তাই প্রশ্নে উল্লেখিত সূরতে মহিলার জন্য হজ্বে যাওয়া শরীয়তে অনুমতি নেই। এতদসত্ত্বেও এই রকম পদ্ধতিতে হজ্ব আদায় করলে তা আদায় হয়ে গেলেও মারাত্মক গোনাহগার বলে বিবেচিত হবে।

وفى الدر المختار : ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة ـ (٤٦٥/٢)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ২/১২৩, হিন্দিয়া ১/২১৭, আল বাহরুর রায়েক ২/৩১৫, দুররে মুখতার ২/৪৬৫

মহিলার গাইরে মাহরামের সাথে হজ্ব করা

প্রশ্ন : মহিলা তার গাইরে মাহরাম বংশীয় ভাইয়ের সাথে হজ্ব করতে পারবে কিনা?

উত্তর : মহিলা তার মাহরাম ব্যতিত হজ্ব করতে পারবে না।

وفى الهداية: ويعتبر فى المرأة ان يكون لها محرم تحج به او زوج ولا يجوز لها ان تحج بغير هما اذا كان بينها وبين مكة ثلثة ايام ـ (كتاب الحج ۱/۲۳۳)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/২৮২, হিদায়া ১/২৩৩, শরহে বেকায়া ১/২৫৬

অন্ধ ব্যক্তির হজ্বের বিধান

প্রশ্ন : অন্ধ ব্যক্তি যদি হজ্বের নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়, তাহলে সে নিজে হজ্ব পালন করবে না তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করাবে?

উত্তর : নিজের পক্ষ থেকে অন্যের দ্বারা বদলী হজ্ব করাতে পারবে। তবে যদি সে অন্য কাউকে সাথে নিয়ে হজ্ব করতে যায় তাহলেও তার হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।

كما فى الدر المختار : تقبل النيابة عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز الى الموت ـ (باب الحج جا صـ۱۸۱ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৮১, তাতার খানিয়া ২/২১২, হিদায়া ২/২৯২, আলমগীরী ১/২৫৭)

স্বামীর অনুমতি ছাড়া হজ্বে গেলে তার বিধান

প্রশ্ন : কোন মহিলার উপর হজ্ব ফরয হয় এবং সে মাহরামও পায় তবে যদি তার স্বামী অনুমতি না দেয় তাহলে ঐ মহিলা স্বামীর বিনা অনুমতিতে ফরয হজ্ব আদায় করতে পারবে কি? এবং যদি বিনা অনুমতিতে হজ্বে যায় তাহলে হজ্জ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের ভরণ পোষণ স্বামীর উপর দেয়া জরুরী কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত মহিলা স্বামীর অনুমতি ছাড়াও ফরয হজ্ব আদায় করতে যেতে পারবে তবে এমতাবস্থায় তার হজ্জ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের ভরণ পোষণ দেয়া স্বামীর উপর জরুরী নয়।

كذا فى التاتارخانية : واذا وجدت محرمًا ولا يأذن لها زوجها ان تخرج ـ فلها ان تخرج بغير اذنه فى حجة الاسلام دون التطوع ـ (كتاب الحج ج۲ ص۱٤۹ دار الايمان)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া-২/১৪৯, বাদায়ে ২/২৫১, আলমগীরী ১/২১৯)

হজ্বের ইহরাম বাঁধার জন্য তালবিয়া না পড়লে

প্রশ্ন : যদি কেউ হজ্বের ইহরাম বাঁধার জন্য তালবিয়া না পড়ে শুধু ইহরামের নিয়ত করে তাহলে এর দ্বারা তার ইহরাম বাঁধা সম্পূর্ণ হবে কি না?

উত্তর : না, তার ইহরাম বাঁধা সম্পূর্ণ হবে না।

وفى التاتار خانية : اذا اراد الرجل الاحرام ينبغى له ان ينوى بقلبه الحج.او العمرة اى ذلك اراد الاحرام له ويلبى ، ولا يصير داخلا فى الاحرام بمجرد النية مالم يضم اليه التلبية (فصل فى تعليم اعمال الحج ج٢ صـ١٥٢ دار الايمان)

(প্রমাণ : বাদায়ে ২/৩৬৭, হিদায়া ১/২৩৮, তাতার খানিয়া-২/১৫২)

শুধু মক্কা যাওয়ার টাকা থাকলেও হজ্ব ফরয

প্রশ্ন : এক বৃদ্ধা মহিলা তার কাছে এ পরিমাণ টাকা আছে যার দ্বারা মাহরাম নিয়ে মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াতের খরচ হবে কিন্তু মদিনা যিয়ারতের জন্য যাওয়ার মত খরচের টাকা নাই তাহলে কি তার উপর হজ্ব করা ফরয হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত মহিলার উপর হজ্ব করা ফরয।

وفى التاتارخانية : عن أبى حنيفة إذا كان ملك من الزاد و الراحلة قدر ما يحج به ويحج معه من يرفعه ويضعه ويقوده الى المناسك وإلى حاجته ـ (الحج ج٢ ص١٤٥ دار الايمان)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২১৬, দুররে মুখতার ১/১৬০, তাতার খানিয়া ২/১৪৫, কাযীখান ১/৮২, আল বাহরুর রায়েক ১/৩১১)

গরীবকে হজ্জের টাকা দিলে তার উপর হজ্জ ফরজ

প্রশ্ন : কেউ গরীবকে হজ্জ করার জন্য টাকা দিলে গরীবের উপর হজ্জ ফরজ কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত টাকা যদি ঐ গরীব ব্যক্তির হজ্জে যাওয়া আসা ও তার পরিবার পরিজনের প্রয়োজনপূর্ণ হয়, তাহলে ঐ গরীব ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরজ। অন্যথায় ফরজ নয়।

وفى التاتارخانية : وإن كان حراثا أو أكارا فملك مالا يكفى للزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده من خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلة الحراثين من البقرونحوذلك كان عليه الحج وإلا فلا ـ (الفصل الاول فى بيان شرائط الوجوب ـ ٢١٤٧ دار الايمان)

প্রমাণ ঃ সূরা হজ্জ ৯৭, শামী ২/৪৫৯, বাদায়ে ২/২৯২, তাতারখানিয়া ২/১৪৭

বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে রেখে হজ্জে যাওয়া ঃ

প্রশ্ন : বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে রেখে হজ্জে যাওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : যদি পিতা-মাতা এমন বৃদ্ধ হয় যে, তাদের খেদমতের প্রয়োজন তাহলে সে ব্যক্তি পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতিত নফল হজ্জের জন্য যেতে পারবে না। কিন্তু ফরজ হজ্জের জন্য অনুমতি ব্যতিত যেতে পারবে।

كما فى الشامية : قوله ممن يجب استئذانه كأحد أبويه المحتاج إلى خدمته والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما... وهذا كله فى حج الفرض أما حج النفل فطاعة الوالدين أولى مطلقا ـ (مطلب فيمن حج بمال حرام ٢/٤٥٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৪৫৬, সিরাজিয়া ১৯০, আলমগীরী ১/২২১, আল বাহরুর রায়েক ২/৩০৮-৩০৯

স্বামীর টাকা থাকাবস্থায় স্ত্রীর উপর হজ্জের বিধান

প্রশ্ন : স্বামীর টাকা থাকলে স্ত্রীর উপর হজ্জ ফরয কিনা?

উত্তর : না, স্বামীর টাকা থাকলে স্ত্রীর উপর হজ্জ ফরয হয় না। কেননা প্রতিটি মুকাল্লাফ মানুষের মালিকানা ভিন্ন ভিন্ন।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : الحج فرض فى العمر مرة على كل فرد من ذكر او أنثى... شروط وجوب الحج البلوغ العقل الحرية (كتاب الحج ١/٤٨٨ دارالحديث)

প্রমাণ ঃ সূরা আল ইমরান ৯৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৭৬, তাতার খানিয়া ২/১৪৯, আলফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবাআ ১/৪৮৮

হারাম মালের মালিকের উপর হজ্ব ফরয নয়

প্রশ্ন : হারাম মালের মালিকের উপর হজ্ব ফরয কি?

উত্তর : যদি সমস্ত মাল হারাম হয় তাহলে হজ্ব ফরয হবে না। যদি অধিকাংশ মাল হালাল হয় যা নিসাব পরিমাণ তাহলে হজ্ব ফরয হবে। আর যদি অধিকাংশ হারাম হয় এবং হালাল মাল নিসাবের কম হয় তাহলে হজ্ব ফরয হবে না। যদি হালাল হারাম পৃথক করা না যায় তাহলেও হজ্ব ফরয হবে।

وفى جديد فقہی مسائل: اگر کسی شخص کے پاس صرف ایسی ہی (یعنی حرام) رقمیں ہوں تو اس پر حج واجب نہ ہوگا کہ مال حرام ہے (ج۱ص ۲۴۳)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৬০, জাদীদ ফিকহী মাসায়েল ১/২৪৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/১৬০, আল বাহরুর রায়েক ২/৩০৯)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি থাকলে হজ্বের বিধান

প্রশ্ন : প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি বা ঘর থাকলে হজ্ব ফরজ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, তার উপর হজ্ব ফরজ হবে যদি এই পরিমাণ জমি বা আসবাব পত্রের মালিক হয় যে হজ্ব করা পরিমাণ জমি বা জিনিস পত্র বিক্রয় করার পর এতটুকু জমি বা আসবাবপত্র বাকি থাকে যার দ্বারা সে পরিবার নিয়ে জীবন-যাপন করতে পারে।

كمافى الهداية: اذا قدر على الزاد والراحلة فاضلة من المسكن ومالا بد منه وعن نفقة عياله الى حين عوده (كتاب الحج ١/٢١٢)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/২১২, আলমগীরী ১/২৮১, শামী ২/৪৬২, কেফায়া ২/৩২২

হজ্বের ওয়াজিবসমূহ

প্রশ্ন : হজ্বের ওয়াজিব কয়টি ও কি কি?

উত্তর : হজ্বের ওয়াজিব পাঁচটি। যথা : (১) মুযদালিফায় অবস্থান করা, (২) কংকর নিক্ষেপ করা, (৩) সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করা, (৪) বিদায়ী তাওয়াফ করা, (৫) মাথা মুন্ডানো।

وفى بدائع الصنائع : وأما واجتات الحج فخمسة السعى بين الصفاو المروة والوقوف بمزدلفة ورمى الجمار والحلق أو التقصير وطواف ا لصدر - (فصل واجبات الحج ١م٣١٦ زكريا)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/২১৯, বাদায়ে ১/৩১৬, সিরাজিয়া ১৭৬, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া ১/৫১৩

মহিলাদের জন্য গাইরে মাহরাম পীরের সাথে হজ্বে যাওয়া

প্রশ্ন : মহিলা তার গাইরে মাহরাম পীরের সাথে হজ্ব করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : না, জায়েয নেই।

كما فى الهداية: ويعتبر فى المرأة ان يكون لها محرم تحج به اوزوج ولا يجوز لها ان تحج بغير هما اذا كان بينهاوبين مكة ثلثة ايام - (كتاب الحج ١/٢٣٣)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/২৩৩, শামী ২/৪৬৪, হিন্দিয়া ১/২১৯

হারাম মাল দিয়ে হজ্ব করার বিধান

প্রশ্ন : হারাম মাল দিয়ে হজ্ব করলে হজ্ব আদায় হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, হারাম মাল দিয়ে হজ্ব করলে হজ্বের ফরযিয়্যাত আদায় হয়ে যাবে তবে সাওয়াব পাবে না।

فى الشامية : مع انه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافى بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول (جـ٢ صـ ٤٥٦)

(প্রমাণ : শামী ২/৪৫৬, আল বাহরুর রায়েক ২/৩০৯, রহিমীয়া ৩/১১৬, জাদীদ ফিকহী মাসায়িল ১/২৪৩)

আরাফার ময়দানে অবস্থান না করতে পারলে হজ্বের হুকুম

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধলো। কিন্তু আরাফায় অবস্থান করতে পারলো না, এ অবস্থায় ১০ই জিলহজ্ব দিনের সূর্য উদিত হয়ে গেল, এখন তার হজ্বের হুকুম কি? আর তার করণীয় কি?

উত্তর : ঐ ব্যক্তির হজ্ব বাতিল হয়ে যাবে। এখন সে তাওয়াফ ও সায়ী করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তি বৎসর ঐ হজ্বের কাযা আদায় করবে।

وفى الهداية : ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع ـ الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج لما ذكرنا ان وقت الوقوف يمتد اليه وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضى الحج من قابل ولا دم عليه (ج١ صـ٢٩٥ الاشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২৯৫, ফাতহুল কাদীর ৩/৬০, আল বাহরুর রায়েক ৩/৫৭, তাতাখানিয়া খানিয়া ১/৩০৫)

অজান্তে আরাফার ময়দান অতিক্রম করা

প্রশ্ন : যদি কোন হাজী সাহেব আরাফার ময়দান অতিক্রম করে এ অবস্থায় যে, সে জানে না এটা আরাফার ময়দান তাহলে এভাবে অতিক্রমের দ্বারা আরাফার ময়দানে অবস্থানের ফরযিয়্যাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ আদায় হয়ে যাবে।

كما فى الهداية : ومن اجتاز بعرفة نائما او مغمى عليه او لا يعلم انها عرفات جاز عن الوقوف لان ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف... (باب الاحرام جا صـ٢٧٧ السلام)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২৭৭, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৫৩, বিনায়া ৪/২৭০, কানযুদ দাকায়েক-১/৮০)

জিনায়াত বা ত্রুটি-বিচ্যুতি

মুহরিম ব্যক্তি সুগন্ধি ব্যবহার করা

প্রশ্ন : যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি তার শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করে তাহলে তার কি করণীয়?

উত্তর : মুহরিম অবস্থায় শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করার কারণে ঐ ব্যক্তির কাফফারা দিতে হবে। তাই যদি শরীরের কোন পূর্ণ অঙ্গে বা এর চেয়ে বেশী স্থানে সুগন্ধি ব্যবহার করে থাকে তাহলে একটি দম (ছাগল জবাই) দিতে হবে। আর যদি পূর্ণ অঙ্গে ব্যবহার না করে থাকে তাহলে সদকাহ করতে হবে।

وفى البحرالرائق: تجب شاة ان طيب محرم عضوا والاتصدق ... لا ن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق وذلك فى العضو الكامل فيترتب عليه كمال الموجب وتتقاصر الجناية فيما دونه فوجب الصدقة ـ (باب الجنايات جـ٣ صـ٢ الرشيدية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২৬৫, কিফায়া ২/৪৩৮, আল বাহরুর রায়েক ৩/২, বিনায়া ৪/৩২৫)

মুহরিম ব্যক্তি কুরবানী করার আগে মাথা মুন্ডানো ঃ

প্রশ্ন : মুহরীম ব্যক্তি পশু জবাই করার আগে মাথা মুন্ডালে দম ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, মাথা মুন্ডানোর পূর্বে পশু জবেহ করা যেহেতু ওয়াজিব তাই ওয়াজিব বিলম্বিত হওয়ায় মুহরিমের উপর দম ওয়াজিব হবে।

كما فى فتح القدير: فان حلق القارن قبل ان يذبح فعليه دمان عند ابى حنيفةؒ دم بالحلق فى غير اوانه لان اوانه بعدالذبح ودم بتأخير الذبح عن الحلق ـ (باب الجنايات ٢/٤٧٢ رشيدية)

প্রমাণ ঃ ফাতহুল কাদীর ২/৪৭২, হাশিয়ায়ে বাহরুর রায়েক ২/৩৬২, শামী ২/৫১৫

ইহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম করার বিধান

প্রশ্ন : ইহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম করলে দম ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে দম ওয়াজিব হবে।

كما فى العالمكيرية : لا يجوز ان يجاوزها الانسان الا محرما ـ (فى المواقيت ١/٢٢١)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/২২১, আল বাহরুর রায়েক ৩/৪৮, সিরাজিয়্যাহ ১৮৩, তাতার খানিয়া ২/১৭৬, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪৯৪

তাওয়াফের সময় মহিলার সাথে ধাক্কা লেগে বীর্যপাত হওয়া

প্রশ্ন: ফরয তাওয়াফের সময় কোন মহিলার সাথে ধাক্কা লেগে বীর্যপাত হলে তার হজ্ব হবে কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: হ্যাঁ, উল্লেখিত অবস্থায় হজ্ব হয়ে যাবে তবে তার উপর একটি উট কোরবানি করা ওয়াজিব হবে।

وفى الهداية: ولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة وان كان جنبا فعليه بدنة ـ (باب الجنا يات ١/٢٧٢ اشرفى)

প্রমাণ: হিন্দিয়া– ১/২৪৫, তাতার খানিয়া– ২/২০৩, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/২৯৪, সিরাজিয়া, ১৮৮, হিদায়া– ১/২৭২ বাদায়ে ২/৩০৯, আল বাহরুর রায়েক– ৩/১৮

তাওয়াফে বিদা না করলে করণীয়

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি যদি তাওয়াফে বিদা না করে তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর: তাওয়াফে বিদা-হজ্জের ওয়াজিব সমূহের মধ্যে হতে একটি, সুতরাং ঐ ব্যক্তির ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে তবে দম দিতে হবে।

وفى الشامية : قوله وهو واجب فلو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف مالم يجا وز الميقات فيخير بين اراقة الدم والرجوع باحرام جد يد بعمرة مبتدئا بطوا فها ثم بالصدر ولا شى عليه لتاخيره والاول اولى تيسيرا عليه ونفعا للفقرا ـ (كتاب الحج ٢/ ٥٢٣ سعيد)

প্রমাণ: সুনানে কুবরা– ৭/৩৫৪, দুররে মুখতার– ১/১৬৯, খাজানাতুল ফিকাহ– ৮৭, শামী– ২/৫২৩, ফাতহুল কাদীর– ২/৪৬৫

ইহরাম বাঁধা অবস্থায় আতর, সাবান, স্নো, তৈল ব্যবহার করা

প্রশ্ন : ইহরাম বাঁধা অবস্থায় সাবান, স্নো, সুগন্ধি বা তৈল, আতর ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : না, পারবে না। তবে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সুগন্ধি বিহীন তৈল এবং সুগন্ধির অর্থে ব্যবহারও হয় না এরকম তৈল ব্যবহার করা যাবে।

كما فى العالمغيرية: ولا يمس طيبا بيده وان كان لا يقصد به التطيب ولا يدهن .....(باب فيما ينعل المحرم ..... جا صـ٢٢٤ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২২৪, কাযীখান ১/২৮৬, হিদায়া ১/২৩৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৩২৫, বিনায়া ৪/১৮৫)

মুহরিম জাফরান মিশ্রিত সুগন্ধিযুক্ত রঙ্গিন কাপড় পড়া

প্রশ্ন : মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় জাফরান অথবা উছফুর ইত্যাদি সুগন্ধি জাতিয় বস্তু দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে পারবে কি না?

উত্তর : না, পরিধান করতে পারবে না। তবে যদি উক্ত বস্তু দ্বারা কাপড় রঙ্গিন করার পর এমনভাবে ধৌত করা হয় যে, উহা থেকে সুঘ্রাণ ছড়ায় না, তাহলে পরিধান করতে পারবে।

و فی القاضیخان : ولا یلبس مصبوغا بعصفر او زعفران الا ان یکون غسیلا لا ینفض ای لا یجد منها رائحة العصفرو الزعفران ـ (کتاب الحج ج۱ صـ۲۸۵ حقانیة)

(প্রমাণ : ত্বহাবী শরীফ ১/৩৯৬-৩৯৭, বিনায়া ৪/১৮৬, আলমগীরী ১/২২৪ কাযীখান ১/২৮৫)

অসুস্থতার কারণে তাওয়াফে জিয়ারত করতে না পারা

প্রশ্ন : অসুস্থতার কারণে তাওয়াফে জিয়ারত করতে না পারলে তার হজ্ব পূর্ণ করার উপায় কি?

উত্তর : পরে যখন সে সুস্থ হবে তখন হজ্ব বা উমরার ইহরাম বেঁধে শুধু তাওয়াফে জিয়ারত কাজ্বা করে নিবে। এবং সময়মত আদায় না করার কারণে দম দিতে হবে।

وفی الشامیة: اذا غربت الشمس من الیوم الثالث الذی هو اخر ایام النحر ولم یطف لزمه دم ـ (کتاب الحج ۵۱۹/۲) سعید)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৯৬, বুখারী ১/২১১, শামী ২/৫১৯, বাদায়ে ২/৩১২

অযু ছাড়া উমরার তাওয়াফ করা

প্রশ্ন : হজ্বে তামাত্তুতে বিনা অযুতে উমরার তাওয়াফ করলে কোন অসুবিধা হবে কি না?

উত্তর : উমরার তাওয়াফ বিনা অযুতে করলে দম তথা বকরী বা ভেড়া কুরবানী করতে হবে। তবে পুনরায় অযু সহকারে তাওয়াফ করলে দম লাগবে না।

کما فی العالمغیریة : من طاف لعمرته وسعی علی غیر وضوء فما دام بمکة یعید هما فاذا اعادهما لا شیئ ـ (فی الطواف جا صـ۲٤۷ مکتبة حقانیة)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৪৭, হিদায়া ১/২৭৮, মারাকিউল ফালাহ ৬১০, দুররে মুখতার ১/১৭৫)

অযু বিহীন তাওয়াফে জিয়ারত ও তাওয়াফে কুদুম করা

প্রশ্ন : যদি কোন হাজী সাহেব অযু বিহীন অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত অথবা তাওয়াফে কুদুম করে তাহলে এর কারণে কোন জরিমানা দিতে হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ জরিমানা দিতে হবে। যদি তাওয়াফে কুদুম অযুবিহীন অবস্থায় করে তাহলে সদকাহ দিতে হবে, আর যদি তাওয়াফে যিয়ারত করে থাকে তাহলে দম দিতে হবে।

وفى البناية : ومن طاف طواف القدوم محدثا اى حال كونه محدثا فعليه صدقة .... ولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة ، لانه ادخل النقص فى الركن لان طواف الزيارة ركن - (باب الجنايات جـ٤ صـ٣٥٦ الاشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২৭২, বিনায়া ৪/৩৫৫, ৩৫৬, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৮, ফাতহুল কাদীর ২/৪৫৮)

তাওয়াফের পূর্ব মুহূর্তে কোন মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হলে করণীয় ঃ

প্রশ্ন : হজ্বের ফরজ তাওয়াফের পূর্ব মুহূর্তে যদি কোন মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হয় এবং ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করা তার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব না হয় এবং পরবর্তীতে এসে ফরজ তাওয়াফ আদায় করারও কোন সুযোগ না থাকে এমতাবস্থায় ওই মহিলার উক্ত ফরজ তাওয়াফ আদায়ের জন্য করণীয় কি?

উত্তর : ফরয তাওয়াফের প্রাক্কালে যদি কোন মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হয়, পবিত্র হয়ে পুনরায় তাওয়াফ করার সুযোগ ও সময় না থাকে তাহলে অপারগতার কারণে ওই মহিলা ওই অবস্থায় তাওয়াফের কাজ সম্পূর্ণ করে নিবে। এবং অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করার কারণে একটি দমে জেনায়েত উট বা গরু দিয়ে দেবে। কেউ কেউ এ সমস্যা সমাধানের জন্য তাওয়াফের পূর্বে ঔষধ সেবন করে ঋতু বন্ধ রাখে যাতে পবিত্র অবস্থায় ফরজ তাওয়াফ সম্পূর্ণ হয়।

وفى البحر الرائق : ومن انها تترك طواف الصدربعذرالحيض فليس منه ايضا وكذا ماذكره الاسبيجابى انه لا يجب عليها بتاخير طواف الزيارة عن ايام النحر لأجل الحيض والنفاس شئ (فصل ومن لم يدخل مكة ٢/٣٥٥ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৯৬, বুখারী ১/২২৩, দুররে মুখতার ১/১৭০, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৫৫

অন্যকে দিয়ে রমী করানো বা দূর থেকে রমী করা

প্রশ্ন : অন্যকে দিয়ে রমী করালে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে বা ডোবার পরে রমী করলে বা দূর থেকে করে চলে গেলে রমী আদায় হবে কিনা?

উত্তর : দাঁড়িয়ে নামায পড়ার মত শক্তি থাকলে এবং রমীর স্থানে পৌঁছা সম্ভব হলে, টাকা পয়সার বিনিময়ে বা বিনিময় ছাড়া রমী বদলি করালে রমী আদায়

হবে না। আর যদি এতটুকু শক্তিও না থাকে তাহলে অন্যকে দিয়ে করালে আদায় হয়ে যাবে। এ বিষয়ে পুরুষ, মহিলা বা বয়স্কদের ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। আর ১০ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সে দিন সূর্যাস্তের পর হতে পর দিন সুবহে সাদিক পর্যন্ত সুস্থ পুরুষের জন্য রমী করা মাকরূহ। কিন্তু বৃদ্ধ বা অসুস্থ অথবা মহিলাদের জন্য জায়েয আছে। তেমনিভাবে প্রচন্ড ভীড়ের কারণে যদি জানের আশংকা দেখা দেয় তাহলে সুস্থ পুরুষদের জন্যও সূর্য ডুবার পর রমী করা জায়েয আছে। আর সর্বাবস্থায় রমীর স্থলে নির্মিত স্তম্ভের গন্ডির মধ্যে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। পাথর যদি স্তম্ভের পার্শ্বে ঘেরাওকৃত দেওয়ালের বাইরে পড়ে যায়, তাহলে রমী আদায় হবে না।

وفى الشامية: يكره للفجر اى من الغروب الى الفجر وكذا يكره قبل طلوع الشمس وهذا عند عدم العذر فلا اساءة برمى الضعفة قبل الشمس ـ (كتاب الحج ۲/۵۱۵ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৫১৫, দুররে মুখতার ১/১৬৮, তাতার খানিয়া ২/১৬৫, আল ফিকহুল ইসলামী ১/১২৫

হজ্বের সফরে স্ত্রী সহবাস করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিয়ে হজ্ব করতে যায় এবং আরাফায় অবস্থানের পর তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহলে তার হজ্বের হুকুম কি?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে উক্ত ব্যক্তির হজ্ব নষ্ট হবে না। তবে তার উপর একটি "বুদনা" তথা উট বা গরু দেয়া ওয়াজিব।

كما فى الهداية : ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة ـ (جا صـ۲۷ الاشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২৭১, বিনায়া ৪/৩৫২, ইনায়াহ ২/৪৫৬, শরহে বেকায়া ১/২৭৬)

দমে জেনায়েতের জন্য কোন সময় নির্ধারিত নাই

প্রশ্ন : দমে জেনায়েতের জন্য কোন সময় বা দিন নির্ধারিত আছে কিনা?

উত্তর : না, সময় বা দিন নির্ধারিত নেই।

كما فى العالمكيرية: ويجوز ذبح بقية الهدايا فى اى وقت شاء ولا يجوز ذبح الهدايا الا فى الحرم (۲٦۱/۱)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২৬১, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৩০৭, হিদায়া ১/২৮১

হাজীদের কুরবানীর টাকা নিয়ে কুরবানী না করলে করণীয়

প্রশ্ন : অনেক সময় হজ্ব এজেন্সির মালিকরা হাজিদের থেকে কুরবানী বাবদ টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করে। এমতাবস্থায় দেশে এসে বিষয়টি জানতে পারলে হাজী সাহেবের করণীয় এবং তার হজ্বের হুকুম কি?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে হাজী সাহেবের হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। তবে তিনি যদি তামাত্তু বা হজ্বে কিরান আদায়কারী হন তাহলে উক্ত বিষয়টি জানার পর তার জন্য দুটি পশু হারাম শরীফে জবাই করা আবশ্যক হবে।

وفی بدائع الصنائع: فان لم يقدر عليه يتحلل وعليه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدى ـ ٠فصل بيان ما يجب على التمتع الخ ٣٨٧/٢)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৯৬, বাদায়ে ২/৩৮৭, হিদায়া ১/২৬০

উমরা আদায়কারী চার বার চক্কর দেওয়ার পূর্বে সহবাস করা

প্রশ্ন : যদি কোন উমরা আদায়কারী ব্যক্তি উমরা আদায় করা অবস্থায় চার বার তাওয়াফ করার পূর্বে অথবা চার বার তাওয়াফ করার পর স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তার উমরার হুকুম কি?

উত্তর : তার উমরা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে এই অবস্থায় উমরার বাকি কাজ পূরণ করতে হবে ও একটি ছাগল জবাই দিতে হবে, এবং এই উমরা কাযা করতে হবে। আর যদি চার বার তাওয়াফ করার পর স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তার উমরা নষ্ট হবে না, তবে উক্ত কাজের কারণে একটি ছাগল জবাই দেয়া আবশ্যক।

كما فى الهدامة : ومن جامع فى العمرة قبل ان يطوف اربعة اشواط فسدت عمرته فيمضى فيها ويقضيها وعليه شاة واذا جامع بعد ما طاف اربعة اشواط او اكثر فعليه شاة ولا تفسد عمرته ـ (باب البنايات ج١ صـ٢٧٢ الاشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২৭২, কানযুদ দাকায়েক ৮৬, বিনায়া ৪/৩৫৩, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৭)

তাওয়াফে জিয়ারতের ক্ষেত্রে সাত চক্করের কম করলে তার বিধান

প্রশ্ন : তাওয়াফে জিয়ারতের ক্ষেত্রে সাত চক্কর এর চেয়ে কম করলে বিধান কি?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে যদি তিন বা তার চেয়ে কম চক্কর ছেড়ে দেয়। এমতাবস্থায় যদি সে মক্কায় থাকে। তাহলে একটি বকরী দম দিতে হবে। আর যদি নিজ দেশে ফিরে আসে তাহলে একটি বকরীর মূল্য পাঠিয়ে দিবে।

كمافى القران الكريم : وليطوفوا بالبيت العتيق ـ (سورة الحج الاية : ٢٩)

প্রমাণ ঃ সূরা হজ্ব ২৯, আলমগীরী ১/২৪৬, তাতারখানিয়া ২/২০৩, হিদায়া ১/২৭৩

মুহরিম অবস্থায় বুট পরিধান করা

প্রশ্ন : মুহরিম অবস্থায় বুট পরিধান করতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, মুহরিম অবস্থায় বুট পরিধান করতে পারবে না।

وفى العالمكيرية: ولا يلبس الجوربين كما لا يلبس الخفين (الباب الرابع فيما يفعله المحرم بعد الاحرام ١/٢٢٤ حقانية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/১৭১, ফাতহুল কাদীর ২/৩৪৬, আলমগীরী ১/২২৪, বাদায়ে ৩/৪০৪

পাথর নিক্ষেপের পর মিনায় অবস্থান না করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি পাথর নিক্ষেপ করার পর মিনায় অবস্থান না করে বরং মক্কায় অবস্থান করে তাহলে কি ঐ ব্যক্তির উপর দম ওয়াজিব হবে?

উত্তর : পাথর নিক্ষেপ করার পরে মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত। আর সুন্নাত তরক করার দ্বারা দম ওয়াজিব হয় না।

كمافى الشامية: فيبيت بها للرمى اى ليالى ايام الرمى هو السنة فلو بات بغير ها كره ولا يلزمه شيئ: (فصل فى الاحرام ٢/٥٢٠ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৫২০, হিন্দিয়া ১/২১৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৪৮

মক্কা শরীফে যাওয়ার পূর্বেই যদি হায়েয আসে তার করণীয়

প্রশ্ন : মহিলা হজ্বে তামাত্তুর এহরাম বেঁধে হজ্বে গমন করে মক্কা শরীফে পৌছার পূর্বেই তার হায়েয শুরু হয়ে যায় এমতাবস্থায় তার করণীয় কি? সে উমরা করবে কিনা? করলে কিভাবে? দ্বিতীয়ত মক্কায় পৌছার তিন দিন পর হজ্ব শুরু হবে এমতাবস্থায় সে কিভাবে হজ্ব করবে?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে মহিলা এহরামরত অবস্থায় মক্কায় পবিত্রতার অপেক্ষা করবে। যদি হজ্বের আগে পবিত্র হয় তাহলে উমরা করে নিবে। আর যদি (হায়েয অবস্থায়) হজ্বের সময় এসে যায় তাহলে এহরাম ভেঙে নতুন ইহরাম বাঁধবে এবং তাওয়াফ ব্যতিত হজ্বের সকল কাজ পালন করবে। আর পবিত্র হওয়ার পর শুধু ফরজ তাওয়াফ করবে। এবং পরে (হজ্বের কাজ সেরে) উমরার ইহরাম বেঁধে উমরা করে নিবে। আর প্রথম উমরার ইহরাম ভেঙ্গে দেওয়ার কারণে একটি দম দিতে হবে।

وفى الدر المختار: وحيضها لا يمنع نسكا الا الطواف ولا شئ عليها بتاخيره اذا لم تطهر الا بعد ايام النحر ـ (كتاب الحج ١/١٧٠)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৯৬, হিদায়া ১/২৬১, দুররে মুখতার ১/১৭০

ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস ব্যতিত কামভাব পুরা করা

প্রশ্ন : ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর লজ্জাস্থান ছাড়া সহবাস করে অথবা কামভাবের সাথে চুমু দেয় তাহলে তার হজ্ব নষ্ট হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত ব্যক্তির হজ্ব নষ্ট হবে না। তবে তার দম তথা ছাগল, বা দুম্বা ইত্যাদি ক্ষতিপূরণের জন্য জবাই করতে হবে।

كما فى العالمغيرية : الجماع فيما دون الفرج واللمس والقبلة بشهوة لا تفسد الحج والعمرة انزل او لم ينـزل وعليه دم كذا فى محيط السرخسى. (الحج جا ص٢٤٤ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৪৪, বাদায়ে ২/৪২৫, শামী ২/৫৫৪, তাতার খানিয়া ২/১৯১, দুররে মুখতার ১/১৭৪)

হজ্বের ইহরাম বেঁধে চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে অপকর্ম করা

প্রশ্ন : কেউ যদি হজ্বের নিয়তে ইহরাম পরিধান করার পরে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে অপকর্ম করে তাহলে তার হজ্বের হুকুম কি?

উত্তর : ঐ ব্যক্তির হজ্ব ফাসেদ হবে না। তবে বীর্যপাত হলে, তাহার উপর দম বকরী ইত্যাদি দিতে হবে, আর বীর্যপাত না হলে তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

كما فى العالمغيرية : وكذا لو عانقها بشهوة ولو أتى بهيمة فاولجها فلا شئ عليه الا اذا انزل فيجب عليه الدم ولا تفسد حجته ولا عمرته ـ (الحج جا صـ٢٤٤ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৪৪, বাদায়ে ২/৪/৬২, শামী ২/৫৫৪, তাতার খানিয়া ২/১৯১)

হজ্বের সময় শিলাইকৃত পোষাক পরিধান করা

প্রশ্ন : মুহরিম ব্যক্তি শিলাইকৃত কাপড় কতক্ষন পর্যন্ত পড়ে থাকলে দম অর্থাৎ বকরী দেয়া ওয়াজিব হবে?

উত্তর : মুহরিম ব্যক্তি পূর্ণ একদিন শিলাইকৃত কাপড় পরিধান করলে তার উপর দম অর্থাৎ বকরী বা দুম্বা দেয়া ওয়াজিব। আর এক দিনের কম হলে সদকা ওয়াজিব।

كما فى العالمغيرية : ولو لبس المحرم المخيط أياما فان لم ينـزعه ليلا ونهارا يكفيه دم واحد بالاجماع وان ذبح الهدى ودام على لبسه يوما كاملا فعليه دم آخر بالاجماع (الفصل الثانى فى اللبس جا صـ٢٤٢ زكريا)

(প্রমাণ : বাদায়ে ২/৪১৪, দুররে মুখতার ১/১৭৪, ফাতহুল কাদীর ২/৪৪৩, হিদায়া ২/৪৪৩)

ইহরাম অবস্থায় চেহারা এবং মাথা ঢেকে রাখা

প্রশ্ন : হজ্বের মধ্যে ইহরাম অবস্থায় মাথা ও চেহারা কতটুকু ঢেকে রাখলে এবং কত সময় ঢেকে রাখলে দম দিতে হয়?

উত্তর : হজ্বের মধ্যে ইহরাম অবস্থায় মাথা বা চেহারার চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে বেশী, যদি পূর্ণ একদিন বা পূর্ণ এক রাত ঢেকে রাখে তাহলে দম দিতে হবে। আর এর চেয়ে কম সময় হলে সদকা দিতে হবে।

كما فى العالمغيرية : اذا غطى ربع رأسه فصاعدا يوما فعليه دم وان كان اقل من ذلك فعليه صدقة ـ (الحج جا صـ٢٤٢ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৪২, শামী ২/৫৪৭, খাজানাতুল ফিকাহ ১/৯৩, কিফায়া ২/৪৪২, ইনায়া ২/৪৪২, হিদায়া ১/৪৪২)

ইহরাম অবস্থায় গরমের কারণে চাদর খোলার হুকুম

প্রশ্ন : ইহরাম অবস্থায় গরমের কারণে মুহরিম ব্যক্তি চাদর খুলতে পারবে কি না?

উত্তর : সর্বক্ষণ চাদর থাকার প্রয়োজন নেই, গরম ইত্যাদির কারণে চাদর খুলতে পারবে।

وفى بدائع الصانع : ويلبس ثوبين ازار و رداء لانه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبين ازارا ورداء ولان المحرم ممنوع عن لبس المخيط ولا بد من ستر العورة وما يتقى به الحر والبرد ـ الى اخر (كتاب الحج بيان سته ج٢ صـ٣٣٥ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৬৩, শামী ২/৪৮১, বাদায়ে ২/৩৩৫ ফাতহুল কাদীর ২/৩৩৮ আলমগীরী ১/২২২ আল বাহরুর রায়েক ২/৩২১)

ইহরাম অবস্থায় মাথায় কিছু বহন করা

প্রশ্ন : মুহরিম ব্যক্তির জন্য মাথা ঢাকা নিষেধ যদি কোন ব্যক্তি মাথায় ব্যাগ অথবা গাট্টি বহন করে তাহলে তার উপর দম আসবে কি না?

উত্তর : মুহরিম যদি মাথায় করে ব্যাগ অথবা গাট্টি বহন করে তাহলে তার উপর কোন দম আসবে না। তবে এক রাত এক দিন অতিবাহিত হলে তার উপর সদকা জরুরী হবে।

وفى رد المحتار : لو حمل المحرم على رأسه شيئا يلبسه الناس يكون لا بسا وان كان لا يلبسه الناس كا لأجانة ونحوها فلا ويكره له تعصيب رأسه

ولو فعل ذلك يوما وليلة كان عليه صدقة (فيما يحرم بالا حرام وما لا يحرم ج٢ صـ٤٨٨ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/৪৮৮, কাযীখান ১/২৮৬, আল বাহরুর রায়েক ২/৩২৫, ফাতহুল কাদীর ২/৩৫০)

সাফা মারওয়ায় সায়ী না করলে তার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি হজ্ব করতে গিয়ে সাফা মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সায়ী না করে তাহলে তার হজ্বের হুকুম কি?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে ঐ ব্যক্তির হজ্ব আদায় হয়ে যাবে এবং তার উপর দম দেয়া ওয়াজিব হবে।

وفى العالمغيرية : ومن ترك السعى بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام كذا فى القدورى (ج١ ص٢٤٧ زكريا)

প্রমাণ : হিদায়া ১/২৭৫, কুদুরী ৬৫, বিনায়া ৪/৪৬২, ফাতহুল কাদীর ২/৪৬৭, আলমগীরী ১/২৪৭

ইহরাম অবস্থায় যে সকল কাজ নিষেধ

প্রশ্ন : ইহরাম অবস্থায় কোন কোন কাজ নিষিদ্ধ?

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় নিম্নের কাজগুলো নিষিদ্ধ।

* যৌন আলাপ, যৌন আচরণ করা।
* স্ত্রী সহবাস করা।
* ঝগড়া, বিবাদ করা।
* কোন প্রাণী শিকার করা বা তার প্রতি ইশারা করা।
* সুগন্ধি ব্যবহার, যেমন : আতর, সেন্ট, সুগন্ধি সাবান, স্নো, পাউডার ইত্যাদি।
* হাত পায়ের নখ কাটা।
* শরীরের পশম, মাথা মুন্ডানো।
* মাথা এবং দাঁড়ি খিতমি বা সাবান দিয়ে ধৌত করা।
* চেহারা, মাথা ঢেকে রাখা। কিন্তু মহিলারা মাথা ঢেকে রাখবে আর চেহারা থেকে দূরত্ব বজায় থাকে এমন নেকাব পরবে।
* জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি, মোজা এবং এমন কাপড় যাকে সুগন্ধি জাতীয় জিনিস দ্বারা রংগানো হয়েছে পরা।
* চুল দাড়ি আচড়ানোর সময় চুল বা দাড়ি ইচ্ছাকৃতভাবে উঠানো।

كما فى الهداية : ويتقى ما نهى الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال... ولا يقتل صيدا.... ولا يشير اليه ولا يدل عليه... ولا يلبس قميصا ولا

سراويل ولا عمامة ولا خفين ولا يغطى وجهه ولا راسه ولا يمس طيبا وكذا لا يدهن ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه ولا يقص من لحيته ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر (باب الاحرام ١/ ١٣٨)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/২৩৮, তানবিরুল আবসার ১/১২৪, কুদুরী : ৫৭, কানযুদ দাকায়েক ৭৫

ইহরাম অবস্থায় চুল, নখ মোচ কাটার বিধান

প্রশ্ন : ইহরাম অবস্থায় চুল, নখ, মোচ, ইত্যাদি কাটা যাবে কি না?

উত্তর : না ইহরাম অবস্থায় উল্লেখিত জিনিসগুলো কাটা যাবে না।

وفى الدر المختار : وبعده اى الا حرام بلا مهلة يتقى الرفث والفسوق ..... وقلم الظفر... وحلق رأسه وازالة شعر بدنه ـ باب الاحرام جا صـ١٦٤ سعيد

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৬৪, শামী ২/৪৮৬, ৪৮৯, আলমগীরী ১/২২৪, হিদায়া ১/২৩৮)

মুহরিম ব্যক্তির নির্দেশ বা অন্যের নির্দেশে মাথা মুণ্ডানো

প্রশ্ন : যদি মুহরিম ব্যক্তির নির্দেশে বা অন্যকারো নির্দেশে তার মাথা মুণ্ডায় তাহলে এর হুকুম কি?

উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় মুণ্ডানোকারী ব্যক্তির উপর সদকা দেয়া ওয়াজিব এবং যার মাথা মুণ্ডানো হয়েছে তার উপর দম দেয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ বকরী ইত্যাদি জবাই করা ওয়াজিব।

كما فى الهداية : وان حلق رأس محرم بأمره أو بغير امره فعلى الحالق الصدقة وعلى المحلوق دم ـ باب الجنابات ج١ صـ٢٦٨ اشرفى بك)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২৬৮, বাদায়ে ২/৩৩২, ফাতহুল কাদীর ২/৪৪৭, কিফায়া ২/৪৪৭, ইনায়া ২/৪৪৭, বিনায়া ৪/৩৩৯)

মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার খাওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন শিকারী কোন প্রাণী শিকার করার পর জবাই করে কোন মুহরিম ব্যক্তিকে খেতে দেয়, তাহলে ঐ শিকারকৃত প্রাণী মুহরিম ব্যক্তির জন্য খাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে মুহরিম ব্যক্তি যদি ঐ শিকারকৃত প্রাণী শিকার করার জন্য শিকারীকে আদেশ না দিয়ে থাকে এবং শিকার করার উপর কোন সহযোগিতা না করে থাকে তাহলে তা খাওয়া জায়েয হবে।

كما فى الهداية : ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدل المحرم عليه ولا أمره بصيده (جا ص٢٨٤ الاشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২৮৪, ফাতহুল কাদীর ৮৮, বিনায়া ১/৪০৪, আল বাহরুর রায়েক ৩/৩৭)

অন্ধ ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয

প্রশ্ন: অন্ধ ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয কিনা?

উত্তর: হ্যাঁ, হজ্বের শর্তসমূহ পাওয়া গেলে অন্ধ ব্যক্তির উপর বদলী হজ্ব করানো ফরয। তবে নিজেও করতে পারবে। যদি কোন সাথী পায় বা কাউকে খরচ দিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

كما فى الهداية: والا عمى اذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند ابى حينفه خلافا لهما ـ (٢٣٢/١)

প্রমাণ: হিদায়া– ১/২৩২, বাদায়ে– ২/৩৪৮, শামী– ২/৪৫৮, তাতার খানিয়া– ২/১৪৬, হাশিয়ায়ে তহতভী–৭২৮

ইহরাম পরিধানকারী পানিতে বসবাসকারী প্রাণী শিকার করা

প্রশ্ন : মুহরিম ব্যক্তির জন্য পানিতে বসবাসকারী প্রাণী শিকার করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ মুহরিম ব্যক্তির জন্য পানিতে বসবাসকারী সকল প্রাণী শিকার করা জায়েয আছে, চাই সেটা খাওয়া যাক বা না যাক।

وفى فتح القدير: كل ما يعيش فى الماء يحل قتله وصيده للمحرم ـ (ج٣ صـ٣ رشيدية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২৭৭, বিনায়া ৪/৩৭১, ফাতহুল কাদীর ৩/৩ ইনায়া ৩/৩, আল বাহরুর রায়েক ৩/২৬ বাদায়ে ২/২৭)

পাথর ছাড়া অন্য কোন বস্তু দ্বারা কংকর মারা

প্রশ্ন : পাথর ছাড়া মাটি জাতীয় যেমন পোড়া মাটি, জিল ইত্যাদি দ্বারা রমিয়ে জিমার তথা কংকর মারা জায়েয আছে?

উত্তর : বর্ণিত যে কোন বস্তু দ্বারা রমিয়ে জিমার তথা কংকর মারা জায়েয আছে।

وفى العالمغيرية : يجوز الرمى بكل ماكان من جنس الارض ـ بشرط وجود الاستهانة ـ جا ص٢٣٣ حقانية)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ২/১৬৬, আলমগীরী ১/২৩৩, ফাতহুল কাদীর ২/৩৮৫, বিনায়া ৪/২৪৭)

বদলী হজ্ব

কোন প্রকারের ইবাদতে প্রতিনিধি বানানো জায়েয

প্রশ্ন : কোন্ কোন্ ইবাদতে প্রতিনিধি বানানো জায়েয এবং কোন্ কোন্ ইবাদতে নাজায়েয? এবং বদলী হজ্বের জন্য শর্ত কি কি?

উত্তর : ইবাদত তিন প্রকার ১. আর্থিক ২. শারীরিক ৩. শারীরিক-আর্থিক উভয়ের সমন্বয়ে।

১. আর্থিক ইবাদতে অপারগ হওয়া বা সামর্থবান হওয়া উভয় অবস্থায় প্রতিনিধি বানানো জায়েয। যেমন–যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে উকীল বানানো।

২. শারীরিক ইবাদতে কোন অবস্থাতেই প্রতিনিধি বানানো জায়েয নেই। যেমন–নামায, রোযা।

৩. যে ইবাদত শারীরিক-আর্থিক উভয়ের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয় উহাতে শুধু অপারগ অবস্থায় প্রতিনিধি বানানো জায়েয। তবে শর্ত হলো উক্ত অপারগতা মৃত্যু পর্যন্ত থাকতে হবে। যেমন– হজ্ব।

* বদলী হজ্বের শর্তাবলি নিম্নরূপ-

১. হজ্ব নির্দেশক হজ্ব পালনে অপরাগ হওয়া।

২. হজ্ব নির্দেশকের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকা।

৩. অপরাগতা মৃত্যু পর্যন্ত থাকা।

৪. ইহরামের সময় প্রতিনিধির হজ্ব নির্দেশকের পক্ষ থেকে নিয়ত করা।

৫. হজ্বের খরচ হজ্বনির্দেশকের পক্ষ থেকে হওয়া।

৬. হজ্ব নির্দেশকের পক্ষ থেকে যদি পায়ে হেটে হজ্ব করে তাহলে ভাড়া ব্যতিত শুধু অন্যান্য খরচ দিতে হবে। তাছাড়া আরো কিছু শর্ত যা ইমদাদুল আহকামে উল্লেখ আছে।

৭. বিনিময়ের শর্ত না হতে হবে।

৮. মাইয়িতের পক্ষ থেকে হজ্ব আদায়কারী হজ্বের টাকা তার নিজের টাকা থেকে পৃথক রাখবে। আর যদি নিজ টাকার সাথে মিলিয়ে নেয় অতঃপর কোন কারণে টাকা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে জরিমানা দিতে হবে।

৯. মৃত ব্যক্তির এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে যদি হজ্ব সম্ভব হয়। তাহলে যথাসম্ভব আরোহন করে হজ্ব পালন করবে।

১০. মৃত ব্যক্তির নিজ স্থান থেকে গিয়ে হজ্ব করা।

১১. হজ্ব নির্দেশকের অনুমতি ব্যতিত মিকাত থেকে উমরা এবং হজ্বে তামাত্তুর নিয়ত না করা।

১২. হজ্ব নির্দেশকের পক্ষ থেকে দেয়া টাকা প্রয়োজন মত খরচ করা এবং হজ্ব পালন করার পর যদি টাকা থেকে যায় তাহলে তাহা হজ্ব নির্দেশককে দিয়ে দেওয়া। যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

كما فى بدائع الصنائع : واما شرائط جواز النيابة ـ فمنها ان يكون المحجوج عنه عاجزا عن اداء الحج بنفسه وله مال. ومنها العجز المستدام مِن وقت الإحجاج إلى وقت الموت. ومنها الأمر بالحج فلا يجوز حج الغير عنه بغير امره. ومنها نية المحجوج عنه عند الإحرام لان النائب يحج عنه لا عن نفسه فلا بد من نيته. (كتاب الحج ج٢ صـ٤٥٥ زكريا)

(প্রমাণ : বাদায়ে-২/৪৫৫, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-১৭/৭৫-৭৬, তানবীরুল আবছার-২/৫৯৮, আল বাহরুর রায়েক-৩/৬০, কানযুদ দাকায়েক-১/১৯৪

হজ্জ ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তিকে বদলী হজ্জে পাঠানো

প্রশ্ন: নিজের উপর হজ্জ ফরয এমন ব্যক্তিকে বদলী হজ্জে পাঠানো কি?

উত্তর: উত্তম হল বদলী হজ্জে এমন ব্যক্তিকে পাঠানো যার উপর হজ্জ ফরয নয়।

وفى العالمكيرية : والا فضل للانسان اذا اراد ان يحج رجلا عن نفسه ان يحج رجلا قد حج عن نفسه (٢٥٧/١)

প্রমাণ: শামী ২/৬০৩, আলমগীরী– ১/২৫৭, তাতার খানিয়া– ২/২২২

সুস্থ ব্যক্তি সফরের কষ্টের কারণে বদলী হজ্ব করানো

প্রশ্ন : যদি কোন সুস্থ ব্যক্তি সফরের কষ্টের কারণে অন্যের মাধ্যমে বদলী হজ্ব করায় তাহলে তার হজ্ব আদায় হবে কি না?

উত্তর : সুস্থ থাকা সত্বেও কষ্টের ভয়ে অন্যের মাধ্যমে হজ্ব করালে হজ্ব আদায় হবে না। পুনরায় তার উপর হজ্ব করা আবশ্যক।

كذا فى الدر المختار: والعبادة المالية تقبل النياية مطلقا والبدنية لا تقبلها مطلقا والمركبة منهما كحج الفرض تقبل النيابة عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز الى الموت ـ (باب الحج عن الغير جا صـ١٨١ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৮১, তাতার খানিয়া ২/২২, আলমগীরী ১/২৫৭, শামী ২/৫৯৮)

সন্তান কর্তৃক মৃত বাবার ফরয হজ্ব আদায় করা

প্রশ্ন : আমার বাবার উপর হজ্ব ফরয ছিল। তিনি হজ্ব না করে মারা যান। এমনকি আমাদেরকে বদলী হজ্ব করার অসিয়তও করে যাননি। এখন আমরা যদি তার পক্ষ হতে বদলী হজ্ব করাই তাহলে আমার পিতার ফরয হজ্ব আদায় হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ আপনারা যদি বদলী হজ্ব করান তাহলে আশা করা যায় যে, আপনার পিতার ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, যদি মৃত ব্যক্তির টাকা থেকে হজ্ব করানো হয় তাহলে সমস্ত ওয়ারিশ বালেগ হতে হবে এবং সকলকে এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আর যদি সমস্ত ওয়ারিশ বালেগ না হয় তাহলে শুধু বালেগ সন্তানদের অংশ থেকে মাইয়েতের বদলী হজ্ব করাতে হবে।

وفى الموسوعة الفقهية : واستثنى الحنفية اذا حج او احج عن مورثه بغير اذنه فانه يجزيه وتبرأ ذمة الميت ان شاء الله تعالى. (جـ١٧ صـ٧٥)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ২/২৩৩, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ১৭/৭৫, দুররে মুখতার ১/১৮১, আলমগীরী ১/১৫৭ আল বাহরুর রায়েক ৩/৬৯)

বদলি হজ্ব করতে মারা গেলে পুনরায় বদলি হজ্ব করা

প্রশ্ন : যদি বদলি হজ্ব করতে গিয়ে মারা যায় বা টাকা চুরি হয়ে যায় তাহলে কি পুনরায় বদলি হজ্ব করাতে হবে?

উত্তর : বদলি হজ্ব করতে গিয়ে হজ্বের কাজ শুরু করার পূর্বে মারা গেলে বা তার থেকে টাকা চুরি হয়ে গেলে, তাহলে পুনরায় বদলি হজ্ব করাতে হবে।

وفى الدر المختار: وان مات المامور اوسرقت نفقته فى الطريق قبل وقوفه حج من منزل امره بثلث ما بقى من ماله (باب الحج عن الغير ١٨٢/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা আল ইমরান ৯৭, দুররে মুখতার ১/১৮২, হিদায়া ১/২৯৭, মাওসূআ ১৭/৭৫

বদলী হজ্বের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি

প্রশ্ন : বদলী হজ্বের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি কে?

উত্তর : বদলী হজ্বের জন্য উত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজের ফরজ হজ্ব আদায় করেছে। এবং হজ্বের মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে জানা আছে।

كما فى الشامية : والافضل ان يكون قدحج عن نفسه حجة الاسلام خروجا عن الخلاف ثم قال والافضل احجاج الحرالعالم بالمناسك الذى حج عن نفسه ـ (حج عن الغير ٦٠٣/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৬০৩, বাদায়ে- ২/৪৫৭, আল বাহরুর রায়েক ৩/৬৯, ফাতহুল কাদীর ৩/৭৮

সৌদি আরবে চাকুরীরত ব্যক্তির মাধ্যমে বদলী হজ্ব করানো

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির উপর এমন সময় হজ্ব ফরয হয় যখন তার উপর হজ্ব করা অসম্ভব, কারণ তিনি অতি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এখন তিনি যদি সৌদি আরবে চাকরীরত কোন আত্মীয় স্বজন দ্বারা তার নিজের পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করায় তাহলে উক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব আদায় হবে কি না?

উত্তর : বদলী হজ্ব আদায় হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো যার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করা হবে তার বাসস্থান থেকে তার মাল দ্বারা হজ্ব করা; সুতরাং যদি উক্ত ব্যক্তি সৌদি আরবে চাকুরীরত কোন আত্মীয় স্বজন দ্বারা বদলী হজ্ব করায় তাহলে তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় হবে না তবে যদি তার নিজ বাড়ি থেকে হজ্ব আদায় করা যায় এ পরিমাণ টাকা তার না থাকে তাহলে যেখান থেকে হজ্ব আদায় করানো সম্ভবভ সেখান থেকে করাতে পারবে।

فی الشامیة: الحادی عشر ان یخرج عنه من وطنه ان اتسع الثلث والا فمن حیث یبلغ (مطلب شروط الحج عن الغیر ج۲ صـ ٦٠٠ سعید)

(প্রমাণ : শামী ২/৬০০, আলমগীরী ১/২৫৭, বাদায়ে ২/৪৫৬, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ১৭/৭৬)

বদলী হজ্ব করার অসিয়ত করে মারা গেলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি বদলী হজ্বের অসিয়ত করে মারা যায় তাহলে তার অসিয়ত পূর্ণ করতে হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, তার রেখে যাওয়া সম্পদের একতৃতীয়াংশ থেকে বদলী হজ্ব করানো সম্ভব হলে অসিয়ত পূর্ণ করা একান্ত জরুরী। পক্ষান্তরে যদি এক তৃতীয়াংশ থেকে হজ্ব করানো সম্ভব না হয়, তাহলে হজ্ব করানো জরুরী নয়, তবে করানো উত্তম।

وفی احسن الفتاوی: اگر یہ رقم کل ترکہ کے ایک تلث سے زائد نہیں تو اس کی وصیت صحیح ہے ورنہ ایک تہائی تک وصیت کے مطابق خرچ کیا جائے اور باقی وارثو میں تقسیم کیا جائے۔ (۲۹۳/۹)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২১৪, আল ফিকহুল ইসলামী ৮/১৩০, আহসানুল ফাতাওয়া ২/২৬৩

বদলী হজ্ব দ্বারা হজ্ব ফরজ হওয়া

প্রশ্ন : বদলী হজ্ব করার দ্বারা হজ্ব ফরজ হয় কিনা?

উত্তর : না, যার উপর হজ্ব ফরজ হয় নাই তার দ্বারা বদলী হজ্ব করালেও তার উপর হজ্ব ফরজ হবে না।

وفى الشامية: الفقير لا يجب عليه الحج بدخول مكة وظاهركلام البدائع باطلاق الكراهة اى فى قوله يكره احجاج الضرورة لانه تارك فرض الحج يفيد انه يصير بدخول مكة قادرعلى الحج عن نفسه وان كان وقته مشغولا بالحج عن الامر وهى واقعة الفتوى ـ (مطلب فى جح الصدور ـ ٦٠٤/٢)

প্রমাণ ঃ সূরা আলে ইমরা ৯৭, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪৮৮, শামী ২/৬০৪

গরিব ব্যক্তি দ্বারা বদলী হজ্ব করানো

প্রশ্ন : গরিব ব্যক্তির দ্বারা বদলী হজ্ব করানো জায়েয আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ জায়েয আছে। তবে বদলী হজ্বের জন্য এমন ব্যক্তিকে পাঠানো উত্তম, যিনি ফরজ হজ্ব আদায় করেছেন।

كمافى الهندية: والا فضل للانسان اذا اراد ان يحج رجلا عن نفسه ان يحج رجلا قد حج عن نفسه ومع هذا لوحج رجلا لم يحج عن نفسه حجة ا لاسلام يجوز عندنا وسقط الحج عن الامر ـ (الحج عن الغير ٢٥٧/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/২৫৭, শামী ২/১০৩, তাতারখানিয়া ১/২২৯

রক্ত চাপের কারণে বদলী হজ্ব করানো

প্রশ্ন : জনৈক ধনী ব্যক্তি হজ্ব করার জন্য টাকা জমা দিয়েছে এরপর তার রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া বা অন্যকোন রোগের কারণে হজ্ব করার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বর্তমানে সে চলাফেরা ও কিছু কাজ করতে পারে। এমতাবস্থায় অন্য লোকের মাধ্যমে তার বদলী হজ্ব করালে তার ফরজ হজ্ব আদায় হবে কি?

উত্তর : যার উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার পর কোন রোগ বা অন্য কোন ওজরের কারণে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে হজ্ব করতে অক্ষম। তার জন্য বদলী করানো জায়েয আছে। অন্যথায় জায়েয নেই।

প্রশ্নে উল্লেখিত এমন রোগ নয়, যার কারণে তাকে হজ্ব আদায় অক্ষম বলা যাবে না। তাই তার জন্য বদলী হজ্ব করালে তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় হবে না।

وفى التاتارخانية: يجب عليه ان يحج رجلا اذا قدرعليه ومن كان عاجزاعجزا يرجى زواله كامرض (٢٢١/٢ دار الايمان)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৮১, শামী ২/৬০০, তাতারখানিয়া ২/২২১, হিন্দিয়া ১/২৫৭

বদলী হজ্বে নিয়তের বিবরণ

প্রশ্ন : বদলী হজ্ব আদায়কারী হজ্বের যাবতীয় কাযা আদায় করার সময় প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে নিয়ত করতে হবে কিনা?

উত্তর : বদলী হজ্ব আদায়কারীর জন্য হজ্বের যাবতীয় কাজে ভিন্নভাবে নিয়ত করতে হবে না। বরং এহরামের সময় নিয়ত করার দ্বারাই যথেষ্ট হবে। এহরামের সময় বদলী হজ্বের জন্য প্রেরণকারীর নির্দেশ অনুযায়ী কেরান, তামাত্তু বা এফরাদের নিয়ত করে নিবে।

وفى التاتارخانية: ثم اعلم ان الحاج عن الغير ان شاء قال لبيك عن فلان وان شاء اكتفى بالنية بمنزلة الحاج بنفسه ـ ٢٢١/٢)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২৫৭, তাতারখানিয়া ২/২২১, শামী ২/৫৯৯

বদলী হজ্বের জন্য শর্ত

প্রশ্ন : বদলী হজ্বের জন্য শর্ত কি?

উত্তর : বদলী হজ্ব সহীহ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত।

(১) যে ব্যক্তি বদলী হজ্ব আদায় করাবে তার নিজে হজ্ব আদায় থেকে অপারগ হতে হবে ও মালের মালিক হতে হবে।

(২) উক্ত অপারগতা মৃত্যু পর্যন্ত হতে হবে।

(৩) হজ্বের নির্দেশ হতে হবে।

(৪) ইহরামের সময় প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে নিয়ত করতে হবে।

(৫) হজ্ব আদায়কারীর হজ্বটা প্রেরণকারীর টাকা থেকে হতে হবে।

كمافى الدر المختار : لكن يشترط دوام العجز الى الموت ونية الحج عنه هذا اذا كانا لمرض يرجى زواله ـ (١٨١/١)

প্রমাণ ঃ দূররে মুখতার ১/১৮৯, হিন্দিয়া ১/২৫৭, তাতারখানিয়া ২/২২১, হাক্কানিয়া ৪/২৫৪

বদলী করার পর নিজের উমরা আদায় করা

প্রশ্ন : বদলী হজ্ব আদায় করার পর নিজের উমরা আদায় করতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, পারবে।

كمافى التاتارخانية: المامور بالحج اذا حج عن الامر ثم احرم بعمرة ينفق من مال نفسه مادام معتمرا فاذا انصرف انفق من مال الامر (كتاب الحج ٢٢٣/٢)

প্রমাণ ঃ তাতারখানিয়া ২/২২৩, আল বাহরুর রায়েক ৩/৬৩, শামী ২/৫৯৪, বাদায়ে ২/৪৫৯

পুরুষ মহিলার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করা

প্রশ্ন : কোন পুরুষ মহিলার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষও বদলী হজ্ব করতে পারবে।

وفى الشامية : (قوله ثم فرع عليه) اى على ان الشرط هو الاهلية... دون اشتراط الذكورة والحرية والبلوغ۔ (باب الحج عن الغير ٢/٦٠٣ سعيد)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/২৫৭, শামী ২/৬০৩, দুররে মুখতার ১/১৮২

গায়রে মুকাল্লিদ ব্যক্তি হানাফী ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করা

প্রশ্ন : কোন গায়রে মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি হানাফি মাযহাবের কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, বদলী হজ্ব করতে পারবে।

كمافى الدر المختار : فجاز حج الصرورةالخ والمرأة ولو أمة والعبد و غيره كالمراهق وغيرهم اولى لعدم الخلاف۔ (باب الحج عن الغير ١٨٢/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৮২, শামী ২/৬০৩, আলমগীরী ১/২৫৭

বদলী হজ্ব করানোর পর সুস্থ হলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি বদলী হজ্ব করানোর পরে সুস্থ হয়, তাহলে তার দ্বিতীয় বার হজ্ব করতে হবে?

উত্তর : যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি বদলী হজ্ব করায় ও তার অসুস্থতা যদি মৃত পর্যন্ত বহাল থাকে তাহলে দ্বিতীয়বার হজ্ব করতে হবে না। আর যদি মাঝে সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয়বার হজ্ব করতে হবে। সুতরাং উল্লেখিত সূরতে যেহেতু বদলী হজ্ব করানোর পরে সুস্থ হয়ে গেছে তাই তার দ্বিতীয়বার হজ্ব করতে হবে।

كما فى البحر الرائق: وان كان مرضا يرجى زواله فاحج فالامرمراعى فان استمر العجز الى الموت سقط الفرض والا لا ۔ (باب الحج عن الغير ٦١/٣ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৩/৬১, শামী ২/৫৯৮, হিন্দিয়া ১/২৫৭, দুররে মুখতার শামীর সূত্রে ২/৫৯৮

সরকার বা কোম্পানী কর্তৃক হজ্ব করানো

প্রশ্ন : দুই ব্যক্তি যার মধ্যে একজন সাহেবে নেসাব অপরজন গরীব এই দুইজনকে সরকার বা কোন কোম্পানী হজ্ব বা হাজিদের সেবা করার জন্য পাঠায় এই সুযোগে

তারা হজ্ব করে ফেলে তাহলে সাহেবে নেসাব ব্যক্তি নিজস্ব মাল থেকে এবং গরীব ব্যক্তির নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর তার মাল থেকে পুনরায় হজ্ব করা ফরয হবে কিনা?

উত্তর : যে কোন উপায়ে মক্কা শরীফ পৌঁছে তাদের ফরয হজ্ব করে ফেলে, তাহলে তাদের ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে যদি নফল বা অন্য কারো বদলী হজ্বের নিয়ত না করে। এবং পরবর্তীতে উভয়ের দ্বিতীয় বার হজ্ব পালন করতে হবে না।

وفى البناية : ولو حج الفقير ماشيا سقط عنه حجة الاسلام حتى لو استغنى بعد ذلك لا يلزمه ثانيا ـ ولو أحج غيره لا يسقط عنه ـ (كتاب الحج ـ ١٤٤/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২১৭, বিনায়া ৪/১৪৪, ফাতহুল কাদীর ২/৩২৭

মৃতের পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয হওয়ার পর আদায় করেনি। এবং ওছিয়তও করে যায়নি। এমতাবস্থায় তার ওয়ারিসগণ তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করলে আদায় হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, আদায় হয়ে যাবে। অসিয়ত না করলেও সাবালক ওয়ারিসীনদের জন্য স্বেচ্ছায় তাদের মাল সম্পদ থেকে মৃতের পক্ষ থেকে হজ্বের ব্যবস্থা করা উচিত।

كمافى سنن الترمذى : عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت ان أمى ماتت ولم تحج أفاحج عنها قال نعم حجى عنها ـ (ابواب الحج ١٨٦/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/১৮৬ নাসায়ী ২/২ শামী ২/৬০০

পিতার পক্ষ হতে মেয়ের বদলী হজ্ব করা

প্রশ্ন : আমার উপর হজ্ব ফরয এবং আমার শ্বশুরের উপরও হজ্ব ফরয। কিন্তু তিনি মাযুর হওয়ার কারণে হজ্ব আদায় করতে অক্ষম তাই তিনি বদলী হজ্ব করাতে চান। এখন আমার জানার বিষয় হলো আমার স্ত্রী তার পিতার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব আমার সাথে গিয়ে আদায় করতে পারবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ আপনার স্ত্রী তার পিতার পক্ষ হতে বদলী হজ্ব আপনার সাথে গিয়ে আদায় করতে পারবে।

وفى الدر المختار : تقبل النيابة عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز الى الموت الخ. (جا صـ١٨١ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৫৭, তাতার খানিয়া ২/২২১, দুররে মুখতার ১/১৮১)

যে হজ্ব করে নাই তার দ্বারা বদলী হজ্ব করানো

প্রশ্ন : যেই ব্যক্তি ফরয হজ্ব আদায় করেনি ঐ ব্যক্তিকে বদলী হজ্বের জন্য পাঠানো জায়েয আছে কি?

উত্তর : বদলী হজ্বের জন্য এমন ব্যক্তিকে পাঠানো উত্তম যিনি ফরয হজ্ব আদায় করেছেন এবং হজ্বের আহকামও ভালভাবে জানেন। আর যে ব্যক্তি ফরয হজ্ব আদায় করেনি তাকেও বদলী হজ্বের জন্য পাঠানো জায়েয আছে।

كما فى رد المحتار : والا فضل ان يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام خروجا عن الخلاف ثم قال : والا فضل احجاج الحرالعالم بالمناسك الذى حج عن نفسه ـ مطلب فى حج الصرودة ج۲ صـ۶۰۳

(প্রমাণ : শামী ২/৬০৩, ফাতহুল কাদীর ৩/৭২৩, বাদায়ে ২/৪৫৭, আল বাহরুর রায়েক ৩/৭০)

পুরুষের বদলী হজ্ব মহিলার আদায় করা

প্রশ্ন : পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলা বদলী হজ্ব আদায় করতে পারবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ পারবে তবে উত্তম হলো পুরুষের মাধ্যমে করানো।

وفى بدائع الصنائع : ولنا حديث الخثعمية ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لها حجى عن ابيك ...... اما الجواز فلحديث الخثعمية. (باب الحج عن الغير ج۳ صـ۴۵۶-۴۵۷ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৮২, শামী ২/৬০৩, আলমগীরী ১/২৫৭, বাদায়ে ২/ ৪৫৬, ৪৫৭)

হজ্ব না করে হজ্বের সফর হতে অসুস্থ হয়ে ফিরে আসা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি হজ্ব করতে গিয়ে পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে ফিরে আসে এবং মৃত্যু পর্যন্ত অসুস্থ থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তি সেই টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করে দিতে পারবে কি না?

উত্তর : যদি সে মৃত্যু পর্যন্ত অসুস্থ থাকে এবং নিসাব পরিমাণ মালের মালিক থাকে তাহলে অন্য কাহারো মাধ্যমে হজ্ব করানো আবশ্যক। উক্ত টাকা দিয়ে মসজিদ মাদরাসা নির্মাণ করা জায়েয নাই।

كما فى الهداية : والعبادات انواع مالية محضة كالزكوة وبدنية محضة كالصلوة ومركبة منهما ..... وفى النوع الثالث عند العجز ...... والشرط العجز الدائم الى وقت الموت ـ (باب الحج عن الغير ج۱ صـ۲۹۶-۲۹۷ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২৯৬, ২৯৭, দুররে মুখতার ১/১৮১, আল বাহরুর রায়েক ৩/৬০)

হজ্বের বিবিধ মাসায়েল

মিকাতে প্রবেশের পর ইহরাম ব্যতিত মক্কায় প্রবেশ করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি মিকাতে প্রবেশ করার পর নিজের প্রয়োজনের জন্য ইহরাম পরিধান করা ব্যতিত মক্কায় প্রবেশ করে, তাহলে তার প্রবেশ করাটা শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, নিজের প্রয়োজনের জন্য ইহরাম পরিধান করা ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয আছে।

وفى التاتار خانية : ومن كان.. اهله فى الميقات او داخل الميقات جاز له دخول مكة بغير احرام لحاجة. (الفصل الرابع فى بيان الميقات الاحرام ج۲ صـ۱۷۵ دار الايمان)

প্রমাণ : তাতার খানিয়া ২/১৭৫, আলমগীরী ১/২২১, ফাতহুল কাদীর ২/৩৩৫, বিনায়া ৪/১২৩

ইদ্দত পালন করা অবস্থায় হজ্জের হুকুম

প্রশ্ন: মহিলারা ইদ্দত পালন করা অবস্থায় হজ্জ করতে পারবে কিনা?

উত্তর: না- ইদ্দতের যমানায় ঘর থেকে বের হওয়া মহিলাদের জন্য জায়েয নাই। অতএব ইদ্দতাবস্থায় হজ্জ করা যাবে না।

وفى القران الكريم : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة - (سورة الطلاق- ۱)

প্রমাণ: সুরা তালাক- ১, তাতার খানিয়া- ২/১৪৯, বাদায়ে- ২/৩০১, মাওসু'আ আল ফিকহুল ইসলামী- ৩/১০২

ভিক্ষা করে হজ্জ করা

প্রশ্ন: ভিক্ষা চেয়ে হজ্জ করা জায়েয আছে কি?

উত্তর: না, উল্লিখিত পন্থায় টাকা কামাই করে হজ্জে যাওয়া জায়েয নেই।

وفى الفقه الا سلامى وادلته : ولا يجب الحج بالاستدانة ولو من ولده ... و لا بالسوال مطلقا اى سواء كانت عادته السوال ام لا (كتاب الحج ۹٦/۳ دارالايمان)

প্রমাণ: সূরা আল ইমরান- ২/৯৭, জালালাইন- ২/২৮৬, হিদায়া- ১/২৩১, আল বাহরুর রায়েক- ২/৩০৭, মাওসুআ- ২৭/২৮, আল- ফিকহুল ইসলামি- ৩/৯৬

হাজী কর্তৃক এজেন্সিকে কুরবানীর টাকা প্রদান করা

প্রশ্নঃ আজকাল কিছু হাজী এজেন্সির মালিকদের কুরবানী করার জন্য টাকা দেয় এজেন্সির মালিকরা তাদের থেকে কুরবানী করে, যখন এভাবে আগ পিছ হওয়ার বা না করারও সম্ভবনা আছে তাহলে এই অবস্থায় তাদের মাধ্যমে কুরবানী করা জায়েয হবে কিনা?

উত্তরঃ কুরবানী এমন একটি ইবাদত যার মধ্যে প্রতিনিধি বানানো জায়েয আছে। এই জন্য তাদের দ্বারা কুরবানী করালে কুরবানীর ফরয আদায় হয়ে যাবে তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাথামুণ্ডানো এবং কুরবানীর মাঝে আগ পিছ না হয়, এই জন্য উল্লিখিত সম্ভাবনা থাকা অবস্থায় তাদের মাধ্যমে কুরবানী না করানো উচিৎ বরং নিজেই কুরবানী করা উত্তম।

كما فى الهداية: والا ولى ان يتولى ذبحها بنفسه اذا كان يحسن لك الا ان الانسان قد لايهتدى لذلك ولا يحسنه فجوز ناه تو لية غيره (باب الهدى: ١/ ٢٨١)

প্রমাণঃ হিদায়া- ১/২৮১, হিন্দিয়া- ১/২৬২, বিনায়া- ৪/৪৯১

মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা পড়ার সময় আযান ও ইকামত একবার

প্রশ্নঃ মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়ার সময় আযান ও ইকামত কতবার দিতে হবে।

উত্তরঃ আযান ও ইকামত একবারই দিতে হবে।

وفى الهداية: ويصلى الا مام بالناس المغرب والعشاء باذان واقامة واحدة

(كتاب الحج : ٢٤٧/١

প্রমাণঃ বুখারী- ১/২২৭, তিরমিযী- ১/১৭৬, হাশিয়ায়ে আবু দাউদ- ১/১৬৭, হিদায়া- ১/২৪৭

জমি বন্ধক রেখে হজ্ব করা

প্রশ্নঃ জমি বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে হজ্ব আদায় করা জায়েয হবে কিনা?

উত্তরঃ হ্যাঁ জায়েয হবে।

كما فى العالمكيرية: ويجتهد فى تحصيل نفقة الحلال فانه لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع انه يسقط الفرض معها وان كان مغصوبة (كتاب الحج : ٢٢٠/١)

প্রমাণঃ হিন্দিয়া- ১/২২০, আল বাহরুর রায়েক- ২/৩০৯, শামী- ২/৩০৯-৪৫৬

হজরে আসওয়াদ চুমা দেওয়া

প্রশ্ন: হজরে আসওয়াদ চুমা দেওয়ার হুকুম কি?

উত্তর: বায়তুলাহ্ শরীফ তাওয়াফের সময় প্রতি চক্করের শুরুতে হজরে আসওয়াদ চুমা দেওয়া সুন্নাত। তবে অন্যকে কষ্ট দিয়ে চুমা দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী। এজন্য দুর থেকে উভয় হাত হাজরে আসওয়াদের দিকে পুরুষরা নামাযের মত কান পর্যন্ত এবং মহিলারা কাধ পর্যন্ত উঠিয়ে ইশারা করে হাতে চুমা দিলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

كما فى الهداية: ويستلم الحجر الا سودكلمامران استطاع (١/٢٤٢)

প্রমাণ: বুখারী– ১/২১৮, হিদায়া– ১/২৪২, দুররে মুখতার– ১/১৬৫, নুরুল ইযাহ ১৭০, বাদায়ে– ২/৩৪২

হজ্জে কেরান উত্তম

প্রশ্ন : তিন প্রকার হজের মধ্যে কোনটি উত্তম?

উত্তর: হানাফী মাজহাবে কেরান উত্তম হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে ইফরাদ থেকে।

وفى الهداية: القران افضل من التمتع والافراد (١/٢٥٧)

প্রমাণ: দুররে মুখতার– ১/১৭০, হিদায়া– ১/২৫৭, কানযুদ দাকায়েক– ৮০ তাতার খানিয়া– ২/২০৯, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৫৩৪,

কোন হাজী ইয়ারর্পোর্টে গিয়ে ইহরামের কাপড় না পেলে

প্রশ্ন : যদি কোন হাজী এয়ারপোর্টে গিয়ে ইহরামের কাপড় না পায়। কেননা যে ব্যাগটির মধ্যে ইহরামের কাপড় ছিল, সে ব্যাগটি বুকিং দিয়েছে অথবা ব্যাগটি হারিয়ে ফেলেছে এখন তার জন্য করণীয় কি?

উত্তর : যদি এয়ারপোর্ট থেকে বাহির হয়ে কাপড় ক্রয় সম্ভব না হয়, এবং সহযাত্রীদের কাছে চেষ্টা করার পরও যদি কাপড় সংগ্রহ করতে না পারে এ অবস্থায় ইহরামের নিয়ত ব্যতিত প্লেনে উঠে যাবে এবং মিকাত অতিক্রমের কিছু সময় আগে (হজ্ব বা উমরার) ইহরামের নিয়ত করে তালবিয়া পরে নিবে। জেদ্দা পৌছার এক থেকে দুই ঘন্টার মধ্যেই ব্যাগ হাতে এসে যাবে। কাজেই জেদ্দা পৌঁছে ব্যাগ থেকে কাপড় নিয়ে, অথবা এয়ারপোর্ট থেকে বাহির হয়ে কাপড় কিনে পরিধান করে নিবে। এর পর লক্ষ করতে হবে যে, ইহরামের নিয়তে তালবিয়া পড়ার পর থেকে সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা অবস্থায় কত ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছে। যদি বার ঘন্টার কম সময় অতিবাহিত হয়ে থাকে, তাহলে পৌনে দুই কেজি গম বা তার মূল্য সদকা করে দিবে। আর যদি বার ঘন্টা বা তার চেয়ে বেশী সময় অতিক্রম হয়ে থাকে তাহলে একটা (দম) ছাগল বা দুম্বা জবাই করিতে হবে।

كما فى العالمغيرية : ولبس المحرم المخيط أياما فان لم ينـزعه ليلا ونهارا يكفيه دم و احد بالاجماع .. سواء لبسه ناسيا او عامدا عالما او جاهلا مختارا او مكرها ـ (الحج جا صـ٢٤٢ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৪২, খাযানাতুল ফিকহ ৯৪, হিদায়া ১/২৬৭, কানযুদ দাকায়েক ৮৫)

টিভিতে হজ্বের ফিল্ম দেখার বিধান

প্রশ্ন : টিভিতে হজ্বের ফিল্ম দেখা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : টিভিতে হজ্বের ফিল্মসহ ইসলামী কোন অনুষ্ঠানই দেখা জায়েয নেই।

وفى خلاصة : ولو امسك فى بيته شيئا من المعازف والملاهى كره ويأثم وان كان لا يستعملها لان امساك هذه الا شياء يكون للهو عادة ـ (جـ٤ صـ٣٣٨ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : সূরা নূর ৩০-৩১, মিশকাত ২/২৭০, খুলাছাহ-৪/৩৩৮)

মুহরিমগণকে মক্কায় প্রবেশকালে আহলান সাহলান বলা

প্রশ্ন : মুহরিমগণ যখন মক্কায় প্রবেশ করে তখন তাদের আগমনে আহলান-ছাহলান বলা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হ্যা, জায়েয আছে।

وفى العالمكيرية : فاذا عاين البيت كبر وهلل ويقول لا اله الاالله والله اكبر ـ (كيفية اداء الحج ١/٢٢٥ حقانية)

প্রমাণ ঃ তাতার খানিয়া ২/১৫৫, হিন্দিয়া ১/২২৫, হিদায়া ১/২৪০, বাদায়ে ২/৩৪০

ইহরাম অবস্থায় মাজন ও টুথপেষ্ট ব্যবহার করার বিধান

প্রশ্ন : ইহরাম অবস্থায় মাজন এবং টুথপেষ্ট ব্যবহারের বিধান কি?

উত্তর : যে মাজন-টুথপেষ্ট থেকে বেশি সুঘ্রাণ আসে তা ব্যবহার করলে দম দেওয়া ওয়াজিব। আর সুঘ্রাণ কম হলে তা ব্যবহার করা মাকরূহ তবে দম দিতে হবে না। অতএব ইহরাম অবস্থায় মাজন-টুথপেষ্ট ব্যবহার করবে না।

كما فى الشامية : اعلم ان خلط الطيب بغيره على وجوه لانه اماان يخلط بطعام مطبوخ اولا ففى الاول لا حكم للطيب سواء كان غالبا ام مغلوبا وفى الثانى الحكم للغلبة ان غلب الطيب وجب الدم وان لم تظهر رائحته كما فى الفتح والافلا شئ عليه غير انه اذا وجدت معه الرائحة كره (باب الجنايات ٢/٥٤٧)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৫৪৭, সিরাজিয়া ১৮৬, বাদায়ে সানায়ে ২/৪১৭

হজ্বের মধ্যে কংকর নিক্ষেপের স্থানে জুতা নিক্ষেপ করা

প্রশ্ন : অনেকে হজ্বের মধ্যে কংকর নিক্ষেপের সময় জুতা নিক্ষেপ করে এর দ্বারা কংকর নিক্ষেপের আমল আদায় হবে কিনা? এবং এভাবে জুতা নিক্ষেপ করা ঠিক কিনা?

উত্তর : উত্তম হলো পাথর নিক্ষেপ করা। তবে মাটি জাতীয় কোন বস্তু নিক্ষেপ করলেও আমলটি আদায় হয়ে যাবে। আর জুতা যেহেতু মাটি জাতীয় নয় তাই জুতা নিক্ষেপ করলে কংকর নিক্ষেপের আমল আদায় হবে না। এবং এভাবে জুতা নিক্ষেপ করা ঠিক না।

و فى الهندية: يجوز الرمى بكل ما كان من جنس الارض بشرط وجود الاستها نة ـ (كيفية اداء الحج ١/٢٣٣ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/২৩৩, হিদায়া ১/২৫০, ফাতহুল কাদীর ২/৩৮৫

ইহরাম অবস্থায় দুই ফিতা বিশিষ্ট স্যান্ডেল পরিধান করা

প্রশ্ন : ইহরাম অবস্থায় দুই ফিতা বিশিষ্ট স্যান্ডেল পায়ে দিলে কোন ক্ষতি হবে কিনা?

উত্তর : না, দুই ফিতা বিশিষ্ট স্যান্ডেল পায়ে দিলে কোন ক্ষতি হবে না। দুই ফিতা বিশিষ্ট স্যান্ডেল ইহরাম অবস্থায় পরা জায়েয আছে।

وفى الشامية : والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفا لاقطع موضع الكعبين فقط كمالا يخفى والنعل هو المداس... وهو ما يلبسه اهل الحرمين ممن له شراك ـ (مطلب فيما يحرم بالاحرام ومالا يحرم ٢/٤٩٠)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/১৭১, শামী ২/৪৯০, হিদায়া ১/২৩৯

মুহরিমের জন্য মুরগী জবাই করার জয়েয

প্রশ্ন : মুহরিম ব্যক্তি মুরগী জবাই করতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, মুহরিম সকল প্রকার প্রাণী খাওয়ার জন্য যবেহ করতে পারবে। তবে শিকার করতে পারবে না।

وفى فتح القدير: ولا بأس للمحرم ان يذبح الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط الاهلى ـ (كتاب الحج ٣/٢٢ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ৯৬, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/২৮২, ফাতহুল কাদীর ৩/২২, হিদায়া ১/২৮৩, সিরাজিয়া– ১৮৫

ইহরাম অবস্থায় টুপি পরা যাবে না

প্রশ্ন : ইহরাম অবস্থায় টুপি পরা যাবে কিনা?

উত্তর : না, ইহরাম অবস্থায় টুপি পাগড়ী ইত্যাদি পড়া যাবে না।

كما فى الهندية : ولا يلبس مخيطا قميصا او قباء او سراويل او عمامة ام قلنسوة ألخ (الباب الرابع فيما يفعل المحرم ١/ ٢٢٤ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/২২৪, তাতারখানিয়া ২/১৮৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/২৮০, আল বাহরুর রায়েক ২/৩২৩, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/২৭৬

তাওয়াফের পরে নামায পড়া

প্রশ্ন : তাওয়াফে জিয়ারতের পরে দুই রাকাত নামায পড়া কি?

উত্তর : তাওয়াফে জিয়ারতের পরে দুই রাকাত নামায পড়া ওয়াজিব।

وفى العالمكيرية : اذا فرغ من الطواف ياتى مقام ابراهيم ويصلى ركعتين... وهاتان الركعتان واجبتان عندنا (كتاب الحج ٢٢٦/١)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১২৫, বুখারী ১/২২০, আলমগীরী ১/২২৬, হিদায়া ১/২৪২

তাওয়াফের সময় বিশেষ পদ্ধতিতে ইহরামের কাপড় পড়া

প্রশ্ন : তাওয়াফের সময় বিশেষ পদ্ধতিতে ইহরামের কাপড় পড়ার বিধান কি?

উত্তর : তাওয়াফের সময় ইহরামের চাদরকে ডান হাতের বগলের নিচ দিয়ে বাম কাধের উপর দিয়ে ছেড়ে দিবে। এবং ডান কাধকে খালি রেখে দিবে। আর এই বিশেষ পদ্ধতিতে কাপড় পড়া সুন্নাত।

كمافى الفقه الاسلامى وادلته : سنن الطواف الاضطباع وهو جعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ورد طرفيه على كتفه اليسرى وابقاء كتفه اليمنى مكشوفة ـ (سنن الطواف ٢١٣/٣ رشيدية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৬৫, শামী ২/৪৯৫, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/২১৩, মাওসুআ ২৯/১৩৪

মিকাতের ভিতরে অবস্থানকারীর বিদায়ী তাওয়াফ নাই

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি মিকাতের ভিতরে অবস্থান করে তার উপর বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব কিনা?

উত্তর : না, উক্ত ব্যক্তির উপর বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব নয়।

كما فى البحر الرائق : واراد باهل مكة من اتخذ مكة او داخل المواقيت دارا فلا طواف صدر على من كان داخل المواقيت ـ (باب الاحرام ٣٥/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ২/৩৫১, দুররে মুখতার ২/৫২৩, হিদায়া ১/২৫৪, আলমগীরী ১/২৩৫

হজ্বের মধ্যে চুল কাটা উত্তম নাকি ছাটা

প্রশ্ন : আইয়্যামে হজ্বের মধ্যে হাজীরা যে চুল কাটে এটা ছাটা উত্তম না মুন্ডানো উত্তম?

উত্তর : পুরুষ হাজীদের জন্য চুল মুন্ডানো উত্তম। ছাটা জায়েয আছে। আর মহিলাদের জন্য মুন্ডানো নাজায়ে। শুধু চুলের আগা থেকে কেটে দিবে।

وفى السراجية : ثم يحلق او يقصر والحلق افضل الا فى حق المرأة ـ (كتاب الحج ١٧٩ اتحاد)

প্রমাণ ঃ সুনানে কুবরা ৭/২২৬, শামী ২/৫১৬, সিরাজিয়্যা ২৭৯, দুররে মুখতার ১/১৬৮, আলমগীরী ১/২৩১, হিদায়া ১/২৫০

হজ্ব ফরজ হওয়া অবস্থায় তাবলীগে যাওয়া

প্রশ্ন : হজ ফরজ হওয়া অবস্থায় এক বছরের জন্য তাবলীগে যেতে পারবে কি না?

উত্তর : যখন হজ্ব ফরজ হয়ে যায়, তখন সমস্ত কাজের উপর তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর তাবলীগে যাওয়া যেহেতু শরয়ী কোন ওজর না। তাই সর্বপ্রথম হজ্ব করতে হবে তারপর অন্যান্য কাজ।

وفى الهداية: هو واجب على الفور عند ابى يوسف وعن ابى حنيفة ما يدل عليه ـ ٠كتاب الحج ٢٣٢/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২/২২১, হিদায়াহ ১/২৩২, হিন্দিয়া ১/২১৬, শামী ২/৪৫৮

নাবালেগের হজ্ব করার দ্বারা ফরজ সাকেত হওয়ার বিধান

প্রশ্ন : নাবালেগ অবস্থায় হজ্ব করার পর পুনরায় বালেগ হওয়ার পর হজ্ব করতে হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, বালেগ হওয়ার পর পুনরায় হজ্ব করতে হবে।

كمافى الهندية: ولو ان الصبى اذا حج قبل البلوغ فلا يكون ذلك حجة الاسلام ويكون تطوعا ـ (الباب الاول فى تفسير الحج ٢١٧/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ ১/২১৭, ফাতহুল কাদীর ২/৩২৫, বিনায়া ৪/১৪২

নফল হজ্ব করার পর হজ্ব ফরজ হলে ২য় বার হজ্ব ফরজ করা

প্রশ্ন : নফল হজ্ব করার পর হজ্ব ফরজ হলে দ্বিতীয়বার হজ্ব করতে হবে কিনা?

উত্তর : নফল হজ্ব করার দ্বারা ফরজ হজ্ব আদায় হয় না। তাই হজ্ব ফরজ হওয়ার পর দ্বিতীয় বার হজ্ব করতে হবে।

وفى الشامية شرائط و قوع الحج عن الفرض وهى سبعة ايضا ... وعدم نية النفل وعدم الافساد وعدم النية.. (باب الحج ٤٥٨/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ সূরা আল ইমরান ৯৭, শামী ২/৪৫৮, ফাতহুল কাদীর ৩/৬৭, বাদায়ে ২/৪৫৬, নুরুল আনওয়ার ১/৫৯

স্ত্রী বাপের বাড়ি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা হজ্ব করা

প্রশ্ন : একজন বিবাহিতা মহিলা বাপের বাড়ি থেকে এ পরিমাণ জমি পেয়েছে যা বিক্রয় করলে তার উপর হজ্ব ফরজ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ঐ মহিলার উপর হজ্ব ফরজ কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত মহিলার উপর হজ্ব ফরজ যদি উক্ত জমি বিক্রি করে তার নিজের ও সফরসঙ্গী স্বামী বা কোন মাহরামের হজ্ব সফরের জন্য যথেষ্ট হয়।

وفى الهداية : اذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لابد منه وعن نفقة عياله الى حين عوده (كتاب الحج ٢٣٩/١

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২১৮, হিদায়া ১/২৩২, কেফায়া ২/৩২২

ইহরাম বাধার পূর্বে গোসল করার বিধান

প্রশ্ন : ইহরাম বাধার পূর্বে গোসল করার বিধান কি?

উত্তর : গোসল করা মুস্তাহাব।

وفى الهداية: واذا اراد الاحرام اغتسل او توضأ والغسل افضل ـ (باب الاحرام ٢٣٦/١)

প্রমাণ ঃ তাতারখানিয়া ২/৪৪১, আলমগীরী ১/২২২, হিদায়া ১/২৩৬, ফাতহুল কাদীর ২/৪৩৪

বিমানে তাওয়াফের বিধান

প্রশ্ন : বিমান বা হেলিকপ্টার করে তাওয়াফ বা উকুফে আরাফা করলে সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : ওযর বসত বিমান বা হেলিকপ্টারে তাওয়াফ করলে তা আদায় হয়ে যাবে। কেননা কাবাঘরের বরাবর আসমান পর্যন্ত কাবার হুকুমে। তবে শর্ত হলো মসজিদে হারামের সীমানায় থাকতে হবে। আর বিমান বা হেলিকপ্টরে চড়ে উকুফে আরাফা করলে তা আদায় হবে না। কারণ উকুফে আরাফা জমিনের সঙ্গে সীমাবদ্ধ।

وفى بدائع الصنائع: فسر النبى صلى الله عليه وسلم الحج بقوله الحج عرفة اى الحج الوقوف بعرفة اذ الحج فعل وعرفة مكان فلا يكون حجا فكان الوقوف مضمرا فيه ـ (٣٠٢/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা হজ্ব ২৪, বাদায়ে ২/৩০২, সিরাজিয়া ১৮৭

ফরজ হজ্ব আদায়ের পর নফল হজ্ব করা উত্তম

প্রশ্ন : ফরজ হজ্ব আদায় করার পর নফল হজ্ব করা উত্তম নাকি সদকা করা উত্তম?

উত্তর : নফল হজ্ব শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের সমন্বয়কারী হওয়ার কারণে দান-সদকার চেয়ে উত্তম। তবে কোনো কোনো পরিস্থিতিতে উত্তম কার্য ছেড়েও অনুত্তমের উপর আমল করাই প্রাধান্য পায়। যেমন, কোন লোক খাবারের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে তখন হজ্ব না করে হলেও তাকে বাঁচানোই উত্তম। সুতরাং কোথাও এমন পরিস্থিতি হলে সেখানে নফল হজ্ব না করে অসহায়দের সাহায্যে এগিয়ে আসাই উত্তম।

كمافى الشامية: حيث قال الصدقة افضل من الحج تطوعا (مطلب فى تفضل الحج ٢/٦٦١)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৬২১, সিরাজিয়্যা ১৯০, তাতার খানিয়া ২/২৪১

শাওয়ালে মক্কা শরীফে থাকলে হজ্ব ফরয হওয়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি উমরাহ পালনের জন্য রমজান মাসে মক্কা শরীফ যায় এবং শাওয়াল মাসের কিছুদিন সে ওখানে অবস্থান করে। ইত্যবসরে ওই ব্যক্তির ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ও তার দেশে ফিরতে হয়। এখন জানার বিষয় হলো, ওই ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরজ হয়েছে কিনা? এবং হলে তা কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যদি ঐ ব্যক্তির নিকটে হজ্বের যাবতীয় খরচা থাকে তাহলে হজ্ব ফরজ। আর যেহেতু ঐ ব্যক্তির ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ায় ওখানে অবস্থান করার অনুমতি নেই তাই ঐ ব্যক্তির হজ্ব ফরজ হওয়ার মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো তার উপর হজ্ব ফরজ। এবং সেখান থেকেই অন্যের দ্বারা বদলী হজ্ব করাবে। এবং পরে হজ্বের সক্ষম হলে দ্বিতীয়বার করবে। আর পূর্বের বদলী হজ্ব নফল হিসাবে গণ্য হবে।

وفى التاتارخانية: ولا يجب الحج على المريض ... ويجب فى مالهم اذا كان لهم مال مقد ار مايحج به غيره أحجوا عنهم ويجزيهم عن حجة الاسلام هذا اذا مات قبل زوال العلة وان صح قبل موته وأطاق الحج بنفسه كان عليه حجة الاسلام ويكون ما أحج تطوعا ـ كتاب الحج ٢/١٣٦ دارالايمان)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৪৫৯, হিন্দিয়া ১/২১৮, তাতারখানিয়া ২/১৪৬

মহিলাদের জন্য রমল সুন্নাত নয়

প্রশ্ন : তাওয়াফের সময় মহিলাদের জন্যও কি রমল করা সুন্নাত?

উত্তর : না, মহিলাদের জন্য রমল করা সুন্নাত নয়। এটা শুধু পুরুষদের জন্য সুন্নাত।

وفی الهداية : ويرمل فی الثلث الاول من الاشواط ـ (باب الاحرام ١م٢٤١ غوثية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/১৭৪, হিদায়া ১/২৪১, তাতারখানিয়া ২/২০২, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৫০৭

হজ্বের সময় হাজীদের ঈদের নামায পড়া লাগে না

প্রশ্ন : হজ্বের সময় হাজী সাহেবদের ঈদুল আযহার নামায পড়তে হয় কি?

উত্তর : না, তাদের ঈদুল আযহার নামায পড়তে হয় না। বরং তখন তারা হজ্বের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকেন।

كمافی خلاصة الفتاوی : ثم يصلی الفجر بغلس ثم يقف... ووقت هذه الوقوف مابعد طلوع الفجر الخ ـ (كتاب الحج ٢/٢٧٩)

প্রমাণ ঃ খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/২৭৯, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭৩৫, শরহে বেকায়া ১/২৫৬, কানয ৭৮

শুধু নিয়তের দ্বারা হজ্ব ফরজ হবে না

প্রশ্ন : শুধু নিয়ত করার দ্বারা হজ্ব ফরজ হবে কিনা?

উত্তর : না, ফরজ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তালবিয়া না পড়বে।

كمافی العالمكيرية: ولا يصير شارعًا بمجرد النية مالم يات بالتلبية او يقوم مقامها (الباب الاول فی تفسير الحج ١/٢٢٢)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২২২, তাতারখানিয়া ২/৪৩৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৩২৩

মাজুর হলে অন্যের দ্বারা রমী করাবে

প্রশ্ন : কি ধরনের মাজুর হলে অন্যের দ্বারা রমী করাতে পারবে?

উত্তর : যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম অথবা নিজ শক্তিতে জামায়াতে যেতে অক্ষম, এমন ব্যক্তির পক্ষ হতে বদলী কঙ্কর মারা বৈধ হবে।

وفی التاتارخانية: المريض لو وضع فی يده ثم رمی عنه او رمی رجل عنه اجزاه ان لم يقدر بنفسه ـ (٢/١١٨)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৫১১, তাতারখানিয়া ২/১১৮, বাদায়ে ২/৩২৩

কংকর নিক্ষেপের সময় জুতা নিক্ষেপ করা

প্রশ্ন : অনেকে হজ্বের মধ্যে কংকর নিক্ষেপের সময় জুতা নিক্ষেপ করে। এর দ্বারা কংকর নিক্ষেপের আমল আদায় হবে কি? এবং এভাবে জুতা নিক্ষেপ করা কি ঠিক?

উত্তর : না, জুতা নিক্ষেপ করা দ্বারা কংকর নিক্ষেপের আমল আদায় হবে না। ছোট ছোট কুচি পাথর বা মাটি জাতীয় কোন কিছু নিক্ষেপ করলেও আমল আদায় হয়ে যাবে। বরং এভাবে জুতা নিক্ষেপ করা উচিত নয়।

كمافى سنن الترمذى: عن جابر قال رايت رسول الله عليه وسلم يرمى الجماربمثل حصى الحذف (باب ماجاء ان الجمارالتى تور الخ ١٨٠/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/১৮০, হাশিয়ায়ে ত্বহতবী ৭৩৬, বাদায়ে ২/৩২৩, তাতারখানিয়া ২/১৬৭

হজ্বের মধ্যে খুতবা তিনটি

প্রশ্ন : হজ্বের খুতবা কয়টি এবং তা কখন দেওয়া হয়?

উত্তর : হজ্বের মধ্যে খুতবা তিনটি এক, ৭ই জিলহজ্ব মক্কায়। দুই, ৯ই জিলহজ্ব আরাফার ময়দানে সূর্য হেলার পর। তিন, ১১ই জিলহজ্ব মিনায়।

كمافى الهداية: فاذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الامام خطبة يعلم فيها الناس الخروج الى منى والصلوة بعرفات والوفوف....ثم يتوجه الى عرفات فيقيم بها الخ... واذا زالت الشمس يصلى الامام بالناس الظهر والعصر فيبتدى با لخطبة فيخطب خطبة يعلم فيها الناس الوقوف بعرفة... ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما فى الجمعة ـ (باب الاحرام ٢٤٤/١ غوثية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/২৪৪, দুররে মুখতার ১/১৬৬, শামী ২/৫২০

স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী মাহরামের সাথে ফরয হজ্ব করা

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রীকে ফরজ হজ্ব আদায় করতে নিষেধ করে তাহলে স্ত্রী স্বামীর হুকুম অমান্য করে মাহরাম-এর সাথে হজ্ব আদায় করতে পারবে কিনা?

উত্তর : স্বামীর জন্য স্ত্রীকে তার ফরজ হজ্ব আদায় করা থেকে বাধা দেয়ার অধিকার নেই। তাই ফরজ হজ্ব আদায় করার জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়াই মাহরামের সাথে যেতে পারবে।

وفى البحر الرائق : وشرائطه ثلاثة شرائط وجوب ـــ فى حق المرأة خروج الزوج او المحرم معها ـ (كتاب الحج ٣٠٧/٢ رشيدية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৬০, আল বাহরুর রায়েক ২/৩০৭, বাদায়ে ২/২৯৯

বিনা কারণে রাসূল (সা.) এর রওজামুবারকের যিয়ারত না ছাড়া

প্রশ্ন : অপারগতার কারণে রাসূল (সা.) এর রওজা মুবারক যিয়ারত করতে না পারলে হজ্ব পূর্ণ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, হজ্ব পূর্ণ হবে। তবে বিনা কারণে রওজা পাক যিয়ারত পরিহার করা হতভাগার আলামত।

وفى الفقة الاسلامى وادلته : تسن زيارة قبرا لنبى صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام من زار قبرى وجبت له شفاعتى ـ (زيارة المسجد النبوى وقبر النبى ٣٥٨/٣)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৮৪, আলমগীরী ১/২৬৫, শামী ২/৬২৬, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৩৫৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৫৪৭

পুরুষ মহিলার হজ্বের পার্থক্য

প্রশ্ন : হজ্বের আফয়াল (কাজ) আদায়ের ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা?

উত্তর : হজ্বের আফয়াল আদায়ের ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলার কোন পার্থক্য নাই। তবে কয়েকটা বিষয়ের মধ্যে, যথা মহিলারা মাথা ঢাকবে কিন্তু চেহারা ঢাকবে না। তালবিয়ার সময় আওয়াজ উচ্চ করবে না। তওয়াফের সময় রমল করবে না, সবুজ দুই খুঁটির মাঝে দ্রুত যাবে না। হলক করবে না, বরং কছর করবে। সিলাইকৃত পোশাক পড়বে। হজরে আছওয়াদকে চুম্বন করবে না, তবে যদি ঐ জায়গা পুরুষ থেকে খালি থাকে।

كما فى القدورى: والمرأة فى جميع ذلك كالرجل غير انهالاتكشف رأسهاوتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل فى الطواف ولا تسعى بين الميلين الاخضرين ولا تحلق ولكن تقصر ـ كتاب الحج ـ ٦٢ رشيدية)

প্রমাণ ঃ কুদুরী ৬২, হাশিয়ায়ে আল বাহরুর রায়েক ২/৩৫৪, হিদায়া ১/২৫৫, ফাতহুল কাদীর ২/৪০৪

স্ত্রী তার স্বামীকে পাথর নিক্ষেপের উকিল বানানো

প্রশ্ন : হজ্বের দিনে একজন পুরুষের সাথে তার স্ত্রী ছিল এবং সে রমিয়ে যেমার করার মত শক্তি রাখে না। এখন যদি মহিলা তার স্বামীকে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য উকিল বানায় তাহলে কি জায়েয হবে এবং ঐ মহিলার উপর দম ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে তার স্ত্রী যদি পাথর নিক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। তাহলে সে স্বামীকে উকিল বানাতে পারবে। এই সুরতে তার উপর দমও আসবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

كما فى الهداية : ومن ترك رمى الجمارفى ا لايام كلها فعليه دم لتحقق ترك الواجب (باب الجنايت ٢٧٥/١ اشرفى)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/২৭৫, হিন্দিয়া ১/২৪৭, আল ফিকহুল ইসলামী ২/২৯৫

আরাফার ময়দানে যোহর, আছর এক সাথে পড়া

প্রশ্ন : আরাফার ময়দানে যোহর এবং আছর নামায একসাথে পড়তে হবে কিনা?

উত্তর : আরাফার ময়দানে যদি ইমাম সাহেবের সাথে নামায পড়ার সুযোগ হয় এবং এ কথাও জানা থাকে যে ইমাম মুসাফির তাহলে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আসর একত্রে পড়বে। আর যদি ইমাম মুকিম হওয়া সত্ত্বেও কসর করে তাহলে হানাফীগণ তার অনুসরণ করবে না। বরং এক্ষেত্রে অথবা কোন কারণে যদি ইমামের সাথে পড়ার সুযোগ না হয় মুসাফিরগণ নিজ নিজ স্থানে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আসরের ওয়াক্তে আসর কছর পড়ে নিবে।

وفى الهداية: ويصلى بهم الظهر والعصر فى وقت الظهر باذان واقامتين ... ومن صلى الظهرفى رحله وحدة صلى العصر فى وقته عندابى حنيفية - (باب الاحرام ٢٤٥/١ غوثية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার মায়া শামী ২/৫ হিদায়া ১/২৪৫ সিরাজিয়া ১৭৮

ইহরামের কাপড়ের রং সাদা হওয়া

প্রশ্ন : ইহরামের কাপড়ের রং সাদা হওয়া জরুরী কিনা?

উত্তর : না, সাদা হওয়া জরুরী না, তবে ইহরামের কাপড়ের রং সাদা হওয়া উত্তম।

كمافى الدر المختار: جديدين اوغسيلين طاهرين ابيضين ككفن الكفاية وهذا بيان السنة والافسترالعورة كاف - (فصل فى الاحرام ١٦٣/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৪৮১, আল বাহরুর রায়েক ২/৩২১, দুররে মুখতার ১/১৬৩

ইহরাম বাঁধার পূর্বে নখ, মোচ কাটা মুস্তাহাব

প্রশ্ন : ইহরাম বাঁধার পূর্বে নখ, মোচ কাটার বিধান কি?

উত্তর : মুস্তাহাব।

وفى البحر الرائق: يستحب لمن اراده كما ل التنظيف من قص الا ظفار والشارب وحلق الا بطين والعانة (باب الاحرام ٣٢٠/٢ رشيدية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৬৩, তাতারখানিয়া ২/১৫৩, আল বাহরুর রায়েক ২/৩২০, শামী ২/৪৮১, ফাতহুল কাদীর ২/৩৩৭

আরাফার ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সময়

প্রশ্ন : আরাফার ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সময় কখন?

উত্তর : মিনার ময়দানে সূর্য উদিত হওয়ার পর আরাফার দিকে রওনা হবে। সূর্য ঢলে থেকে নহরের দিন তথা দশ তারিখের সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত উকুফে আরাফার সময়।

كمافى العالمكيرية: ثم وقت الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس من يوم عرفة الى طلوع الفجر من اول النحر فمن حصل فى هذا الوقت فيهاوهو عالم بها او جاهل ..صارمدركا للحج ـ (باب كيفية اداء ا لحج ١/٢٢٩ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২২৯, হিদায়া ১/২৫৪, খানিয়া ১/২৯৪

দমের গোস্ত নিজে খাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : দমের গোস্ত নিজে খাওয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হজ্বে মুতামাত্তে ও কারেন আদায় কারীর দম এবং দমে শিকার এবং তার গোস্ত আহনাফের নিকটে কুরবানীর মত বিধায়, নিজে খেতে পারবে কিন্তু দমে জেনাইতের গোস্ত নিজেও খেতে পারবে না এবং ধনী ব্যক্তিকেও খাওয়াতে পারবে না।

كمافى الهداية: يجوز الا كل من هدى التطوع والمتعة والقران... يستحب له ان يأكل منها ـ (١/٣٠٠)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/৩০০, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৩০৩,

ইহরামের কাপড় সাদা পড়া মুস্তাহাব

প্রশ্ন : ইহরামের কাপড় কালো হলে কোন সমস্যা আছে কি?

উত্তর : ইহরামের কাপড় সাদা হওয়া মুস্তাহাব। এভাবেই প্রচলন হয়ে আসছে। যদিও কালো বা অন্য রঙ্গের কাপড়ও জায়েয আছে।

وفى الشامية:(قوله جديد ين) اشاربتقديمه الى فضليته وكونه ابيض افضل من غيره ـ (باب الاحرام ٤٨١/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৬৩, শামী ২/৪৮১, হিন্দিয়া ১/২২২, আল বাহরুর রায়েক ২/৩২১

মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর বাধাগ্রস্ত হওয়া

প্রশ্ন : যদি কেউ হজ্বের জন্য ইহরাম বাধার পর কোন কারণবশত হজ্বে যেতে বাধাগ্রস্ত হয়ে যায় তাহলে তার জন্য হালাল হওয়া জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয হয় তাহলে কখন কিভাবে হালাল হতে পারবে?

উত্তর : হ্যাঁ তার জন্য হালাল হওয়া জায়েয আছে। তবে এই ক্ষেত্রে তার জন্য আবশ্যক হলো সে হালাল হওয়ার পূর্বে হেরেমের মাঝে জবাই দেওয়ার জন্য কারো কাছে একটি কুরবানীর জন্তু অথবা উহার মূল্য প্রেরণ করবে এবং উহা জবাই দেওয়ার দিন ও সময় নির্ধারিত করে দিবে, উক্ত সময়ের পর সে হালাল হয়ে যাবে।

وفى العالمغيرية : واما حكم الاحصار فهو ان يبعث بالهدى او بثمنه ليشترى به هديا و يذبح عنه وما لم يذبح لا يحل وهو قول عامة العلماء ... ويجب ان يواعد يوما معلوما يذبح عنه فيحل بعد الذبح ولا يحل قبله ... (باب الاحصار جا صـ٢٥٥ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৫৫, তাতার খানিয়া ২/২১৪, কাযীখান ১/৩০৫)

সৌদি আরবে চাকরিতে গিয়ে হজ্ব করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে

প্রশ্ন : কেউ চাকরির জন্য মক্কা শরীফ বা মদিনা শরীফ যাওয়ার পরে সেখানে তার উপর হজ্ব ফরয হওয়ার সকল শর্ত পাওয়া গেলে, সেখান থেকে হজ্ব করলে তার ফরয হজ্ব আদায় হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, তার ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।

وفى العالمغيرية : (واما فرضيته) فالحج فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بدلائل مقطوعة حتى يكفر جاحدها وأن لا يجب فى العمر الا مرة كذا فى محيط وهو فرض على الفور وهو الا صح فلا يباح له التأخير بعد الامكان الى العام الثانى كذا فى خزانة المفتين ـ (كتاب المناسك جا صـ٢١٦ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২১৬, কাযীখান ১/২৮১, বাদায়ে ২/২৯৮, আল বাহরুর রায়েক ২/৩০৭, খাজানাতুল ফিকাহ ৮৩)

হাদী প্রেরণের জায়গা

প্রশ্ন : হজ্বের জন্য যেই হাদী প্রেরণ করা হয় উহা জবাই করার নির্দিষ্ট কোন স্থান আছে কি না? এবং উহার গোশত হেরেম ছাড়া অন্য মিসকীনদের মাঝে সদকাহ করা যাবে কি না?

উত্তর : হজ্বের জন্য যেই হাদী প্রেরণ করা হয় উহা হেরেম শরীফের এরিয়ার মধ্যে জবাই দিতে হবে, এর বাহিরে জবাই দেয়া যাবে না এবং এর গোশত হেরেম ছাড়া অন্যান্য মিসকীনদের মাঝেও সদকাহ করা যাবে। উল্লেখ থাকে যে, হেরেমের সীমা হলো, হাজরে আছওয়াদ থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে তিন মাইল এবং ইয়ামানের দিকে সাত মাইল, জেদ্দার দিকে দশ মাইল, জেয়েররানার দিকে নয় মাইল, ইরাকের দিকে সাত মাইল ও তায়েফের দিকেও সাত মাইল।

وفی البحرالرائق: قوله وخص ذبح هدی المتعة والقران .... والکل بالحرم.... وقوله لا بفقیره بیان لجواز التصدق علی فقراء غیر الحرم بلحم الهدی لاطلاقه الدلائل ..... (باب الهدی ج۳ ص۷۲ الرشیدیة)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ৩/ ৭২, বিনায়া ৪/৪৮৭, কুদুরী ৩০১)

হায়েয অবস্থায় হজ্ব পালনের বিধান

প্রশ্ন : ইহরাম অবস্থায় কোন মহিলার হায়েয আসলে আরকানে হজ্ব সে কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর : আরকানে হজ্ব অন্যান্য হজ্বকারীদের ন্যায়ই পালন করবে, শুধু তাওয়াফ ও সায়ী ব্যতিত। যখন সে পবিত্র হবে তখন তাওয়াফে জিয়ারত ও সায়ী পূর্ণ করে নিবে।

وفی فتاوی الشامی : فلو حاضت قبل الاحرام اغتسلت واحرمت وشهدت جمیع المناسك الا الطواف والسعی ای لان سعیها بدون طواف غیر صحیح (ج۲ ص۵۲۸ سعید)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ ১/৪৪, শামী ২/৫২৮, ফাতহুল কাদীর ১/১৪৮, হিদায়া ১/৬৪, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৫৩৬)

উমরা

হজ্বে তামাত্তুতে একাধিক উমরার বিধান

প্রশ্ন : তামাত্তু হজ্বের পূর্বে একটির বেশী উমরাহ করতে পারবে কি না?

উত্তর : গ্রহণযোগ্যমত অনুযায়ী তামাত্তু হজ্বের নিয়তকারী ব্যক্তি হজ্ব আদায় করার আগে একাধিক উমরাহ করতে পারবে।

وفی فتاوی رحیمیہ : راجح قول یہی ہے کہ اشہر حج میں متمتع افاقی یوم عرفہ ویوم نحراور ایام تشریق کے علاوہ باقی دنوں میں نفلی عمرہ بدون حرج کر سکتا ہے (ج ۲ ص ۷۲ رحیمیہ)

(প্রমাণ : ফাতাওয়ায়ে রহিমীয়া-২/৭২, ৬/৩৯৭, গনিয়্যাতুন্নাছেক ১০৬, ১১৫, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/৫১৪)

হজ্ব ফরয হয় নাই এমন ব্যক্তির উমরার হুকুম

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির কোন দিন এই পরিমাণ সম্পদ ছিল না যার কারণে হজ্ব ফরয হয়। এখন যদি তার উমরা করার ব্যবস্থা হয়। তাহলে সে উমরা করতে পারবে কি না?

উত্তর : হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য শরীআত সম্মতভাবে সামর্থ থাকা জরুরী। সামর্থ থাকলে হজ্ব ফরয হয়। হজ্ব ফরয হওয়া অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি হজ্ব না করে উমরা করে তাহলেও তার উমরা সহীহ হয়ে যাবে। কিন্তু এতে হজ্ব আদায় হবে না। ফরয হজ্ব আলাদা আদায় করতে হবে। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয না হওয়া অবস্থায় তার উমরা করার কোন ব্যবস্থা হয়ে যায় এবং সে উমরা করে নেয় তাহলেও তার উমরা করা সহীহ হবে। এতে কোন অসুবিধা নাই। সুতরাং উভয় সুরতে উমরা করা সহীহ হবে।

وفی العالمغرية : العمرة عندنا سنة وليست بواجبة ويجوز تكرارها فی السنة الواحدة. (الباب السادس فی العمرة ـ جا ص۲۳۷ حقانية)

(প্রমাণ : সূরা আল ইমরান-৯৭, মিশকাত শরীফ ১/২৩১, হিদায়া ১/২৩১, দুররে মুখতার ২/৪৫৮, বাদায়ে ২/৪৭৭, আলমগীরী ১/২৩৭)

হজ্জের দিনে ওমরা করার হুকুম

প্রশ্ন: হজ্জের দিনে ওমরা করার হুকুম কি?

উত্তর: আইয়ামে হজ্জের পাঁচ দিনে ওমরা করা মাকরূহ তাহরীমী।

وفی فتح القدير: عن عائشة قالت حلت العمرة فی السنة كلها الا اربعة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك وهو يشير الى ان الكراهة كراهة تحريم ـ (باب الفوات ۳/۲۱ رشيدية)

প্রমাণ: সুনানে কুবরা হিদায়ার হাওলায়- ১/২৯৬, হিদায়া- ১/২৯৬, দুররে মুখতার- ১/১৬২, শামী- ২/৪৭৩, ফাতহুল কাদীর- ৩/৬১

ওমরা করার মান্নত

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি উমরা করার মান্নত করে তাহলে সহীহ হবে কিনা?
উত্তর : হ্যাঁ, সহীহ হবে।

كما فى العالمكيرية : ولو جعل عليه حجة او عمرة او صوما او صلوة او صدقة او ما اشبه ذلك مما هو طاعة ان فعل كذا ففعل لزمه ذلك الذى جعله على نفسه ـ (باب النذر ٦٥/٢ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ২/৬৫, বাদায়ে ৪/২৪১, মাওসূআ ৪/১৪৭, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৭২

হজ্বের মাস আসার আগে ওমরা করা

প্রশ্ন : হজ্বের মাস আসার পূর্বে যদি ওমরা করে থাকে, তাহলে সে হজ্জে তামাত্তু কারী হবে কিনা?
উত্তর : না, হজ্জে তামাত্তুকারী হবে না।

كما فى الشامية : لو طاف الاكثر قبل اشهر الحج لم يكن متمتعا ـ (باب التمتع ٥٣٧/٢)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৫৩৬, হিদায়া ১/২৬৪, কুদুরী ৬৩

জুমার দিন হজ্ব হলে হজ্বে আকবর বলা

প্রশ্ন : জুমার দিন হজ্ব হলে হজ্বে আকবার বলা হয়। এর বাস্তবতা কতটুকু শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।
উত্তর : হজ্জে আকবার সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামদের মাঝে পাঁচটি মত রয়েছে। কোরবানীর দিন, আরাফার দিন, আয়্যামে হজ্জ, হজ্জে কেরান, হজ্জে আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। উল্লিখিত সুরতের মধ্যে জুমার দিন হজ্জ হলে হজ্জে আকবার বলা হয়, এর কোন মত নেই।

كما فى الترمذى : عن على رضي الله عنه قال سئلت رسول الله ﷺ عن يوم الحج الاكبر فقال يوم النحر ـ (١٩٠/١ اشرفى)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/৪৩৫, তিরমিযী ১/১৭০, আবু দাউদ ১/২৬৮,

উমরার সাওয়াব জীবিত বা মৃত্যু ব্যক্তিকে বখশানো

প্রশ্ন : উমরা এবং তাওয়াফের সাওয়াব কোন জীবিত ব্যক্তিকে বখশানো জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : সব ধরনের নেক কাজের সাওয়াব জীবিত বা মৃত ব্যক্তির জন্য বখশানো জায়েয আছে। সুতরাং উমরা এবং তাওয়াফের সাওয়াবও জীবিত ব্যক্তিকে বখশানো জায়েয আছে।

كمافى العالمكيرية: الاصل فى هذا الباب ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان اوصوما او صدقة او غيرها ـ (٢٥٧/١)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৩/৫৯, হিন্দিয়া ১/২৫৭, শামী ২/৫৯৫

সুস্থ মানুষের পক্ষ থেকে উমরা আদায় করা

প্রশ্ন : সুস্থ মানুষের পক্ষ থেকে উমরা আদায় করতে পারবে কিনা? এবং বিবির পক্ষ থেকে স্বামী উমরা করতে পারবে কিনা?

উত্তর : নফল হজ্ব এবং উমরা প্রত্যেক ব্যক্তি চাই সুস্থ হোক বা অসুস্থ হোক এবং বিবি বা অন্য কারো পক্ষ থেকে আদায় করার মধ্যে কোন খারাবী নেই।

كمافى الشامية : بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره اى سواء كانت صلاة او صوما او صدقة او قراءة او ذكرا او طوافا اوحجا اوعمرة اوغيرذلك ـ (٥٩٥/٢)

প্রমাণ ঃ শামী, ২/৫৯৫, হাশিয়ে কানযুদ দাকায়েক ৭৪, হিন্দিয়া ১/২৮৭

উমরার হুকুম

প্রশ্ন : উমরা করা ফরজ, ওয়াজিব, না সুন্নাত?

উত্তর : আমাদের নিকট জীবনে একবার উমরা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ফরজ নয়।

كمافى الدر المختار : والعمرة فى العمر مرة سنة موكدة على المذهب (كتاب الحج ١٦٢/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৬২, শামী ২/৪৭২, হিন্দিয়া ১/২৩৭

উমরার রুকনসমূহ

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি উমরা করতে চায় তাহলে তার জন্য কি কি কাজ করতে হবে? এবং উমরার রুকুন কি কি?

উত্তর : হানাফী মাজহাবের নিকট উমরার রুকুন একটি তা হলো তাওয়াফ করা। আর শর্ত হলো ইহরাম বাধা এবং ওয়াজিব হলো, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা এবং হলক/কছর করা। সুতরাং যে ব্যক্তি উমরা করবে তার জন্য এ সমস্ত কাজের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী।

وفى الخانية على هامش الهندية : وركن العمر شيئان الاحرام والطواف بالبيت وواجبها شيئان السعى بين الصفا والمروة والحلق الخ (٣٠١/١)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/৩০১, আল ফিকহুল আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৫২৭

কুরবানী ও আকীকা

কুরবানী ফরয হওয়ার শর্তাবলী

নিসাব পরিমান সম্পদ না হলে কুরবানী ওয়াজিব নয়

প্রশ্ন : আমি একজন চাকুরীজীবি। চাকুরী করে যে বেতন পাওয়া যায় তা দিয়ে সংসার চালানো কষ্টকর হয়। মাস শেষে বেতনের টাকা অবশিষ্ট থাকে না, তারপরও যদি কষ্ট সাধনের মাধ্যমে কুরবানীর পশু ক্রয় করা সম্ভব হয়, তাহলে কি কুরবানী করা আমার উপর ওয়াজিব হবে?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে আপনার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। তবে যদি আপনার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই পরিমাণ সম্পদ থাকে যা নেসাব পরিমাণ হয় অথবা কষ্ট সাধনের মাধ্যমে সংরক্ষিত অর্থ নেসাবের সমপরিমাণ হয় তাহলে কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। আর যদি নেসাব পরিমাণ না হয় এবং সংরক্ষিত টাকা দিয়ে পশু ক্রয় করেন তাহলে কুরবানী করা উত্তম হবে, ওয়াজিব নয়।

كما فى الهداية : ليس على الفقير والمسافر اضحية (كتاب الاضحية : ٤٤٥/٤ اشرفية)

প্রমাণ : হিদায়া ৪/৪৪৫, খুলাসা ৩-৪/৩১১, ফাতহুল কাদীর ৮/৪২৫, আল বাহরুর রায়েক ৪/১৭৪

কুরবানী করা ওয়াজিব

প্রশ্ন : কুরবানী ফরয না কি ওয়াজিব? ফরয ওয়াজিব এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : কুরবানী ওয়াজিব। ফরয, ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য হলো অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত বিধানকে ফরয বলা হয়। যে ব্যক্তি ফরযকে অস্বীকার করে সে কাফের। আর ওয়াজিব বলা হয় যা দলিলে যন্নি দ্বারা প্রমাণিত যে ব্যক্তি ওয়াজিবকে অস্বীকার করে সে ফাসেক।

وفى الموسوعة الفقهية : الفرق بين الفرض والواجب..... : الفرض ماثبت بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع ـ ومدار الواجب.... ما يكون دليله موجبا للعلم فيثبت الواجب عند هم بدليل ظنى. (جـ٣٢ صـ٩٥-٩٦ وزارة)

(প্রমাণ : আল মাউছুআতুল ফিকহিয়্যা ৩২/৯৫-৯৬, হিদায়া ২/২৬৯, শামী ৬/৩১৩)

মহিলার উপর কুরবানী ওয়াজিব

প্রশ্ন : মহিলার উপর কুরবানী ওয়াজিব কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : পুরুষ ও মহিলার মালিকানা ভিন্ন ভিন্ন। তাই মহিলা যদি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় তাহলে তার উপরও কুরবানী ওয়াজিব। যেমনভাবে পুরুষের উপর ওয়াজিব।

كما فى السراجية: وانما تجب على الغنى المسلم المقيم ذكرا كان او انثى وحد الغنى ماذكرنا فى باب صدقة الفطر (باب وجدب التضجية ص٨٣ زكريا)

প্রমাণ ঃ সিরাজিয়্যা ৩৮৩, দুররে মুখতার ২/২৩১, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৪, মউসুয়া ৫/৮১

নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলেই কোরবানী ওয়াজিব

প্রশ্ন : যদি কোন বালেগ সন্তান নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তাহলে তার উপর আলাদা কুরবানী করা ওয়াজিব নাকি বাপের কুরবানিই যথেষ্ট হবে?

উত্তর : না, বাপের কুরবানী যথেষ্ট হবে না বরং আলাদাভাবে কুরবানী দিতে হবে।

وفى الهداية: الاضحية واجبة على كل حرمسلم مقيم موسر فى يوم الاضحى - (كتاب الاضحية ٤٤٣/٤)

প্রমাণ ঃ সূরা কাউসার ২, দুররে মুখতার ২/২৩১, কানযুদ দাকায়েক ৪২০, হিদায়া ৪/৪৪৩ সিরাজিয়্যা ৩৮৩

ওয়াজিব কুরবানী আদায় না করলে করণীয়

প্রশ্ন : আবু বকর বেপারী ১৪ জিলহজ্ব জানতে পারেন যে, তার উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল। কিন্তু সে তা না জানার কারণে তা আদায় করতে পারেনি এখন সে কি করবে?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি একটি ছাগলের মূল্য সদকা করে দিবে।

وفى البحرالرائق : ولم يضح حتى مضت ايام النحر ثم افتقر كان عليه ان يتصدق بعينها او قيمتها - (كتاب الاضحية ١٧٤/٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪৪৮, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৪, শামী ৬/৩২১, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৬০৭

অতিরিক্ত ভিটা বাড়িওলার উপর ফিতরা ও কুরবানীর হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির শুধু ভিটাবাড়ির মূল্যই হবে কয়েক নিসাব পরিমাণ ঐ ব্যক্তির উপর ফিতরা ও কুরবানী ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর : যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিটাবাড়ির মূল্য নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে ফিতরা ও কুরবানী ওয়াজিব হবে। অন্যথায় ওয়াজিব হবে না।

وفى الهداية: صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم اذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه الخ ـ (باب صدقة الفطر ـ ٢٠٨/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/৩১৭, হিদায়া ১/২০৮, সিরাজিয়া ১৫৭, তাতারখানিয়া ২/১৩৮

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়

প্রশ্ন : কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের মত নেসাব এক বছর পূর্ণ হওয়া এবং মালে নামী (বর্ধনশীল মাল) বা ব্যবসার মাল হওয়া জরুরী কি না?

উত্তর : না, কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেসাব এক বছর পূর্ণ হওয়া ও মালে নামী বা ব্যবসার মাল হওয়া শর্ত নয়। বরং কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হলেই কুরবানী ওয়াজিব হবে।

وفى الدر المختار مع الشامى : فلا يشترط بقاءها لبقاء الوجوب لا نها شرط محض لا ميسرة هى ما يجب بعد التمكن بصفة اليسر ـ (كتاب الاضحية ٣١٤/٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ৬/২৮৬, শামী ৬/৩১২-১৪

কাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বলেন যে, কুরবানী কেবল তারাই করবে যারা হজ্বে যাবে। এছাড়া অন্যদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো উক্ত লোকের কথার বাস্তবতা কতটুকু?

উত্তর : প্রত্যেক ধনী, নর-নারী, মুকীম, স্থায়ী অধিবাসী এবং মুসলমান, আকেল, বালেগের কাছে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় এ পরিমাণ প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকে তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব। অতএব শরীআতের দৃষ্টিতে কুরবানীর দিন গুলোতে যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকে তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব।

وفى التفسير الكبير : فصل لربك وانحر ـ استدلت الحنفية على وجوب الاضحية بأن الله أمره بالنحر ـ (ج٣٢ صـ١٣٢ توقيفية)

(প্রমাণ : তাফসীরে কাবীর ৩২/১৩২, তাফসীরে রুহুল মাআনী ১৫/৩১৬, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৩, আলমগীরী ৫/২৯৩)

কুরবানীদাতা সংক্রান্ত মাসায়েল

নিজের জন্য পশু ক্রয় করার পর অন্যকে শরীক করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর জন্য একটি গরু ক্রয় করে পরে আরো ছয়জন তাতে শরীক করে তাহলে তা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কুরবানী দাতা যদি ধনী হয় তাহলে মাকরূহের সাথে জায়েয হবে। আর যদি গরীব হয় তাহলে জায়েয হবে না।

كما فى العالمغيرية : ولو اشترى بقرة يريد أن يضحى بها ثم اشرك فيها ستة يكره ويجزيهم لانه بمنـزلة سبع شياه حكما ـ وهذا اذا كان موسرا وان كان فقيرا معسرا فقد اوجب بالشراء فلايجوز ان يشرك فيها. (كتاب الاضحية جـ٥ صـ٣٠٤ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩০৪, বাদায়ে ৪/২১০, বায্যাযিয়া ৬/২৯০)

সাতজনের একজন অমুসলিম হলে কুরবানীর হুকুম

প্রশ্ন : যদি সাতজন ব্যক্তি মিলে একটি কুরবানীর জন্তু ক্রয় করে এর মধ্যে একজন নাসারা হয়, তাহলে সকলের কুরবানী আদায় হবে কি না?

উত্তর : কারো কুরবানী আদায় হবে না।

كما فى الدرالمختار: وان كان شريك الستة نصرانيا.... لم يجز عن واحدمنهم ـ (كتاب الاضحية ـ جـ٩ صـ٣٣٣ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৩৩, হিদায়া ৪/৪৪৯, কানযুদ্ দাকায়েক ৪২১)

কুরবানীদাতা কুরবানীর আগে মারা গেলে তার বিধান

প্রশ্ন : যদি কুরবানীর সাতজন শরীকের মধ্যে থেকে কুরবানীর পূর্বে একজন মৃত্যু বরণ করে এবং তার উত্তরাধিকারীগণ বলে তোমরা তার পক্ষ থেকে কুরবানী করে নাও তাহলে সকলের কুরবানী আদায় হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, সকলের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে।

كما فى الدر المختار: وان مات احد السبعة المشتركين فى البدنة وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل. (كتاب الاضحية. جـ٩ صـ٣٣٣ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৩৩ বাদায়ে ৪/২০৯, আলমগীরী ৫/৩০৫)

সুদখোর ব্যক্তির সাথে কুরবানী করা

প্রশ্ন : সুদখোর ব্যক্তির সাথে শরীকানা কুরবানী করলে আদায় হবে কিনা?

উত্তর : যদি সুদখোর ব্যক্তির পুরা বা অধিকাংশ সম্পদ হারাম হয়। তাহলে যারা শরীক আছে কারও কুরবানী হবে না। আর যদি অধিকাংশ সম্পদ হালাল বা কুরবানীর পশু কেনার টাকা হালাল সম্পদ থেকে হয় তাহলে কুরবানী সহীহ হবে। তবে উত্তম হল এমন ব্যক্তির সাথে শরীক না হওয়া।

كما فى المشكوة : عن على قال امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان نستشرف العين والاذن وان لا نضحى بمقابلة ولا مدابرة ولاشرقاء ولا خرقاء ـ (باب فى الاضحية ١٢٨ اشرفية)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ১২৮, শামী ৫/২০৭, ফাতহুল কাদীর ৮/১৭৭, হিন্দিয়া ৫/৩০৪

সুদী ব্যাংকে চাকরীরত ব্যক্তির সাথে কুরবানী করা

প্রশ্ন : সুদী ব্যাংকে চাকরীরত ব্যক্তির সাথে কুরবানী করা যাবে কিনা?

উত্তর : না, যাবে না। তবে যদি হালাল টাকা থাকে অথবা কারো থেকে কর্জ নিয়ে কুরবানী করে তাহলে তার কুরবানীতে শরীক হওয়া যাবে। তারপরেও উত্তম হল এমন ব্যক্তির সাথে কুরবানীতে শরীক না হওয়া।

وفى البحر الرائق : وعن ابى حنيفة ان الثلث اذا ذهب وبقى الثلثان يجوز وان ذهب اكثرمن الثلث لا يجوز فاعتبر كثيرا (كتاب الاضحية ١٧٧/٨ رشيديه)

প্রমাণ ঃ সূরা হজ্ব ৩৭, মুসলিম ২/২৭, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৭, হিদায়া ৩/৪৪৯

গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করা

প্রশ্ন : কুরবানীর পশুতে শরীকদের মধ্যে থেকে কোন একজন যদি গোশত ভক্ষনের উদ্দেশ্যে কুরবানী করে তাহলে অন্য শরীকদের কুরবানী সহীহ্ হবে কি না?

উত্তর : যদি শরীকদের মধ্যে থেকে কোন একজনের শুধু গোশত ভক্ষণের উদ্দেশ্য হয় তাহলে অন্য শরীকদের কুরবানী সহীহ্ হবে না।

فى الدرالمختار: وان كان شريك الستة نصرانيا او مريد اللحم لم يجز عن احد كتاب الاضحية ج٢ صـ٢٣٣ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৩৩, শামী ৬/৩২৬, আলমগীরী ৫/৩০৪, বাদায়ে ৪/৩০৮, কাযীখান ৩/৩৪৯)

ধনী ব্যক্তি ফকির হয়ে গেলে কুরবানীর বিধান

প্রশ্ন : কোন ধনী ব্যক্তি কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করল, ফলে সে ব্যক্তি কুরবানীর দিন ফকীর হয়ে গেল এখন তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : না তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে না।

فی الدر المختار : والمعتبر اخر وقتها للفقیر وضده والولادة والموت فلو كان غنیا فی اول الایام فقیرا فی اخرها لا تجب علیه. (كتاب الاضحیة ج۲ صـ۲۳۲ زكریا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৩২, আলমগীরী ৫/২৫২, কাযীখান ৩/৩৪৬, বাদায়ে ৪/১৯৬)

দুই ব্যক্তির কুরবানীর পশু বা টাকা মিলে যাওয়া

প্রশ্ন : কুরবানীর পশু কিনার জন্য দুই ব্যক্তির টাকা এক সাথে করে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট পাঠানো হল, কারো টাকা নির্দিষ্ট নয় এমতাবস্থায় সেই টাকা দিয়ে দুইটি খাশি এক সঙ্গে ক্রয় করল। কিন্তু দুইটি খাশির পৃথক পৃথক দাম নির্দিষ্ট নাই এবং কোন ব্যক্তির কোনটা তাও নির্দিষ্ট নাই উল্লেখিত সুরতে কুরবানী হবে কি?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী দু'জনের টাকা একত্রে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট দেওয়া, আর উভয়ের জন্য এক সঙ্গে দুটি খাসি ক্রয় করার পর একেক জনের নামে একটি নির্দিষ্ট না করেই দুজনের নামে ২টি খাসি কুরবানী দেওয়াতে কোন সমস্যা নেই, কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হল প্রত্যেক এর টাকা দ্বারা তার জন্য জানোয়ার খরীদ করা অতঃপর তার পক্ষ থেকে কুরবানী করা এবং টাকা কম-বেশী হয়ে থাকলে নির্দিষ্ট আদেশকারীর সাথে মুআমালা পরিষ্কার করা।

وفی الدر المختار : ولو ان ثلاثة نفر اشترى كل واحدمنهم شاة للاضحية احدهم بعشرة والاخر بعشرين والاخر بثلاثين وقيمة كل واحدة مثل ثمنها فاختلطت حتى لا يعرف كل واحد شاته بعنيها واصطلحوا على ان يأخذ كل واحد منهم شاة يضحى اجزأتهم ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين ... وان اذن كل واحد. ج۲ صـ۲۳۳

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/১৭৭, আলমগীরী ৫/৩০৬, দুররে মুখতার ২/২৩৩, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৪/৩০৪)

নিজের ওয়াজিব কুরবানী অন্যের জন্য করা

প্রশ্ন : যেই ব্যক্তির উপর শরীআতের দৃষ্টিতে কুরবানী করা ওয়াজিব সেই ব্যক্তি নিজের নামে কুরবানী না দিয়ে অন্য যে কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির নামে যদি কুরবানী দেয়, তাহলে তার ওয়াজিব আদায় হবে? নাকি আবার কুরবানী করতে হবে।

উত্তর : শরীআতের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তির উপর কুরবানী করা ওয়াজিব সে ব্যক্তি নিজের নামে কুরবানী না দিয়ে অন্য কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির নামে নফল কুরবানী করলে নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে কুরবানীর সাওয়াব যার নামে করা হয়েছে সে পাবে না। তবে যদি নিজের উপর ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও নিজ খরচে অন্যের পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়ে অন্যের ওয়াজিব কুরবানী করে, যেমন কোন ছেলে নিজে ধনী হওয়া সত্ত্বেও পিতার আদেশে পিতার ওয়াজিব কুরবানী করে, এক্ষেত্রে পিতার কুরবানী হয়ে যাবে। কিন্তু ছেলের নিজের যিম্মা হতে ওয়াজিব আদায় হবে না; বরং তার নিজ কুরবানী করতে হবে। আর কুরবানীর দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে সে পরিমাণ মূল্য সদকা করে দিতে হবে।

وفى الشامية : وان مات احد السبعة ... وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحسانا ـ قال فى الشامية من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع فى اضحية نفسه من التصدق والاكل والاجر للميت والملك للذابح ـ جـ٦ صـ٣٢٦

প্রমাণ : শামী ৬/৩২৬, খুলাছাহ ৪/৩২৩, আল বাহরুর রায়েক ৮/৩২৮)

পশু সংক্রান্ত মাসায়েল

কুরবানীর পশু হারিয়ে গেলে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি পশু ক্রয় করার পর তা হারিয়ে গেল বা চুরি হয়ে গেল অতঃপর সে আরেকটি পশু ক্রয় করল তারপর পূর্বের পশুটি যা হারিয়ে বা চুরি হয়ে ছিল তা পাওয়া গেল কুরবানীর সময় বাকি থাকার মধ্যে। এখন শরীআতের হুকুম কি উভয়টি কুরবানী করতে হবে, না কি যে কোন একটি কুরবানী করলেই চলবে।

উত্তর : কুরবানী দাতা যদি ধনী হয় তাহলে যে কোন একটি কুরবানী করলেই চলবে। আর যদি গরীব হয় তাহলে উভয়টি কুরবানী করতে হবে।

كما فى الدر المختار: ولو ضلت اوسرقت فشرى اخرى فظهرت فعلى الغنى احداهما وعلى الفقير كلا هما ـ (كتاب ضحية ج٢ صـ٢٣٣ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৩৩, বাদায়ে ৪/১৯৯, আলমগীরী ৫/২৯৪)

কুরবানীর পশুর সাথে ফ্রী দ্রব্য

প্রশ্নঃ কুরবানীর পশুর সঙ্গে কোন জিনিষ ফ্রী দিলে তা ব্যবহার করা যাবে কিনা?

উত্তরঃ হ্যাঁ, ব্যবহার করা যাবে। কেননা এসব বস্তু কুবানীর পশুর অংশ নয়।

كما فى بدائع الصنائع: يجوز الانتفاع بلحمها فكذا بجلد ها وله ان يبيع هذه الاشياء بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه من متاع البيت كالجراب والمنخل: (كتاب الاضحية ٢٢٥/٤ زكريا)

প্রমাণঃ বাদায়ে– ৪/২২৫, দুররে মুখতার– ২/২৩৪, শামী– ৬/৩২৮, কানয- ৪২১, আলমগীরী– ৩/৩৫৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া– ৪/৩২১

খুনছা প্রাণী দ্বারা কুরবানী দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : খুনছা প্রাণী দ্বারা কুরবানী দেয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : না খুনছা প্রাণী দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নাই।

كمافى العالمغيرية : ولا تجوز التضحية بالشاة الخنثى لان لحمها لا ينضح ـ الباب الخامس فى بيان محل امامة الواجب ج٥ صـ٢٩٩ حقانية

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/২৯৯, দুররে মুখতার ২/২৩৩, শামী ৬/৩২৫, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৭, কাযীখান ৩/২৫৬)

এক বছর পূর্ণ হয়নি এমন বকরির বাচ্চা কুরবানীর মান্নত

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি ছাগলের বাচ্চা দ্বারা কুরবানী করার মান্নাত করলো যার বয়স সাত মাস। এখন এ ছাগল দ্বারা কুরবানী করার হুকুম কি?

উত্তর : এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে তার দ্বারা কুরবানী করা যাবে না। এক বছর পূর্ণ হওয়ার পরই কুরবানী করতে হবে।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة: وكذا لا تصح بالصغير وهو ما كان اقل من سنة فى الضأن والمعز۔ (مباحث الاضحية ۵۵۲/۱)

প্রমাণ ঃ সূরা হজ্ব ৩৭, আবু দাউদ ২/৩৮৬, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৫৫২, সিরাজিয়্যা ৩৮৫

কান বা লেজ কাটা পশুর কুরবানীর বিধান

প্রশ্ন : কান বা লেজ কাটা পশু দ্বারা কুরবানী করলে কুরবানী সহীহ হবে কি?

উত্তর : কান বা লেজ যদি তিন ভাগের কম কাটে তাহলে কুরবানী সহীহ হয়ে যাবে। আর এর বেশি কাটলে সহীহ হবে না।

كمافى الهداية: ولا تجزى مقطوعة الاذن والذنب.. ولا التى ذهب اكثر اذنها وذنبها وان بقى اكثر الاذن والذنب جاز۔ (كتاب الاضحية ٤٤٧/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪৪৭, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৭, দুররে মুখতার ২/২২১

দুইজন মিলে পশু জবাই করলে উভয় বিসমিল্লাহ বলা

প্রশ্ন : কুরবানীর পশু জবাই করার সময় জবাইকারীকে যদি কেউ সাহায্য করে তাহলে উভয় ব্যক্তিকে বিসমিল্লাহ বলতে হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, উভয়কে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে। অন্যথায় এই জন্তুর গোশত খাওয়া জায়েয হবে না।

وفى الهداية: والافضل ان يذبح اضحيته بيده ان كان يحسن الذبح وان كان لا يحسنه فالافضل ان يستعين بغيره۔ (كتاب الاضحية ٤٥٠/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা কাউছার ২ আবু দাউদ ২/৩৮৬, ইলাউস সুনান ১৫-১৬/৮০-১৫, হিদায়া ৪/৪৫০, শামী ৬/৩৩৪

যবেহকৃত বকরীর দুধ পান করা

প্রশ্ন : যবেহকৃত বকরীর দুধ পান করা যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, যবেহকৃত বকরীর দুধ পান করা যাবে।

وفی السراجية: البيضة اذا خرجت من دجاجة ميتة اكلت كذاللبن الخارج من ضرع الشاة الميتة (باب الاكل ٣٢٧ اتحاد)

প্রমাণ ঃ খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৬১, সিরাজিয়্যা ৩২৭, মাউসুআ ৩৫/১৯৮

এক তৃতীয়াংশের বেশী দৃষ্টিশক্তি নাই এমন পশু দ্বারা কুরবানী

প্রশ্ন : যদি কোন প্রাণীর এক তৃতীয়াংশ পরিমাণের বেশি দৃষ্টি শক্তি চলে যায় তাহলে তার দ্বারা কুরবানী হবে কিনা?

উত্তর : এমন পশু দ্বারা কুরবানী করা সহীহ হবে না।

كمافی الهداية: وان قطع من الذنب او الاذن او العين او الالية الثلث او اقل اجزأه وان كان اكثر لم يجزه (٤٤٧/٤ كتاب الاضحية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪৪৭, বেনায়া ১২/৩৫, হাশিয়ায়ে কানযুদ দাকায়েক ৪২০

খাসী ও বলদ কুরবানী করা যাবে

প্রশ্ন : খাসী ও বলদ কুরবানী করার বিধান কি?

উত্তর : উক্ত পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয আছে বরং খাসী দ্বারা কুরবানী করা উত্তম।

وفی فتح القدير: وخصی لا ن لحمها اطيب وقد صح ان النبی صلی الله عليه وسلم ضحی بكبشين املحين موجواين - (كتاب الاضحية ٤٣٤/٨

প্রমাণ ঃ হাশিয়ায়ে তিরমিযী ১/২৭৫, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৪, হাশিয়ায়ে কানয ৪২০, বিনায়া ১২/৩৯

হরিণ দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নাই

প্রশ্ন : হরিণ দ্বারা কুরবানী করা জায়েয কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : না, হরিণ দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নাই।

كما فی السراجية: ولا يجوز بالظبی والوعل والخيل والحمارالوحش (باب ما يجوزبه التضحية ومالا يجوز - ٣٨٥ اتحاد)

প্রমাণ ঃ সিরাজিয়া ৩৮৫, বাদায়ে ৪/২০৫, মাউসুআ ৪/৮২

শিং ছাড়া পশুর কুরবানী

প্রশ্ন : শিং নেই এমন পশুর কুরবানীর বিধান কি?

উত্তর : উক্ত পশুর শিং যদি সৃষ্টিগতভাবে না থাকে বা শিংয়ের কিছু অংশ ভেঙ্গে গেছে তাহলে তার দ্বারা কুরবানী জায়েয আছে। আর যদি শিং মূল সহ ভেঙ্গে যায় তাহলে কুরবানীর জায়েয হবে না।

كمافى الشامية: قوله ويضحى بالجماء هى التى لا قرن لها خلقة وكذا العظماء التى ذهب بعض قرنها بالكسر اوغيره فان بلغ الكسر الى المخ لم يجز- (٣٢٣/٦)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩২৩, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৪, হিদায়া ৪/৪৪৫

চুলকানী ওয়ালা গরু দ্বারা কুরবানী করা

প্রশ্ন : খোজপাচড়ায় আক্রান্ত গরু কুরবানী করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : চুলকানী ওয়ালা গরু যদি মোটা তাজা হয়, তাহলে জায়েয আছে। আর যদি দুর্বল হয় তাহলে জায়েয নাই

وفى الهداية: والجرباء ان كانت سمينة جاز لان الجرب فى الجلد ولا نقصان فى اللحم وان كانت مهزولة لا تجوز لان الجرب فى اللحم فانتقص - (كتاب الاضحية ٤٤٨/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ৬/২৯৩, শামী ৩/৩২৩, হিদায়া ৪/৪৪৮

জন্ম থেকেই কান নেই এমন পশুর দ্বারা কুরবানী

প্রশ্ন : যেই পশুর জন্ম থেকে কান নেই এমন পশুর দ্বারা কুরবানী জায়েয কিনা?

উত্তর : না, এমন পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নাই।

كما فى الدرالمختار : لا بالعمياء والعوراء والعجفاء... والسكاء التى لا اذن لها خلقة فلولها اذن صغيرة خلقة اجزأت (كتاب الاضحية ٢٣٣/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৩৩, শামী ৬/৩২৪, সিরাজিয়া ৩৮৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৩/৩২০

ঘাঁ ওলা পশুর দ্বারা কুরবানী করা

প্রশ্ন : যে পশুর কাঁদে বা পাছায় হাল চাষের বা প্রহারের কারণে দাগ হয়েছে বা ঘাঁ হয়েছে তার দ্বারা কুরবানীর বিধান কি? জানতে চাই।

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে যদি তার গোস্তের মধ্যে কোন প্রভাব না পরে তাহলে কুরবানী জায়েয। অন্যথায় জায়েয নয়।

كمافى الهداية: والجرباء ان كانت سمينة جاز لان الجرب فى الجلد ولا نقصان فى اللحم وان كانت مهزولة لا تجوز لا ن الجرب فى اللحم فانتقص ـ (كتاب الاضحية ٤٤٨/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪৪৮, শামী ৬/৩২৩, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৬১৮

লোমহীন পশু দ্বারা কুরবানী করা

প্রশ্ন : যদি কোন প্রাণী পড়ে যাওয়ার কারণে লোম না উঠে এবং কোন জখম না থাকে তাহলে তার দ্বারা কুরবানী জায়েয কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে।

وفى الهداية: ويجوز ان يضحى بالجماء وهى التى لا قرن لها لا ن القرن لا يتعلق به مقصود ـ (كتاب الاضحية ـ ٤٤٨/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৩৩, শামী ৬/৩২৩, হিদায়া ৪/৪৪৮, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৬১৮

বর্গা দেওয়া প্রাপ্ত ছাগল দ্বারা কুরবানী

প্রশ্ন : বর্গা দেওয়া ছাগল থেকে নিজের ভাগে প্রাপ্ত ছাগল দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে কি?

উত্তর : যদি উক্ত ছাগলের বয়স এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তার দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে।

وفى البحر الرائق: والاضحية من الابل والبقر و الغنم لا ن جواز التضحية بهذه الاشياء ـ (كتاب الذبائح ٨ /١٧٧ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা ইখলাস ২, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৭, হিদায়া ৪/৪৪৪, খুলাসা ৪/৩১৪

কুরবানীর পশুতে কতজন শরীক হতে পারবে

প্রশ্ন : বকরী, ভেড়া, দুম্বা, গরু উটের মধ্যে কয়জন শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারবে?

উত্তর : বকরী, ভেড়া, দুম্বাতে একজন আর গরু ও উটের মধ্যে সাতজন শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারবে।

كمافى الهداية: ويذبح عن كل واحد منهم شاة او يذبح بقرة اوبدنة عن سبعة ـ (كتاب الاضحية ٤٤٤/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪৪৪, বাযযাযিয়া ৬/২৯০, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৬১৫

কুরবানীর পশু কেনার পর মোটা-তাজা বানানো

প্রশ্ন : কুরবানী নিয়তে কুরবানীর পূর্বে পশু কিনে মোটা-তাজা করার বিধান কি?
উত্তর : কুরবানীর পশু কুরবানীর পূর্বে কিনে মোটা-তাজা করে কুরবানী করা মুস্তাহাব।

وفى بدائع الصنائع : اما الذى هو قبل التضحية فيستحب ان يربط الاضحية قبل ايام النحر بأيام لما فيه من الاستعداد للقربة واظهار الرغبة فيها فيكون له فيه اجروثواب (فصل واما بيان ما يستحب قبل التضحية ٢١٩/٤ زكريا)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ২/৩৮৬, বাদায়ে ৪/২১৯, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৬২২

পশুর দুই স্তন শুকিয়ে গেলে তার দ্বারা কুরবানী বিধান

প্রশ্ন : যদি পশুর দুই স্তন শুকিয়ে যায় তাহলে তার দ্বারা কুরবানী করার বিধান কি?
উত্তর : এমন পশু দ্বারা কুরবানী করা সহীহ হবে না।

كمافى الشامية: وفى الابل والبقر إن ذهبت واحدة يجوز أو اثنتان لا (كتاب االاضحية ٣٢٥/٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৩২৫, খানিয়া ৩/৩৫৩, বাযযাযিয়া ৬/২৯৪, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৬১৭

কুরবানীর পশুর দুধ বা পশম দ্বারা উপকৃত হওয়া

প্রশ্ন : কুরবানীর পশু জবাই করার আগে তার দুধ বা পশম দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে কি?

উত্তর : কুরবানী করার আগে পশুর দুধ ও পশম দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে না বরং মাকরুহ।

كمافى البحر الرائق: ويكره ان يجز صوفها قبل الذبح فينتفع به ـ (كتاب الاضحية ١٧٨/٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৮, দুররে মুখতার ২/৩২৯, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৫/৯৫, সিরাজিয়্যা ৩৮৯, বাযযাযিয়া হিন্দিয়া সূত্রে ৬/২৯৪

একেবারে দাঁত নেই তার দ্বারা কুরবানী করার বিধান

প্রশ্ন : আমরা অনেক সময় বয়স্ক পশু কুরবানী করে থাকি কিন্তু যে পশুর একেবারেই দাঁত নেই, তার দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে কি?
উত্তর : না, উল্লেখিত পশু দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে না।

كما فى البحر الرائق : ولا يجوز بالهتماء التى لا اسنان لها (كتاب الاضحية ١٧٦/٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৬, মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৫/৮৬, দুররে মুখতার ২/২৩৩, সিরাজিয়্যা ৩৮৫, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৪

ঘোড়া দ্বারা কুরবানী করা

প্রশ্ন : ঘোড়া দ্বারা কুরবানী করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : না, ঘোড়া দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নাই।

وفى الدر المختار: (وركنها) ذبح ما يجوز ذبحه من النعم لا غير (كتاب الاضحية ٢٣١/٢)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ২/৫৩৩, হিন্দিয়া সূত্রে খানিয়ায় ৩/৩৫৮, শামী ৬/৩০৫, দুররে মুখতার ২/২৩১

মানব সঙ্গমকৃত পশুর কুরবানী

প্রশ্ন : মানব সঙ্গমকৃত পশু দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : এরূপ পশু দ্বারা কুরবানী করা মাকরূহ হবে।

وفى الدر المختار: وتذبح ثم تحرق ويكره الا نتفاع بها حية وميتة (٣٢٠/١)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/২৬, দুররে মুখতার ১/৩২০, হিদায়া ১/৫১৭, সিরাজিয়া ২৭৮

পাঁচ বছরের কম উট দ্বারা কুরবানী করা সহীহ নয়

প্রশ্ন : উটের বয়স পাঁচ বছর হতে এক দিন বাকী থাকলে তা দ্বারা কুরবানী হবে কিনা?

উত্তর : না, উটের বয়স পাঁচ বছর হতে এক দিন বাকী থাকলেও তা দ্বারা কুরবানী হবে না।

وفى البحر الرائق : ومن الابل ابن خمس سنين ـ (كتاب الاضجية ١٧٧/٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩২২, হিদায়া ৪/৪৪৯, আল বাহরুর রাযেক ৮/১৭৭, দুররে মুখতার ২/২৩৩, সিরাজিয়্যা ৩৮৫

এক চোখ বিহীন পশু দ্বারা কুরবানী বৈধ নয়

প্রশ্ন : এক চোখ বিহীন পশু দ্বারা কুরবানী দিলে তা সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : না, এক চোখ বিহীন পশু দ্বারা কুরবানী দিলে তা সহীহ হবে না।

وفى فتح القدير: ولا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء الخ (كتاب الاضحيه ٤٣٣/٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪৪৭, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩২১

একবছরের কম দুম্বা দ্বারা কুরবানী সহীহ

প্রশ্ন : পাঁচ দিন কম এক বছরের দুম্বা দিয়ে কুরবানী সহীহ হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, পাঁচ দিন কম এক বছরের দুম্বা দিয়ে কুরবানী সহীহ হবে। এমনকি ছয় মাসের দুম্বাও যদি দেখতে মোটা তাজা এক বছরের মত হয়, তাহলেও কুরবানী সহীহ হবে।

وفى الهداية: ويجزى من ذلك كله اثنى فصاعدا الاالضان فان الجزع منه يجزى ـ (كتاب الاضحية ٤٤٩/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ২/১৫৫, আবু দাউদ ২/৩৮৬, হিদায়া ৪/৪৪৯

কুরবানীর জন্তু নিজে জবাই করা উত্তম

প্রশ্ন : কুরবানীর জন্তু নিজ হাতে জবাই করবে নাকি ইমাম সাহেবকে দিয়ে জবাই করানো উত্তম?

উত্তর : নিজে যদি ভালোভাবে জবাই করতে পারে তাহলে নিজের কুরবানীর পশুকে নিজেই জবাই করা উত্তম। যদি নিজে ভালোভাবে করতে না পারে তাহলে ইমাম সাহেব বা যে ভালো ভাবে জবাই করতে পারে তাকে দিয়ে জবাই করাবে।

وفى سنن ابى داؤد: عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين يذبح ويكبر ويسمى ويضع رجله على صفحتهما ـ (باب مايستحب من الضحايا ٣٨٦/٢)

প্রমাণ ঃ সূরা কাওছার ২, আবু দাউদ ২/৩৮৬, হিদায়া ৪/৪৫০

কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করল কুরবানী ওয়াজিব

প্রশ্ন : যদি কোন গরীব ব্যক্তি কুরবানীর নিয়তে কুরবানীর পশু ক্রয় করে তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে।

كمافى الهداية: وتجب على الفقير بالشراء بنية التضحية عندنا ـ (كتاب الاضحية ٤٤٧/٤ رشيدية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪৪৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/২১৮, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৫, সিরাজিয়্যা ৩৮৪

লোক দেখানোর জন্য কুরবানী করা

প্রশ্ন : লোক দেখানো বা সুনামের জন্য কুরবানী করলে কি কুরবানী আদায় হবে? এবং কোনো সাওয়াব পাবে?

উত্তর : লোক দেখানো বা সুনামের জন্য কুরবানী করলে কুরবানী আদায় হবে, তবে কোনো সাওয়াব পাবে না।

وفى التفسير الكبير: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.... أى انه لما شرط القبول بالتقوى وصاحب الكبيرة غير متق فوجب ان لايكون عمله مقبولا وأنه لاثواب له ـ (٣٦ـ ٢٣-٢٤/٣٥ توفيقية)

প্রমাণ ঃ সূরা হজ্ব ৩৬, তাফসীরে কাবীর ২৩–২৪/৩৫, তাফসীরে মাযহারী ৬/৩২৫ বুখারী ১/২

চতুষ্পদ জন্তুকে খাসী করা

প্রশ্ন : চতুষ্পদ জন্তুকে খাসীকরণ জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ জায়েয আছে।

وفى الدر المختار: وجاز خصاء البهائم حتى الهرة. (فصل فى البيع ج٢ صـ٢٤٦ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৪৬, শামী ৬/৩৮৮, আল বাহরুর রায়েক ৮/২০৪, আলমগীরী ৫/৩৫৭, কাযীখান ৩/৪১০, ইনায়া ৮/৪৯৭

কুরবানীর পশুর স্তন নষ্ট হলে

প্রশ্ন : কুরবানীর পশুর স্তন যদি নষ্ট হয় তাহলে এর দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে কি না?

উত্তর : গাভীর দুই স্তন এবং বকরীর এক স্তন যদি নষ্ট হয় তাহলে ঐ পশুর দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না।

وفى رد المحتار: - وفى التاتار خانية: والشطور لا تجزئ وهى من الشاة ما قطع اللبن عن إحد ضرعيها ومن الإبل والبقر ما قطع ضرعيها لان لكل واحد منهما اربع اضرع. (ج٦ صـ٣٢٥ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩২৫, দুররে মুখতার ২/২৩৩, আলমগীরী ৫/২৯৮, কাযীখান ৩/৩৫৩, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৬)

ধনী ব্যক্তির জন্য কুরবানীর পশু পরিবর্তন করা

প্রশ্ন : ধনী ব্যক্তির কুরবানীর পশু পরিবর্তন করা কি জায়েয আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে। তবে শর্ত হল যদি প্রথমটার থেকে মূল্য কম হয় তাহলে তা সদকা করে দিবে।

وفى خلاصة الفتاوى : وفى الاصل اشترى اضحية ثم باعها جاز فى ظاهر الرواية ولو اشترى مثلها وضحى بها ان كانت الثانى مثل الاولى اوخيرًا منها جاز لا يلزمه شئ اخر وان كان دون الاولى تصدق بفضل القيمتين۔ (كتاب الاضحية ٣١٩/٤ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ৫/২৯২, বাদায়ে ৪/২২০, খুলাসা ৪/৩১৯

পাগল পশু কুরবানী দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : পশু পাগল হয়ে গেছে তা দ্বারা কুরবানী দেয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : জায়েয আছে এবং তার দ্বারা ওয়াজিব কুরবানীও আদায় হয়ে যাবে। যদি তা বিক্রি করার এবং চরানোর ক্ষেত্রে বাঁধা না হয়। আর যদি বিক্রি করা এবং চরানোর ক্ষেত্রে বাধা হয় তাহলে তার দ্বারা কুরবানী করা জায়েয হবে না।

كما فى الدر المختار: ويضحى الثولاء اى المجنونة اذا لم يمنعها من السوم والرعى وان منعها لا تجوز التضحية بها . كتاب الاضحية ج٢ صـ٢٣٣ زكريا

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৩৩, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৪, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৬, শামী ৬/৩২২, কুদুরী ২২৯)

কুরবানীর পশু কুরবানীর আগে মারা গেলে করণীয়

প্রশ্ন : কুরবানীর জন্য ক্রয়কৃত পশু যদি কুরবানী করার পূর্বে মারা যায় তাহলে শরীআতের বিধান কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় কুরবানী দাতা যদি ধনী হয় তাহলে অন্য একটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব, আর যদি গরীব হয় তাহলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না বরং তার থেকে কুরবানী রহিত হয়ে যাবে।

كما فى بدائع الصنائع : ما اذا اشترى شاة للاضحية وهو موسر ثم انها ماتت او سرقت اوضلت فى ايام النحر انه يجب عليه ان يضحى بشاة اخرى ۔ وان كان معسرا فاشترى شاة للاضحية فهلكت فى ايام النحر اوضاعت سقطت عنه وليس عليه شئ آخر. (كتاب الاضحية : جـ٤ صـ١٩٩ زكريا)

(প্রমাণ : বাদায়ে ৪/১৯৯, দুররে মুখতার ২/২৩৩, হিদায়া ৪/৪৪৮)

কুরবানীর পশু ত্রুটিযুক্ত হলে

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর জন্য সুস্থ্ সবল একটি জন্তু ক্রয় করে, পরে তার মাঝে এমন একটি দোষ দেখা দেয় যা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয় এমতাবস্থায় শরীআতের বিধান কি?

উত্তর : ক্রয়কারী ব্যক্তি যদি ধনী হয় তাহলে অন্য একটি সুস্থ্ জন্তু কিনে কুরবানী করবে। আর যদি গরীব হয় তাহলে উক্ত জন্তুটি কুরবানী করলেই যথেষ্ট হবে।

كما فى الدرالمختار: ولو اشتراها سليمة تعيبت بعيب مانع فعليه اقامة غيرها مقامها ان كان غنيا و ان كان فقيرا اجزئه ذلك. (كتاب الاضحية ج٢ ص-٢٣٣ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৩৩, শামী ৬/৩২৫, আলমগীরী ৫/২৯৯)

পা ভাঙ্গা পশু দ্বারা কুরবানী করা

প্রশ্ন : জনাব আমি কুরবানীর জন্য একটি গরু ক্রয় করেছি ক্রয় করার সময় গরুটি সুস্থ্ ছিলো কিন্তু ট্রাকে করে বাড়িতে আনার পর ট্রাক থেকে নামানোর সময় গরুটির একটি পা ভেঙ্গে যায়। এখন আমার প্রশ্ন হলো উক্ত গরুটি কুরবানী করতে পারবো কি না?

উত্তর : ঐ গরুটি যদি যবেহ করার জায়গা পর্যন্ত ভাঙ্গা পায়ের উপর ভর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে তাহলে তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে অন্যথায় কুরবানী করা সহীহ হবে না।

كما فى الهداية : ولا يصح بالعمياء والعوراء والعرجاء التى لا تمشى الى المنسك ـ (كتاب الاضحية ج٤ ص٤٤٧ اشرفية)

প্রমাণ : হিদায়া 8/88৭, ফাতহুল কাদীর ৬/৩২৩, শামী ৬/৩২৩

চুরি ও ছিনতাইকৃত পশুর দ্বারা কুরবানী করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি পশু চুরি ও ছিনতাই করে কুরবানী করে এবং তার জরিমানা দিয়ে দেয় তাহলে উক্ত কুরবানী সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ সহীহ হবে। কারণ জরিমানা আদায়ের পর সে নিজেই তার মালিক হয়ে গেছে।

فى العالمغيرية : لو غصب أضحية غيره وذبحها عن نفسه وضمن القيمة لصاحبها أجزاه ماصنع لانه ملكها بسابق الغصب. (كتاب الاضحية ـ ج٥ ص-٣٠٣ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩০৩, বাযযাযিয়া ৬/২৯১, হিদায়া 8/8৫২)

ভুলে একে অপরের পশু কুরবানী করা

প্রশ্ন : লোকেরা যদি ভুলে একে অপরের পশু কুরবানী করে ফেলে তাদের কুরবানী সহীহ হবে কি না? এবং তাদের উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে তাদের কুরবানী সহীহ হয়ে যাবে এবং কোন জরিমানাও ওয়াজিব হবে না।

وفى العالمغيرية: واذا غلط رجلين فذبح كل واحد منهما اضحية صاحبه صح عنهما ولا ضمان عليهما - (جـ٥ صـ٣٠٢ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩০২, হিদায়া ৪/৪১৫, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৮৯ বাদায়ে ৪/২০১)

কুরবানীর গোশত শুটকি বানানো

প্রশ্ন: কুরবানী দাতা নিজস্ব কুরবানীর গোস্ত মুস্তাহাব ভাগে বিভক্তি করেন। এরপর নিজের অংশের গোশত শুটকি বানিয়ে যদি কয়েক বছর খায়, তাহলে তা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর: ইসলামের শুরু যুগে কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক সময় রাখা নিষেধ ছিলো। এ হুকুম পরে রহিত হয়ে যায় এবং হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম তা জমা রেখে খাওয়ার অনুমতি দেন। সুতরাং যত দিন খুশি জমা রেখে খাওয়া যাবে।

وفى بدائع الصنائع: وأماالتصدق باللحم فتطوع وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام لأن النهى عن ذلك كان فى ابتداء الاسلام ثم نسخ (كتاب الاضحية ٤/٢٢٤ زكريا)

প্রমাণ: বুখারী– ২/৮৩৫, দুররে মুখতার– ২/২৩৩, বাদায়ে– ৪/২২৪, হিদায়া– ৪/৪৪৯-৫০, আল ফিকহুল ইসলামি– ৩/৬২৭-২৮, কানয ৪২১,

গোশত সংক্রান্ত মাসায়েল

কুরবানীর পশুর গোশত বন্টনের পদ্ধতি

প্রশ্ন : কুরবানীর গোশত বন্টন করার মুস্তাহাব পদ্ধতি কি? কুরবানীর সমস্ত গোশত নিজের কাছে জমা রাখা এবং ধনীদেরকে খাওয়ানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কুরবানীর গোশত বন্টন করার মুস্তাহাব পদ্ধতি হল যে, তিনটি ভাগ করবে, এক অংশ সদকা করে দিবে। এক অংশ নিজের আপনজনদেরকে দিবে। এক অংশ নিজেরা ব্যবহার করবে। তবে কুরবানীর সমস্ত গোশত নিজেরা ব্যবহার করা এবং ধনীদেরকে খাওয়ানোও জায়েয আছে।

فى بدائع الصنائع : ويطعم الفقير والغنى جميعا ـ ولو حبس الكل لنفسه جاز لان القربة فى الاراقة. (كتاب الاضحية ـ جـ٤ صـ٢٢٤ زكريا)

(প্রমাণ : বাদায়ে ৪/২২৪, দুররে মুখতার ২/২৩৪, আলমগীরী ৫/৩০০)

মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী কৃত গোশতের হুকুম

প্রশ্ন : মাইয়্যেতের নামে কুরবানী করার বিধান কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : যদি মৃত ব্যক্তির অসিয়তের কারণে কুরবানী করা হয় তাহলে ঐ কুরবানীর গোশত সম্পূর্ণ সদকা করা ওয়াজিব। নিজেরা খেতে পারবে না। আর যদি সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা হয় তাহলে উক্ত গোশত নিজেরাও খেতে পারবে এবং অন্যদেরও দিতে পারবে।

وفى خلاصة الفتاوى : رجل ضحى عن الميت قال الاجرله والملك لهذا.. يتصدق بالكل وفى الروضة ان اوصى ان يضحى عنه من ثلث ماله كل عام جاز باتفاق ـ (فصل فى التضحية ٣٢٢/٤ رشيدية)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩২৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩২২, খানিয়া ৩/৩৫২

অসিয়তকৃত কুরবানীর গোস্ত তার ওয়ারিশগণ খেতে পারবে না

প্রশ্ন : যদি মৃত ব্যক্তি কুরবানী করার অসিয়ত করে যায় এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকেই কুরবানি করা হয়। তাহলে তার ওয়ারিশগণ তা থেকে খেতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, খেতে পারবে না। এবং কোন ধনী ব্যক্তিকেও খাওয়াতে পারবে না। বরং গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে।

كمافى الشامية: (قوله عن ميت) اى لو ضحى عن ميت وارثه بأمره الزمه بالتصدق بها وعدم الاكل منها وان تبرع بهاعنه له الاكل لانه يقع على ملك الذابح ولاثواب للميت ـ (كتاب الاضحية ٣٣٥/٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩৩৫, দুররে মুখতার ২/৩৩৫, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৮, খানিয়া ৩/৩৫২

কুরবানীর পশু জবাইয়ের পূর্বে জীবিত বাচ্চা বের হলে তার হুকুম

প্রশ্ন : কুরবানীর পশু জবাই করার পূর্বেই যদি জীবিত বাচ্চা বের হয় তাহলে ঐ বাচ্চার বিধান কি?

উত্তর : জবাই করার পূর্বেই যদি কুরবানীর প্রাণীর জীবিত বাচ্চা বের হয়। তাহলে মায়ের সঙ্গে বাচ্চাকেও জবাই করে সদকা করতে হবে।

كمافى ابى داؤد : عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكوة الجنين ذكوة امه ـ (كتاب الضحايا ٣٩١/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ২/৩৯১, শামী ৬/৩২২, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৬৬২

পশু জবাই করার সময় মাথা পৃথক হলে তার বিধান

প্রশ্ন : কুরবানীর পশু জবাই করার সময় মাথা আলাদা হয়ে গেলে কুরবানীর ক্ষতি হবে কি? এবং তার গোস্ত খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : পশু জবাই করার সময় লক্ষ্য করতে হবে মাথা যেন আলাদা না হয়। কারণ তা মাকরূহ। এর কারণে কোন ক্ষতি হবে না এবং গোস্তও খাওয়া যাবে।

كمافى الدر المختار : وكره كل تعذيب بلا فائدة مثل قطع الراس ـ (كتاب الذبائح ٢٢٨/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২২৮, শামী ৬/২৯৬, কুদুরী ২২৪, কানযুদ্দাকায়েক ৪১৬

যবেহকারীকে গোশত বা চামড়া দ্বারা বিনিময় দেওয়া

প্রশ্ন : কুরবানীর পশু অন্য ব্যক্তির দ্বারা জবাই করালে গোস্ত বা চামড়ার দ্বারা اجرة (বিনিময়) দেয়া জায়েয কিনা?

উত্তর : না, গোস্ত বা চামড়ার দ্বারা أجرة (বিনিময়) দেয়া জায়েয নাই। বরং আলাদা ভাবে বিনিময় দিতে হবে।

كمافى الدر المختار : ولا يعطى اجرالجزارمنها لانه كبيع واستفيد من قوله عليه السلام من باع جلد اضحية فلا اضحية ـ (كتاب الاضحية ٢/٢٣٤)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৩৪, শামী ৬/৩২৯, হিদায়া ৪/৪৫০, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৭

কুরবানীর পশু জবাই করার সময় লাফালাফি করে দোষযুক্ত হলে করণীয়

প্রশ্ন : কুরবানীর পশু জবাই করার সময় লাফালাফি করে দোষযুক্ত হলে করণীয় কি?

উত্তর : জবাই করার সময় পশুর লাফালাফির কারণে যদি কোন দোষ হয়ে যায়। তাহলে কোন ক্ষতি নেই কুরবানী সহীহ হয়ে যাবে।

وفى الهداية: فانه اذا اصابهاعيب مانع غير الانكساربالاصتطراب حالة الاضطجاع للذبح كان الحكم كذلك ـ (باب الاضحية ٤٤٨/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩২৫, দুররে মুখতার ২/২৩৩, হিদায়া ৪/৪৪৮, বিনায়া ১২/৪৪, বাদায়ে ৪/২১৬

এলাকার কুরবানীর গোশত একত্রিত করে বণ্টন করা

প্রশ্ন : গ্রামে গঞ্জে কুরবানীর গোশতকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, তন্মধ্যে একটি ভাগ হলো গাঁ ওয়ালী ভাগ, অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বীয় কুরবানীর গোশত থেকে এক তৃতীয়াংশ করে এক জায়গায় একত্রিত করে, অতঃপর উক্ত গোশতগুলোকে সমান ভাগে ভাগ করে গ্রামের সকল ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, প্রত্যেকেই যেহেতু পুনরায় তার সদকাকৃত গোশতের মালিক হওয়া হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কেউ কেউ তার সদকাকৃত গোশতের চেয়ে বেশী প্রাপ্ত হচ্ছে, এর ফলে কুরবানীর কোন অসুবিধা হবে কি না? এবং শরীআতের দৃষ্টিতে এরূপ বণ্টন জায়েয কি না এবং কুরবানী কারীর জন্য এ গোশত গ্রহণ করা জায়েয কি না?

উত্তর : শরীআতের দৃষ্টিতে উত্তম হল যে কুরবানীর গোশতকে তিন ভাগ করে একভাগ নিজের জন্য আর এক ভাগ আত্মীয় স্বজনদের জন্য অপর ভাগ ফকীর মিসকীনদের জন্য বণ্টন করে দিবে। আর কুরবানীর গোশত যেভাবে নিজে খেতে পারবে সেভাবে ধনীদেরকেও খাওয়াতে পারবে।

প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে কুরবানীর গোশত ভাগা ভাগী করাতে যদিও উত্তম পদ্ধতির বরখেলাপ হবে তবে এতে কুরবানীর কোন অসুবিধা হবে না। অবশ্য এ পদ্ধতিতে কয়েকটি অপছন্দনীয় দিকও রয়েছে। যথা :

(ক) নিজের হাতে ফকীর-মিসকীনদেরকে দেওয়াতে পরস্পর একটা মুহব্বত সৃষ্টি হয়, এ পদ্ধতিতে তা হয় না।

(খ) প্রশ্নের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সামর্থবানরাও উক্ত গোশত হতে ভাগ নেয়

এবং কখনো নিজের দেয়া গোশত হতে বেশী পরিমাণ পেয়ে থাকে, তাহলে এমন দেওয়াতে গরীবের কি ফায়দা?

মোটকথাঃ পদ্ধতিটি মূলত: জায়েয হলেও পছন্দনীয় নয়। তবে যদি এভাবে করে যে, কুরবানীদাতাগণ এক তৃতীয়াংশ গরীবের অংশ একত্র করে মহল্লা/গ্রামের শুধু গরীব ও যারা কুরবানী করতে পারে নাই, তাদেরকে মাথা পিছু হারে বণ্টন করে দিবে। যাতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা হিসাবে সকলে সমানভাবে পাবে, কেউ মাহরুম যাবে না এবং কোন কুরবানীদাতাকে এখান থেকে অংশ দেয়া হবে না। এ পদ্ধতিতে কোন অসুবিধা নাই।

فى البحر الرائق : ويأكل من لحم الاضحية ويؤكل ويدخر ـ ولانه لما جاز ان يأكل منه وهو غني فاولى ان يجوزله اطعام غيره وان كان غنيا ـ قال وندب ان لا ينقص الصدقة من الثلث الخ ـ البحر الرائق جـ٨ ص٣٢٦

(প্রমাণ : হিদায়া ৪/৪৫০, আল বাহরুর রায়েক ৮/৩২৬, বাদায়ে ৫/৮১, শামী ৬/৩২৮)

কুরবানীর গোশত ওজন করে বণ্টন করা

প্রশ্ন : যদি কয়েকজন শরীক হয়ে কুরবানী করে তাহলে কুরবানীর গোশত ওজন করে বণ্টন করতে হবে নাকি অনুমান করে বণ্টন করলেই চলবে?

উত্তর : হ্যাঁ ওজন করে বণ্টন করবে যাতে কম বেশী না হয়।

فى الدرالمختار: ويقسم اللحم وزنا لاجزافا الا اذا ضم معه من الاكارع والجلد . (كتاب الاضحية ـ جـ٢ صـ٢٣٣ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৩৩, আলমগীরী ৪/৪৪৫, কাশফুল আসতার ২/২৩৩)

কুরবানীর গোশত ফ্রিজে রেখে দেওয়া

প্রশ্ন : কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী ফ্রিজে রেখে খাওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, পারবে। তবে কুরবানীর গোশত তিন ভাগে ভাগ করা উত্তম। একভাগ গরীবদের, এক ভাগ স্বজনদের, এক ভাগ নিজের। তবে কেউ ইচ্ছা করলে সমস্ত গোশতও সদকা করতে পারবে। আবার নিজের জন্যও রেখে খেতে পারবে।

فى سنن ابى داود : عن نبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا نهيناكم عن لحومها ان تأكلوها فوق ثلث لكى تسعكم جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا... (جـ٢ صـ٣٨٩ اشرفية)

(প্রমাণ : সূরা হজ্ব ২৮, আবু দাউদ ২/৩৮৯, বাদায়ে ৪/২২৪)

কুরবানীর গোশত কাফেরকে দেয়া বৈধ

প্রশ্ন : কুরবানীর গোশত কাফেরদেরকে দেয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কুরবানীর গোশত কাফেরকে দেয়া বৈধ, তবে শর্ত হল মুজুরী হিসাবে দেয়া যাবে না। দান করে দিতে হবে।

فى العالمغيرية: ويهب منها ماشاء للغنى والفقير والمسلم والذمى. (الباب الخامس فى بيان محل اقامة الواجب جـ٥ صـ٣٠٠ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী : ৫/৩০০)

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করলে গোশতের হুকুম

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করে তাহলে উক্ত কুরবানীর গোশত কিভাবে বণ্টন করবে।

উত্তর : যদি মৃত ব্যক্তির অসিয়তের কারণে কুরবানী করা হয় তাহলে ঐ কুরবানীর গোশত সম্পূর্ণ সদকাহ্ করা ওয়াজিব, নিজেরা খেতে পারবে না। আর যদি সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা হয় তাহলে উক্ত গোশত নিজেরাও খেতে পারবে এবং অন্যদেরকেও দিতে পারবে।

فى رد المحتار: من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع فى اضحية نفسه من التصدق والاكل والاجر للميت والملك للذابح قال الصدر والمختار انه ان يأمر الميت لا يأكل منها والا يأكل . كتاب الاضحية جـ٦ صـ٣٢٦ سعيد

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৩৫, বাযযাযিয়া ৬/২৯৫, কাযীখান ৩/৩৫২, শামী-৬/৩২৬)

কুরবানীর গোশত বানানেওয়ালাকে দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : কুরবানীর পশু যবেহ করার পর যারা গোশত বানিয়ে দেয় তাদেরকে উক্ত কুরবানীর গোশত দিতে পারবে কি না?

উত্তর : যারা গোশত বানিয়ে দেয় তাদেরকে কাজের মজুরী হিসাবে কুরবানীর গোশত দেয়া যাবে না তবে কাজের মজুরী হিসাবে টাকা পয়সা দেয়ার পর হাদিয়া হিসাবে কিছু গোশত দেয়া উত্তম।

فى الشامية : ثم قال بعد قوله ولا يعطى اجرالجزار منها لقوله عليه السلام لعلى (رض) تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط اجرالجزار منها شيئا الخ. (كتاب الاضحية جـ٦ صـ٣٢٩ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩২৮, ৩২৯, হিদায়া ৪/৪৫০, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৭)

কুরবানীর শরীকদের যবেহ বা গোশত বানানোর বিনিময় নেয়া

প্রশ্ন : শরীকদের মধ্য থেকে এক বা দুই শরীকদার কুরবানীর পশু যবেহ বা গোশত বানানোর বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে কি না?

উত্তর : না, শরীকদার ব্যক্তি কুরবানীর পশু যবেহ করে বা গোশত বানিয়ে বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে না।

كما فى الدر المختار: ولو استأجره لحمل طعام مشترك بينهما فلا اجرله لانه لا يعمل شيأ لشريكه الا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الاجر۔ (باب الاجارة الفاسدة ج۲ صـ۱۷۹ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/১৭৯, শামী ৬/৬০, তাকরিরাতে রাফেয়ী ৬/৬০, আল বাহরুর রায়েক ৮/২৫, নাছবুর রায়া ৪/৩৩৩)

কুরবানীর গোশত বা চামড়া দ্বারা পারিশ্রমিক দেওয়া

প্রশ্ন : কুরবানীর গোশত বা চামড়া দ্বারা কসাইয়ের পারিশ্রমিক দেয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : না, জায়েয নেই।

فى الدر المختار: ولا يعطى أجر الجزار منها لانه كبيع۔ (كتاب الاضحية۔ ج۲ ص۲۳٤ زكريا)

(প্রমাণ : মুসলিম ২/১৫৩, দুররে মুখতার ২/২৩৪, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৮, বাদায়ে ৪/২২৫)

হারাম পশু যবেহ করার দ্বারা গোশত ও চামড়া পাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : যে সমস্ত পশুর গোশত খাওয়া হালাল নয়, শরীআত সম্মতভাবে যবেহ করার দ্বারা তার গোশত এবং চামড়া পাক হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ পাক হবে। তবে মানুষ এবং শুকরের গোশত পাক হবে না।

فى الدر المختار : وذبح مالا يؤكل يطهر لحمه وشحمه وجلده الا الآدى و الخنـزير۔ (كتاب الذبائح۔ ج۲ صـ۲۳۰ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৩০, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭২, হিদায়া ৪/৪৪১, কানযুদ দাকায়েক ৪১৯)

হালাল পশুর কয়টি জিনিস হারাম

প্রশ্ন : যেই জানোয়ার খাওয়া হালাল ইহার কয়টি জিনিস খাওয়া হারাম ও সেগুলো কি কি?

উত্তর : হালাল জানোয়ারের ৭টি জিনিস খাওয়া হারাম সেগুলো হল (১) প্রবাহিত রক্ত। (২) পুরুষলিঙ্গ। (৩) অণ্ডকোষ। (৪) স্ত্রীলিঙ্গ। (৫) মাংসগ্রন্থি। (৬) মুত্রথলি। (৭) পিত্তি।

وفی العالمغیریة : واما بیان ما یحرم اکله من اجزاء الحیوان سبعة الدم المسفوح والذکر والانثیان والقبل والغدّة والمثانة والمرارة ـ (باب فی بیان مایوکل من الحیوان ومالا یوکل جـ٥ صـ٢٩٠ حقانیة)

(প্রমাণ : সূরা আনআম ১৪৫, আলমগীরী ৫/২৯০, বাদায়ে ৪/১৯০, বায্যাযিয়া ৬/৩০৩)

ঘোড়ার গোশত খাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : ঘোড়ার গোশত খাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ঘোড়ার গোশত খাওয়ার ব্যপারে ইমামগণের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নিকট মাকরুহে তাহরীমী এবং ইমাম মালেক এবং ইমাম আওযায়ী ও আবু উবাইদাহ (রহ.)-এর নিকটে মাকরুহে তানযীহি। বাকি সকল ইমামগণের নিকট ঘোড়ার গোশত খাওয়া মুবাহ।

وفی ردالمحتار: والخیل) وعندهما والشافعی تحل وقیل أن أبا حنیفة رجع عن حرمته قبل مرته بثلاثة ایام وعلیه الفتوی ـ (جـ٦ صـ٣٠٥ سعید)

(প্রমাণ : বুখারী ২/৮২৯, হাশিয়ায়ে বুখারী ২/৮২৯, মুসলিম ২/১৫০, শামী ৬/৩০৫, আলমগীরী ৫/২৯০)

গোশতের সাথে মিশ্রিত রক্ত ও মাছের রক্তের হুকুম

প্রশ্ন : কসাইরা যখন গোশত কাটে তখন তা থেকে রক্ত ছিটে আসে ঐ রক্ত এবং মাছের রক্তের পবিত্রতার হুকুম কি?

উত্তর : গোশতের সাথে যে রক্ত থাকে তা পাক, অতএব কসাইরা যখন গোশত কাটে তা থেকে ছিটে আসা রক্ত পাক। এবং মাছের রক্তও পাক।

وفی التاتارخانیة : وعن ابی حنیفة انه انما یحرم الدم المسفوح وهو السایل فاما ما یکون فی اللحم ملتزقا به فلا باس به. (باب النجاسة جا صـ١٧٨ دار الایمان)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া-১/১৭৮, বাদায়ে-১/১৯৫, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/২৬১)

চামড়া সংক্রান্ত মাসায়েল

মান্নতকৃত পশুর চামড়ার হুকুম

প্রশ্ন : মান্নতকৃত পশুর চামড়ার হুকুম কি?

উত্তর : মান্নতকৃত পশুর চামড়া বা তার মূল্য কোন গরীবকে দান করে দিতে হবে।

وفى البحر الرائق : الصد قات المفر وضة والواجبة كالعشر والكفارات والنذور وصدقة الفطر فلا يجوز صرفها للغنى ـ (باب المصرف ٢/٢٤٥ رشيدية)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩২১, দুররে মুখতার ২/২৩১, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৫

কুরবানীর পশুর চামড়ার হুকুম

প্রশ্ন : কুরবানীর পশুর চামড়ার হুকুম কি?

উত্তর : তা নিজের জন্যও ব্যবহার করতে পারবে বা অন্য কাউকে হাদিয়া হিসাবে দিতে পারবে। তবে বিক্রি করলে তার মূল্য গরীবকেই দিতে হবে।

كمافى الدر المختار مع الشامية: ويتصدق بجلدها او يعمل منه نحو غربال وجراب... فان بيع اللحم او الجلد به... او بدراهم تصدق بثمنه ـ (كتاب الاضحية ٦/٣٢٨ سعيد)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার শামীর সূত্রে ৬/৩২৮, কানয ৪২১, বিনায়া ১২/৫৩

কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে ডেগ ক্রয় করা

প্রশ্ন : কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে সমাজের জন্য ডেগ ক্রয় করার বিধান কি?

উত্তর : জায়েয নেই। বরং চামড়ার মূল্য গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে।

وفى الهداية: ولو باع الجلد او اللحم بالدراهم او بما لا ينتفع به الابعد استهلاكه تصدق بثمنه ـ (كتاب الاضحيه ٤/٤٥٠ اشرفية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার শামীর হাওলায় ৬/৩২৮, শামী ৬/৩২৮, হিদায়া ৪/৪৫০, খুলাসাতুল ফাতুয়া ১/৩২২, সিরাজিয়্যা ৩৮৯

কুরবানীর পশুর চামড়া নিজে খাওয়া

প্রশ্ন : কুরবানীর পশুর চামড়া কুরবানীদাতা যদি খেয়ে ফেলে তাহলে গুনাহ হবে কি?

উত্তর : না, গুনাহ্ হবে না। তবে বিক্রি করে ফেললে তার টাকাগুলো খাওয়া জায়েয হবে না।

وفی خلاصۃ الفتاوی : فان اتخذ من جلد الاضحیۃ جرابا ان استعمل الجراب فی عمال منزله جاز ولو اجر لا یجوز وعلیه ان یتصدق بالاجر۔ (۳۲۱/٤)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪৫০, কানযুদ দাকায়েক ৪২১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩২১, কুদুরী ২৩০

কুরবানীর চামড়ার টাকা খরচ করা

প্রশ্ন : কুরবানীর চামড়ার টাকা খরচ করে ফেললে করণীয় কি?

উত্তর : কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করলে তার মূল্য গরিবদেরকে সদকা করে দিতে হবে। আর যদি বিক্রিত টাকা নিজের কাজে খরচ করে ফেলে তাহলে খরচকৃত টাকা সদকা করা আবশ্যক।

وفی الهداية: ولو باع الجلد او اللحم بالدراهم او بمالا ينتفع به الابعد استهلاكه تصدق بثمنه۔ (۳۲۸/٦)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩২৮, হিদায়া ৪/৪৫০, সিরাজিয়্যা ৩৮৯

কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে সকলকে খানা খাওয়ানো

প্রশ্ন : কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে এর দ্বারা রান্না করে ধনী-গরীব সকলকে খাওয়ানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : জায়েয নেই বরং কুরবানীদাতার উপর আবশ্যক হল তার মূল্য সদকা করে দেওয়া।

وفی خلاصة الفتاوی : ولیس له ان یبیعه بالدراهم لینفقها علی نفسه ولو فعل ذلك یتصدق بثمنه۔ (الانتفاع جالا ضحية ۳۲۲/٤ رشيدية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪৫০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩২২, দুররে মুখতার ২/২৩৪

যবেহ্ করার পর ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে চামড়া খসানো

প্রশ্ন : চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য কোন পাখি মুরগী যবেহ করার পর ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে চামড়া খসানো বা পরিষ্কার করা যাবে কি না?

উত্তর : জন্তু যবেহ করার পর ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে চামড়া খসানো বা ছিলা মাকরুহে তাহরীমী।

وفی البحراالرائق: ویکره ان یجر ما یرید ذبحه وان یسلخ قبل ان یبرد ......

(كتاب الذبائح جـ٨ صـ١٧٠ رشيدية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২২৮, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৮০, আলমগীরী ৫/২৮৭, কাযীখান ৩/৩৬৭)

কুরবানীর চামড়া মুচির কাছে বাকিতে বিক্রি করা

প্রশ্ন : এক এলাকায় কুরবানীর পশুর চামড়া এক মুচির কাছে বাকিতে বিক্রি করেছে। পরবর্তীতে মুচি আর আসেনি। এখন যারা কুরবানীর চামড়া বিক্রি করেছে তাদের পক্ষ থেকে টাকা গরীবদের দেয়া লাগবে কি না?

উত্তর : কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করা হলে তার মূল্য গরীব অসহায়দেরকে দান করে দেয়া ওয়াজিব। এখন যেহেতু ক্রেতা ভেগে চলে যাওয়ার কারণে তার থেকে মূল্য আদায় করে গরীব অসহায়দেরকে দান করে ওয়াজিব আদায় করা সম্ভব না। তাই এখন কুরবানীদাতাদের নিজেদের পক্ষ থেকে পূর্ণ চামড়া অথবা নিজভাগের সমপরিমাণ মূল্য গরীব অসহায়দেরকে দান করে দেয়া উচিত।

كما فى الدرالمختار : فان بيع اللحم او الجلد به اى بمستهلك او بدراهم تصدق بثمنه ـ (كتاب الاضحية ج۲ صـ۲۳٤ المكتبة : زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৩৪, হিদায়া ৪/৪৫০, আলমগীরী ৫/৩০১, আল বাহরুর রায়েক ৭/১৭৮, বিনায়া ১২/৫৫)

মৃত জন্তুর চামড়া দাবাগতের পূর্বে বিক্রি করা

প্রশ্ন : মৃতজন্তুর চামড়া দাবাগত দেওয়ার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : জায়েয নেই।

كمافى الدرالمختار: وجلد ميتة قبل الدبغ لو بالعرض ولو بالثمن فباطل ـ (كتاب البيوع ج۲ ص٢٦ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৬, আলমগীরী ৩/১১৫, হিদায়া ৩/৫৫, আল বাহরুর রায়েক ৬/৮১)

ছিলে নেয়ার শর্তে চামড়া দান করা

প্রশ্ন : জনৈক কুরবানী দাতা তার কুরবানীর পশুর চামড়া এই শর্তে মাদারাসায় দান করল যে, মাদারাসার কর্তৃপক্ষ ছিলে নিবে। এই অবস্থায় চামড়া ছিলে আনার মত ছাত্র মাদারাসায় উপস্থিত নেই।

এখন যদি মাদারসার কর্তৃপক্ষ লোক ভাড়া করে জনৈক ব্যক্তির পশুর চামড়া ছিলায় তাহলে এখন তার পারিশ্রমিক কে দিবে? এবং যদি মাদরাসার কর্তৃপক্ষ তার পারিশ্রমিক দেয়, তাহলে জনৈক ব্যক্তির কুরবানী সহীহ হবে কি না?

উত্তর : কুরবানীর পশুর চামড়া ছিলা ও তার গোশত তৈরি করা ইত্যাদি সব গুলোর পারিশ্রমিক কুরবানীদাতার দেওয়ার দায়িত্ব। কারণ এটা তার কুরবানী।

এখন যদি কুরবানীদাতা নিজে চামড়া ছিলে দেওয়ার বা নেয়ার শর্তে দান করে তাহলে তা দান হবে না; বরং চামড়া ছিলার পারিশ্রমিক বা বিনিময় হিসাবে চামড়া দেয়া হলো। আর কুরবানীর পশুর কোন অংশকে কোন কাজের পারিশ্রমিক বা বিনিময় হিসাবে দেয়া জায়েয নেই। যদি এমনটি করে তাহল সেই অংশের মূল্য বা সেই পারিশ্রমিক পরিমাণ টাকা গরীব মিসকীনদের দান করে দিতে হবে। অতএব উল্লেখিত কুরবানী দাতা চামড়া ছিলার ঐ পরিমাণ টাকা মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দিবে অথবা কোন গরীব মিসকীনকে দিয়ে দিবে। উল্লেখ থাকে যে, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ চামড়া ছিলার পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়ার কারণে কুরবানী সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক হবে না। কুরবানী সহীহ হয়ে যাবে।

فى الهداية: ولا يعطى اجرالجزار من الا ضحية لقوله عليه والسلام لعلى رضى الله عنه. تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط اجر الجزار منها شيئا والنهى عنه نهى عن البيع ايضا لانه فى معنى البيع ـ (كتاب الاضحية جـ٤ صـ٤٥٠ اشرفية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৩৪, বাদায়ে ৪/২২৫, আলমগীরী ৫/৩০১, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৭)

চামড়ার মূল্য মসজিদে দেওয়া

প্রশ্ন : কুরবানীর চামড়ার মূল্য মসজিদ মেরামত বা অন্য কোন কাজে লাগানো বৈধ হবে কি না?

উত্তর : কুরবানীর চামড়ার মূল্য মসজিদ মাদরাসা অথবা কোন প্রকারের উপকারী প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজে লাগানো জায়েয নাই; বরং উহার মূল্য যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করে দেয়া জরুরী।

كما فى الهداية : ولو باع الجلد او اللحم بالدراهم او بما لا ينتفع به الا بعد استهلاكه تصدق بثمنه (جـ٤ صـ٤٥٠)

(প্রমাণ : হিদায়া-৪/৪৫০, ইমদাদুল আহকাম ৪/২৪৯, জামেউল ফাতাওয়া ৮/২৩০, কিফায়াতুল মুফতী ৮/২২০)

চামড়ার টাকা দ্বারা মসজিদ, মাদরাসা বানানো

প্রশ্ন : লিল্লাহ ফাণ্ডের টাকা (যার ৭০% কুরবানীর চামড়ার) মসজিদ মাদরাসা, হুজরা খানা তৈরী করার কাজে ব্যবহার জায়েয আছে কি?

উত্তর : কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করা টাকা গরীব মিসকীনদের উপর খরচ করা ওয়াজিব। এই টাকা মসজিদ মাদরাসার বিল্ডিং বা অন্য কোন কাজে ব্যয় করা জায়েয নাই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মাদরাসার লিল্লাহ খাত থেকে যে টাকা মসজিদ মাদরাসা, হুজরা খানা, বা এতিমখানা নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তা শরীআত সম্মত হয় নাই। এই জন্য উক্ত টাকা মাদারাসা পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে লিল্লাহ ফাণ্ডে ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

উল্লেখ থাকে যে, পরিচালনা কমিটির লোকজন উক্ত টাকার শুধু আমানত দ্বার হিসাবে উক্ত টাকা শরীআত কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে খরচ করবে। অন্যত্র খরচ করতে পারবে না।

وفی فتاوی محمودیة : قربانی کرنے کے بعد جب اس کی چرم فروخت کردی جائے تو اس کی قیمت کا صدقہ کردینا واجب ہوتا ہے ------- اور قیمت چرم قربانی کو تعمیر مکتب میں بھی خرچ کرنا درست نہیں۔ ج ۱۴ ص ۱۵۳

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/৩৪৪, আলমগীরী ১/১৮৮, কাযীখান ৩/৩৫৪, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৮, মাহমুদিয়া ১৪/১৫৩)

মান্নতের কুরবানী

সুস্থ বা পুত্র হলে কুরবানী করার মান্নত

প্রশ্ন : আমার এক প্রতিবেশী মান্নত করেছিল যদি তাহার একটি পুত্র সন্তান হয় তাহলে একটি কুরবানী দিবে। এবং অন্য আরেক প্রতিবেশী মান্নত করেছিল সে যদি সুস্থ হয় তাহলে একটি কুরবানী দিবে। অতঃপর উভয়ের শর্ত পূর্ণ হয়েছে প্রথম জনের পুত্র সন্তান হয়েছে এবং দ্বিতীয়জন সুস্থ হয়েছে। এখন আমার জানার বিষয় হলো তাদের উপর কি কুরবানী আবশ্যক হবে? যদি আবশ্যক হয় তাহলে তারা ও তাদের পরিবার তা থেকে খেতে পারবে কি?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে শর্ত পূর্ণ হওয়ার কারণে উভয়ের উপর কুরবানী পুরা করা ওয়াজিব হবে এবং ঐ কুরবানীর গোশত থেকে তারা ও তাদের পরিবারের কোনো ব্যক্তি খেতে পারবে না যদিও তারা গরীব হয়, এবং কোনো ধনী ব্যক্তিও খেতে পারবে না। বরং অন্য কোনো গরীবকে সদকা করে দিতে হবে।

وفى الدر المختار: لزوم النذر بما من جنسه واجب اعتقادى او اصطلاحى....

ولا يأكل الناذر منها فان اكل تصدقه بقيمة ما أكل. (جـ٩ صـ٢٣٢ ذكريا)

(প্রমাণ : সূরা হজ্ব ২৯, বুখারী শরীফ ২/৯৯১, দুররে মুখতার ২/২৩২, বিনায়া ১২/৫১)

কুরবানীর দিনগুলোতে বা তার পূর্বে কুরবানীর মান্নত করলে

প্রশ্ন : কোন ধনী কিংবা গরীব ব্যক্তি যদি ঈদের দিনগুলোর পূর্বে একটি বকরী কুরবানীর মান্নত করে এবং বলে আমার উদ্দেশ্য হল ওয়াজিব কুরবানীর সংবাদ দেয়া তাহলে তার একথা বলা সহীহ হবে কি না? এবং তার উপর কয়টি কুরবানী দিতে হবে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : কোন ধনী ব্যক্তি যদি ঈদের দিনগুলোতে একটি বকরী কুরবানীর মান্নত করে তাহলে তার উপর দুটি বকরী কুরবানী দিতে হবে। একটি মান্নতের আরেকটি ওয়াজিব কুরবানীর। আর যদি ধনী ব্যক্তি বকরী মান্নতের দ্বারা ওয়াজিব কুরবানীর সংবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্য করে থাকে তাহলে তার উপর একটি কুরবানী দিলেই চলবে। আর যদি ধনী ব্যক্তি ঈদের দিনগুলোর পূর্বে এ মান্নত করে থাকে তাহলে দুটি বকরী কুরবানী দেয়া তার উপর আবশ্যক। কেননা ওয়াক্ত আসার পূর্বে কুরবানী ওয়াজিব হয় না। তাই ঈদের দিনগুলোর পূর্বে উক্ত কথার দ্বারা শরীআতের পক্ষ হতে তার উপর ওয়াজিব কুরবানীর সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্য করা সহীহ হবে না। এমনিভাবে গরীব ব্যক্তি যদি এই কথা বলে অতঃপর ঈদের দিনগুলোর মধ্যে ধনী হয়ে যায় তাহলে তার উপর দুটি বকরী কুরবানী দিতে হবে, কেননা মান্নতের নিয়তের সময় তার উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল না। তাই তার একথার দ্বারা শরীআতের পক্ষ হতে তার উপর ওয়াজিব কুরবানীর সংবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্য করা সহীহ হবে না।

فی الشامیة : ان الموسر اذانذر فی ایام النحر وقصد الاخبار لم یکن ذلك منه نذرا حقیقة وان لزوم الشاة علیه بایجاب الشرع . اما اذا اطلق ولم یقصد الاخبار اوکان قبل ایام النحر اوکان معسرا فایسر فیها فانه وان لزمته شاة اخری بالنذر لکنها لم تکن واجبة قبل بل الواجبة غیرها فهو نذر حقیقة وعلی کل فلم یوجد نذر حقیقی بواجب قبله فاتضح الحال وطاح الاشکال ـ (کتاب الاضحیة ج٦ ص۳۲۰ سعید)

(প্রমাণ : বাদায়ে ৪/১৯৪, শামী ৬/৩৩০, আল বাহরুর রায়েক ৮/৩২১)

গরু কুরবানীর মান্নত করে অংশে শরীক হওয়া জায়েয নাই

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি মান্নত করলো আমার পুত্রবধূ যদি সুস্থ হয় তাহলে গরু কুরবানী করবো। এখন সে গরুর মাঝে শরীক হয়ে মান্নত পূর্ণ করতে চায় তাহলে তার মান্নত পূর্ণ হবে কি না?

উত্তর : গরুর মাঝে শরীক হয়ে মান্নতপূর্ণ করতে চাইলে মান্নত পূর্ণ হবে না। বরং পূর্ণ একটি গরু বা সাতটি বকরী কুরবানী করার দ্বারা মান্নত পূর্ণ করতে হবে।

وفی الفتاوی الشامیة : ولو قال ...... علی ان اذبح جزورا او أتصدق بلحمه فذبح مکانه سبع شیاه جاز. (کتاب الایمان ج۳ ص۷٤۰ سعید)

(প্রমাণ : সূরা হজ্ব ২৯, তিরমিযী ১/২৭৯, শামী ৩/৭৪০, আলমগীরী ৪/২৭১)

মান্নতের গরু দ্বারা ওয়াজিব কুরবানী আদায় করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি মান্নত করে যে, আমার গরুর রোগ ভালো হলে ঐ গরুকে আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানী করব, তাহলে ঐ মান্নতের গরু দ্বারা ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে কি না?

উত্তর : মান্নতের কুরবানীর প্রাণী দ্বারা ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে না; বরং মান্নতকারী ব্যক্তি ধনী হলে, দুইটি কুরবানী করতে হবে। একটি মান্নতের জন্য। আরেকটি ওয়াজিব কুরবানীর জন্য।

کمافی الشامیة : ولونذر ان یضحی شاة وذلك فی ایام النحر وهو موسر فعلیه ان یضحی بشاتین عندنا شاة بالنذر وشاة بایجاب ـ (کتاب الاضحیة ج٦ ص۳۲۰)

(প্রমাণ : সূরা হজ্ব ২৯, বাদায়ে ৪/১৯২, শামী ৬/৩২০)

পীরের নামে মান্নত ও কুরবানী করার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি পীরের নামে, অথবা নবীর নামে ও বাবা মার নামে মান্নত করে ও কুরবানী করে তাহলে ঐ ব্যক্তির কুরবানী করা জায়েয হবে কি না? এবং ঐ কুরবানীকারী ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে বাহির হয়ে যাবে কি না?

উত্তর : মান্নত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য খাছ। এই জন্য কোন মাখলুকের নামে মান্নত করা কঠিন গুনাহ। অতএব যদি কোন ব্যক্তি কোন জন্তুকে আল্লাহ ছাড়া কোন ব্যক্তির নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে যবেহ করে, তাহলে সে ব্যক্তি "মুরতাদ" বা ধর্ম ত্যাগী হয়ে যাবে এবং তার যবেহকৃত পশুটি মুরতাদের যবেহকৃত পশু বলে বিবেচিত হবে।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : لان حكم النذر و وجوب المنذور به وجوب فعل المعصية محال وعليه فانه يحرم الوفاء بالمعصية ـ ولا يجب عند الجمهور على الناذر شئ وقال ابو حنيفة عليه كفارة يمين ـ جـ٣ صـ٤٧٢ مكتبة رشيدية

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-১৭৩, মাআরিফুল কুরআন ১/৩৪৪, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/৪৭২)

মান্নতের গোশত খাওয়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি কুরবানী করার মান্নত করেছে, এখন তার জন্য সে কুরবানীর গোশত খাওয়া জায়েয হবে কি না? এবং খেয়ে ফেললে তার করণীয় কি?

উত্তর : খাওয়া জায়েয হবে না। তার পরেও যদি খেয়ে ফেলে তাহলে যে পরিমাণ খেয়েছে উহার মূল্য সদকা করে দিবে।

وفى العالمغيرية : نذران يضحى ولم يسم شيأ عليه شاة ولا يأكل منها وان اكل عليه قيمتها ـ (باب وجوب الاضحية بالنذر جـ٥ صـ٢٩٤ حقانية)

(প্রমাণ : কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/২৯৪, শামী ৬/২২৭, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৮, ইনায়া ৮/৪৩৬, কিফায়া ৮/৪৩৬ বিনায়া ৮/৪৩৬)

ছেলে কুরবানী করার মান্নত করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি নিজের ছেলেকে কুরবানী করার মান্নত করে তাহলে ঐ ব্যক্তির মান্নত সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ ঐ ব্যক্তির মান্নত সহীহ হবে। তবে তার উপর আবশ্যক হল ছেলের পরিবর্তে একটি ছাগল জবাই করা।

فى احكام القران : وجب على من نذر ذبح ولده شاة ـ (ج٣ ص٥٥٦ قديمى كتب خانه)

(প্রমাণ : সূরা ছফফাত ১০৭, শামী ৩/৭৩৯, আহকামুল কুরআন ৩/৪৫৬, তাফসীরে মাযহারী ১/১২৩)

কুরবানীর বিবিধ মাসায়েল

স্ত্রী বা সন্তানের নামে কুরবানী দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি নিজের উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার পরেও এক বছর নিজের নামে এক বছর ছেলের নামে এক বছর স্ত্রীর নামে কুরবানী করে, তাহলে কি তার নিজের কুরবানী আদায় হবে?

উত্তর : কুরবানী যার উপর ওয়াজিব হবে তার নামেই কুরবানী দিতে হবে অন্যের নামে কুরবানী দিলে নিজের কুরবানী আদায় হবে না। সুতরাং উক্ত সূরতে নিজের নামে কুরবানী না দিয়ে স্ত্রী বা ছেলের নামে কুরবানী দিলে নিজের কুরবানী আদায় হবে না।

كمافى الهداية: الاضحية واجبة على كل حرمسلم مقيم موسر فى يوم الاضحى عن نفسه ـ (كتاب الاضحية ٤/٤٤٣ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪৪৩, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৮৩, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৫৯৭

ছয় শরীক মিলে সপ্তম অংশ নবীজীর (সা.) এর নামে কুরবানী করা

প্রশ্ন : ৬ শরীক মিলে নিজ নিজ অংশ ছাড়া সপ্তম অংশ নবীজীর নামে কুরবানী করলে কুরবানী সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, কুরবানী সহীহ হয়ে যাবে।

وفى القدورى: يذبح بدنة او بقرة عن سبعة : (كتاب الاضحية ٢٢٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/৬৭৬, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৫৫২, কুদুরী ২২৮, আলমগীরী ৩/৩৪৯

তিনদিন পর্যন্ত কুরবানী করা যায়

প্রশ্ন : কত দিন পর্যন্ত কুরবানী করা জায়েয ও কোন দিন করা উত্তম?

উত্তর : কুরবানী করার তিনদিন অর্থাৎ যিলহজ্ব মাসের ১০, ১১, ১২, তারিখ পর্যন্ত কুরবানী করা যায়। তবে যিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখে করা উত্তম।

وفى الهداية: هى جائزة فى ثلاثة ايام يوم النحر ويومان بعده لنا ماروى عمروعلى وابن عباس رضى الله عنه انهم قالوا ايام النحر ثلثة افضلها اولها ـ (كتاب الاضحية ٤/٤٤٦ اشرفية)

প্রমাণ ঃ রুহুল মাআনী ১৭/১৪৫, হিদায়া ৪/৪৪৬, ফাতহুল কাদীর ১/৪৩২, সিরাজিয়্যা ৩৮৭,

মৃত্যু ব্যক্তির নামে কুরবানী করলে ওয়াজিব কুরবানীর হুকুম

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি তার মৃত পিতা-মাতার নামে কুরবানী করে তাহলে তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে কি না?

উত্তর : যদি ঐ ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করে, আর মৃত পিতা-মাতার জন্য সাওয়াব পৌছানোর নিয়ত করে, তাহলে তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে। দ্বিতীয় কুরবানীর প্রয়োজন নেই। আর যদি কুরবানী নিজের পক্ষ থেকে আদায় না করে, বরং মৃত পিতা মাতার পক্ষ থেকে নফল কুরবানী করে, তাহলে তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে না।

كما فى الشامية : وان تبرع بها عنه له الأكل لأنه يقع على ملك الذابح والثواب للميت ولهذا لو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحية۔ (كتاب الأضحية ٣٣٥/٦ سيعد)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩৩৫, কাযীখান ৩/৩৫২, হিন্দিয়া ৫/৪৬০

এক বৎসরের কুরবানীর গোস্ত অন্য বছরের জন্য রাখা

প্রশ্ন : এক বৎসরের কুরবানীর গোস্ত পরের বৎসর কুরবানী পর্যন্ত রেখে খাওয়া জায়েয কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয, যদি তা নষ্ট না হয়।

وفى بدائع الصنائع : واما التصدق باللحم فتطوع وله ان يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام لان النهى عن ذلك كان فى ابتداء الاسلام ثم نسخ ـ (باب يستحب فى ا الاضحية ٢٢٤/٤ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা হজ্ব ২৮, আবু দাউদ ২/৩৮৯, বাদায়ে ৪/২২৪, হিদায়া ৪/৪৫০]

কুরবানীর সমস্ত গোস্ত নিজেই রাখা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তির পরিবারে অধিক লোক হয়, তাহলে সে কি তার কুরবানীর সমস্ত গোস্তই রেখে দিতে পারবে?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তির পরিবারে অধিক লোক হয়, তাহলে সে কুরবানীর সমস্ত গোস্তই রেখে দিতে পারবে। এতে কোন সমস্যা নেই।

كمافى بدائع الصنائع : وأما التصدق باللحم فتطوع وله أن يدخر الكل لنفسه ـ (كتاب الاضحية ـ ٢٢٤/٤ زكريا)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ৪/২২৪, সিরাজিয়া ৩৮৯, দুররে মুখতার ২/২৩৩, কানয ৪২১

কুরবানীর গোস্ত সমাজে দেওয়ার পর নিজেগ্রহণ করা

প্রশ্ন : কুরবানীর স্থানে এক তৃতীয়াংশ ফকির মিসকিনদের সবার সঙ্গে গোস্ত দেওয়ার পর পুনরায় বাড়িতে এসে ঐ সদকার গোস্তের অংশ নেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে গোস্ত নেওয়া ভাল নয়, কেননা এটা সদকা দিয়ে আবার গ্রহণ করার ন্যায়। তবে যদি কেউ নেয় তাহলে খাওয়া জায়েয কেননা এটা নফল সদকা।

كمافى الصحيح لمسلم : عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال مثل الذى يرجع فى صدقته كمثل الكلب يقى ثم يعود فى قيئه فياكله ـ (باب تحريم الدجوع فى الصدقة ـ ٣٦/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ২/৩৬, মিশকাত ৩১/১৭২-৭৩, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ২২৯

ঈদের নামায না পড়তে পারলে সুবহে সাদিকের পর কুরবানী করা বৈধ

প্রশ্ন : কোনো শহরে কারফিউ বা অন্য কোনো ফেৎনা ফাসাদের কারণে যদি ঈদের নামায পড়া না যায়। তাহলে কি সুবহে সাদিকের পর কুরবানীর পশু জবাই করা জায়েয আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, কোনো শহরে কারফিউ বা অন্য কোনো ফেৎনা ফাসাদের কারণে যদি ঈদের নামায পড়া না যায়, তাহলে সুবহে সাদিকের পর কুরবানীর পশু জবাই করা জায়েয আছে।

كمافى الدرالمختار مع الشامية : بلدة فيها فتنة فلم يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز ـ (كتاب الاضحية ٣١٩/٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩১৯, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৬১০, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৬, সিরাজিয়্যা ৩৮৯

কুরবানীর জন্তুর রশি শিকল সদকা করে দিবে

প্রশ্ন : জানার বিষয় হলো কুরবানীর জন্তুর রশি-শিকল ইত্যাদি কি করবে।

উত্তর : উক্ত জিনিসগুলো সদকা করে দিবে।

وفى الدر المختار: ويتصدق بجلد ها او يعمل منه غو غربال وجراب وقربة وسفره ودلوا اويبدله بما ينتفع به ... (باب الاضحية ٣٢٨/٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ ইলাউস সুনান ১৫/১৬/৭৯৯৯, শামী ৬/৩২৮, দুররে মুখতার ২, হিদায়া ৪/৪৫০, আলমগীরী ৬/৩০০

পশু জবাই করার পূর্বে গোস্ত বা চামড়া বিক্রয় করা

প্রশ্ন : পশু জবেহ করার পূর্বে গোশত বা চামড়া বিক্রি করা জায়েয আছে কিনা?
উত্তর : না, জায়েয নাই।

كمافى العالمكيرية: ولو باع الجلد والكرش قبل الذبح لا يجوز فان ذبح بعد ذلك ونزع الجلد والكرش وسلم لا ينقلب العقد جائزا ـ ·فصل فى البيوع ـ ۱۲۹/۳ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ৩/১২৯, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৭৬, দুররে মুখতার ২/২৪, শামী ৫/৬৩

কুরবানীর পূর্বে পশু দ্বারা কোন কাজ নেওয়া

প্রশ্ন : কুরবানীর পশু দ্বারা জবাইর পূর্বে কোন কাজ নেওয়া যাবে কিনা? এবং তার দুধের বিধান কি?
উত্তর : কুরবানীর পশু কুরবানীর জন্য নির্ধারিত হওয়ার পর তা দ্বারা কাজ নেওয়া শরীয়তে বৈধ নয়। আর যদি নিয়েই ফেলে তাহলে তার মূল্য ছদকা করতে হবে। অনুরূপভাবে তার দুধ দোহন করাও মাকরুহ, যদি দোহন করে তাহলে ঐ দুধ ছদকা করতে হবে। আর যদি খেয়ে ফেলে তাহলে তার মূল্য ছদকা করতে হবে। তবে যদি প্রাণীটি গৃহপালিত হয়, অথবা কোরবাণীর নিয়তে ক্রয় করে ঘরে বসিয়ে দানা পানি দেওয়া হয় তাহলে তার দ্বারা ফায়দা হাসেল করতে পারবে।

كمافى البزازية فى ها مش: يكره حلبها وجزصوفها قبل الذبح وينتفع به فان فلعه تصدق به ـ (فى الانتفاع ٢٩٤/٦ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ৬/২৯৪, শামী ৬/৩২৯, দুররে মুখতার শামীর হাওলায় ৬/৩২৯, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৬২২

প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া পশুর কুরবানী

প্রশ্ন : দেব দেবী মূর্তি বা প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া পশুর কুরবানীর বিধান?
উত্তর : দেব দেবী মূর্তি বা প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া পশুর কুরবানী হবে না।

وفى القران الكريم: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة البقره ١٧٣١٧٣)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়দা ৯০, সূরা বাকারা ১৭৩, তাফসীরে কাবীর ৫/১১, আবু দাউদ ৩৮৬

কুরবানীর আগে, পরের দুআ না পড়ে শুধু বিসমিল্লাহ বলা

প্রশ্ন : কুরবানী করার আগে, পরের দুআ না পরে শুধু বিসমিল্লাহ বললে কুরবানী সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : দুআ পড়া মুস্তাহাব, তাই ইহা না বলে শুধু বিসমিল্লাহ বললেই কুরবানী সহীহ হয়ে যাবে।

كمافى القران الكريم - ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (سورة الانام ١٢١)

প্রমাণ ঃ সূরা আনআম ১২১, আবু দাউদ ৩৮৬, বাদায়ে ৪/১৬৭, দুররে মুখতার ২/২২৮

কুরবানীর পশুর রক্ত শেফা মনে করে পান করা

প্রশ্ন : কুরবানীর পশুর প্রবাহিত রক্ত রোগের শেফা মনে করে পান করে নেয়া জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : প্রবাহিত রক্ত চাই কুরবানির হোক বা অন্য কিছুর হোক সব হারাম এবং নাপাক। তাই রোগের শেফা মনে করে পান করা জায়েয নেই।

كمافى القران الكريم - انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله (سورة البقرة ١٧٣)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৭৩, সূরা আনয়াম ১৪৫, সূরা মায়েদা ৩ দুরের মুখতার ১/৫৫

কুরবানীর পশু কিনে বেঁচে যাওয়া টাকার হুকুম

প্রশ্ন : এক ধনী ব্যক্তি কুরবানীর পশু ক্রয় করার জন্য একলাখ পাঁচ হাজার টাকা বাজারে নিয়ে গিয়েছিল। পশু ক্রয় করার পর পাঁচ হাজার টাকা বেঁচে যায় অর্থাৎ একলাখ টাকা দিয়ে পশু ক্রয় করে এখন আমার জানার বিষয় হলো যে, সে ঐ পাঁচ হাজার টাকা নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবে না কি ছদকা করতে হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, সে ঐ পাঁচ হাজার টাকা নিজের যে কোন কাজে খরচ করতে পারবে।

كمافى الهداية: ولو اشترى بقرة يريد ان يضحى بها عن نفسه ثم اشترك فيها ستة معه جاز - ٠كتاب الاضحية ٤٤٥/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪৪৫, আলমগীরী ৬/৩০৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৫, দুররে মুখতার ২/২৩২

কুরবানীর পশুর গোবর ও পশম দ্বারা উপকৃত হওয়া

প্রশ্ন : কুরর্বানীর নিয়তে কোন পশু ক্রয় করার পর যবেহ করার পূর্বে এর দুধ, গোবর, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে কি না?

উত্তর : কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করার পর যদি বাড়িতে রেখে ঘাস পানি খাওয়ানো হয়। তাহলে এর গোবর, পশম ইত্যাদি দ্বারা ফায়দা নেয়া জায়েয। অন্যথায় মাকরূহ হবে।

وفى العالمغيرية : ولو اشترى بقرة حلوبة واوجبها اضحية فاكتسب مالا من لبنها يتصدق بمثل ما اكتسب ويتصدق بروثها فان كان يعلفها فما اكتسب من لبنها او انتفع من روثها فهو له ولا يتصدق بشئ. (ما يستحب الأضحية ج٥ ص٣٠١ حقانية)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩২৯, আলমগীরী ৫/৩০১, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৮)

কুরবানীর পশুর দুধ ব্যবহার করার বিধান

প্রশ্ন : কুরবানীর পশুর দুধ দহন করে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : কুরবানীর পশু যদি নিজের পালিত পশু হয় অথবা কুরবানীর পশু ক্রয়ের সময় কুরবানীর নিয়ত না করে বা, ক্রয়ের সময় নিয়ত করেছে কিন্তু ঘাস পানির ব্যবস্থা নিজ থেকেই করতে হয় তাহলে উল্লেখিত তিন সুরতে কুরবানীর পশুর দুধ ব্যবহার করা যাবে। অন্যথায় কুরবানীর পশুর দুধ ব্যবহার করা মাকরূহ হবে এজন্য উহা দান করে দেয়া জরুরী।

وفى الدر المختار : ويكره الا نتفاع بلبنها قبله كما فى الصوف ـ (كتاب الا ضحيه ج٢ صـ٢٣٤)

(প্রমাণ : হিদায়া ৪/৪৫০, আলমগীরী ৫/৩০১, ৫/৩০০, বাদায়ে ৪/২২০, দুররে মুখতার ২/২৩৪)

ধনী ব্যক্তি কুরবানীর দিনে কুরবানী না করলে তার বিধান

প্রশ্ন : ধনী ব্যক্তি যদি কুরবানীর দিনে কুরবানী না করে কুরবানীর জানোয়ারটি সদকা করে দেয় তাহলে কুরবানী আদায় হবে কি?

উত্তর : না, কুরবানী আদায় হবে না।

وفى البزازية : لا يجوز التصدق بقية الاضحية بعد وقتها على الزوجة المعرة والزوج المعسرة عند الامام رحمه الله ـ (الفصل الثالث فى وقتها ٢٨٩/٦ حقانية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২৭৫, বাদায়ে ৪/২০০, খানিয়া ৬/২৮৯

ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানী করা

প্রশ্ন : ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানী করা যাবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : না, ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানী করা যাবে না। তবে যেখানে জুমআ বা ঈদের নামায হয় না সেখানে ১০ তারিখে সুবহে সাদিকের পরে কুরবানী করতে পারবে। এমনিভাবে যদি প্রথম দিনে কোন ওযরের কারণে ঈদের নামায পড়তে না পারে তাহলে ঈদের নামাজের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর কুরবানী করতে পারবে।

وفى البحر الرائق ـ لا يجوز لاهل المصران يذ بحوا الاضحية قبل ان يصلوا صلاة العيد ويجوز لاهل القرى والبادية ان يذبحوا بعد صلاة الفجر ـ (كتاب الاضحبة ـ ١٧٥/٨ رشيد ية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২৭৭, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৫, দুররে মুখতার ২/২৩২

অসিয়তকৃত কুরবানীর হুকুম

প্রশ্ন : অসিয়তকৃত কুরবানীর বিধান কি?

উত্তর : মাইয়িত যদি তার সন্তানদেরকে অসিয়ত করে যে, আমার সম্পদ থেকে তোমরা আমার জন্য কুরবানী করবে তাহলে এ কুরবানীর গোশত নিজেদের জন্য খাওয়া জায়েয নেই। আর যদি মাইয়িতের আদেশ ছাড়াই সন্তানগণ নিজেদের পক্ষ থেকে কুরবানী করে তাহলে খেতে পারবে।

فى ردالمحتار: قوله عن ميت) اى لو ضحى عن ميت وارثه بأمره الزمه بالتصدق بها وعدم الاكل منها وان تبرع بها عنه له الا كل لأنه يقع على ملك الذابح والثواب للميت. (جـ٦ صـ٣٣٥ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩৩৫, দুররে মুখতার ২/২৩৫, খানিয়া ৩/২৫২, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ৫/১০৩)

কুরবানী কাযা করার বিধান

প্রশ্ন : কেউ যদি কয়েক বৎসর কুরবানী না করে তাহলে তার কাযা ওয়াজিব কি না? যদি ওয়াজিব হয় তাহলে কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর : নেসাব পরিমাণ মাল থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি কুরবানী না করলে তার জন্য কুরবানী কাযা করা ওয়াজিব। আর কাযা আদায় করার পদ্ধতি হলো যদি গরীব ব্যক্তি কুরবানীর উদ্দেশ্যে কোন পশু ক্রয় করে এবং কোন কারণে

কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানী না দিতে পারে তাহলে সে জীবিত পশুটিকে সদকা করে দিবে। আর যদি নেসাবের মালিক হয় তাহলে প্রতি বৎসরের জন্য একটা করে পশুর মূল্য সদকা করে দিলেই কাযা আদায় হয়ে যাবে।

فى الهداية : ولو لم يضح حتى مضت ايام النحر ان كان اوجب على نفسه او كان فقيرا وقد إشترى الاضحية تصدق بها حية وان كان غنيا تصدق بقيمة شاة اشترى اولم يشتر لأنها واجبة على الغنى ـ (كتاب الاضحية جـ٤ صـ٤٤٦ الاشرفية)

(প্রমাণ : সূরা কাওছার ২, হিদায়া ৪/৪৪৬, আলমগীরী ৫/২৯৬, শামী ৬/৩১৪, বাদায়ে ৪/১৯৯)

কুরবানী করার দ্বারা পশু কষ্ট পায় ভেবে টাকা সদকা করা

প্রশ্ন : কুরবানী করার দ্বারা পশু কষ্ট পায় এই ভেবে যদি কেউ কুরবানী না করে উক্ত টাকা সদকা করে দেয় তাহলে তার কুরবানী আদায় হবে কি না?

উত্তর : কুরবানী আদায় হবে না। কেননা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, কুরবানীর রক্ত আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং রাসূল সা. নিজের হাত দ্বারা পশু কুরবানী করেছেন। সুতরাং এর প্রতি মুসলমানদের বিরূপ ধারনা করা গুনাহের কাজ এবং হিন্দু লোকদের অনুসরণ করার নামান্তর।

فى نصب الراية: ووجه الوجوب قوله عليه السلام من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ـ (كتاب الاضحية ج٤ ص٤٩٧ كتبة اشرفية)

(প্রমাণ : সূরা কাওছার ২, মিশকাত ২/২২৮, শামী ৬/৩২০, নাছবুর রায়া ৪/৪৯৭)

জবাইকৃত পশুর পেটে মৃত বাচ্চা পাওয়া গেলে

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি উট নহর করে বা গরু যবেহ করে এমতাবস্থায় তার পেটে মৃত বাচ্চা পাওয়া যায় তখন উক্ত বাচ্চা খাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তা খাওয়া জায়েয নাই। সাহেবাইন রহ. এর মতে বাচ্চা যদি পূর্ণ আকৃতি ধারণ করে তাহলে খাওয়া জায়েয আছে।

وفى العالمغيرية : من نحر ناقة او ذبح بقرة فوجد فى بطنها جنينا ميتا لم يأكل أشعر أولم يشعر وهذا عند ابى حنيفة وقال ابو يوسف و محمد رحمها الله تعالى اذا تم خلقه أكل ـ (كتاب الذبائح ج٥ صـ٢٨٧حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/২৮৭, বাদায়ে ৪/১৫৯, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭১)

জিলহজ্ব মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত নখ, চুল না কাটা

প্রশ্ন : ১লা জিলহজ্ব থেকে ১০ই জিলহজ্ব পশু যবেহ করার আগ পর্যন্ত নখ, চুল ইত্যাদি না কাটার ফযিলত কি সকলের জন্য? না কি শুধু কুরবানী দাতার জন্য?

উত্তর : অধিকাংশ উর্দূ ফাতাওয়ার কিতাব ও মজবুত দলিলের দ্বারা বুঝা যায় শুধু কুরবানী দাতার জন্য। আর কিছু কিছু রেওয়াতের দ্বারা বুঝা যায় ধনী, গরীব উভয়ের জন্য। ধনী ব্যক্তি পশু জবেহের পরে আর গরীব ব্যক্তি ঈদের নামাযের পরে কাটবে।

فی النسائی : ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لرجل امرت بیوم الاضحی عیدا جعله الله عز وجل لهذه الامة فقال الرجل ارئیت ان لم اجد الا منیحة انثی افاضحی بها قال لا ولکن تاخذ من شعرك وتقلم اظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام اضحیتك عند الله. (ج۲ صـ۱۷۹ باب من لم یجد الاضحیتك مکتبة اشرفیة)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ২/১৬০, আবু দাউদ ২/৩৮৫, নাসাঈ ২/১৭৯)

মুসাফিরের কুরবানীর বিধান

প্রশ্ন : মুসাফির ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব কি না? এবং সফরে থাকাবস্থায় যদি কুরবানী করে ফেলে তাহলে সহীহ্ হবে কি না?

উত্তর : না, মুসাফির ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব না। তবে সফর অবস্থায় কুরবানী করলে কুরবানী সহীহ্ হয়ে যাবে।

وفی رد المحتار : قوله والاقامة : فالمسافر لا تجب علیه وإن تطوع بها أجزأته عنها ـ (کتاب الاضحیة ج٦ صـ٣١٢ مکتبة سعید)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩১২, আলমগীরী ৫/২৯২, শামী ৬/৩১৬, আল বাহ্রুর রায়েক ৮/১৭৩, বাদায়ে ৪/১৯৫)

কুরবানীর দিন কুরবানীর গোশত প্রথমে খাওয়া

প্রশ্ন : কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্বে কুরবানীর দিন অন্য কিছু খাওয়ার বিধান কি?

উত্তর : কুরবানীর দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্বে কিছু না খাওয়া মুস্তাহাব।

وفی رد المحتار : ویندب تاخیر اکله عنهما أی یندب الإمساك عما یفطر الصائم صبحه الی ان یصلی فان الاخبار عن الصحابة تواترت فی منع الصبیان عن الاکل والاطفال عن الرضاع غداة الاضحی ـ (ج۲ صـ١٧٦ سعید)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১১৬, আলমগীরী ১/১৫০, শামী ২/১৭৬, তাতার খানিয়া ১/৫৬০, বাদায়ে ১/৬২৪)

গাইরুল্লাহর নামে পশু জবাই করা

প্রশ্ন : কেহ যদি আল্লাহ তায়ালার নাম ব্যতীত অন্য কোন নাম যেমন, পীর মাশায়েখের নাম নিয়ে পশু জবাই করে তাহলে হালাল হবে কিনা?

উত্তর : না, আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কোন নাম নিয়ে অথবা পীরের নাম নিয়ে জবাই করলে তা হলাল হবে না।

وفى تقسير احكام القرآن : وما اهل به لغير الله : يوجب تحريما اذا سمى عليها باسم غير الله (١٧٦/١)

প্রমাণ ঃ সুরা মায়েদা ৩, আহকামুল কুরআন ১/১৭৬, রুহুল মাআনী ১/৪২

পশু জবাইয়ের পূর্বে মাথা পা বিক্রি করা

প্রশ্ন : পশু জবাই করার পূর্বে তাহার মাথা, পা, কলিজা ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : না, জায়েয নাই। কেননা পশু জবাই করে তার থেকে মাথা, পা, কলিজা ইত্যাদি পৃথক না করা পর্যন্ত এগুলো অস্তিত্বহীন বস্তুর ন্যায়, আর অস্তিত্বহীন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নাই। অতএব উল্লেখিত বস্তুগুলো, পৃথক করার আগ পর্যন্ত তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নাই।

كمافى العالمكيرية: لا يجوز بيع لبن فى ضرع ولا ولد فى بطن ولا يجوز بيع صوف على ظهر الغنم ...ولو سلم الصوف واللبن بعد العقد لم يجز ايضاولا ينقلب صحيحا ـ (الفصل التاسع فى بيوع الاشياء ١٢٨/٣ حقانية)

প্রমাণ ঃ আমলগীরী ৩/১২৮, দুররে মুখতার ৫/ ৫৩, শামী ৫/৬৩

মরার পূর্বে মুরগী জবাই করা

প্রশ্ন : ব্রয়লার মুরগী যা মারা যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এমতাবস্থায় যদি যবেহ করা হয় তাহলে কি তা খাওয়া বৈধ হবে?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে যদি যবেহ করার সময় মুরগী নড়াচড়া করে বা যবেহের পরে এপরিমাণ রক্ত বের হয় যা সুস্থ মুরগী যবেহ করলে বের হয়, তাহলে তা খাওয়া বৈধ আছে। অন্যথায় বৈধ নাই।

كمافى الدر المختار: ذبح شاة مريضة فتحركت او خرج الدم حلت والا لا ان لم تدر حياته (كتاب الذبائح ٣٠٨/٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩০৮, খুলাসা ৪/৩০৬, বাযযাযিয়া ৬/৩০৫

আপন ভাই বোন মিলে পশু জবাই করা

প্রশ্ন : আপন ভাই বোন মিলে পশু জবাই করলে হালাল হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি ভালোভাবে জবাই করতে জানে তাহলে বিসমিল্লাহ বলে জবাই করলে হালাল হয়ে যাবে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

وفى الهداية: ويحل اذا كان الذابح يعقل التسمية والذبيحة يضبط وان كان صبيا او مجنونا او امرأة (كتاب الذبائح ٤٣٤/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ ইবনে মাজাহ্ ২২৯, হিদায়া, ৪/৪৩৪, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৬৮, দুররে মুখতার ২/২২৮

বন্দুকের শিকার জবাইয়ের পূর্বে মারা যাওয়া

প্রশ্ন : বন্দুকের শিকার যদি যবেহ করার পূর্বে মারা যায়, তাহলে উক্ত জন্তু খাওয়া হালাল হবে কি?

উত্তর : না, খাওয়া হালাল হবে না।

وفى الشامية: لا يحل صيد البندقية ... ولا يخفى ان الجرح بالرصاص انما هو بالاحراق والقتل بواسطة اندفاعة الصنيف... فلا يحل وبه افتى ـ (باب الصيد ٤٧١/٦)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৪৭১, আল বাহরুর রায়েক ৮/২২৯, হিদায়া ৩/৫১১

কুরবানীর দিন মুরগী, কবুতর যবেহ করা

প্রশ্ন : কুরবানীর দিনে কুরবানীর পশু ব্যতিত হাস মুরগী কবুতর ইত্যাদি যবেহ করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ জায়েয আছে। তবে কুরবানীর নিয়তে নয়।

وفى رد المحتار: فيكره ذبح دجاجة وديك اى بنية الاضحية والكراهة تحريمية كما يدل عليه التعليل وهذا فيمن لا اضحية عليه والا فالامر اظهر. (كتاب الاضحية : ج٦ صـ٣١٣ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩১৩, দুররে মুখতার ২/২৩১, তাতার খানিয়া ৪/১৯২, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/১৮৫)

আকীকা

আকীকার হুকুম

প্রশ্ন : (ক) শরীআতের দৃষ্টিতে আকীকার হুকুম কি? (খ) আকীকার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? (গ) ছেলের ক্ষেত্রে বকরীর স্থলে গরু বা উট দিয়ে আকীকা করলে মুস্তাহাব আদায় করতে দুটি জন্তু যবেহ করতে হবে? নাকি একটি করলেই দুটি বকরীর স্থলাভিষিক্ত হবে?

উত্তর : (ক) শরীআতের দৃষ্টিতে আকীকা করা মুস্তাহাব।

(খ) ছেলে ও মেয়ের আকীকার ক্ষেত্রে কিছু ব্যবধান আছে। তা হল ছেলের পক্ষ থেকে দুইটি বকরী ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরী আকীকা করা মুস্তাহাব। আর ছেলের পক্ষ থেকে একটি বকরী আকীকা করলেও আকীকা আদায় হবে।

(গ) কিন্তু কেউ যদি গরু মহিষ বা উট দ্বারা আকীকা করতে চায় তাহলে ছেলের ক্ষেত্রে উক্ত পশুর দুই ভাগ এবং মেয়ের ক্ষেত্রে একভাগ দ্বারা আকীকা করলে আকীকা আদায় হয়ে যাবে এবং সংখ্যাগত মুস্তাহাবও আদায় হবে। তাই কেউ যদি এসকল জন্তুতে ছেলেদের ক্ষেত্রে দুইভাগ নেয় তাহলে তা দুইটি বকরীর স্থলাভিষিক্ত হবে।

فى اعلاء السنن : ويستحب ان يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فان عق عن الغلام شاة حصل اصل السنة (لان ابن عمر كان يعق عن بنيه شاة رواه مالك فى المؤطا) (افضلية ذبح الشاة فى العقيقة دار الفكر جـ١٦ صـ٧٨١٨)

(প্রমাণ : বুখারী ২/৮২২, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ১৫/৬০৫, ইলাউস সুনান ১৬/৭৮১৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২৩৩)

নিজের আকীকা নিজে করা

প্রশ্ন : নিজের আকীকা নিজেই করতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, নিজের আকীকা নিজেই করতে পারবে যদি আগে না করে থাকে।

وفى الهداية: والافضل ان يذبح اضحية بيد ان كان يحسن الذبح ـ كتاب الاضحية ٣٥٠/٤)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ২/৩৯১, মাউসুয়া ৩০/২৭৬, হিদায়া ৪/৪৫০, ইলাউস সুনান ১৬/৭৮১৭

আকীকার গোশত সকলেই খেতে পারবে

প্রশ্ন : আকীকার গোশত তার নানা-নানী, দাদা-দাদী মা-বাবা খেতে পারবে কিনা?
উত্তর : হ্যাঁ, খেতে পারবে।

كمافى اعلاء السنن يستحب الاكل منها والاطعام والتصدق كما فى الاضحية فما اشتهر على السنة العوام ان اصول المولود لايأكلون منها لا اصل له (افضية ذبح الشاة فى العقيقة ٧٨١٧/١٥)

প্রমাণ ঃ ইলাউস সুনান ১৫/৭৮১৭, মাউসুয়া ৩/২৮০, শামী ৬/৩২৮, বাদায়ে ৪/২২৪, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৬৩৫

আকীকার পশু নির্দিষ্ট করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি আকীকার জন্য একটি পশু নির্দিষ্ট করে কিন্তু বেশি টাকা বা নিজের কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উক্ত পশু বিক্রি করে দেয়। এবং পরবর্তীতে অন্য একটি পশু দিয়ে আকীকা করে এর দ্বারা সুন্নাত আদায় হবে কিনা?
উত্তর : আকীকা যেহেতু ওয়াজিব নয় বিধায় আকীকার পশুও নির্ধারণ করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায় না, তাই উক্ত সুরতে পরবর্তী ক্রয়কৃত পশুর দ্বারা আকীকার সুন্নাত আদায় হবে।

وفى الموسو عة : يجزى فى العقيقة الجنس الذى يجزى فى الاضحية وهو الانعام من ابل وبقر وغنم ـ مايجزى فى العقيقة ـ ٢٧٩/٣٠)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪৪৪, ইলাউস সুনান ১৬/৭৮১৪, মাউসুআ ৩০/২৭৯

আকীকার চামড়ার হুকুম কুরবানীর চামড়ার হুকুমের মত

প্রশ্ন : আকীকার চামড়ার হুকুম কি কুরবানির চামড়ার মত?
উত্তর : হ্যাঁ, আকীকার চামড়ার হুকুম কুরবানির চামড়ার মতো, অর্থাৎ আকীকার চামড়া বিক্রি করলেও এর মূল্য সদকা করে দেওয়া বা এর চামড়া দিয়ে নিজেও ফায়দা উঠাতে পারে।

كمافى البحر الرائق: ويتصدق بجلد ها أو يعمل منه نحو غر بال او جراب لانه جزء منها وكان له التصدق والانتفاع به (كتاب الاضحية ١٧٨/٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭৮, শামী ৬/৩২৮, বিনায়া ১২/১৫৫, কানযুদ দাকায়েক ৪২১

এক গরুতে সাত আকীকা করা যাবে

প্রশ্ন : একটি গরুতে যেমন সাত ব্যক্তি শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারে তেমনি একটি গরুতে সাতটি আকীকা করা যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, একটি গরু দ্বারা সাতটি আকীকা করা যাবে। কেননা কুরবানী ও আকীকার হুকুম একই।

وفى الشامية: وقد ذكر فى غرر الافكار ان العقيقة مباحة على ما فى جامع المحبوبى ـ الخ (كتاب الاضحية ٣٢٦/٦)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/২৭৮, নাসায়ী ২/১৬৭, শামী ৬/৩২৬, ইলাউস সুনান ১৫-১৬/৭৮১৯

সাত দিনের আগেই আকীকা করা

প্রশ্ন : আমি আমার ছেলের আকীকা সাত দিনের পূর্বেই আদায় করে দিয়েছি। এখন জানার বিষয় হলো, আমার ছেলের আকীকা আদায় হয়েছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ আপনার ছেলের আকীকা আদায় হয়ে গেছে তবে অনুত্তম হয়েছে। কারণ জন্মের সপ্তম দিন আকীকা করা উত্তম।

كما فى تنفيح الفتاوى الحامدية : ولو قدم يوم الذبح قبل يوم السابع او اخره عنه جاز الا ان يوم السابع افضل جـ٦ صـ٣٦٧ مكتب شاملة)

(প্রমাণ : ফাতাওয়ায়ে হামিদিয়া ২/২১৩, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ৩০/২৭৬, আল মাজমু লিন নববী ৮/৪১১, ইলাউস সুনান ১৬/৭৮২০)

কখন বাচ্চার নাম রাখা উত্তম

প্রশ্ন : বাচ্চা ভুমিষ্ট হওয়ার পর নাম রাখা উত্তম না আকীকার দিন নাম রাখা উত্তম।

উত্তর : সপ্তম দিন আকীকা ও বাচ্চার নাম রাখা উত্তম। তবে বাচ্চা জন্ম হওয়ার পর নাম রাখার মধ্যেও কোন অসুবিধা নাই।

وفى فتح البارى : عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود لسابعة (جـ١١ صـ٦).

(প্রমাণ : ফাতহুল বারী ১৩/৬, মিরকাত ৮/৭৭, সুনানে কুবরা ১৪/২৬১, শামী ৫/৪০৭)

নবজাতকের মাথায় জাফরান লাগানো

প্রশ্ন : সাতদিন পর বাচ্চার মাথায় জাফরান লাগানো জায়েয কি না? এবং জাফরান মাথা মুণ্ডানোর আগে লাগাবে না পরে?

উত্তর : সন্তান জন্মের সপ্তম দিন বাচ্চার মাথায় জাফরান লাগানো জায়েয। কেউ যদি জাফরান লাগাতে চায়, তাহলে মাথা মুণ্ডানোর পর লাগাবে।

وفى مرقاة المفاتيح : اذا ذبحت العقيقة تؤخذ صوفة منها.... ثم توضع على يافوخ الصبى حتى اذا سال شبه الخيط غسل رأسه ثم حلق بعد.... ويروى لطخ الرأس بالخلوق والزعفران مكان الدم ـ (باب العقيقة جـ٨ صـ٧٩ فيصل)

(প্রমাণ : মিশকাত-৩৬২, মিরকাত-৮/৭৯, বাদায়ে-৪/২০৪, ইলাউস সুনান-১৪/৭৭৯৭)

আকীকার চামড়া বিক্রি করে টাকা নিজে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : আকীকার চামড়া বিক্রি করে উক্ত টাকা নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : না, আকীকার পশুর চামড়া বিক্রি করে নিজে ব্যবহার করতে পারবে না বরং সদকা করা উচিত।

وفى كنـزالدقائق : ويتصدق بجلدها او يعمل منه نحو جراب وغربال ـ (كتاب الاضحية صـ٤٢١ اشرفية)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩২৮, কানযুদ দাকায়েক ৪২১, বিনায়া ১২/৫৫)

কুরবানীর পশুতে আকীকার অংশ নেয়া

প্রশ্ন : কুরবানীর পশুর অংশের সাথে আকীকাহ এর অংশ নেয়া যাবে কি না?

উত্তর : কুরবানীর পশুর অংশের সাথে আকীকাহ এর অংশ নেয়া যাবে।

وفى الشامية : وكذا لو اراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر نعمة الولد ذكره محمد الخ. (جـ٦ صـ٣٣٦ سعيد)

(প্রমাণ : আবু দাউদ ২/৩৯৬, শামী ৬/৩৩৬, বাদায়ে ৪/২০৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫৩৫)

কসাইকে বকরী ক্রয় করার আদেশের পর গোশত ক্রয় করার দ্বারা আকীকা আদায় হবে না

প্রশ্ন : জনাব, আমি এক কসাই থেকে আকীকার জন্য এক বকরী ক্রয় করব, এই বলে যে, তুমি একটি বকরী আমার বাড়ীতে নিয়ে আসবে, অতঃপর আমি এটা জবাই করবো। তারপর তুমি এটাকে বানিয়ে দিবে এবং এটাকে মেপে প্রতি

কেজি বাজার মূল্য থেকে বেশী দিয়ে ক্রয় করবো। অর্থাৎ বাজার মূল্য ৩০০ টাকা, আমি ৩৫০ টাকা দিবো। আরো বললাম যে, চামড়াও তোমার কাছে বাজার মূল্যে বিক্রি করবো।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এরূপভাবে ক্রয় করে আকীকা করলে জায়েয হবে কি? নতুবা জায়েযের সুরত কি? এবং চামড়া বিক্রিও কি সহীহ হবে?

উত্তর : শরীআতের দৃষ্টিতে ক্রেতা বিক্রেতার আলোচনা এরূপ হতে হবে যাতে উভয়ে বুঝতে সক্ষম হয় যে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতের সাথে সংযুক্ত করে প্রতিশ্রুতি মূলক বাক্য ব্যবহার করলে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হবে না; বরং তা শুধু প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গিকার হবে।

বর্ণিত প্রশ্নে মালিক ও কসাইর মধ্যে কথোপকথনের যে সুরত বলা হয়েছে এতে জবাই এর পূর্বে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হবে না; বরং গোশত খরিদ করার প্রতিশ্রুতি হবে মাত্র। যা ক্রয়রূপে বাস্তবায়িত হবে পশু জবাই এর পর গোশত মেপে বুঝে পাওয়ার মাধ্যমে। আর আকীকার জন্য গোশত খরিদ করলে আকীকা হবে না; বরং নিজ মালিকানাধীন পশু জবাই করতে হবে। কাজেই উল্লেখিত সুরতে শেষ পর্যন্ত গোশত কেনা সহীহ হলেও আকীকা সহীহ হবে না। ক্রয়কৃত বকরীর দ্বারা আকীকা সহীহ হওয়ার জন্য জরুরী হল জবাইর পূর্বে মূল্য নির্ধারন করে কেনা বেচা সম্পন্ন করে নেয়া অতঃপর জবাই করা।

আর পশু থেকে চামড়া আলাদা করার পূর্বে বিক্রয়ের ওয়াদা হতে পারে, বিক্রয় হবে না। তাই পশু কিনে আকীকা করার পর চামড়া আলাদা করার পর যাকে পছন্দ হয় তার নিকট চামড়া বিক্রি করতে পারবেন। চাই কসাই হোক বা অন্য কেউ, অথবা ঐ চামড়া শুকিয়ে নিজেও ব্যবহার করতে পারবেন। অবশ্য কুরবানী বা আকীকার চামড়া বিক্রয় করলে তার মূল্য সদকা করে দেয়া জরুরী।

وفی البخاری : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مع الغلام عقیقة فاهریقوا عنه دمًا وامیطوا عنه الاذی. (ج۲ ص۸۲۲)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ ২/৮২২, শামী ৫/৮৪, হিদায়া ৩/১৭৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৬/৫০৭ - ৫০৮, ফাতাওয়ে রহীমিয়া ৯/৩৩১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৩৯-৪০)

শিকার ও যবেহ

শিকারী কুকুর দ্বারা শিকার করার নিয়ম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রাণী শিকার করার জন্য তার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায় এবং কুকুর শিকারকৃত প্রাণীকে ধরার পর মেরে ফেলে তাহলে উক্ত মৃত প্রাণী খাওয়া হালাল হবে কি না?

উত্তর : প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে ছাড়ার সময় যদি আল্লাহর নাম ভুলে ছেড়ে দেয়, আর কুকুর শিকারকৃত প্রাণীকে ধরার পর জখম, ক্ষত করার পর প্রাণীটি মারা যায় তাহলে, খাওয়া হালাল হবে। আর যদি ছাড়ার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম ছেড়ে দেয়, অথবা শিকারকৃত প্রাণী ধরার পর ক্ষত করা ছাড়াই মেরে ফেলে তাহলে হালাল হবে না।

وفى الهداية : واذا ارسل كلبه المعلم او بازيه وذكر اسم الله عند ارساله فاخذ الصيد وجرحه فمات حل اكله ـ ولو تركه ناسيا حل ايضا. (كتاب الصيد ـ ج٤ صـ٥٠٣ اشرفيه)

(প্রমাণ : হিদায়া ৪/৫০৩, বিনায়া ১২/৪১৫, ফাতহুল কাদীর ৯/৪৭, ইনায়া ৯/৪৭)

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রাণী শিকারের রক্ত খেলে

প্রশ্ন : যদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর শিকারকৃত প্রাণীকে ধরার পর তার শরীরের কিছু অংশ বা শরীরের রক্ত চুষে খেয়ে ফেলে তাহলে উক্ত প্রাণীকে খাওয়া হালাল হবে কি না?

উত্তর : প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর শিকারকৃত প্রাণীর কোন অংশ খেয়ে ফেললে খাওয়া হালাল হবে না। তবে রক্ত খেয়ে ফেললে খাওয়া হালাল হবে।

فى الهداية: قال: فان اكل منه الكلب او إلفهد لم يوكل وان أكل منه البازى اكل...... ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه اكل. (كتاب الصيد ـ ج٤ صـ٥٠٤ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৪/৫০৪, বিনায়া ১২/৪২০, নাছবুর রায়া ৮/২৮, ফাতহুল কাদীর ৯/৪৯)

পাথর বা ইয়ারগানের মাধ্যমে শিকার করার হুকুম

প্রশ্ন : যদি পাথর, ইয়ারগান, অথবা বন্দুকের মাধ্যমে বিসমিল্লাহ বলে পাখি শিকার করা হয় তাহলে উহা খাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : উল্লেখিত বস্তুসমূহের ধাক্কার কারণে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে যদি মারা যায় তাহলে উহা খাওয়া যাবে না। আর যদি উক্ত বস্তুসমূহের কোনটা ধারালো হয় এবং জখম হওয়ার কারণে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যায় তাহলে খাওয়া যাবে।

وفى الشامية : او بندقه ثقيلة ذات حدة حرم لقتلها بالثقل لا بالحد ولو كانت خفيفة بها حدة حل لقتلها بالجرح ولو لم يجرحه لا يؤكل مطلقا. (جـ٦ صـ٤٧١)

(প্রমাণ : শামী-৬/৪৭১, কাযীখান-৩/৩৬০, আলমগীরী-৫/৪২৫)

যে সকল প্রাণী থাবা দ্বারা শিকার করে তার হুকুম

প্রশ্ন : যে সমস্ত পাখি পাঞ্জা মেরে ধরে আদার ভক্ষণ করে সে সমস্ত পাখি খাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : না, খাওয়া জায়েয নাই।

وفى الهداية : ولا يجوز كل ذى ناب من السباع ولا ذى مخلب من الطيور. (كتاب الذبائح جـ٤ صـ٤٤٠ اشرفية)

(প্রমাণ : সহীহ মুসলিম-২/১৪৭, বাদায়ে-৪/১৫৩, আলমগীরী-৫/১৮৯, হিদায়া-৪/৪৪০)

যে সকল প্রাণী খাওয়া নিষিদ্ধ তা শিকার করা

প্রশ্ন : শরীআতে যেই সকল প্রাণীর গোশত খাওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ঐ সকল প্রাণীকে শিকার করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে।

فى البحر الرائق : وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا مطلقا من غير قيد بالمأكول اذ الصيد لا يختص بالمأكول ـ (كتاب الصيد جـ٨ ص٢٣١ الرشيدية)

(প্রমাণ : সূরা মায়েদা-২, হিদায়া ৪/৪৯৯, আল বাহরুর রায়েক ৮/২৩১, বিনায়া ১২/৪৬৩)

বিসমিল্লাহ বলে বন্দুক চালালে ঐ প্রাণী খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে শিকারের উদ্দেশ্যে বন্দুক চালায় এবং যবেহ করা ব্যতিত শিকার মারা যায় তাহলে উক্ত জন্তু খাওয়া হালাল হবে কি না?

উত্তর : জন্তু হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হলো শিকার কিংবা যবেহ করার সময় প্রবাহমান রক্ত বের হয়ে যাওয়া আর সাধারনত বন্দুকের গুলি জন্তুর ভিতরে ঢুকে

থাকে এবং রক্ত প্রবাহিত হয় না তাই উল্লেখিত সুরতে বন্দুকের গুলি দ্বারা শিকারী জন্তু যবেহ করার আগে মারা গেলে খাওয়া বৈধ হবে না।

وفى الشامية : لا يحل صيد البندقة (كتاب الصيد ج٦ صـ٤٧١-٤٧٢ سعيد)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ ২/৭৮, শামী ৬/৪৭১, আল বাহরুর রায়েক ৮/২২৯, আলমগীরী-৫/৪২৫, দারুল উলুম ১৫/৪৭১)

যবেহ করার ছুরি দুইজন ধরলে বিসমিল্লাহ কয়জনে পড়বে,

প্রশ্ন : জন্তু ধরনেওয়ালা এবং জন্তু জবাইকারী উভয়ের উপর কি বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলা ওয়াজিব? এবং কোন জন্তু যদি যবেহ করার সময় ছুরির মধ্যে ২জন শরীক থাকে তাহলে কি দুইজনেরই বিসমিল্লাহ বলতে হবে?

উত্তর : শুধু জবাইকারীর বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। তবে ছুরি যদি দুজনে একত্রে চালায় তাহলে দুজনের উপরই ওয়াজিব, একজন যদি ইচ্ছা কৃতভাবে বিমসিল্লাহ ছেড়ে দেয় তাহলে উক্ত জন্তু হারাম হয়ে যাবে।

وفى الدر المختار : فوضع يده مع يد القصاب فى الذبح واعانه على الذبح سمى كل وجوبا فلوتركها احدهما او ظن ان تسمية احدهما تكفى حرمت الخ.

(كتاب الاضحية - ج٢ ص٢٣٥ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২২৮/২৩৫, বাদায়ে ৪/১৮০, শামী ৬/৩০২, আলমগীরী ৫/৩০৪)

পশু যবেহ করার সময় ইচ্ছা করে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া

প্রশ্ন : আঃ কাদির সাহেব কুরবানীর গরু ক্রয় করার পর ইমাম সাহেব কে দিয়ে কুরবানীর পশু যবেহ করান। কিন্তু ইমাম সাহেব ইচ্ছা করে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেন, এখন আঃ কাদির সাহেবের উপর কি আরেকটি কুরবানী ওয়াজিব? না কি ইমাম সাহেবের কাছ থেকে জরিমানা নিয়ে কুরবানী করবে? আর জরিমানার টাকার কুরবানীর গোশতের হুকুম কি? বিশেষ করে যদি তা কুরবানীর দিন যবেহ করতে না পারে তাহলে গোশত কি সদকা করতে হবে না?

উত্তর : আঃ কাদির সাহেবের উপর আবার কুরবানী ওয়াজিব হবে না। ইমাম সাহেবের উপর কুরবানীর টাকা ফেরত দেয়া ওয়াজিব। তার থেকে টাকা নেয়ার পর যদি কুরবানীর দিন বাকী থাকে তাহলে অন্য একটা গরু খরিদ করে যবেহ করবে। এবং সমস্ত গোশত সদকাহ করে দিবে। উহার থেকে নিজেরা খাবে না। আর যদি কুরবানীর দিনগুলো বাকী না থাকে, তাহলে তার মূল্য ফকিরদের সদকাহ করে দিবে।

وفی مالابدمنہ : اگر کسے امر کند دیگرے رابرائے ذبح واو ذبح کند وظاہر نماید کہ من تسمیہ عمدا ترک کردہ ام پس قیمت اضحیتہ برمامور لازم آید اگر ایام نحر باقی باشد دیگر خریدہ ذبح کند و تصدق نماید ہیچ گوشت آں نخورد واگر ایام نحر باقی نباشد قیمتش تصدق بر فقراء نماید (مسئلہ ۲ ص ۱۹۹)

(প্রমাণ : সূরা আনআম-১২১, শামী-২/২৯৯, আলমগীরী-৫/২৯৫, সিরাজিয়া-১/৩৮২, মালাবুদ্দা মিনহু-১৯৯)

কাদিয়ানী বা শিয়া কর্তৃক যবেহকৃত প্রাণীর হুকুম

প্রশ্ন : (ক) কোন কাদিয়ানী বা শিয়া কর্তৃক যবেহকৃত প্রাণী ভক্ষন করা যাবে কি?
(খ) যদি কোন মুসলমান হালাল প্রাণী যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তাহলে ঐ প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : (ক) ইমাম চতুষ্টয় সহ উম্মতের সকল উলামায়ে কিরামের মতে কাদিয়ানী বা শিয়াদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া না জায়েয।
(খ) কোন মুসলমান যদি যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তাহলে উক্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয।

كذا فى الهداية : ولا توكل ذبيحة المرتد لانه لا ملة له ..... وان ترك الذابح التسمية ناسيا اكل (كتاب الذبائح ج٤ صـ٤٣٤ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৪/৪৩৪, বিনায়া ১১/৫৩৫, ফাতহুল কাদীর ৮/৪০৮)

একই সাথে আল্লাহ তাআলা ও গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা

প্রশ্ন : যদি কোন প্রাণী যবেহ করার সময় আল্লাহর নামের সাথে কোন গায়রুল্লাহ এর নাম নেয়া হয় তাহলে উক্ত প্রাণী খাওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : যবেহের সময় আল্লাহর নামের সাথে গায়রুল্লাহর নাম মিলানোর তিনটি সুরত হতে পারে যা হুকুম সহ নিম্নে পেশ করা হল।

১। আল্লাহর নামের সাথে গায়রুল্লাহর নাম কোন শব্দ মিলান ছাড়া এভাবে বলা بسم الله محمد رسول الله এ সুরতেও উক্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া মাকরূহ।

২। আল্লাহর নামের সাথে গায়রুল্লাহর নাম এক সাথে মিলায়া এভাবে বলা بسم الله واسم فلان এ সুরতে উক্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম।

৩। আল্লাহর নাম ও গায়রুল্লাহর নামের মাঝে صورة ও معنى ব্যবধান বা পার্থক্য রেখে বলা এ সুরতে কোন সমস্যা নেই।

وفى البناية : وهذه ثلاث مسائل ان يذكر موصولا معطوفا فيكره ولا تحرم الذبيحة ونظيره بسم الله محمد رسول الله ـ والثانية ان يذكره موصولا على وجه العطف والشركة بان يقول: بسم الله واسم فلان ـ فيحرم الذبيحة والثالثة ان يقول: مفصولا عنه صورة ومعنى...... وهذا لا بأس به (ج١١ ص٥٤٧)

(প্রমাণ : হিদায়া ৪/ ৪৩৬, বিনায়া ১১/৫৪৭, কিফায়া-৮/৪১১)

বর্তমান আহলে কিতাবীদের যবাইকৃত জন্তুর হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে আহলে কিতাবীদের যবাইকৃত জন্তু হালাল কি না? এবং খাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বর্তমান আহলে কিতাবীদের ব্যপারে যদি জানা যায় যে, তারা আল্লাহ ও নবুওয়াত ও পরকালে বিশ্বাসী তাহলে তাদের জবাইকৃত জন্তু হালাল। তবে সতর্কতা হলো, না খাওয়া।

وفى البحر الرائق : وحل ذبيحة مسلم وكتابى. الخ جـ٨ صـ١٦٨

(প্রমাণ : শামী ৬/২৯৭, আলমগীরী ৫/২৮৬, কাযীখান ৩/৩৬৮, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৬৮)

মহিলাদের হাতে জবাইকৃত পশু খাওয়া

প্রশ্ন : মহিলাদের হাতে জবাইকৃত পশু খাওয়ার বিধান কি?

উত্তর : মহিলাদের হাতে জবাইকৃত পশুর গোস্ত খাওয়া সম্পূর্ণ জায়েয।

وفى الهداية: وذبيحة المسلم والكتابى حلال وان كان صبا او مجنونا او امرأة ـ (كتاب الذبائح ٤م٤٣٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ ইবনে মাজাহ ২২৯, হিদায়া ৪/৪৩৪, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৬৮

নাবালেগের যবীহার হুকুম

প্রশ্ন : নাবালেগ ছেলে কিংবা মহিলা জবেহ করলে জন্তু হালাল হবে কিনা? জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : মুসলমান বুঝমান নাবালেগ ছেলে বা মহিলার জবেহ হালাল।

كما فى الدر المختار : وشرط كون الذبح مسلما حلالا خارج لاحرام... فتحل ذبيحتهما ولو الذابح مجنونا او امرأة او صبيا يعقل التسمية والذبح ـ (كتاب الذبائح ـ ٢٢٨/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২২৮, আলমগীরী ৩/৩৬৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩০৫ সিরাজিয়্যা ৩৮১, হিদায়া ৪/৪৩৪

নাপাক মহিলার পশু জবাইয়ের হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন হায়েয অথবা জুনুবী মহিলা পশু জবাই করে তাহলে তা হালাল হবে কি না?

উত্তর : যদি উক্ত মহিলা মুসলমান হয় এবং জবাই করতে ও বিসমিল্লাহ পড়তে সক্ষম হয় তাহলে তার জবাইকৃত প্রাণী হালাল হবে।

وفى الهداية : ويحل اذا كان يعقل التسمية والذبحة يضبط وان كان صبيا او مجنونا او امرأة ـ (كتاب الذبائح ج٤ صـ٤٣٤ مكتبة اشرية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২২৮, আলমগীরী ৪/৪৫৪, হিদায়া ৪/৪৩৪, বিনায়া ১১/৫৩১)

পশুর কোন্ স্থানে যবেহ করবে

প্রশ্ন : (ক) পশুর কোন স্থানে যবেহ করতে হবে, এবং কোন কোন রগ কাটতে হবে? (খ) শিশু বা মহিলা যবেহ করতে পারবে কি? (গ) যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় না উহার চামড়া দাবাগাত ছাড়া শুধু যবেহ করার দ্বারাই পাক হয়ে যায় কি?

উত্তর : (ক) পশুর কণ্ঠনালী ও বক্ষের উপরের গলার মাঝে বা কণ্ঠনালীর উপর নীচে যে কোন স্থানে যবেহ করা যেতে পারে।

চারটি রগ যথা কণ্ঠনালী (حلقوم) শ্বাসনালী (مرئ) এবং কণ্ঠনালীর দুই পাশের দুটি শাহরগ থাকে যাকে আরবীতে ودجان বলে কাটতে হবে তবে তিনটি কাটলেও যবেহ জায়েয হবে।

(খ) বুঝমান শিশু বা মহিলা আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করলে যবেহ সহীহ হবে,

(গ) শুকর ও মানুষ ব্যতিত অন্য প্রাণীর চামড়া শুধু যবেহ করার দ্বারাই পাক হয়ে যায়।

و فى الهداية : والذبح بين الحلق واللبة ولا باس فى ذبح الحلق كله ـ وسطه واعلاه واسفله...... والعروق التى تقطع فى الذكاة ـ اربعة الحلقوم والمرئ، والودجان ـ ان كان يعقل ـ تسمية وان كان صبيا او امرأة ..... واذا ذبح مالا يوكل لحمه طهر جلده ولحمه الا الادمى والخنزير (كتاب الذبائح ج٤ ص٤٣٧،٤٤٠ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৪/৪৩৭, ৪৪০, বিনায়া ১১/৫৫৩, বিনায়া ১১/৫৬৫)

না বালেগ বাচ্চা বা মহিলার জবাই করা

প্রশ্ন : নাবালেগ বাচ্চা কিংবা মহিলা যদি কোন জন্তু জবাই করে তাহলে তাদের জবাইকৃত জন্তু হালাল হবে কি না?

উত্তর : মুসলমান বুঝমান নাবালেগ বাচ্চা ও মহিলার জবাইকৃত জন্তু হালাল।

وفى الدرالمختار : وشرط كون الذبح مسلما حلالا خارج الحرم.... فتحل ذبيحتهما ولو الذابح مجنونا او امرأة اوصبيا يعقل التسمية والذبح ... (كتاب الذبائح ج۹ ص۴۲۸ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২২৮, আলামগীরী ৫/২৮৬, কাযীখান ৩/৩৬৮, ফাতহুল কাদীর-৮/৪০৮)

পশুর মাথা দক্ষিণ দিক করে যবেহ করার বিধান

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মুরগী যবেহ করার সময় মুরগীর মাথা উত্তর দিকে না রেখে দক্ষিন দিকে করে যবেহ করে, এক ব্যক্তি দেখে বলে যে, তুমি কি করলে তোমার যবেহ করা তো সহীহ হয়নি। ঐ ব্যক্তি উত্তরে বলে যে, যবেহ করার সময় উত্তর দিকে মাথা রেখে যবেহ করতে হবে তার দলীল কি?

হালাল পশু বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করলেই হালাল। এনিয়ে খুব তর্ক বির্তক হয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো উত্তর দিকে মাথা রেখে যবেহ করার কোন দলীল প্রমাণ আছে কি না? আর কেউ উত্তর দিকে না করে যবেহ করলে তার যবেহ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : যবেহ করার মুস্তাহাব তরীকা হলো, যবেহকারী ব্যক্তি কিবলার দিকে ফিরে যবেহ করবে এবং পশুর চেহারা কিবলার দিকে রাখবে। তাই পশুর মাথা উত্তর দিকে রেখে যবেহ করলে একদিকে পশুর ডান কাধ এবং মাথা পশ্চিম দিকে হয়। আর যবেহ কারী ব্যক্তির চেহারাও পশ্চিম দিকে হয়। তাই উত্তর দিকে হোক বা দক্ষিন দিকে হোক চেহারা পশ্চিম দিকে হওয়া মুস্তাহাব। সুতরাং উত্তর দিকে ফিরে যবেহ না করলে তার যবেহ সহীহ হবে না এবং ঐ পশু খাওয়া হালাল হবে না একথা ঠিক না; বরং পশু খাওয়া হালাল হবে তবে ঐ ব্যক্তির জন্য এমন করা মাকরূহ হবে।

كما فى العالمغيرية : واذا ذبحها بغير توجه القبلة حلت ولكن يكره كذا فى جواهر الاخلاطي (ج٥ صـ۲۸۸ الذبائح)

(প্রমাণ : বাদায়ে ৪/১৮৯, আলমগীরী ৫/২৮৮, বাযযাযিয়া ৬/৩০৫, খানিয়া ২/৩৬৭)

পশুকে শোয়ানোর পর ছুরি ধার করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি পশুকে শোয়ানোর পর ছুরি ধার দেয় এরপর পশু যবেহ করে এতে কোন অসুবিধা হবে কি না?

উত্তর : কোন অসুবিধা হবে না। তবে পশু শোয়ানোর পূর্বে ছুরি ধার দেয়া মুস্তাহাব।

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته (ج۲ صـ۱۵۲ اشرفية)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ২/১৫২, দুররে মুখতার ২/২২৭, আলমগীরী ৫/৩০১)

চিতা বাঘের মাধ্যমে শিকার করা

প্রশ্ন : চিতা বাঘ এর মাধ্যমে শিকার করানো জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ যদি শিকারের দিক দিয়ে শিক্ষিত হয়, তাহলে শিকার করানো জায়েয আছে। অন্যথায় জায়েয নেই।

كمافى الدر المختار : فلا يجوز الصيد بدب واسد لعدم قابليتهما التعليم فانهما لا يعملان للغير الا سد لعلو همته والدب لخسا سته (كتاب الصيد ۲/۲٦۲ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৬২, শামী ৬/৪৬২, সিরাজিয়্যা ৩৭৫

শুধু জবাইকারী মুসলমান হওয়া

প্রশ্ন : জবাইকারী মুসলমান বাকী ধরনেওলা সকলেই অমুসলিম এই পশু জবাইয়ের হুকুম কি?

উত্তর : উক্ত ছুরাতে জবাইকারী যদি বিসমিল্লাহ বলে জবাই করে থাকে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। হালাল হয়ে যাবে। তবে কোন অমুসলিম জবাইকারীর ছুরি চালানোর সময় ছুরি ধরার কাজে শরীক হতে পারবে না। কারণ যে ব্যক্তি জবাই-এর কাজে শরীক হবে, তার উপর বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। তবে যারা পশুকে ধরাশায়ী করার জন্য সাহায্যে করবে তাদের উপর বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব না।

كمافى الهداية : ويحل اذا كان الذابح يعقل التسمية والذبحة يضبط وان كان صبيا او مجنونا او امرأة ـ (كتاب الذبائح ٤/٤٣٤ اشرفى)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩০২, কানযুদ্দাকায়েক ৪১৬, দুররে মুখতার ২/২২৮, হিদায়া ৪/৪৩৪

আল্লাহর নামে জবেহ করলাম বলার বিধান

প্রশ্ন : বিসমিল্লাহ না বলে আল্লাহর নামে জবাই করলাম বলার বিধান কি?

উত্তর : জবাইকালে বিসমিল্লাহ আরবীতে বলা জরুরী নয়। সে হিসাবে তার জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে।

كما فى الدر المختار : والشرط فى التسمية هو الذكر الخالص عن شوب الدعاء وغيره فلا تحل بقوله اللّٰهُمَّ اغفرلى لانه دعاء وسوال بخلاف سبحان الله والحمد لله مريدا به والتسمية فانه يحل ـ (كتاب الذبائح ٢/٢٢٨

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২২৮, আল বাহরুর রায়েক ৪/৪৩৬

মেশিনের মাধ্যমে যবাইকৃত পশুর গোশতের হুকুম

প্রশ্ন : মেশিনের মাধ্যমে যবাইকৃত পশুর গোশত্ত খাওয়া কি জায়েয আছে?

উত্তর : বর্তমান যুগে মেশিনের মাধ্যমে পশু জবাইয়ের যে পদ্ধতি চালু রয়েছে এ পদ্ধতিতে যবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হল, যবাইকারী মুসলমান হতে হবে এবং বিসমিল্লাহ বলে যবাই করতে হবে। অবশ্য ভুলবশত বিসমিল্লাহ না বললেও খাওয়া হালাল হবে। কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ না বলে বা যবাইকারী মুসলমান না হয় তা হলে খাওয়া হালাল হবে না।

وفى القرآن الكريم : انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومااهل به لغير الله فمن اضطرغير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ـ سورة البقرة ١٧٣)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ৩, সূরা বাকারা ১৭৩, হিদায়া ৪/৪৩৪

পশুকে ঘাড়ের দিক দিয়ে যবেহ করা

প্রশ্ন : যদি কোন পশুকে ঘাড়ের দিক থেকে জবাই করা হয় তাহলে উক্ত পশুর গোশত খাওয়া হালাল হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত পদ্ধতিতে জবাই করার সময় যদি পশুটির সমস্ত রগ, অথবা অধিকাংশ রগ কাটা পর্যন্ত জীবিত থাকে তাহলে উহার গোশত খাওয়া হালাল হবে, অন্যথায় হালাল হবে না।

وفى البحر الرائق : وكره النخع وقطع الرأس والذبح من القفا... وفى الذبح من القفا زيادة الم فيكره ويحل لما ذكر نا اذا بقيت حية حتى يقطع العروق لتحقق الموت بالذكاة وان ماتت قبل قطع العروق لا تؤكل لوجود الموت بما ليس بذكاة ـ (كتاب الذبائح جـ٨ صـ١٧٠ الرشيدية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৪/৪৩৯, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭০, কানযুদ দাকায়েক ৪১৮)

জবেহের সময় মাথা পৃথক হলে

প্রশ্ন : পশু পাখি যবেহ করার সময় যদি ছুরি বেশী ধারালো হওয়ার কারণে মাথা পৃথক হয়ে যায় তাহলে ঐ প্রাণী খাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : খাওয়া জায়েয আছে। তবে ইচ্ছা করে এমন করলে মাকরূহ হবে। কেননা এর দ্বারা প্রাণীকে কষ্ট দেয়া হয়।

وفى كنـز الدقائق : وكره النخع وقطع الرأس والذبح من القفا ـ (كتاب الذبائح صـ٤١٠ كتتبة اشرفية)

(প্রমাণ : কানযুদ দাকায়েক ৪১০, হিদায়া ৪/৫৬৪, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭০)

উট নহর করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন : উট নহর করা মুস্তাহব না যবেহ করা মুস্তাহাব, যদি কেউ উট নহর না করে যবেহ করে তাতে কোন অসুবিধা আছে কি না?

উত্তর : উট নহর করা মুস্তাহাব যদি কেউ নহর না করে যবেহ করে তা মাকরূহ।

كما فى بدائع الصنائع : ومنها الذبح فى الشاة والبقرة والنحر فى الابل ويكره القلب من ذلك ـ (كتاب الذبائح ج٤ صـ١٨٨ زكريا)

(প্রমাণ : বাদায়ে ৪/১৮৮, হিদায়া ৪/৪৩৯, কানযুদ দাকায়েক ১/৪১৮, বিনায়া ১১/৫৬৯)

কুরবানীর পশু রাত্রে যবেহ করা জায়েয

প্রশ্ন : কুরবানীর পশু রাত্রে যবেহ করার বিধান কি?

উত্তর : দশ ও তের তারিখ রাত্রে কুরবানী করা জায়েয নেই। এগার ও বার তারিখে রাত্রে জায়েয আছে। তবে রাত্রে কুরবানী করা অনুত্তম।

وفى الخانية : وتجوز فى الليلتين الحادى عشر والثانى عشر ويكره التضحية والذبح فى الليالى ـ ج٣ ص٣٤٥ حقانيه

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৩২, শামী ৬/৩২০, আলমগীরী ৫/২৯৬, খানিয়া ৩/৩৪৫, হিদায়া ৪/৪৪৬)

অনুমতি ব্যতিত অন্যের প্রাণী যবেহ করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যায়েদের একটি বকরী যায়েদের অনুমতি ব্যতিত যবাই করে ফেলে তাহলে এর ক্ষতিপূরণ কি হবে?

উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় মালিকের ইচ্ছা, চাইলে যবাইকারীকে বকরি দিয়ে মূল্য নিয়ে নিবে বা বকরী নিয়ে তার ক্ষতিপূরণ নিবে। অর্থাৎ যবেহ করার কারণে বকরির যত টুকু পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে ততটুকু জরিমানা নিবে।

وفى البناية : ومن ذبح شاة غيره بغير امره فما لكها بالخيار ان شاء ضمنه قيمتها وسلمها اليه وان شاء ضمنه نقصانها ـ جا١ صـ٢١٦

(প্রমাণ : বিনায়া ১১/২১৬, ইনায়া ৮/২৬৬, কুদূরী-১৪১)

পশু নিস্তব্ধ হওয়ার পরে পায়ের রগ কাটা

প্রশ্ন : পশু নিস্তব্ধ হওয়ার পূর্বে পায়ের রগ কাটা ও চামড়া ছিলানো ইত্যাদি যার দ্বারা পশু কষ্ট পায় জায়েয আছে কি না?

উত্তর : পশু জবাই করার পর নিস্তব্ধ হওয়ার পূর্বে চামড়া ছিলানো ও পায়ের রগ কাটা মাকরুহে তাহরীমী।

وفى الدر المختار: وكره كل تعذيب بلا فائدة مثل قطع الراس والسلخ قبل ان تبرد اى تسكن من الاضطراب ـ (كتاب الذبائح ج٢ صـ٢٢٨ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২২৮, হিদায়া ৪/৪৩১, আলমগীরী ৫/২৮৮)

মুরগী ড্রেসিং করার বিধান

প্রশ্ন : আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে মুরগী, হাঁস, পাখি, ইত্যাদি ড্রেসিং করার বিধান কি?

উত্তর : ড্রেসিং করার পদ্ধতি তিনটি ও তার বিধান-

১। মুরগীর ভিতরের নাড়ী ভূড়ি বের করে মেশিনের সাহায্যে ড্রেসিং করা। এবং প্রত্যেক মুরগীর জন্য নতুন পানি ব্যবহার করা। এভাবে করলে গোশত পাক থাকবে এবং খাওয়া জায়েয হবে।

২। নাড়ী ভূড়ি বের না করে এই পরিমাণ সময় রেখে দেয়া যে পশম দূর হয় এবং তার ভিতরের নাপাক গরমের কারণে গোশতে বিস্তার লাভ করে না। এভাবে ড্রেসিং করার পর সাধারণভাবে তিনবার পানি দিয়ে ধোয়ার দ্বারা পাক হয়ে যাবে। তিনবার ধোয়ার প্রয়োজন এই জন্য যে একাধিক মুরগী ড্রেসিং করার ফলে পানিটা নাপাক হয়ে মুরগীর বাহিরাংশ নাপাক হয়ে গেছে। আর যদি এক্ষেত্রে নতুন পানি প্রত্যেকটির জন্য ব্যবহার করে তাহলে তিনবার ধুতে হবে না।

৩। পানি অধিক গরম হওয়া এবং এই পরিমাণ সময় রেখে দেয়া যে, ভিতরের নাপাক গোশতের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এই প্রকারের গোশত নাপাক। এবং খাওয়া হারাম। যদি খেতে চায় তাহলে তিনবার পাক পানি দ্বারা সিদ্ধ করে খেতে পারবে। তবে প্রত্যেকবার পানি ফেলে দিতে হবে।

উল্লেখ থাকে যে, ফাষ্টফুড, হোটেল, কাবাব ঘর বা অন্য কোন স্থানে যে সকল মুরগী চামড়া সহ আস্তভাবে পোড়া হয় তা খাওয়ার আগে কোন আল্লাহ ওয়ালা বিজ্ঞ মুফতীকে বিস্তারিত জানিয়ে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমল করবে।

فی حاشیة الطحطاوی : لو القیت دجاجة حال غلیان الماء قبل ان یشق بطنها لتنتف او کرش قیل ان یغسل ان وصل الماء الی حد الغلیان ومکثت فیه بعد ذلك زمانا یقع فی مثله التشرب والدخول فی باطن اللحم لا تطهر ابدا الا عند ابی یوسف کما مر فی اللحم وان لم یصل الماء الی حد الغلیان او لم تترك فیه الا مقدار ما تصل الحرارة الی سطح الجلد لانحلال مسام السطح عن الریش والصوف تطهر بالغسل ثلاثا. (صـ١٦١ مکتبة دار الکتاب)

(প্রমাণ : হাশিয়ায়ে ত্বহত্বী ১৬১, শামী ১/৩৩৪, দুররে মুখতার ১/৫৬, মারাকিউল ফালাহ ১৬০)

কারো নির্দেশে অন্যের পশু জবাই করা

প্রশ্ন : কোন এক ব্যক্তি একটি বকরী ক্রয় করে অতঃপর বিক্রেতা অন্য এক ব্যক্তিকে ঐ বকরী যবেহ করার জন্য হুকুম দেয় এখন জানার বিষয় হলো যে, ঐ যবেহ কারী যবেহ করায় তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে যবেহকারী ব্যক্তি যদি যবেহকৃত বকরীর ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবগত থাকে তাহলে ক্রেতা যবেহকারী থেকে জরিমানা আদায় করবে। আর যবেহকারী যদি ক্রয় বিক্রয় এর সম্পর্কে অবগত না থাকে তাহলে বিক্রেতার নিকট থেকে জরিমানা আদায় করবে।

فی العالمغیریة : رجل اشتری شاة فامر البائع انسانا بذبحها ان علم الذابح بالبیع فللمشتری ان یضمنه الا انه لو ضمنه لا یرجع علی البائع وان لم یکن علم الذابح بالبیع فلیس للمشتری ان یضمنه. جـ٣ صـ٢٥

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/২৫, আল বাহরুর রায়েক ৬/১১৭, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-৪/১৮২)

ছাগলের বাচ্চার কিছু অংশ কুকুরের মত হলে খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : ছাগীর থেকে যে বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়েছে তার কিছু অঙ্গ কুকুরের মত এবং কিছু অঙ্গ ছাগলের মত উক্ত বাচ্চাকে শনাক্ত করার পন্থা কি? এবং তা খাওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ছাগী থেকে কুকুরের মত যে বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়েছে তা হালাল না হারাম চেনার উপায় হল যদি গোশত খায় তাহলে কুকুরের হুকুমে আর যদি ঘাস খায় তাহলে ছাগলের হুকুমে এমতাবস্থায় মাথা ফেলে দিয়ে বাকি গোশত খাওয়া যাবে। যদি এভাবে সনাক্ত করা না যায় তাহলে দেখা হবে সে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে না কি ছাগলের মত, কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করলে কুকুরের হুকুমে

আর যদি ছাগলের মত ডাকে তাহলে ছাগলের হুকুমে। যদি এভাবেও চেনা না যায় তাহলে উক্ত জন্তুটিকে যবেহ করে দেখবে যদি তাতে ছাগলের নাড়ি-ভূড়ি পাওয়া যায় তাহলে তার গোশত খাওয়া হালাল হবে, অন্যথায় কুকুরের হুকুমে।

وفى العالمغيرية : شاة ولدت ولدا بصورة الكلب فاشكل امره فان صاح مثل الكلب لا يوكل وان صاح مثل الشاة يؤكل وان صاح مثلهما يوضع الماء بين يديه ان شرب باللسان لا يوكل لانه كلب وان شرب بالفم يؤكل لانه شاة...

(كتاب الذبائح فى المتفرقات جـ٥ صـ٢٩٠ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-২/২৩১, শামী-৬/৩১১, আলমগীরী-৫/২৯০, কাযীখান-৩/৩৫৭)

ইমাম সাহেবের মাধ্যমে মেলা বা উরসে পশু যবেহ করানো

প্রশ্ন : যদি কোন মেলা বা উরসে পশু যবেহ করার জন্য ইমাম সাহেবকে বলা হয়। তাহলে ইমাম সাহেবের ঐ পশু যবেহ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বর্তমান সময়ে যে সকল মেলা বা উরস অনুষ্ঠিত হয়, পীর ওলীগণের মাজারকে কেন্দ্র করে, এগুলো সম্পূর্ণ ইসলামী শরীআত বিরোধী কর্মকাণ্ড। যে গুলোকে ইসলামী শরীআতে বিদআত ও কুসংস্কার বলে। এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমনটি পবিত্র হাদীসে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত- من احدث فى امرنا هذا ماليس منه فهو رد অর্থ: যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিস্কার করে যা এ দ্বীনের অংশ না তাহা প্রত্যাখ্যাত হবে এবং এ ধরনের গর্হিত কাজের সহযোগীতা করা, ও এর প্রতি কোন কর্মের দ্বারা সমর্থন প্রদর্শন করাতেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم دين الاسلام

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে সম্মান করলো সে দ্বীনকে ধ্বংস করার ব্যপারে তাকে সাহায্য করলো। সুতরাং এই সকল কাজ থেকে বেঁচে থাকা অত্যান্ত জরুরী। অতএব ইমাম সাহেবের জন্য তাদের মেলার পশু যবেহ করে তাদের কাজে সাহায্য বা সমর্থন দেখানো থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

وفى تفسير روح المعانى : ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فيعم النهى كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصى. جـ٣ صـ٥٧

(প্রমাণ : সূরা মায়েদাহ-২, তাফসীরে রুহুল মা'আনী-৩/৫৭, মিশকাত ১/৩১, দুররে মুখতার ২/২৩৮, বাদায়ে ৪/৩০৮)

নিকাহ/বিবাহ

বিবাহ বৈধ হওয়ার শর্তাবলী

যে সকল শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়

প্রশ্ন : কোন্ কোন্ শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়?
উত্তর : যে সকল শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয় উহা নিম্নে দেয়া হল, নিকাহ, তাফবীয, হেবাহ, তামলিক, সদকা, বাঈ ইত্যাদি।

وفى الهداية : وينعقد بلفظ النكاح. والتزويج. والهبة. والتمليك . الصدقة. (كتاب النكاح صـ٣٠٥ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া-২/৩০৫, ফাতহুল কাদীর-৩/১০৫, শামী-৩/১৭, আলমগীরী-১/২৭)

ইজাব দেওয়ার পর মেয়ের বাবা হ্যাঁ বললে বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মেয়ের পিতাকে বললো, আপনি কি আমার সাথে আপনার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছেন? উত্তরে মেয়ের পিতা হ্যাঁ বললো বা বললো দিয়েছি তাহলে কি বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে।
উত্তর : না, বিবাহ সংঘটিত হবে না। তবে যদি মেয়ের পিতার হ্যাঁ বা বিবাহ দিয়েছি কথা বলার পর প্রশ্নকারী "ব্যক্তি কবুল করলাম" কথা বলে, তাহলে বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে।

كما فى الدر المختار: ولو قال رجل لاخر زوجتنى ابنتك فقال الاخر زوجت او قال نعم مجيباله لم يكن نكاحا مالم يقل المجيب بعده قبلت ـ (كتاب النكاح ـ فصل لا يصح النكاح بالفاظ مصحفة جا صـ١٨٧ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৮৭, শামী ২/২৫, কাযীখান ১/৩২১, আলমগীরী ১/২৭১)

বিবাহে কবুলের পরিবর্তে আলহামদু লিল্লাহ বলা

প্রশ্ন : ইজাব করার পরে শুধু আল-হামদুলিল্লাহ বলার দ্বারা বিবাহের কবুল সাব্যস্ত হবে কি না?
উত্তর : হ্যাঁ, আল-হামদুলিল্লাহ বলার দ্বারা কবুল সাব্যস্ত হবে এবং বিবাহ সংগঠিত হবে। তবে এ প্রথাটা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এবং স্পষ্টভাবে আমি কবুল করলাম বলা উচিত তারপর আল-হামদুলিল্লাহ বলা ভালো।

وفی احسن الفتوی : صورت مسئولہ میں ایجاب کے بعد قبلت کے بجائے الحمد اللہ کہنے سے نکاح کا انعقاد ہو جائے گا جبکہ نکاح کرنے کا ارادہ ہو خواہ علاقہ والوں کا عرف ہو یا نہ ہو۔۔۔ ایجاب و قبول دونوں کا تملیک عین کے لئے موضوع ہونا ضروری نہیں بلکہ صرف ایجاب کا ایسا ہونا کافی ہے ورنہ۔ قبلت۔ کہنے سے بھی قبول معتبر نہیں ہونا چاہئے، ولم یقل احد، (ج ۵ ص ۳۷ سعید)

(প্রমাণ : মিশকাত ২/২৬৭, খুলাছা ২/৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৩৭)

যে সকল শব্দ দ্বারা বিবাহ সহীহ হয় না

প্রশ্ন : বাই, ইযারা, ইবাহা, ইহলাল, ওসিয়ত, শব্দ সমূহ দ্বারা কেউ যদি বিবাহ করে বা করায় তাহলে বিবাহ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত শব্দ সমূহের মধ্যে থেকে শুধু "বাই" শব্দ ব্যতিত অন্য কোন শব্দ দ্বারা বিবাহ করলে বা করালে বিবাহ সহীহ হবে না।

كما فى العالمغيرية: ولا ينعقد بلفظ الا جارة فى الصحيح والاعارة والا باحة والاحلال والتمتع والاجازة والرضا ونحوها كذا فى التبيين ـ ولا بلفظ الاقالة والخلع والصلح والبراءة هكذا فى فتاوى قاضيخان ـ (كتاب النكاح جا صـ٢٧٢ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৭২, শামী ৩/১৮, হিদায়া ৩/২১)

ইজাব কবুলের সময় মেয়ের বা পিতার নাম ভুল বলা

প্রশ্ন : যদি বিবাহের মধ্যে ইজাব কবুলের সময় উকিল বা কাজী সাহেব মেয়ের নাম বা পিতার নাম ভুল বলে তাহলে বিবাহ সংঘটিত বা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : উকিল বা কাজী সাহেব বিবাহের সময় মেয়ের নাম বা পিতার নাম ভুল বলা অবস্থায় যদি মেয়ে উক্ত মজলিসে উপস্থিত থাকে এবং মেয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয় অথবা সাক্ষীদের উপস্থিতে নাম ভুল বলা অবস্থায় মেয়ে ও পিতা সাক্ষীদের নিকট পরিচিত হয় এবং সাক্ষীরাও বুঝতে পারে যে এই মেয়ে বা পিতাকে উদ্দেশ্য করা হচ্ছে তাহলে বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। অন্যথায় বিবাহ সহীহ হবে না।

وفى الخانية على هاشم الهندية : وقال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى اذا ذكروا فى النكاح اسم رجل غائب وكنية أبيه ولم يذكرو اسم ابيه ان كان الزوج حاضرا وأشاروا اليه جاز..... وقد ذكرنا عن غيره فى الغائبة

اذا ذكر الزوج اسمها لا غير وهى معروفة عند الشهود وعلم الشهود انه اراد تلك المرأة يجوز النكاح ـ كتاب النكاح ـ جا صـ٣٢٤ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৭, দুররে মুখতার ১/১৮৭, শামী ২/২৬, কাযীখান ১/৩২৪)

শুধু দুজন মহিলা সাক্ষী রেখে বিবাহ করা

প্রশ্ন : শুধু দুইজন মহিলাকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করলে সহীহ হবে কি না?

উত্তর : না শুধু দুইজন মহিলাকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করলে বিবাহ সহীহ হবে না।

كمافى العالمغيرية : ولا ينعقد النكاح بشهادة المرأتين بغير رجل. (كتاب النكاح جا صـ٢٦٨ حقانيه)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৬৮, তাতার খানিয়া ২/২৬২, কাযীখান ১/৩৩১, হিদায়া ২/৩০৬, ফাতহুল কাদীর ৩/১১৩, নাছবুর রায়া ৩/২১২)

নাবালেগ বাচ্চাকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি দুইজন নাবালেগ বাচ্চাকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করে তাহলে তাদের বিবাহ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : বিবাহের সাক্ষী হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো সাক্ষীদ্বয় বালেগ হতে হবে। তাই শুধু দুইজন নাবালেগ বাচ্চাকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করলে বিবাহ সহীহ হবে না।

كما فى العالمغيرية : وشرط فى الشاهد اربعة امور الحرية والعقل والبلوغ والاسلام فلاينعقد بحضرة العبيد ...... ولا بحضرة المجانين والصبيان ـ كتاب النكاح جا صـ٢٦٧ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৬৭, আল বাহরুর রায়েক ৩/৭৭, তাতার খানিয়া ২/২৬২, বাদায়ে ২/৫২৪ কাযীখান ১/৩৩১)

বাবার সামনে একজন সাক্ষী রেখে ছোট মেয়েকে বিবাহ দেয়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি নিজের ছোট মেয়ের ব্যাপারে অন্য কোন ব্যক্তিকে বললো, একে বিবাহ করিয়ে দাও, উকিল ব্যক্তি একজন সাক্ষীর সামনে যদি বিবাহ পড়িয়ে দেয়, তাহলে তা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় পিতা যদি বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে তাহলে বিবাহ সহীহ হবে। অন্যথায় না।

وفى الشامية : (أمر) الاب رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين والحال أن الاب حاضر صح (كتاب النكاح ج٣ صـ٢٤ سعيد)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ৩/৯১, শামী ৩/২৪, হিদায়া ২/৩২৬)

সাক্ষীদের সামনে মেয়ের পরিচয় ছাড়া বিবাহ করা

প্রশ্ন : আমার এক বন্ধু মোবাইলের মাধ্যমে এক মেয়ের বিবাহের উকিল হয়। তারপর সে তার দুই বন্ধুকে সামনে রেখে বলে আমি এক মেয়ের পক্ষ থেকে বিবাহের উকিল হয়েছি। এখন আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করলাম। তারপর কয়েক মাস অতিবাহিত হলো এবং মেয়ের অভিভাবকগণ অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দিলো। এখন জানার বিষয় হলো প্রথম বিবাহ সহীহ হয়েছিলো কি না? যদি প্রথম বিবাহ সহীহ হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় বিবাহের হুকুম কি?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে প্রথম বিবাহ সহীহ হয়নি। কারণ উকিল মেয়ের কোন পরিচয় বিবাহের মজলিসে সাক্ষীদের সামনে উল্লেখ করেনি; সুতরাং প্রথম বিবাহ শুদ্ধ না হওয়ার কারণে দ্বিতীয় বিবাহ শুদ্ধ হয়ে গেছে।

كمافى الخلاصة : وكلت رجلا بأن يزوجها من نفسه فقال الوكيل اشهدوا انى قد تزوجت فلانة من نفسى ان لم يعرف الشهود فلانة لا يجوز النكاح مالم يذكر اسمها واسم ابيها و جدها ـ (ج٢ صـ١٥ باب وكالة ـ مكتبة ـ رشيدية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ৩/১৩৭, খুলাছা ২/১৫, সিরাজিয়্যাহ ১৯৮)

কাফেরের বিবাহ সাক্ষ্য ব্যতিত হওয়া

প্রশ্ন : কোন কাফের ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য ব্যতিত বিবাহ করে তাহলে তাদের বিবাহ বৈধ হবে কি না? এবং বিবাহের পরে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের ঐ বিবাহ বহাল থাকবে কি না?

উত্তর : কোন কাফের সাক্ষ্য ছাড়া বিবাহ করলে বিবাহ বৈধ হবে। এবং ইসলাম গ্রহনের পর ঐ বিবাহ বহাল থাকবে।

وفى فتح القدير : واذا تزوج الكافر بغير شهود او فى عدة كافر وذالك فى دينهم جائز ثم اسلما اقرا عليه ـ (باب نكاح الكافر ج٣ صـ٢٨٣)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৩৪৪, ফাতহুল কাদীর ২/২৮৩, আল বাহরুর রায়েক ৩/২০৭, নাছবুর রায়া ৩/২৭৫)

মিথ্যা অপবাদে শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করা

প্রশ্ন : মিথ্যা অপবাদের কারণে যাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করলে উক্ত বিবাহ সহীহ্ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে।

كما فى العالمغيرية: وكذا ويصح بشهادة المحدودين فى القذف وان لم يتوبا ـ كتاب النكاح ج١ صـ٢٦٧ حقانية

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৬৭, কাযীখান-১/৩২১, বায্যাযিয়া ৪/১১৯, শরহে বেকায়া ২/৯, বাদায়ে ২/৫২৭, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮৯)

ফাসেক, সুদখোর ঘুষখোর ব্যক্তি বিবাহের সাক্ষী হওয়া

প্রশ্ন : ফাসেক, সুদখোর, ঘুষখোর ব্যক্তি বিবাহের সাক্ষী হতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, উল্লিখিত ব্যক্তিগণ বিবাহের সাক্ষী হতে পারবে।

وفى العالمكيرية : ويصح بشهادة الفاسقين والاعميين ـ (كتاب النكاح : ٢٦٧/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৮৬-১৮৭, হিদায়া ১/৩০৬, আলমগীরী ১/২৬৭, তাতার খানিয়া ২/২৬২

হিন্দুর সাক্ষীতে বিবাহের বিধান

প্রশ্ন : দুইজন হিন্দুর উপস্থিতিতে বিবাহ সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : মুসলমানের বিবাহের দুইজন মুসলমান সাক্ষী থাকা শর্ত। অতএব হিন্দু সাক্ষীর মাধ্যমে মুসলমানের বিবাহ সহীহ হবে না।

وفى التاتارخانية: لا يصح نكاح المسلمين بشهادة الكافرين ـ (شرائط النكاح ١/ ٣٣١)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২৬৮, তাতার খানিয়া ২/২৬২, হিদায়া ২/৩০৭, কানযুদ দাকায়েক ৯১

হাসি-ঠাট্টা করে বিবাহ করা

প্রশ্ন : হাসি-ঠাট্টা করে যদি বিবাহ করে তাহলে কি বিবাহ হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি বিবাহের শর্তসমূহ পাওয়া যায় তাহলে হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমেও বিবাহ হয়ে যায়।

كما فى سنن ابى داؤد: عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال ثلث جدهن جد وهزلهن جد النكاح و الطلاق و العتاق ـ (باب فى الطلاق على الهزل ٢٩٨/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/২৯৮, দুররে মুখতার ১/২১৭, শামী ৩/২৪২, বাদায়ে ৩/১৬০

বিদআতী ব্যক্তির সাক্ষীতে বিবাহ

প্রশ্ন : বিদআতী ব্যক্তির সাক্ষ্যতে বিবাহের হুকুম কি?

উত্তর : দুইজন মুসলমান ব্যক্তির সাক্ষীর দ্বারা বিবাহ হয়ে যাবে। যদিও সাক্ষীদাতা বেদআতী হয়।

كما فى الهداية : ولا ينعقد نكاح المسلمين الابحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين اورجل وامراتين عدولا كانوا او غير عدول او محدودين فى القذف ـ ٣٠٦/١)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/৩০৬ দুররে মুখতার ১/১৮৬, তাতার খানিয়া ১/২৬২, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮৭, কানযুদ দাকায়েক ৯৭

বিবাহের সময় কবুল একবার বলা

প্রশ্ন : বিবাহের সময় কতবার কবুল বলতে হয়?

উত্তর : একবার বলার দ্বারা বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। তিনবার কবুল বলার প্রয়োজন নেই।

وفى الهداية : النكاح ينعقد بالايجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضى ـ (كتاب النكاح ٣٠٥/١ غوثية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২৬৭-২৭০, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮১, বাদায়ে ২/৪৮৮, হিদায়া ১/৩০৫

আংটি পরানোর দ্বারা বিবাহ হয় না

প্রশ্ন : ছেলে মেয়েকে আংটি পরানোর দ্বারা বিবাহ হবে কিনা?

উত্তর : আংটি পরানো শুধু বিবাহের একটি ওয়াদা করা মাত্র। এর দ্বারা বিবাহ হয় না। বিবাহের জন্য উভয়ের কবুল জরুরী।

وفى الدرالمختار : وينعقد بايجاب من احد هما وقبول من الاخر ـ كتاب النكاح ـ ١٨٥/١ زكريا

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৩/৮৫, বাদায়ে ২/৪৮৫, দুররে মুখতার-১/১৮৫, মিরকাত-৬/২৭৭, আল ফিকহুল ইসলামী ৭/৪১

চিঠির মাধ্যমে বিবাহ্

প্রশ্ন : চিঠির মাধ্যমে বিবাহ সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : কোন একপক্ষ থেকে চিঠির মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে নিজের উকিল বানালে,

তিনি উকিল হয়ে দুইজন স্বাক্ষীর সামনে উক্ত চিঠি পড়লে এবং অপরপক্ষ তা কবুল করলে বিবাহ সহীহ হবে। অন্যথায় বিবাহ সহীহ হবে না।

كمافى الشامية : قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته ان يكتب اليها يخطبها فاذا بلغها الكتاب احضرت الشهودوقرأته عليهم وقالت زوجت نفسى منه ـ (كتاب النكاح ٣/ ١٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/১২, দুররে মুখতার ১/১৮৫, হিন্দিয়া ১/২৬৯, খানিয়া আলা হামেশিল হিন্দিয়া ১/৩২৬

শুধু চারজন মহিলাকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করা

প্রশ্ন : শুধু চারজন মহিলাকে স্বাক্ষী বানিয়ে বিবাহ করলে বিবাহ সহীহ হবে কি?

উত্তর : না, চারজন মহিলাকে স্বাক্ষী বানিয়ে বিবাহ করলে বিবাহ সহীহ হবে না। বরং দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলাকে স্বাক্ষী বানিয়ে বিবাহ করলে সহীহ হবে।

وفى الهندية: ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين ولا ينعقد بشهادة المرأتين بغير رجل وكذا الخنثيين اذا لم يكن معهما رجل ـ (كتاب النكاح ٢٦٧/١-٦٨)

প্রমাণ ঃ সুরা বাকারা ২৮২, তাতার খানিয়া ২/২৬২, হিন্দিয়া ১/২৬৮, দুররে মুখতার ১/১৮৬

বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য কাজীর রেজিষ্ট্রেশন করা

প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য কাজীর রেজিষ্ট্রেশন করা জরুরী কিনা?

উত্তর : দুইজন বালেগ পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সামনে ছেলে-মেয়ের ইজাব-কবুল বলার দ্বারা বিবাহ বৈধ হয়ে যায়। অতএব শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য কাজীর রেজিষ্ট্রেশন করা জরুরী নয়। তবে ইহা বর্তমানে রাষ্ট্রীয় কানুন, এবং বহু ফেৎনা থেকে বাঁচার মাধ্যম। এজন্য সকল বিবাহে রেজিষ্ট্রেশন করা দরকার।

كما فى الهداية: ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين او رجل وامراتين ـ (كتاب النكاح ٣٠٦/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৩০৬, দুররে মুখতার ১/১৮৫, কুদুরী ১৫৭, শরহে বেকায়া ২/৮

বধির ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি দুইজন বধির পুরুষকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করে তাহলে তার বিবাহ সহীহ হবে কি?

উত্তর : বিবাহের সাক্ষীদ্বয় শ্রবণ শক্তিশীল হওয়া জরুরী। আর বধির যেহেতু তাদের কথা শুনতে পারে না। তাই উক্ত বিবাহ সহীহ হবে না।

كما فى العالمغيرية : وتكلموا فى الا صمين اللذين لا يسمعان والصحيح انه لا ينعقد ـ كتاب النكاح جا صـ٢٦٨ حقانية

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৬৮, বাযযাযিয়া ৪/১১৯, তাতার খানিয়া ২/২৬২, কাযীখান-১/৩৩২)

আল্লাহ ও রাসূলকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করে তাহলে উক্ত বিবাহ সহীহ হবে কি?

উত্তর : না আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করলে বিবাহ সহীহ হয় না।

كمافى العالمغيرية : ومن تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا يجوز النكاح كذا فى التجنيس ـ كتاب النكاح جا صـ٢٦٨ حقانية

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৬৮, বায্যাযিয়া ৪/১১৯, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ ৭/৫৫, শামী ৩/২৭, কাযীখান ১/৩৩৩)

ফেরেস্তাকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি ফেরেস্তাদেরকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করে তাহলে উক্ত বিবাহ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : না, ফেরেস্তাদেরকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করলে বিবাহ সহীহ হবেনা।

وفى الهداية مع فتح القدير: ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين او رجل وامرأتين عدولا كانوا او غير عدول ـ كتاب النكاح جـ٣ صـ١١٠ رشيدية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/৩০৬, দুররে মুখতার ১/১৮৬, ফাতহুল কাদীর ৩/১১০, শামী ৩/২২, নাছবুর রায়া ৩/২১২)

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহ করা

প্রশ্ন : ইন্টার নেটের মাধ্যমে ইজাব কবুল করার দ্বারা বিবাহ হবে কি না?

উত্তর : ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহ পড়ানোর প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যদি এমন হয় যে, স্ক্রীন বা পর্দায় উভয় পক্ষ ও স্বাক্ষীরাসহ একজন অপরজনকে দেখতেছে ও কথা বলতেছে যেভাবে সামনা সামনি কথা বার্তা বলা হয়। আর এই অবস্থায় ইজাব কবুল হয়, তাহলে বিবাহ হবে না। কারণ বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইজাব ও কবুল এক মজলিসে হওয়া শর্ত। তবে যদি ছেলেকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে উকিল বানিয়ে দেয়া হয় এবং সেই উকিল দুইজন সাক্ষীর সামনে ইজাব পুনরায় ব্যক্ত করে কবুল করে নেয়, তাহলে বিবাহ হয়ে যাবে। এবং উল্লেখিত পদ্ধতিতে ছবি দেখা না গেলেও শুধু মোবাইলে কথা বলার দ্বারাও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

وفى بدائع الصنائع : ان يكون الايجاب والقبول فى مجلس واحد حتى لواختلف المجلس لا ينعقد النكاح - (فصل واما شرائط الركن ج۲ ص۔٤٩٠ زكريا)

(প্রমাণ : শামী ৩/১০, বাদায়ে ২/৪৯০, দারুল উলুম ৮/১৯২)

টেলিফোন, মোবাইলে বিবাহ

প্রশ্ন : টেলিফোন অথবা মোবাইলের মাধ্যমে ইজাব ও কবুল সম্পাদনের দ্বারা বিবাহ সংগঠিত হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত পদ্ধতিতে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। তবে টেলিফোন বা মোবাইলের মাধ্যমে ইজাব কবুল সম্পাদনের দ্বারা বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য একটি পদ্ধতি রয়েছে যদি সে ভাবে করা হয়, তাহলে বিবাহ সহীহ হবে, পদ্ধতিটি হল, পাত্র বা পাত্রী টেলিফোন বা মোবাইলের মাধ্যমে কাউকে উকিল বানাবে, তারপর যিনি বিবাহ পড়াবে তিনি একই মজলিসে দুজন সাক্ষীর সামনে বলবেন আমি অমুকের মেয়েকে অমুকের ছেলের সাথে বিবাহ দিলাম, এর পর উকিল বলবে আমি অমুকের (ছেলে বা মেয়ের) পক্ষ থেকে কবুল করলাম, তাহলে বিবাহ সংগঠিত হয়ে যাবে।

وفى البحر الرائق: شرائط الايجاب والقبول فمنها اتحاد المجلس اذا كان الشخصان حاضرين فلو اختلف المجلس لم ينعقد فلو اوجب احدهما فقام الاخر او اشتغل بعمل آخر بطل الايجاب لان شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيرا - باب النكاح ج۳ ص۔۸۳ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : শামী ৩/১৮, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮৩, বাদায়ে ২/৪৯০)

মোবাইলে বিবাহের উকিল বানানো

প্রশ্ন : ক. একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে একজন প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েকে বিবাহ করার ব্যপারে মোবাইলে প্রস্তাব দেয়। তারপর মেয়েটি বলে আমি আমার বিবাহের ব্যাপারে আপনাকে উকিল বানাইলাম। তারপর ছেলেটি উপস্থিত ২জন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেকে বলল (ঐ মেয়েটির নাম ধরে) আমি ঐ মেয়েটিকে বিবাহ করলাম তোমরা সাক্ষী থাক, তারা বলল ঠিক আছে আমরা সাক্ষী থাকলাম। আর ঐ সাক্ষী ২জন ঐ মেয়েটির ব্যপারে শুধু এতটুকু জানে যে ঐ মেয়েটি অমুক ব্যক্তির বোন। প্রশ্ন হলো এই বিবাহ সহীহ হয়েছে কি না?

খ. উল্লেখিত সুরতে উকিল হওয়ার জন্য শুধু মেয়ে কর্তৃক ছেলেকে একাকী বলাই যথেষ্ট নাকি উকিল বানানোর ব্যপারেও কোন সাক্ষীর প্রয়োজন আছে?

গ. এরকম বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষীদের চেনা জানা যথেষ্ট?

উত্তর : ক. উল্লেখিত সুরতে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে।

খ. উকিল হওয়ার জন্য একাকী বলাই যথেষ্ট সাক্ষী রাখার প্রয়োজন নেই। তবে যদি মেয়ে কর্তৃক অস্বীকৃতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে সাক্ষী রাখা যেতে পারে।

গ. বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষীদের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যার দ্বারা মেয়েকে নির্ধারণ করা যায় যে, কোন মেয়েটি।

وفى الفتاوى التاتار خانية: واذا وكلت امراة رجلا ليزوجها ممن شاء وأطلقت له ذلك فزوجها من نفسه يجوز فصار كالوكيل والولى من الجانبين - ج٢ ص-٣٢٢ دار الايمان

(প্রমাণ : শামী ৩/১১, তাতার খানিয়া ২/৩২২, খুলাছাহ২/৩১৯, আল বাহরুর রায়েক ২/১৫)

বোবা ব্যক্তির বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : বিবাহ সংঘঠিত হওয়ার জন্য ايجاب وقبول (প্রস্তাব দেয়া ও গ্রহণ করা) শর্ত, কিন্তু বোবা মানুষ তো ইজাব, কবুল বলতে পারে না এমতাবস্থায় তার বিবাহ কিভাবে হবে?

উত্তর : বোবা মানুষের বিবাহ এমন ইশারা দ্বারা সহীহ হয়ে যাবে, যার দ্বারা ايجاب وقبول (প্রস্তাব দেয়া ও গ্রহণ করা) বুঝা যাবে, এবং শ্রবণকারী ব্যক্তিবর্গ উহার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

كمافى الشامية : (قوله سماع كل) ... ينعقد النكاح من الاخرس اذا كانت له اشارة معلومة (باب النكاح ج٣ ص-٢١ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৩/২১, বাদায়ে ২/৪৮৮, আলমগীরী ১/২৭০, আল মাউসুআতুল ফিকহিইয়্যাহ ৪১/২৪০)

চলন্ত বা আরোহী অবস্থায় বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : ক. পুরুষ ও মহিলা চলার সময় অথবা আরোহী অবস্থায় ইজাব কবুল করলে বিবাহ সহীহ হবে কি না?

খ. কোন মহিলা কোন পুরুষকে বলল যে, আমি আমাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম। তারপর লোকটি বলল আল্লাহর জন্য আমি তোমার কথাকে কবুল করলাম। আর যদি লোকটি ঐ বাক্য না বলে শাবাশ শব্দ বললে বিবাহ সংঘটিত হবে কি না?

উত্তর : ক. উক্ত সুরতে ইজাব কবুল সহীহ হবে না।

খ. উল্লেখিত কথা বলার দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে।

كما فى فتح القدير : فلو عقدا وهما يمشيان او يسيران على الدابة لا يجوز۔ كتاب النكاح ج٣ ص١٠٤ رشيدية)

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ৩/১০৪, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮৩, বায্যাযিয়া ১/১০৯, আলমগীরী ১/২৭২)

তোমার অর্ধেক বিবাহ করলাম বলা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বলে যে, তোমার অর্ধেক বিবাহ করলাম তাহলে বিবাহ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : সহীহ হবে না।

وفى الشامية : ولو اضاف النكاح الى نصف المرأة فيه روايتان والصحيح انه لا يصح ۔ (كتاب النكاح ج٣ ص١٣ سعيد)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৮৬, আলমগীরী ১/২৭০, তাতার খানিয়া ২/৫৪৫, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮৪)

বিবাহে অভিভাবকত্ব ও কুফু

পাত্রীর গুণাবলী কেমন হওয়া উচিৎ

প্রশ্ন : শরীআতের দৃষ্টিতে পাত্রীর গুণাবলি কেমন হওয়া উচিৎ?

উত্তর : এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, নিম্নে তার কিছু বিবরণ দেয়া হলো–

১। মেয়ে দ্বীনদার পরহেযগার হওয়া।
২। উত্তম চরিত্রবান হওয়া।
৩। সতী-স্বাধবী হওয়া।
৪। উত্তম আদব আখলাকের অধিকারীণী হওয়া।
৫। সম্ভ্রান্ত ও দ্বীনদার বংশের হওয়া।
৬। সুন্দরী হওয়া।
৭। মালদার হওয়া, তবে পাত্রের তুলনায় বেশী না হওয়া।
৮। অধিক বাচ্চাদেনেওয়ালা বংশের হওয়া। ইত্যাদি উত্তম গুনে গুণান্বিত হওয়া উচিৎ।

كما فى الحديث الشريف: قال النبى صلى الله عليه وسلم تنكح المراة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. (مشكوة صـ ٢٦٧)

(প্রমাণ : মিশকাত-২/২৬৭, শামী ৩/৯, দুররে মুখতার-১/১৮৫)

বাপ দাদা ব্যতিত নাবালেগকে কুফুবিহীন বিবাহ দেয়া

প্রশ্ন: বাপ দাদা ব্যতিত অন্য কোন ওলী নাবালেগের বিবাহ গায়রে কুফু এর মাঝে করে দেয় তাহলে তার বিবাহ হবে কিনা?

উত্তর: না বিবাহ সংঘটিত হবে না।

كما فى بدائع الصنائع: واما انكاح الاب والجد الصغير والصغيرة فالكفاءة فيه ليست بشرط للزومه عند ابى حنيفة بخلا ف١ انكاح الاخ والعم من غير الكفوء انه لا يجوز بالاجماع لا نه ضرر محض (كتاب النكاح ٣١٨/٢)

প্রমাণ: বাদায়ে ২/৩১৮, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৩৪, হিদায়া ২/৩২১, শরহে বেকায়া ২/২১

কুফু ছাড়া বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : কোন মহিলা যদি কুফু ছাড়া বিবাহ বসে তাহলে বিবাহ সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : কুফু ওয়ালীদের হক্ব। তাই কুফু ছাড়া বিবাহ বসলে যদি ওয়ালি অনুমতি দেয় তাহলে বিবাহ সহীহ হবে, অন্যথায় সহীহ হবে না।

وفى العالمكيرية : واذازوجت نفسها من غير كفؤ و رضى به احد الاولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن مثله او دونه فى الولا ية حق الفسخ و يكون ذلك لمن فوقه ـ (١/ ٢٩٣)

প্রমাণ ঃ সুনানে দারা কুতনী বাহাওলায়ে হিদায়া ২/৩২০, হিদায়া ২/৩২০, আলমগীরী ১/২৯৩, দুররে মুখতার ১/১৭৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/১৩

আলেম ব্যক্তি গাইরে আলেমের কুফু হতে পারে

প্রশ্ন : আলেম ব্যক্তি গায়রে আলেমের কুফু হতে পারে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, হতে পারে।

وفى البحر الرائق : وينبغى ان من له وظيفة تدريس او نظر يكون كفأ لبنت الامير بمصر ـ (باب الكفأة ١٣/٣)

প্রামণ ঃ শামী ৩/৯১, দুররে মুখতার ১/১৯৫, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৩৩, তাতার খানিয়া ২/২১৫

কুফু বলতে যা বুঝায়

প্রশ্ন : কুফু বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : কুফু হল, ছেলে-মেয়ের বিবাহের আগে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ের মাঝে মিল হওয়াকে। যথা : স্বাধীন হওয়া, মুসলমান হওয়া, দ্বীনদার হওয়া, মালদার হওয়া, পেশাদার হওয়া, বংশ হওয়া।

وفى الدر المختار : وتعتبر نسبا وأمافى العجم فتعتبر حرية واسلاما وديانة ومالا وحرفة ـ (باب الا كفاء ١٩٥)

প্রমাণ ঃ ইবনে মাজাহ ১৪১, দুররে মুখতার ১/১৯৫, হিদায়া ২/৩২০-২১, হিন্দিয়া ১/২৯০-৯৩, কুদুরী ১৬০

ওলীর অনুমতি ব্যতিত বিবাহ করা

প্রশ্ন : বর্তমান যামানায় অনেক ছেলে মেয়ে ওলীর অনুমতি ছাড়া তারা কোর্টে অথবা কাজীর দরবারে গিয়ে বিবাহ করে নেয়, যা অধিকাংশ সময় গায়রে কুফুর মধ্যে হয়ে থাকে এবং কিছু কিছু বিবাহের ক্ষেত্রে তো মহর উল্লেখ করা হয় না, তাহলে এই সমস্ত সুরতে বিবাহ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : যদি ছেলে মেয়ে ওলীর অনুমতি ব্যতিত কোর্টে বা কাজীর দরবারে গিয়ে

বিবাহ করে নেয় যদিও বিবাহ গায়রে কুফুতে হয় বা মহর উল্লেখ না করে থাকে তাহলেও বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। এবং মহরে মিছিল আদায় করতে হবে, তবে যদি ছেলে বা মেয়ে যে কোন একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাহলে তার ওলীর জন্য উক্ত বিবাহ ভেঙ্গে দেয়া জায়েয আছে।

وفى التاتارخانية: ولو جاءت الى القاضى يزوجها فان عند ابى حنيفة النكاح بغير اذن الولى جائز سواء كانت ثيبا او بكرا. (باب الولى ج٢ ص۲۸۷ مكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ৩/৫৮, তাতার খানিয়া ২/২৮৭, আলমগীরী ১/২৮৭)

উকিলের মাধ্যমে ছোট মেয়েকে বিবাহ দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে উকিল বানায় নিজের ছোট মেয়ে বিবাহ দেয়ার জন্য তাহলে কি উকিল তার ছোট মেয়ের বিবাহ দিতে পারবে?

উত্তর : হ্যাঁ, বিবাহ দিতে পারবে।

كما فى الهداية : ومن امر رجلا بان يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والاب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النكاح. (كتاب النكاح ج٢ ص۳۰۷ المكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৩০৭, ফাতহুল কাদীর ৩/১১৬, ইনায়াহ ৩/১১৬, আলমগীরী ১/২৬৮, বিনায়া ৫/১৮)

বালেগা মহিলাকে না জানিয়ে বিবাহ দেওয়া

প্রশ্ন : কোন বালেগাহ মহিলাকে তার অভিভাবক তাকে না জানিয়ে বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলে উক্ত বিবাহ জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : এ বিবাহ মহিলার অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। যখন মহিলার নিকট বিবাহের সংবাদ পৌঁছবে তখন যদি চুপ থাকে বা অস্বীকার না করে তাহলে বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে।

وفى الهندية: واذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بالولد لا قل من ستة اشهر منذ تزوجها لم يثبت نسبه... اعترف به الزوج او سكت ـ (باب ثبوت النسب ١/٥٣٦ حقانية)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৫৯, হিদায়া ১/৩১৪, হিন্দিয়া ১/৫৩৬, দূররে মুখতার ১/২৬১

১৮ বছরের মেয়ে ওলীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করা

প্রশ্ন : ১৮ বছরের মেয়ে ওলীর অনুমতি ব্যততি বিবাহ করলে বিবাহ সহীহ হবে কিনা?
উত্তর : হ্যাঁ মেয়ে যদি কুফুর মধ্যে বিবাহ করে নেয়, তাহলে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে।

كمافى الهندية: نفد نكاح حرة مكافة بلا ولى عند ابى حنفية وابى يوسف رحمهما الله تعالى فى ظاهر الرواية ... المرأة اذا زوجت نفسها من غير كفو صح النكاح۔ (باب الولى ٢٨٧/١ حقاية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২৮৭ হিদায়া ২/৩১৩ দুররে মুখতার ১/১৯১ তাতারখানিয়া ২/২৮৭

ভুল কুফুর কথা বলে বিবাহ্ করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি ধোঁকা দিয়ে নিজেকে কুফু প্রকাশ করে কোন মেয়েকে বিবাহ করে, তাহলে এমন বিবাহ বাতিল করতে পারবে কি?
উত্তর : হ্যাঁ, বাতিল করার এখতিয়ার থাকবে।

وفى الدر المختار : ولم يعرف منهما سوء ألا ختيا ر مجانة وفسقا وان عرف لا يصح النكاح اتفاقًا۔ (باب الولى ١٩٢/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৬৬, দূররে মুখতার ১/১৯২

বালেগা মেয়ের কুফু ছাড়া বিবাহ করা

প্রশ্ন : জ্ঞানী বালেগা মেয়ের ওলীদের সন্তুষ্টি ছাড়া কুফু অথবা গায়রে কুফুর মধ্যে নিজেই বিবাহ করা জায়েয কিনা?
উত্তর : কুফুর মধ্যে বিবাহ করা জায়েয আছে। এবং কুফু ছাড়া বিবাহ করা সহীহ নাই।

وفى الدر المختار : وهو اى الولى شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق لا مكلفة فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضى ولى الخ ولادليل فيه قوله عليه الصلوة والسلام الايم احق بنفسها من وليها ۔ رواه مسلم۔ (باب الولى ١٩١/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৫৬, দুররে মুখতার ১/১৯১, হাশিয়ায়ে দুররে মুখতার ১/১৯১

পিতা তার নাবালেগ মেয়েকে বিবাহ দেওয়া

প্রশ্ন : পিতা তার নাবালেগা মেয়েকে বিবাহ দিতে পারবে কিনা, এবং হযরত আয়েশা (রা.) কে কত বছর বয়সে বিবাহ দিয়েছিল?
উত্তর : হ্যাঁ, পিতা তার নাবালেগা মেয়েকে বিবাহ দিতে পারবে। আর হযরত আয়েশা (রা.) এর বিবাহ ছয় বছর বয়সে হয়েছে।

وفى الشامية: وصح إنكاح الاب والجد الصغير والصغيرة ـ (مطلب مهم هل العصبية نزويح ... الخ ٦٨/٣ سعيد)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/৪৫৬, শামী ৩/৬৮, হিদায়া ২/৩১৬, কানয ১০০

ওলী নাবালেগ মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : ওলী বা অভিভাবক নাবালেগ মেয়েকে বিবাহ দিলে বিবাহ্ সহীহ্ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, বিবাহ সহীহ হবে।

وفى الهندية: لولى الصغير والصغيرة ان ينكحهما وان لم يرضيا بذلك سواء كانت بكراو ثيبا ـ (كتاب النكاح ٢٨٥/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২৯৫, আলমগীরী ১/২৯৫, কানযুদ দাকায়েক ১১০, বেনায়া ৫/৯০

বিবাহের ক্ষেত্রে কুফু শুধু পুরুষের পক্ষ থেকে

প্রশ্ন : বিবাহের ক্ষেত্রে কুফু কি উভয় দিক থেকে হতে হবে নাকি শুধু পুরুষের দিক থেকে হতে হবে?

উত্তর : কুফু শুধু পুরুষের পক্ষ থেকেই হতে হবে।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : يرى جمهور الفقهاء ان الكفاءة تطلب للنساء لا للرجال بمعنى ان الكفاءة تعد فى جانب الرجال للنساء ـ من تطلب الكفاءة ٢٣٦/٧)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৯৪, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ৪/৪৭, আল ফিকহুল ইসলামী ৭/২৩৬, হিদায়া ২/৩২০

ওলীর অনুমতিতে বালেগার গায়রে কুফুতে বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : বালেগা মহিলা বাবার অনুমতিতে কুফু ছাড়া বিবাহ বসলে বিবাহের কি হুকুম?

উত্তর : বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে।

وفى الدر المختار: الكفاءة هى حق الولى لا حقها ـ (١٩٤/١)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/৩২০, দুররে মুখতার ১/১৯৪, আলমগীরী ১/২৯৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/১৩

পাগলী মহিলার বিবাহ ওলী ছাড়া হওয়া

প্রশ্ন : পাগলী মহিলার বিবাহ ওলী ছাড়া কি সহীহ হবে?

উত্তর : না, প্রশ্নোল্লিখিত সুরতে পাগলী মহিলার বিবাহ ওলী ছাড়া সহীহ হবে না। কেননা পাগলী ও ছোট মহিলার বিবাহের জন্য ওলী থাকা শর্ত।

كمافى الدر المختار : الولى شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق.. (باب الولى ١٩١/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/২৮৬, দুররে মুখতার ১/১৯১, শামী ৩/৫৫, হিদায়া ১/৩১৪,

নাবালেগের বালেগ হওয়ার পর ইখতিয়ার থাকবে

প্রশ্ন : এক নাবালেগা মেয়েকে তার বাবার ইন্তেকালের পর তার চাচা তাকে বিবাহ দিয়ে পরবর্তীতে ঐ মেয়ে বালেগা হওয়ার কিছু দিন পর সে তার স্বামীর বাড়িতে যেতে অস্বীকার করে এবং বললো আমি এ বিবাহকে মানি না এরপর সে অন্য জায়গায় বিবাহ বসে এবং এ দ্বিতীয় বিবাহের কিছু দিন পর একটি সন্তান জন্ম হয়। এখন জানার বিষয় হল, এ দুটি বিবাহের মধ্যে কোনটি সহীহ এবং যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে তার নসব/বংশ কার সঙ্গে সাব্যস্ত হবে?

উত্তর : কোন মেয়েকে নাবালেগা অবস্থায় পিতা ও দাদা ছাড়া অন্য কেউ বিবাহ দিলে বালেগা হওয়ার পর তার জন্য এ বিবাহ ভাঙ্গার সুযোগ থাকে কিন্তু শর্ত হলো বালেগা হওয়ার পর পরেই ভাঙ্গতে হবে, দেরী করলে বিবাহ ভাঙ্গার আর সুযোগ থাকবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে নাবালেগা মেয়ের বালেগা হওয়ার পর বিবাহ ভাঙ্গার সুযোগ ছিল। কিন্তু যেহেতু বালেগা হওয়ার পরপরেই ভাঙ্গে নাই বরং কয়েকদিন পর ভেঙ্গেছে তাই তার এ বিবাহ ভাঙ্গা সহীহ হয়নি বরং বিবাহ বহাল রয়েছে, কাজেই উক্ত মেয়ের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সহীহ হয়নি বিধায় এ মহিলা প্রথম স্বামীরই স্ত্রী এবং যে সন্তান হয়েছে তাকে প্রথম স্বামীরই সন্তান ধরা হবে এবং তার থেকে বংশধারা সাব্যস্ত হবে।

وفى الهداية: وان زوجهما غير الاب والجد فكل واحد منهما الخيار ... ثم خيار البكر يبطل بالسكوت (باب الاولياء والاكفاء ٣١٧/٢)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ১/২৮৭, দুররে মুখতার ১/১৯২-৯৩, হিদায়া ২/৩১৭

ফুজুলি ব্যক্তির বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : ফুজুলির বিবাহের হুকুম কি?

উত্তর : ফুজুলির বিবাহ অভিবাবকের (অলীর) অনুমতি ওপর মউকুফ থাকে ও অলী ইজাজত দিলে বিবাহ সহীহ হবে।

كمافى العالمكيرية: كل عقد صدر من الفضولى وله قابل يقبل سواء كان ذلك القابل فضو ليا اخر وكيلا او اصيلا انعقد موقوفا (باب السادس ٢٩٩/١)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২৯৯, দুররে মুখতার ১/১৯৬, হিদায়া ২/৩২৩, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৩৭

সুদি লেনদেনকারীর সাথে বিবাহের সম্পর্ক করা

প্রশ্ন : আমার বড় ভাই সুদের ব্যবসার সাথে জড়িত। সে তার ছেলের জন্য আমার মেয়েকে নিতে চায় এবং তাদের যৌথ পরিবার। এখন শরীআতের দৃষ্টিকোন থেকে আমার কি করণীয়?

উত্তর : সুদ এটা গুনাহে কবীরা এর থেকে বেঁচে থাকার হুকুম কুরআন হাদীসে পরিষ্কার ভাবে এসেছে। অতএব পরিবারের সকলের জন্য দায়িত্ব হল বড় ভাইকে এই ধরনের সুদি লেনদেন থেকে বিরত থাকার জন্য ভালো ভাবে তাকিদ দিবে, এতে যদি সে উহা থেকে ফিরে না আসে। তাহলে পরিবারের সবার উচিৎ তার থেকে সব ধরনের লেনদেন থেকে বেঁচে থাকা, তার পরেও যদি বড় ভাই সুদি লেনদেন থেকে ফিরে না আসে এবং ছেলেও যদি তার সাথেই যৌথ পরিবারে থাকে তাহলে বড় ভাইয়ের ছেলের সাথে আপনার মেয়েকে বিবাহ দেয়া ঠিক হবে না।

كما قال الله تبارك وتعالى: و احل الله البيع وحرم الربوا ـ وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحب النار هم فيها خلدون ـ (سورة البقرة صـ٤٨ آيت نمبر ٢٧٥)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-২৭৫, মুসলিম শরীফ ১/২৭, আবু দাউদ ২/৪৭৩, কিফায়া ৫/১৪৭, আল বাহরুর রায়েক ৬/১২৪)

না বালেগ অবস্থায় বিবাহ দেওয়া

প্রশ্ন : নাবালেগ ছেলে মেয়ের বিবাহ দিলে তাদের বিবাহ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ নাবালেগ ছেলে মেয়ের অভিভাবকগণ যদি তাদের বিবাহ দেয় তাহলে তাদের বিবাহ সহীহ হবে।

وفى فتح القدير: قوله ويجوز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما الولى. (جـ٣ صـ١٧٢ الرشيدية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/৩১৬, বিনায়া ৫/৯০, ফাতহুল কাদীর ৩/১৭২, কিফায়া ১/১৭২, ইনায়া ৩/১৭৩)

প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া

প্রশ্ন : প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী মেয়েকে তার অভিভাবকগণ জোরপূর্বক বিবাহ দিতে পারবে কি না?

উত্তর : না, উক্ত মেয়েকে জোরপূর্বক বিবাহ দিতে পারবে না।

كما فى الهداية : ولا يجوز للولى اجبار البكر البالغة على النكاح ـ (باب الاولياء جـ٢ صـ٣١٤ اشرفى بك)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৩১৪, ফাতহুল কাদীর ৩/১৬১, বিনায়া ৫/৮০, কিফায়া ৩/১৬১, ইনায়া ৩/১৬১)

যাদের সাথে বিবাহ বৈধ বা বৈধ নয়

ভাতিজী বা ভাগ্নীর মেয়েকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : আপন মামা তার ভাগ্নীর মেয়েকে এমনিভাবে আপনচাচা তার ভাতিজীর মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে কি না?

উত্তর : না, পারবে না।

وفی تفسیر الجلالین۔ وبنت الاخ وبنت الاخت وتدخل فیهن بنات اولادهن.
(صـ٧٣ المکتبة الاشرفیه)

(প্রমাণ : সূরা নিসা ২৩, জালালাইন ৭৩, দুররে মুখতার ১/১৮৭, শামী ৩/২৮, আলমগীরী ১/২৭৩)

নাত্নীর মেয়েকে নিজের ছেলের সাথে বিবাহের বিধান

প্রশ্ন : আমার বোনকে এক জায়গায় বিবাহ দেওয়ার পর তার ঘরে একটি মেয়ে হয়েছে। সেই মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার পর তার ঘরে একটি মেয়ে হয়েছে। সেই মেয়েকে এক জায়গায় বিবাহ দেওয়ার পর তার ঘরে একটি মেয়ে হয়েছে। এখন আমার জানার বিষয় হল উক্ত মেয়েকে অর্থাৎ আমার পৌতনিকে আমার ছেলে বিবাহ করতে পারবে কি না শরীআত সম্মত এর বিধান কি।

উত্তর : হ্যাঁ আপনার পৌতনিকে আপনার ছেলে বিবাহ করতে পারবে।

کما فی القران الکریم : واحل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم.
(سورة النساء آیة ٢٤)

(প্রমাণ : সূরা নিসা ২৪, আহকামুল কুরআন ১/১৯৯, দুররে মুখতার ১/১৮৭, আলমগীরী ১/২৭৩, ফাতহুল কাদীর ৩/১১৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ৩৬/২১২, বাদায়ে ২/৫৩১)

ইহুদী ও নাসারা মহিলাদেরকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : বর্তমানে ইহুদী ও নাসারা মহিলাদের বিবাহ করা জায়েয কি না?

উত্তর : সাহাবায়ে কেরাম (রা) এর যামানা ছিল ইসলামী যামানা। দ্বীনের ব্যাপারে তখন কেউ অলস বা উদাসীন ছিলেন না। সবার মধ্যেই ইসলামী চেতনা ছিল পূর্ণ মাত্রায়। সেই সোনালী যুগেই হযরত উমর রা. নিজ শাসনামলে ইহুদী ও নাসারা মহিলাদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করতেন। আর বর্তমানে অধিকাংশ ইহুদী নাসারাই নাস্তিকতায় বিশ্বাসী। বর্তমানে তাদের কোন আসমানী কিতাব নেই। কারণ যেটা তাদের কাছে সেটা তো বিকৃত কিতাব। এজন্য শরীআতের চাহিদানুযায়ী বর্তমান যামানায় ইহুদী নাসারা মহিলাদেরকে বিবাহ করা জায়েয হবে না।

وفى البحر الرائق: وفى المحيط يكره تزوج الكتابية الحربية لان الانسان لا يأمن ان يكون بينهما ولد فينشأ على طبائع اهل الحرب ويتخلف باخلاقهم..... والظاهر انها كراهة تنـزيهة (فصل فى المحرمات - رشيدية - ج٣ صـ١٠٣)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৮১, শামী ৩/৪৫, ফাতহুল কাদীর ৩/১০৩, আল বাহরুর রায়েক ৩/১০৩)

স্ত্রীর আপন বোনের নাত্নীকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : স্ত্রী থাকা অবস্থায় স্ত্রীর আপন বোনের নাত্নীকে বিবাহ করা জায়েয আছে কি না?
উত্তর : উল্লেখিত নাতনীকে বিবাহ করা জয়েয নাই।

كما فى العالمغيرية: والاصل ان كل امر أتين لوصورنا احداهما من اى جانب ذكرا لم يجز النكاح بينهما برضاع اونسب لم يجز الجمع بينهما هكذا فى المحيط - (نكاح ج١ صـ٢٧٧ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৭৭, ফাতহুল কাদীর ৩/১৯৫, ইনায়া ৩/১২৫, আল বাহরুর রায়েক ৩/৯৭)

সৎ শাশুড়ীকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : সৎ শাশুড়ীর সাথে পর্দা করতে হবে কি না? এবং শ্বশুর ইনতিকালের পর তাকে বিবাহ করা জায়েয হবে কি না?
উত্তর : সৎ শাশুড়ী গায়রে মাহরামদের অন্তর্ভুক্ত। তাই তার সাথে পর্দা করতে হবে এবং শ্বশুর ইনতিকালের পর তাকে বিবাহ করাও বৈধ।

كمافى التاتار خانية : فالجمع جائز كالجمع بين المرأة وابنة زوج كان لها من قبل - (الفصل فى بيان ما يجوز من الانكحة دارالايمان ج٢ صـ٢٧٥)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ২/২৭৫, শামী ৩/৩৯, ফাতহুল কাদীর ৩/১২৬, আল বাহরুর রায়েক ৩/৯৮)

দাদা বা নানার ভাই বোন মাহরামের অন্তর্ভূক্ত

প্রশ্ন: আমি আমার দাদীর বোন, দাদার বোন, নানীর বোন, নানার বোনকে বিবাহ করতে পারবো কিনা; এবং আমার আপন বোন আমার দাদার আপন ভাই, দাদীর আপন ভাই, নানার আপন ভাই, নানীর আপন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে কি না?
উত্তর: না ,উল্লেখিত সুরতে আপনার জন্য তাদেরকে বিবাহ করা জায়েয নাই; বরং তাদেরকে বিবাহ করা আপনার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে হারাম এবং আপনার বোনের জন্য তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা বৈধ, কারণ তারা মাহরাম আর মাহরামের সাথে পর্দা করতে হয় না।

كما فى القران الكريم:حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ الخ (سورة النساء ۲۳)

প্রমাণ: সূরা নিসা ২৩ আহকামুল কোরআন ২/১৭৭ শামী: ৩/৩০-হিন্দিয়া ১/২৭৩ তাতার খানিয়া ২/২৬৭ মাওসুআ ৩৬/২১২

সৎমায়ের বোনকে বিবাহ করা

প্রশ্ন: সৎমায়ের বোনকে বিবাহ করা যাবে কিনা?

উত্তর: হ্যাঁ, সৎমায়ের বোনকে বিবাহ করা যাবে। যদি তাদের মাঝে অন্য কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকে, যার কারণে বিবাহ জায়েয নেই।

وفى الدر المختار: اسباب التحريم انواع قرابة مصا هرة رضاع جمع ملك شرك ادخال امة على حرة فهى سبعة ذكرها المصنف بهذ الترتيب وبقى التطليق ثلثا وتعلق حق الغير بنكاح اوعدة ذكرهما فى الرجعة - (فصل فى المحرمات ١/ ١٨٧ زكريا)

প্রমাণ: সূরা নিসা ২৩, দুররে মুখতার ১/১৮৭, হিদায়া ২/৩০৭, হিন্দিয়া ১/২৭৩,

দাদীর দুধ পান করে ফুফাত বোনকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : যেই সন্তান তার দাদীর দুধ পান করেছে সে তার ফুফাত বোনকে বিবাহ করতে পারবে কিনা?

উত্তর : দাদির দুধ পান করার কারণে ফুফাত বোন তার জন্য দুধ ভাগনী হয়ে গেছে। আর আপন ভাগনীকে যেভাবে বিবাহ করা যায় না। সেভাবে দুধ ভাগনীকেও বিবাহ করা যায় না।

وفى البخارى : ان عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى اله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل... فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة - (كتاب النكاح ٢/٧٦٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ২৩, বুখারী ২/৭৬৪, দূররে মুখতার ১/২১২, শামী ৩/২২৩, হিদায়া ২/৩৫১

ব্যভিচারিনীকে বিবাহ করার বিধান

প্রশ্ন : ব্যভিচারিনী মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ হবে কিনা?

উত্তর : শরীয়তে দ্বীনদার মহিলাকে বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি উল্লিখিত মহিলাকে বিবাহ করে, তা জায়েয আছে।

وفى الهداية : فان تزوج الحبلى من زنى جاز النكاح ولا يطائها حتى تضع حملها - (كتاب النكاح ٢/٣١٢)

প্রমাণ ঃ সিরাজিয়া-১৯৯, হিদায়া ২/৩১২, ফাতহুল কাদীর ৩/১৪৫, হাশিয়ায়ে কানয ৯৯

পিতার যিনাকৃত মহিলার সাথে ছেলের বিবাহ সহীহ নয়

প্রশ্ন : পিতা এক মহিলার সাথে যিনা করেছে এখন ছেলে ঐ মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, বিবাহ করতে পারবে না।

وفی الهداية : ومن زنی بامرأة حرمت عليه امها وبنتها.... الی كل واحد منهما فيصير اصولها وفروعها كاصوله وفروعه وكذلك علی العكس ۔ (باب المحرمات ۲/۳۰۹ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২৭৪, হিদায়া ২/৩০৯, ফাতহুল কাদীর ৩/১২৬, তাতার খানিয়া ২/২৬৮

জ্বীনের সাথে বিবাহ

প্রশ্ন : জ্বীনের সাথে বিবাহ জায়েয কিনা?

উত্তর : না, জায়েয নেই।

وفی الدرالمختار: عقد يفيد ملك المتعة ای حل استمتاع الرجل من امراة فخرج الذكر والجنية و انسان الماء ۔ (كتاب النكاح ۱/ ۱۸۵) زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৩, বাদায়ে ২/৫০৩, দুররে মুখতার ১/১৮৫, শামী ৩/৫, ফাতহুল কাদীর ৩/১৮৫

বোনের স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীর মেয়েকে বিবাহ করার বিধান

প্রশ্ন : বোনের স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীর মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, বিবাহ করা জায়েয আছে। কেননা, ঐ মেয়ের সাথে তার হুরমাত ছাবেত হওয়ার কোন কারণ নেই।

كمافی القران الكريم ۔ قال الله تعالی حرمت عليكم امهتكم وبنتكم واخواتكم ... واحل لكم ما وراء ذلكم الخ ۔ (سورة النساء ۲۳-۲٤)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ২৩, বাদায়ে ২/৫২৯, হিদায়া ২/৩০৭

আপন খালাতো বোনকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : আপন খালাতো বোনকে বিবাহ করা যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, বিবাহ করা যাবে কেননা, খালাতো বোন মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

وفی فتح القدير: وتحل بنات العمات والاعمام والخالات والاخوال (فصل فی المحرمات ۳/۱۱۷ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা–২৪, রুহুল মাআনী ৩/৪, ফাতহুল কাদীর ৩/১১৭

চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : আমার আপন চাচার মেয়ের মেয়েকে বা আমার বাপের চাচাতো ভাইয়ের মেয়ের মেয়েকে আমি বিবাহ করতে পারবো কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, আপনি বিবাহ করতে পারবেন। কেননা সে আপনার জন্য মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

كمافى الشامية: وتحل بنات العمات والاعمام (فصل فى المحرمات ٣/٢٨)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/২৮, বাদায়ে ২/৫৩১, বিনায়া ৫/২২

সৎ ভাইয়ের নাতনীকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : আমার আব্বা দুইটা বিবাহ করে। ১ম স্ত্রীর গর্ভ থেকে আমি হই, আমার মেয়ের মেয়ে অর্থাৎ আমার নাতনীকে আমার আব্বার ২য় স্ত্রীর গর্ভ থেকে আমার ভাইয়ের সাথে বিবাহ দেওয়া বৈধ হবে কিনা? শরীয়তের আলোকে দলীল প্রমাণ সহকারে জানতে চাই।

বিঃ দ্রঃ আমার সৎ ভাই এবং আমার নাতনী পরস্পরে মামাতো ফুফাতো ভাইবোন, আমার ভাই হলো আমার নাতনীর জন্য ফুফাতো ভাই। কোর্টের মাধ্যমে তাদের বিবাহ হয়েছে। এখন তাদের বিবাহের হুকুম কি?

উত্তর : ইসলামের বিধান মতে তিন প্রকারের ভাই, আপন ভাই, বৈমাত্রিয় (বাপ শরীক) ভাই ও বৈপিত্রিয় (মাশরিক) ভাইয়ের সন্তান এবং সন্তানের সন্তানদেরকে বিবাহ করা হারাম। তাই প্রশ্নে বর্ণিত আপনার সৎ ভাইয়ের জন্য আপনার নাতনীকে বিবাহ করা হারাম। কারণ তার সাথে আপনার নাতিনের সম্পর্ক হলো বৈমাত্রিয় (বাপ শরীক) ভাইয়ের সন্তানের সন্তান। সুতরাং তাদের মাঝে যে বিবাহ হয়েছে উহা বাতিল অর্থাৎ বিবাহ সহীহ হয়নি কাজেই অতিদ্রুত তাদের মাঝে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা ফরজ। এবং তাদের এ ধরনের ইসলাম বিরোধী কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট তাওবা করা অত্যন্ত জরুরী।

كما فى القراة الكريم : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ (سورة الساء ٢٣)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ২৩, জালালাইন ৭৩, আলমগীরী ১/২৭৩, বাদায়ে ২/৫৩০, বিনায়া ৫/২১, নসবুর রায়াহ ৩/২১৪

বিয়ের পর পিতা মাতাকে ছেড়ে আলাদা বাসায় থাকা

প্রশ্ন : বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর জন্য পিতা-মাতাকে ছেড়ে আলাদা বাসায় থাকার হুকুম কি? স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে আমরা পৃথক বাসায় থাকবো। শ্বশুর শাশুড়ির সাথে থাকবো না। তাহলে স্বামীর জন্য স্ত্রীর এই দাবি পূরণ করার শরয়ী বিধান কি?

উত্তর : স্ত্রী কর্তৃক শ্বশুর-শাশুড়ির থেকে ভিন্ন হয়ে আলাদা ঘরে থাকার অধিকার রয়েছে। অতএব সে স্বামীর কাছে এই অধিকার দাবি করলে স্বামীর জন্য তা পূরণ করা ওয়াজিব। বিশেষ করে যখন একসাথে থাকলে স্ত্রীর উপর জুলুম-অত্যাচার কিংবা ফেতনার আশংকা থাকে। তবে স্ত্রী স্বেচ্ছায় শ্বশুর শাশুড়ির সাথে থাকতে চাইলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। উল্লেখ্য ছেলে বাবা-মার সাথে থাকুক বা ভিন্ন বাসায় সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার খেদমত করা তার উপর আবশ্যক।

وفى البحر الرائق : (قوله والسكنى فى بيت خال عن اهله واهلها) اى تجب السكنى فى بيت اى الاسكان للزوجة على زوجها لان السكن من كفايتها فتجب لها كالنفقة ـ (باب النفقة ٤/١٩٣)

প্রমাণ ঃ সূরা লুকমান ১৫, হিদায়া ১/৪৪১, আল বাহরুর রায়েক ৪/১৯৩

ইংগেজমেন্ট হলে বিবাহ হয় না

প্রশ্ন : কোন মেয়ে ইংগেজমেন্ট হয়েছে, এমতাবস্থায় অন্যত্র বিবাহ করে নিয়েছে। এখন জানার বিষয় হল, এই বিবাহ সহীহ হয়েছে কিনা?

উত্তর : যেহেতু ইংগেজমেন্ট এর দ্বারা বিবাহ হয় না। বরং এটা একটা অঙ্গীকার। সুতরাং উক্ত বিবাহ সহীহ হয়েছে। তবে অঙ্গীকার ভঙ্গের গুনাহ হবে।

كمافى الشامية : (قوله اذا لم ينو الاستقبال)... قال فى شرح الطحاوى: لوقال هل اعطيتنيها فقال أعطيت إن كان المجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فنكاح ـ (مطلب كثيراما يتساهل.... الخ ٣/١١ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/১১, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮৩, দুররে মুখতার ১/১৮৩, তাতারখানিয়া ২/২৪৩

পরস্পর সম্পর্ক রেখে একে অপরকে স্বামী-স্ত্রী বলা

প্রশ্ন : কোন ছেলে মেয়ে যারা পরস্পর সম্পর্ক রাখে। একে অপরকে স্বামী-স্ত্রী বলে সম্বোধন করলে বিবাহ হবে কি?

উত্তর : না, উল্লিখিত কথার দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। কারণ বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য ইজাব কবুল শর্ত। যা পাওয়া যায়নি।

وفى البحر الرائق : فلو قال بحضرة الشهود هى امراتى وانا زوجها وقالت هو زوجى وانا امرأته لم ينعقد النكاح ـ (كتاب النكاح ٣/٨٤ رشيدية)

প্রমাণ ঃ তাতারখানয়া ২/২৪৯, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/৪, সিরাজিয়্যা ১৯২

পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : পালক পুত্রের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করার হুকুম কী?

উত্তর : জায়েয আছে।

وفى الهداية: ولا بامرأة ابنه وبنى اولا ده لقوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وذكر الاصلاب لاسقاط اعتبار التبنى ـ (فصل فى المحرمات ۳۰۸/۲ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা আহযাব ৩৭, আহকামুল কুরআন ৩/৫৩০, হিদায়া ২/৩০৮, বাদায়ে ২/৫৩৫

কাদিয়ানী ধর্ম গ্রহণ করলে বিবাহ

প্রশ্ন : যদি কোন মহিলা কাদিয়ানি ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তার বিবাহের বিধান কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা কাদিয়ানিরা অমুসলিম। আর মুসলিম এবং অমুসিলমদের পারস্পরিক বিবাহ সহীহ নেই।

وفى العالمكيرية: ارتد احد الزوجين عن الاسلام وقعت الفرقة بغير طلاق فى الحال قبل الدخول وبعده ـ (باب فى نكاح الكافر ۳۳۹/۱ حقانية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/২১০, কানযুদ দাকায়েক ১১০, হিদায়া ২/৩৪৫, আলমগীরী ১/৩৩৯

শালীর সাথে সঙ্গমপূর্ব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে তার মেয়ের সাথে নিজের ছেলের বিবাহ দেওয়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি নিজ বালেগা শালীর সঙ্গে খাহেশাতের সাথে চুমু .... ইত্যাদি সঙ্গমপূর্ব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির ছেলের সাথে ও তার সেই শালীর মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধন শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, বিবাহ সহীহ আছে।

كما فى الشامية : ويحل لاصول الزانى وفروعه اصول المزنى بها وفروعها (فصل فى المحرمات ج۳ صـ۳۲ سعيد)

(প্রমাণ : শামী-৩/৩২, আহসানুল ফাতাওয়া-৫/৭৪, ইমদাদুল আহকাম-২/২৪৬)

যে মহিলার সাথে যিনা করা হয়েছে তার মাকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে যিনা করে তাহলে উক্ত মহিলার মাকে বিবাহ করতে পারবে কি না?

উত্তর : পারবে না।

وفى العالمغيرية : فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وان علت وابنتها وان سفلت ـ (كتاب النكاح : جا صـ٢٧٤ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৭৪, দুররে মুখতার ১/১৮৮, হিদায়া ২/৩০৯, শরহে বেকায়া ২/১১)

যিনাকারী পুরুষের সাথে মেয়ের বিবাহ

প্রশ্ন : এক মহিলার স্বামী বিদেশ থাকে ঐ মহিলার সাথে এক যুবকের খারাপ সম্পর্ক হয় এবং তাদের সাথে যিনাও হয়েছে এর পর স্বামী বিদেশ থেকে বাড়িতে আসলে ঐ যুবকের সাথে কন্যাকে বিবাহ দেয়া হয় এখন এদের বিবাহের হুকুম কি?

উত্তর : উক্ত বিবাহ সহীহ হয় নাই তাই ঐ যুবকের জন্য জরুরী হলো ঐ মেয়ের থেকে চিরদিনের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া।

كما فى العالمغيرية: فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وان علت وابنتها وان سفلت ـ (النكاح جا صـ٣٧٤ زكريا)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/৩৭৪, কাযীখান ১/৩২০, কিফায়া ৩/১২৭, ফাতহুল কাদীর ৩/১৭৬, হিদায়া ৩/১২৬

নিজের ছেলের সাথে স্ত্রীর পূর্বের মেয়েকে বিবাহ দেওয়া

প্রশ্ন : একজন মহিলা এক মেয়েসহ অন্য এক পুরুষের সাথে বিবাহ বসল, যার সাথে বিবাহ হল তার আগের স্ত্রীর এক ছেলে আছে। এখন ঐ ছেলের সাথে মেয়েটির বিবাহ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, ঐ ছেলের সাথে ঐ মেয়ের বিবাহ সহীহ হবে।

وفى فتح القدير: جاز التزويج بام زوجة الابن .....وجاز للابن التزوج بام زوجة الاب و بنتها ـ (فصل فى بيان المحرمات رشيدية جـ٣ صـ١٢٠)

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ৩/১২০, আল বাহরুর রায়েক ৩/৯৪, আলমগীরী ১/২৭৭)

কোন মহিলার সাথে যিনার পর তার মেয়েকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : যদি কোন মুসলমান কাফেরা বা জিম্মী বা নাসারা মহিলার সাথে যিনা করে এর পরে ঐ মহিলা যদি মুসলমান হয় তবে কি ঐ মহিলার মেয়েকে তার জন্য বিবাহ জায়েয হবে?

উত্তর : না, তার জন্য ঐ মহিলার মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয হবে না।

وفى الهداية : ومن زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها ـ (فصل فى بيان المحرمات اشرفية جـ٢ صـ٣٠٩)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৩০৯, আলমগীরী ১/২৭৪, শামী ৩/৩০)

অবৈধ প্রেমের পর বিবাহ করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার আপন খালাত বোন এর সাথে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে বিগত দুই বৎসরের অধিক সময় যাবৎ সে ঐ মেয়ের সাথে আংশিক দৈহিক সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। আল্লাহর কালাম ছুঁয়ে তারা একে অপরকে বিবাহ করার ওয়াদায় আবদ্ধ। আত্মীয়তা তথা রক্তীয় সম্পর্কের জন্য তাদের উভয়ের বাবা মা তাদের বিবাহের বিষয়টি মেনে নিতে অস্বীকার জানায়। কিন্তু তারা একজন অপরজনকে ছাড়া বিয়ে করবে এটা কল্পনা করতে পারে না। ছেলের বাবা এলাকার ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। সম্পর্ক স্থাপনের সূচনালগ্নে ছেলেটির ঈমান আমলের অবস্থা ছিল আল্লাহর প্রকাশ্য বিরোধীদের কাতারে। সে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বর্তমানে সে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের বদৌলতে সব বাজে কাজ (গাজা, হেরোইন, রাজনীতি, ফেন্সিডিল) থেকে আল্লাহর অশেষ কৃপায় ধর্মে ফিরে আসার বা সঠিক পথে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। বর্তমানে তার প্রধান সমস্যা ঐ অবৈধ সম্পর্কটা। এমতাবস্থায় সে বাবা মায়ের অবাধ্য হয়ে আল্লাহর ঐ বান্দী (খালাতো বোন) এর সঙ্গে ওয়াদা রক্ষার্থে তাকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করবে নাকি তার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করবে।

উত্তর : শরীআতের আলোকে বেগানা কোন মেয়েকে ভালবাসা বা সম্পর্ক গড়া অবৈধ ও হারাম। এর মাধ্যমে বেগানা নারী পুরুষের পারস্পারিক দেখা সাক্ষাতসহ যা ঘটে থাকে সবই হারাম, এমনকি একে অপরকে মনে মনে কল্পনা করে মনে তৃপ্তি অনুভব করে। এতে অন্তরের যিনা হয় যা শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম।

অতিতে তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক বা কথা বার্তা যা কিছু হয়েছে সম্পূর্ণ হারাম হয়েছে যা শরীআতের দৃষ্টিতে এক প্রকারের যিনার অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। এখন তার কর্তব্য ঐ মহিলা হতে অঙ্গ প্রতঙ্গে এবং অন্তরে সর্বদিক দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। এবং দুরাকাআত তওবার নামায পড়ে আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চেয়ে নিবে। আর বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই বিবাহের মাধ্যমেই মানুষ একজন অপরজনকে সারা জীবনের সাথী বানায়, এবং দুটি পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্টতা সৃষ্টি হয়। কাজেই এ বিষয়ে পিতা মাতাকে অসন্তুষ্ট করে কদম বাড়াবে না। কারণ পিতা মাতাই সর্বাপেক্ষা আপনজন সুতরাং পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট রেখে দ্বীনদারীর ভিত্তিতে কোন মহিলাকে বিবাহ করা কর্তব্য। এতেই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহু তাআলা। আর যদি একান্তভাবেই ঐ মহিলাকে ছেড়ে বিবাহ করা সম্ভব না হয় তাহলে পিতা মাতাকে বুঝিয়ে ঐ মহিলাকে বিবাহ করতে কোন দোষ নাই। এবং এরূপ ক্ষেত্রে পিতা মাতারও কর্তব্য যখন সম্পর্ক হয়ে গেছে তখন তাদের ভবিষ্যত জীবনে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিবাহে সম্মতি দিয়ে দেওয়া। খালাত বোনকে বিবাহ করা শরীআতে জায়েয আছে।

وفى الدر المختار : وهو اى الولى شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق لا مكلفة فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولى (جا صـ١٩١ زكريا)

(প্রমাণ : সূরা লোকমান ১৫, মুসনাদে আহমদ ৫/৩১৬, মুসলিম শরীফ ২/৩৩৬, মিশকাত শরীফ ২/২৬৯, দুররে মুখতার ১/১৯১, আলমগীরী ১/২৮৭, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৩/২১৯, ফাতাওয়ে রহীমিয়া ৫/২৫৭, দারুল উলূম ৮/৮৯)

কামভাবের সাথে কোন মহিলার লজ্জাস্থান দেখার হুকুম

প্রশ্ন : কেউ যদি কোন মহিলাকে স্পর্শ করা ব্যতিত কামভাবের সাথে তার লজ্জাস্থানের ভিতর অথবা লজ্জাস্থানের বাহির দেখে এবং দেখার সাথে সাথে বীর্জপাত হয় তাহলে কি চিরদিনের জন্য হারাম সাব্যস্ত হবে?

উত্তর : হ্যাঁ লজ্জাস্থানের ভিতরের অংশ দেখলে আজীবনের জন্য হারাম সাব্যস্ত হবে তবে শর্ত হলো দেখার সাথে সাথে বীর্জপাত না হওয়া। আর যদি দেখার সাথে সাথে বীর্জপাত হয় তাহলে আজীবনের জন্য হারাম সাব্যস্ত হবে না।

وفى العالمغيرية : والمعتبر النظر الى الفرج الداخل.... ووجود الشهوة من احدهما يكفى وشرطه ان لا ينـزل حتى لو انـزل عند المس والنظر لم يثبت به حرمة المصاهرة ـ (المحرمة الصهرية حقانية . جا صـ٢٧٥.٢٧٤)

(প্রমাণ : শামী ৩/৩৩, আলমগীরী ১/২৭৫, খানিয়া ১/৩৬২, ফাতহুল কাদীর ৩/১৩১)

কুপ্রবৃত্তি ছাড়া কোন পুরুষ মহিলাকে স্পর্শ করলে তার হুকুম

প্রশ্ন : আমার খালাত বোন হালীমাকে অন্য এক জায়গায় বিবাহ দেওয়ার ৯,১০ দিন পর সে অসুস্থ হয়ে পরে এমতাবস্থায় আমার খালাত বোনের স্বামীর উপস্থিতিতে তার শ্বশুর তাকে মাথায় হাত দিয়ে আদর করে ও চুমা দেয় উল্লেখ থাকে যে উক্ত মেয়ের শ্বশুর বলতেছেন তার কোন প্রকার কুপ্রবৃত্তি ছিল না। কুরআন হাদীসের আলোকে এর বিধান কি?

উত্তর : কুপ্রবৃত্তি ছাড়া কোন, পুরুষ কোন মহিলাকে স্পর্শ করলে হারাম হয় না। অতএব প্রশ্নে উল্লেখিত বর্ণনা সত্য হলে হালিমা তার স্বামীর সাথে সংসার করতে পারবে কোন অসুবিধা নেই।

كما فى الموسوعة الفقهية : التقبيل إذا لم يكن بشهوة لا يؤثر فى حرمة المصاهرة ـ (اثرالتقبيل فى حرمة المصاهرة جـ١٣ صـ١٣٨ وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ১৩/১৩৮, দুররে মুখতার ১/১৮৮, শামী ৩/৩৬, আল বাহরুর রায়েক ৩/১০০, আলমগীরী ১/২৭৬)

খালা ভাগিনী বা ফুফু ভাতিজীকে এক সংসারে রাখা

প্রশ্ন : এক লোক দুই বিবাহ করেছে, তার প্রথম স্ত্রীর থেকে যে নাতনী হয়েছে তার স্বামী কি ঐ লোকটির অপর স্ত্রীর মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত সুরতে মহিলা দুজনের সম্পর্ক হল খালা ভাগিনী অথবা ফুফু ভাতিজী। আর শরীআতের উসূল হল, এমন দু'মহিলাকে একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে পারবে না, যাদের এক মহিলাকে পুরুষ সাব্যস্ত করলে অপর মহিলা তার জন্য হারাম হয়। তাই এই মূলনীতির আলোকে উক্ত বিবাহ জায়েয নাই। তবে এক জনের মৃত্যু হলে বা তালাক দিলে তার ইদ্দতের পর অপর মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে।

كما فى الحديث الشريف: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة اخيها ولا على ابنة اختها۔ (رواه الترمذى۔ باب ماجاء لاتنكح المرأة على عمتها اشرفية جا صـ٢١٤)

(প্রমাণ : তিরমিযী ১/২১৪, আল বাহরুর রায়েক ৩/৯৫, শামী ৩/৩৮)

ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা জায়েয

প্রশ্ন : ইহরাম অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : জায়েয আছে। তবে ইহরাম থেকে পাক হওয়ার আগ পর্যন্ত সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে।

وفى الصحيح لمسلم عن ابن عباس رضـ قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم (جا صـ٤٥٤ اشرفية)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ১/৪৫৪, দুররে মুখতার ১/১৮৯, তাতার খানিয়া ২/২৮০, হিদায়া ২/৩১০)

গর্ভবতী মহিলাকে বিবাহ করা

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে এমন অবস্থায় বিয়ে করে যে, সে অপকর্মের দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে, তাহলে তাদের বিবাহ কি সহীহ হবে?

উত্তর : হ্যাঁ উল্লেখিত সুরতে তাদের বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। তবে ঐ মহিলার গর্ভপাত হওয়ার আগে তার সাথে সহবাস করা যাবে না।

كما فى الهداية: وان تزوج حبلى من زناء جاز النكاح ولا يطأها حتى تضع حملها (ج٢ صـ٣١٢ الا شرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৩১২, বিনায়া ৫/৫৭, ফাতহুল কাদীর ৩/১৪৫, কিফায়াহ ৩/১৪৫)

মহর

মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ

প্রশ্ন : শরীআত অনুযায়ী সর্বনিম্ন মহরের পরিমাণ কি?

উত্তর : শরীআত অনুযায়ী সর্বনিম্ন মহরের পরিমাণ হলো দশ দেরহাম তথা ২ভরি ৫৮ রত্তি রূপা যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৪০০ টাকা ভরি হিসাবে ৩৬৪৫ টাকা ৮৩ পয়সা।

وفى العالمغيرية: اقل المهر عشرة دراهم مضروبة او غير مضروبة حتى يجوز وزن عشرة تبرا وان كانت قيمته اقل كذا فى التبيين ـ (الباب السابع فى المهر جا صـ۳۰۲ حقانية)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ৩৯/১৬১, আল বাহরুর রায়েক ৩/২৯১, আলমগীরী ১/৩০২, হিদায়া ২/৩৫৬)

মহরে ফাতেমীর পরিমাণ

প্রশ্ন : মহরে ফাতেমীর পরিমাণ কি?

উত্তর : মহরে ফাতেমীর পরিমাণ পাঁচশত দিরহাম অর্থাৎ ১৩১ তোলা ৪মাশা রূপা বা তার সমপরিমাণ বাজার মূল্য, যখন সে আদায় করবে।

وفى الحديث الشريف: عن سلمة بن عبد الرحمن قالت سئلت عائشة رض كم كان صداق النبى صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتئ عشرة اوقية ونش قالت اتدرى ماالنش قال قلت لا قالت نصف اوقية فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم (مسلم جا صـ۴۵۸)

প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ১/৪৫৮, আবু দাউদ ১/২৮৭, মিশকাত শরীফ-২/২৭৭, শরহে নববী ১/৪৫৮

মহর ক্ষমা করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাক্ষী আবশ্যক নয়

প্রশ্ন : কোন এক মহিলা তার স্বামীকে সমস্ত মহর ক্ষমা করে দিয়েছে কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সাক্ষী নির্ধারণ করা হয় নাই। তাহলে এই ক্ষমা ধর্তব্য হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ উল্লেখিত সুরতে মহিলার ক্ষমা ধর্তব্য হবে। কেননা মহর ক্ষমা করে দেয়ার ক্ষেত্রে সাক্ষী আবশ্যক নয়।

وفى العالمغيرية: وان حطت عن مهرها صح الحط ولا بد فى صحة حطها من الرضاء ـ (فصل فى المهر جا صـ٣١٣ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ৩/১৫০, আলমগীরী ১/৩১৩, শামী ৩/১১৩, হিদায়া ২/৩২৫)

মহর উল্লেখ করা ছাড়া বিবাহ করা

প্রশ্ন : ইজাব ও কবুলের সময় যদি মহর উল্লেখ করা না হয় তাহলে বিবাহ সহীহ হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

وفى الهداية: ويصح النكاح وان لم يسم فيه مهرا ... و تزوجها على ان لا مهرلها فلها مهر مثلها ـ كتاب النكاح جا صـ٣٢٣ اشرفية

(প্রমাণ : শামী ৩/১০৮, দুররে মুখতার ১/১৯৮, হিদায়া ১/৩২৩, ফাতহুল কাদীর ৩/২১০, নাছবুর রায়াহ ৩/২৫৫)

টাকার পরিবর্তে জমি দ্বারা মোহর আদায় করা

প্রশ্ন: ১.০০০০০ (একলাখ) টাকা মোহর ধার্য করে একলাখ টাকা পরিমাণের জমি দিলে মোহর আদায় হবে কিনা?

উত্তর: হ্যাঁ, মোহর আদায় হয়ে যাবে।

كما فى العالمكيرية: المهر انما يصح بكل ما هو مال متقوم (باب فى المهر١١/٣٠٦ حقانية)

প্রমাণ: আলমগীরী ১/৩০৬, তাতার খানিয়া ২/৩৩২, সিরাজিয়া ২০১, হিদায়া ২/৩২০, শামী ৩/১০২

হিজড়া প্রমাণিত হলে স্বামী আদায়কৃত মোহর ফেরত পাবে

প্রশ্ন: মোহর আদায় করার পর স্ত্রী যদি যদি হিজড়া প্রমাণিত হয় তাহলে স্বামী মোহর ফেরত পাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, উল্লেখিত সুরতে হিজড়ার সাথে বিবাহ সহীহ না হওয়ার কারণে মোহরানার টাকা ফেরত পাবে।

وفى الشامية : قوله فخرج الذكر والخنثى المشكل أى ان ايراد العقد عليهما لايفيد ملك استمتاع الرجل بهما لعدم محليتهما له (كتاب النكاح ٤/٣٣ سعيد)

প্রমাণ: দুররে মুখতার ১/১৮৫, শামী ৩/৪, আল ফিকহুল ইসলামি ৪/৯, হাশিয়ায়ে শরহে বেকায়া ২/৪

অধিক মোহর ধার্য করা

প্রশ্নঃ (১) সামর্থ্যের অধিক মোহর ধার্য করলে বা পিতা-মাতা ছেলের অজান্তে অধিক মোহর ধার্য করলে তার কি হুকুম?

(২) মোহরানা ধার্য হয়ে বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে মোহরানা কমাতে পারবে কি না?

উত্তরঃ (১) সামর্থ্যের অধিক মোহর ধার্য করলে বা পিতা-মাতা কর্তৃক অধিক মোহর ধার্য করে বিয়ের সময় তা উল্লেখ করলে স্বামীর উপর পুরা মোহর আদায় করা জরুরী। কেননা নির্ধারিত মোহর স্বামীর নিকট উল্লেখ করার পর সে অসম্মতি প্রকাশ করেনি।

(২) হ্যাঁ, বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে মোহরানা কমাতে বা বাড়াতে পারবে।

وفی الهداية : وان حطت عنه من مهرها صح الحط (المهر ٢/٣٢٥ اشرفية)

প্রমাণঃ দারে কুতনী ৩/২৫৬, দুররে মুখতার ১/১৯৭, আলমগীরী ১/৩১৩, হিদায়া ২/৩২৫, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৫০

তালাকের পরেও স্ত্রী মহর পাবে

প্রশ্ন : কোন মহিলা যদি নিজের প্রয়োজনে স্বামী থেকে তালাক গ্রহণ করে, তাহলে সে তার স্বামী থেকে মহর দাবি করতে পারবে কি? এবং স্বামী মহর না দিলে গুনাহগার হবে কিনা?

উত্তর : শরীয়তের বিধান হল, বিবাহ বন্ধন হওয়ার সাথে সাথেই স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং নিজের প্রয়োজনে তালাকগ্রহণ করলেও স্ত্রীর মহর পরিশোধ করা জরুরী। স্ত্রীর সাথে সহবাস হলে মহর দাবি করতে পারবে, যদি মহর না নিয়ে থাকে। আর স্বামীর জন্য স্ত্রী পূর্ণ মহর আদায় করবে, আর সহবাস করার পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক মহর আদায় করবে। অন্যথায় গুনাহগার হবে স্ত্রীর হক নষ্ট করার কারণে।

وفی العالمكيرية : والمهريتأكد باحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوجين سواء كان مسمى اومهر المثل حتى لا يسقط منه شئ بعد ذلك بالابراء ۔ (باب المهر ١/٣٠٣ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৪, শামী ৩/১০৩, আলমগীরী ১/৩০৩, বিনায়া ৫/১৩৮

মহরের টাকা না পাওয়া পর্যন্ত সহবাস থেকে বিরত রাখা

প্রশ্ন : মহরের সম্পূর্ণ টাকা পাওয়ার আগ পর্যন্ত স্ত্রী নিজেকে সহবাস থেকে বিরত রাখতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, উল্লিখিত সুরতে স্ত্রী নিজেকে সহবাস থেকে বিরত রাখতে পারবে।

كما فى التاتارخانية : وللمرأة ان تمنع الزوج من الدخول بها حتى يوفيها جميع المهر۔ (فى المرأة التى منعت نفعسها لمهرها ٢/٣٤٥)

প্রমাণ ঃ তাতারখানিয়া ২/৩৪৫, আলমগীরী ১/৩১৭, হিদায়া ২/৩৩৪

মহর হিসেবে জমি দিলে শুফা দাবি করতে পারবে না

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি বিবাহের সময় তার স্ত্রীকে মহর হিসাবে কিছু জমি দেয় তাহলে অন্য ব্যক্তি ঐ জমির মাঝে শুফা দাবি করতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, পারবে না। কেননা শুফা সাবেত হওয়ার জন্য মালের লেনদেন হওয়া জরুরী। আর এখানে তা পাওয়া যায় নাই। এই জন্য মহর হিসাবে যে জমি দেওয়া হয়েছে তার মাঝে কেউ শুফা দাবি করতে পারবে না।

وفى العالمكيرية: ولا تجب الشفعة فى دار جعلت مهر امرأة او اجرة او عوض عتق : (كتاب الشفعة ١٦١/٥)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪০৩, আলমগীরী ৫/১৬১, কুদুরী ১/১০৮, হাশিয়ায়ে কানযুদ দাকায়েক ৪০৪

অন্য কেউ মহরের দায়িত্ব নিলে স্ত্রী কার কাছে মহর চাইবে

প্রশ্ন : ছেলে ছাড়া অন্য কেউ মহরের দায়িত্ব নিলে কার কাছে স্ত্রী মহর চাইবে?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে স্ত্রী নিজের মহর স্বামী বা ওয়ালী যার কাছে ইচ্ছা চাইতে পারবে।

وفى الهداية : واذا اضمن الولّى المهر صب ضمانه لانه اهل الالتزام وقد اضافه الى ما يقبله فيصحّ ثم المرأة بالخيارفى مطالبتها زوجها أو وليها اعتبارا بسا ئر الكفالات ويرجع الو لّى اذا ادى على الزوج ان كان بامره (باب المهر ٣٣٣/١ غوثية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৩২৬, কানযুদ দাকায়েক ১০৬, হিদায়া ১/৩৩৩, কুদরী ১৬৩

মহর না দেওয়ার শর্ত করলে বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : স্বামী মহর না দেওয়ার শর্তে বিবাহ করলে বিবাহ হবে কিনা? এবং মহর ওয়াজিব হবে কিনা হলে কত?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে বিবাহ হয়ে যাবে এবং মহরে মেছাল ওয়াজিব হবে।

كما فى الهداية : تزوجها على ان لا مهر لها فلها مهر مثلها ان دخل بها او مات عنها - (باب المهر ٢/٣٢٤)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৩২৪, সিরাজিয়া –২০১, তাতার খানিয়া ২/৩২৬, কানযুদ দাকায়েক–১০৩

স্বামী-স্ত্রী থেকে জোরপূর্বক মহর মাফ করানো

প্রশ্ন : স্বামী তার স্ত্রী থেকে জোরপূর্বক মহর মাফ করালে মাফ হবে কিনা?

উত্তর : না, জোর করে মহর মাফ করালে তা মাফ হবে না। কেননা, এটা হচ্ছে স্ত্রীর হক বা প্রাপ্য এবং এটা স্বামীর দায়িত্বে একটা ঋণ যা অন্যান্য ঋণের মত পরিশোধ করা জরুরী।

وفى بدائع الصنائع : فالمهر يتأكد باحد معان ثلاثة لا يسقط شيئ منه بعد ذلك الا بالابراء... ان المهر قدوجب بالعقد وصار دينا فى ذمته (بيان ما يتاكد به المهر ٢/٥٨٤)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ২/৫৮৪, শামী ৩/১০২, আল ফিকহুল ইসলামী ৭/২৮২, আলমগীরী ১/৩১৩

মহর না নেওয়ার শর্ত করলে বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন মেয়ে বিয়ের আগে মহর না নেওয়ার শর্ত করে তাহলে তার বিবাহ সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, বিবাহ সহীহ হবে। এবং মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। তবে মহর যেহেতু স্ত্রীর হক্ব, তাই মহর নেওয়া বা না নেওয়ার অধিকার তার উপর থাকবে।

وفى التاتار خانية - واذا تزوجها على ان لا مهر لها صح النكاح ووجب لها مهر المثل - (٢/٣٢٦)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/৩১৩, হিদায়া ১/৩২৪-২৫, তাতার খানিয়া ২/৩২৬, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৫০

জটিল রোগাক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয়কে মোহরানা নির্দিষ্ট করা

প্রশ্ন: কোন জটিল রোগাক্রান্ত মেয়ে বিয়ের সময় তার চিকিৎসা ব্যয়কে মোহরানা হিসাবে উল্লেখ করলে বিয়ে সহীহ হবে কিনা?

উত্তর: বিয়ে সহীহ হয়ে যাবে তবে স্বামীর উপর মহরে মিসেল ওয়াজিব হবে।

وفى الهداية : وان تزوج حرا امرأة على خد مته اياها سنة او على تعليم القرأن فلها مهر مثلها (باب المهر ١/٣٢٧)

প্রমাণ: আলমগীরী ১/৩০২, হিদায়া ১/ ৩২৭, আল বাহরুর রায়েক ২/১৫৭, কানয ১/১০৩, বিনায়া ৫/১৫৮, নসবুর রায়া ৩/২৫৮

স্ত্রীর অতিরিক্ত ভরন পোষন মহরের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত করা?

প্রশ্ন: স্ত্রীর অতিরিক্ত ভরণ পোষন মহরের মধ্যে ধার্য করা যাবে কি না? শরীয়তের আলোকে জানতে চাত

উত্তর: হ্যাঁ, স্ত্রীর অতিরিক্ত ভরণ পোষণ মহরের মধ্যে ধার্য করা যাবে।

وفى الهداية: ومن بعث الى امر أته شيئا فقالت هدية وقال الز وج هو من المهر فالقول قوله (باب المهر ٢/٣٣٧ اشرفى)

প্রমাণ: দুররে মুখতার ১/২০৩, হিদায়া ২/৩৩৭, ফাতহুল কাদীর ৩/২৫৫, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৮৪

বিবাহের সময় মহর উল্লেখ না করা

প্রশ্ন : বিবাহের সময় যদি মহর উল্লেখ না করে। তাহলে বিবাহ সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, বিবাহ সহীহ হবে। এবং এক্ষেত্রে মহরে মিছিল দিতে হবে।

وفى التاتارخانية: اذا تزوجها على أن لا مهر لها صح النكاح ووجب لها مهر المثل ـ (الفصل السابع عشر فى المهر ـ ٢/٣٢٧ دارالايمان)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৩/১৪২, ফাতহুল কাদীর ৩/২০৫, তাতারখানিয়া ২/৩২৭ সিরাজিয়্যা ২০০, হিদায়া ২/৩২৪

মহর দেওয়ার উদ্দেশ্য

প্রশ্ন : মহর দেয়ার উদ্দেশ্য কি? এবং মহর কেন দেয়া হয়?

উত্তর : স্বামী বিবাহ বন্ধনের সময় স্ত্রীর সম্মানার্থে মহরের বিনিময়ে স্ত্রীর বিশেষ একটি অংগের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেন। তাই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মহরকে বিবাহের জন্য আবশ্যক করেছেন।

كمافى الهداية: المهر واجب شرعا ابانة لشرف المحل فلا يحتاج الى ذكره لصحة النكاح ـ (باب المهر ٢/٣٢٣ غوثية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৩২৩, মউসুয়া ৩২/১৫২, শামী ৩/১০০, বেনায়া ৫/১৩১

গরীব ব্যক্তি আদালতে গিয়ে মহর কমিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি গরীব হয়, এবং তার বিবাহের সময় মেয়ে পক্ষ মহর বেশি নির্ধারণ করে দেয় তাহলে কি সে আদালতের মাধ্যমে মহরের টাকা কমিযে দিতে পারবে?

উত্তর : বিবাহের সময় মহর যখন একবার নির্ধারণ হয়ে যায়, তখন তা স্ত্রীর সন্তুষ্টি ব্যতিত কোনভাবে কমাতে পারবে না, চাই তা আদালতের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোন মাধ্যমে হোক। বরং পুরাটাই আদায় করা স্বামীর জন্য জরুরী।

وفى بدائع الصَنائع : فالمهر يتأكد باحد معان ثلاثة .... حتى لايسقط شئ منه بعد ذلك الا بابراء من صاحب الحق ـ (بيان ما يتأكدبه المهر ٥٨٤/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৩০৩, শামী ৩/১০২, বাদায়ে ২/৫৮৪, আল ফিকহুল ইসলামী ৭/২৮১

মহরে মিছিলের পরিচয়

প্রশ্ন : মহরে মিছিল কি?

উত্তর : মহরে মিছিল বলা হয় মহিলার নিজ বংশের অন্যান্য মহিলাদের ন্যায় মহর নির্ধারণ করাকে, যেমন আপন বোন, আপন ফুফু এবং চাচাতো বোন, ফুফাত বোন এদের বরাবর মহর নির্ধারণ করা।

كمافى الدر المختار : مهر مثلها اللغوى اى مهرمرأة تماثلها من قوم ابيها لا امها ان لم تكن من قومه كبنت عمه ـ (باب المهر ٢٠١/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/২০১, শামী ৩/১৩৮, তাতারখানিয়া ২/৩২৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/৩৪, সিরাজিয়্যা ২০০

মোহর নির্ধারণের কারণ

প্রশ্ন : মোহর নির্ধারণের কারণ কি?

উত্তর : মহিলার ইজ্জত ও সম্মানার্থে মোহর নির্ধারণ করা হয়।

وفى البحر الرائق : المهر واجب شرعا صيانة لشرف المحل ١٤٢/٠٣ باب المهر)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ২৪, নাসবুর রায়া ৩/২৫৪, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৪২, আল ফিকহুল ইসলামী ৭/২৪৮

নাবালেগ স্বামী মারা গেলে মহরও ইদ্দত জরুরী

প্রশ্ন : স্বামী যদি নাবালেগ ছোট হয় এবং তার স্ত্রী বধূ বিদায় না হয়, এমতাবস্থায় স্বামী যদি মারা যায় তাহলে স্ত্রীর মহর ওয়াজিব হবে কিনা? এবং তার উপর ইদ্দত লাজেম হবে কি না?

উত্তর : স্বামী যদি মারা যায় যদিও সে ছোট হয় এবং তার স্ত্রীর বধু বিদায় না হয়, তারপরেও মহর এবং ইদ্দত জরুরী হয়ে যাবে।

كمافى الشامية: ويتاكد عند وطئ او خلوة صحت من الزوج او موت احد هما ـ (باب المهر ۱۰۲/۳ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/১০২, আলমগীরী ১/৩০৪, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৪৩, দুররে মুখতার ১/১৯৭

মহর না দিলে সহবাসের ক্ষতি হবে না

প্রশ্ন : মহর না দেওয়ার নিয়ত করলে সহবাসের কোন ক্ষতি হবে কিনা?

উত্তর : না, সহবাসের কোন ক্ষতি হবে না। তবে মহর নির্দিষ্ট না করার কারণে মহরে মিছিল দিতে হবে।

كمافى الهداية: يصح النكاح وان لم يسم فيه مهرا (باب المهر ۳۲۳/۲ غوثية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/৩২৩, ফাতহুল কাদীর ৩/২০৫, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৪২, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ৪/৭৯

স্বামী স্ত্রীর মাঝে মহর নিয়ে মতানৈক্য হলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মহরের পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য হয়, এবং শরয়ী কোন দলিল না থাকে, তাহলে কার কথা গ্রহণযোগ্য হবে?

উত্তর : এক্ষেত্রে ফয়সালা মহরে মিছিল দ্বারা করা হবে।

كمافى الهندية: اذا اختلف الزو جان فى قدر المهر حال قيام النكاح عند ابى حنيفةؒ و محمد رحمهما الله تعالى يحكم بمهر المثل ـ (الفصل الثانى.... اختلاف الزوجين فى المهر ۳۱۹/۱ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৩১৯, দুররে মুখতার ১/২০৩, বাদায়ে ২/৬০৫, হিদায়া ২/৩৩৭

স্বামী কর্তৃক মহর অস্বীকার করা

প্রশ্ন : মহর কোন জরুরী বিষয় কিনা? কেউ বিবাহের সময় স্ত্রীর মহর উল্লেখ করেছে। কিন্তু স্ত্রী যখন মহর চেয়েছে তখন উত্তরে বলে আমি মহর আদায়ের জন্য বলিনি বরং লোক দেখানোর জন্য বলেছি।

উত্তর : মহর এটা মহিলার হক তাই স্বামী যে পরিমাণ মহর নগদ আদায় করার নির্ধারণ করেছে তা আদায় করা জরুরী। মহিলা সর্বক্ষণ তা গ্রহণ করতে পারবে এবং স্বামীর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তা আদায় না করা জুলুম।

وفى الشامية: (قوله و لها منعه) وكذا لولى الصغيرة المنع المذكور حتى يقبض مهر ها وتسليمها نفسها غير صحيح فله استر دادها ... لا يحل له وطوها على كره منها ان كان امتناعها لطلب المهر عنده (مطلب منع الزوجة ١٤٣/٣ سعيد)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ২৪, দুররে মুখতার ১/২০২, শামী ৩/১৪৩, মাউসুআ ৩৯/১৭০

দুশ্চরিত্রা মহিলাকে তালাক দিলে তার মহরের বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি তার সহবাসকৃত স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হওয়ার কারণে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে কি তার স্ত্রী মহরের হকদার হবে?

উত্তর : সহবাস করার দ্বারা মহর দেওয়া জরুরী হয়ে যায়। আর তাই তালাক দিলেও মহরটা রহিত হয় না। চাই তালাক যে কারণেই দেওয়া হোক না কেন।

كمافى الهندية: والمهر يتأكد باحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوجين ـ (الباب السابع المهر ٣٠٣/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/৩০৩, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৪৩, শামী ৩/১০২ দুররে মুখতার ১/১৯৭

মহর দুই প্রকার

প্রশ্ন : শরয়ী মহর কত প্রকার?

উত্তর : মহর দুই প্রকার। ১। মহরে মুসাম্মা (নির্ধারিত মহর) ২। মহরে মিছিল (অর্থাৎ মহিলার বংশের অন্য মহিলাদের মত যেমন আপন বোন ফুফু ইত্যাদি এদের মহরের মত মহর নির্ধারণ করা)।

وفى التاتارخانية: المهر فى الوجهين جميعا معناه المسمى فى الوجه الاول ومهر المثل فى الثانى ـ (الفصل المهر ٣٢٧/٢ دارالا يمان)

প্রমাণ ঃ আল ফিকহুল ইসলামী ৭/২৬০, তাতারখানিয়া ২/৩২৭, মাউসুআ ৩৯/১৫৩

ধার্যকৃত মহর আদায় করা আবশ্যক

প্রশ্ন : বর্তমান সমাজে দেখা যায় অনেক বিবাহে ছেলের সামর্থের চেয়ে বেশী মহর নির্ধারণ করা হয়, যা শুধুমাত্র সমাজের খাতিরে করা হয়। এখন প্রশ্ন হলো এই সমস্ত মহর ছেলের উপর আদায় করা জরুরী কি না?

উত্তর : ছেলের সাধ্যের বাহিরে মহর নির্ধারণ করা ঠিক না। তবে তার পরেও যে পরিমাণ মহর বিবাহের মধ্যে নির্ধারণ করা হয় তা পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করা আবশ্যক।

كما فى الدر المختار: ويجب الا كثر منها ان سمى الاكثر ويتأكد عند وطئ او خلوة صحت من الزوج ـ باب المهر جا صـ١٩٧ زكريا

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৯৭, শামী ৩/১০২, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৪৩, হিদায়া ২/৩২৪)

মহর ক্ষমা করার পর অস্বীকার করা

প্রশ্ন : যদি কোন মহিলা মহর ক্ষমা করে দেয় অতঃপর তা অস্বীকার করে তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : যদি স্ত্রী খুশিতে মহর ক্ষমা করে দেয় তাহলে দিয়ানাতান মহর ক্ষমা হয়ে যাবে। ক্ষমা করার সময় যদি দুইজন সাক্ষী উপস্থিত থাকে তাহলে পরবর্তীতে তার অস্বীকার করা গ্রহণযোগ্য নয়। আর স্বাক্ষী না থাকলে স্ত্রী কাজীর নিকট গিয়ে মহর আদায় করতে পারবে।

وفى العالمغيرية: وان حطت عن مهرها صح الحط ولابد فى صحة حطها من الرضا. (فصل فى المهر جا صـ٣١٣ حقانية:)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৩২৫, দুররে মুখতার ১/১৯৮, আলমগীরী ১/৩১৩)

কোন কারণে বিবাহ সহীহ না হলে মহরের হুকুম

প্রশ্ন : ফাসেদ শর্তের সাথে যে বিয়ে সংগঠিত হয়েছে, উক্ত বিবাহে মহর ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : ফাসেদ শর্তের সাথে যে বিবাহ হয়েছে, বিবাহের পর যদি সহবাস অথবা নির্জন বাস পাওয়া যায় তাহলে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। অন্যথায় কিছু ওয়াজিব হবে না।

كذا فى العالمغيرية: اذا وقع النكاح فاسدا فرق القاضى بين الزوج والمرأة فان لم يكن دخل بها فلا مهر لها ولا عدة وان كان قد دخل بها فلها الاقل مما سمى لها ومن مهر مثلها ـ (فى نكاح الفاسد جا صـ٣٣٠ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৩৩০, দুররে মুখতার ১/২০১, বিনায়া ৫/১৮০, শামী ৩/২৩১)

নির্জনস্থানে থাকার পর তালাক দিলে মহরের হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি বিবাহের পর স্ত্রীর সাথে এমন নির্জন স্থানে কিছুক্ষন কাটায় যেখানে সহবাস করতে কোন বাধা নেই, কিন্তু সহবাস না করে তালাক দিয়ে দেয়। তাহলে তার মহরের হুকুম কী? সে কি মুতআ পাবে, নাকি অর্ধেক মহর পাবে, নাকি পুরো মহর পাবে?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে ঐ মহিলা পুরো মহর পাবে।

كما فى الهداية : واذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطى ثم طلقها فلها كمال المهر(جا صـ٣٢٥ الاشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/৩২৫, বিনায়া ৫/১৪৭, ইনায়া ৩/২১৫, উমদাতুর রিয়াআ ২/৩৪)

স্ত্রীকে তালাক দিলে মহর ছাড়া অন্য কিছু দেয়ার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে মহর ছাড়া স্বামীর উপর অন্য কিছু ওয়াজিব কি না?

উত্তর : হ্যাঁ ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ খানা-পিনা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।

كما فى العالمغيرية: المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعيا او بائنا او ثلاثا ـ الا صل ان الفرقة متى كانت من جهة الزوج فلها النفقة وان كانت من جهة المرأة ان كانت بحق لها النفقة ـ (باب العدة جا صـ٥٥٧ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৫৫৭, শামী ৩/৬০৯, বাদায়ে ৩/৪১৯, হিদায়া ২/৪৪৩, ফাতহুল কাদীর ৪/২১২)

বিবাহের পর মহরের পরিমাণ ভুলে গেলে

প্রশ্ন : বিবাহ সংঘটিত হওয়ার পর যদি নির্ধারিত মহরের পরিমাণ সম্পর্কে ভুলে যায় তাহলে করণীয় কি?

উত্তর : মহরের নির্ধারিত পরিমাণ ভুলে গেলে স্বামীর উপর মহরে মিছিল আবশ্যক হবে।

وفى الدر المختار على هامش الشامية : وان اختلفا فى المهر ففى اصله يجب مهرالمثل ـ (باب المهر جـ٣ صـ١٤٨ سعيد)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৩১৯, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৭৩, দুররে মুখতার ৩/১৪৮, শামী ৩/১৪৮)

বিবাহের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কুপ্রথা

মেয়ের বাড়ীতে বরযাত্রী যাওয়া

প্রশ্ন : মেয়ের বাড়িতে বরযাত্রী অনুষ্ঠান করা ওলীমার অন্তর্ভুক্ত কিনা এবং প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ১০০/৫০ জন অথবা তার চেয়ে কম বেশী লোক বরযাত্রী যাওয়া শরীআত সম্মত কি না?

উত্তর : স্বামী প্রথম রাত্রি স্ত্রীর সাথে থাকার পর নিজের আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী ফকীর মিসকীন এবং মেয়ের পক্ষের আত্মীয় সজনদেরকে দাওয়াত করে খানা খাওয়াবে। এটাই হলো ওলীমা। শরীআতে বরযাত্রী অনুষ্ঠানের নামে কোন অনুষ্ঠান নাই এবং ইহা ওলিমার অন্তর্ভুক্তও নয়। আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়মে বরযাত্রী যাওয়া জায়েয নাই। কেননা প্রথা হিসাবে মেয়ের বাবার সামর্থ না থাকলেও বাধ্য হয়ে তাদের খানা-পিনার ইন্তেজাম করতে হয়, যা সে সন্তুষ্টচিত্তে করে না। আর শরয়ী ফায়সালা হলো, কারো কোন জিনিষ সন্তুষ্টচিত্তে না হলে উহা নেয়া বা খাওয়া জায়েয নাই। তবে অল্প সংখক লোক বরের সাথে পরামর্শদাতা হিসাবে বা রাস্তা ঘাটের নিরাপত্তা ও সাহায্যকারী হিসাবে আসলে, মেয়ের বাবা তাদেরকে তাওফীক অনুযায়ী মেহমানদারি করতে পারবেন।

وفى الموسعة الفقهية: وصرح الحنفية بانه اذا بنى الرجل بامرأته ينبغى ان يدعو الجيران والاقرباء والاصدقاء ويذبح لهم ويصنع لهم طعاما (جـ٤٥ صـ ٢٤٩ الكتبة وزرة الاوقاف)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩৪৩, আল মাছুআতুল ফিকহিয়্যা ৪৫/২৪৯, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া ৪/৪৩০)

বিবাহে গেইট বা আলোকসজ্জার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বিবাহের দিনে বর কনের বাড়িতে প্রবেশদারে যে গেইট সাজানো ও বিভিন্ন ধরনের আলোক সজ্জা করা হয় ইসলামের দৃষ্টিতে তার বিধান কি?

উত্তর : ইসলামের দৃষ্টিতে উল্লেখিত কাজসমূহ অপচয় ও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। বিজাতীয় সভ্যতা যা নাজায়েয। এসব থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

قال الله تعالى : ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. (سورة بنى اسرائيل ٢٧)

(প্রমাণ : সূরা বানী ইসরাঈল-২৭, ফাতাওয়ায়ে উসমানিয়া ২/৩০৯, আজীজুল ফাতাওয়া-১/৪৬৭)

বিবাহের জন্য ৩, ১৩, ২৩ তারিখকে অশুভ মনে করা

প্রশ্ন: কোন লোক বিবাহের জন্য মাসের ৩, ১৩ ও ২৩ তারিখকে অশুভ মনে করে। শরীয়তে এ জাতীয় বিশ্বাসের কোন ভিত্তি আছে?

উত্তর: শরীয়ত বিবাহের জন্য কোন দিন মাস বা তারিখ নির্ধারণ করেনি। অতএব শরীয়তে এ জাতীয় বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই।

وفی فتاوی محمودیۃ: سوال: عام رواج ہے کہ شادی بیاہ کے موقعہ پر لوگ تاریخ رکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہینہ کی ۳، ۱۳/ ۲۳ تاریخ نہ ہونا چاہئے اور باقی تاریخیں کوئی بھی رکھی جائے اگر کبھی ۲ تاریخ یا ۷ تاریخ وغیرہ مقرر ہو گئی تو یہ ہوتا ہے کہ نکاح دن میں ہو جائے ۳ یا آٹھ نہ ہونے پائے اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ الجواب: حامدا ومصلیا- یہ رواج شرعا بے اصل ہے اسکی پابندی لازم نہیں فقط (۱۹۱/۱۲)

প্রমাণ: তিরমিযী ১/ ২০৭, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১২/১৯২

দ্বিতীয় বিবাহকে দোষণীয় মনে করা

প্রশ্ন: যদি কোন লোক সমাজের প্রচলন না থাকার কারণে দ্বিতীয় বিবাহকে দোষনীয় বা অসম্মানের মনে করে তাহলে তার ব্যপারে কি হুকুম?

উত্তর: শরীয়তের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বিবাহ জায়েয এবং মুস্তাহাব, হুজুর (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) থেকে তা প্রমাণিত। সামাজিক দোষণীয় বা অসম্মানীয় মনে করা অত্যন্ত মূর্খতা এবং কঠিন গোনাহের কাজ। এই জগণ্য কাজ থেকে তাওবা করা উচিত।

وفی القران الکریم : فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلث وربع ـ (سورۃ النساء ۳)

প্রমাণ সূরা নিসা ৩, সূরা নূর ৪, জালালাইন ২৯৮, মুসলিম ১/৪৫৫

বিবাহের মজলিসে বরকে কালিমা পড়ানো

প্রশ্ন : বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য মজলিসে কালিমা পড়ানো শর্ত কিনা?

উত্তর : না, বিবাহের মজলিসে বরকে কালিমা পড়ানোর কথা কোথাও উল্লেখ নাই। অতএব ইহা একটি রুসম যা পরিহার করা জরুরী।

کما فی الدر المختار: انما یصح بلفظ تزویج ونکاح لا نهما صریح وما عداهما کنایة وهو کل لفظ وضع لتملیك عین فی الحال کهبة وتملیك وصدقة ـ (کتاب النکاح ۱۸٦/۱ زکریا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৮৬, হিদায়া ১/২০৫, কানযুদ দাকায়েক ৯৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/২, তাতার খানিয়া ২/২৪২

কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহ

প্রশ্ন : প্রচলিত নিয়মে কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহের ব্যবস্থা করে খাওয়ানো জায়েয আছে কি?

উত্তর : বিবাহ শরীআতের একটি পবিত্র বিধান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।

বিবাহের একাধিক সুন্নাত রয়েছে, যেমন বিবাহ মসজিদে হওয়া, অল্প মহর ধার্য করা, অল্প খরচের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন করা, ছেলের পক্ষ থেকে ওলীমার ব্যবস্থা করা, এ ক্ষেত্রে সুনাম-যশ, সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্য না থাকা ইত্যাদি। তাই বিবাহনুষ্ঠান ও ওলীমার ব্যবস্থা করতে গিয়ে শরীআত পরিপন্থী কোন কাজ যেন না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বর্তমানে প্রচলিত কমিউনিটি সেন্টারে ভাড়া করে বিবাহের যে অনুষ্ঠান করা হয়, এতে শরীআত পরিপন্থী অনেক কাজ সংঘটিত হয়। যেমন গান, বাদ্য বেপর্দাভাবে মহিলাদের সমাগম, অশ্লীল বাক্যলাপ অবৈধ বিনোদন, অর্থের অপচয়, যশ ও সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্য, অতিরিক্ত লাইটিং, গেইট ইত্যাদি, যা শরীআত সমর্থন করে না। বিধায় এভাবে বিবাহনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা জায়েয নাই।

তবে যদি বাড়ীতে ওলীমা অনুষ্ঠানের স্থান সংকুলান না হয় তাহলে অপারগতার কারণে কমিউনিটি সেন্টারে ওলীমানুষ্ঠানের অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হলো শরীআত পরিপন্থী কোন কাজ না হতে হবে।

وفى المشكوة : عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما قال الامام احمد يعنى المتعارضين بالضيافة فخرا و رياء (ج٢ صـ ٢٧٩)

(প্রমাণ : সূরা বনী ইসরাঈল ২৭, তিরমিযী ১/২০৭, মিশকাত ২/২৭৯, হিদায়া ৪/৪৫৫)

গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন : গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের শরয়ী বিধান কি?

উত্তর : গায়ে হলুদ দেওয়া ইয়াহুদীদের প্রথা এবং তার মধ্যে মাহরাম ও গাইরে মাহরাম সব ধরনের লোক একত্রিত হয় বিধায় পর্দার হুকুম লংঘিত হয়। সুতরাং এ ধরনের অনুষ্ঠান করা বা শরীক হওয়া নাজায়েয।

كمافى القران الكريم : ان المبذرين كانوا اخوان الشيطين وكان الشيطان لربه كفورا ـ (سورة الاسراء ٢٦)

প্রমাণ ঃ সূরা ইসরা ২৬, সূরা নূর ৩০-৩১, তাফসীরে কাবীর ২০/১৫৮

বিবাহের পূর্বে সরকারী খাতায় স্বাক্ষর দেওয়া

প্রশ্ন : সমাজে দেখা যায় বিবাহের সময় বিবাহ পড়ানের আগেই কাজী এসে সরকারী খাতায় বর কনে ও স্বাক্ষীদের থেকে বিবাহের স্বাক্ষর নিয়ে নেয়, এতে সমস্যা হয় যে, কোন কারণে বিবাহ হলো না, অথচ সরকারী খাতায় বিবাহের বিষয়টা লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। জানার বিষয় হল এভাবে শুধু স্বাক্ষর নেয়ার দ্বারা বিবাহ হবে কি না?

উত্তর : বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরী হল: একই মাজলিসে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব কবুল হওয়া। প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় যেহেতু এ বিষয়গুলো পাওয়া যায়নি তাই শুধু সরকারী খাতায় স্বাক্ষর নেয়ার দ্বারা বিবাহ হবে না। আর কাজীর জন্য বিবাহ পড়ানের পূর্বে তাদের স্বাক্ষর নেয়ার অধিকার নেই। এবং বর কনের ও সাক্ষীদের এভাবে স্বাক্ষর দেওয়াও ঠিক না। এলাকা বাসীর জন্য জরুরী হলো: সকলকে এ ব্যাপারে অবগত করা এবং কাজীকে একাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা। বিবাহ পড়ানোর পরে সরকারী খাতায় তাদের স্বাক্ষর নেয়া ও লেখে রাখা উত্তম।

كما فى الدرالمختار: وينعقد متلبسا بايجاب من احدهما وقبول من الآخر وضعا للمضى. (كتاب النكاح جا صـ١٨٥ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৮৫-১৮৬, শামী ৩/১০, বাদায়ে ৩/৪৯০)

খোরপোষ/লালন-পালন, দুধ পান ও বংশধারা

বাচ্চাদের দুধ খাওয়ার সময়-সীমা

প্রশ্ন : দুধ খাওয়ার শরয়ী সময়-সীমার পর, দুধপান করলে শিশুর শরীরের গোশত বৃদ্ধি হবে কিনা, এবং সময়সীমার পরে দুধপান করানোর দ্বারা মাতা গুনাহগার হবে কি না ও তার শরয়ী সময়-সীমা কি?

উত্তর : দুধপান করার দ্বারা হাড় গজানো এবং গোশত বৃদ্ধি পাওয়া একটি বাতেনী বিষয়, আর কোন হুকুমের সম্পর্ক হলো জাহেরী বিষয়ের সাথে। তাছাড়া অন্য খাদ্যে পরিবর্তনের আগ পর্যন্ত দুধ দ্বারা শরীরের গোশত বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক, আর দুধপান করানোর শরয়ী সময়-সীমা হলো দুবছর। এর পরে দুধ পান করানো জায়েয নাই।

وفى الهداية: * لقوله عليه السلام لا رضاع بعد الفصال * ثم مدة الرضاع ثلثون شهرا عند ابى حنيفة قالا سنتان وهو قول الشافعى...... ولهما قوله تعالى

وحمله وفصاله ثلثون شهرا ومدة الحمل ادناها ستة اشهر فبقى للفصال حولان * وان كانت لشبه البعضية الثابتة بنشوز العظم وانبات اللحم لكنه امر مبطن فتعلق الحكم بفعل الارضاع ـ (ج۲ صـ ۳۵۰ اشرفية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২১২, হিদায়া ২/৩৫০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২২/২৪৬)

দুধ পান করানো সাব্যস্তের জন্য সাক্ষী রাখা

প্রশ্ন : কোন সন্তানের رضاعة তথা দুধ পান করানো সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন আছে কি না? যদি প্রয়োজন হয় তাহলে শুধুমাত্র দুধ পানকারীনী একজন মহিলার সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হবে কি না? নাকি পুরুষ হওয়া জরুরী?

উত্তর : হ্যাঁ দুধ পান করানো সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সাক্ষী থাকা জরুরী। শুধু মাত্র দুধ পানকারীনী মহিলার কথার দ্বারা প্রমাণিত হবে না। বরং দুইজন সাক্ষী থাকা আবশ্যক। আর যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তাহলে একজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা থাকলেও যথেষ্ট হবে।

নোট ঃ উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি হল বিচারিক সিদ্ধান্ত তবে যদি মহিলা বিশ্বাস যোগ্যতার গুণে গুণান্বিত হয় তাহলে মহিলার কথা মেনে নেয়ায় বাঞ্চনীয়।

وفى الهداية : ولا يقبل فى الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما يثبت بشهادة رجلين او رجل وامرأتين ـ (كتاب الرضاع ج۲ صـ۳٥٤ اشرفية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক-৩/২৩২, দুররে মুখতার-৩/২২৪, আলমগীরী-১/৩৪৭, হিদায়া-২/৩৫৪)

শিশু থাকা অবস্থায় ভাবীর দুধ পান করার হুকুম

প্রশ্ন : দুধের শিশু থাকা অবস্থায় যদি ভাবির দুধ পান করে তাহলে বড় হয়ে ভাবির সাথে দেখা দিতে পারবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, বড় হওয়ার পর ঐ ভাবির সাথে দেখা দিতে পারবে, কেননা সে দুধ মা। আর দুধ মায়ের সাথে দেখা করা যায়।

كما فى العالمغيرية : قليل الرضاع وكثيره اذا حصل فى مدة الرضاع تعلق به التحريم ـ (كتاب الرضاع ج١ صـ٣٤٣ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/৩৪৩, কাযীখান-১/৪১৭, আল বাহরুর রায়েক-৩/২২২, ইনায়া-৩/৩১১, ফাতহুল কাদীর-৩/৩১১, কানযুদ দাকায়েক-১/৩৫১, হিদায়া-১/৩৫১)

মহিলা গর্ভবতী না হলে দুধ সম্পর্ক স্বামীর সাথে হবে না

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু তার স্ত্রী কখনো গর্ভবতী হয়নি, ঘটনাক্রমে তার থেকে দুধ আসে, সে কোন বাচ্চাকে দুধ পান করাল, এখন উক্ত বাচ্চা এবং মহিলার স্বামীর মাঝে দুধ সম্পর্ক হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে উক্ত বাচ্চা এবং মহিলার স্বামীর মাঝে দুধ সম্পর্ক হবে না। তবে মহিলার সাথে হবে।

وفى العالمغيرية: رجل تزوج امرأة ولم تلدمنه قط ثم نـزل لها لبن فأرضعت صبيا كان الرضاع من المرأة دون زوجها حتى لا يحرم على الصبى اولاد هذا الرجل من غير هذا المرأة ـ (باب الرضاع جا صـ٣٤٣ حقانية)

(প্রমাণ : তাতার তাতার খানিয়া ২/৪২৩, ফাতহুল কাদীর ৩/৩১৩, আলমগীরী ১/৩৪৩, খানিয়া ১/৪১৯, বাযযাযিয়া ১/১১৫)

একাধিক স্ত্রীর হক আদায়ে ক্রুটির শাস্তি

প্রশ্ন: যেই স্বামীর বিবাহে দুইজন স্ত্রী আছে, তন্মধ্য হতে কোনো একজনের হক আদায়ে ক্রুটি করলে কিয়ামতের দিন স্বামীর কি অবস্থা হবে?

উত্তর: স্বামী যদি তার কোনো স্ত্রীর হক তথা পোষাকাদী ও খাবার দাবার এবং বাসস্থানের বিশেষ করে রাত্রিযাপনের হকে ক্রুটি করে তাহলে হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে ঐ স্বামী কিয়ামতের দিন কাঁধ ঝুকানোবস্থায় হাশরের মাঠে আসবে।

وفى الهداية : واذا كان لرجل امرأتان حرتان فعليه ان يعدل بينهما فى القسم بكرين كانتا اوثيبين او احد هما بكرا والا خرى ثيبًا لقوله عليه السلام من كانت له امرأتان ومال الى احد هما فى القسم جاء يوم القيمة وشقّه مائل (باب القسم ٣٤٩/١ غوثية)

প্রমাণ: সিরাজিয়া- ২০৬, তাতার খানিয়া ২/৪২০, হেদায়া ১/৩৪৯,

দুধ পান করানোর কথা জানাজানি হওয়ার পরে মহিলার অস্বীকার

প্রশ্ন : দুধ পান করানোর পর সকলের মাঝে জানাজানি হয়েছে এর অনেকদিন পরে মহিলা দাবি করেছেন তার স্তনে দুধ ছিল না। এখন তার কথা গ্রহণ করা হবে কিনা?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত সুরতে দুধের সম্পর্ক প্রমাণ হওয়ার জন্য কমপক্ষে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন। তারা যদি বলে দুধ পান করেছে তাহলে ঐ মহিলার কথা গ্রহণ করা যাবে না।

فى بدائع الصنائع: واذا شهدت امرأة على الرضاع فالا فضل للزوج ان يفارقها ـ (باب الرضاع ٤١٦/٣ زكريا)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২১৮, বাদায়ে ৩/৪১৬

দুধ ফুফুর সাথে বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : দুধ ফুফুর সাথে বিবাহ সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : মাহরাম পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পরস্পর বিবাহ করা হারাম। আর দুধ ফুফু যেহেতু মাহরামের অন্তর্ভুক্ত তাই তার সাথেও বিবাহ হারাম।

كما فى سنن الترمذى : عن على قال قال رسول الله ﷺ ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ـ (٢١٧/١)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২১৭, হিদায়া ১/৩৫১, দুররে মুখতার ১/২১৩, খুলাসা ২/১০, তাতার খানিয়া ২/৪২২

স্তন থেকে দুধ বের করে চামুচের মাধ্যমে খাওয়ানো

প্রশ্ন : স্তন থেকে দুধ বের করে চামুচের মাধ্যমে খাওয়ালে দুধের সম্পর্ক হবে কি না?

উত্তর : মুদদাতে রেজায়াতের (দুই বৎসর বয়সের) মধ্যে যে কোন ভাবে দুধ খাওয়ানোর দ্বারা দুধ সম্পর্ক হয়ে যাবে।

كما فى الدر المختار: مص من ثدى ادمية ولو بكرا او ميتة او ايسة والحق بالمص الوجور والسعوط فى وقت مخصوص ـ (باب الرضاع ٢٠٩/٣ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/ ২০৯, দুররে মুখতার ১/২১২, হিদায়া ২/৩৫০, ফাতহুল কাদীর ৩/৩০৪, কুদুরী ১৬৮

পুরুষের বুকের সাদা পানি দ্বারা দুধের সম্পর্ক হয় না

প্রশ্ন : পুরুষের বুকের সাদা পানি দ্বারা দুধের সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে কিনা?

উত্তর : না, দুধের সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না।

وفى العالمكيرية : اذا نزل للرجل لبن فارضع به صبيالا تثبت به حرمة الرضاع ـ (كتاب الرضاع ٣٤٤/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া–২/৩৩৫, খুলাসা ২/১০, সিরাজিয়া ২০৮, আলমগীরী ১/৩৪৪, তাতারখানিয়া ২/৪২৪, আল বাহরুর রায়েক ৩/২২৯

দুধের সম্পর্ক হওয়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ

প্রশ্ন : দুধের সম্পর্ক হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর : হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বাচ্চার দুধ খাওয়ার যামানায় এক ফোঁটা দুধও যদি মুখ বা নাকের ভিতর দিয়ে পেটে পৌঁছে যায় তাহলে দুধ সম্পর্ক সাবেত হয়ে যাবে।

وفى تفسيرروح المعانى : وصول اللبن من ثدى المرأة الى جوف الصغير من فمه او انفه فى المدة الاتية سواء وجد مص او لم يوجد ـ ٢/٢٥٣)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ২৩, তাফসীরে রুহুল মাআনী ২/২৫৩, হিদায়া ১/৩৫০, তাতারখানিয়া ২/৪২, কানয- ১১২

অবিবাহিত মহিলার দুধ পান করায় দুধ সম্পর্ক হওয়া

প্রশ্ন : অবিবাহিত মহিলার স্তনে দুধ আসলে সে দুধ পান করলে দুধ সম্পর্ক হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, দুধ সম্পর্ক হয়ে যাবে।

كما فى الهداية: واذا نزل للبكر لبن فارضعت صبيا تعلق به التحريم لاطلاق النص لا نه سبب النشو فيثبت به شبهة البعضية (باب الرضاع ٢/٣٥٢ اشرفية

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৩৫২, ফাতহুল কাদীর ৩/৩১৩, কুদুরী ১৬৭

স্বামীর সাথে সফরে না গেলে স্ত্রীর খরচার হুকুম

প্রশ্ন : স্বামীর সাথে যে স্ত্রী সফরে যেতে চায়না এমন স্ত্রীর নফ্কা তথা খরচাদির বিধান কি?

উত্তর : এমতাবস্থায়ও স্বামীর উপর ঐ স্ত্রীর জন্য নফ্কা দেওয়া ওয়াজিব। যদি নফকা না দেয় তাহলে স্বামী গুনাহগার হবে।

وفى الدر المختار : اذا خرجت من بيت الغصب او ابت الذهاب اليه او السفر معه او مع اجنبى بعثه لينقلها فلها النفقة ـ (باب النفقة ١/٢٦٧)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/২৯২, দুররে মুখতার ১/২৬৭, আল ফিকহুল ইসলামী ৭/৭৪২

অবাধ্য স্ত্রীর খরচা ওয়াজিব নয়

প্রশ্ন : একজন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া ১ লক্ষ টাকা নিয়ে পলায়ন করে। ১৫ বছর পর ফিরে এসে অতিত কালের মাসিক খরচার দাবি করে। প্রশ্ন হল উক্ত দিনের খরচা স্বামীর উপর ওয়াজিব কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত স্ত্রীর অতীতকালের খরচা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। কেননা সে একজন অবাধ্য স্ত্রী। তাই তার দাবি বাতিল বলে গণ্য হবে।

وفى فتح القدير۔ قوله حتى تعود الى منزله يفيد ان النشوز المستعقب لسقوط النفقة ما خوذ فيه خروجها عن منزله۔ (باب النفقة ١٩٦/٤ رشيدية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/২৬৭, হিদায়া ২/৪৩৮, ফাতহুল কাদীর ৪/১৯৬, বিনায়া ৫/৬৬৬

স্বামীর ঘরে না থাকলে অবাধ্য স্ত্রী সাব্যস্ত হবে

প্রশ্ন : যে স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে থাকে না। এবং খারাপ কাজে লিপ্ত থাকে, এমন স্ত্রীর খরচা তার স্বামীর উপর ওয়াজিব কিনা?

উত্তর : না, যে স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাকে না। স্বামীর অবাধ্য হওয়ার কারণে তার খরচা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়।

وفى الهندية: وان نشزت فلا نفقة لها حتى تعود الى منزله والناشزة هى الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه۔ (الفصل الاول فى نفقة الزوجة۔ ٥٤٥/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৫৭৬, আলমগীরী ১/৫৪৫, তাতারখানিয়া ৩/২৪৭, সিরাজিয়্যা ২০৯, দুররে মুখতার ১/২৬৭

সন্তান প্রতিপালনের জন্য স্ত্রী পারিশ্রমিক দাবি করলে করণীয়

প্রশ্ন : সন্তান প্রতি পালনের জন্য স্ত্রী যদি পারিশ্রমিক দাবি করে তা স্বামীর জন্য পূরণ করা আবশ্যক কিনা?

উত্তর : স্ত্রী যদি তিন তালাক প্রাপ্তা হয় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সন্তান প্রতিপালনের জন্য পারিশ্রমিক দাবি করে তাহলে স্বামীর জন্য তা পূরণ করা আবশ্যক। এ ছাড়া অন্য কোন সুরতে আবশ্যক নয়।

وفى الكفاية : ان المولودله هو الاب فلما وجبت نفقة المرضعات على الوالد بسبب الولد فنفقة الولد اولى۔ (فصل فى نفقة الا ولا دالصغار على الاب ٢١٨/٤ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৩৩, ফাতহুল কাদীর ৪/২১৮, হিন্দিয়া ১/৫৬০

বুকে দুধ না থাকায় ঔষুধ সেবনের খরচ স্বামীর উপর

প্রশ্ন : মায়ের বুকে দুধ নেই। এমতাবস্থায় বুকে দুধ আসার জন্য ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হলে তার খরচ কার উপর বর্তাবে?

উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় ঔষধ সেবনের খরচ সন্তানের পিতার উপর বর্তাবে।

وفى الشامية: (قوله) بانواعها من الطعام والكسوة والسكنى ولم ار من ذكرهنا اجرة الطبيب وثمن الادو ية وانما ذكروا عدم الوجوب للزوجة نعم صرحوابان الاب اذا كان مريضا اوبه زمانة يحتاج الى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن۔ (مطلب الصغير۔ ٦١٢/٣)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৩৩, শামী, ৩/৬১২

শুধু দুধ সম্পর্ক করার জন্য দুধ পান করানো বৈধ

প্রশ্ন : জেনে শুনে প্রয়োজন ছাড়া শুধু দুধ সম্পর্ক করার জন্য দুধ পান করানো জায়েয কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে।

وفى الهداية: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (باب الرضاع ٣٥١/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ২৩, তিরমিযী ১/২১৮, মুসলিম ১/৪৬৬, হিদায়া ২/৩৫১

দুধ পান করিয়ে বিনিময় নেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : দুধ পান করিয়ে বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে।

كمافى العالمكيرية: واجمعوا على ان مدة الرضاع فى استحقاق اجرة الرضاع مقدر بحولين حتى ان المطلقة اذا طالبته بعد الحولين باجرة الرضاع (باب الرضاع ٣٤٣/١)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/৩৪৩, আল বাহরুর রায়েক ৫/২২২, হিন্দিয়া সূত্রে খানিয়াহ ১/৪১৭, দুররে মুখতার ১/২১২

স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য সন্তানকে দুধ পান করানো

প্রশ্ন : স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য সন্তানকে দুধ পান করানো বৈধ কিনা?

উত্তর : স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কোন সন্তানকে দুধ পান করানোর অনুমতি নেই। তবে যদি শিশু ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করে বা মারা যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে বৈধ আছে।

كمافى البحر الرائق : امرأة ترضع صبيامن غيرا ذن زوجها يكره لها ذلك الااذا خافت هلاك الرضيع فحينئذ لا باس به (باب الرضاع ٢٢٢/٣)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৩/২২২, শামী, ৩/২১২, দারুল উলুম দেওবন্দ ৮/৪৪৩

উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তান পালনের দায়িত্ব

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটলে কিংবা স্বামী মারা গেলে সন্তান পালনের দায়িত্ব কার উপর আসবে?

উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় সন্তানের দায়িত্ব স্ত্রীর, সন্তান ছেলে হলে পানাহার, ইস্তেঞ্জা পোশাক পরিধান ইত্যাদি করতে পারার আগ পর্যন্ত; আর মেয়ে হলে বালেগা হওয়ার আগ পর্যন্ত, তবে সমস্ত খরচাদি স্বামীর দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী লালন-পালন করতে না চায় তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

كمافى الهداية: واذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالام احق بالولد ـ (باب حضانة الولد ٢/٤٣٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৪৩৪, দুররে মুখতার ১/২৬৪, কানযুদ দাকায়েক ১৫১, শামী ২/৯২২

দুধপানকারীর জন্য মহিলার উসূল ফুরু হারাম

প্রশ্ন : দুধপানকারী সন্তানের উপর দুধপান কারীনির মহিলার কোন কোন আত্মীয়-স্বজনকে বিবাহ করা হারাম?

উত্তর : দুধ পানকারী সন্তানের জন্য দুধপানকারিনীর মহিলার উসুল-ফুরু অর্থাৎ দুধপানকারীনী মহিলার বাবা-দাদা এবং তার সন্তানকে বিবাহ করা হারাম।

كمافى الهندية: يحرم على الرضيع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعا ـ (كتاب الرضاع ٣٤٣/١)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৩৪৩, খানিয়া ২/৪১৬, আল বাহরুর রায়েক ৫/২২২, হিদায়া ২/৩৫১

আটার খামিরায় মহিলার দুধ মিশ্রিত হলে তা খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : কোন মহিলা আটা দ্বারা খামিরা, বানানোর সময় খামিরার মধ্যে তার স্তন থেকে দুধ পড়লো। এখন এই আটার রুটি, ঐ মহিলার স্বামী খেতে পারবে কি না? যদি খায়, তাহলে স্ত্রীর জন্য স্বামী হারাম হবে কি না?

উত্তর : ঐ আটার রুটি কেহ খেতে পারবে না আর স্বামী যদি খায়, তাহলে গুনাহগার হবে, তবে হুরমত ছাবেত হবে না।

وفى الدر المختار مع الشامية: (لم يبح الإرضاع بعد مدته) لأنه جزء ادمى والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح (باب الارضاع ج٣ صـ٢١١ سعيد)

(প্রমাণ : বুখারী ২/৭৬৭, আবু দাউদ ১/২৮১, শামী ৩/২১১,হিদায়া ১/৩৫০)

ইনজেকশনের মাধ্যমে দুধ পৌঁছানোর দ্বারা দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না

প্রশ্ন : কি পরিমাণ দুধ পান করালে রাজাআত প্রমানিত হবে? এবং যদি ইনজেকশনের মাধ্যমে কোন বাচ্চার ভিতরে মহিলার দুধ পৌঁছানো হয় তাহলে দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে কি না?

উত্তর : এর নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। তাই দুধ পান করার সময় সীমার মাঝে অল্প দুধের দ্বারাই দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। আর মহিলার দুধ ইনজেকশনের মাধ্যমে বাচ্চার ভিতরে পৌঁছানোর দ্বারা দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না।

كما فى الهداية: واذا احتقن الصبى باللبن لم يتعلق به التحريم...... فاما المحرم فى الرضاع معنى النشو ولا يوجد ذلك فى الإحتقان لان المغذى وصوله من الاعلى ـ باب الرضاع جـ٢ صـ٣٥٣ اشرفية

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৩৫০, ৩৫৩, দুররে মুখতার ৩/২১৮, আলমগীরী ১/৩৪২, ৩৪৪)

খালা বা চাচির দুধ পান করার পর তার মেয়েকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : যদি শিশু অবস্থায় খালা ও চাচির দুধ পান করে থাকে তাহলে খালাতো ও চাচাতো বোন বিবাহ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যে খালা ও চাচির দুধ পান করেছে সে খালাতো ও চাচাতো বোনকে বিবাহ করা জায়েয নাই। কারণ দুধ পান করার দরুন দুধ বোনের সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে, আর দুধ বোনকে বিবাহ করা জায়েয নাই।

كمافى العالمغيرية: قليل الرضاع وكثيره اذا حصل فى مدة الرضاع تعلق به التحريم ـ كتاب الرضاع جـ١ صـ٣٤٢ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৩৪২, কাযীখান ১/৪১৭, আল বাহরুর রায়েক ৩/২২২, ইনায়া ৩/৩১১, ফাতহুল কাদীর ৩/৩১১, হিদায়া ১/৩৫১)

দুধ ভাই বোনে পরস্পর বিবাহ

প্রশ্ন : দুধ ভাই বোনের মাঝে যদি কেউ বিবাহ দেয় তাহলে উক্ত বিবাহ সহীহ হবে কি না? এই অবস্থায় স্ত্রী কোন মহর পাবে কি না?

উত্তর : দুধ শরিক ভাই বোনের মাঝে বিবাহ সহীহ হয় না। তাদেরকে পৃথক করে দেয়া আবশ্যক। এমতাবস্থায় যদি তারা সহবাস করে তাহলে স্ত্রী মহরে মিছিল পাবে।

وفى الدر المختار: ويجب مهر المثل فى نكاح فاسدٍ بالوطى لا بغيره الخ. (جـ١ صـ٢٠١ زكريا)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/১২৯, বিনায়া ৫/১৮০, দুররে মুখতার ১/২০১)

স্বামী যদি অস্বীকার করে সন্তান আমার না নসব স্বামীর থেকেই

প্রশ্ন : বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভ থেকে সন্তান প্রসব হওয়ার পর স্বামী বলল যে, এই সন্তান আমার নয়, তাহলে ঐ সন্তানের নসব তার থেকে ছাবেত হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, তার থেকেই সন্তানের নসব ছাবেত হবে। স্বামীর অস্বীকার করাটা গ্রহণযোগ্য নয়।

كمافى مشكوة المصابيح : عن عائشة رضي الله عنها قالت.... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك ياعبدبن زمعة الولد للفراش وللعاهرالحجر (باب اللعان ٢/٢٨٧)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২/২৮৭, হিদায়া ২/৪৩২, আলমগীরী ১/৫৩৬

দুধ শরীক ভাই বোনের সন্তানের সাথে বিবাহ

প্রশ্ন : এক বছরের ছোট ভাই বোনের দুধ পান করার দ্বারা এদের ছেলে মেয়েদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক করা হারাম হয়ে যাবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, যে বোনের দুধ পান করেছে তার সন্তানদের সাথে যে ভাই দুধ পান করেছে তার সন্তানদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক করা হারাম হয়ে যাবে।

و فى البحر الرائق : وحرم به وان قل فى ثلاثين شهرا ماحرم منه بالنسب أى حرم بسبب الرضاع ما حرم بسبب النسب ـ (الرضاع ج٣ صـ٢٢٢ رشيدية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৩৪২, কাযীখান ১/৪১৭, আল বাহরুর রায়েক ৩/২২২, ইনায়া ৩/৩১১, ফাতহুল কাদীর ৩/৩১১, হিদায়া১/৩১৫)

ছোট স্ত্রী বড় স্ত্রীর দুধ খেলে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির দুইজন স্ত্রী আছে, একজন বড় এবং অন্যজন এত ছোট যার দুধ খাওয়ার সময় এখনও বাকী আছে। এখন ঐ ছোট স্ত্রী বড় স্ত্রীর দুধ পান করেছে। এমতাবস্থায় শরয়ী হুকুম কি?

উত্তর : উভয় স্ত্রীর সাথেই বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বড় স্ত্রী চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে গেছে। আর যদি বড় স্ত্রীর সাথে লোকটির সহবাস হয়ে থাকে তাহলে ছোট স্ত্রীও চিরস্থায়ী ভাবে তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। কিন্তু যদি বড় স্ত্রীর সাথে সহবাস না হয়ে থাকে তাহলে ছোট স্ত্রীকে আবার বিবাহ করতে পারবে। অপর দিকে বড় স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়ে থাকলে সে পূর্ণ মহর পাবে নতুবা অর্ধেক মহর পাবে। আর ছোট স্ত্রীও অর্ধেক মহর পাবে।

فى الموسوعة الفقهية: فاذا كانت عنده زوجة صغيرة فارضعتها امرأة تحرم عليه بنتها رضاعا محرما انفسخ النكاح ـ (رضاع ج٢٢ صـ٢٥١ وزارة الاوقاف بالكويت)

(প্রমাণ : সূরা নিসা ৩৩, ফাতহুল কাদীর ৩/৩২০, কুদুরী ১৭০, কিফায়া ৩/৩২০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২২/২৫১)

বিচ্ছেদের পর সন্তান লালন পালনের বিধান

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তান পালনের বিধান কি?

উত্তর : স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব স্ত্রীর। সন্তান ছেলে হলে পানাহার, ইস্তেঞ্জা, পোষাক পরিধান ইত্যাদি করতে পারার আগ পর্যন্ত, আর মেয়ে হলে বালেগা হওয়ার আগ পর্যন্ত। তবে সমস্ত খরচাদি স্বামীর দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী লালন পালন করতে না চায় তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

وفی الهداية : والام والجدة احق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجی وحده ۔ وبالجارية حتى تحيض ۔ (جا صـ ٤٣٥)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৪৩৫-৪৩৪, আলমগীরী ১/৫৪১, দুররে মুখতার ১/২৬৪)

স্বামী স্ত্রীর কেউ মুসলমান হলে ছোট সন্তানের হুকুম

প্রশ্ন : কাফের স্বামী-স্ত্রী থেকে একজন যদি মুসলমান হয়ে যায় এবং তাদের যদি ছোট সন্তান থাকে, তাহলে সন্তান কোন ধর্মের ধরা হবে?

উত্তর : সন্তানকে তার ফিত্‌রাতের উপর নির্ভর করে মুসলমান ধর্মের ধরা হবে।

وفی الهداية : فان كان احد الزوجين مسلما فالولد على دينه وكذلك ان اسلم احدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما باسلامه لان فی جعله تبعا له نظرا له ولو كان احدهما كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابی لان فيه نوع نظر له اذا المجوسية شر منه ۔ (اهل الشرك جا صـ٣٤٦ زكريا)

(প্রমাণ : মিশকাত শরীফ-২/২১, আলমগীরী -১/২৮১, কিফায়া-৩/২৮৭, ফাতহুল কাদীর-৩/২৮৭, হিদায়া-১/৩৪৬)

জারজ সন্তানের বংশধারা

প্রশ্ন : একজন পুরুষ একজন মহিলার সাথে যিনা করেছে এরপর মহিলাটির গর্ভে সন্তান এসেছে, এখন এই সন্তানের বংশ কার থেকে প্রমাণিত হবে।

উত্তর : যদি ঐ মহিলা কোন পুরুষের বিবাহধীন থাকে তাহলে ঐ মহিলা অন্য পুরুষের সাথে যিনার কারণে যে সন্তান হবে, তার নসব ছাবেত হবে ঐ মহিলার স্বামী থেকে, আর যদি অবিবাহিতা হয় তাহলে যিনাকারী থেকে উক্ত সন্তানের নসব ছাবেত হবে না।

وفى الموسوعة الفقهية : ولد الزنى : وهو الولد الذى تأتى به امه ـ نتيجه ارتكابها الفاحشة ـ والحكم فيه ثبوت نسبه من امه. (باب الميراث دوله الكويت جـ٣ صـ٧٠)

(প্রমাণ : মিশকাত ২/২৮৬, তাতার খানিয়া ৩/১৫৮, আলমগীরী ৪/১৬৭, তাতার খানিয়া ৩/১৮৩, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ৩/৭০)

বিবাহের পূর্বে ধারণকৃত সন্তানের বংশ সূত্র কার থেকে সাব্যস্ত হবে

প্রশ্ন : যদি কোন মেয়ের বিবাহের পূর্বে কোন ছেলের সাথে বিবাহের প্রতিজ্ঞা থাকা অবস্থায় অবৈধ যৌনকর্ম করে পেটে সন্তান চলে আসে। এবং তার সাথেই বিবাহ হয়, এখন বিবাহের বয়স ৪ মাস আর পেটের সন্তানের বয়স ৪মাস, এখন জানার বিষয় হলো সন্তানের নসব কার থেকে সাব্যস্ত হবে?

উত্তর : সন্তানটি যদি বিবাহের ছয় মাস পরে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে তাকে বৈধ সন্তান হিসাবে গণ্য করা হবে। কোন সন্তান যদি বিবাহের পর থেকে ছয় মাসের কমে জন্মগ্রহণ করে তাহলে সন্তানটির বংশ সূত্র পিতার থেকে প্রমাণিত হবে না; বরং জারজ সন্তান বলে বিবেচিত হবে। তবে পিতা যদি উক্ত সন্তানকে নিজের সন্তান বলে দাবী করে এবং যিনার কথা স্বীকার না করে তাহলে তার থেকে নসব প্রমাণিত হবে। আর যিনার কথা স্বীকার করলে, তার থেকে সন্তানের বংশ সূত্র প্রমাণ হবে না।

وفى الشامية: قوله والولد له) اى ان جاءت بعد النكاح لستة اشهر مختارات النوازل ، فلو لأقل من ستة اشهر من وقت النكاح ، لا يثبت النسب ، ولا يرث منه إلا ان يقول هذا الولد منى ، ولا يقول من الزنى خانية والظاهر ان هذا من حيث القضاء ، أما من حيث الديانة فلا يجوزله أن يدعيه لأن الشرع قطع نسبه منه ـ (نكاح جـ٣ صـ٤٩ سعيد)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৮০, শামী ৩/৪৯, হিদায়া-২/৪৩৭)

ধর্ম পরিবর্তনের পর বিবাহ

স্বামী স্ত্রীর কেউ খৃষ্টান হওয়ার পর মুসলমান হলে পূর্বের বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রীর মধ্য হতে যদি কেউ খৃষ্টান হওয়ার পর পুনরায় মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তাদের পূর্বের বিবাহ বহাল থাকবে কি না? যদি বিবাহ বহাল না থাকে তাহলে করণীয় কি?

উত্তর : না, উল্লেখিত সুরতে তাদের পূর্বের বিবাহ বহাল থাকবে না। এখন যদি স্ত্রী পুনরায় মুসলমান হয় এবং পূর্বের স্বামী তাকে রাখতে চায় তাহলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে তাকে রাখতে পারবে এবং স্ত্রীকে পূর্বের স্বামীর নিকট বিবাহ বসার জন্য বাধ্য করা হবে। আর যদি স্বামী পুনরায় মুসলমান হয় তাহলে স্ত্রীর স্বাধীনতা রয়েছে। চাইলে সে নতুন বিবাহের মাধ্যমে পূর্বের স্বামীর নিকটেও বিবাহ বসতে পারবে, চাইলে অন্য কারো কাছেও বিবাহ বসতে পারবে।

وفى الشامية: وتجبر على الاسلام وعلى تجديد النكاح زجرالها بمهر يسير كدينار وعليه الفتوى ـ باب نكاح الكافر ج٣ ـ ١٩٤ سعيد

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২১০, তাতার খানিয়া ২/৩৮৯, শামী ৩/১৯৪-৪১৪)

স্বামী স্ত্রী এক সাথে মুসলমান হলে পূর্বের বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : কোন বিধর্মী স্বামী স্ত্রী দুইজন যদি একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের পূর্বের বিবাহ বাকি থাকবে নাকি পুনরায় বিবাহ করতে হবে?

উত্তর : তাদের পূর্বের বিবাহ বাকি থাকবে। তবে ইসলাম গ্রহনের পর ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী বিবাহ পড়িয়ে নেয়া ভাল।

كما فى الدرالمختار: اسلم المتزوجان بلاسماع شهودا وفى عدة كافر معتقدين ذلك اقرا عليه ـ (باب نكاح الكافر ج١ صـ ٢٠٨ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২০৮, হিদায়া ১/৩৪৪, শরহে বেকায়া ২/৫৪, মিনহাতুল খালেক ৩/২০৭, শরহুল ইনায়া ৩/২৮৩, কানযুদ দাকায়েক ১/১১০)

খৃষ্টান স্বামী মুসলমান হলে পূর্বের বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : কোন খৃষ্টান পুরুষ যদি মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্ত্রী খৃষ্টান থেকে যায় তাহলে তাদের পূর্বের বিবাহ বহাল থাকবে কি না?

উত্তর : না। উল্লেখিত সুরতে তাদের পূর্বের বিবাহ বহাল থাকবে না।

وفى الهداية: واذا اسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الاسلام فان اسلمت فهى امرأته وان ابت فرق القاضى بينهما ـ باب نكاح اهل الشرك. (ج٢ صـ٣٤٦ اشرفيه)

(প্রমাণ : সূরা বাকারাহ ২২১, হিদায়া ২/৩৪৬, নাছবুর রায়া ৩/২৭৯, দুররে মুখতার ১/২০৮, ফাতহুল কাদীর ৩/২৮৮)

কোন বিধর্মী মহিলাকে নিয়ে পলায়ন করে বিবাহ করা

প্রশ্ন : কোন কাফের মহিলাকে নিয়ে পলায়ন করার পর তাকে মুসলমান বানিয়ে বিবাহ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কোন ব্যক্তির জন্য অন্য কোন মহিলাকে নিয়ে পালায়ন করা হারাম। তবে যদি কোন ব্যক্তি কোন অমুসলিম মহিলাকে নিয়ে পলায়ন করার পর তাকে মুসলমান বানিয়ে তার ইদ্দত তথা তিন হায়েয অথবা তিন মাস, আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসাবের পর তাকে বিবাহ করে নেয় তাহলে বিবাহ বৈধ হয়ে যাবে।

كما فى الدرالمختار: ولو اسلم احد هما اى احدالمجوسيين او امرأة الكتابى..... لم تبن حتى تحيض ثلاثا او تمضى ثلاثة اشهر قبل اسلام الاخر اقامة لشرط الفرقة مقام السبب وليست بعدة لدخول غيرالمدخول بها. (باب نكاح الكافر ج١ صـ٢٠٨)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২০৮, তাতার খানিয়া ২/৩৯২, বাদায়ে ২/৬৫৪)

বিবাহের পর মুরতাদ হওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন মহিলা মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার পূর্বের বিবাহ বাকি থাকবে কি না?

উত্তর : স্বামী স্ত্রীর যে কোন একজন মুরতাদ হয়ে গেলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যায়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত বিবাহও ভেঙ্গে যাবে।

كما فى الدر المختار: ارتداد احدهما اى الزوجين فسخ فلا ينقض عددًا عاجل بلا قضاء. (باب نكاح الكافر ج١ صـ٢١٠)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২১০, হিদায়া ১/৩৪১, শামী ৩/১৯৩, ফাতহুল কাদীর ৩/২৯৬, নাছবুর রায়া ৩/২৮০)

বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর একজন কাদিয়ানী আক্বিদায় বিশ্বাসী হওয়া

প্রশ্ন : বিবাহের পরে যদি স্বামী অথবা স্ত্রীর মধ্য হতে কোন একজন কাদিয়ানী আক্বিদায় বিশ্বাসী হয় তাহলে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে কি না?

উত্তর : কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফের, তাই স্বামী স্ত্রীর কোন একজন কাদিয়ানী আক্বিদায় বিশ্বাসী হলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যাবে।

كما فى الشامية : وارتداد احد هما اى الزوجين فسخ فلا ينقض عددا عاجل بلا قضاء . (باب نكاح الكافر ج٣ صـ١٩٣ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৩/১৯৩, আলমগীরী ১/৩৩৯, কাযীখান ১/৫৪৭,হিদায়া ২/৩৪৮)

শিয়া সম্প্রদায়ের সাথে বিবাহ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জনৈক যুবক একটি মেয়েকে বিবাহ করে। কিন্তু মেয়েটির পিতা তথা উক্ত যুবকের শ্বশুর হল শিয়া সম্প্রদায়ের লোক। তবে যুবকের শ্বাশুরী হল আমাদের মত মুসলমান। এখন আমাদের প্রশ্ন হল, উক্ত যুবক ও যুবতীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইসলামী শরীআত মুতাবেক সঠিক হয়েছে কি না?

উত্তর : শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদল রয়েছে, আর ফুকাহায়ে কিরাম রহ. বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শিয়া সম্প্রদায়ের সমস্ত ফিরকাহ বা দলই কাফির নয় বরং যাদের মতবাদ কুরআন হাদীস তথা শরীআতের অকাট্য প্রমাণাদীর মাধ্যমে সাব্যস্ত মতবাদের সঙ্গে সংঘাতময় বা বিরোধপূর্ণ তারা কাফির। যেমন হযরত আয়েশা রা. এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, হযরত আবু বকর রা. সাহাবী হওয়াকে অস্বীকার করা ইত্যাদি, আর যারা এরকম মতবাদে বিশ্বাসী নয় তারা কাফির নয় তবে তারা অবশ্যই ফাসেক, বিদআতী।

ঐ মেয়ের মতবাদ যদি শরীআতের অকাট্য প্রমাণাদীর সাথে সংঘাতপূর্ণ না হয় তাহলে বিবাহ বৈধ হয়েছে, তবে শিয়াদের কুফরী আকীদায় বিশ্বাসী না হয়ে গোমরাহ আকীদাহ ধারীনী হলে সে ফাসেক হওয়ায় বিবাহ সহীহ হয়ে গেলেও শিয়াদের গোমরাহ আকীদাহসমূহ হতে ফিরে আসা অবধি। উক্ত স্বামীর জন্যে এ মেয়ের সাথে ঘর সংসার করা হতে বিরত থাকা উচিৎ, কেননা শিয়া মহিলার সাথে ঘর সংসার করতে থাকলে নিজের উপর ও ভবিষ্যতে সন্তানাদীর উপর এর কুপ্রভাব পড়বে, একারণে সে নিজ গোমরাহ আকীদাহ হতে ফিরে না আসলে প্রয়োজনে তাকে তালাক দিয়ে দেয়া চাই। অবশ্য যদি সে পাক্বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদায় বিশ্বাসী ও দ্বীনদার হয় তাহলে তার সাথে বিবাহ ও ঘর সংসারের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নাই।

وفى الشامية : ان ساب الشيخين ومنكر خلافتهما ممن بناه على شبهة له لا يكفر بخلاف من ادعا ان عليا الله وان جبرئيل غلط. (ج٤ صـ٢٦٣ سعيد)

(প্রমাণ : খুলাছা ৪/২৩৭, শামী ৪/২৬৩, আলমগীরী ২/২৬৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৯০)

জন্মনিয়ন্ত্রণ

কোন্ কোন্ কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায়

প্রশ্ন : কোন্ কোন্ কারণে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

উত্তর : যে সব পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেগুলো প্রধানত: দুইভাবে বিভক্ত:

১। স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ।

২। অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ।

স্থায়ী পদ্ধতি: এমন কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা, যাতে সন্তান গর্ভধারণ ক্ষমতা চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ রুপে ধ্বংস হয়ে যায়।

অস্থায়ী পদ্ধতি: এমন পদ্ধতি গ্রহণ, যাতে সাময়িকভাবে সন্তান গর্ভধারন বন্ধ থাকে, গর্ভধারন ক্ষমতা একেবারে ধ্বংস হয় না।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহনের লক্ষ্য নানা প্রকার হয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা ও সুখী সংসার গড়া। যার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, এটা গ্রহণ না করলে, মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য ও বাসস্থান প্রভৃতির ভারসাম্য রক্ষা পাবে না। তাহলে এসমস্ত কারণে স্থায়ী অস্থায়ীভাবে সব জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হারাম।

তবে শরীআতে ব্যক্তি গত বিভিন্ন উযর অসুবিধার কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েয আছে। উযর স্থায়ী হলে, স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। আর উযর অস্থায়ী হলে, অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে, যেমন কোন মহিলার এমন বিশেষ কোন রোগ আছে যে, সন্তান ধারন তার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং সন্তান পেটে আসলে, তার মারা যাওয়ার আশংকা আছে। এক্ষেত্রে তিনি মুসলিম দ্বীনদার বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

তেমনিভাবে কোন মহিলার স্বাস্থ্যহানী বা নানান রোগ বালাই বা ঘন ঘন অনেক বাচ্চা হওয়ায় তাদের লালন-পালনের বেশী অসুবিধা হওয়ায় বা কোন মায়ের বুকের দুধের অভাবে সন্তানের জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে, অথবা জমানা ফেতনায় ভরা থাকে তখন সন্তান নষ্ট বা খারাব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ইত্যাদি উযর বশত: সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয আছে। সেক্ষেত্রে সমস্যা দূর হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রনের কোন একটি পদ্ধতি দ্বীনদার বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে গ্রহণ করতে পারবে।

قال الله تعالى : ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا ـ (سورة بنى اسرائيل ٣١)

প্রমাণ : সূরা বনী ইসরাঈল-৩১, সূরা আনআম ১৫১, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহু ৩/৫৪৮

কনডম ব্যবহার করার বিধান

প্রশ্ন : কনডম ব্যবহার করা কি বৈধ?

উত্তর : কোন দ্বীনদার অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে শারীরিক কোন অসুবিধার কারণে সাময়িক ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। তবে অভাব অনটনের ভয়ে কনডম ব্যবহার করা হারাম।

قال الله تعالى: ولا تقتلوا اولادكم من املاق ..... ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق .... (سورة الانعام اية ١٥١)

(প্রমাণ : সূরা আনআম ১৫১, সূরা বনী ইসরাঈল-৩১, আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের-১৫)

স্ত্রীর সাথে আজল করা তথা বাহিরে বীর্যপাত ঘটানো

প্রশ্ন : (ক) স্ত্রীর সাথে আযল করা বৈধ কি না?

(খ) বিবাহের জন্য পাত্রী দেখার সময় পাত্রীর কোন্ কোন্ অঙ্গ দেখা বৈধ?

উত্তর : (ক) ব্যক্তিগত বিশেষ ওযরে স্ত্রীর অনুমতিক্রমে আযল (বাহিরে বীর্যপাত) করার অনুমতি রয়েছে।

(খ) অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে পাত্রীর শুধু চেহারা ও হাতের কব্জি পর্যন্ত দেখা বৈধ।

وفى الحديث الشريف: عن عمربن الخطاب رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها ـ (مشكوة ج٢ صـ٢٧٦ حميدية)

(প্রমাণ : মিশকাত শরীফ ২/২৬৮-২৭৬, মিরকাত ৬/২৫১, হিদায়া ৪/৪৬৪, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ১৯/১৯৮)

বিবাহের বিবিধ মাসায়েল

স্ত্রীর দুধ দ্বারা ইফতার

প্রশ্নঃ স্ত্রীর দুধ দ্বারা ইফতার করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে কিনা?
উত্তরঃ স্ত্রীর দুধ পান করা হারাম। সুতরাং তা পান করা যাবে না।

كما فى الدر المختار: ولم يبح الا رضاع بعد مدته لانه جزء أدمى والا نتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح ـ (باب الرضاع ١/ ٢١٢ زكريا)

প্রমাণঃ দুররে মুখতার– ১/২১২, শামী– ২/২১১, হিদায়া– ১/৪১, ফাতহুল কাদীর– ৩/৩১০

কুরআন শরীফ ধরে দ্বিতীয় বিবাহ না করার শপথ করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি কুরআন শরীফ ধরে শপথ করে যে আমি দ্বিতীয় বিবাহ করব না, এর দ্বারা শপথ হবে কি না? যদি শপথ হয় এবং বিবাহ করে তাহলে শপথের হুকুম কি হবে?

উত্তর : কুরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন মানুষের হেদায়েত ও পথ প্রদর্শক হিসাবে তাই কুরআন শরীফ ধরে শপথ করা ঠিক নয়। তবুও যদি কোন ব্যক্তি কুরআন শরীফ ধরে শপথ করে, তাহলে তার শপথ হয়ে যাবে এবং শপথ পুরা করা ওয়াজিব হবে। অতএব ঐ ব্যক্তি যেহেতু কুরআন শরীফ ধরে শপথ করেছে, সুতরাং ঐ শপথ যদি পুরা না করে তাহলে তার উপর কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে।

وفى الفتاوى العالمغيرية : قال محمد بن المقاتل الرازى ـ لو حلف بالقرأن قال يكون يمينا وبه اخذ جمهور مشايخنا. (باب مايكن يمينا جـ٢ صـ٥٣)

(প্রমাণ : সূরা মায়েদা ৮৯, দুররে মুখতার ৩/৭১২, মিরকাত ৬/৫৩৮, ফাতহুল কাদীর ৪/৩৫৬, ইলাউস সুনান ৮/৪১১৫, আলমগীরী ২/৫৩)

গায়রে মুকাল্লিদের সাথে বিবাহ

প্রশ্ন : গায়রে মুকাল্লিদীন যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে তাদের সাথে বিবাহ শাদী জায়েয কি না?

উত্তর : গায়রে মুকাল্লিদীন ফাসেক, কাফের নয়, অতএব, তাদের সাথে বিবাহ শাদী জায়েয।

وفى امداد الا حكام: جماعت اہل حدیث کافر نہیں ہیں ان میں جو لوگ مذاہب اربعہ کی تقلید کو شرک اور مقلدین کو مشرک یا ائمہ کو بُرا کہتے ہیں وہ فاسق ہے (ج ۲ ص ۱۶۸)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২২১, ইমদাদুল আহকাম ১/১৬৮, কিফায়াতুল মুফতী-১/৩৭৩)

কোর্ট ম্যারেজের হুকুম

প্রশ্ন : কোর্ট ম্যারেজ বা কোর্ট বিয়ের বিধান কি? আদালতের মাধ্যমে বিয়ের প্রচলিত পদ্ধতি হলো এই যে, ছেলে ও মেয়ে উভয়ে রেজিষ্টারের কাছে নিকাহ্নামায় স্বাক্ষর করে থাকে। আইন গতভাবে বিয়ে সংঘটিত হওয়ার জন্য মৌখিক প্রস্তাব ও সম্মতি এবং সাক্ষী গণের উপস্থিতিকে আবশ্যক মনে করা হয় না। এভাবে সংঘটিত বিয়ে কি শরীআত সম্মত হবে?

উত্তর : শরীআতের দৃষ্টিতে এভাবে বিয়ে হয় না। বিবাহ্ সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হলো ইজাব কবুল (প্রস্তাব-গ্রহণ) থাকা এবং দুইজন পুরুষ সাক্ষী বা একজন পুরুষ সাক্ষী ও দুইজন নারী সাক্ষী থাকা আবশ্যক। যদি রেজিষ্ট্রারের কাছে এই দুইশর্ত পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে বিয়ে সহীহ্ হয়ে যাবে। উভয়ের দাম্পত্য জীবন হালাল হবে, অন্যথায় বৈবাহিক জীবন হারাম হবে।

وفى الشامية: العقد ربط اجزاء التصرف اى الايجاب والقبول شرعا. (جـ٣ صـ٩)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ৪১/২৯৮, শামী ৩/৯, হিদায়া-২/৩২৫)

ছেলে বা মেয়েকে দেখে হাদিয়া দেওয়া

প্রশ্ন: ছেলে বা মেয়েকে দেখে হাদিয়া দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর: উল্লেখিত সুরতে হাদিয়া স্বরূপ ছেলে মেয়েকে দেখে কোন কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে । অথবা মেয়ের পরিবারের লোক ছেলেকে দেখে কোন কিছু হাদিয়া স্বরুপ দিতে পারবে।

وفى العالمكيرية: اذا بعث الزوج الى اهل زوجته اشياء عند زفافها منها ديباج فلما زفت اليه ارار ان يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلك اذا بعث اليها على جهة التمليك كذا فى الفصول العمادية - (الفصل فى جهاز البنت ٣٢٧/١ حقانية)

প্রমাণ: সূরা নিসা ২৯, তিরমিযী ২/১৬, মাওসুআ ৪২/২৫৫, আলমগীরী ১/৩২৭

বিবাহের জন্য মেয়ে দেখা মুস্তাহাব

প্রশ্ন: বিয়ের জন্য ছেলের মেয়ে দেখার বিধান কি?

উত্তর: বিবাহের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর ছেলের জন্য মেয়েকে দেখে নেওয়া উত্তম। এক্ষেত্রে চেহারা ও হাত ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ দেখতে পারবে না।

وفى الفقه الاسلامى وادلته: ففى اثناء الخطبة يجوزالنظر للوجه والكفين فقط دون ماعداهما وللخاطب تكرير نظره ولا ينظر غير الوجه والكفين بلا

مس شئ منها لدلالة الوجه على الجمال والكفين على خصوبة البدن (نظر الرجل للمرأة ٣/٥٥٥ رشيدية)

প্রমাণ: সূরা নিসা: ৩, তিরমিযী: ১/২০৭, তুহফাতুল আহওয়াযী: ৩/৫৪১, আল ফিকহুল ইসলামি: ৩/৫৫৫

বরের মুকুট পড়া

প্রশ্ন: বিয়েতে বরের মাথায় টোপর পরানো জায়েয আছে কি?

উত্তর: না, টোপর পরা জায়েয নাই। এটা হিন্দুদের প্রথা যা বর্জন করা ওয়াজিব,

وفى سنن النسائى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثا تها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار۔

((باب الخطبة فى العيد ١٧٩/١١ اشرفية))

প্রমাণ: নাসায়ী ১৭৯, আবু দাউদ ২/৫৫৯, মিশকাত ১/৩১৯, মিরকাত ৮/২২২

বিয়ে পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন: বিয়ে পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া বৈধ আছে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: হ্যাঁ হাদিয়া হিসাবে কিছু দিলে তা গ্রহণ করা জায়েয আছে।

وفى الهند ية: اذا كان قاضى يتولى القسمة بنفسه حل له اخذ الاجرة وكل نكاح باشره القاضى وقد وجبت مباشرته عليه كنكاح الصغار والصغائر فلا يحل له اخذ الاجرة عليه وما لم تجب مباشرته عليه حل له اخذ الاجرة۔

প্রমাণ: তিরমিযী ২/১৬, মাওসুআ ৪২/২৫৫, আলমগীরী ৩/৩৪৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৪৮-৩৪৯, বাদায়ে ৪/২৩২

বিবাহের জন্য দাড়ি কাটা

প্রশ্ন: বিবাহের জন্য দাড়ি কাটার বিধান কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই

উত্তর: দাড়ি রাখা ও বিবাহ করা উভয়টির গুরুত্ব নিজ নিজ স্থানে। দাড়ি রাখা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাত, পুরুষের আলামত ও ইসলামের নিদর্শন। হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বার বার দাড়ি রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর কাটতে দেখলে রাগান্বিত হতেন। এই কারণে দাড়ি রাখা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। আর মুণ্ডানো ও এক মুষ্টির চেয়ে খাট করা হারাম। সুতরাং বিয়ের জন্য দাড়ি কাটা জায়েয হবে না।

وفی مر قات المفاتیح : المعنی اترکوا اللحی کثیرا بحالها ولا تتعرضوا لها واتر تکوها لتکثر (کتاب اللباس باب الترجل ۲۷۳/۸)

প্রমাণ: সূরা নিসা ১১৯, আবু দাউদ ১/৮, মিরকাত ৮/২৭৩

হস্ত মৈথুনের শরয়ী হুকুম

প্রশ্নঃহস্ত মৈথুনের শরয়ী হুকুম কি? শরীয়াতের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: হস্তমৈথুন করা হারাম এবং মারাত্মক গুনাহের কাজ। কেননা হাদীস শরীফে এর উপর লানত এসেছে। তবে কেউ যদি প্রকৃত পাপের (যেনা ইত্যাদি) মধ্যে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় উত্তেজনা দমনের লক্ষ্যে এমন কাজ করে, তাহলে আশা করা যায় শাস্তির উপযুক্ত হবে না। তবে অবশ্যই এথেকে তওবা করতে হবে।

وفی الدر المختار: وکذا الا ستمناء بالکف وان کرہ تحریما لحدیث ناکح الید ملعون ولو خاف الزنا یرجی ان لا وبال علیہ۔ (باب مایفسد الصوم ۱۵۰/۱ زکریا)

প্রমাণ: সূরা মুমিন ৭, জালালাইন- ২/২৮৭, দূররে মুখতার– ১/১৫০, তাতার খানিয়া- ২/১০৬

একজন পুরুষ ও মহিলার সাক্ষ্যতে যিনা প্রমাণিত হওয়া

প্রশ্ন: একজন পুরুষ ও একজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা যিনা প্রমাণিত হবে কিনা?

উত্তর: না, প্রমাণিত হবে না। কারণ যিনা প্রমাণিত হওয়ার জন্য শরীয়ত চার জন পুরুষের সাক্ষ্যকে শর্ত করেছে।

کما فی القران الکریم ۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهد اء فا جلدوهم ثمنین جلدة : (سورة النور ٤)

প্রমাণ: সূরা নূর– ৪, সহীহ মুসলিম– ২/৬৬, দুররে মুখতার- ১/৩১৫, শামী- ৪/৭

টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করা

প্রশ্ন: মোবাইল, টেপরেকর্ডার বা অন্য কোন যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ডকৃত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য প্রদান করলে গ্রহণ যোগ্য হবে কি?

উত্তর: রেকর্ডকৃত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, কেননা যা রেকর্ড করা হয় তা সত্য বা মিথ্যা উভয়েরই সম্ভাবনা আছে এবং সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য শর্তই হল সাক্ষীদাতা ঘটনার বিষয় বস্তু সন্দেহাতীত ভাবে অবগত হওয়া। কাজেই রেকর্ড শুনে বা দেখে তার উপর নির্ভর করে সাক্ষী দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে উল্লেখিত রেকর্ড বর্ণনার দ্বারা কোন জিনিসকে প্রমাণিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

وفی الموسوعة الفقهية: انها ماخوذة من الشاهد المتيقنة لان الشاهد يخبر عن ماشاهده۔ (٢١٦/٢٦)

প্রমাণ: মাওসুআ– ২৬/২১৬, দুররে মুখতার– ১/৯০, বাদায়ে– ৫/৪১১

দুই স্বামীর অধিকারীনী জান্নাতে কার সাথে থাকবে

প্রশ্ন : কোন মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পরে সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলে মৃত্যুর পরে সে বেহেস্তে কোন স্বামীর সাথে থাকবে।

উত্তর : যদি এক স্বামী বেহেস্তে যায় তাহলে সে তার সাথে থাকবে। যদি উভয় স্বামী বেহেস্তে যায় এ ব্যাপারে দুধরনের বর্ণনা রয়েছে :

১। তাকে ইখতিয়ার দেয়া হবে যে স্বামীকে ইচ্ছা গ্রহণ করবে।

২। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে থাকবে।

بعض علماء کامسلک ہے کہ عورت کواختیار دے دیا جائے کا کسی ایک پسند کرے اور بعض کے نزدیک آخری شوہر کو ملے گی۔ فتاوی مولانا عبدالحی ص ۴۸۲ تھانوی دیوبند)

(প্রমাণ : ফাতাওয়া মাওলানা আ: হাই ৪৮২, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১/৬৯২)

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সের আগে ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিয়ের বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে দিলে কোন গুনাহ হবে কিনা?

উত্তর : ইসলাম বিয়ের ব্যাপারে কোন সময় নির্ধারিত করে দেয়নি প্রয়োজন হলে যে কোন সময়ে বিয়ের অনুমতি রয়েছে আর শরীয়ত বিরোধী আইনের ক্ষেত্রে সরকারের আইন মানা জরুরী নয়। অতএব সরকারের উক্ত আইন না মানলে কোন গুনাহ হবে না।

وفی عثمانی : شادی کے لئے کوئی عمر مقرر نہیں ہر عمر میں نکاح کرنا جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ بلوغ کے بعد نکاح کیا جائے (٣٠٨/٢)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/৪৫৬, আবু দাউদ ১/২৮৯, উসমানী ২/৩০৮

হিন্দু ঠাকুর দ্বারা বিবাহ পড়ানো

প্রশ্ন : কোন মুসলমান ব্যক্তির বিবাহে হিন্দু ঠাকুর দ্বারা বিবাহ্ পড়ানো সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : বিবাহের সকল শর্ত পাওয়া গেলে হিন্দু ঠাকুর দ্বারাও বিবাহ পড়ানো সহীহ হবে তবে উচিৎ হলো তাদের দ্বারা না পড়ানো। বরং কোন দ্বীনদার ব্যক্তির মাধ্যমে বিয়ে পড়ানোটাই সর্বোত্তম।

كمافى الهداية: ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين اورجل وامرأتين ـ (كتاب النكاح ٢/٣٠٦ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৩০৬, ফাতহুল কাদীর ৩/১১০, কুদূরী ১৫৭, দুররে মুখতার ১/১৮৫

হিন্দু মেয়ে মুসলমান হওয়ার পর তাকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : হিন্দু মেয়ে মুসলমান হওয়ার পর তাকে বিবাহ করার বিধান কি?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রশ্নোল্লিখিত মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয আছে।

وفى بدائع الصنائع : ومنها اسلام الرجل اذا كانت المرأة مسلمة : (كتاب النكاح ٢/ ٥٥٤)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২১১, বাদায়ে ২/৫৫৪, আলমগীরী ১/২৮১

পরীর সাথে মানুষের বিবাহ সহীহ না

প্রশ্ন : পরীর সাথে কোন মানব পুরুষের বিবাহ জায়েয কিনা?

উত্তর : না, ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক কোন পরীর সাথে মানব পুরুষের অথবা মানব কন্যার সাথে জ্বিন পুরুষের বিবাহ জায়েয নেই।

وفى السراجية: لا يجوز المناكحة بين بنى ادم والجن والا نسان الماء لاختلاف الجنس ـ (باب نكاح المحارم ١٩٣ اتحاد)

প্রমাণ ঃ সূরা নাহল ৭২, তাফসীরে মাযহারী ৫/৩৫৬, শামী ৩/৫, দুররে মুখতার ১/১৮৫, সিরাজিয়া ১৯৩

শাসনের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে প্রহার করা

প্রশ্ন : স্বামী কর্তৃক শাসনের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে প্রহার করতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, শাসনের উদ্দেশ্যে স্বামী স্ত্রীকে নিম্নোক্ত চারটি কারণে হালকা প্রহার করতে পারবে। যথা- (১) স্বামীর যৌন চাহিদা পূরণের আহ্বানে। সুস্থ থাকাসত্ত্বেও সাড়া না দিলে। (২) ওজর ছাড়া স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাহিরে গেলে। (৩) স্বামীর বলার পরেও সাজ-সজ্জা না করলে। (৪) এবং শরীয়তের কোন ফরজ পরিহার করলে। তবে প্রহারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা যাবেনা।

كمافى القران الكريم: وَالّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ (سورة النساء ٣٤)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৩৪, রুহুল মাআনী ৩/২৫, মিশকাত ১/২৮০

বিবাহকে অনর্থক কাজ মনে করা

প্রশ্ন : সমাজে অনেক লোক বিবাহকে অনর্থক কাজ মনে করে, এমন মনে করাটা ঠিক কিনা?

উত্তর : না, এমন মনে করাটা আদৌ ঠিক না। বরং স্বাভাবিক হালাতে বিবাহ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। উম্মতকে তিনি এসব কাজের প্রতি উৎসাহিত করে গেছেন।

وفى مشكوة المصابيح ـ عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فانى مكا ثربكم ـ (كتاب النكا ٢٦٧ حميدية)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৩, মিশকাত ২৬৭, মিরকাত ১/ ৩৪৩

স্বামী স্ত্রীর যৌনীতে আঙ্গুলী মৈথন করা

প্রশ্ন : স্বামী অতি তৃপ্তির জন্য স্ত্রীর যৌনীতে আঙ্গুলী মৈথন করতে পারবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ পারবে। তবে স্ত্রীর কষ্ট হলে না করা উচিত।

وفى الهداية: وينظر الرجل من أمته التى تحل له وزوجته الى فرجها ـ (باب النظر ٤٦١/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২২৩, হিদায়া ৪/৪৬১, বিনায়া ২, আল-ফিকহুল ইসলামী ৩/৫৫৩

হিন্দুকে মুসলমান হওয়ার শর্তে বিবাহ করা

প্রশ্ন : কোন হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয আছে কি? এই শর্তে যে বিবাহের পর সে মুসলমান হবে।

উত্তর : কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, মুশরিক বা হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করা যাবে না। হ্যাঁ যদি ঈমান এনে মুসলমান হয়। তাহলে বিবাহ করা বৈধ হবে।

وفى القران الكريم : ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مومنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ـ (سورة البقرة ـ ٢٢١)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২২১, বুখারী ২/৭৯৬, কানযুদ্দাকায়েক ১১০, কুদুরী ১৫৯

আছর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে বিবাহের বিধান

প্রশ্ন : আছর ও মাগরিব এর মধ্যবর্তী সময়ে বিবাহবন্ধন জায়েয কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত সময়ে বিবাহ বন্ধন জায়েয আছে। কেননা উক্ত সময়ে বিবাহ বন্ধন না করার ব্যাপারে কোন নিষেধ পাওয়া যায় না।

وفى الدر المختار: ويندب اعلانه وتقديم خطبة وكونه فى مسجد يوم جمعة

بعاقد رشيد وشهود عدول (كتاب النكاح ١/١٨٥ زكريا)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২০৭, দুররে মুখতার ১/১৮৫, শামী ৩/৮

বিবাহের খবর প্রচার করার বিধান

প্রশ্ন : বিবাহের খবর আত্মীয় স্বজনদের মাঝে প্রচার করার বিধান কি?

উত্তর : বিবাহের খবর আত্মীয় স্বজনদের মাঝে প্রচার করা মুস্তাহাব

وفى الترمذى : عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح

واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف ـ (باب اعلان النكاح ١/٢٠٧)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২০৭, মিশকাত ২/২৭২, তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৫৪৩

কাফেরের স্ত্রী মুসলমান হলে বিবাহের সময়

প্রশ্ন : কাফেরের স্ত্রী মুসলমান হয়ে গেলে কোনো মুসলমানের সাথে বিবাহ কখন বসতে পারবে?

উত্তর : উক্ত মুসলিম মহিলা তিন হায়েজের পরে আর হায়েজ না হলে তিন মাস পরে প্রথম কাফের স্বামীর বিবাহ বন্ধন থেকে পৃথক হয়ে যাবে। এরপরে তার দ্বিতীয় বিবাহ বসা সহীহ হবে, তিন হায়েজ বা তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে উক্ত মহিলার দ্বিতীয় বিবাহ সহীহ হবে না।

كمافى العالمكيرية: واذا اسلم احد الزوجين فى دارالحرب... والمرأة هى التى

اسلمت فانه يتوقف انقطاع النكاح بينهما على مضى ثلاث حيض سواء دخل

بها او لم يدخل بها ـ (فى نكالح الكفار ١/٣٣٨ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৩৩৮ দুররে মুখতার ১/২০৮ আল বাহরুর রায়েক ৩/২১৩

দুইজন সাক্ষী ও উকিল মেয়ের থেকে বিবাহের অনুমতি নেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে যে বালেগা মেয়ের আকদের পূর্বে ওলি দুইজন স্বাক্ষী এবং একজন উকিলকে মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়। উকিল সেখানে গিয়ে বলে যে, অমুক এর ছেলে অমুক এত টাকা মহরানা ধার্য করে তোমাকে সাদী করতে এসেছে তুমি তাকে স্বামী হিসেবে কবুল কর। তখন মেয়ে বলে কবুল। তখন ঐ তিনজন ঐখান থেকে চলে আসে ছেলের কাছে। এবং উকিল বলে অমুক এর মেয়ে অমুক তোমাকে স্বামী হিসেবে কবুল করেছে। তুমি তাকে স্ত্রী হিসেবে কবুল কর, তখন ছেলে বলে কবুল। এরকম ভাবে বিবাহ সহীহ হয় কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, উল্লেখিত সুরতে বিবাহ সহীহ হয়েছে। কেননা বালেগা মেয়ের অনুমতি পাওয়া গেছে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, মেয়ের ইজেনের সময় কোন গায়রে মাহরাম যেন না যায়। বরং মাহরাম পুরুষ মেয়ের থেকে ইজেন আনবে যাতে পর্দার সমস্যা না হয়।

كمافى الهداية: وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائهاوان لم يعقد عليها ولى بكرا كانت او ثيبا عند ابى حنيفة ـ (باب فى الاولياء والاكفاء ٣١٣/٢ غوثية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৩১৩, তাতারখানিয়া ২/২৯৩, দুররে মুখতার ১/১৯১

মহিলা ঘটক হওয়ার বিধান

প্রশ্ন : কোন মহিলা ঘটকালী কাজের যিম্মাদারী পালন করতে পারবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, মহিলারা ঘটকালীর যিম্মাদারী পালন করতে পারবে শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে।

وفى روح المعانى: ان اسم الأيامى ينتظم الرجال والنساء فلما لزم فى الرجال تزويجهم باذنهم لزم ذلك فى النساء (١٤٨/٩ دار الفكر)

প্রমাণ ঃ সূরা নূর ৩২, রুহুল মাআনী ৯/১৪৮, আহকামুল কুরআন ৩/৪৬৭, তাফসীরে কাবীর ২৩-২৪/২০৫

একই ব্যক্তি উভয় পক্ষের উকিল হওয়া

প্রশ্ন : একই ব্যক্তি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পক্ষ থেকে উকিল তথা প্রতিনিধি নিযুক্ত হতে পারবে কি?

উত্তর : না, একই ব্যক্তি উভয়ের পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত হতে পারবে না।

وفى فتح القدير: لا يجوز كونه وكيلا من الجانبين ـ (كتاب النكاح ١٩٧/٣ رشيدية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৩২২, ফাতহুল কাদীর ৩/১৯৭, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৫৮।

নাবালেগ বাচ্চা বিবাহের ওকালতি করা

প্রশ্ন : কোন নাবালেগ কি বিবাহে ওকালতি করতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, পারবে যদি ঐ নাবালেগ জ্ঞান সম্পন্ন হয়।

كمافى الهندية: واما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة الوكالة فتصح وكالة الصبى العاقل ـ (كتاب الوكالة ٥٦٢/٣ حقانية)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ৬/২০, হিন্দিয়া ৩/৫৬২, আল ফিকহুল ইসলামী ৪/৭৪৯

যিনার তোহমত দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ না হওয়া

প্রশ্ন : কোন সৎ চরিত্রবান মহিলাকে তার স্বামী যিনার তোহমত দিলে বিবাহ ভঙ্গ হবে কিনা?

উত্তর : না, শুধু যিনার তোহমত এর দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ হবে না। তবে তোহমত এর কারণে স্বামী শাস্তিরযোগ্য হবে।

وفى الهداية: واذا قذف الرجل رجلا محصنا او امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده ـ (باب حدد القذف ٢/٥٢٩ اشرفية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/২৩, হিদায়া ২/৫২৯, আল বাহরুর রায়েক ৫/৩০, কানযুদ দাকায়েক ১৮৭

ভিন্নধর্মী ছেলেকে বিবাহ কারিণী নারীর হুকুম

প্রশ্ন : যে নারী স্বেচ্ছায় ভিন্নধর্মী ছেলেকে বিবাহ করে দুই তিনটা সন্তানও হয় এমন নারীকে মুসলমান বলা যাবে কিনা?

উত্তর : যে নারী স্বেচ্ছায় ভিন্নধর্মী ছেলের সাথে বিয়ে বসাকে বৈধ মনে করে এবং তার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করে তাকে মুসলমান বলা যাবে না। কেননা, অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত যদি কেউ হারামকে বৈধ মনে করে তাহলে কাফের হয়ে যায়। আর বৈধ মনে না করে বিয়ে করলে তাকে মুসলমান বলা যাবে। তবে এমন করা গুনাহের কাজ।

كمافى القران المجيد ـ ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن ... (سورة البقرة ٢٢١)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২২১, তাফসীরে কাবীর ৬/৫৫, হিন্দিয়া ১/২৮২

প্রথম স্বামী তালাক না দিলে দ্বিতীয় বিবাহ সহীহ নাই

প্রশ্ন : স্ত্রী যদি স্বামী রেখে অন্য ছেলের সাথে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ বসে তাহলে তার বিবাহ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : না, বিবাহ সহীহ হবে না।

وفى الشامية: اسباب التحر يم انواع قرابة مصاهرة رضاع وتعلق حق الغير بنكاح ـ (كتاب النكاح ٢/٢٨)

প্রমাণ ঃ তাফসীরে মাযহারী ২/৬৪, শামী ৩/২৮, আলমগীরী ১/২৮০, উসমানী ২/২৩৭-৩৮

বিবাহ করা সাওয়াবের কাজ

প্রশ্ন : বিবাহ করা সাওয়াব এর কাজ কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, বিবাহ করা সাওয়াব এর কাজ। হাদিসে বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

وفى مشكوة المصابيح : عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يلقى الله طاهرا تمطهرافليتزوج الحرائر ـ (كتاب النكاح ٢٦٨ حميدية)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৩, মিশকাত ২৬৮, মিরকাত ১/৩৪৩

দ্বিতীয় বিবাহের জন্য অনুমতি চাওয়া

প্রশ্ন : স্ত্রী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহের জন্য তার অনুমতি নেয়া জরুরী কি না? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই?

উত্তর : না, জরুরী নয়। যদি স্বামী স্ত্রীদের মাঝে সমতা বজায় রাখতে পারে। কেননা প্রতিটি পুরুষের জন্য চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে।

وفى الهداية: وللحرأن يتز وج اربعا من الحرائر والاماء وليس له ان يتز وج اكثر من ذلك (كتاب النكاح ـ ٣١١/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৩, হিদায়া ২/৩১১, দুররে মুখতার ১/১৮৯, শামী ৩/৪৮

এক মজলিসে একাধিক বিবাহ সহীহ

প্রশ্ন : এক মজলিসে একাধিক বর কনের বিবাহ বন্ধনের জন্য এক খুৎবা যথেষ্ট হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, এক মজলিসে একাধিক বিবাহ বন্ধনের জন্য এক খুৎবাই যথেষ্ট হবে।

كمافى الدر المختار : ويندب اعلانه وتقديم خطبة وكونه فى مسجد يوم جمعة بعاقد رشيدو شهود عدول ـ (باب النكاح ١٨٥/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৮৫, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮০, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ৪/১২ শামী ৩/৮

বিবাহে ইজাব এবং কবুল তিনবার বলা

প্রশ্ন : কোন কোন এলাকায় এ প্রথা চালু আছে যে বিবাহের সময় ايجاب এবং قبول তিনবার বলা জরুরী মনে করে। শরীয়তে এর বিধান কি? জানতে চাই।

উত্তর : বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য শুধু একবার ايجاب এবং قبول বললেই হয়ে যাবে। তিনবার বলা জরুরী নয়।

كمافى الهداية: وينعقد بلفظين يعبر باحد هما عن الماضى وبالاخرعن المستقبل مثل ان يقول زوجنى فيقول زوجتك ـ (كتاب النكاح ٣٠٥/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৩০৫, হিন্দিয়া ১/২৭০, কানযুদ্দাকায়েক ৯৭, তাতারখানিয়া ২/২৪৩

বালেগা মহিলার ক্রন্দন বা চুপ থাকা ইজাব হবে না

প্রশ্ন : যদি কোন বালেগা মহিলার নিকট আজনবী ব্যক্তি বিবাহের অনুমতি চায় এমতাবস্থায় মহিলার ক্রন্দন বা চুপ থাকা অনুমতি বলে গন্য হবে কি না?

উত্তর : না, অনুমতি হবে না। বরং স্পষ্ট শব্দে অনুমতি দেওয়া জরুরী।

وفى الهداية: وان فعل هذا غير الولى يعنى استاذن غير الو لى او ولى غيره اولى منه لم يكن رضا حتى تتكلم به ـ (باب فى الاوليا والاكفاء ٣١٤/٢ اشرفى)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৯২, আল বাহরুর রায়েক ৩/১১৫, কানযুদ্দাকায়েক ১০০, হিদায়া ২/৩১৪

একাধিক বিবাহ করা

প্রশ্ন : পুরুষ কোন অবস্থায় একাধিক বিবাহ করতে পারবে?

উত্তর : পুরুষদের জন্য চারটি বিবাহ করা জায়েয আছে। কিন্তু সাথে এই হুকুমও দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ এবং বরাবরি করবে। যদি এমনটি করতে পারে তাহলেই একাধিক বিবাহ করতে পারবে। অন্যথায় পারবে না।

وفى جلالين : فانكحوا تزوجوا.... ما بمعنى ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع اواثنين اثنين وثلاثا ثلاثا واربعا اربعا ولا تزيدوا على ذلك ـ فان خفتم الا تعدلوا فيهن با لنفقة والقسم فوا حدة انكحوها او اقتصروا على واحدة ـ (سورة النساء ٦٩)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৩, তাফসীরে জালালাইন ৬৯, তাফসীরে কাবীর ৯/১৪৮

বিবাহের উপকারিতা

প্রশ্ন : বিবাহের উপকারিতা কি?

উত্তর : বিবাহ আল্লাহ তাআলার বিশেষ এক নিয়ামত। যার উপকারিতা কোরআন ও হাদীসে অনেক বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন : সতীত্ব হেফাজত করতে পারা। গুনাহ থেকে বাঁচতে পারা, বংশ বৃদ্ধি পাওয়া, দ্বীনের উপর চলা সহজ হওয়া, ইহা ছাড়া আরো অনেক উপকারিতা আছে।

وفى الكفاية : النكاح... يشتمل على المصالح الدينية والدنيوية كحفظ النساء والقيام عليهن بالا نفاق وصيانة نفسه عن الزنا وتكثير عباد الله وامة الرسول ـ (كتاب النكاح ١٠١/٣

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২/২৬৮, কেফায়া ৩/১০১, আল ফিকহুল ইসলামী ৭/৪৫

ফাসেক ব্যক্তির দ্বারা বিবাহ পড়ানো বৈধ

প্রশ্ন : কোন ফাসেক বিবাহ পড়ালে জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, কোন ফাসেক ব্যক্তি কাউকে বিবাহ পড়ালে যদিও সহীহ হয়ে যাবে। কিন্তু না পড়ানোই উত্তম। বরং কোন নেককার ব্যক্তির দ্বারা বিবাহ পড়ানো মুস্তাহাব।

كمافى الدر المختار : ويندب اعلانه وتقديم خطبة وكونه فى مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهودعدول ـ (كتاب النكاح ١/١٨٥ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৮৫, শামী ৩/৮, হিদায়া ২/৩০৬

বাচ্চাওয়ালী বিধবা মহিলাকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : বাচ্চাওয়ালী বিধবা মহিলাকে বিবাহ করার বিধান কি?

উত্তর : মহিলা যদি বাচ্চা লালন-পালন করার কারণে বিবাহ না করে তাহলে সে সওয়াব পাবে। কিন্তু বিবাহ করাও ঠিক আছে। এর কারণে কোন গুনাহ হবে না। বর্তমানে মানুষ স্বামী মারা যাওয়ার পরে দ্বিতীয় বিবাহ করাকে দোষণীয় মনে করে। এই জন্য বিবাহ করাটাই ভালো এতে সওয়াবও বেশি হবে।

كمافى القراة الكريم: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور ٣٢)

প্রমাণ ঃ সূরা নূর ৩২, জালালাইন ২৯৮, মিশকাত ২/ ২৯৩

বিবাহের মধ্যে ৬ কালিমা পড়া

প্রশ্ন : বিবাহের সময় ইজাব কবুল জরুরী নাকি ছয় কালিমা?

উত্তর : বিবাহের মধ্যে ইজাব কবুল জরুরী, ছয় কালিমা পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

وفى الهداية: النكاح ينعقد بالايجاب والقبول ـ (كتاب النكاح ٢/٣٠٥ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২৬৭, হিদায়া ২/৩০৫, তাতারখানিয়া ২/২৪৩, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮১

সহবাসের পূর্বের খাবারকে ওলিমা বলা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর এক সাথে তথা সহবাসের পূর্বে ছেলের পক্ষ থেকে খাবারের আয়োজন করা হয়। এখন আমার জানার বিষয় হল এই খাবারকে কি ওলিমার খাবার বলা যাবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই?

উত্তর : না, ওলিমার খাবার বলা যাবে না। কারণ স্বামী-স্ত্রী সহবাসের পর যে খাবারের আয়োজন করা হয় তাকে ওলিমা বলা হয়।

كمافى صحيح البخارى : عن انس ابن مالك رضى الله عنه قال اصبح النبى صلى الله عليه وسلم بها (بزينب ابنة جحش ﷺ) عروسا فدعا القوم فأصا بوا من الطعام ثم خرجوا وبقى رهط (٢/٧٧٦ اشرفية)

প্রমাণ ঃ বুখারী ২/৭৭৬, আলমগীরী ৫/ ৩৪৩, হাশিয়ায়ে ইলাউস সুনান ৮-৯/৩৬৪৭

সাবালেগা মেয়ের চুপ থাকার দ্বারা বিবাহ হওয়া

প্রশ্ন : যায়েদ তার সাবালেগা মেয়ের বিবাহের জন্য উমরকে উকিল বানায়, এরপর উকিল মেয়ের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ দিয়ে দেয়। যখন ঐ মেয়েকে তার বিবাহের কথা বলা হলো তখন সে কিছু না বলে চুপ রইল। এখন জানার বিষয় হল ঐ মেয়ের চুপ থাকার কারণে বিবাহ ছহীহ হয়েছে কিনা? এবং এ চুপ থাকা তার অনুমতি ধরা হবে কিনা?

উত্তর : যদি যায়েদ তার মেয়ের বিবাহের জন্য উমরকে উকিল বানিয়ে থাকে, তাহলে এ বিবাহ ছহীহ হয়েছে কেননা ঐ মেয়ে তার বিবাহের কথা শুনে চুপ থাকাটাই তার অনুমতি।

وفى كنز الدقائق: فان استاذنها الولى فسكتت أو ضحكت اوبكت او زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو اذن (١/١٠٠)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৯১, কানায ১০০, ফাতহুল কাদীর ১/১৬৪

বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : বিবাহের হুকুম কি?

উত্তর : যদি কামভাব বেশি না হয় বরং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং স্ত্রীর মহর খোরপোষ দেওয়ার সামর্থ থাকে তাহলে বিবাহ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর যদি কামভাব বেশি থাকায় গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ওয়াজিব। আর যদি গুনাহে লিপ্ত হওয়া নিশ্চিত হয় তাহলে বিবাহ করা ফরয। যদি স্ত্রীর উপর জুলুমের সম্ভাবনা হয় তাহলে মাকরুহ। আর যদি জুলুম করা নিশ্চিত হয় তাহলে বিবাহ করা হারাম।

كمافى الدر المختار: ويكون واجبا عند التوقان فان تيقن الزنا الابه فرض وهذا ان ملك المهر والنفقة...ويكون سنة مؤكدة حال الاعتدال .. ومكروها لخوف الجور فان تيقنه حرم ذلك ـ (١/١٨٥ كتاب النكاح)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৮৫, কানযুদ দাকায়েক ৯৭

এক তালাক লিখতে বলায় কাজীর তিন তালাক লিখা

প্রশ্ন : স্বামী তালাকনামায় এক তালাকের কথা লিখতে বলেছিল, কিন্তু কাজী তিন তালাক লিখে স্বামীর থেকে দস্তখত নিয়েছে। এখন কয় তালাক পতিত হবে?

উত্তর : স্বামী যদি তিন তালাকের বিষয় জেনে দস্তখত করে, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি স্বামীকে ধোকা দিয়ে বা স্বামী বিষয়টি না দেখে দস্তখত করে তাহলে এক তালাকেই পতিত হবে।

وفی الشامية : الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة ...وان كانت مستبينة لكنها غير مرسومة ان نوى الطلاق يقع والا لاوان كانت مرسومة يقع الطلاق نوى او لم ينوا ـ (كتاب الطلاق ٢٤٦/٣ سعيد)

প্রমাণ ঃ তাতার খানিয়া ২/৫১২, দুররে মুখতার ১/২১৮, শামী ৩/২৪৬

বিবাহে মধ্যে যে উপহার দেওয়া হয় তার মালিকানা

প্রশ্ন : বিবাহের বরযাত্রা ও বৌ-ভাত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত মেহমানগণ যে উপঢৌকন প্রদান করে থাকেন এর মালিক কে হবে?

উত্তর : শরীয়তে বরযাত্রী অনুষ্ঠানের নামে কোন অনুষ্ঠান নাই। আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়মে বরযাত্রী যাওয়া জায়েয নাই। কেননা প্রথা হিসাবে মেয়ের বাবার সামর্থ না থাকলেও বাধ্য হয়ে তাদের খানা-পিনার ইন্তেজাম করতে হয় যা তার সন্তুষ্টচিত্তে করে না। আর শরয়ী ফায়সালা হলো, কারো কোন জিনিস সন্তুষ্টচিত্তে না হলে উহা নেয়া বা খাওয়া জায়েয নাই। আর যদি সুন্তুষ্টচিত্তে উপহার সামগ্রী প্রদান করে এবং তাতে এমন কোন চিহ্ন বা নিদর্শন থাকে যার দ্বারা এর মালিক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাহলে সেই এ উপহার সামগ্রীর মালিক হবে।

وفی القرآن الكريم : يا ايها الذين امنوالا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (سورة النساء ٢٩)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৮৮, সূরা নিসা ২৯, রুহুল মাআনী ১-২/৭০, তাফসীরে মাযহারী ৩/২০৯, আলমগীরী ৪/৩৮৩

এক মেয়েকে দেখিয়ে অন্য মেয়েকে বিবাহ দেয়া

প্রশ্ন : এক মেয়েকে দেখিয়ে অন্য মেয়েকে বিবাহ দিলে সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। তবে ধোকা দেওয়ার কারণে গুনাহগার হবে। এমতাবস্থায় স্বামী চাইলে ঐ মেয়েকে তালাক দিয়ে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে।

كما فى العالمكيرية : رجل له اثنتان اسم الكبرى منهما عائشة واسم الصغرى فاطمة فقال الاب فى نكاح الكبرى زوجتك ابنتى فاطمة جاز النكاح على الصغيرة ـ (كتاب النكاح ٣٢٤/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৩২৪, হিদায়া ২/৩০৫, তিরমিযী ২/১৫, ফাতহুল কাদীর ৩/১০৪

কোন সময়, কোন দিন ও কোথায় বিবাহ উত্তম

প্রশ্ন : কোন সময়, কোন দিন ও কোথায় বিবাহ হওয়া উত্তম?

উত্তর : জুমাআর দিন মসজিদে আসরের পর বিবাহ হওয়া উত্তম।

وفى الدر المختار : ويندب اعلانه وتقديم خطبة وكونه فى مسجد يوم جمعة ـ (كتاب النكاح ١٨٥/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২০৭, দুররে মুখতার ১/১৮৫, ফাতহুল কাদীর ৩/১০২, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮০, মাওসূআ ৪১/২২১-২২২, আল ফিকহুল ইসলামী ৮/১২৯

যৌতুক নেওয়া দেওয়া সম্পর্কে ঃ

প্রশ্ন : (ক) আমাদের এলাকায় যৌতুক মোটামুটি চার নিয়মে নেওয়া হয়।

(১) যৌতুক চুক্তি করে নেওয়া যেমন : মেয়ের পক্ষ থেকে নগদ টাকা, ফ্রীজ, টিভি ইত্যাদি মোটকথা ঘর সাজাতে যা লাগে সবই এর অন্তর্ভুক্ত, এই সব কিছু ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষ থেকে চুক্তি করে নিয়ে থাকে।

(২) যৌতুক চুক্তি ছাড়া নেওয়া, যেমন : ছেলের পক্ষ বলে দেয়, যৌতুকের ব্যাপারে আমাদের কোন দাবী নেই। আপনারা খুশি হয়ে যা দেন। আর যা দেন তা আপনার মেয়েরই থাকবে।

(৩) ছেলের পক্ষ বলে থাকে আমরা কোন যৌতুক চাই না। আর যদি কিছু দেয়, তাহলে তা ফেরত দেয় না।

(৪) খাওয়ার চুক্তি যেমন, ছেলের পক্ষ থেকে মেয়ের পক্ষকে বলে আমাদের ১শ থেকে ২শ লোক খাওয়াতে হবে। উপরে উল্লিখিত নিয়মগুলো জায়েয কিনা?

(খ) মেয়ের বাড়িতে যা খাওয়ানো হয়, তা ওলীমার অন্তর্ভুক্ত কিনা?

উত্তর : (ক) ইসলামী শরীয়তে বিবাহ অত্যন্ত সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কিন্তু আমরা এই সহজ কাজকে ও গুরুত্বপূর্ণ এ ইবাদতকে বিদ'আত ও রসুমত, বেপর্দা, গান-বাদ্য ও বিভিন্ন ধরনের গোনাহের কাজ দ্বারা বিকৃত করে ফেলেছি, যার কারণে বিবাহ শাদী আমাদের জন্য বিশেষ করে মেয়ের পিতার জন্য মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিবাহের কুসংস্কার সমূহের মধ্যে যৌতুকের প্রথা অন্যতম।

প্রশ্নে বর্ণিত যৌতুকের চার নিয়মের ইসলামী বিধান নিম্নরূপ,

(১) যৌতুক চুক্তি করে নেওয়া অর্থাৎ, ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষ থেকে টাকা বা বিভিন্ন আসবাবপত্র ইত্যাদি চুক্তি করে নেওয়া নাজায়েয।

(২) যৌতুক চুক্তি ছাড়া নেওয়া যেমন, ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষকে বলা আমাদের কোন দাবী নেই। যা কিছু দিবেন তা আপনার মেয়েরই থাকবে। এটাও এক রকম চাওয়া। ইহা থেকে বিরত থাকবে।

(৩) ছেলের পক্ষ মুখে বলে আমরা কোন যৌতুক চায় না। কিন্তু মনে মনে আশায় থাকে এমতাবস্থায় যৌতুক না নেওয়াই চাই। কারণ কারো মালের আশায় থাকার পর তা পাওয়া গেলে তার মধ্যে বরকত হয় না। আর আশায় না থেকে কিছু পেলে তার মধ্যে বরকত হয়।

(৪) খাওয়ার চুক্তি যেমন ছেলের পক্ষ বলে থাকে আমাদের একশ/২শ লোক খাওয়াতে হবে। এটাও নাজায়েয। কারণ শরীয়তে বর যাত্রীদের খাওয়ানোর ব্যাপারে কোন হুকুম নেই। আমাদের দেশে প্রচলিত নিয়ম আছে। বরযাত্রী দেড়শ/২শ যাবে তাদের উন্নতমানের খানা-পিনার ব্যবস্থা মেয়ের পিতাকে করতে হবে। মেয়ের পিতার সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক, এটা সম্পূর্ণ জুলুম, এবং এইভাবে অন্যের মাল খাওয়া জায়েয নাই।

(খ) স্বামী প্রথম রাত্রি স্ত্রীর সাথে থাকার পর নিজের আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী ফকীর মিসকীন এবং মেয়ের পক্ষের আত্মীয় স্বজনদেরকে দাওয়াত করে খানা খাওয়াবে এটাই হল ওলীমা। শরীয়তে বরযাত্রী অনুষ্ঠানের নামে কোন অনুষ্ঠান নাই এবং ইহা ওলীমার অন্তর্ভুক্ত নই।

وفی مشکوة المصابیح : وعن ابی حرة الرقاشی عن عمه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الا لا تظلموا الا لا یحل مال امریء الا بطیب نفس منه (۲٥٥ اشرفیة)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৮৮, সূরা নিসা ২৯, রুহুল মাআনী ১/১৮৮, মিশকাত ২৫৫, মাসূআ ৪৫/২৪৯

ছোট সন্তানাদির খরচ পিতার উপর ওয়াজিব

প্রশ্ন : ছোট সন্তানাদির খরচাদী পিতার উপর দেওয়া ওয়াজিব কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, পিতার উপর ওয়াজিব। যদি সন্তানের মাল না থাকে।

وفی خلاصة الفتاوی : نفقة البنت المعسرة البالغة یجب علی الاب کالصغیرة والکل علیه اذا لم یکن للصغیر مال ـ (فصل فی النفقة ۲/٦۳ رشیدیة)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/৫৬০, খানিয়া ১/৪৪৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/৬৩, হিদায়া ২/৪৪৪, কুদুরী ১৯২

ছেলে মেয়েদের বিবাহ বিলম্ব করা

প্রশ্ন : মেয়েদের বিবাহ বিলম্বে দেওয়ার দ্বারা কোন সমস্যা আছে কিনা?

উত্তর : যুবক-যুবতী সন্তানদের বিবাহ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করানো জরুরী। বিশেষত যথাযোগ্য পাত্র পাওয়ার পরেও মেয়েদেরকে বিবাহ দিতে বিলম্ব করা দোষনীয়। কারণ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি সন্তানের পক্ষ হতে কোন প্রকার গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়, তাহলে গুনাহের ভার পিতার উপর বর্তাবে।

كما فى مشكوة المصابيح : عن ابى سعيد وابن عباس رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه واذبه فاذابلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فاصاب اثما فانما اثمه على ابيه ـ (باب الولى فى النكاح واستئذان المراة ٢٧١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২/২৭১, মিরকাত ৬/২৭৪

বিবাহের মুস্তাহাব বিষয়াদী

প্রশ্ন : বিবাহের মুস্তাহাব বিষয়াদীগুলো জানতে চাই।

উত্তর : মুস্তাহাব বিষয়াদি হলো :

১। বিবাহের পূর্বে ভালোভাবে বিবাহের প্রচার করা।
২। মেয়ে দেখা।
৩। জুমআর দিন হওয়া।
৪। জুমআর মসজিদে হওয়া।
৫। খোদা ভীরু ব্যক্তির মাধ্যমে বিবাহ পড়ানো।
৬। খুৎবা পড়া।
৭। সাক্ষীগণ ন্যায়পরায়ণ হওয়া।
৮। বিবাহের জন্য প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করা।
৯। স্বামীর তুলনায় স্ত্রী বয়স, ইজ্জত, বংশ এবং মালে নিম্ন মানের হওয়া।
১০। আখলাক, আদব, পরহেজগারীতায় এবং সুন্দর্যতায় উচুঁ মানের হওয়া।

وفى الدر المختار: ويندب اعلانه وتقديم خطبة وكونه فى مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول ـ والاستدانة له ـ والنظر اليها قبله وكونها دونه سنا وحسبا وعزا ومالا ـ وفوقه خلقا وادبا و ورعا وجمالا (جـ١ صـ ١٨٥)

(প্রমাণ : মিশকাত-২/২৬৮, দুররে মুখতার ১/১৮৫, শামী ৩/৮)

সন্তানের বিবাহের খরচ হাওয়ায়েজে আসলিয়ার অন্তর্ভূক্ত নয়

প্রশ্ন: সন্তান সন্ততির বিবাহের খরচ হাওয়ায়েজে আসলিয়ার অন্তর্ভুক্ত কিনা?
উত্তর: সাধারণত ছেলে মেয়ের বিবাহ সাদী বালেগ হওয়ার পরই করান হয়, আর ছেলে মেয়ে বালেগ হওয়ার পরে তাদের খরচাদী পিতার উপর ওয়াজিব থাকে না। অতএব ছেলে মেয়ের বিবাহের খরচও নিত্য প্রয়োজনীয় খরচের অন্তর্ভূক্ত হবে না।

وفى العالمكيرية: نفقة الاولاد الصغار على الاب لايشاركه فيها احد (٥٦٠/١٣١)

প্রমাণ: সূরা বাকারা : ২৩৩, হিন্দিয়া: ১/ ৫৬০, শামী: ৩/৬১২, বাদায়ে: ৩/৪৪৩, তাতার খানিয়া: ৩/২৭৩, আল ফিকহুল ইসলামি: ৭/৭৩২

এক বিবাহ দুইবার পড়ানোর বিধান

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি অভিভাবককে না জানিয়ে সাক্ষীর সামনে বিবাহ করেছে। অভিভাবককে পূর্বের বিবাহের কথা বলতে না পারায় অভিভাবকের সামনে ঐ মেয়েকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে কি না?
উত্তর : সাক্ষীদের সামনে বিবাহ করার মাধ্যমে বিবাহ হয়ে গেছে সুতরাং পুনরায় অভিভাবকের সামনে বিবাহ করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে করলে কোন সমস্যা নেই।

وفى العالمغيرية: الشهادة قال عامة العلماء انها شرط جواز النكاح. (جا صـ٢٦٧ المكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৬৭, খুলাছাহ ২/১৪, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮৮)

বৃদ্ধ পিতার দ্বিতীয় বিবাহ করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির পাঁচ জন ছেলে রেখে তার স্ত্রী মারা যায় এখন উক্ত ব্যক্তি পুনরায় বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তার ছেলেরা তাকে বাঁধা প্রদান করছে, এখন জানার বিষয় হলো ছেলেদের জন্য এমন করা ঠিক হবে কি না?
উত্তর : ঐ ব্যক্তি যদি স্ত্রীর সকল প্রকার হক আদায় করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য বিবাহ করে নেয়াই উত্তম। আর ছেলেদের জন্য পিতাকে বিবাহ হতে বাঁধা দেয়া জায়েয নেই, বরং তাদের জন্য উচিৎ পিতাকে বিবাহ করিয়ে দেয়া এবং পিতার খেদমতের ব্যবস্থা করে দেয়া, কারণ মানুষ যতবেশী বার্ধক্যে পৌছে ততবেশী স্ত্রীর এমন কিছু খেদমতের প্রয়োজন হয় যা অন্য কারো মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়।

فى الحديث الشريف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء ة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. الخ. مشكوة ج٢ صـ ٢٦٧

(প্রমাণ : মিশকাত শরীফ ২/২৬৭, আল আশবাহ ওয়ান-নাযাইর ৪১, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ৭/৪২)

বিবাহের খুতবা বসে দেওয়া যাবে

প্রশ্ন : বিবাহের খুতবা বসে, নাকি দাঁড়িয়ে দেওয়া উত্তম?

উত্তর : খুতবাহ সমূহের মধ্যে আসল তরীকা হলো, দাঁড়িয়ে দেওয়া, তবে জুমআর খুতবাহ ব্যতীত অন্য খুতবাহ যদি কেউ বসে দেয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

كمافى خلاصة الفتاوى : و السنة ان يخطب قائما على المنبر إلى قوله اما اذا خطب خطبة واحدة قائما او قاعدًا ... جاز (باب النكاح ٢٠٥/١ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/১৪৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২০৫, কুদুরী ৩৬, আল বাহরুর রায়েক ১/১৪৭

বিবাহের খুতবা দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : বিবাহের খুতবাহ দেওয়ার হুকুম কি ও খুতবা কখন দিবে?

উত্তর : বিবাহের খুতবা দেওয়া সুন্নাত, এবং বিবাহের আকদ এর পূর্বে খুতবা দিবে।

كمافى البحر الرائق: يستحب ان يكون النكاح ظاهراوان يكون قبله خطبة وان يكون عقده فى يوم الجمعة (كتاب النكاح ٨١/٣ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৩/৮১, শামী ৪/৬৬, দুররে মুখতার১/১৮৫, মাউসুআ ৪১/২২৩

অসুস্থতার থেকে আরোগ্যের জন্য স্ত্রীর দুধ পান করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি এমন অসুস্থ হয় যে স্ত্রীর দুধ পান করা ছাড়া সুস্থ হবে না, তাহলে তার জন্য স্ত্রীর দুধ পান করা বৈধ কি না? এর দ্বারা স্ত্রী হারাম হবে কি না?

উত্তর : সুস্থতার জন্য যদি অন্য কোন ঔষধ সম্পর্কে জানা না থাকে এবং কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার একথা বলে তাহলে স্ত্রীর দুধ পান করা জায়েয আছে। এর কারণে স্ত্রী হারাম হবে না।

كما فى الشامية : (اختلف التداوى بالمحرم) ففى النهاية عن الذخيرة يجوز ان

علم فيه شفاء ولم يعلم دواء اخر..... كما رواه البخارى ان ما فيه شفاء لا باس به ـ (التداوى بالمحرم جا صـ٢٠٠ سعيد)

(প্রমাণ : শামী-১/২০০, মিরকাত ৭/৯৭, দুররে মুখতার-১/২১৪)

স্বামী স্ত্রীর দুধ পান করা হারাম

প্রশ্ন : কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর দুধ পান করে তাহলে কি তার স্ত্রী তালাক হবে?

উত্তর : স্ত্রীর দুধ পান করা হারাম। তবে কেউ পান করলে এতে স্ত্রী হারাম বা তালাক হবে না। এবং দুধ সম্পর্কও সাব্যস্ত হবে না, কারণ দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হয় নির্দিষ্ট সময় (তথা দুই বছর বয়স) এর মাঝে দুধ পান করলে।

ان رجلا سئل اباموسى الاشعرى فقال انى مصصت من امرأتى من ثديها لبنا فذهب فى بطنى ـ فقال ابو موسى لا اراها الا حرمت عليك ـ فقال عبد الله بن مسعود انظر ماتفتى به الرجل فقال ابو موسى فما تقول انت فقال عبد الله لا رضاعة الا ماكان فى حولين الى الخ ـ رواه سنن ابى داود وفى المؤطان. (حاشية شرح الوقاية ج٢ صـ٥٧)

(প্রমাণ : হাশিয়ায়ে শরহে বেকায়া ২/৫৭, আল বাহরুর রায়েক ৩/২২১, দুররে মুখতার ১/২১২)

বিবাহের আগে হবু বধুর সাথে কথা বলা

প্রশ্ন : হবু বধু, যার সাথে শরীয়ত সম্মত ভাবে বিবাহ পড়ানো হয়নি শুধু উভয় পক্ষ পছন্দ করেছে এবং বিবাহের দিন তারিখও নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার সাথে তার হবু জামাই কথা বলতে পারবে কিনা?

উত্তর: তারা পরস্পর পর ভিন্ন পুরুষ ও ভিন্ন মহিলার হুকুমে, যত দিন পর্যন্ত বিবাহ না হবে। অতএব বিবাহের আগ পর্যন্ত দেখা সাক্ষাত ও কথা-বার্তা জায়েয নাই।

وفى الدر المختار : الكف عورة على المذهب والقدمين على المعتمد وصو تما على الرجع (٦٥/١)

প্রমাণ: মিশকাত ২/২৭১, শামী ২/১১, দুররে মুখতার ১/৬৫

ভুলে উত্তেজনার সাথে মেয়েকে ধরার হুকুম

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি নিজ বিবির সাথে সহবাস করার জন্য তাকে জাগ্রত করল কিন্তু নাজানার কারণে তার হাত আপন মেয়ের শরীরে গিয়ে পরল, এবং তাকে নিজ বিবি মনে করে উত্তেজনার সাথে ধরল এমতাবস্থায় তার বিবি চিরকালের জন্য হারাম হবে কি না?

উত্তর : ঐ ব্যক্তির উপর তার বিবি চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যাবে। যদি তার মেয়ে বালেগা বা বালেগা হওয়ার নিকটবর্তী হয় অন্যথায় হারাম হবে না।

وفى العالمغيرية: فلو ايقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده الى بنته منها فقرصها بشهوة وهى من تشتهى يظن انها امها حرمت عليه الام حرمة مؤبدة. (باب المحرمات جا ص۲۷٤ حقانية)

(প্রমাণ : সূরা নিসা ২৩, শামী ৩/৩৫, আলমগীরী ১/২৭৪, কাযীখান ১/৩৬২)

পুত্রবধূ বা শ্বশুর পরস্পর কামভাবের সাথে খেদমত করা

প্রশ্ন : পিতা মেয়ে, শ্বশুর পুত্রবধূ, জামাতা শ্বাশুরী এদের একজন অপর জনের শারীরিক খেদমত করার সময় যদি কারো কামভাব সৃষ্টি হয়, এবং ঐ অবস্থায় একজন আরেকজনকে স্পর্শ করে, তাহলে এর হুকুম কি?

উত্তর : পিতা মেয়ে, শ্বশুর পুত্র বধু, জামাতা শ্বাশুরী, এদের একজন আরেকজনকে কামভাবের সাথে স্পর্শ করলে পিতার জন্য মা, ছেলের জন্য স্ত্রী, জামাতার জন্য শাশুরীর মেয়ে (নিজ স্ত্রী) চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যায়। তাই এদের জন্য পরস্পরে শারীরিক খেদমত করা বা গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

كما فى الدر المختار : حرم ايضا بالصهرية اصل مزنيته واصل ممسوسته بشهوة...... وفروعهن مطلقا. (جا صـ۱۸۸ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৮৮, শামী ৩/৩৯, হিদায়া ২/৩০৯)

কাবিননামা লেখার শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন : বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য কাবিননামা লেখা জরুরী কি না?

উত্তর : বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য কাবিননামা লেখা জরুরী না। তবে বর্তমান যামানায় সরকারী আইন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কাবিননামার একান্ত প্রয়োজন। তাই কাবিননামায় বিবাহের বিবরণ লেখে নেয়া ভালো।

وفى رد المحتار: وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الاخر ليتحقق رضاهما

وشرط حضور شاهدين حرين او حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما معا على الاصح. كتاب النكاح جـ٣ صـ٢٢ سعيد

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৮৬, ফাতহুল কাদীর ৩/১০০, নাছবুর রায়া ৩/২১২, শামী ৩/২২)

বিবাহের খুৎবা কখন পড়বে

প্রশ্ন : বিবাহের খুৎবা বিবাহ বন্ধনের আগে পড়া মুস্তাহাব নাকি পরে পড়া মুস্তাহাব?
উত্তর : বিবাহ বন্ধনের আগে খুৎবা পড়া মুস্তাহাব।

كما فى الدر المختار: ويندب اعلانه وتقديم خطبة أى على العقد ـ (كتاب النكاح ١٨٥/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৮৫, শামী ৩/৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ৪/১২, মাওসুআ ৪১/২২৩

খুৎবা ছাড়া বিবাহ করা

প্রশ্ন : খুৎবা পড়া ছাড়া বিবাহ সহীহ হবে কি না?
উত্তর : হ্যাঁ খুৎবা পড়া ছাড়াও বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে কেননা বিবাহের খুৎবা সুন্নাত।

كما فى الدر المختار : وينعقد ملتبسا بايجاب من احد هما وقبول من الاخر. (كتاب النكاح جا صـ١٨٥ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৮৫, শামী ৩/৯৮, হিদায়া ১/৩০৫, আল মাউছুআতুল ফিকহিয়্যাহ ৪১/২২৩)

বিবাহের ক্ষেত্রে মিথ্যা কসম খাওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি কুরআন শরীফ ধরে কসম খেয়ে বলে আমি বিবাহ করিনি পরে জানা গেল যে সে বিবাহ করেছে এখন তার হুকুম কি?
উত্তর : জেনে শুনে ইচ্ছাকৃত ভাবে অতিতের কৃতকাজের উপর মিথ্যা কসম খাওয়া কবীরা গুনাহ।
সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তির বিবাহ নিজ স্থানে বাকী আছে তবে কুরআনে পাক নিয়ে মিথ্যা কসম খাওয়ার দরুন কঠিন গুনাহগার হয়েছে। তাই খাটি দিলে তাওবা করা জরুরী।

وفى الدر المختار: غموس تغمسه فى الاثم فى النار وهى كبيرة مطلقا..... ويأثم بها فتلزمه التوبة. (كتاب الايمان جا ـ٢٩٠ زكريا)

(প্রমাণ : সূরা মায়েদা ৮৯, মিশকাত শরীফ ১/১৭, দুররে মুখতার ১/২৯০, আলমগীরী ২/৫৬)

মসজিদে বিবাহ পড়ানো মুস্তাহাব

প্রশ্ন : মসজিদের ভিতরে বিবাহ পড়ানোর হুকুম কি?

উত্তর : বিবাহ পড়ানোও একটা সুন্নাত কাজ, যা ইবাদতের একটা শাখা এই জন্য মসজিদে ইজাব কবুল করানোতে কোন অসুবিধা নেই বরং মসজিদে বিবাহ পড়ানো মুস্তাহাব।

كما فى مشكوة المصابيح : عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المسجد واضربوا عليه باالدفوف: كتاب النكاح ج٢ صـ٢٧٢ اشرفيه

(প্রমাণ : মিশকাত ২/২৭২, আলমগীরী ৫/৩২১, শামী ৩/৮, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮০)

সফরে স্বামী যেই স্ত্রীকে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারবে

প্রশ্ন : যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে সে সফরে বের হলে তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন একজনকে নিজের সাথে রাখতে পারবে কি না? এই ক্ষেত্রে শরীআতের বিধান কি?

উত্তর : কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে স্বামী তার ইচছা অনুযায়ী তাদের থেকে যাকে খুশি তাকে নিয়ে সফর করতে পারবে। এতে শরীআতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে উত্তম হলো তাদের মাঝে লটারী দিবে এবং লটারীতে যার নাম আসবে তাকে নিয়ে সফর করবে।

كما فى العالمغيرية: وله ان يسافر ببعض نسائه دون البعض والاولى ان يقرع بينهن تطييبا لقلوبهن ـ (باب فى القسم ج١ صـ٣٤١ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৩৪১, কাযীখান ১/৪৪০, হিদায়া ২/৩৪৯, ফাতহুল কাদীর ৩/৩০২)

নিজের স্ত্রী মনে করে অন্য মহিলার সাথে সহবাস করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি অন্ধকার রাত্রে তার বিছানায় কোন মহিলাকে পেয়ে তার সাথে সহবাস করে এবং বলে যে, তাকে আমি আমার স্ত্রী মনে করেছি তাহলে এই অবস্থায় তার কথা গ্রহণযোগ্য কি না এবং তার উপর কোন হদ বা শাস্তি আসবে কি না?

উত্তর : ঐ ব্যক্তির কথা গ্রহণ করা হবে না। এবং তার উপর হদ লাগানো হবে।

كما فى العالمغيرية: رجل وجد على فراشه فى ليلة مظلمة امرأة وله امرأة قديمة فجامع التى وجدها فى فراشه وقال ظننت انها امرأتى قالوا لا يقبل قوله وعليه الحد ـ (باب الوطى الذى يوجب الحد ج٢ صـ١٥٠ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ২/১৫০, কাযীখান ৩/৪৭০, দুররে মুখতার ৪/২৫, হিদায়া ২/৫১৫)

সহবাসের রাস্তা বড় না হওয়ার জন্য সিজার

প্রশ্নঃ সহবাসের রাস্তা যাতে বড় না হয়ে যায় সে জন্য সিজার করা যাবে কি?

উত্তরঃ আল্লাহ কর্তৃক কুদরতী নিয়ম সন্তান প্রসবের, যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে সিজার করে সন্তান প্রসব করানো হয়। এটা বিভিন্ন কারণে শরীয়তের পরিপন্থি। কারণ সিজার করানোর দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কাজের সাথে লিপ্ত হতে হয়। তবে একান্ত প্রয়োজনে ফুকাহায়ে কেরামগণ সিজার করার অনুমতি দিয়েছেন। অতএব শুধু এবাহানায় সিজার করা জায়েয হবে না।

وفى القران الكريم : ثم السبيل يسره (سورة العبس ٢)

প্রমাণঃ সূরা আবাসা -২০, শামী ১/২৯৯, আল বাহরুর রায়েক-১/৩৭৮, হিন্দিয়া-১/৩৭

সহবাসের সীমা রেখা

প্রশ্ন : সঙ্গম করার সময় সীমা নির্ধারণ আছে কি না?

উত্তর : না, সঙ্গম করার কোন সময় সীমা নির্ধারণ নাই। সঙ্গম মনের চাহিদা এবং আনন্দের উপর নির্ভরশীল। শরয়ী নিষেধ ব্যতিত যখন মনের চাহিদা থাকবে সঙ্গম করা যাবে। তবে আদব হলো চার রাতের মধ্যে একবার সঙ্গম করা।

كما فى الموسوعة الفقهية : وللزوج ان يطالبها بالوطء متى شاء الاعند اعتراض اسباب مانعة من الوطء كالحيض والنفاس والظهار والاحرام وغير ذلك. (جـ٤٤ صـ١٣ شئون الاسلامى)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৪৪/১৩, কাযীখান ১/৪৩৯, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২৩/৫৪৯)

স্বামীর আজীবন কারাদণ্ড অবস্থায় অন্যত্র বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : স্বামীর সারা জীবন কারাদণ্ড হলে এবং স্বামী এমতাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক না দিলে স্ত্রী অন্যের সাথে বিবাহ বসতে পারবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় স্বামী তালাক না দিলে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে না।

وفى الدر المختار: لا يفرق بينهما بعجزه عنها بانواعها الثلثة ولا بعدم ايفائه لو غائبا حقها ولو موسرا۔ (باب النفقة جا صـ٢٦٩ زكريا)

(প্রমাণ : শামী ৩/৫৯০, দুররে মুখতার ১/২৬৯, দারুল উলুম দেওবন্দ-১০/১২০)

তালাক

তালাকের শর্তাবলী

অতি ক্রোধ অবস্থায় তালাক দিলে তার বিধান

প্রশ্ন : এমন ক্রোধ যাতে জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে না এ অবস্থায় তালাকের বিধান কি?

উত্তর : যদি ক্রোধ অবস্থায় তালাক দেয় এবং এ ব্যাপারে তার কোন হুশ না থাকে তাহলে তালাক পতিত হবে না।

وفى الموسوعة الفقهية : طلاق الغضبان ثلاثة اقسام الثانى ...ان يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا ريب انه لا ينفذ شئ من اقواله ـ (طلاق ٢٩/ ١٨ وزارة الاوقاف)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/২৪৪, দুররে মুখতার ১/২৭, মাওসুআ ২৯/১৭

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাকের বিধান

প্রশ্ন : নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হবে কি না?

উত্তর : মদ বা মদ জাতীয় হারাম জিনিস পান করে মাতাল হয়ে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে। হালাল জিনিস ভক্ষণ করে নেশাগ্রস্ত হয়ে তালাক দিলে নির্ভরযোগ্য মত হলো, যদি বিনোদনের উদ্দেশ্যে হালাল জিনিস ভক্ষণ করে নেশাগ্রস্ত হয়ে তালাক দেয় তাহলে তালাক পতিত হবে। আর যদি ঔষধ হিসেবে পান করে অথবা কেউ পান করার উপর বাধ্য করায় অপারগ হয়ে পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে তালাক দেয়, তাহলে তালাকটি পতিত হবে না।

كما فى العالمكيرية : وطلاق السكران واقع اذا سكر من الخمر أوالنبيذ وهو مذهب أصحا بنا... اجمعوا انه لو سكر من البنج او لبن الرماك ونحوه لا يقع طلاقه وعتاقه ـ (فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه ـ ٣٥٣/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৩৫৩, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৪৮, বাদায়ে ৩/১৫৯

স্বামী থেকে সাদা কাগজে সাক্ষর নিয়ে স্ত্রীর তালাকনামা লেখা

প্রশ্ন : যদি স্ত্রী সাদা কাগজে স্বামীর কাছ থেকে সই নিয়ে পরে ঐ কাগজে নিজের পক্ষ থেকে তালাক লিখে নেয় তাহলে তালাক হবে কিনা?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে স্বামী যদি তালাক দেওয়া স্বীকার করে নেয়, তাহলে তালাক হবে। অন্যথায় তালাক হবে না।

كما فى الشامية : كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق مالم يقرانه كتابه (مطلب فى الطلاق بالكتاب ٢٤٧/٣)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/২৪৭, তাতার খানিয়া ২/৫১৭, বাযযাযিয়্যা ৪/১৮৫

মাঝে মাঝে পাগলামী জাহির হয় এমন ব্যক্তির তালাকের হুকুম

প্রশ্ন ঃ স্বামীর দাবি সে তালাক দেওয়ার সময় পাগল হয়ে গিয়েছিল এখন তার তালাকের হুকুম কি?

উত্তর ঃ যদি তার পাগল হওয়া তালাক দেওয়ার পূর্ব থেকেই মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ থাকে এবং সে কসম করে যে, তালাকের সময় আমার উপর সেই পাগলামী জারি হয়েছিল তাহলে তালাক হবে না। আর যদি তার পাগলামী পূর্ব থেকে প্রসিদ্ধ না থাকে তাহলে ২ জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী যদি বলে যে, সে তখন পাগল ছিল তাহলে তালাক হবে না। অন্যথায় তালাক পতিত হবে।

وفى التاتارخانية : ولو ان مسلما ادعت عليه امرأته انه طلقها ثلاثا... فسأل القاضى الزوج فقال اصابنى جنون ....فان عرف ان ذلك اصا به فالقول قوله وان لم يعلم فانه يقع الطلاق الااذا أقام على ذلك بينة۔ (كتاب الطلاق ٥٢٨/٢)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/২৪৪, তাতার খানিয়া ২/৫২৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/১৬২

طلاق এর অর্থ না বুঝে তালাক দিলে সে তালাকের বিধান

প্রশ্ন ঃ لفظ طلاق (তালাক শব্দ) এর অর্থ না বুঝে لفظ طلاق দ্বারা তালাক দিলে তালাক পতিত হবে কিনা?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, طلاق শব্দের দ্বারা তালাক দিলে তালাক পতিত হয়ে যাবে। যদিও طلاق শব্দের অর্থ না জানে।

وفى الدر المختار : ويقع بها اى بهذه الالفاظ وما بمعناها من الصريح ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك او۔ ط ۔ ل ۔ ق ، او طلاق باش بلافرق بين عالم وجاهل۔ (كتاب الطلاق ٢١٨/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৩৭৯, দুররে মুখতার ১/২১৮, শামী ৩/২৪৬, হিদায়া ২/৩৫৯, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৬৬

অনিচ্ছাকৃত তালাকের বিধান

প্রশ্ন : অনিচ্ছাকৃত তালাক দিলে তালাক হবে কিনা?
উত্তর : হ্যাঁ, তালাক হয়ে যাবে।

كما فى ابى داوٗد : عن ابى هريرة ﷺ ان رسول الله ﷺقال ثلث جد هن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ـ (باب فى الطلاق على الهزل ۲۹۸/۱ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/২৯৮, দুররে মুখতার ১/২১৭, কানযুদ দাকায়েক ১১৫, তাতার খানিয়া ২/৪৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৭৫

জোরপূর্বক তালাক দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি নিজের ভাইকে মারধর করে বলে যে, তুই তোর স্ত্রীকে তালাক দিয়েদে, যদি তালাক না দিস তাহলে তোকে মেরে ফেলবো এমতাবস্থায় সে যদি জানের ভয়ে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তালাক পতিত হবে কি না?
উত্তর : তালাক পতিত হয়ে যাবে, কেননা জবরদস্তি করার কারণে তালাক দিলেও তালাক পতিত হয়ে যায়।

كما فى العالمغيرية: يقع طلاق كل زوج اذا كان بالغا عاقلا سواء كان حرا اوعبدا طائعا او مكرها ـ (فصل فيمن يقع طلاقه وقيمن لا يقع طلاقه جا صـ۳۵۳ حقاينة)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৩৫৩, হিদায়া ৩/৩৪৪, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২৯/১৮-৩৮)

নির্বোধের তালাকের হুকুম

প্রশ্ন : নির্বোধ লোকের তালাকের হুকুম কি?
উত্তর : না, নির্বোধ লোক তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না।

كما فى الهندية: ولا يقع طلاق الصبى وان كان يعقل والمجنون والنائم والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش ..وكذالك المعتوه لا يقع طلاقه ايضاـ (فصل فيمن يقع طلاقه... الخ ۳۵۳/۱ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/৩৫৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/৭৫, বাদায়ে ৩/১৫৯, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৪৩

পাগল অবস্থায় জোরপূর্বক তালাক দেওয়ানো

প্রশ্ন : আমার পিতা ১০-১২ বছর পূর্বে আমার মাকে কোর্টে গিয়ে তালাক দেয়, অতঃপর আমার পিতার পক্ষ থেকে কোর্ট থেকে তালাক নামা প্রেরণ করে, তবে আমার মা সেই তালাক নামা গ্রহণ করেনি।

উল্লেখ থাকে যে, আমার পিতা আমার মাতাকে তালাক দেয়ার পূর্বে পূর্ণ পাগল ছিল। আর তালাক দেয়ার সময়ও অন্যান্য পাগলরা যেমন আচরণ করে সেও তেমন আচরণ করত এবং আমার পিতা স্বেচ্ছায় আমার মাকে তালাক দেয়নি বরং আমার ফুফু আমার পিতাকে জোরপূর্বক তালাক দিতে বাধ্য করেছে। সে আমার পিতাকে ফুফার সাথে কোর্টে পাঠিয়ে একাজ করায়। আমরা আমাদের মাতা পিতাকে পুনরায় একত্রিত করতে পারবো কি না?

উত্তর : প্রশ্ন পত্রের বর্ণনা এবং সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের সাক্ষী যদি সঠিক হয় তাহলে আপনার মাতার উপর তালাক পতিত হয় নাই। তাই আপনার পিতা মাতা একসাথে থাকতে পারবে।

كما فى فتح القدير: ويقع طلاق كل زوج اذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبى والمجنون والنائم. (جـ٣ صـ٣٤٣ الرشيدية)

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ৩/৩৪৩, আলমগীরী ১/৩৫৩, রদ্দে মুহতার ৩/২৪৩, তানবীরুল আবছার ৩/২৪৩)

জিনের আছর থাকাবস্থায় তালাক দেওয়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির সাথে যদি জিন্নাতের আছর থাকে, কিংবা অন্য কোন ক্ষতি থাকে যে কারণে তার স্ত্রীর সাথে কথা বললেই তার মাথা গরম হয়ে যায় এবং স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করতে মনে চায়, সে কি বলে পাগলের মত কিছু বলতে পারে না এমতাবস্থায় যদি সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় তাহলে তার কি হুকুম?

উত্তর : ঐ ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে রাগে হতাশা অবস্থায় তিন তালাক দেয় এবং এ ব্যাপারে তার কোন হুশ না থাকে তাহলে তালাক পতিত হবে না।

كما فى رد المحتار: وللحافظ ابن القيم الحنبلى رسالة فى طلاق الغضبان قال فيها انه على ثلاثة اقسام ـ الثانى ان يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده ـ فهذا لاريب انه لا ينفذ شيئ من اقواله (باب فى طلاق المدهوش جـ٣ صـ٢٤٤ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৩/২৪৪, তাতার খানিয়া ২/৪৩৯, ফাতহুল কাদীর ৩/২৪৩, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২৯/১৫, ১৮)

কিছু দিন সুস্থ এবং কিছু দিন পাগল ব্যক্তির তালাক দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি কিছু দিন সুস্থ থাকে এবং কিছু দিন পাগল অবস্থায় থাকে সে ব্যক্তির তালাক পতিত হবে কি না?

উত্তর: সুস্থ অবস্থায় তালাক দিলে তালাক পতিত হয়ে যাবে। যদিও পড়ে পাগল হয়ে যায়। আর পাগল অবস্থায় তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না। যদিও পরে ভালো হয়ে যায়।

كما فى الدر المختار: ويقع طلاق كل زوج با لغ عاقل ولو تقديرا ولا يقع طلاق المجنون الا إذا علق عاقلاثم جن فوجد الشرط وقع الطلاق - (كتاب الطلاق ٢١٥/١ زكريا)

প্রমাণঃ দুররে মুখতার ১/২১৭-১৫, হাশিয়ায়ে হিদায়া ১/৩৫৪, শামী ৩/২৩০ হিদায়া ১/ ৩৫৮

এস, এম, এস এর মাধ্যমে তালাক

প্রশ্নঃ স্বামী স্ত্রীকে বলেছে তোমার কাছে তালাকের এস, এম, এস, পৌঁছলে তুমি তালাক। এখন আমার প্রশ্ন হলো উক্ত এস, এম, এস, স্ত্রীর নিকট পৌঁছলে তালাক হবে কি না?

উত্তরঃ হ্যাঁ, এস, এম, এস, পৌঁছার সাথেই সাথে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, কেননা সে তালাকের শর্ত করেছে এস, এম, এস, পৌঁছার সাথে।

كما فى الدر المختار: ولوكتب على وجه الرسالة والخطاب كأن يكتب يا فلانة اذا اتاك كتا بى هذا فانت طالق طلقت بوصول الكتاب (باب الطلاق ٢٤٦/١ زكريا)

প্রমাণঃ দুররে মুখতার ১/২১৮, শামী ৩/২৪৬, হাশিয়ায়ে আলমগীরী ১/৪৭১, বাদায়ে ৩/১৯৯, তাতার খানিয়া ৩/৫১৫

সুঁইয়ের মাথা পরিমাণ তালাক

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বললো তোমাকে সুঁইয়ের মাথার সুক্ষতা পরিমাণ তালাক তাহলে কয় তালাক পতিত হবে?

উত্তরঃ ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মত অনুযায়ী এক তালাকে রেজয়ী পতিত হবে।

وفى الهداية: ان كان المشبه به مما يوصف بالعظم عند الناس يقع بائنا والافهو رجعى (٣٧١/٢)

প্রমাণঃ তাতার খানিয়া ২/৪৬৫ হিদায়া ২/৩৭১, বিনায়া ৫/ ৩৫২

স্ত্রী কর্তৃক তালাক দেয়া

প্রশ্নঃ স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারবে কি না?

উত্তরঃ তালাক দেওয়ার অধিকার শরীয়ত একমাত্র স্বামীকে দিয়েছে। তবে যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অধিকার দেয় বা বিবাহের সময় দিয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী নিজের উপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে। এজন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল না হওয়ার কারণে ঘরসংসার করা যদি সম্ভব না হয় এবং

স্বামীও যদি স্ত্রীকে তালাক দিতে না চায় এমতাবস্থায় স্ত্রীর জন্য খোলা তালাক অর্থাৎ টাকা পয়সা দিয়ে অথবা মোহরানা মাফ করে দিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে স্বামীকে রাজি করাবে, প্রয়োজন হলে আদালতের আশ্রয় নিয়ে স্ত্রীর জন্য তালাক নেওয়ার অধিকার আছে।

وفى الهداية: وان تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأ س بان تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتد ت به فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال (باب الخلع ٢/٤٠٤ اشرفية)

প্রমাণঃ বাকারা ২২৯, হিদায়া ২/৪০৪, বাদায়ে ৩/২২৭, দুররে মুখতার ২/২২৭

বোবা ব্যক্তির বিবাহ ও তালাক দেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : বোবা ব্যক্তির বিবাহ ও তালাকের তরীকা কি?

উত্তর : বোবা ব্যক্তি যদি লেখা পড়া জানে তাহলে কাগজে লিখে তার সামনে পেশ করবে সে উক্ত কাগজে লিখে দিবে যে, আমি কবুল করলাম বা তালাক দিলাম। আর যদি সে লেখা পড়া না জানে তাহলে ইশারা ইঙ্গিতের দ্বারা কবুল এবং তালাক বুঝিয়ে দিলে তা গ্রহণ যোগ্য হবে।

كمافى رد المحتار: فان كان الاخرس لا يكتب وكان له اشارة تعرف فى طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز.... وان كان يحسن الكتابة لا تجوز اشارة. (كتاب الطلاق جـ٣ صـ٢٤١)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২১৭, শামী ৩/২৪১, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৪৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়াহ ৪১/২৪০)

তালাকের সাথে ইনশাআল্লাহ বললে তালাক হবে না

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে তুমি তালাক সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ বলে এমতাবস্থায় তালাক পতিত হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে তালাক হবে না।

كما فى العالمغيرية: اذا قال لا مرأته أنت طالق ان شاء الله تعالى متصلا به لم يقع الطلاق ـ (فصل فى الاستثناء. (جا صـ٤٥٤ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৪৫৪, বিনায়া ৫/৪৩৩, বাযযাযিয়া ৪/২৪৩)

শর্তের সাথে তালাক

অধিকারের ক্ষেত্রে স্ত্রী শর্তের চেয়ে বেশী তালাক দেওয়া

প্রশ্ন : তালাক দেওয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে স্ত্রী শর্তের চেয়ে বেশী তালাক দিলে কোন তালাক পতিত হবে কি?

উত্তর : না, স্ত্রী শর্তের চেয়ে বেশি তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না।

كما فى العالمكيرية : ولو قال طلقى نفسك ثلاثا ان شئت فطلقت نفسها واحدة او ثنتين لا يقع شئ فى قولهم جميعا ولو قال لها طلقى نفسك واحدة ان شئت فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شئ ـ (فصل فى المشيئت ١/٤٠٣ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৪০৩, হিদায়া ১/৩৮২, বাদায়ে ৩/১৯২, সিরাজিয়া ২২১

স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের অধিকার দেওয়া

প্রশ্ন : তালাকে তাফয়ীজের ক্ষেত্রে স্ত্রী কখন তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে?

উত্তর : তালাকে তাফয়ীজের দুইটি সূরত হতে পারে।

(ক) বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিয়ে দেওয়া, এই প্রথম সূরতে স্ত্রী যে সময় ইচ্ছা সে সময় তালাক গ্রহণ করতে পারবে।

(খ) কোন মজলিসে স্বামী স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিয়ে দেওয়া এই দ্বিতীয় সূরতে স্ত্রী মজলিসে থাকাবস্থায় তালাক দেওয়ার অধিকার রাখবে।

كما فى الدر المختار : او طلقى نفسك فلها ان تطلق فى مجلس علمها به ....لا بعده الا اذا زاد متى شئت او متى ما شئت او اذا شئت او اذا ماشئت فلا تتقيد بالمجلس ـ (باب تفويض الطلاق ١/ ٢٢٧ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/২২৭, হিন্দিয়া ১/৩৮৭, হিদায়া ২/৩৭৬, তাতারখানিয়া ২/৫০৩

শর্ত সাপেক্ষে তালাক দেয়া

প্রশ্ন : আমার স্বামী কিছুদিন আগে শর্ত দেয় যে আমার ছেলে কুরবানী ঈদের আগে পরিপূর্ণ হাফেয হতে না পারলে আমি তালাক হয়ে যাব। আমি তাকে তখন ৩বার জিজ্ঞেসা করি যে পরিপূর্ণ হাফেয হতে হবে কি না। তখন তিনি বলেন যে একটাও ভুল থাকতে পারবে না। এমন ভাবে হেফয করতে হবে। কিন্তু আমার ছেলে এভাবে হেফয করতে পারবে না কুরবানীর ভিতর। তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এখন আবার আমার স্বামী বলেন, তিনি উক্ত কথা ফিরিয়ে নিয়েছেন। আবার এক সময় বলেন তিনি নাকি ঐ কথা বলেন নাই। অর্থাৎ তালাকের কথা

অস্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যে উপরোক্ত শর্ত অনুযায়ী তালাকের কথা বলেছেন তার সাক্ষী আমার ছেলে মেয়ে এবং বউ। এমতাবস্থায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে মাসআলার সমাধান কি।

উত্তর : তালাক কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করার পর সে শর্তকে প্রত্যাহার করা যায় না। বা অস্বীকার করলে ফায়দা নেই, বরং একবার অস্থিত্বে আসার মাধ্যমেই কেবল এ শর্ত শেষ হতে পারে। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা বাস্তব হলে উক্ত ছেলে কুরবানী ঈদের পূর্বে পরিপূর্ণ হাফেয না হতে পারলে উক্ত স্ত্রীর উপর এক তালাকে রজয়ী পতিত হয়ে যাবে। আর তালাকে রাজঈর ক্ষেত্রে স্বামী ইচ্ছা করলে ইদ্দত তথা তিন হায়েযের ভেতরে রাজআত তথা পুনরায় বিবাহ ছাড়াই মৌখিকভাবে বা স্বামী স্ত্রী সুলভ কাজের মাধ্যমে স্ত্রীকে পূর্বের ন্যায় গ্রহণ করে নিতে পারে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে পুনরায় বিবাহ ছাড়া উক্ত স্ত্রীর সাথে স্বামী স্ত্রী সুলভ আচরণ করা জায়েয হবে না।

وفى الهداية : واذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها فى عدتها. جـ٢ صـ٣٩٤

(প্রমাণ : শামী-৩/৩৯৭, হিদায়া-২/৩৯৪)

তালাকে মুআল্লাকের বিধান

প্রশ্ন : আব্দুল্লাহ্ তার স্ত্রীকে বলেছে, যদি তুমি তোমার বাপের বাড়ি যাও তাহলে তুমি তালাক। এর কিছুদিন পর সে তার বাপের বাড়ি চলে গেছে, এর দ্বারা আব্দুল্লাহর স্ত্রী উপর তালাক হয়েছে কি না? যদি পতিত হয় তাহলে কয় তালাক পতিত হয়েছে?

উত্তর : উক্ত সূরাতে আব্দুল্লাহর স্ত্রীর উপর এক তালাকে রজয়ী পতিত হয়েছে।

وفى الموسوعة الفقهية : فإذا حصل الشرط المعلق عليه وقع الطلاق ـ (طلاق ٣٨/٢٩ وزارة الاوقاف)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৩/২৬৬, হিদায়া ২/২৬৪, হিন্দিয়া ১/৪২৯, মাওসুআ ২৯/৩৮

কাপড় ধৌত করলে তিন তালাক

প্রশ্ন : স্ত্রীকে একথা বলি যে, তুমি যদি আমার কাপড় ধৌত কর (ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য সাবান দিয়ে ধৌত করা) তাহলে তুমি তিন তালাক। প্রকাশ থাকে যে আমার স্ত্রী সাবান ছাড়া শুধু পানি দিয়ে আমার কাপড় ধৌত করেছে, এখন আমার জানার বিষয় হল।

(ক) আমার স্ত্রী শুধু পানি দ্বারা ধৌত করার কারণে তিন তালাক হয়েছে কি না?
(খ) তিন তালাক না হয়ে থাকলে (স্ত্রী আমার কাপড় ধৌত করার কোন পদ্ধতী আছে কি না) যাতে আমার স্ত্রী তালাক না হয়?

উত্তর : প্রশ্নোল্লেখিত অবস্থায় কাপড় ধৌত করার কথা বলার সময় যদি সাবান দিয়ে ধৌত করাটাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে, তালাক পতিত হয় নাই।

আর ভবিষ্যতে উক্ত তালাক পতিত না হওয়ার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে যে- প্রথমে স্ত্রীকে এক তালাকে বাইন দিবে যখন ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে তখন স্ত্রী স্বামীর কাপড় ধৌত করবে অতঃপর স্বামী তাকে পুনরায় নতুন ভাবে বিবাহ করে নিবে উক্ত বিবাহের পর যদি স্বামীর কাপড় ধৌত করে তাহলে স্ত্রীর উপর আর তালাক পতিত হবে না। উল্লেখ থাকে যে এমতাবস্থায় স্বামী আর মাত্র দুই তালাকের মালিক থাকবে।

وفى الشامية : وتنحل اليمين بعد وجود الشرط مطلقا لكن ان وجد فى الملك طلقت وعتق والا لا فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار ان يطلقها واحدةً ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. (جـ٣ صـ٣٥٥ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৩/৩৫৫-৩৭৮, হিদায়া-২/৩৮৫, কানযুদ্ দাকায়েক-১২৭)

বাচ্চা ফেলে দিলে তুমি তালাক বলার হুকুম

প্রশ্ন : (ক) জনৈক মহিলা বলছিল আমার পেটে বাচ্চা আসলে ফেলে দিব। তখন তার স্বামী বলল তাহলে তোমাকে বাদ। এই কথার হুকুম কি? উল্লেখ্য যে, ৪ মাস আগে ও পরে উভয়টার হুকুম বিস্তারিত জানতে চাই।

(খ) উপরে বর্ণিত মহিলার বয়স ১৯ বৎসর কয়েক মাস। জনৈক মহিলা ডাক্তার (গাইনী) বলেছে এখন বাচ্চা না নেয়া ভাল। যেহেতু মাসিক হওয়ার সময় পার হয়ে যাচ্ছে অতএব মনে হচ্ছে কিছু হয়েছে। তখন উক্ত ডাক্তার বলল মাসিক না হলে আমার কাছে চলে আসবেন। এমতাবস্থায় ডাক্তারের কাছে গিয়ে মাসিক হওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে কি না?

উত্তর : (ক) শরীআতের দৃষ্টিতে তালাককে কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করলে ঐ শর্ত পাওয়া না গেলে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। শর্ত পাওয়া গেলে তালাক পতিত হবে। আর তোমাকে বাদ শব্দটি যেহেতু কিনায়াহ শব্দ হতে সেহেতু স্বামীর নিয়তের উপর নির্ভর করবে, তালাকের নিয়তে বলে থাকলে স্ত্রী কর্তৃক বাচ্চা নষ্ট করা হলে বা করানো হলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে অন্যথায় নয়। এ ব্যাপারে ৪ মাস পূর্ণ হওয়া না হওয়া বরাবার, কারণ পরিভাষায় গর্ভ সঞ্চারকেই পেটে বাচ্চা আসা বলা হয়।

(খ) যদি কোন মহিলার শারীরিক অক্ষমতা এমন পর্যায়ের হয় যা পরীক্ষা করে কোন দ্বীনদার পরহেজগার বিজ্ঞ ডাক্তার বলে থাকেন যে এখন গর্ভধারণ করলে মহিলার বা বাচ্চার মারাত্বক ক্ষতির প্রবল আশংকা রয়েছে তবে সাময়িকের জন্য গর্ভ নিরোধ পদ্ধতি অবলম্বন করা বা গর্ভস্থিত ভ্রুন চার মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নষ্ট করে দেয়া জায়েয আছে। আর যদি ডাক্তার সাহেব দ্বীনদার পরহেজগার হওয়ার পরিবর্তে ফ্যাশন পুজারী, ফাসেক হয় তাহলে এমন লোকের কথা জন্মবিরতিকরণ বা ভ্রুন নষ্ট করার ক্ষেত্রে গ্রহণ যোগ্য হবে না। তেমনি ভাবে ১৯ বছর বয়স হওয়া নিজ ধারনায় শারীরিক ভাবে শক্ত না হওয়া সামাজিকভাবে লজ্জা পাওয়া ইত্যাদি ও এক্ষেত্রে কোন উযর নয়।

সুতরাং উক্ত গাইনী ডাক্তারের কথায় বা নিজ ধারণা ও সংকোচ বোধের বশবতী হয়ে গর্ভ স্থিত ভ্রুন নষ্ট করার কোন অবকাশ নেই।

উল্লেখ্য যে, গর্ভ ধারনের পর হতে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর যেহেতু ভ্রুনে রূহ এসে যায়, সুতরাং তখন বাচ্চা নষ্ট করা মানুষ হত্যার শামিল। তাই তখন বিজ্ঞ দ্বীনদার ডাক্তারের পরামর্শেও গর্ভপাত করা বা বাচ্চা ফেলে দেওয়ার অনুমতি নেই।

وفى الهداية : ولو قال انت طالق اذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة لانه علقه بالدخول. (ج۲ ص-۳٦۳)

سوال: ضبط تولید اور اسقاط حمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

الجواب: ضبط تولید اور اسقاط حمل دونوں کی مجموعی طور پر چار صورتیں بنتی ہیں (۱) قطع نسل (۲) منع حمل (۳) حمل ٹھہر جانے کے بعد چار ماہ پورا ہونے سے پہلے (۴) چار ماہ گذار جانے کے بعد حمل گرانا الخ. احسن الفتاوی ج ۸ ص ۳۴۷-۳۴۸

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৪২০, হিদায়া ২/৩৬৩, শামী ২/৯৬, ৩/১৭৫, হাশিয়ায়ে ত্বহত্ববী ৭৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৩৪৭, ৩৪৮)

তালাকের শর্ত প্রত্যাহর করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলেছে তুমি যদি অমুকের বিবির সাথে কথা বল তাহলে তুমি বিনা তালাকেই ৩ তালাক হবে।

কিছু দিন পর স্বামী বলে আমার পূর্বের ঐ কথা আমি বাতিল করে দিলাম। অর্থাৎ এখন কথা বলতে মানা নেই। তালাকেরও শর্ত নেই।

প্রশ্ন হল, এখন যদি কথা বলে তবে তালাক হবে কি না? এবং শর্ত প্রত্যাহার করা যায় কি না?

উত্তর : তালাককে কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করার পর সে শর্তকে প্রত্যাহার করা যায় না। বরং একবার অস্তিত্বে আসার মাধ্যমেই কেবল এ শর্ত শেষ হতে পারে। সুতরাং উক্ত স্ত্রী অমুকের বিবির সাথে কথা বললে তার উপর তিন তালাক পতিত হয়ে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত অবস্থায় তিন তালাক হতে মুক্তির পন্থা হল যে, সে ব্যক্তির বিবির সাথে কথা বলার পূর্বে ঐ স্ত্রীকে এক তালাকে বায়েনা দিয়ে দেয়া অতঃপর তিন হায়েয ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অমুকের বিবির সাথে কথা বলবে, তখন ইদ্দত শেষ হওয়ার কারণে তার উপর কোন তালাক পতিত হবে না। এবং উল্লেখিত শর্ত খতম হয়ে যাবে। তার পর বিবাহের সকল শর্ত সহ তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে নতুন করে বিয়ে করে নেয়া।

وفى الشامية : تنحل اليمين بعد وجود الشرط مطلقا لكن ان وجد فى الملك طلقت وعتق والا لا فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار ان يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. (جـ٣ صـ٣٥٥)

(প্রমাণ : শামী ৩/৩৫৫, আল বাহরুর রায়েক ৪/২৪, হিদায়া ২/৩৮৬, বাদায়ে ৩/৩০, মাহমুদিয়া ১০/৪০, দারুল উলুম ১০/৫৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/১৫৭)

তালাকে ছরীহ-কিনায়া

তালাক দিলাম বলার দ্বারা কোন তালাক পতিত হবে

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি এই কথা বলে যে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম কোন নিয়ত করে নাই। তাহলে এই অবস্থায় কি হুকুম?

উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় স্ত্রীর উপর এক তালাকে রজয়ী পতিত হবে, চাই নিয়ত করুক বা না করুক।

وفى الهداية مع فتح القدير : فالصريح قوله انت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعى .. ولا يفتقر الى النية ـ (باب ايقاع الطلاق جـ٣ صـ٣٥٠ رشيد ية)

(প্রমাণ : শামী ৩/২৪৭, ২৭৩, আলমগীরী ১/৩৫৪, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৫০)

তুই বাড়ি থেকে বের হয়ে যা শব্দ দ্বারা তালাকের বিধান

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তুই বাড়ি থেকে বের হয়ে যা" বললে স্ত্রীর উপর কোন তালাক পতিত হবে কি না?

উত্তর : "তুই বাড়ি থেকে বের হয়ে যা" এ বাক্যটি অস্পষ্টভাবে তালাক বুঝায়। তাই তা দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার জন্য নিয়্যত জরুরী। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে যদি স্বামী তালাকের নিয়্যত করে তাহলে এক তালাকে বায়েনা হবে। অন্যথায় তালাক হবে না।

كمافى الهداية: مثل قوله ... اخرجى واذهبى وقومى ... لا نها تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية . (باب الطلاق ١/٣٧٤ غوثية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/৩৭৪, তাতারখানিয়া ২/৪৭৭, হিন্দিয়া ১/৩৭৪, দুররে মুখতার ১/২২৪

কোন নিয়ত ছাড়া আমি তালাক দিলাম বলার বিধান

প্রশ্ন : কোন নিয়ত ছাড়া তালাক দিলে কোন তালাক ও কয় তালাক পতিত হবে?

উত্তর : উল্লিখিত উক্তি যদি তালাকের জন্য সরীহ শব্দ হয়, তাহলে তার দ্বারা এক তালাকে রজয়ী হবে। আর যদি কেনায়া হয়, তাহলে তার দ্বারা কোন তালাক পতিত হবে না। কেননা কেনায়া শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত।

وفى السراجية: ولو قال انت طالق وطلقتك ونوى البينونة لايصح ويكون رجعيا ـ (باب البائن والرجعى ـ ٢١٨)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৩১০, শামী ৩/৩১৪, সিরাজিয়্যাহ ২১৮, দুররে মুখতার ১/২১৮

রাগ করে তালাক দিলেও তালাক পতিত হয়

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী আমার সাথে মাঝে মধ্যেই ঝগড়া বিবাদ করে। এই ঝগড়া বিবাদ চলাকালে আমার স্ত্রী আমাকে বলে যে, আমাকে ছেড়ে দাও যদি আমাকে রাখতে না চাও। সুতরাং আমি রাগের চোটে আমার স্ত্রীকে বলি যে, এক তালাক, দুই তালাক, বাকী যে এক তালাক আছে যদি চাও তাহলে সেটাও দিয়ে দিবো। শরীয়তের আলোকে আমার স্ত্রীর উপর কোন তালাক পতিত হয়েছে কিনা? যদি হয় তাহলে কয় তালাক এবং এর হুকুম কি? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত কথার (এক তালাক, দুই তালাক) দ্বারা স্ত্রীর উপর দুই তালাকে রজয়ী পতিত হয়েছে। যার হুকুম হল, এখন যদি আপনি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চান স্ত্রীর ইদ্দত তথা তিন মিনস/হায়েয শেষ হওয়ার আগে মৌখিকভাবে গ্রহণ করলেই চলবে। যেমন স্ত্রীকে বলা যে, আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম। তবে এ কাজের জন্য দুইজন পুরুষকে সাক্ষী রাখা উত্তম। আর যদি স্ত্রীর ইদ্দত তথা তিন হায়েয শেষ হয়ে যায় তাহলে বিবাহের সকল শর্তসহ নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে। বি.দ্র. যদি চাও তাহলে সেটাও দিয়ে দিবো। বলার দ্বারা কোন তালাক পতিত হয় নাই। তবে ভবিষ্যতে আপনি শুধু আর এক তালাকের মালিক থাকবেন।

وفى الهداية: وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها فى عدتها ـ (باب الرجعة ٣٩٤/٢ غوثية)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২২৮-২২৯-২৩১, শামী ৩/৩৯৮, হিদায়া ২/৩৯৪, আল ফিকহুল ইসলামী ৭/৪১৩

আল্লাহর ওয়াস্তে তোকে ছাইড়া দিলাম বলা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বললো আল্লাহর ওয়াসতে আমি তোকে ছাইড়া দিলাম। তাহলে কি এই সুরতে স্ত্রী তালাক হবে কি না? আর তালাক হলে কয় তালাক? এক তালাক নাকি তিন তালাক? এক তালাক হলে কি করতে হবে? আর তিন তালাক হলে কি করতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে এ কথা বলা যে, আমি তোকে আল্লাহর ওয়াস্তে ছাইড়া দিলাম" এ ধরনের বাক্যে আমাদের দেশে প্রচলিত পরিভাষা অনুযায়ী তালাকে ছরীহ ধরা হয়। অতএব, এই অবস্থায় এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। যার হুকুম হলো, স্বামী নিজ স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে শুধুমাত্র মুখে বলার দ্বারা যে, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম অথবা স্ত্রী সূলভ কোন আচরণ করার দ্বারা বিবাহ যথা নিয়মে ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় মহর ধার্য করিয়া শরীআত সম্মত ভাবে বিবাহ পড়িয়ে নিতে হবে। তবে পরবর্তীতে স্বামী আর শুধু দুই তালাকের মালিক থাকবে।

وفی نصب الراية : واذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها فی عدتها رضيت بذلك او لم ترض.... والرجعة ان يقول راجعتك او رجعت امرأتی ويطأها او يقبلها ـ باب الرجعة جـ٣ صـ٣٣٤ مكتبة الاشرفية

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২৩০, শামী ২/২৯৯, বিনায়া ৫/৩০৯, বাদায়ে ৩/১৬৪, দুররে মুখতার ১/২১৮ ফাতহুল কাদীর ২/৩৫০, আলমগীরী ১/৩৫৪)

তুই তালাক তোর মা তালাক তোর চৌদ্দ গোষ্ঠী তালাক বলা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলিয়াছে যে, তুই তালাক তোর মা তালাক তোর চৌদ্দ গোষ্ঠী তালাক দিলাম' এই কথা বলিলে তার স্ত্রী তালাক হবে কি না।

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে স্ত্রীকে তুই তালাক বলার দ্বারা এক তালাকে রজয়ী পতিত হয়েছে। আর তোর মা তালাক এবং তোর চৌদ্দ গোষ্ঠি তালাক বলার দ্বারা কোন তালাক পতিত হবে না। যার হুকুম হলোঃ স্ত্রীকে ইদ্দত তথা তিন ঋতুর মধ্যে স্বামী সহবাস বা সহবাসের দিকে ধাবিত করে এমন কোন কাজের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর যদি ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে না নেয়, তাহলে এক তালাকে বাইন পতিত হয়ে বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। এরপর ফিরিয়ে নিতে চাইলে নতুন করে মহর ধার্য করে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।

وفی الدر المختار: قوله انت طالق...... يقع بها واحدة رجعية وان نوی خلافها او لم ينوی شيئا (باب ايقع الطلاق جا صـ٢١٨ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : সূরা বাক্বারা ২২৯, আবু দাউদ ১/২১৮, দুররে মুখতার ১/২১৮, ফাতহুল কাদীর ১/৩৫০, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ৪/২১৮, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৭/৪১৩, কানযুদ দাকায়েক ১/১১২, আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ-২৮/১১-১২)

ঝগড়ার মাঝে স্ত্রীকে চার দিকের যে কোন দিকে যেতে বলা

প্রশ্ন: ঝগড়া কালে স্বামী স্ত্রীকে বলল তুমি চার দিকের যে কোন দিকে যেতে পার, এতে কি তালাক পতিত হবে?

উত্তর: উল্লিখিত বাক্য كناية الفاظ এর অর্ন্তভুক্ত অতএব যদি তালাকের নিয়ত থাকে, তাহলে তালাক পতিত হবে, অন্যথায় তালাক পতিত হবে না।

كما فى الدر المختار: ولا يقع باربعة طرق عليك مفتوحة وان نوى ما لم يقل خذ اىَّ طريق شئت ـ (باب الكنايات ٢٢٦/١ زكريا)

প্রমাণ: দুররে মুখতার ১/১১৬, আল বাহরুর রায়েক ৩/৩০৪, শামী ৩/৩১৪ হিন্দীয়া ১/৩৭৬ বেনায়া ৫/৩৬০

তালাকে বায়েন দিয়ে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার হুকুম

প্রশ্ন: স্বামী স্ত্রীকে বলল আমি তোমাকে তালাকে বায়েন দিয়ে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করলাম এ কথা বলার দ্বারা স্ত্রীর উপর কয় তালাক পতিত হবে?

উত্তর: প্রশ্নে বর্ণিত স্বামী স্ত্রীকে তালাকে বায়েন দিয়ে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করলাম এ কথা বলার দ্বারা স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। যার হুকুম হল স্ত্রী বিবাহ বন্ধন হতে বের হয়ে গিয়েছে। এখন যদি স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় ঘর সংসার করতে চায় তাহলে নতুনভাবে মোহরানা ধার্য করত: বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। এই বিবাহ ইদ্দতের ভিতরেও হতে পারে পরেও হতে পারে।

كما فى بدائع الصنائع:فالحكم الاصلى لما دون الثلاث من الواحدة البائنة والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق وزوال الملك ايضا حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جد يد (٢٩٥/٣ زكريا)

প্রমাণ: বাদায়ে ৩/ ২৯৫, দুররে মুখতার ১/২২৫, দারুল উলুম দেওবন্দ ৯/৩৭৮

দুই আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করে তালাক দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে আমি তোমাকে এই তালাক দিলাম" এই কথা বলার সময় সে দুই আঙ্গুল উচিয়ে ইঙ্গিত করে দেখায় কয় তালাক পতিত হবে। এবং উক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় ঘর সংসার করতে চায়। এখন তারা পুনরায় ঘর সংসার করতে পারবে কি না?

উত্তর : তার স্ত্রীর উপর দুই তালাকে রজয়ী পতিত হয়েছে। এখন যদি ঐ স্ত্রীকে নিয়ে ঘর সংসার করতে চায় তাহলে, স্ত্রী যদি ইদ্দতের ভিতর থাকে তখন মৌখিত ভাবে গ্রহণ করলেই চলবে। যেমন স্বামী স্ত্রীকে বললো আমি তোমাকে

গ্রহণ করলাম, তাহলে বিয়ে দোহরানোর প্রয়োজন হবে না। তবে ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে বিয়ের সকল শর্তসহ নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে।
উল্লেখ্য, বর্ণিত দুই তালাক জমা থাকবে। এখন স্ত্রীকে ঘর সংসার করতে গিয়ে ভবিষ্যতে আর কখনো এক তালাক দিলে এ তালাক সেই দুই তালাকের সাথে সংযুক্ত হয়ে তিন তালাক পড়ে যাবে।

كما فى الهداية: ومن قال لا مرأته انت طالق هكذا يشير بالابهام والسبابة والوسطى فهى ثلث ـ (كتاب الطلاق جـ٢ صـ٣٦٩ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৩৬৯, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৮৭, বিনায়া ৫/৩৪২)

দুই তালাকের পর পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া

প্রশ্ন : দুইবার তালাক দেওয়ার পর পুনরায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে কিনা?
উত্তর : ছরীহ তালাক যতক্ষণ পর্যন্ত তিনবার ব্যবহার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এক, দুইবার ছরীহ শব্দ বললে স্বামী তার স্ত্রীকে বিবাহ ছাড়াই ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর কিনায়া শব্দ দুইবার বললে বা তালাকে বায়েনা দুইবার দিলে বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু তিন তালাকে বায়েনা দিলে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া ছাড়া পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

وفى العالمكيرية: ولو قال انت طالق الطلاق وقال عنيت بقولى طالق واحدة بقولى الطلاق اخرى يصدق فتقع رجعيتان ان كانت مدخولا بها ـ (الباب الثانى فى ايقاع الطلاق ٣٥٥/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/২১৮, হিদায়া ২/৩৬১, আলমগীরী ১/৩৫৫

স্ত্রীকে কোথাও চলে যা বলার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে বলে কোথাও চলে যা তোকে আমার প্রয়োজন নাই।
উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় নিয়ত গ্রহণ যোগ্য স্বামী যদি তালাকের নিয়তে স্ত্রীকে উক্ত শব্দগুলো বলে, তাহলে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বাইন পতিত হবে।

وفى الشامية: ولو قال اذهبى فتزوجى وقال لم انوا الطلاق لا يقع شئ.... اذهبى وتزوجى لا يقع الا بالنية وان نوى فهى واحدة بائنة وان نوى الثلاث فثلاث ـ (باب الكنايات جـ٣ صـ٣١٤ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৩/৩১৪, বাদায়ে ৩/১৭২, তাতার খানিয়া ২/৪৭৮, আলমগীরী ১/১৭৪)

তুমি আমার স্ত্রী না বলার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি রাগানিত্ব অবস্থায় তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার স্ত্রী না। তাহলে তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে কি না?

উত্তর : ঐ ব্যক্তি যদি তালাকের নিয়ত করে তাহলে তার স্ত্রীর উপর এক তালাকে রজঈ পতিত হবে। অন্যথায় কোন তালাক পতিত হবে না।

وفى البحر الرائق: ويقع بها الرجعى بالاولى كقوله .... لست بامرأة وما انالك بزوج لست لك بزوج وما انت لى بامرأة. (جـ٣ صـ٢٩٩ رشيدية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৩৭৫, শামী ৩/২৮২, আল বাহরুর রায়েক ৩/২৯৯, ফাতহুল কাদীর ৩/৪০৩)

এক লক্ষর মত তালাক দিলাম বলার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে আমি তোমাকে এক লক্ষর মত তালাক দিলাম। তাহলে তার স্ত্রীর উপর কয় তালাক পতিত হবে।

উত্তর : আমি তোমাকে এক লক্ষর মত তালাক দিলাম এই কথা বলার সময় উক্ত ব্যক্তি যদি তিন তালাকের নিয়ত না করে তাহলে, এক তালাকে বাইন পতিত হবে, আর তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাক পতিত হবে।

كما فى البحر الرائق: قوله انت طالق بائن .... او كالجبل أو أشد الطلاق او كألف او مل ء البيت ـ فهى واحدة بائنة ان لم ينو ثلاثا (كتاب الطلاق جـ٣ صـ٢٨٧ رشيدية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ৩/২৮৭, হিদায়া ২/৩৭০, মিনহাতুল খালিক আলা হাশিয়ায়ে বাহরুর রায়েক ৩/২৮৭)

তিন তালাক ও হালালা

হালালার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ কারো সাথে বিবাহ দেওয়া

প্রশ্ন : নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর হালালার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ কারো সাথে বিবাহ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তালাক নিলে তা জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : না, হালালার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ কারো সাথে বিবাহ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তালাক নিলে তা জায়েয হবে না। বরং অন্যের সাথে বিবাহ দেয়ার পর তার সাথে সঙ্গম হতে হবে। এরপর তালাক দিতে হবে।

وفى الهداية: وان كان الطلاق ثلثا فى الحرة او ثنتين فى الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها -
(فصل فيما تحل به المطلقة - ٣٩٩/٢ اشرفى)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৩০, মিশকাত ২/২৮৫, হিদায়া ২/৩৯৯

স্ত্রীকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বলা

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীকে বললাম তুমি এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক- রাশিয়াতে থাকা অবস্থায়- এখন আমি আমার স্ত্রীকে কিভাবে ফিরিয়ে নিতে পারবো।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়েছে। যার হুকুম হলো সে আপনার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে। অতএব শরয়ী পদ্ধতিতে হালালা করানো ব্যতিত তার সাথে কোন প্রকার সর্ম্পক রাখা আপনার জন্য জায়েয হবে না। আর শরয়ী হালালার পদ্ধতি হলো: তিন তালাক প্রাপ্ত মহিলা ইদ্দত (তিন হায়েয) শেষ হওয়ার পর অন্যত্রে বিবাহ বসবে। এবং তার সাথে মেলা-মেশা করবে। এর পর যদি সে নিজ ইচ্ছায় তালাক দেয় কিংবা মারা যায় অতঃপর ২য় স্বামীর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর যদি ১ম স্বামী ঐ মহিলাকে বিবাহ করতে চায় তাহলে নতুন ভাবে মহর ধার্য করে বিবাহ করতে পারবে।

وقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (البقرة : ٢٣٠)

(প্রমাণ : সূরা বাকারাহ ২৩০, হিদায়া ২/৩৫৫, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৪২, আলমগীরী ১/৪৭৩)

এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, আইন তালাক, বাইন তালাক বলা

প্রশ্ন : পারিবারিক ঝগড়ার এক পর্যায় আমাকে বলে, এই তোফাজ্জলের মেয়ে তোমাকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, আইন তালাক, বাইন তালাক।

এখন আমার জানার বিষয় হল উক্ত কথার দ্বারা তালাক পতিত হয়েছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লেখিত অবস্থায় আপনার উপর তিন তালাক পতিত হয়েছে। যার হুকুম হল, আপনার জন্য আপনার স্বামী হারাম হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় আপনার জন্য তার সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখা সম্পূর্ণ হারাম।

وفى فتح القدير: طلاق البدعة...... وذالك بان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة او مفرقة فى طهر واحد او ثنتين .... فاذا فعل ذالك وقع الطلاق وكان عاصيا. (باب الطلاق رشيدية جـ٣ صـ٣٢٩)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২৩০, মিশকাত শরীফ ২৮৪, ফাতহুল কাদীর ৩/৩২৯)

তিন তালাক বলে এক তালাকের নিয়্যত করা

প্রশ্ন : এক মজলিসে তিন তালাক উচ্চারণ করে এক তালাকের নিয়্যত করলে কয় তালাক হবে?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে তিন তালাক পতিত হবে।

وفى العالمكيرية: ان يطللقها ثلاثا فى طهر واحد بكلمة واحدة اوبكلمتان متفرقة او يجمع بين التطليقتين فى طهر واحد بكلمة واحدة او بكلمتين متفرقتين فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا ـ (٣٤٩/١)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা, ২২৯, বুখারী ২/৮০১, আলমগীরী ১/৩৪৯

তিন তালাক বলার পর ডিলেট করে দিলাম এর হুকুম

প্রশ্ন : মোবাইলে কথা বলার এক পর্যায়ে আমার বোন তার স্বামীকে বকা দেয়, যার প্রেক্ষিতে স্বামী মোবাইলের লাইন কেটে দেয়। কিছুক্ষন পর স্বামী পুনরায় ফোন দিয়ে বলে আমাকে বকা দিলে কেন? 'আমি তোমাকে তালাক দিব। এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক" তোমাকে আমার জীবন থেকে ডিলেট করে দিলাম। (এ কথাটুকু আমার বোন শুনে নাই। তবে পরে স্বামীর জবান বন্দিতে জানা গেছে) অতঃপর আমার বোন মোবাইল কানে নিয়ে শুনতে পায় যে, আমি বাড়ি এসে তোমাকে বায়িন তালাক দিব। তালাক পতিত হয়েছে কি? হলে কোন ধরনের তালাক হবে। এবং পুনরায় সংসার করতে হলে করণীয় কি?

উত্তর : বর্ণনা অনুযায়ী আপনার বোনের উপর তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। যার হুকুম হল সে তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে। যদিও স্বামীর তালাক দেওয়াটা স্ত্রী না শুনে থাকে। অতএব শরয়ী পন্থায় হিলা ব্যতিত তাদের এক সাথে থাকা হারাম।

وفى العالمغيرية: واذا قال لامرأته انت طالق وطالق وطالق ولم يعلقه بالشرط
ان كانت مدخولة طلقت ثلاثا ج١ ص۳۵۵ حقانية)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২২৯-২৩০, বুখারী শরীফ ২/৭৯১, আলমগীরী ১/৩৫৫, দারুল উলুম ৯/৫৩)

এক তালাক, দুই তালাক, তোর মাকে দিলাম তিন তালাক

প্রশ্ন : আমি আমার ছেলেকে রাগে বললাম এক তালাক দুই তালাক তোর মাকে দিলাম তিন তালাক এভাবে দুবার বলি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবো কি?

উত্তর : প্রশ্নোল্লেখিত অবস্থায় আপনার স্ত্রীর উপর তিন তালাকে মুগাল্লাযা পতিত হয়ে গিয়েছে। যার হুকুম হল, আপনার জন্য সে হারাম হয়ে গিয়েছে, এমতাবস্থায় তাকে শরয়ী পন্থায় হালালা করানো ব্যতিত নিজের বিবাহ বন্ধনে বাকি রাখা সম্পূর্ণ হারাম।

وفى الهداية : وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة او ثلثا فى طهر
واحد فاذا فعل ذالك وقع الطلاق. (المكتبة الاشرفية. باب الطلاق ج٢ ص۳۵۵)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২২৯, হিদায়া ২/৩৫৫, শামী ৩/২৪৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ১/২৬)

মোবাইলে তিন তালাক দেওয়া

প্রশ্ন : আমি আবদুর রহিম ৩/৪/২০১৩ ইং আমার স্ত্রীর সাথে মোবাইল যোগে রাগের মাথায় এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক বলিয়াছি। আমার স্ত্রী তাহা শুনিয়াছে। এখন যদি রাখেতে চাই তাহলে কি ভাবে রাখা যাবে।

উত্তর : আপনার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়েছে। যার হুকুম হলো সে আপনার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে। অতএব শরয়ী পদ্ধতিতে হালালা করানো ব্যতিত তার সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা আপনার জন্য জায়েয নাই।

كما فى القرآن الكريم : الطلاق مرتان .... فان طلقها فلا تحل له من بعد
حتى تنكح زوجا غيره ..... (سورة البقرة ۲۳۰)

(প্রমাণ : সূরা বাকরা-২৩০, শামী-৩/৩৩৩, বিনায়া-৫/২৮৪, হিদায়া ১/৩৫৫, আলমগীরী-১/৩৫৩, ফাতহুল কাদীর ৪/৩১)

সংখ্যা উল্লেখ না করে তালাক নামা লিখা

প্রশ্নঃ এক ব্যক্তি রাগের মাথায় কাউকে তালাক নামা লেখার নির্দেশ দিল কিন্তু কত তালাক বা কি লিখবে বিস্তারিতভাবে কিছুই বলেনি। এই আদেশপ্রাপ্ত

ব্যক্তি তিন তালাক উল্লেখ করে একটি তালাক নামা প্রস্তুত করল। কিন্তু স্বামী নিজের মুখে কোন কথা উচ্চারণ করল না। এমতাবস্থায় কি ঐ ব্যক্তি স্ত্রীকে নিয়ে পুনরাই ঘর সংসার করতে পারবে?

উত্তর: আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তালাক নামা লেখার পর স্বামীর নিকট নিয়ে যায়, এবং স্বামী ইচ্ছা করে তালাক নামায় স্বাক্ষর করে থাকে তাহলে তার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। এবং শরয়ী হিলা ব্যতিত ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আর যদি তালাক নামায় স্বাক্ষর না করে, তাহলে তালাক হবে না।

وفى رد الشامية: ولو استكتب من اخركتابابطلاقها وقرأه على الزوج فاخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به اليها فاتاها وقع ان اقر الزوج انه كتابه وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر انه كتابه (كتاب الطلاق ٣/ ٢٤٦ سعيد)

প্রমাণ: সূরা বাকারা ২২০, শামী ৩/২৪৬, তাতার খানিয়া ২/৫১৭

স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় ফোনে তিন তালাক দেওয়া

প্রশ্ন : আমার বোন সাদিয়া এর স্বামী মুহাম্মাদ বকুল শেখ তিনি দুবাইতে থাকেন সাদিয়া ও তার স্বামী মোবাইলে কথা বলার এক পর্যায়ে মনো-মালিন্যতা দেখা দেয় ফলে এক পর্যায়ে আমার বোনকে বলে ফেলে তোকে ছেড়ে দিলাম এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে এর সহীহ ফায়সালা কি? সেটা জানতে চাই।

বি: দ্র: তালাক দেওয়ার সময় আমার বোন حاملہ (গর্ভবতি) অবস্থায় ছিলো,

উত্তর: প্রশ্নে উল্লেখিত কথা যে তোকে ছেড়ে দিলাম এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক এর দ্বারা আপনার বোনের উপর তিন তালাক পতিত হয়ে গিয়েছে, যার হুকুম হল সে তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে।
উল্লেখ্য যে গর্ভবতী স্ত্রীকেও তালাক দিলে তালাক পতিত হয়ে যায়।

وفى العالمكيرية:واذا قال لامراته انت طالق وطالق وطالق ولم يعلقه بالشرط ان كانت مدخولة طلقت ثلاثا ـ (باب فى ايقاع الطلاق ٣٥٥/١ حقانية)

প্রমাণ: সূরা বাকারা ২২৯ আলমগীরী ১/৩৫৫, হেদায়া ১/৩৫৫- ২/৩৫৪ দুররে মুখতার ১/২১৯,

মোবাইলে এক তালাক শোনার পর কল কেটে দেওয়া

প্রশ্ন: জনৈক ব্যক্তি মোবাইলে তার স্ত্রীকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বলে, স্ত্রী এক তালাক শোনা মাত্রই কল কেটে দেয় ফলে বাকি দুই তালাক

শোনেনি, প্রশ্ন হল কয় তালাক পতিত হবে?

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে, চাই সে শুনুক বা না শুনুক। কেননা তালাক পতিত হওয়ার জন্য স্ত্রীর শ্রবণ করা জরুরী না।

كما فى القران الكريم : الطلاق مرّتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجًا غيره الخ (سورة البقرة ٢٢٩-٢٣٠)

প্রমাণঃ সূরা বাকারা ২৩০, জালালাইন -২২৯, বুখারী ২/৭৯১, হিদায়া ২/৩৯৯, বাদায়ে ৩/১৪৯

তিন তালাকের তিনই হয় এক নয়

প্রশ্নঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলো এইভাবে এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক এর সমাধানে আলেমগণ ফাতাওয়া দিলেন যে উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে, একমাত্র হিলা ব্যতিত হালাল হওয়ার কোন পথ নেই। কিন্তু জৈনক আলেম সাহেব বলেন তার স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হয়েছে সে এখন চাইলে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে।

তিনি তালাক দলিল হিসেবে বলেন যে রাসূল (সা.) বলেছেন কেউ তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন দিলে কেবল মাত্র এক তালাকই পতিত হবে,

অতএব হুজুরের সমীপে আমার আকুল আবেদন এইযে উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত দলিল সহকারে সমাধান দিলে আমরা সঠিক বিষয় গ্রহণ করতে পারি।

উত্তরঃ যখন কোন ব্যক্তি তার এমন স্ত্রী যার সাথে সে সহবাস করেছে, তিন তালাক দিয়ে দেয় তখন তার উপর তিন তালাক পতিত হয়ে হুরমতে মুগল্লাজা হয়ে যায়। এবং তাকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করার কোন অবকাশ থাকে না, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের আলোকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে তার সাথে মিলন না হবে। এই মাসআলার উপরে চার ইমাম এক মত পোষণ করেছেন। ইহার উপর সালাফে সালেহীনের ইজমা, এটাই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং কুরআনের মধ্যে উল্লেখিত এটা অন্য বিষয় যে, এক মজলিসের মধ্যে তিন তালাক দেওয়া শরীয়তের আলোকে অত্যন্ত খারাপ এবং অপছন্দনীয়। এ ব্যাপারে হুজুর (সা.) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একথা বলেন নাই যে তিন তালাক (তালাকে মুগাল্লাজা) পতিত হয় নাই। এ অবস্থায় রাজাআত করার অনুমতিও দেন নাই। যেমন হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া বেশী খারাপ ও নিষেধ এবং ইহার উপর হুজুর (সা.) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এটা বলেন নাই যে তালাক পতিত হয় নাই। বরং পতিত হওয়ার পরে যদি তালাকে বায়েন অথবা মুগাল্লাজা না হত তাহলে রাজাআতের হুকুম দিতেন। এবং তালাকে বায়েন অথবা মুগাল্লাজা হয়ে

যাওয়ার পর রাজাআতের হুকুম থাকে না। যে সমস্ত লোকেরা একথা বলে যে কুরআন হাদিসের মধ্যে তিন তালাককে এক তালাক বলা হয়েছে তাদের কথা সঠিক নয়। উদাহরণ স্বরুপ নিম্নে কিছু দলিল পেশ করা হল।

قال الله تعالى: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

অপর আয়াতে আছে–

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

প্রথম আয়াতের অর্থ: তালাকে রাজঈ হল দুবার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়ামানুযায়ী রাখবে,না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে।
দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। (সূরা বাকারা ২২৯-২৩০)
এই দু'আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুই তালাকে রাজয়ীর পরে রাজাআতের অধিকার বাকি থাকে, তিন তালাকের পর রাজাআতের অধিকার বাকি থাকে না, হুরমতে মুগাল্লাজা সাব্যস্ত হয়ে যায়। যার হুকুম শরীয়তের আলোকে অন্য স্বামীর ঘর সংসার করা ব্যতিত দ্বিতীয় বার বিবাহ করা হালাল হবে না। এক মজলিসের মধ্যে তিন তালাক দেয়া অথবা তিন মজলিসে তিন তালাক দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।
হাদিসের মধ্যে আছে–

عن ابن شهاب ... قال عويمر كذبت عليها يارسول الله صلى الله عليه وسلم : ان امسكتها فطلقها ثلثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم

অর্থঃ উয়াইমির (রা.) বলিলেন ইয়া রাসূলালাহ! এই স্ত্রীর উপর আমি যে অপরাধের দাবি করিয়াছি–তাহার পর যদি আমি তাহাকে স্ত্রী রূপে রাখি তবে বস্তুতঃ আমি আমার দাবিতে মিথ্যা বাদি বাস্যস্ত হইব এই বলে সে তৎক্ষণাৎ হযরত রাসূলুলাহ (সা.) এর পক্ষ হইতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের পূর্বেই স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিলেন।
আলোচ্য হাদীস দ্বারা এস্থলে দেখানো হইয়াছে যে উয়াইমির নামক সাহাবী হযরত রসূলুলাহ (সা.) এর সম্মুখেই স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে একত্রে তিন তালাক দেওয়ার রীতি সেই যুগেও ছিল, অধিকন্তু হুজুর (সা.)ও কোন বাধা দেন নাই (সহীহ বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, ৮০০)
আবু দাউদ শরীফ ২য় খণ্ড ৩০৬ তালাকের অধ্যায়ে আছে –

عن سهل ابن سعد ... فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

অর্থঃ হুজুর (সা.) তিন তালাককে বাস্তবায়ন করেছেন। ইমাম নাসায়ী তার কিতাব নাসায়ী শরীফে ২য় খণ্ড ৯৯পৃঃ

باب الرخصت রুখছতের অধ্যায় নিম্নে লিখিত শিরোনামে উল্লেখ করেছেন–

الثلاثة المجموعة وما فيه التغليظ ـ

(অর্থঃ এক সাথে তিন তালাক দেয়া এবং তার মধ্যে কঠোরতা)

اخبرنا سليمان ابن داود.. قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهر كم الى اخر الحديث ـ

অর্থঃ হুজুর (সা.) কে খবর দেওয়া হয়েছে যে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিল। তখন হুজুর (সা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন যে তোমরা আমার উপস্থিতিতে কুরআন নিয়ে খেলা করতেছ? উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এক সাথে তিন তালাক দেয়া খারাপ এবং নিন্দনীয়। কিন্তু বলেন নাই যে, তিন তালাক পতিত হয় নাই, অন্যথায় এটা বলতেন যে তোমার রাজাআতের অধিকার আছে তুমি রাজাআত করে নাও। সূনানে দারে কূতনী ৪র্থ খণ্ড ১৪ পৃঃ তালাকের অধ্যায়ে হযরত আলী (রা) থেকে হাদিসে মারফু উল্লেখ আছে যে–

من طلق البتة الزمناه ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجاغيره ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাকে মুগাল্লাজা দিয়ে দিবে তার উপর তিন তালাক আবশ্যক করে দিব।

অথচ সে তালাক শব্দটি তিনবার বলে নাই, এবং এক সাথেও তিন তালাক বলে নাই এবং এর থেকেও বেশী স্পষ্ট ভাবে বলেছেন–

ايما رجل طلق امرأته ثلاثا مبهمة اوثلاثا عند الافراد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ـ

(সূনানে দ্বারে কূতনী ৪র্থ খণ্ড ২১ পৃঃ আছে)

অর্থঃ যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিল, চাই সেটা অস্পষ্ট ভাবে একই সময়ে দিল অথবা তিন তুহুরের মধ্যে পৃথক ভাবে দিল উক্ত স্ত্রী অন্য স্বামীর ঘর সংসার করা ব্যতিত প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। এর মধ্যে এক মজলিস

এবং তিন মজলিস অথবা এক তুহুর অথবা তিন তুহুরের কোন উল্লেখ নাই। উভয়টির হুকুম হুরমতে মুগাল্লাজা সাবেত হওয়ার ক্ষেত্রে বরাবর। তিন তালাক এক সাথে পতিত হওয়ার উপর উম্মতে মুসলিমার ইজমা। সুতরাং হাফেজুল কিতাব ওয়াল হাদীস শায়খ আবু বকর জাস্‌সাস রাজি (রহ.) আহকামুল কুরআন ১ম খণ্ড ৩৮৮ পৃ: তালাকের অধ্যায় লিখেছেন–

فالكتاب والسنة واجماع السلف توجب ايقاع الثلاث معا وان كانت معصية

–

অর্থ: কুরআন হাদীস এবং সালাফে সালেহীনদের ইজমা তিন তালাক এক সাথে দিলে তিন তালাকই পতিত হবে। যদিও তিন তালাক এক সাথে দেওয়া গুনাহ এবং চার ইমামগণ সকলেই উল্লেখিত কথার উপর একমত। সুতরাং বুখারী শরীফের শরাহ উমদাতুল কারী ২০ তম খণ্ড ২৩৩ পৃ: তালাকের অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যেমন–

ومذ هب جماهير العلماء من التابعين ومن بعد هم منهم الاوزاعى النخعى والثورى وابو حنيفه واصحابه ومالك واصحابه والشافعى واصحابه واحمد واصحابه واسحاق وابو داؤد وابو عبيد واخرون على ان من طلق امرأته ثلاثا وقعن ولكن يأثم وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لاهل السنة وانما تعلق به اهل البدع .. لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع انكار صاراجماعًا ـ

অর্থ: তাবেয়ীন এবং তাদের পরের সমস্ত উলামায়ে কেরামগণ যেমন ইমাম আওযায়ী (রহ.) নখয়ী (রহ.) সাওরী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.) ইমাম শাফী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) এবং তাদের অনুসারীগণ এবং ইসহাক (রহ.) আবু দাউদ (রহ.) আবু উবাদা (রহ.)সহ সকল ইমামগণ একথার উপর একমত, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিবে, তার স্ত্রীর উপর তিন তালাকই পতিত হয়ে যাবে এবং তারা বলেন, যে ব্যক্তি এই তালাকের ব্যপারে বিরোধিতা করে সেটা বিরল এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা কারী। এবং সে বেদআতী। যখন হযরত ওমর ফারুক (রা.) সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে উক্ত বিষয় আলোচনা করলেন তখন কেউ তা অস্বীকার করেননি সুতরাং উপস্থিত সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম তিন তালাক পতিত হওয়ার উপর এক মত পোষণ করেছেন। তাই এর দ্বারা সাহাবায়ে কেরামেও ইজমা কায়েম হয়েছে। তবে শিয়া সম্প্রদায় এবং বর্তমান যুগের কিছু পথভ্রষ্ট লোক এক সাথে তিন তালাক

পতিত হওয়াকে অস্বীকার করে। তাই এসকল পথভ্রষ্ট লোকদের অপপ্রচার থেকে সকল মুসলমানদের সর্তক থাকা একান্ত জরুরী। যদি কেউ আরো বেশী দলীল ও প্রমাণ দেখার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে সে যেন নিম্নের কিতাবসমূহ দেখে নেয় (উমদাতুল কারী ২০ তম খন্ড ২৩৩ পৃঃ
ফাতহুল বারি ৯তম খণ্ড ৪৫২ পৃঃ , বজলুল মাজহুদ ৩০ ম খণ্ড ২৭১ পৃঃ আহকামুল কুরআন লিজাস সাস ১ম খণ্ড ৩৮৮ পৃঃ তালাকের অধ্যায়সমূহে)
তাদের মাজহাব বাতিল হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে এ সকল লোক ইজমায়ে উম্মতের এবং চার ইমামের বিরোধী। যখন উম্মতের ইজমা শরীয়তের নসের মত দলিল এজন্য তার বিরোধীতা করা নাজায়েয এবং হারাম। এজন্য শিয়া সম্প্রদায় এবং বর্তমান যুগের কিছু পথভ্রষ্ট লোকের মতের উপর আমল করা জায়েয নাই।

প্রমাণ : সূরা বাকারা ২৩০, বুখারী শরীফ ২/৮০০,

শর্ত করে হিলা বিবাহ

প্রশ্নঃ কোন মহিলাকে তার স্বামী তিন তালাক প্রদান করেছে। এখন প্রথম স্বামী তাকে নিয়ে পুনরায় ঘর সংসার করতে আগ্রহী। এজন্য স্ত্রী হিলা বিবাহের দ্বিতীয় স্বামীর নিকট এরুপ শর্তআরোপ করে যে, তোমার সাথে আমার বিবাহের পর যখন ইচ্ছা তখনই তোমার থেকে মুক্ত হয়ে যাব। অর্থাৎ তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দিবে। প্রশ্নহল, এভাবে শর্তারোপ করে হিলার বিবাহ জায়েয হবে কি? এবং স্ত্রী ইচ্ছা করলেই কি স্বামী থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারবে?

উত্তরঃ হিলার বিবাহের পূর্বে এ জাতীয় শর্তারোপ করা বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। তবে যদি বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার পর মহিলা এ জাতীয় কোন শর্ত স্বামী থেকে আদায় করতে পারে তাহলে সে নিজের উপর তালাক গ্রহণ করে মুক্ত হতে পারবে।

وفى الهداية : وان قال امرك بيدك فى تطليقة اواختارى تطليقة فاختارت نفسهافهى واحدة (٣٨٨/٢)

প্রমাণঃ সূরা বাকারা নং ২৩, আলমগীরী ১/৩৯৬, ১/৪৭৩, হিদায়া ২/৩৭৮

এক তালাক, দুই তালাক দুইবার বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমি স্ত্রীকে বললাম যে এক তালাক দুই তালাক এর পর রাতে সহবাস করলাম কিছুক্ষণ পর আবার বললাম এক তালাক দুই তালাক এখন আমার স্ত্রীকে আমি রাখতে পারব কি?

উত্তর : আপনি যখন আপনার স্ত্রীকে এক তালাক, দুই তালাক শব্দ দ্বারা তালাক দিয়েছেন, তখন আপনার স্ত্রীর উপর দুই তালাকে রজয়ী পতিত হয়ে গেছে। অতঃপর ঐ দিনই রাত্রে মিলনের মাধ্যমে আপনার স্ত্রী আপনার বিবাহে ফিরে আসে। এরপর যখন আবার আপনি আপনার স্ত্রীকে এক তালাক, দুই তালাক শব্দ দ্বারা তালাক দিয়েছেন। এর দ্বারা আপনার স্ত্রীর উপর তিন তালাকে মুগাল্লাযা পতিত হয়। এবং সে আপনার জন্য হারাম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাকে শরয়ী পন্থায় হালালা করানো ব্যতিত নিজের বিবাহ বন্ধনে রাখা সম্পূর্ণ হারাম।

وقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (البقرة : ٢٣٠)

وفى العالمغيرية: وإن كان الطلاق ثلاثا فى الحرة وثنتين فى الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت (كتاب الطلاق جـ١ صـ٤٧٣ حقاينة)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-২২৯-২৩০, বুখারী শরীফ-২/৭৯১, আলমগীরী ১/৪৭৩, শামী ৩/২৪১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২৯/২৮)

নিজ স্ত্রীকে কুরআন ধরে তিন তালাক দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : মূল্যবান জিনিস নষ্ট করার কারণে রাগের বশিভুত হয়ে আপন স্ত্রীকে কুরআন ধরে তিনবার বলেছে তালাক দিলাম। কুরআন হাদীসের আলোকে উত্তর চাই?

উত্তর : উল্লেখিত বর্ণনানুযায়ী স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। যার হুকুম হল ঐ স্ত্রীর সাথে তার স্বামীর কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা হারাম।

وفى الموسوعة الفقهية : فاذا طلقها ثلاثا كانت البينونة كبرى ولم يحل له العود اليها الخ..... (باب الرجعى والبائن جـ٢٩و صـ٢٩ وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২২৯-২৩০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২৯/২৯, বাদায়ে ৩/২৯৫, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ১/৪৬১, শামী ৩/২৩৩)

নাম ধরে তিন তালাক দেয়া

প্রশ্ন : আমি মো: ইউসুফ আলী ঝগড়ার এক পর্যায়ে রাগ করিয়া উপস্থিত লোকজনকে বলি এই তোরা সবাই শুন আমার স্ত্রী আব্দুল হকের বেটি সাবিয়াকে তালাক দিলাম, আমি আব্দুল হকের বেটি সাবিয়াকে তালাক দিলাম, আব্দুল

হকের বেটি সাবিয়াকে তালাক দিলাম। এই ভাবে তিনবার বলেছি। এ ক্ষেত্রে শরীআতের সমাধান কি?

উত্তর : (ক) বিবাহ তালাক, স্বামী স্ত্রীর হক ইত্যাদির মৌলিক মাসায়িল গুলো ভালভাবে জেনে নেয়া প্রত্যেক বিবাহ ইচ্ছুক বা বিবাহিত ব্যক্তির জন্য ফরযে আইন। এ ফরয তরক করলে একদিকে যেমন মারাত্মক গুনাহগার হতে হয় অপরদিকে বিপদের সম্মুখীন হওয়াও অনিবার্য।

(খ) তালাক সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ। একান্ত জরুরতের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য শরীআত তালাকের অনুমতি দিয়েছে।

(গ) বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য সকল ক্ষেত্রে এক তালাকই যথেষ্ট, চাই স্বাভাবিক অবস্থায় তালাক দিক বা রাগের বশবর্তী হয়ে দিক। অবশ্য রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া গুনাহের কাজ। তেমনিভাবে এক তালাক দিয়ে ক্ষান্ত না হয়ে একই সাথে একাধিক তালাক দেয়া মারাত্মক গুনাহ। তবে শরীআতের দৃষ্টিতে উভয় ক্ষেত্রেই (তিন পর্যন্ত) প্রদত্ব সবকটি তালাক পতিত হবে।

সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী তালাক দাতার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছে। তালাকের পর হতে স্বামীর জন্য এ স্ত্রীর সাথে দেখা সাক্ষাত মেলা মেশা তথা স্বামী স্ত্রী সূলভ কোন আচরণ জায়েয হবে না। স্বামীর উপর উক্ত স্ত্রীকে ইদ্দত অর্থাৎ তিন হায়েয আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব। আর মহর আদায় না করে থাকলে অতিসত্বর তা আদায় করে দিবে।

كما فى القرآن الكريم : الطلاق مرتان .... فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ..... (سورة البقرة ۲۳۰)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-২৩০, বুখারী শরীফ ২/৭৯২-৭৯১, নাসায়ী ২/৮৩ শামী ৩/২৩৩-২০৯-৪৬৬, দারুল উলুম ৯/৩১০)

রাগ করে তিন তালাকে বাইন বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীকে অনেক দিন আগে থেকে বলে আসতেছিলাম যে, তুমি ভাল হয়ে যাও। পরিশেষে একদিন রাগ করে আমি তাকে বলছি তোমাকে এক তালাক দুই তালাক তিন তালাকে বাইন দিলাম। এ কথা বলার দ্বারা তালাক পতিত হয়েছে কি না?

উত্তর : বর্ণিত কথা অনুযায়ী আপনার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়েছে। যার হুকুম হলো সে আপনার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তার সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা আপনার জন্য হারাম।

وفى العالمغيرية : واذا قال لامرأته ـ انت طالق وطالق وطالق... ان كانت مدخولة طلقت ثلاثا الخ ج١ ص٣٥٥

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২২৯-২৩০, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৪২, হিদায়া ৩/৩৫৫, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২৯/১২, আল বাহরুর রায়েক ৩/২৫৫, আলমগীরী-১/৩৫৫)

তালাক প্রাপ্তা মহিলার হিলা করার কারণ

প্রশ্ন : আমরা জানি যে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যায়।

এখন যদি স্বামী ঐ স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে চায় তাহলে শরীআতে এর পদ্ধতি রেখেছেন এভাবে যে ঐ স্ত্রীকে অন্য পুরুষ বিবাহ করবে, অতঃপর সহবাস করার পর তালাক দিলে উক্ত মহিলা ইদ্দত পালন করার পর প্রথম স্বামী বিবাহ করতে পারবে। এখন আমার প্রশ্ন হল যে, তালাক দিল স্বামী কিন্তু স্ত্রীর কেন হিলা গ্রহণ করতে হবে।

উত্তর : স্ত্রীকে তালাক দেয়া শরীআতের দৃষ্টিতে সাধারনত গর্হিত কাজ। স্বামী যেন এমন কাজ না করে তাই স্ত্রীকে হিলা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। কারণ তার স্ত্রী যখন অন্য পুরুষকে বিবাহ করবে এবং সে তার সাথে সহবাস করবে তখন তা স্বামীর জন্য শাস্তি ও লজ্জাকর বিষয় হবে তখন এমন কাজ করা থেকে সে বিরত থাকবে। সুতরাং স্বামীর শাস্তিস্বরূপই স্ত্রীর উপর হিলার হুকুম দেয়া হয়েছে। যদিও জাহিরী ভাবে বুঝা যায় যে স্ত্রীর জন্য লজ্জা বা শাস্তিকর বিষয়।

وفى التفسير الكبير: اما القياس فلان المقصود من توقيف حصول الحل على هذا الشرط زجرا لزوج عن الطلاق لان الغالب ان الزوج يستنكر ان يفترش زوجته رجل اخر ـ ومعلوم ان الزجر انما يحصل بتو قيف الحل على الدخول فاما مجرد العقد فليس فيه زيادة نفرة فلا يصح جعله مانعا وزاجرا. (ج٦ ص٩٧ المكتبة التوفيقية)

(প্রমাণ : তাফসীরে কাবীর ৬/৯৭, রুহুল মাআনী ১/১৪১, হিদায়া ২/৪০০, বিনায়া ৫/৪৭৪, নাছবুর রায়া ৩/৩৩৯)

হালালার জন্য সহবাস শর্ত

প্রশ্ন : হালালার জন্য সহবাস শর্ত কি না? জনৈক আলেম সাহেব বলেন, শাফেয়ী

মাযহাবে আছে, শুধু নিকাহ বা বিবাহের মাধ্যমেই হালালা হবে, সহবাস শর্ত নয়। তাই শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী আমল করলেও যথেষ্ট হবে। এখন আমার জানার বিষয় হল, হালালার ব্যাপারে উক্ত আলেমের কথা কতটুকু গ্রহণ যোগ্য।

উত্তর : প্রথম স্বামীর জন্য তার তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী হালাল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস শর্ত, শুধু আকদ বা বিবাহ বন্ধন হলেই হালাল হবে না। আর উক্ত আলেমের কথা সঠিক নয়, কারণ শুধু সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. ব্যতিত সকল সাহাবী রা. তাবেয়ী রহ. ও চার ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, হালালার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস শর্ত। কারো মতে, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. পরবর্তীতে তার কথা থেকে জুমহুরের মতের দিকে رجوع (প্রত্যাবর্তন) করেছেন। তাই বলা যায়, আইম্মায়ে আরবাআহসহ অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, হালালার জন্য সহবাস শর্ত।

وفى الشامية : ثم اعلم ان اشتراط الدخول ثابت بالاجماع فلايكفى مجرد العقد ..... وذكر فى الخلاصة ان من افتى به فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين فانه خالف الاجماع و لا ينفذ قضاء القاضى به. (مطلب فى العقد على المبانة . سعيد جـ٣ صـ٤١٠)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২৩০, তাফসীরে মাযহারী ১/৩১২, মুসলিম শরীফ ১/৪৬৩, শামী ৩/৪১০)

মুরাহেক হালালার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের সমতুল্য

প্রশ্ন : مراهق অর্থাৎ বয়োসন্ধির নিকটবর্তী ব্যক্তি হালালার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের সমতুল্য হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ মুরাহেক হালালার ক্ষেত্রে বয়স্ক পুরুষের সমতুল্য সাব্যস্ত হবে যদি সহবাসে সক্ষম হয়।

وفى العالمغيرية: فى الانفع الصبى المراهق فى التحليل كالبالغ (جـا صـ٤٧٣)

(প্রমাণ : শামী ৩/৪১, শরহে বেকায়া ২/১০৩, কুদুরী ১৭৮, আলমগীরী ১/৪৭৩)

খোলা করার জন্য মহরের চেয়ে বেশি দাবী করা

প্রশ্ন : স্ত্রীর পক্ষ থেকে নাফরমানী পাওয়া গেলে খোলা করার জন্য মহরের চেয়ে বেশি দাবী করে নেয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, মহরের চেয়েও বেশি দাবিকরে নেয়া জায়েয। তবে মহরের চেয়ে বেশি নেয়াটা অনুত্তম।

وفى الهداية : وان كان النشوز منها كرهنا له ان يأخذ منها أكثر مما اعطاها وفى رواية الجامع الصغير طاب الفضل ايضا لاطلاق ما تلونا (باب الخلع ١/ ٤٠٤ اشرفي)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২২৯, আল বাহরুর রায়েক ৪/৭৬, কানযুদদাকায়েক ১৩৬, হিদায়া ১/৪০৪, মাওসুআ ১৯/২৪৩

নাবালেগা মেয়ের ওয়ালীর খোলা করা

প্রশ্ন : নাবালেগা মেয়ের ওয়ালী খোলা করতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, নাবালেগা মেয়ের ওয়ালী খোলা করতে পারবে।

كمافى الدر المختار : ويسقط الخلع والمباراة كل حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح ـ (باب الخلع ٢٤٧/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/২৪৭, শামী ৩/৪৫২, হিদায়া ২/৪০৮

হিলা বিবাহের পর প্রথম স্বামী তিন তালাকের মালিক হবে

প্রশ্ন : যদি কোন মহিলা প্রথম স্বামীর থেকে তালাক প্রাপ্তা হয়ে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বসে এবং সেও তাকে তালাক দিয়ে দেয়, এর পর পুনরায় সে পূর্বের স্বামীর কাছে বিবাহ বসে, তাহলে সে কয় তালাকের মালিক হবে?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে প্রথম স্বামী নতুন করে তিন তালাকের মালিক হবে।

وفى الدر المختار: والزوج الثانى يهدم بالدخول فلو لم يدخل لم يهدم اتفاقا قنية ما دون الثلث ايضا كما يهدم الثلث اجماعا لانه اذا هدم الثلث فما دونها اولى ـ (باب الرجعة جا صـ٢٤١ زكريا)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২৩০, তিরমিযী শরীফ ১/২১৩, দুররে মুখতার ১/২৪১, শামী ৩/৪১৮, আলমগীরী ১/৪৭৫)

খোলা তালাক

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল না হলে স্ত্রীর করণীয়

প্রশ্ন : আমার ৫ বছর যাবৎ বিবাহ হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে এক মুহূর্তের জন্যেও আমার স্বামীর সাথে আমার মনের কোন মিল বা তার মনের সাথে আমার মনের কোন মিল হয়নি। এছাড়া সে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতেও অক্ষম। সঙ্গত কারণে দ্বন্দ কলহ লেগেই থাকে। এই অবস্থায় আমি তার থেকে পৃথক হতে চাই। শরীআতে এর হুকুম কি? বি. দ্র. আমার একটি কন্যা সন্তান আছে। আমি যদি তাকে আমার সাথে রাখতে চাই এর হুকুম কি?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে স্বামী থেকে স্ত্রীর বাচ্চা হওয়ার পর বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদের দাবি করার অধিকার স্ত্রীর আর থাকে না। অবশ্য স্বামীর সম্মতিতে তালাক হতে পারে। ইচ্ছে করলে স্বামী নিজেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে পারে। অথবা স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে হলেও স্বামী থেকে খোলার মাধ্যমে তালাক নিতে পারবে। আর সন্তান যদি নিজের কাজ নিজে না করতে পারে, যেমন খাওয়া-পান করা, পোষাক পরিধান করা ও ইস্তেঞ্জা করা ইত্যাদি পর্যন্ত লালন-পালনের হকদার মা। আর এ কাজগুলো করার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ছেলের ক্ষেত্রে সাত বছর এবং মেয়ের ক্ষেত্রে নয় বছর হওয়া। আর আপনার কন্যা যেহেতু ছোট তাই কন্যার বয়স নয় বছর হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করার জন্য শরীআত অনুযায়ী 'মা' হক দার। তাই চাইলে আপনার কন্যাকে নিজের কাছে রাখতে পারেন। বাবার নেয়ার অধিকার নেই। আর যদি নিজ খুশিতে দিয়ে দেন তাহলে তারও অনুমতি আছে। উল্লেখ থাকে যে আপনার কাছে থাকাবস্থায়ও বাচ্চার লালন পালনের খরচ স্বামীর উপর বর্তাবে। উল্লেখিত সময় সীমার পরে লালন পালনের হকদার বাবা হবেন।

وفى البحر الرائق: لو وطئها مرة لا حق لها فى المطالبة لسقوط حقها بالمرة قضاء وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء كما فى جامع قاضيخا ن ـ (باب العنين جـ٤ صـ ١٢٤ رشيدية)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ৩৭, শামী ৩/৪৪০, ৪৯৪, হিদায়া ১/৪০৪, কিফায়া ৪/৫৮, আল বাহরুর রায়েক ৪/১২৪-১-৪৩৪, হিদায়া ১/৪৩৪)

খোলার বিধান

প্রশ্ন : খোলার দ্বারা কোন ধরনের তালাক পতিত হবে?

উত্তর : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী খোলার দ্বারা এক তালাকে বাইন পতিত হয়।

وفى الهداية : وقع بالخلع تطليقة بائنة (باب الخلع جـ٢ صـ٤٠٤ اشرفية)

(প্রমাণ : শামী ৩/৪৪৪, ফাতহুল কাদীর ৪/৫৮, হিদায়া ২/৪০৪)

তালাকে তাফবীয/ডিভোর্স

স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের অধিকার দেয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার মেয়েকে স্বামীর বাড়ী থেকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যায়, পরে কোন কারণ বশত ছেলের কাছ থেকে মেয়ের বাবা তালাক চেয়ে বলে যে, আমার মেয়ে তোমার ঘর সংসার করবে না। তাই তুমি তালাক দিয়ে দাও।
স্বামী অস্বীকার করায় চাপ সৃষ্টি করা হয় ফলে স্বামী বলে যে, আমি মুখে তালাক বলতে পারব না। তখন কাগজ নিয়ে আসা হয়।

কাগজে মেয়েকে লক্ষ্য করে স্বামী লিখছে তুমি আমার সংসার করবে না তালাক চেয়েছ ঠিক আছে আমার তিন তালাকের ক্ষমতা তোমাকে অর্পন করলাম। তুমি নিজে নিজের উপর তালাক গ্রহণ কর বা দাও। কাগজ নিয়ে বাবা মেয়েকে না দেখায়েই বলল তোমার স্বামী তোমাকে ৩ তালাক দিয়েছে তুমি গ্রহণ কর।

মেয়ে কান্না-কাটি করে পরে বলল গ্রহণ করিলাম। পরবর্তীতে মেয়ের বাবার মিথ্যা কথা স্বামী জানতে পেরে দুজন সাক্ষীর সামনে বলল আমি তাফবীজ বাতিল করিলাম।

এখন প্রশ্ন হল, তালাক হয়েছে কি না? হলে মহরানার ব্যাপারে ফায়সালা কি? এবং তাফবীজ বাতিল করা যায় কি না?

উত্তর : (ক) প্রশ্নের বর্ণনায় স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় নাই। বরং স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের অধিকার দিয়েছে অথচ মেয়ের বাবা বাস্তব কথা গোপন রেখে মেয়েকে শুনিয়েছে যে, তোমার স্বামী তোমাকে তিন তালাক দিয়েছে কাজেই বাবার অবাস্তব কথা শুনার পর মেয়ে যে বলল গ্রহণ করিলাম এটা নিরর্থক এতে মেয়ের উপর কোন তালাক পতিত হবে না।

(খ) সর্ব অবস্থায় স্ত্রীর মহর পরিশোধ করে দেয়া জরুরী।

(গ) যে ধরনের তাফবীজ করা হয়েছে তা স্ত্রী জানার সাথে সাথে নিজ নফসের উপর তালাক পতিত না করলে তাফবীজ বাতিল হয়ে যাবে।

وفى الدر المختار مع الشامية : ولايقع طلاق المولى على امرأة عبده لحديث ابن ماجه الطلاق لمن اخذ بالساق. جـ٣ صـ٢٤٢

(প্রমাণ : শামী ৩/২৪২, ২৪৬, আলমগীরী ১/৩৮৭-৩৯০, আল বাহরুর রায়েক ৩/৫৬৮, ফাতহুল কাদীর ৩/৪১২)

স্ত্রী কর্তৃক ডিভোর্স দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : কোন মহিলা নিজে নিজেকে ডিভোর্স দিতে পারবে কি?

উত্তর : শরীআতে স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার কোন অধিকার দেয়নি, বর্তমান প্রচলিত যে পদ্ধতিতে ডিভোর্স দেয়া হয় তা শরীআতে বৈধ নয়, তবে স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অধিকার দিয়ে থাকে তাহলে সে নিজেকে তালাক (ডিভোর্স) দিতে পারবে।

وفی الدر المختار: طلقی نفسك فلها ان تطلق فی مجلس علمها به ـ لا بعده (الا اذا زاد) متی شئت او اذا شئت او اذا ما شئت فلا يتقيد بالمجلس ولم يصح رجوعه الخ. (باب تفويض الطلاق ج١ ص‍ـ٢٢٧ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২২৭, ১/২৩৮, তাতার খানিয়া ২/৪৩২, শরহে বেকায়া-২/৭৯)

তালাকের ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর বিপরীত করা

প্রশ্ন : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে যে, যদি তুমি চাও তাহলে নিজেকে এক তালাক দাও। অতঃপর স্ত্রী যদি নিজেকে তিন তালাক দেয় অথবা তিন তালাকের ইখতিয়ার দেয়ার ক্ষেত্রে এক তালাক দেয়। তাহলে এই ক্ষেত্রে তার স্ত্রীর উপর কোন তালাক পতিত হবে কি না?

উত্তর : না, প্রশ্নোল্লেখিত দুই সুরতের কোন সুরতেই তার স্ত্রীর উপর কোন তালাক পতিত হবে না।

كما فی العالمغيرية: ولو قال طلقی نفسك ثلاثا ان شئت فطلقت نفسها واحدة او ثنتين لا يقع شئ فی قولهم جميعا .... ولو قال لها طلق نفسك واحدة ان شئت فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شيئ عند ابی حنيفة رحمه الله تعالى.

(فصل فی المشيئت ج١ ص‍ـ٤٠٣ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৪০৩, কাযীখান ১/৫০৪, হিদায়া ২/৩৮২, বিনায়া ৫/৩৯৮)

ইলা, যেহার ও লে'আন

স্ত্রী কর্তৃক লিআনের দাবী

প্রশ্নঃ কোন মহিলা তার স্বামীর উপর লি'আনের দাবি করল, দাবি অনুযায়ী স্বামী লি'আন করতে অস্বীকার করল এর পর স্ত্রী দুই জন সাক্ষী পেশ করল। স্ত্রীর এই সাক্ষীদের সাক্ষ্য এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে কি না?

উত্তরঃ লি'আন করার জন্য শর্ত হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া। অতএব যদি ইসলামী রাষ্ট্রে এ রকম ঘটনা ঘটে তাহলে লি'আন করা ওয়াজিব আর স্ত্রীর দুইজন সাক্ষী এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। স্বামীর অস্বীকৃতি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

وفى الخانية: وإن إدعت المرأة على زوجها القذف وانكر الزوج فاقامت البينة على القذف لاعن القاضى بينهماعندنا لان الثابت بالبينة كا لثابت عيانا ـ

(باب اللعان ١/٥٤٨-٤٩ حقانية)

প্রমাণঃ খানিয়াঃ ১/ ৫৪৮-৪৯, হাশিয়ে শরহে বেকায়া-২/১১৮, দুররে মুখতার -১/২৫১ কানয- ১৪২

ইলা, যেহার ও লে'আনের বিধান

প্রশ্ন : যেহার, ইলা, এবং লে'আন প্রত্যেকটার হুকুম কি এবং এর দ্বারা কোন প্রকারের বিচ্ছেদ ঘটে।

উত্তর : ইলার হুকুম হলোঃ যদি ইলার সময় এর ভিতরে স্বামী স্ত্রীর নিকটবর্তী না হয় আর এমতাবস্থায় ইলার সময় পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বাইন পতিত হবে এবং যদি কোন ব্যক্তি ইলার মুদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই স্ত্রীর নিকটবর্তী হয় অর্থাৎ সহবাস ইত্যাদি করে তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

যেহারের হুকুমঃ কাফ্ফারা দেওয়ার পূর্বে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা এবং যে সকল কাজ সহবাস এর দিকে ধাবিত করে ঐসকল কাজ থেকে বিরত থাকবে। আর যদি কাফফারা দেয়ার পূর্বেই কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে তাহলে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অতঃপর কাফফারা আদায় করবে। লেআনের হুকুমঃ লেয়ান করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করা এবং অন্যান্য ফায়দা নেয়া হারাম। তবে যদি লেয়ান করার পর স্বামী নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে নতুন ভাবে বিবাহ ব্যতিত তার সাথে সহবাস করা বৈধ।

كما فى العالمغيرية : وحكمه حرمة الوطئ والاستمتاع كما فرغا من اللعان ولكن لا تقع الفرقة بنفس اللعان حتى لو طلقها فى هذه الحالة طلاقا بائنا يقع وكذا لو اكذب الرجل نفسه حل الوطى من غير تجديد النكاح. (باب اللعان جا صـ٥١٥ حقانية)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৪০১, **আলম**গীরী ১/৫১৫, কানযুদ্ দাকায়েক-১৩৪)

স্ত্রীকে মা বললে যিহার হয়না

আমার স্বামী আমাকে ঝগড়ার মাঝে উগ্র মেযাজের সাথে বলছে তুমি আমার মা লাগো। অনেক বার অনেক ভাবে বলেছে, কোন কথার জবাব দিতে গেলে ঝগড়ার মধ্যে বলে, হইছে গো মা, রাখ গো মা! সে আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমাকে ঘৃর্ণা দেওয়ার জন্য বাজে ভাষায় কথা বলে উল্লেখিত বর্ণানা অনুযায়ী শরয়ী বিধান জানতে আগ্রহী?

উত্তরঃ তালাক বা যিহার প্রযোজ্য হওয়ার জন্য এমন শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন যা সুস্পষ্টভাবে তালাক বা যিহার বুঝায়। অথবা তাতে তালাক বা যিহারের ইঙ্গিত থাকে, অথবা এমন শব্দ হতে হবে যে শব্দ ওই এলাকার প্রচলন অনুযায়ী তালাক বা যিহার বুঝায়। প্রশ্নে বর্ণিত বয়ানের ভিত্তিতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী স্ত্রীকেই মা বলেছে। তবে এ শব্দটি সুস্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে তালাক বা যিহারের প্রতি ইঙ্গিত করে না এবং আমাদের দেশে "মা" বলে তালাক বা যিহার করা হয় না। কাজেই "মা" শব্দ দ্বারা তালাক বা যিহার সংঘঠিত হয়নি। তবে স্ত্রীকে মা-বোন বলার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধ এসেছে, এবং নবী কারীম (সা.) এটাকে খুবই অপছন্দ করেছেন।

স্ত্রীকে মা বলে স্বামী একটি গর্হিত কাজ করেছে। এজন্য তাকে আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা জরুরী এবং ভবিষ্যতে স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য মা-বোন বা তার অপছন্দনীয় কোন কথা বলা থেকে দূরে থাকা একান্ত জরুরী।

وفى الدر المختار: ويكره قوله انت امى ويابنتى ويا اختى ونحوه ـ (باب الظهار ٢٤٩/١زكريا)

প্রমাণঃ আবু দাউদ - ১/৩০১, দুররে মুখতার ১/২৪৯ শামী ৩/৪৭০, হিন্দিয়া ১/৫০৭, তাতার খানিয়া ৩/১৩২

রাগে নিয়ত ছাড়া স্ত্রীকে মা বলা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি রাগের বশবতী হয়ে নিজ স্ত্রীকে মা ডেকে ফেলে, এমতাবস্থায় তার তালাক বা যিহারের নিয়ত ছিলো না। তাহলে তার স্ত্রীর উপর কোন কিছু পতিত হবে? এবং তার স্ত্রী তার উপর হারাম হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় তার স্ত্রীর উপর তালাক এবং যিহার কোনটাই পতিত হয় নাই। তবে শরীআতের দৃষ্টিতে এরূপ করা মাকরূহ। সুতরাং এমন আচরণ করা থেকে বিরত থাকবে।

وفى الشامية: وفى انت اى لا يكون مظاهرا وينبغى ان يكون مكروها ـ باب الظهار جـ٣ صـ٤٧٠ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৩/৪৭০, দুররে মুখতার ১/২৪৯, আলমগীরী ১/৫০৭, ফাতহুল কাদীর ৪/৯১)

স্ত্রীকে বলা যে, তোমার সাথে বসবাস করা আমার জন্য হারাম

প্রশ্ন : হঠাৎ আমি রাগান্বিত হয়ে বলে ফেললাম যে তোমার সাথে বসবাস করা আমার জন্য হারাম। বলার সময় আমার জেহেনে কোন কিছুর নিয়ত ছিলনা। এর ৫ মাস আগে একবার এক তালাকে বাইন হওয়ার পর সাথে সাথেই বিবাহ নবায়ন করা হয়েছে এখন যদি আবার বাইন হয় তাহলে পূর্বের তালাক তার সাথে মিলিত হবে কি?

উত্তর : স্ত্রীর সাথে নিজ বসবাসকে হারাম বলায় শরীআতের দৃষ্টিতে ইলা হয়েছে, অর্থাৎ স্বামী উক্ত স্ত্রীর সাথে চার মাসের ভিতরে সহবাস না করলে উক্ত স্ত্রীর উপর এক তালাকে বাইন পতিত হয়ে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে ঘর সংসার করতে হলে বিবাহ এর সকল শর্তসহ বিবাহ দোহরাতে হবে, তাহলে ঘর সংসার বৈধ হয়ে যাবে। তবে ভবিষ্যতে আর কখনো মাত্র এক তালাক দিলে স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাবে।

আর চার মাসের ভিতর স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে স্ত্রীর উপর কোন তালাক পতিত হবে না। তবে ইলা যেহেতু এক প্রকার কসম সেহেতু স্ত্রীর সাথে বসবাসের ফলে কসম ভঙ্গের কারণে কসম এর কাফফারা দেয়া স্বামীর জন্য জরুরী, অর্থাৎ দশজন মিসকীনকে দুবেলা খানা খাওয়ানো বা প্রতিজনকে একটি সদকায়ে ফিৎরা পরিমাণ খাদ্য বা খাদ্যের মূল্য দান করা অথবা দশজন মিসকীনকে এক জোড়া করে কাপড় দান করা ইত্যাদি।

وفى الدر المختار مع الشامية : هو لغة اليمين وشرعا الحلف على ترك قربانها مدته ولو ذميا والمولى هو الذى لا يمكنه قربان امرأته الا بشئ مشق يلزمه الخ ـ وحكمه وقوع طلقة بائنة ان بر ولم يطأ ولزم الكفارة او الجزاء المعلق ان حنث بالقربان والمدة اقلها للحرة اربعة اشهر الخ. (جـ٣ صـ٤٢٢ سعيد)

(প্রমাণ : তাফসীরে মাযহারী ৯/৩৩৮, বুখারী শরীফ ২/৭৯, মুসলিম শরীফ ১/৪৭৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৩৭৩, আল বাহরুর রায়েক ৪/১০০ শামী-৩/৪২২)

ইদ্দত পালন

স্বামী মারা যাওয়ার পর গহনা খুলে ফেলা

প্রশ্ন : যে সমস্ত মহিলাদের স্বামী মারা গিয়েছে সে সমস্ত বিধবা নারীদের জন্য অলংকার পরিধান করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বিধবা নারীদের জন্য স্বামী মারা যাওয়ার পর ইদ্দতের যামানায় অলংকারাদী ব্যবহার করা জায়েয নেই। সুতরাং যে সব অলংকারাদী মহিলারা দৈনন্দিন জীবনে সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তা ইদ্দত অবস্থায় খুলে ফেলা ওয়াজিব, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর ব্যবহার করতে পারবে।

وفى رد المحتار : اما معتدة الموت فيجب عليها العدة ولو كانت غير مدخولة فيجب فيها الحداد.... بترك الزينة..... ويؤيده ما فى قاضيخان المعتدة تجتنب عن كل زينة الخ. (فصل فى الحداد جـ٣ صـ٥٣١ سعيد)

(প্রমাণ : শামী-৩/৫৩১, বাদায়ে-২/৪২৭, আলমগীরী-১/৫৩৩, তাতার খানিয়া-১/১৭৬)

গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত পালনের পদ্ধতি

প্রশ্ন : (ক) গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত কি গর্ভ খালাস হওয়া?

(খ) ছন্নে আয়েছা (অর্থাৎ যে মহিলার হায়েয একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়াছে) মহিলার ইদ্দতের পরিমাণ কি?

(গ) কোন হায়েযা মহিলার যদি তিন বা চার মাস পরে হায়েয আসে, এমতাবস্তায় তার ইদ্দত তিন হায়েয না এর থেকে কম-বেশী আছে?

উত্তর : (ক) জি হ্যাঁ গর্ভবতী মহিলার গর্ভ খালাস হওয়াই তার ইদ্দত।

(খ) ছন্নে আয়েছা মহিলা তালাক প্রাপ্ত হলে তার ইদ্দতের পরিমাণ হল তিন মাস।

(গ) উল্লেখিত অবস্থায়ও তিন হায়েযের দ্বারা ইদ্দত পালন করতে হবে। কোন কম বেশী করা যাবে না।

وفى شرح الوقاية: اى اذا كانت الزوجة فى سن الاياس اى خمسة وخميسن سنة فصاعدا و قد انقطع دمها فطلقها الزوج تعتد بثلثة اشهر۔ (باب العدة جـ٢ صـ١٢٩ قاسمية)

(প্রমাণ : সূরা তালাক্ব ৬, আল বাহরুর রায়েক ৪/১৩০, শরহে বেকায়া ২/১২৯, আলমগীরী ১/৫২৮)

ঔষধ খেয়ে মিনস বন্ধ রাখলে তার ইদ্দত পালনের বিধান

প্রশ্ন : কোন মহিলা যদি ঔষধ খেয়ে মিনস বন্ধ করে দেয় অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে বাচ্চানালীকে কেটে ফেলে এমন মহিলার ইদ্দতের পদ্ধতি কি হবে?

উত্তর : যে মহিলার মিনস চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। চাই তা কোন ঔষধের মাধ্যমে হোক কিংবা অন্য কিছুর মাধ্যমে হোক এমন মহিলা যদি তালাক প্রাপ্তা হয় তাহলে সে তিন মাসের দ্বারা ইদ্দত পালন করবে।

كمافى القران الكريم : واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن ـ (سورة الطلاق الاية ٤)

(প্রমাণ : সূরা তালাক-৪, আলমগীরী ১/৫৩০, হিদায়া ২/৪২৩, শামী ৩/১১৩, রদ্দুল মুহতার ৩/৫০৭)

রক্ত বিক্রয় করা জায়েয নয়

প্রশ্ন : রক্ত বিক্রয় করা জায়েয কিনা?

উত্তর : না, জায়েয নাই। কেননা রক্ত কোন মাল না তবে একান্ত প্রয়োজন হলে ক্রয় করা যাবে।

كما فى الشامية : بطل بيع ما ليس بمال اى ليس بمال فى سائر الاديان كاللوم (مطلب لبيع الموقوف ٥٠/٥)

প্রমাণ ঃ শামী ৫/৫০, আল বাহরুর রায়েক ৬/৭০, হিদায়া ৩/৪৯, কানযুদ দাকায়েক ১/২৩৮

পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড বিক্রয় করার বিধান

প্রশ্ন : পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড বিক্রয় করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : (ক) পেনশন মূলত এক ধরনের পুরস্কার হিসেবে দেয়া হয়। যার মধ্যে কিছু অংশ নিজ পারিশ্রমিক ও কিছু অংশ সরকারের পক্ষ থেকে থাকে, উভয় অংশ মিলিয়ে পুরস্কারটি দেয়া হয়।

উক্ত পেনশন বিক্রি করা দু'ধরনের হতে পারে।

(এক) জনসাধারণের কাছে বিক্রি করবে। যদি সরকার ছাড়া অন্য কোন জনসাধারণের কাছে বিক্রি করে তাহলে এ বিক্রি জায়েয হবে না। কারণ হল, এ সম্পদের সে এখনও মালিক হয় নাই তার হস্তগত না হওয়ার কারণে। (দুই) সরকারের কাছে বিক্রি করলে জায়েয হবে, তবে এটা মূলতঃ বিক্রি নয়, বরং সে সম্পদ পূর্বে কিস্তিতে দেয়া হত আর এখন তার মধ্যে কিছু কমিয়ে নগদ দেয়া হল, এ কারণে এ বিক্রয় জায়েয।

(খ) প্রভিডেন্ট ফান্ড বলা হয়, চাকরীজীবীদের থেকে মাসিক বেতনের একটি

নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কেটে রাখা হয় যা চাকরী শেষান্তে তাকে এক সঙ্গে প্রদান করা হয়। উক্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সম্পদ চাকরিজীবীর নিকট হস্তগত না হওয়ার কারণে সে তার মালিক নয়। এজন্য তা বিক্রি করা জায়েয নেই।

وفى سنن الترمذى : عن حكيم بن حزام قال نهانى رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندى ـ (باب فى كراهية بيع ما ليس عنده ١/ ٢٣٣)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ২/৫ তিরমিযী ১/২৩৩ বাযযাযিয়া ৪/৩৯৪ বাদায়ে ৪/৩৪৩

ইদ্দত অবস্থায় মহিলাদের সজ্জিত হওয়া

প্রশ্ন : ইদ্দত অবস্থায় মহিলারা অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত হতে পারবে কি না?

উত্তর : শুধুমাত্র তালাকে রেজয়ী প্রাপ্তা মহিলারা ইদ্দতের মধ্যে অলংকার ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত হতে পারবে। তবে তালাকে বায়েনা প্রাপ্ত মহিলারা এবং যাদের স্বামী মারা গেছে, তারা ইদ্দতের মধ্যে অলংকার ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত হতে পারবে না।

وفى الشامية: المطلقة الرجعية تتزين لا نها حلال للزوج لقيام نكاحها ... ويحرم ذلك فى البائن والوفات ـ (٤٠٨/٣

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/৩১১, শামী ৩/৪০৮, হিদায়া ১/৩৯৮–৪২৭

ইদ্দত পালনের পূর্বে অন্য জায়গা বিবাহের বিধান

প্রশ্ন : কোন মহিলার স্বামী ইন্তেকালের পর ঐ মহিলা ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন না করে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে কি না?

উত্তর : গর্ভবতী না হলে, কোন মহিলা যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ৪ মাস ১০ দিনের আগে অথবা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব হওয়ার পূর্বে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বসে তাহলে তার এ বিবাহ সহীহ হবে না।

كمافى الشامية: اذا تمت عدة الاول حل للثانى ان يتزوجها لا لغيره مالم تتم عدة الثانى ـ بثلاث حيض من حين التفريق (مطلب فى عدة الوطؤالمعتدقـ ٥١٩/٣ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৫১৯, সিরাজিয়্যা ২৩২, আলমগীরী ১/৫২৬

নাবালেগা স্ত্রীর ইদ্দত মাস দ্বারা হবে

প্রশ্ন : যদি কেউ তার নাবালেগা স্ত্রীকে সহবাসের পর তালাক দেয় তাহলে তার ইদ্দত কি হবে?

উত্তর : নাবালেগা স্ত্রীর হায়েয না আসার কারণে তার ইদ্দত হবে মাস হিসেবে। অর্থাৎ, তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা।

كمافى الهداية: وان كانت ممن لاتحيض من صغر اوكبر فعدتها ثلثة اشهر۔ (باب العدة ٢/٤٢٣)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৪২৩, শরহে বেকায়া ২/১২৬, আল বাহরুর রায়েক ৪/১৩০

ইদ্দত অবস্থায় স্বামীর উপর খোরপোশ দেওয়া ওয়াজিব

প্রশ্ন : ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্বামীর উপর খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ উল্লেখিত সুরতে খোরপোষ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে।

كمافى القدورى: واذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى فى عدتها رجعيا كان او بائنا۔ (١٩٠)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/৫৫৭, খুলাসা ২/৫৮, কুদুরী ১৯০

নাবালেগার ইদ্দত অবস্থায় হায়েয আসা

প্রশ্ন : নাবালেগা মহিলা মাসের মাধ্যমে ইদ্দত পুরা করতেছিল এমতাবস্থায় হায়েয আসলে কি করবে?

উত্তর : তৃতীয় মাস শেষ হওয়ার এক মিনিট পূর্বেও যদি হায়েয আসে তাহলে নতুনভাবে হায়েয এর মাধ্যমে ইদ্দত পুরা করবে।

وفى الشامية: قوله فى اثنائها : اى قبل تما مها ولوبساعة۔ ٣/٥١٥

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৫১৫, আলমগীরী ২/৫২৭, সিরাজিয়্যা ২৩১

ইদ্দত অবস্থায় স্ত্রী বাপের বাড়ি যাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : ইদ্দতরত অবস্থায় স্ত্রী বাপের বাড়ি যেতে পারবে কি না?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় বাপের বাড়ি যেতে পারবে না। কেননা ইদ্দতরত মহিলার জন্য বাহিরে যাওয়া জায়েয নাই। তবে জরুরতের ক্ষেত্রে বাহির হতে পারবে।

وفى الخانية بها مش الهندية: الحرة المسلمة فى عدة طلاق او فرقة سوالموت لا تخرج ليلا ولا نها را الا لضرورة۔ (١/٥٥٣)

প্রমাণ ঃ আল ফিকহুল ইসলামী ৭/৬১১, তাতার খানিয়া ১/৫৫৩, কুদুরী ১৮৮

ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বাচ্চার খবর হওয়া

প্রশ্ন : ইদ্দত শেষ হওয়ার পর জানা গেল যে তার পেটে বাচ্চা আছে তাহলে দ্বিতীয়বার ইদ্দত পালন করতে হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে।

وفى الشامية: اعلم ان المعتدة لو حملت فى عدتها ذكر الكرخى ان عدتها وضع الحمل ولم يفصل والذى ذكره محمد ان هذافى عدة الطلاق ...

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৫২৮, মাউসুয়া ২৯/৩১৭, খানিয়্যা ১/৫৫০, শামী ৩/৫১১

তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ইদ্দতের মধ্যে গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত

প্রশ্ন : যদি কোন মহিলা তালাক প্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত পালনে এক হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পর যিনার দ্বারা গর্ভবতী হয় তাহলে তার ইদ্দত কি হবে?

উত্তর : উক্ত মহিলার ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব হওয়া।

كمافى الشامية : اعلم ان المعتدة لو حملت فى عدتها ذكر الكرخى ان عدتهاوضع الحمل (باب العدة ٥١١/٣)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৫১১, আল বাহরুর রায়েক ৪/১৩৬, মাউসুআ ২৯/৩১৭, খানিয়া ১/৫৫১

ইদ্দত শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য

প্রশ্ন : কোন মহিলা যদি এ কথা শিকার করে যে, আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে। এবং আমার ইদ্দতও শেষ হয়ে গেছে। এখন ঐ মহিলা অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে কি না?

উত্তর : যদি মহিলার কথা সত্য বলে মনে হয় তাহলে তাকে বিবাহ করা জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো প্রথম স্বামী নিজের দেয়া তালাকের কথা অস্বীকার করতে পারবে না।

وفى الهداية: واذ طلقها ثلثا فقالت قد انقضت عدتى وتزوجت ودخل بى الزوج وطلقنى وانقضت عدتى والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج ان يصدقها اذا كان فى غالب ظنه انها صادقة (باب الرجعة جا صـ٤٠١ اشرفية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/৫২৯, শামী ২/৫২৯, হিদায়া ১/৪০১, আলমগীরী ১/৪৭৩)

আদত ওয়ালী মহিলার সাথে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে সহবাস করা

প্রশ্ন : দশ দিনের মু'তাদ্দা হায়েযা মহিলা তিন দিন রক্ত দেখেছে এরপর ছয় দিন দেখে নাই। তাহলে কি তার সাথে দশম দিন সহবাস করা জায়েয হবে?

উত্তর : না, দশ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা জায়েয হবে না। যদিও গোসল করে হউক না কেন?

كما فى التاتار خانية : ولو كان حيضها عشرة ايام فحاضت ثلاثة ايام وطهرت ستة لا يحل للزوج قربانها (جا صـ٢٠٧ دار الايمان)

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ১/১৫১, নাছবুর রায়া ১/২৬২, তাতার খানিয়া ১/২০৭, হিদায়া ১/৬৫, আলমগীরী ১/৩৯, আল বাহরুর রায়েক ১/২০৩, রদ্দুল মুহতার ১/২৯৪)

স্বামী নিখোঁজ হলে স্ত্রীর করণীয়

প্রশ্ন : ইসলামী বিধান মতে, কেউ নিখোঁজ হয়ে গেলে তার "৯০" বৎসর বয়সের সময় মৃত্যুর হুকুম দেয়া হয়, এখন কথা হলো কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পর গায়েব হয়ে গেল অথবা বিদেশ চলে গেল ৭/৮ বৎসরের মধ্যে কোন খোঁজ খবর নেই। এবং স্ত্রীর সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ নেই। তখন স্ত্রীর করণীয় কি?

উত্তর : কোন লোক নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর যদি ৭/৮ বৎসর যাবত সংবাদ পাওয়া না যায়, তাহলে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তার সম্পদ বণ্টনের জন্য তার বয়স "৯০" বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যেমন কেউ ৭৫ বৎসর বয়সে নিখোঁজ হলে তার জন্য আর মাত্র ১৫ বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য তার স্ত্রী তার জন্য কতদিন অপেক্ষা করবে এ ব্যপারে হানাফী মাযহাবের উলামায়ে মুতাআখখিরীন ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাবের উপর ফাতাওয়া দিয়েছেন, এ কারণে এ মাসআলায় ইমাম মালেক রহ.-এর মাযহাবই হানাফী মাযহাব বলে বিবেচিত হবে। সেটা হচ্ছে স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর তার স্ত্রী মুসলিম জজ বা শরয়ী পঞ্চায়েত বা রাষ্ট্রীয় আদালতে মুকাদ্দামা দায়ের করবে। এবং সাক্ষীদের দ্বারা একথা প্রমান করবে যে, ঐ ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হয়েছিল, পরে ঐ ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছে অতঃপর মুসলিম কাজী জজ, কর্তৃপক্ষ ও পঞ্চায়েত খোঁজ খবর নিয়ে দেখবে। তালাশ করার পর পাওয়া সম্ভব না হলে, তার স্ত্রীকে মুকাদ্দামা দায়ের করার পর থেকে চার বৎসর অপেক্ষা করতে বলবে। এই চার বৎসরের মধ্যে যদি খোঁজ খবর না পাওয়া যায়। তাহলে মহিলার আবেদনের প্রেক্ষিতে জজ বা পঞ্চায়েত কর্তৃক স্বামী নিখোঁজ হওয়ার উপর মৃত্যুর ফায়সালা দিবে। অতঃপর তার স্ত্রী চার মাস দশদিন মউতের ইদ্দত পালন করার পর অন্য জায়গায় বিবাহ বসতে পারবে।

كما فى رد المحتار: مطلب فى الافتاء بمذهب مالك فى زوجة المفقود : الفتوى فى زماننا على قول مالك رح وقال الزاهدى كان بعض اصحابنا يفتون به للضرورة (ج٤ صـ ٢٩٥-٢٩٦ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৪/২৯৫-২৯৬, তাতার খানিয়া ৪/৩২৪, আযিযুল ফাতাওয়া ২/৫৫৯)

ইদ্দত চলাকালীন ঘর থেকে বের হওয়ার বিধান

প্রশ্ন : ইদ্দত চলাকালীন মহিলারা চাকরী করতে পারবে কি?

উত্তর : ইদ্দত চলাকালীন শরয়ী জরুরত ব্যতিত ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয নাই। তবে যদি এত কঠিন জরুরত হয় যে সেখানে যাওয়া ব্যতীত বিষয়টা সমাধান হবে না। তাহলে অপারগতার কারণে বের হতে পারবে। তবে রাত্রে ঘরে ফেরা সর্বাবস্থায় জরুরী। সুতরাং ঐ চাকরী ব্যতিত যদি তার খোরপোষের অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে যেতে পারবে।

وفی فتح القدیر : ولا یجوز للمطلقة الرجعیة والمبتوتة ان تخرج من المنزل الذی کانت فیه وقت المفارقة الا اذا اضطرت نحو ان خافت سقوطه او یغار فیه علی نفسها او مالها او اخرجها اهل المنزل۔ (کتاب الطلاق ١٦٥/٤ رشیدیة)

প্রমাণ : সূরা তালাক ৬, শামী ৩/৫৩২, ফাতহুল কাদীর ৪/১৬৫, আলমগীরী ১/৫৩৫

ইদ্দত অবস্থায় স্বামীর ঘরে না থেকে অন্যত্র থাকা

প্রশ্ন : ইদ্দত অবস্থায় স্বামীর ঘরে থাকা আশংকাজনক হলে মহিলা অন্যত্র যেতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যা, অন্যত্র গিয়ে যেখানে ইজ্জত-আবরু জান-মালের হেফাজত হবে, ইদ্দত পালন করতে পারবে।

کما فی السراجیة: اذا وجب السکنی فی منزل الزوج وکان ا لطلاق بائنا لابد من حائل فان کان الزوج فاسقا یخاف علیها منه فتخرج المعتدة بهذا العذر وتسکن منزلا آخر (فصل ٢٣٣ اتحاد)

প্রমাণ ঃ সিরাজিয়া ২৩৩, হিদায়া ২/৪৩৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/১১৯, তাতার খানিয়া ৩/১৭৪

স্বামীর দাফনের পূর্বে সন্তান ভুমিষ্ট হলে তার ইদ্দত ঃ

প্রশ্ন : স্বামীর লাশ দাফনের পূর্বে স্ত্রীর সন্তান ভুমিষ্ট হলে ইদ্দত কি হবে?

উত্তর : উল্লিখিত সুরাতে স্ত্রীর সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার দ্বারাই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

کما فی القرآن الکریم : واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن (سورة الطلاق ـ ٤)

প্রমাণ ঃ সূরা তালাক ৪, ফাতহুল বারী ১০/৫৮৯, শামী ৩/৫১১, আল ফীকহুল ইসলামী ৭/৬০৪, আলমগীরী ১/৫২৮

খোলার ইদ্দত অবস্থায় স্ত্রীর খোরপোষ

প্রশ্ন : স্ত্রী খোলার ইদ্দত অবস্থায় খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, খোলার ইদ্দত অবস্থায় স্ত্রী খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে।

وفى بدائع الصنائع : إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا و سواء كانت حاملا ـ (كتاب النفقة ٣/ ٤١٩ زكريا)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/৫৫৭, বাদায়ে /৪১৯, হিদায়া ২/৪৪৩, তাতারখানিয়া ২/২৬৬, খানিয়া হামিশিল হিন্দিয়া ১/৪৪০

প্রথম স্বামী হারানোর পর দ্বিতীয় বিবাহ

প্রশ্ন : প্রথমে এক ব্যক্তির সাথে আমার বিবাহ হয়। কোন কারণবশত সে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরবর্তিতে আমি ৩ বৎসর পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করি। এমতাবস্থায় বর্তমানে প্রায় ৩০ বৎসর পার হয়ে যায়। এখন আমার জানার বিষয় হলো আমাদের ২য় বিবাহটি সহীহ্ হয়েছে কি না?

উত্তর : হযরত ইমাম আবু হানাফী রহ. এর মতে যে স্ত্রীর স্বামী নিখোঁজ হয়ে যায় সে স্ত্রী কাজীর ফায়সালা অনুযায়ী ৯০ বৎসর অপেক্ষা করবে এবং হযরত ইমাম মালেক রহ. এর মতে সে স্ত্রী কাজীর ফায়সালা অনুযায়ী ৪ বৎসর অপেক্ষা করে ৪ মাস ১০ দিন মৃত্যুর ইদ্দত পালন করে অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। এক্ষেত্রে পরবর্তী হানাফী মাজহাবের ফুকাহায়ে কেরামগণ প্রয়োজন সাপেক্ষে ৪ বৎসরের অভিমতটিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর বর্তমানে ৪ বৎসরের অভিমতটির উপর ই ফাতাওয়া দেয়া হয়। সুতরাং উক্ত ফাতাওয়ার ভিত্তিতে আপনাদের বিবাহ বৈধ হয়নি।

كما فى الهداية وقال مالك اذا مضى اربع سنين يفرق القاضى بينه وبين امرأته وتعتد عدة الوفاة ثم تزوج من شاءت لان عمر رض هكذا قضى فى الذى إشتهواه الجن بالمدينة ـ (كتاب المفقود ج٢ صـ٦٢٢ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৬২৩, শামী ৪/২৯৫, উমদাতুর রেওআয়াহ ২/৩১৩ আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২৯/৬৫)

ইদ্দত পালন করার রহস্য

প্রশ্ন: ইদ্দত কী ও কেন পালন করতে হয়? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: ইদ্দত হল বিবাহ বিচ্ছেদের পর হায়েযা মহিলার জন্য তিন হায়েয ও আয়েসা ও নাবালেগার জন্য তিন মাস এবং যে মহিলার স্বামী মৃত্যু বরণ করেছে

তার জন্য চার মাস দশ দিন। এই ইদ্দত পালন করা আল্লাহ তায়ালার হুকুম। ইদ্দত পালন করার কারণ হল, স্ত্রীর رحم (বাচ্চাদানী) অন্যের পানি থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে অবগত হওয়া। যাতে করে একজনের বংশ অন্যজনের সাথে সংমিশ্রণ না হয়ে যায়।

وفى الهداية : واذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا او رجعيا او وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهى حرة ممن تحيض فعدتها ثلثة اقراء لقوله تعالى والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء (باب العدة ٢٢/٤٢٢)

প্রমাণ: সূরা বাকারা- ৩৭, আবু দাউদ ১/৩১৪, হিদায়া ২/৪২২, বাদায়ে – ৩/৩০১

ইদ্দতের মাঝে বিবাহ

প্রশ্ন : ১ম স্বামী কর্তৃক তিন তালাক প্রাপ্তা হওয়ার পর অন্য স্থান থেকে মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব এলে অভিভাবকগণ বলেছে ৭/৮ মাস পূর্বেই তালাক প্রাপ্তা হয়েছে তাই দ্বিতীয় বিবাহ দিতে অসুবিধা নেই।
কিন্তু বিবাহের দিন বর পক্ষ জানতে পারে যে, ১ম স্বামী থেকে তালাক প্রাপ্তা হয়েছে মাত্র ২মাস পূর্বে এবং ইহাই সঠিক তথ্য। এতদসত্বেও বিভিন্ন বিষয় খেয়াল করত: তাদের মধ্যে বিবাহ পড়িয়ে দেয়া হয়।
তারপর বিবাহ সহীহ হল কি না এই কথা ভেবে মাস তিনেক পর স্বামী বিবাহ দোহরানোর জন্য মেয়েকে দুজন স্বাক্ষীর সামনে বলেছে ৩০ হাজার টাকা মহরনায় আমি তোমাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক তুমি কবুল কর মেয়ে চুপ থেকে বলল, কবুল করেছি, অতএব এর সমাধান কি?

উত্তর : স্বামীর সাথে মেলা মেশা বা দুজন নির্জনে অবস্থানের পর তালাক প্রাপ্তা হলে তালাকের ইদ্দত তিন হায়েয শেষ হওয়ার পূর্বে অন্যস্থানে বিবাহ বসলে তা সহীহ হয় না। আর ইদ্দতের ক্ষেত্রে ঋতুবতী মহিলা তিন ঋতুর মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে। সুতরাং দু মাসের মধ্যে যে বিবাহ হয়েছে তা বৈধ হয় নাই। এমতাবস্থায় উক্ত পুরুষ ও মহিলা এবং উভয়ের অভিভাবকের আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। তবে পরবর্তীতে স্বামী যে পদ্ধতিতে নতুন করে বিবাহ করেছে তাতে বিবাহ সহীহ হয়েছে। সুতরাং এ বিবাহের পর থেকে পরস্পর স্বামী স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে।

واما احكام العدة فمنها انه لا يجوز للاجنبى نكاح المعتدة لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله الخ بدائع الصنائع جـ٣ صـ٣٢٢)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ২/৩৩৬, বাদায়ে ৩/৩২২, আলমগীরী ১/৫২৬, আল বাহরুর রায়েক ৪/২১৭, হিদায়া ২/৪২২, শামী ৩/৫০৫)

খুলার পরে ইদ্দত পালন করা

প্রশ্ন : খোলার পরে ইদ্দত পালন করা লাগবে কি না? এবং কখন থেকে পালন করবে?

উত্তর : হ্যাঁ, পালন করা লাগবে। আর ইদ্দত বিবাহ বিচ্ছেদের পর থেকেই শুরু করবে।

كمافى القران الكريم : المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء۔ (وسورة البقرة۔۲۲۸

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২২৮, হিদায়া ২/৪২৫, মাউসুয়া ২৯/৩৩২, হিন্দিয়া ১/৫৩১, দুররে মুখতার ১/২৫৫-৫৭

খোলাার পরে পুনরায় বিবাহ করার বিধান

প্রশ্ন : খোলাার পরে পুনরায় বিবাহ করতে চাইলে পারবে কি না?

উত্তর : খোলার দ্বারা এক তালাকে বাইন পতিত হয়। অতএব বিবাহের সকল শর্তের সাথে নতুন ভাবে বিবাহ করতে পারবে।

كمافى الشامية: قوله فيعتبرفيه ما يعتبر فيها ويقع به تطليقة بائنة الاان نوى ثلاثا فتكون ثلاثا وان نوى ثنتين كانت واحدة بائنة ۔ (۳/٤٤٤)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৪৪৪, হিদায়া ২/৪০৪, কেফায়া ৪/৫৯, আল বাহরুর রায়েক ৪/৭১

খোলার দ্বারা তালাকে বায়েন

প্রশ্ন : খোলা করা দ্বারা তালাকে বায়েনা পতিত হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ খোলা করা দ্বারা তালাকে বায়েনা পতিত হয়ে যায়।

كمافى الشامية: (قوله بائن فى الخلع) لا نه من الكنايات الدالة على قطع الوصلة فكان الواقع به (باب الخلع ۳/٤٤٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৪৪৬, দুররে মুখতার ১/২৪৬, হিন্দিয়া ১/৪৮৮, আল ফিকহুল ইসলামী ৭/৪৮২

স্ত্রীর ইদ্দতের মাঝে তার বোনকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বাইন তালাক দেয়, এবং তালাক দেয়ার তিন দিন পরেই ঐ মহিলার বোনকে বিবাহ করতে চায় তাহলে কি সে বিবাহ করতে পারবে?

উত্তর : না, উল্লেখিত সুরতে ঐ মহিলার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে তার বোনকে বিবাহ করা ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েয নেই।

كما فى الهداية: واذا طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا لم يجز له أن يتزوج باختها حتى تنقضى عدتها ـ (جا صـ٣١٠ الاشرفية)

(প্রমাণ : কুদূরী-১৫৮, বিনায়া-৫/৪১, হিদায়া ১/৩১০)

ডিভোর্স নিয়ে ইদ্দতের মধ্যে অন্যের সাথে বিবাহ বসা

প্রশ্ন : আমি প্রথম স্বামী থেকে তালাকে তাফবীযের মাধ্যমে পৃথক হয়ে ইদ্দতের মধ্যে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হই। কিছু দিন পর প্রথম স্বামী জোর করে দ্বিতীয় স্বামীকে তালাকে তাফবীযের মাধ্যমে পৃথক করে নেয়। আমার দ্বিতীয় স্বামী আমার নিয়মিত খবর রাখত এখন জানার বিষয় হলো দ্বিতীয় স্বামীর তালাকে তাফবীয নেয়া সহীহ হয়েছে কি।

উত্তর : আপনি আপনার প্রথম স্বামী থেকে ডিভোর্স নিয়ে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, উহা ইদ্দতের মধ্যে হওয়ার দরুন শরীআতের দৃষ্টিতে বিবাহই জায়েয হয় নাই।

অতএব, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে ঘর-সংসার হারাম হয়েছে। এজন্য উভয়েরই তাওবা ইস্তিগফার এবং দান সদকা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা জরুরী। সুতরাং এখন আপনি যদি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে চান এবং প্রথম স্বামী থেকে তিন তালাকের ডিভোর্স নেয়ার ব্যপারে নিশ্চিত হন তাহলে পুনরায় মহর ধার্য করে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে নতুন ভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন।

فى الدر المختار مع الشامية: اسباب التحريم انواع قرابة مصاهرة رضاع .. ذكر ها المصنف بهذا الترتيب وبقى التطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة ذكرهما فى الرجعة ـ (فضل فى المحرمات جـ٣ صـ٢٨ سعيد)

(প্রমাণ : মিশকাত ১/৪৮৪, শামী ৩/২৮, আলমগীরী ১/৪২২, হিদায়া ২/৩৮৫, দারুল উলুম ১০/৩১৭)

তালাকের বিবিধ মাসায়েল

তালাক দিলে করণীয়

প্রশ্ন : আমার বিবির সহিত কোন ভাবে ঘর সংসার করিতে পারিলাম না তাই বিবিকে তালাক দিতে বাধ্য হইলাম, লিখিতভাবে কথাটা ছিল এই এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক ও বাইন তালাক। হুজুর লিখিত কথায় তালাক হোক বা না হোক আমি আবার পুনরায় বিবির সহিত ঘর করিতে চাহিতেছি তাই শরীআত অনুযায়ী জানিয়ে বাধিত করিবেন।

উত্তর : তালাকের ক্ষেত্রে মৌখিক ভাবে তালাক দিলে যেমন তালাক পতিত হয় তেমনি লিখিত ভাবে দিলেও পতিত হয়।

সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী তালাকদাতার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছে। তালাকের পর হতে স্বামীর জন্য এ স্ত্রীর সাথে দেখা সাক্ষাত, মেলা মেশা, তথা স্বামী স্ত্রী সূলভ কোন আচরণ করা যাবে না। স্বামীর উপর উক্ত স্ত্রীকে ইদ্দত অর্থাৎ তিন হায়েয, আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত খোর পোষ দেয়া ওয়াজিব। আর মহর আদায় না করে থাকলে অতিসত্বর তা আদায় করে দিবে। কুরআন হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী সহীহ হালালা ব্যতিত এ স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় ঘর সংসার করার দ্বিতীয় কোন সুরত নাই।

وفى رد المحتار : قال فيها انه على ثلاثة اقسام احدها ان يحصل له مبادى الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده وهذا لا اشكال فيه . رد المحتار جـ٣ صـ٢٤٤)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২৩০, বুখারী শরীফ ২/৭৯২, রদদুল মুহতার ৩/২৪৪, দারুল উলুম ৯/৩১০)

তালাক প্রাপ্তা হলে জাহিয ফেরত নেওয়ার বিধান

প্রশ্ন: স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে তার বাপের পক্ষ থেকে জাহিয ফেরৎ নেওয়া জায়েয হবে কিনা?

উত্তর: হ্যাঁ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ব্যক্তিগত সকল মাল ফেরৎ নিতে পারবে। আর জাহিযও স্ত্রীর ব্যক্তিগত মালের অন্তর্ভূক্ত তাই ফেরৎ নিতে পারবে।

كما فى الشامية:بل كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذه كله واذاماتت يورث عنها ـ (مطلب فى دعوى الأب أن الجهاز عارية ـ ١٥٨/٣ سعيد)

প্রমনা : শামী ৩/১৫৮ তাতার খানিয়া ২/৩৫৬, হিদায়া ১/৩২৭ দুররে মুখতার ১/২০৩

কোন তালাক দিলে তালাকদাতা গোনাহগার হবে

প্রশ্ন : কোন তালাক দিলে তালাকদাতা গোনাহগার হবে?

উত্তর : তালাকে বেদয়ী ও হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে তালাকদাতা গোনাহগার হবে।

كما فى الهداية: وطلاق البدعة ان يطلقها ثلثا بكلمة واحدة او ثلثا فى طهر واحد فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا ـ (كتاب الطلاق ٣٥٥/٢ غوثية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৩৫৫, আলমগীরী ১/৩৪৯, তাতার খানিয়া ২/৪৩৩, ফাতহুল কাদীর ৩/৩২৯

নামায বা পর্দা না করার কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া

প্রশ্ন : নামায বা পর্দা না করার কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জরুরী কিনা?

উত্তর : নামায বা পর্দা না করার কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জরুরী না। এক্ষেত্রে উত্তম হলো তাকে এ ব্যাপারে সুন্দর করে বুঝিয়ে সতর্ক করে দেওয়া। এবং আখেরাতমুখী বানানোর চেষ্টা করা।

كما فى الدر المختار : لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر الا اذا خافا ان لا يقيما حدود الله فلا باس ان يتفرقا ـ (باب فى المحرمات ١٩٠/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৯০, ফাতহুল কাদীর ৩/৩২৬, শামী ৩/২২৯, আলমগীরী ১/৩৪৮

তালাকনামা লেখার পর পর তালাক পতিত হওয়া

প্রশ্ন : স্বামীর তালাকনামা লিখে সই করেছে কিন্তু এখনও স্ত্রীকে দেওয়া হয় নাই বা দেখানো হয় নাই। এখন আমার জানার বিষয় হলো যে, এই তালাক কখন থেকে পতিত হবে। লেখার সাথে সাথেই না স্ত্রীকে দেখানোর পরে?

উত্তর : তালাকনামা লেখার সাথে সাথেই তালাক পতিত হয়ে যাবে। তবে যদি একথা লেখা থাকে যে, আমার তালাকনামা যখন তোমার হাতে যাবে তখন থেকে তুমি তালাক, তাহলে হাতে যাওয়ার পরে তালাক পতিত হবে।

كما فى العالمكيرية : بان كتب اما بعد فانت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق... وتلزمها العدة من وقت الكتابة و ان علق طلا قها بمجئ الكتاب بان كتب اذا جاءك كتابى هذا فانت طالق فما لم يجى اليها الكتاب لا يقع ـ (فصل فى الطلاق بالكتابة ٣٧٨/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৩৭৮, দুররে মুখতার ১/২১৮, শামী ৩/২৪৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/৯১

স্বামীকে বাবা বললে তালাক হবে না

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী আমাকে ঝগড়াবস্থায় বলে যে, তুই আমায় তালাক দে, তোর ভাত আমি খাইবনা। তুই আমার বাবা লাগছ, তুই আমার বাবা লাগছ, এভাবে কয়েক বার বলতে থাকে। কিন্তু আমি তাকে বারংবার নিষেধ করতে থাকি, তবুও সে মানে না তখন আমি বলি যে হাদীস ও কুরআনের মাধ্যমে যা ফায়সালা হয় মেনে নিব।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, উল্লেখিত অবস্থায় স্ত্রী কি তালাক প্রাপ্তা হয়ে গেছে?

উত্তর : শরীআতে তালাক বা এ সংক্রান্ত বিষয়ের আধিকার একমাত্র পুরুষকে দেয়া হয়েছে, মহিলাকে দেয়া হয় নাই। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত কথা বার্তায় স্বামীর সাথে বেয়াদবী করার দরুন স্ত্রী মারাত্মক গুনাহগার হওয়া সত্যেও তালাক পতিত হয় নাই।

فی العالمغیریة : ولا تکون المرأة مظاهرة من زوجها عند محمد رح والفتوی علیه وهو الصحیح. (جا صـ٥٠٧)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ ১/২১৯, মিশকাত শরীফ-২/২৮১, আলমগীরী ১/৫০৭, শামী ৩/২২৯)

বিচারকের ফায়সালার পূর্বে রজায়াত করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে বিচারকের ফয়সালার পূর্বে স্বীকার করে তাহলে তার রজায়াতটা সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, বিচারকের ফয়সালার পূর্বে রজায়াত করলে তা সহীহ হবে এবং তার সাক্ষী বাতিল হয়ে যাবে।

فی الفقه الاسلامی وادلته : لا یصح الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحکم من القاضی ... اذا رجع الشهود قبل صدور الحکم لم یحکم القاضی ویصح رجوعهما ـ (حکم الرجوع عن الشهادة ٤٩٤/٦ رشیدیة)

প্রমাণ ঃ সিরাজিয়্যা ৫০৪, আল ফিকহুল ইসলামী ৬/৪৯৪, বাদায়ে ৫/৪৩১

শিশু ও পাগলের খোলা তালাক সহীহ না

প্রশ্ন : শিশু ও পাগলের খোলা তালাক সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : না, শিশু ও পাগলের খোলা তালাক সহীহ হবে না।

کمافی الهندیة: وخلع الصبی باطل والمعتوه ... ومن مرض بمنزلة الصبی :(باب الخلع ٥٠٤/١ حقانیة)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/৫০৪, আল ফিকহুল ইসলামী ৭/৪৬৮, মাউসুআ ১৯/২৪৫

নির্জনবাসের পূর্বে তালাকপ্রাপ্ত মেয়ের ইদ্দত ব্যতিত অন্যের সাথে বিবাহ সহীহ

প্রশ্ন : খালওয়াতের পূর্বে তালাকপ্রাপ্ত মেয়ের ইদ্দত ব্যতীত অন্যের সাথে বিবাহ বৈধ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, যেহেতু খালওয়াতের পূর্বে তালাক দিয়েছে, সেহেতু ইদ্দত ব্যতিত অন্যের সাথে বিবাহ বৈধ হবে।

كمافى الدر المختار: قال لزوجته غير المدخول بها انت طالق ثلثا وقعن وان فرق بانت بالاولى لا الى عدة ـ (باب طلاق غير المدخول بها ١/٢٢٣ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/২২৩, আলমগীরী ১/৩৭৩, আল বাহরুর রায়েক ৩/২৯১, হিদায়া ২/৩৭১

তালাক নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্য হলে ফয়সালা

প্রশ্ন : স্ত্রীর দাবি তিন তালাক দিয়েছে, স্বামীর দাবি সে এক তালাক দিয়েছে কোন সাক্ষী প্রমাণ নাই এখন কার কথা গ্রহণ করা হবে?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় যেহেতু স্বামী-স্ত্রী ব্যতিত কোন সাক্ষী নেই এ জন্য স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা হবে।

وفى الدرالمختار: سمعت من زوجها انه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها... ولا تقتل نفسها ترفع الامر للقاضى فان حلف ولا بينة لها فالا ثم عليه ـ (باب الرجعة ١/٢٤١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/২৪১, আলমগীরী ৩/২৫৭, শামী ৩/২৫১

নাবালেগ কিভাবে তালাক দিবে

প্রশ্ন : নাবালেগের তালাকের প্রয়োজন হলে সে কিভাবে তালাক দিবে?

উত্তর : কাজী সাহেব নাবালেগের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবে, আর এই বিচ্ছেদ করাটাই নাবালেগের প্রয়োজনের কারণে তার জন্য তালাক বলে গণ্য হবে। কেননা নাবালেগ বাচ্চা ও তার অভিভাবক (পিতা) তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে না।

وفى الهداية: ولا يقع طلاق الصبى والمجنون الخ ـ (كتاب الطلاق ١/٣٥٨ غوثية)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২/২৮৪, তাতারখানিয়া ২/৪৩৯, হিদায়া ১/৩৫৮, দারুল উলুম দেওবন্দ ৯/১০৫

সঙ্গম হয়নি এমন স্ত্রীকে বায়েন তালাক দিয়ে রাখার বিধান

প্রশ্ন : সঙ্গম হয়নি এমন স্ত্রীকে বায়েন তালাক দিয়ে রাখতে চাইলে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, নতুনভাবে বিবাহ পড়ানোর মাধ্যমে রাখতে পারবে।

كمافى الهداية: واذا كان الطلاق بائنا دون الثلث فله ان يتنزوجها فى العدة وبعد انقضا ئها۔ (باب الرجعة ٣٩٩/٢ رشيدية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৩৯৯, ফাতহুল কাদীর ৪/৩০, কুদুরী ১৭৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ৪/৩২৯

পাথর নিক্ষেপ করলে তালাক

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর দিকে তিনটি পাথর নিক্ষেপ করে এবং তার দ্বারা সে তালাকের নিয়্যত করে আর মুখে কিছু না বলে তাহলে কয় তালাক পতিত হবে?

উত্তর : মুখে কিছু না বলে শুধু পাথর নিক্ষেপ করে তালাকের নিয়্যত করলে কোন তালাক পতিত হবে না।

كمافى الشامية: لو القى ثلاثة احجار اليها ولم يذ كرلفظ الطلاق ونوى بها الطلاق الثلث لم يقع لعدم الركن وهواللفظ والنية انما تصح فى الملفوظ او مايقوم مقامه ـ (كتاب الطلاق ٤٦٥/٢)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৪৬৫, হিন্দিয়া ১/৩৫৭, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৮৭

আমার স্ত্রী নাই বলার হুকুম

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি বিচারকের সামনে একথা বলল যে, আমার স্ত্রী নাই, অথচ তার ঘরে স্ত্রী আছে। এখন প্রশ্ন হল একথার দ্বারা কি কোন তালাক পতিত হবে?

উত্তর : না, উল্লেখিত কথার দ্বারা কোন তালাক পতিত হবে না।

كمافى الدرالمختار : او سئل ألك امرأة فقال لا لاتطلق اتفاقا (باب الصريح ٢٢٢/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/২২২, হিন্দিয়া ১/৩৭৫, শামী ৩/২৮৩, আল বাহরুর রায়েক ৩/৩০৫

তালাক পতিত হওয়ার জন্য সাক্ষী রাখা

প্রশ্ন : তালাক পতিত হওয়ার জন্য সাক্ষী রাখা জরুরী কিনা?

উত্তর : না, সাক্ষী রাখা জরুরী নয়।

كمافى بدائع الصنائع : فركن الطلاق هو اللفظ الذى جعل دلالة على معنى الطلاق لغة... او مايقوم مقام اللفظ ـ (فصل ومابيان كن الطلاق ۱۵۷/۳)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ৩/১৫৭, শামী ৩২১, ফাতহুল কাদীর ৩/৩২৫, দুররে মুখতার ১/২১৫

মনে মনে তালাক দিলে তার বিধান

প্রশ্ন : মনে মনে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে কি?

উত্তর : তালাকের শব্দ মুখে উচ্চারণ না করে শুধু মনে মনে তালাকের কথা কল্পনা করলে তালাক পতিত হবে না।

وفى التاتارخانية: الا صل ان الطلاق انما يقع لوجود لفظ الايقاع من مخاطب فى ملكه اذا طلق المخاطب المكلف امرأته وقع الطلاق : (باب الطلاق ٤٣٨/٢)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ১/১৮, দুররে মুখতার ১/২১৫, তাতার খানিয়া ২/৪৩৮, শামী ৩/২৩০

স্বপ্নের মাধ্যমে বা ঘুমের ঔষধ খেয়ে তালাক দেওয়া

প্রশ্ন : স্বপ্নের মাধ্যমে বা ঘুমের ঔষুধ খেয়ে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে কিনা?

উত্তর : ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়ার পর ঘুমের প্রভাবে অনিচ্ছাবশত মুখে তালাক শব্দ উচ্চারিত হলে কোন তালাক পতিত হবে না।

وفى خلاصة الفتاوى : ان الصبى والمجنون اذا طلق امراته لا يقع الطلاق وكذاالمغمى عليه والنائم والذى شرب الدواء مثل البنج فتغير عقله لا يقع ـ (كتاب الطلاق ۷۵/۲ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সুনানে কুবরা ২/৩২৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/৭৫, দুররে মুখতার ১/২১৮, হিদায়া ২/৩৫৮

তালাকের সংখ্যার মাঝে সন্দেহ

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি এমন সন্দেহের মাঝে পড়ে যে সে তার স্ত্রীকে কি এক তালাক দিয়েছে, নাকি তিন তালাক, এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি কি তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? নাকি শরয়ী হিলা করা আবশ্যক হবে?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তি তালাকের সংখ্যার মাঝে সন্দেহে পড়ে তাহলে তার উচিৎ হবে কম সংখ্যার উপর আমল করা, কারণ কম সংখ্যা হওয়াটা নিশ্চিত। এই জন্য উক্ত সূরাতে তার স্ত্রীর উপর এক তালাকে রজি পতিত হবে, আর তালাকে রজি হওয়ার কারণে সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

وفی الهندية: اذا شك فی انه طلق واحدة او ثلاثا فهی واحدة حتی يستيقن او يكون اكبر ظنه ـ (الباب ايقاع الطلاق ۳٦۳/۱ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা বনী ইসরাঈল ৩৬, হিন্দিয়া ১/৩৬৩, শামী ৩/২৮৩, দুররে মুখতার ১/২২২

বিকৃত শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : বিকৃত শব্দ দ্বারা তালাক দিলে তালাক পতিত হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, তালাক পতিত হবে।

وفی التاتارخانية: ههنا خمسة الفاظ تلاق ، تلاغ تلاك طلاك طلاغ... انه يقع الطلاق وان كان الرجل عربيا... وبه يفتی ـ (٤٤١/٢)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/২১, তাতারখানিয়া ২/৪৪১, সিরাজিয়্যা ২১৫, আশবাহ ৪৫

স্ত্রী কারো সাথে পালিয়ে গেলে তালাক পতিত হয় না

প্রশ্ন : স্ত্রী কারো সাথে পালিয়ে গেলে তালাক হবে কিনা? এবং তার সাথে বিবাহ বসতে পারবে কিনা?

উত্তর : তালাক দেওয়ার অধিকার শরীয়ত স্বামীকে দিয়েছে। তাই স্বামী যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীকে তালাক বা তালাকের অধিকার না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে স্ত্রী পালিয়ে যাওয়ার পরে যদি স্বামী তাকে তালাক দিয়ে থাকে বা বিবাহের সময় স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিয়ে থাকে এবং স্ত্রী তালাক গ্রহণ করে তাহলে ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার পর অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে, অন্যথায় পারবে না।

وفي الشامية : واما منكوحة الغير ومعتدته ... فلم يقل احد بجوازه ـ (٢٤٨٢)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২২৯, শামী ৩/৪৪১, বাদায়ে ৩/৩২২, শামী ২/৪৮২

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর কাছে তালাকনামা পাঠানো

প্রশ্ন : স্ত্রী স্বামীর কাছে তালাকনামা পাঠালে তালাক হবে কিনা?

উত্তর : তালাক দেওয়ার অধিকার শরীয়ত একমাত্র স্বামীকে দিয়েছে। তবে যদি স্বামী, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অধিকার দেয় বা বিবাহের সময় দিয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী নিজের উপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে। অতএব যদি উল্লেখিত সুরত অনুযায়ী স্বামী স্ত্রীকে অধিকার দিয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাকনামা পাঠানোর দ্বারা তালাক পতিত হবে।

وفى الدر المختار : على قوله طلقى نفسك واخواته متى شئت او متى ما شئت او اذا ما شئت او اذا ما شئت فلا يتقيد بالمجلس ـ ٢٢٦/١

প্রমাণ ঃ সূরা আহযাব ২৮, তাতারখানিয়া ৩/৫০১, দুররে মুখতার ১/২২৬

পিতা মাতার কথায় তালাক দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : পিতা-মাতার কথায় তালাক দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : কোন কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া নিয়ামতের নাশুকরী করা যা আল্লাহ তায়ালার কাছে অপছন্দনীয় তার দ্বারা শয়তান খুশি হয় আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন। যদি প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর দোষ না থাকে এবং পিতা-মাতা জবরদস্তি করে তাহলে তার অনুসরণ করবে না। এ সুরতে তালাক দেওয়া জায়েয নেই। পিতা-মাতাও নিজেদের কথার উপর জিদ না করা উচিত এবং ছেলেকে তালাক দেওয়ার উপর জবরদস্তি না করা উচিত। কেননা তালাক দেওয়ার দ্বারা বাচ্চাদের লালন-পালন শিক্ষা এবং তরবিয়তের উপর বড় প্রভাব ফেলে।

وفى الهداية: ولنا ان الاصل فى الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذى تعلقت به المصالح الدينية والدنياوية والاباحة للحاجة الى الخلاص ـ (٣٥٥/٢)

প্রমাণ ঃ ফাতহুল কাদীর ৩/৩২১, হিদায়া ২/৩৫৫

স্ত্রীকে বলা তোর আমার দরকার নাই" এর হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি তোর স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার পরে বলে যে তোর আমার দরকার নেই। এরূপ বলার দ্বারা কি তালাক পতিত হবে?

উত্তর : উক্ত শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হবে না, যদিও সে তার দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে।

كمافى الهندية: ولو قال لا حاجة لى فيك ينوى الطلاق فليس بطلاق : (الفصل فى الكنايات ٣٧٥/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/৩৭৫, আল বাহরুর রায়েক ৩/৩০২, বাদায়ে ৩/১৭২

তালাকের শর্ত পাওয়া না পাওয়া নিয়ে মতানৈক্য হওয়া

প্রশ্ন : শর্ত ভিত্তিক তালাকের ক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া যাওয়া না পাওয়া যাওয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্য হলে কার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

উত্তর : স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে তবে যদি স্ত্রীর কাছে প্রমান থাকে তাহলে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

كمافى الشامية: ادعت انه طلقها من غير شرط والزوج يقول طلقتها بالشرط ولم يوجد فالبينة فيه للمراة (باب التعليق ٣/٣٥٦)

প্রমাণ : শামী ৩/৩৫৬, দুররে মুখতার ১/২৩১, কানযুদ দাকায়েক ১২৭

স্বামী পুরুষত্বহীন হলে মহিলার করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোন মহিলাকে বিবাহ দেয়ার পর তার স্বামীকে পুরুষত্বহীন পায় এবং অনেক দিন পর্যন্ত চিকিৎসা করার পরেও সুস্থ না হয়, তাহলে এমতাবস্থায় ঐ মহিলাকে তার স্বামী তালাক দেয়া ব্যতিত সে অন্য কোথাও বিবাহ বসতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, যতক্ষণ পর্যন্ত শরয়ী কাজী তাদের মাঝে বিবাহ বন্ধনকে বিচ্ছেদ করে না দিবে অথবা তার স্বামী তাকে তালাক না দিবে বা তালাকের ক্ষমতা না দিবে অতঃপর ইদ্দত পালন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহ বসতে পারবে না।

وفى الدرالمختار : اذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا۔ فرق الحاكم ۔ بينهما ۔ (باب العنين ١/٢٥٤)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২৫৪, হিদায়া ২/৪২০, ফাতহুল কাদীর ৪/১২৮

স্বামী পাগল হলে বিবাহ বিচ্ছেদ করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে। এখন তাকে মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘ কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়েছে তার ভাল হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় ঐ পাগলের স্ত্রী কিভাবে পাগল থেকে নিস্কৃতি লাভ করতে পারে। শরীয়তের আলোকে জানতে চাই?

উত্তর : স্বামী যদি পাগল হয় আর মহিলার জন্য তার কাছে থাকাটা অসম্ভব হয়ে পরে, তাহলে এমতাবস্থায় তার জন্য স্বামী থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ করার অধিকার রয়েছে। আর তা এভাবে যে, মহিলা আদালতের নিকট দরখাস্ত দিবে এবং সেখানের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিবে।

وفى فتح القدير: وعند محمد لاخيار للزوج بعيب فى المرأة ولها هى الخيار بعيب فيه ۔ (باب العنين وغيره ٤/١٣٣ رشيدية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/৫২৬, আল বাহরুর রায়েক ৪/১২৬, ফাতহুল কাদীর ৪/১৩৩

পূর্বের স্বামী তার স্ত্রীকে ডিভোর্সের অনুমতি না দেওয়া সত্ত্বেও অন্যত্র বিবাহ বসা

প্রশ্ন : আমার এক বোনকে এক ছেলের সাথে বিবাহ দেই। বিবাহের পর তাদের গর্ভ থেকে একটি সন্তান হওয়ার পর আমার বোন অন্য ছেলের সাথে প্রেম করে বিবাহ করে নেয় এবং পূর্বের স্বামীকে ডিভোর্স করে; কিন্তু সে আমার বোনকে তালাক দিতে রাজী হয় নাই। এমন কি এখন পর্যন্ত সে আমার বোনকে নেওয়ার জন্য মামলা করতেছে। এখন জানার বিষয় হলো যে আমার বোনের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা সহীহ হয়েছে কি না? এবং পূর্বের স্বামীকে তার অনুমতি ছাড়া ডিভোর্স করা সহীহ হয়েছে কি না?

উত্তর : শরীয়ত তালাক দেওয়ার অধিকার স্বামীকে দিয়েছে। অতএব স্বামী যদি তালাকের অধিকার স্ত্রীকে না দিয়ে থাকে তাহলে আপনার বোনের ডিভোর্স করা বৈধ হয় নাই। এবং অন্যত্র বিবাহ বসাও সহীহ হয় নাই। কাজেই দ্বিতীয় স্বামীর সাথে ঘর সংসার করা, এবং থাকা হারাম।

আর যদি তালাকের অধিকার দিয়ে থাকে যা কাবিন নামাতে উল্লেখ থাকে এবং ডিভোর্স কপিতেও উল্লেখ থাকে তাহলে স্ত্রী প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিজের উপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে।

وفى العالمكيرية: لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره ... و لو تزوج بمنكوحة الغير وهو لا يعلم انها منكوحة الغير فوطئها تجب العدة وان كان يعلم انها منكوحة الغير لا تجب حتى لا يحرم على الزوج وطؤها ـ (المحرمات التى يتعلق بها حق الغير ٢٨٠/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ২৪, হিদায়া ২/৩৫৯, দুররে মুখতার ১/২২৬, আলমগীরী ১/২৮০

তোমার হাত বা পা তালাক বলার হুকুম

প্রশ্ন : কেউ তার স্ত্রীকে বলে যে তোমার হাত অথবা তোমার পা তালাক, তাহলে কি তালাক পতিত হবে?

উত্তর : না, একথা বলার দ্বারা তালাক পতিত হবে না।

وفى الكفاية : قوله : ولو قال يدك طالق او رجلك طالق لم يقع الطلاق (جـ٣ صـ٣٥٩ رشيدية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/৩৬১, বিনায়া ৫/৩১৩, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৫৯ কিফায়া ৩/৩৫৯)

স্বামী স্ত্রীর মাঝে তালাকের সংখ্যায় মতানৈক্য হওয়া

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীকে কথা কাটাকাটির মাঝে কিছু শাসন করি ও এই কথা দুইবার বলি যে তোকে তালাক দিয়েছি তুই যা কিন্তু আমার স্ত্রী বলে যে, তোকে তালাক দিয়েছি কথাটি তিন বার বলেছ। কোন সাক্ষীও নেই। অতএব শরীআতের আলোকে আমাদের পূর্বের ন্যায় এক সাথে স্বামী স্ত্রী হিসাবে ঘর সংসার করতে পারব কি না?

উত্তর : বর্ণিত অবস্থায় যেহেতু স্বামী স্ত্রী ব্যতিত অন্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। এবং স্ত্রীর দাবী যে, স্বামী তাকে তিন বার তালাক বলেছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তাই নিজ দাবী অনুযায়ী স্ত্রী তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছে। অতএব, শরয়ী পন্থায় হালালা ব্যতিত স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর সাথে থাকা ও ঘর সংসার করা হারাম।

وفى رد المحتار: والمرأة كالقاضى اذا سمعته أواخبرها عدل لا يحل لها تمكينه والفتوى على انه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدى نفسها بمال او تهرب الخ. (باب الهرير ج٣ ص٢٥١ سعيد)

(প্রমাণ : শামী-৩/২৫১, এমদাদুল ফাতাওয়া ২/৪০৩, দারুল উলুম দেওবন্দ ৯/২২৫)

তালাক ও ততসংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হওয়ার পর যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণপূর্বক ডাক্তারদের পরামর্শে বিশ্রামের জন্য স্ত্রী তার বাপের বাড়ীতে যায়। মোটামুটি সুস্থ হওয়ার পর স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে একাধিক বার আনতে গেলেও অজ্ঞাত কারণে স্ত্রীর পক্ষ তাকে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানায়। এবং অপ্রাপ্য বিভিন্ন দাবী পেশ করতে থাকে। এমনকি প্রত্যেক বারই শাশুড়ী ও শ্যালকরা জামাইকে অশ্রাব্য অপমান জনক ভাষা শুনিয়ে নৈরাশ করে ফিরায়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে আনতে ব্যর্থ হয়ে উকিলের পরামর্শ মতে স্ত্রীকে দুই তালাকে বাইন দেয়। অতঃপর স্বামীর পক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য স্ত্রী পক্ষ তাদের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন ও যৌতুকের নামে এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে। ফলে হয়রানী থেকে বাঁচতে স্বামীর পক্ষের প্রায় ৪৫০০০ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। উল্লেখ্য স্ত্রীর এক মামা তার চিকিৎসা বাবদ ৮০০০০ টাকা দিলে তা সে খাতেই ব্যয়ীত হয়েছে। আর অসুস্থতার কয়েক বছর পূর্বে স্ত্রী তার পৈত্রিক সূত্রে মীরাছ হিসেবে প্রাপ্ত ৫০০০০ টাকা স্বামীর জমি ক্রয়ের সময় তাকে দেয়। এখন প্রশ্ন হল

(ক) উক্ত স্ত্রী তার ইদ্দত কোথায় পালন করবে? এবং তার খোরপোষের ব্যাপারে শরয়ী বিধান কি?

(খ) চিকিৎসা বাবদ দেয়া ঐ ৮০০০০ টাকা স্ত্রীর পক্ষকে ফেরত দেয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব কিনা? তাছাড়া স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যয় ভার বহন স্বামীর উপর ওয়াজিব কি না?
(গ). এবং জমি ক্রয়ের সময় পাওয়া ৫০০০০ টাকা স্বামীর উপর ফেরত দেয়া ওয়াজিব কি না? যদি হয় তবে স্ত্রী পক্ষ মামলা (যা মিথ্যা) দায়ের করার কারণে তা সামাল দিতে স্বামী পক্ষের যত টাকা খরচ হয়েছে তা উক্ত পাওনা থেকে কেটে নিতে পারবে কি না? দলীল প্রমাণসহ শরীআতের প্রকৃত মাসআলা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : (ক) শরীআতের দৃষ্টিতে প্রশ্নে বর্ণিত মহিলার তালাকের ইদ্দত স্বামীর বাড়ীতে পালন করতে হবে। এমতাবস্থায় তার খোরপোষের ব্যয় ভার বহন করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। আর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী শরয়ী উযর ছাড়াই স্বামীর বাড়ী ব্যতিত অন্য কোথাও ইদ্দত পালন করলে তার খোরপোষের ব্যয় ভার বহন করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব নয়। কারণ শরয়ী বিধান মতে এমতাবস্থায় সে খোরপোষ পাওয়ার যোগ্য নয়।

(খ) স্ত্রীর চিকিৎসা বাবদ তার মামা কর্তৃক ৮০০০০ (আশি হাজার) টাকা স্বামীর হাতে প্রদান করা মূলত মামার পক্ষ হতে ভাগ্নীর চিকিৎসার জন্য ভাগ্নীকেই হাদিয়া বা হেবা স্বরূপ, কাজেই উক্ত টাকা তার ভাগ্নীর চিকিৎসার জন্যে ব্যয় হওয়াতে স্ত্রীর মামা বা স্ত্রীর পক্ষের কোন ব্যক্তি ঐ টাকার দাবী করা শরীআত সম্মত নয়। সুতরাং স্বামীর জন্য উক্ত টাকা পরিশোধ করা জরুরী নয়।

উল্লেখ্য যে, স্ত্রী অসুস্থ হয়ে গেলে তার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর উপর মূলত: ওয়াজিব নয়। স্বামী স্বেচ্ছায় স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যয় ভার বহন করলে তা ইহসান ও উত্তম কাজ বলে বিবেচিত হবে।

(গ) স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে জমি ক্রয় বাবদ ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেয়া যদি স্বামীকে হেবা করার উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রী উক্ত টাকা ফেরত পাবে।

উল্লেখ্য যে, স্ত্রী পক্ষ কর্তৃক স্বামী ও তার আপন জনের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন ও যৌতুকের নামে মিথ্যা মামলা দায়েরের কথা বাস্তব হলে, এর হয়রানী থেকে বাঁচতে স্বামী পক্ষের যে পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়েছে, ঠিক সে পরিমাণ টাকা স্ত্রীর পাওনা থেকে কেটে নিতে পারবে।

وفى العالمغيرية : والمعتدة اذا كانت لا تلزم بيت العدة بل تسكن زمانا وتبرز زمانا لا تستحق النفقة كذا فى الظهيرية ولو طلقها وهى ناشزة فلها ان تعود الى بيت زوجها وتأخذ النفقة .... جا صـ٥٥٨

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৫৫৮, আল বাহরুর রায়েক ৪/৩৩০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৫২৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৪৬৭)

কাগজে লিখে তালাক দেয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি একটি কাগজের উপর এই কথা লিখেছে যে, শামীমের স্ত্রী ফরিদা তিন তালাক, শামীম কাগজে দস্তখত করেছে, শামীম মুখে কোন কিছু বলে নাই। এই সুরতে তালাক পতিত হবে কি না?

উত্তর : যদি শামীম বিষয় বস্তু শুনে বা জেনে দস্তখাত করে, তাহলে তার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। আর যদি শামীমকে শুনানো না হয়। ধোকা দিয়ে শামীমের সন্তুষ্ট ছাড়া তালাকনামায় দস্তখাত করে নেয়, তাহলে তালাক পতিত হবে না।

كما فى العالمغيرية: الكتابة على نوعين : مرسومة وغير مرسومة ونعنى بالمرسومة ان يكون مصدرا ومعنونا مثل مايكتب الى الغائب وغير المرسومة ان لا يكون مصدرا ومعنونا وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والارض على وجه يمكن فهمه وقرأته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيئ لا يمكن فهمه وقرأته ففى غير المستبينة لا يقع الطلاق وان نوى وان كانت مستبينة لكنها غير مرسومة ان نوى الطلاق يقع والا لا (الفصل .. فى الطلاق باالكتابة جا صـ٣٧٨ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৩৭৮, তাতার খানিয়া ২/৫১৫, বায্যাযিয়া ৪/১৮৫, শামী ৩/২৪৬)

মু'আমালাত/লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য

সহীহ্ ক্রয়-বিক্রয়

ক্যাবল দ্বারা ইন্টারনেট ব্যবসার হুকুম

প্রশ্ন :ইন্টারনেটের ব্যবসা ক্যাবল ইত্যাদির মাধ্যমে জায়েয কি না?

ব্যবসার পদ্ধতি-

V.P.N/V.P.S দ্বারা বা অন্য কোন মাধ্যমে কোম্পানি থেকে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ করতঃ এ ইন্টারনেট ক্যাবল এর মাধ্যমে ব্যক্তি বা গ্রহীতার কাছে সাপ্লাই করা হয়।

যার নিয়ম বা পদ্ধতি হলোঃ

গ্রহীতা লাইন গ্রহনের জন্য ১০০০/- থেকে ২০০০/- টাকা জমা দিয়ে লাইন গ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ বিল এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করে।

যেমনঃ

512 kb/ps = 600tk

740 kb/ps =800tk

1mb/ps = 1000tk

এখন আমার প্রশ্ন হলোঃ

এ নিয়মে ইন্টারনেটের ব্যবসা বা ইন্টারনেট সর্ম্পকৃত ব্যবসা জায়েয কি না? জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : ক্যাবল দ্বারা ইন্টারনেটের ব্যবসা যদি এই নিয়তে হয় যে, মানুষ তা জায়েয কাজে ব্যবহার করবে। যেমনঃ ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামী বয়ান, বক্তৃতা ওয়াজ, গজল কিরাত ইত্যাদি ডাউনলোড করবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ক্রয় বিক্রয় লেন দেন আদান প্রদান ইত্যাদি করবে। তাহলে উল্লেখিত ইন্টারনেট ব্যবসা জায়েয আছে। যদিও ক্রেতা বা গ্রাহক তা নাজায়েয কাজে ব্যবহার করে।

وفى الشامية : وعلم من هذا انه لا يكره بيع مالم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش والنطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف. (ج٦ صـ٣٩١ ايج ايم سعيد)

(প্রমাণ : শামী-৬/৩৯১, হিদায়া ৪/৪৭২, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৪৬, আলাতে জাদিদাহ কি শরয়ী আহকামাত ১৫-১৬)

কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করার হুকুম

প্রশ্ন : কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয় করা জায়েয আছে কি না? উল্লেখ্য যে, কিস্তিতে ক্রয় করলে নগদ মূল্যের চেয়ে বেশী নেয়া হয়।

উত্তর : বাজার দরের চেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে কিস্তিতে জিনিষ ক্রয় বিক্রয় জায়েয আছে। তবে যদি বিক্রয়ের সময় শর্ত স্বরূপ এমন বলে যে, যদি এক মাসের বাকীতে নেন তাহলে ৪০০০টাকা, আর দুই মাসের বাকীতে নিলে ৪৫০০ টাকা, অথবা বিক্রয়ের সময় যদি বলে বাকিতে ৪,৫০০ টাকা আর নগদ নিলে ৪০০০টাকা। অতঃপর ক্রেতা মাল নিয়ে গেল অথচ বাকীতে না নগদ নিল, এক মাসের বাকীতে নিল না তিন মাসের তার সিদ্ধান্ত জানাল না, তাহলে তা জায়েয হবে না। আর যদি ক্রেতা বাকী না নগদ নিল ১মাসের না দুই মাসের বাকিতে নিল তা সিদ্ধান্ত করে মূল্য চূড়ান্ত করে মাল নিয়ে নেয় তাহলে তা জায়েয হবে।

وفى البحر الرائق : انه يزاد فى الثمن لاجل الاجل ـ(جـ٦ صـ ١١٤ باب المرابحة والتولية ـ رشيدية)

(প্রমাণ : আলমগীরী সূত্র ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/২০, শামী ৫/১৫৭, আল বাহরুর রায়েক ৬/১১৪)

কমিশন সংযোজন করে ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : কমিশন ভিত্তিক বা উপহার সংযোজন করে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, কমিশন ভিত্তিক বা উপহার সংযোজন করে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে।

وفى فتح القدير : ويجوزللمشترى ان يزيد للبائع فى الثمن اذا اشترى عينا بمائة ثم زاد عشرة مثلا او باع عينا بمائة ثم زاد على المبيع شيئا او حط بعض الثمن جاز ـ(باب المرابحة والتولية ١٤٢/٦ رشيدية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৩/৭৫, ফাতহুল কাদীর ৬/১৪২, বিনায়া ৬/২৫৪, কুদুরী ৮১

ধার্যকৃত মূল্যের চেয়ে টাকা পয়সা কম বেশী করে ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে টাকা-পয়সা কম বা বেশি করে ক্রয় বিক্রয় করা যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, ক্রেতা ধার্যকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি দিয়ে বা বিক্রেতা ধার্যকৃত

মূল্যের চেয়ে কমিয়ে দিয়ে বিক্রি করতে পারবে এবং পণ্য বাড়িয়েও বিক্রি করতে পারবে। যখন উভয়ের মাঝে রেজামন্দী পাওয়া যাবে।

وفى البحر الرائق : (قوله والزيادة فيه) اى صحت الزيادة فى الثمن والحط منه اى من الثمن (فصل فى بيان التصرف ١١٩/٦ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ৩/১৭৩, আল বাহরুর রায়েক ৬/১১৯, শামী ৫/১৮, মাওসুআ ৯/২৯

ঋণের প্রমাণপত্র ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : ঋণের প্রমাণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, সমান সমান (১০০ টাকার প্রমাণপত্র ১০০ টাকায়) করে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। কম-বেশি করে জায়েয নাই।

كما فى العالمكيرية : باع عشرة دراهما صحاح باثنى عشر درهما مكسورة لا يجوز لا نه ربا (ـ ١٧٤/٣)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ৩/২৫০, হিদায়া ৩/১০৪, শামী ৫/১৭৪

বিক্রির পর কিছু বেশী দেওয়া

প্রশ্ন : বর্তমান হাট বাজারে তরি-তরকারী বিশেষ করে মাছ ইত্যাদি কেনার পরে বিক্রেতার কাছে আরো কিছু অতিরিক্ত বা ফাউ দাবি করা হয় বিক্রেতাও ক্রেতার সম্মান রক্ষার্থে বাড়তি কিছু দিয়ে দেয় এ জাতীয় বাড়তি নেয়া দেয়া প্রচলিত প্রথাটি কি জায়েয আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতিতে এ জাতীয় বাড়তি নেয়া দেওয়ার প্রচলনটি জায়েয।

كذا فى الهداية: ويجوز للمشترى ان يزيد للبائع فى الثمن ويجوز للبائع ان يزيد للمشترى فى المبيع ويجوز ان يحط عن الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك فالزيادة والحط يلتحقان باصل العقد عندنا. (باب المرابحة والتولية جـ٣ صـ٧٥ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/৭৫, কুদুরী ৮১, বিনায়া ৮/২৫৪)

গাছের ফল ছোট অবস্থায় গাছে রেখে বিক্রি

প্রশ্ন : গাছের ফল ধরার পরে ছোট থাকতেই তা গাছে রেখে বিক্রি করা কি জায়েয?

উত্তর : উল্লেখিত সূরতে বিক্রি করা জায়েয, তবে ক্রেতার কর্তব্য হবে সাথে সাথে তা কেটে নেওয়া। আর যদি বিক্রেতা গাছে রাখার অনুমতি দেয় তাহলে রাখতে পারবে।

كمافى الهداية: ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها او قد بداجاز البيع...وقد قيل لا يجوز قبل ان يبد وصلاحها والاول اصح۔ (كتاب البيوع ٢٦/٣ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৩/২৬, বাদায়ে ৪/৩২৬, শামী ৪/৫৫৫, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৮৮, আল ফিকহুল ইসলামী ৪/২৫৫৮৭.

যাক্কুম ফল খাওয়া বা ক্রয়-বিক্রয় এর বিধান

প্রশ্ন : যাক্কুম ফল ক্রয়-বিক্রয় ও খাওয়া জায়েয আছে কি না? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই?

উত্তর : হ্যাঁ, যাক্কুম ফল ক্রয় -বিক্রয় ও খাওয়া জায়েয। কেননা, এর মধ্যে হুরমতের কোন কারণ নেই।

كمافى الدر المختار : ا(البيع) شرعا مبادلة شئ مرغوب فيه بمثله خرج غير المرغوب كتراب وميتة ودم۔ (كتاب البيع ٢/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/2, শামী ৪/৫০২, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৫৬, মাউসুআ ৫/৮-৯

কুকুরের চামড়া বিক্রি করা

প্রশ্ন : কুকুরের চামড়া বিক্রি করা বৈধ কিনা? এবং এর চামড়া বিক্রি করার সঠিক পদ্ধতি কি?

উত্তর : হ্যাঁ, বিক্রি করা বৈধ হবে। এবং তার সঠিক পদ্ধতি হলো চামড়া দাবাগত করার পর বিক্রি করা।

كمافى الهداية: وكل اهاب دبغ فقد طهر جازت الصلوة فيه والوضوء منه الاجلد الخنزير والا دمى۔ (كتاب الطهارة ٤٠/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/৪০, আলমগীরী ১/২৫, কানয ৮, বেনায়া ১/৪৭

এসএমএস এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা

প্রশ্ন : যদি মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে কোন জিনিস বিক্রি করা হয় তাহলে কি ঐ বিক্রি চূড়ান্ত হয়ে যাবে?

উত্তর : হ্যাঁ, মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে বিক্রয় করলে তা সহীহ হয়ে যাবে। তবে ক্রেতা পণ্য দেখার পর ক্রটি পেলে সেটা ফিরিয়ে দেয়ার অধিকার রাখবে।

كمافى الشامية: الاقرار والابراء لا يحتاجان الى القبول ويرتدان بالرد ـ (اذا اقر باستيفاء الحق ـ ٢٦/٧)

প্রমাণ ঃ শামী ৭/২৬, হিদায়া ৩/১৯, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৬০, ইনায়া ৫/৪৬০

নিলামে বিক্রির সংজ্ঞা ও বৈধতা

প্রশ্ন : (ক) বাইয়ে মুযায়েদাহ (নিলামে বিক্রি করা) এর সংজ্ঞা এবং তার সূরাত কি?
(খ) নিলামে বিক্রি করা জায়েয আছে কিনা?
(গ) নিলামে বিক্রি করা এবং একজনে দাম করার সময় অন্যজনে দাম করা এই উভয়টির মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : (ক) নিলামে ক্রয় বিক্রয় করাকে بيع مزايده বলা হয়। তার সূরাত হল যেমন বিক্রেতা কোন পণ্য নিয়ে ক্রেতাদের মাঝে বলল এই পণ্যটি যে ব্যক্তি বেশী দাম দিবে তার কাছে বিক্রি করব অতঃপর একজনে বলল, ১ শত টাকা দিব। অন্য ব্যক্তি বলল, আমি দুই শত টাকা দিব। তখন বিক্রেতা ঐ পণ্যটি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিয়ে দিল।
(খ) হ্যাঁ, নিলামে ক্রয় বিক্রয় করা জায়েয আছে।
(গ) নিলামে ক্রয় বিক্রয় করা এবং একজনের দামের উপর অন্যজন দাম করার মাঝে পার্থক্য হল। যথা বিক্রেতা এবং ক্রেতা কোন একটি পণ্যের নির্দিষ্ট মূল্যের উপর সম্মত হয়ে গেছে, শুধু আদান, প্রদান বাকী আছে এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি এসে ক্রেতাকে বলল, এই এধরনের পণ্য এর চেয়ে কম দামে দিব অথবা বলল এই দামেই এর চেয়ে ভাল মাল দিব। ইহাকে ফিকহার পরিভাষায় سوم على سوم বলা হয়। আর بيع مزايده হল বিক্রেতা এবং ক্রেতার মাঝে পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট হওয়া ব্যতিতই অন্য এক ব্যক্তি তার চেয়ে বেশী মূল্যে ক্রয় করা।

وفى الموسوعة الفقهية: بان يعرض البائع سلعته فى السوق ويتـزايد المشترون فيها ـ فتباع لمن يد فع الثمن الاكثر ـ البيع ج٩ صـ٩ وزارة الاوقات)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ ১/২৩০, নাসায়ী শরীফ ২/১৮৯, ফাতহুল মুলহিম ৭/৩১৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৯/৯, হিদায়া ৩/৬৭, বিনায়া ৮/২১১)

পণ্যের গায়ে মূল্য দেখে ক্রয় করা

প্রশ্ন : ক্রয় বিক্রয় সংগঠিত হয় ইজাব কবুলের মাধ্যমে। কিন্তু কিছু ক্রয় বিক্রয় দেখা যায় সমাজের মাঝে বহু প্রচলিত যে একটি পণ্য হাতে নিয়ে মূল্য দেখে, ইজাব কবুলের কোন ধরনের কথা না বলেই টাকা দিয়ে চলে যায় এই ধরনের ক্রয় বিক্রয় জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত প্রচলিত ক্রয় বিক্রয়কে ইসলামের পরিভাষায় বাইয়ে তা'আতি, বলে এবং উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ও বিক্রেতার সন্তুষ্টিচিত্তে হওয়ার দরুন জায়েয আছে।

وفى فتح القدير: ان بيع التعاطى يثبت بقبض أحد البدلين وهذا ينتظم الثمن والمبيع. (كتاب البيوع جـ٥ صـ٤٦٠ رشيدية)

(প্রমাণ : শামী ৪/৫১৪, আল মাউসুআতুল ফিকাহিয়া ৮/৪৩, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৬০, হিদায়া ২/১৯, হাশিয়ায়ে কানয ১/২২৭, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৬৯, কিফায়া ৫/৪৬০)

অনির্মিত বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : অনির্মিত বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : শরীয়তে কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো প্রকৃতপক্ষে বস্তুটির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা। কেননা শরীয়তে অস্তিত্বহীন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নাই। তবে ফুকাহায়ে কেরামগণ এর ব্যতিক্রম একটি সূরাত উল্লেখ করেছেন। যাকে অর্ডার দিয়ে কারো মাধ্যমে কোন বস্তু প্রস্তুত করানো বলে, সমাজে এটার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। যেমন খাঁট, আলমারি, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি বানানো, আর প্রচলিত ফ্ল্যাটের ক্রয়-বিক্রয়ও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ পূর্বে থেকেই ফ্ল্যাটের নকশা, অবস্থান, নির্মাণ কৌশল এবং কোন ক্যাটাগরিতে নির্মিত হবে তার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত তথ্যপূর্ণ ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আর এসব বিবরণের সত্যতা জেনে তার ফ্ল্যাটের অবস্থান সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়া যায়, এবং পরবর্তীতে বিবরণ অনুযায়ী তা কার্যকরও হয়ে থাকে, ফলে জানা না থাকার কারণে যে সব ঝগড়া, বিবাদ, কলহের আশংকা হয়ে থাকে, তা আর হয় না। অতএব প্রচলিত পদ্ধতিতে অনির্মিত বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে।

وفى الهداية: من اشترى شيئا لم يره فله الخيار اذا راه ولان الجهالة بعدم الرؤية لاتقضى الى المنازعة لا نه لو لم يوافقه يرده ـ (باب خيار الرؤية ٣/٣٥ اشرفية)

প্রমাণ : হিদায়া ৩/৩৫-৪৯, আলমগীরী ৩/২৯, বাদায়ে-৪/৩৭০

জমির দলিল বা জমি হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা

প্রশ্ন : জমি ক্রয় করে দলিল করে কবজ করার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয কি না?
উত্তর : হ্যাঁ, জমি ক্রয় করে কবজ করার পূর্বে বা দলিল করে কবজ করার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয তবে বর্তমান যুগ হিসাবে জমি ক্রয় করে সাথে সাথে দলিল করে নেয়া ভালো।

وفى الشامية : اما فى العقار فهى بيع مطلقا لجواز بيعه قبل قبضه. (باب الاقالة جـ٥ صـ١٢٧)

(প্রমাণ : শামী ৫/১২৭, দুররে মুখতার ২/৩৭, হিদায়া ৩/৭৪, ফাতহুল কাদীর ৬/১৩৭)

বাগানের ফল বিক্রির জায়েয-নাজায়েযের সুরত

প্রশ্ন : বাগানের ফল বিক্রি করা কোন সুরতে জায়েয আছে এবং কোন সুরতে জায়েয নেই।
উত্তর : যতক্ষণ পর্যন্ত ফলের আকৃতি ধারন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফল বিক্রি করা সর্বসম্মতি ক্রমে জায়েয নাই।
২। যদি ফল আসার পরে মানুষ অথবা জানোয়ারের উপকারের উপযুক্ত হয়ে যায়, তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে বিক্রি করা জায়েয আছে।
৩। যদি জানোয়ারের জন্যও উপযুক্ত না হয় তাহলে উহার বিক্রি জায়েয হওয়ার মধ্যে মতবিরোধ আছে, তবে সহীহ মত অনুযায়ী বিক্রি করা জায়েয আছে।
৪। যদি কিছু ফল প্রকাশ পায়, আর কিছু প্রকাশ না পায়, এটার মধ্যে মতবিরোধ আছে, তবে জায়েয হওয়াকে ফুকাহায়ে কেরাম প্রাধান্য দিয়েছেন।
৫। বিক্রি সহীহ হওয়ার পরে বিক্রেতা ক্রেতাকে ফল গাছে রাখার অনুমতি দেয়, তাহলে ফল আইন সঙ্গত ভাবে রাখতে পারবে। উহার মধ্যে যদি এই সন্দেহ হয় যে, আজ কাল ফল পাকা পর্যন্ত গাছে রাখার যে ওরফ আছে সেটা المعروف كالمشروط-এর কায়দা মুতাবিক এই বিক্রি ফাসেদ হওয়া উচিত, উহার উত্তর হল এই যে বাকি রাখার শর্তের মধ্যে ফাসেদ তখনই হবে যখন ঝগড়ার দিকে ধাবিত হবে, কিন্তু বর্তমানে ওরফের কারণে বাকি রাখার সুরতের মধ্যে ঝগড়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

كما فى الدر المختار مع الشامية : ومن باع ثمرة بارزة اما قبل الظهور فلا يصح اتفاقا ظهر صلاحها او لا صح فى الا صح ولو برز بعضها دون بعض لا يصح فى ظاهر المذهب وصححه السرخسى و افتى الحلوانى بالجواز لو الخارج

اكثر زيلعى ويقطعها المشترى فى الحال جبرا عليه وان شرط تركها على الا شجار فسد البيع كشرط القطع على البائع حاوى وقيل قائله محمد لا يفسد اذا تناهت الثمرة للتعارف فكان شرطا يقتضيه العقد وبه يفتى بحر، عن الاسرار لكن فى القهستانى عن المضمرات انه على قولهما الفتوى فتنبه ـ (كتاب البيوع جـ٣ صـ٥٥٤ سعيد)

(প্রমাণ : শামী-৩/৫৫৪, শামী ৪/৫৫৫, বাদায়ে ৪/৩২৬, ফাতহুল কাদীর ৪৮৮)

বিক্রিত দ্রব্যে কিছু বাদ দিয়ে বিক্রি করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি গমের স্তূপ বিক্রি করে এবং তা হতে এক মন বিক্রি বহির্ভূত রাখে তাহলে এই ক্রয় বিক্রয় সহীহ হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে ক্রয় বিক্রয় সহীহ আছে।

وفى الهداية: يجوز استثناءه من العقد وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناءه (كتاب البيوع جـ٣ صـ٢٨ اشرفية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ৪/৫৫৮, শামী ৪/৫৫৮, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৯-৩৫, আলমগীরী ৩/১২৩, হিদায়া ৩/২৮)

গরুর গোশত বকরীর গোশতের সাথে পরিবর্তন করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি গরুর গোশতকে বকরীর গোশতের বিনিময়ে কম বেশী করে বিক্রি করে তাহলে উক্ত ক্রয় বিক্রয় সহীহ হবে কি না?

উত্তর : গরুর গোশতকে বকরীর গোশতের বিনিময়ে পরস্পরে কম বেশী করে বিক্রি করা সহীহ হবে। কারণ এখানে ধরন (جنس) ভিন্ন। আর جنس ভিন্ন হওয়ার কারণে কম বেশী করার দ্বারা ক্রয় বিক্রয়ে কোন অসুবিধা নেই।

كمافى الهداية : ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ـ (باب الربوا جـ٣ صـ٨٥ مكتبة اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/৮৫, কিফায়া ৬/১৭৪, ফাতহুল কাদীর ৬/১৭৩, আল বাহরুর রায়েক ৬/১৩৪)

গোশত দ্বারা চর্বি ক্রয় করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির কাছে গরুর গোশত আছে। এখন তার চর্বির প্রয়োজন। জানার বিষয় হলো গোশতের বিনিময়ে চর্বি বিক্রয় করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, গোশতের বিনিময়ে চর্বি বিক্রয় করা জায়েয আছে।

وفی فتح القدیر: ویجوز بیع شحم البطن بالالیة او باللحم واللحم بالالیة متفاضلا لانها اجناس لا ختلاف الصور والمعانی والمنافع۔ (باب الربوا ج٦ ص١٧٥ مکتبة رشیدیة)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/৮৫, ফাতহুল কাদীর ৬/১৭৫, ইনায়া ৬/১৭৫, কিফায়া ৬/১৭৫)

বিক্রিত বস্তু ক্রেতার কাছে ধ্বংস হওয়া

প্রশ্ন : যায়েদ বকরের কাছ থেকে একটি গরু ক্রয় করেছে, ক্রয় করার সময় বলেছে যে এক মাস পরে টাকা দিব, আমার কাছে এখন কোন টাকা পয়সা নেই, বকরও সন্তুষ্ট হয়ে গরু দিয়ে দিল, কিছু দিন পর ঐ গরু মারা গেল, এখনও যায়েদ টাকা দেই নেই এবং সে বকরকে বলল যে, মৃত জিনিসের টাকা নেয়া জায়েয নাই। শরয়ী মুতাবিক যায়েদের মূল্য দেয়া লাগবে কিনা?

উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় যায়েদ কবজা করার পর তার নিকট থেকে ধ্বংস হওয়ার কারণে উহার মূল্য আদায় করা ওয়াজিব। আর এই মূল্য মৃত জানোয়ারের নেয়া হচ্ছে না বরং জীবিত জানোয়ারের নেয়া হচ্ছে, কেননা বিক্রয় করার সময় যায়েদকে জীবিত জানোয়ার দেয়া হয়েছিল।

کما فی الهداية: واذا حصل الا یجاب والقبول لزم البیع ولا خیار لواحدمنهما الا من عیب او عدم رؤیة۔ (باب خیار الشرط ج٣ ص٢٠ الاشرفیة)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/২০, শামী ৪/৫৭২, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৮/৩৪)

অন্ধ ব্যক্তির ক্রয় বিক্রয়

প্রশ্ন : অন্ধ ব্যক্তির ক্রয় বিক্রয় জায়েয আছে কি না? এবং এক্ষেত্রে তার জন্য কোন ইখতিয়ার থাকবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে। তবে তার জন্য শুধু ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার থাকবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নয়।

کما فی العالمغیرية: بیع الاعمی وشراؤه جائز باتفاق الائمة الثلاثة کذا فی فتح القدیر... وله الخیار اذا اشتری ولا خیار له فیما باعه کذا فی السراج الوهاج. (کتاب البیوع ج٣ ص٦٥ حقانیة)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/৬৫, আল বাহরুর রায়েক ৬/৩২, হিদায়া ৩/৩৮)

মৃত প্রাণীর চামড়া বা হাড় বিক্রয় করা

প্রশ্ন : মৃত প্রাণীর চামড়া এবং হাড্ডি বিক্রয় করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মৃত প্রাণীর চামড়া দাবাগত করার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয নেই, দাবাগত করার পর শুকর ব্যতিত যে কোন প্রাণীর চামড়া বিক্রি করা জায়েয। এমনিভাবে শুকর ব্যতিত মৃত প্রাণীর হাড্ডি বিক্রি করাও জায়েয আছে।

وفى الهداية: ولا بيع جلود الميتة قبل ان تدبغ ... ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ .. ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها ... والانتفاع بذلك كله لانها طاهرة ـ (باب بيع الفاسد جـ٣ صـ٥٥ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/৫৫, শামী ৫/৭৩, দুররে মুখতার ২/২৬, ফাতহুল কাদীর ৬/৬৩-৬৪)

বিল্ডিং এর দ্বিতীয় তলা বিক্রি করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি দুই তালা বিশিষ্ট বিল্ডিং এর নিচের অংশ বিক্রি না করে শুধু উপরের অংশ বিক্রি করে দেয় তাহলে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : জায়েয হবে। তবে শর্ত হলো বিক্রির সময় উপরের অংশ বিল্ডিং থাকতে হবে।

كما فى بدائع الصنائع : ويجوز بيع بيت العلو دون السفل اذا كان على العلو بناء وان لم يكن عليه بناء لا يجوز ـ (فصل فى شرائطا لصحة جـ٤ صـ٣٧٠ زكريا)

(প্রমাণ : বাদায়ে ৪/৩৭০, শামী ৫/৫২, কানযুদ দাকায়েক ২৪০, আলমগীরী ৩/২৯)

ঘর ক্রয়ের মধ্যে ছাদ, দেওয়াল শামিল হবে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি ঘর বিক্রি করে তাহলে আলোচনা ব্যতিত দেওয়াল এবং ছাদ ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে প্রযোজ্য হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ দেওয়াল এবং ছাদ আলোচনা ব্যতিত ঘরের ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে দাখেল হয়ে যাবে।

وفى الهداية مع فتح القدير: ومن باع دارا دخل بناء ها فى البيع وان لم يسمه لان اسم الدار يتناول العرصة والبناء فى العرف ـ كتاب البيوع جـ٥ صـ٤٨٣ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/২৫, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৮৩, বিনায়া ৮/৩২, নাছবুর রায়া ৪/১০)

বিক্রয়ের মধ্যে গাছ পালাসহ জমিনের হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি জমিন বিক্রি করে তাহলে আলোচনা ব্যতিত গাছ পালা ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে দাখেল হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, গাছ পালা আলোচনা ব্যতিত ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে দাখেল হয়ে যাবে।

كمافى الهداية: ومن باع ارضا دخل مافيها من النخل والشجر وان لم يسمه. (كتاب البيوع جـ٣ صـ٢٥ اشرفى بك)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/২৫, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৮৫, বিনায়া ৮/৩২, নাছবুর রায়া ৪/১০)

শর্তের সাথে ক্রয়-বিক্রয়

ঘরকে ধ্বংস করার শর্তে বিক্রয় করা

প্রশ্ন : কেউ নিজের ঘর এই শর্তে বিক্রি করল যে, ক্রেতা ঘরকে ধ্বংস করে দেবে অথবা কাপড় এই শর্তে বিক্রি করল যে, ক্রেতা কাপড়কে পুড়িয়ে ফেলবে, তাহলে এই বিক্রি জায়েয হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, এই বিক্রি জায়েয। তবে শর্ত বাতিল হবে।

وفى العالمغيرية : ولوباع ثوبا على ان يخرقه المشترى او دارا على ان يخربها فالبيع جائز والشرط باطل ـ (الباب فى الشروط التى تفسد البيع حقانية جـ٣ صـ١٣٥)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৯/২৪৫, আলমগীরী ৩/১৩৫, বাদায়ে ৪/৩৭৯, শামী ৫/১৮)

পছন্দ হলে রেখে দিব নচেৎ ফিরিয়ে দিব শর্তে ক্রয় করা

প্রশ্ন : পণ্য পছন্দ হলে রেখে দিবে আর পছন্দ না হলে ফিরিয়ে নেয়ার শর্তে যদি কোন ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন করে, তাহলে ক্রয় বিক্রয় সহীহ হবে কি না?

উত্তর : ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তির সময় যদি পণ্য ফিরিয়ে নেয়ার শর্ত করা হয় তাহলে উক্ত ক্রয় বিক্রয় ফাসিদ হবে। পক্ষান্তরে ক্রয় বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়ার পর যদি ফিরিয়ে নেয়ার কথা বলে তাহলে জায়েয আছে।

وفى الشامية: لو ذكر البيع بلاشرط ثم ذكر الشرط على وجه العقد جاز. البيع ولزم الوفاء بالوعد. (جـ٥ صـ٨٤ سعيد)

(প্রমাণ : তিরমিযী ৩/২১১, শামী ৫/৮৪, বাদায়ে ৪/৩৮৭)

বিক্রেতার নিকট পুনঃবিক্রির শর্তে ক্রয় করা

প্রশ্ন : কোন এক ব্যক্তি নগদ টাকা দিয়ে দোকান থেকে মাল কিনে ঐ দোকানে মাল রেখে দিলো এবং ঐ মালকে অন্য এক ব্যক্তির কাছে বাকীতে লাভের সাথে বিক্রি করল অতঃপর, বাকী ক্রয়দাতা ঐ মালকে ঐ দোকানের মালিকের কাছে বিক্রি করে দিলো। তবে লক্ষণীয় বিষয় যে বাকিতে ক্রয়কারী ব্যক্তি পূর্বে থেকেই দোকানদারের সাথে চুক্তি বদ্ধ হয়েছে যে আমি মাল গুলো আপনার কাছে ঐ মূল্যতেই বিক্রি করব যেই মূল্যে আপনার কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে।

উত্তর : বর্ণিত অবস্থায় ক্রেতা যদি বিক্রেতার কাছ থেকে শরয়ী পন্থায় মাল কবয বা হস্তগত করে থাকে তাহলে ক্রয় বিক্রয় সহীহ হয়েছে। মালটি যদি স্থানান্তরযোগ্য বস্তু হয় তাহলে তা শরয়ী পন্থায় কবয বা হস্তগত করার পদ্ধতি

হল, মালটি হাত দ্বারা গ্রহণ করা অথবা বিক্রেতা মালটিকে ক্রেতার মালিকানায় দিয়ে দেয়া যাতে ক্রেতা তার ইচ্ছানুযায়ী ঐ বস্তুটিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং ক্রেতার হস্তক্ষেপে কোন প্রকার বাধা না থাকে। আর বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্যগত যে শর্ত করা হয়েছে তা ক্রয় বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু যদি শরয়ী পন্থায় ক্রেতা মাল হস্তগত না করে থাকে তাহলে উক্ত ক্রয় বিক্রয় সহীহ হবে না বরং সুদের মত লেনদেন হওয়ায় তা হারাম হবে।

وفى الخانية الهندية: وحيلة اخرى ان يبيع المقرض من المستقرض سلعة بثمن مؤجل ويدفع السلعة الى المستقرض ثم ان المستقرض يبيعها من غيره باقل مما اشترى ثم ذلك الغير يبيعها من المقرض بما اشترى لتصل السلعة اليه بعينها ويأخذ الثمن ويدفعه الى المستقرض فيصل المستقرض الى القرض ويحصل الربح للمقرض وهذه الحيلة هى العينة التى ذكرها محمد رحوقال مشائخ بلخ بيع العينة فى زماننا خير من البيوع التى تجرى فى اسواقنا ـ وعن ابى يوسف رحـ.. العينة جائز مأجورة ـ (فصل فيما يكون فرار من الربا ـ حقانية ج۲ صـ۲۷۹)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৩২/২৫৭, আল বাহরুর রায়েক ৬/৮৬, হিদায়া ২/৫৮, খানিয়া ২/২৭৯)

বায় বিলওয়াফা ও তার হুকুম

প্রশ্ন : بيع بالوفاء (বায় বিলওয়াফা) কাকে বলে? এবং তার হুকুম কি?

উত্তর : بيع بالوفاء (বায় বিল ওয়াফা) বলা হয় কোন বস্তুকে এই শর্তে বিক্রি করা যে, যখন আমি টাকা ফেরত দেব তখন আমাকে এই বস্তু ফেরত দিতে হবে।

এ বায় বাতিল কেননা বাহ্যিকভাবে বায় হলেও মূলত এটা রেহেন বা বন্ধক, আর রেহেন বা বন্ধকী বস্তু দ্বারা ফায়দা উঠানো জায়েয নাই।

وفى البحر الرائق : ولا ينتفع المرتهن بالرهن استخداما وسكنى و لبسا واجارة واعارة لان الرهن يقتضى الحبس الى ان يستوفى دينه دون الانتفاع فلا يجوز الانتفاع ـ (كتاب الرهن ۲۳۸/۸ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৭৫, মুসান্নাফে ইবনে আবিশাইবা ৫/৮০, দুররে মুখতার ২/৫৭, শামী ৫/২৭৬, আল বাহরুর রায়েক ৮/২৩৮

খিয়ারের পর মারা গেলে এর হুকুম

প্রশ্ন : যদি কেউ খিয়ারে রুইয়্যাত (দেখার পর গ্রহণ করা বা না করার ইচ্ছা থাকবে) এর ভিত্তিতে কোন বস্তু ক্রয় করার পর মারা যায় তাহলে এ অবস্থায় উক্ত খিয়ার বাকী থাকবে কি না?

উত্তর : না, উক্ত খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

كما فى الهداية: ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره لانه لا يجرى فيه الارث عند نا (باب خيار الرؤية جـ٣ صـ٣٨ الاشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/৩৮, ফাতহুল কাদীর ৫/৫৪৪, বিনায়া ৮/৯৬, কুদুরী-৭৬)

শর্ত করে ক্রয় বিক্রয় করা

প্রশ্ন : শর্ত করে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি না? যেমন কেউ বলল আমি এই ঘরটি বিক্রি করব কিন্তু উক্ত ঘরে আমি এক মাস অবস্থান করব। এভাবে শর্ত করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : এভাবে শর্ত করে ক্রয় বিক্রয় করা জায়েয নেই।

كمافى الدر المختار : ولا بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لا حدهما او فيه نفع لمبيع ـ (باب البيع الفاسد ـ ٢٧/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৭, আলমগীরী ৩/৩, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ২/১৭৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৩/৫০

মালিক হওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : কোনো ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে কোন পণ্য ক্রয়ের পর যদি পণ্যটির মালিক হওয়ার শর্ত করে তাহলে ক্রেতার এই শর্ত করার দ্বারা কি ক্রয়-বিক্রয় ফাসাদ হবে?

উত্তর : না, ক্রেতা বিক্রেতার কাছে যদি এমন শর্ত করে যা আকদের তাকাযা করে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে না।

كمافى البحر الرائق: فان كان الشرط يقتضيه العقد فانه لا يفسد (باب البيع الفاسد ٨٥/٦ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৬/৮৫, হিদায়া ২/৫৯, দুররে মুখতার ২/২৭, ফাতহুল কাদীর ৬/৭৭

মৃত্যুর পর খিয়ারে শর্ত বাতিল হয়ে যায়

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি খিয়ারে শর্তের সাথে কোন জিনিস ক্রয় করলো অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করলো এখন ঐ খিয়ারটা বাতিল হবে কি না? উহা ওয়ারিসদের দিকে ফিরে যাবে?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে খিয়ারে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

كما فى الهداية: واذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل الى ورثته ـ (باب خيار الشرط جـ٣ صـ٣٢ اشرفى بك)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/৩২, ফাতহুল কাদীর ৫/৫১৫, কিফায়া ৫/৫৩, বিনায়া ৮/৬৭)

দুটি কাপড় থেকে একটি দেখে ক্রয় করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি দুটি কাপড় থেকে একটি দেখে উভয়টি ক্রয় করে, পরে অন্যটা দেখে তাহলে তার দুটি কাপড়ই নেয়া জরুরী হবে?

উত্তর : ঐ ব্যক্তির জন্য ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে উভয়টি নিতে পারবে, ইচ্ছা করলে উভয়টি ফেরত দিতে পারবে, তবে একটি নেয়া বা একটি ফেরত দেয়া বৈধ হবে না।

كما فى العالمغيرية: ومن رأى احد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الاخر فله ان يردهما او يمسكهما كذا فى الكافى (باب خيار الرؤية جـ٣ صـ٥٩ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/৫৯, হিদায়া ৩/৩৮, নাছবুর রায়া ৪/২৪, রদ্দুল মুহতার ৪/৬০১, ফাতহুল কাদীর ৫/৫৪৩, আল বাহরুর রায়েক ৬/৩৩)

বিক্রয়কারী দায়মুক্ত শর্তে বিক্রি করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি কাপড় বিক্রি করে এই কথা বলে যে, কাপড়ের ছিড়া ফাড়ার দোষ থেকে আমি মুক্ত। মূলত সে কাপড়ে ছিড়া ফাড়া ছিল, এমতাবস্থায় বিক্রেতা কাপড়ের ছিড়া ফাড়ার দোষ থেকে মুক্ত হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ উল্লেখিত সুরতে বিক্রয়কারী কাপড়ের ছিড়া ফাড়ার দোষ থেকে মুক্ত হবে।

كما فى العالمغيرية: رجل باع ثوبا على انه برئ من كل شيئ به من الخرق و كانت فيه خروق قد خاطها او رقعها او رفأها فهو برئ من ذلك ـ (فى العيب جـ٣ صـ٩٥ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/৯৫, বিনায়া ৮/৩৮, কাযীখান ২/২১৭, শামী ৫/৪২)

খিয়ারের সময়ের মধ্যে পণ্য নষ্ট হলে তার হুকুম

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি খিয়ারে শর্তের সাথে কোন পণ্য ক্রয় করে। অতঃপর খিয়ারের মেয়াদের মধ্যে ক্রেতার হাতে পণ্য হালাক বা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতিপূরণ কার উপর আসবে? ক্রেতার উপর না কি বিক্রেতার উপর?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে ক্ষতি পূরণ ক্রেতার উপর আসবে।

كما فى الهداية: فلو قبضه المشترى وهلك فى يده فى مدة الخيار ضمنه بالقيمة.

باب خيار الشرط جـ٣ صـ٣٠ اشرفى بك)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/৩০, ফাতহুল কাদীর ৫/৫০৩, কিফায়া ৫/৫০৪, নাছবুর রায়া ৪/১৭, বিনায়া ৮/৫৫)

শাক সবজি ক্ষেতে রেখে বিক্রি করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কৃষকরা ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের নিকট ক্ষেতে রেখে শাক সবজি বিক্রি করে। এবং ব্যবসায়ীরা শাক সবজি ক্ষেতে রেখে শহরে নিয়ে বিক্রি করে এবং তাতে কয়েক দিন সময় লেগে যায়। এ পদ্ধতিতে বিক্রি করা শরীআত সম্মত কি না?

উত্তর : ১। শাক সবজী পরিপক্ব হওয়ার পর কেটে নেয়ার শর্তে বা কোনরূপ শর্ত ছাড়াই বিক্রি করতে হবে। বিক্রি হওয়ার পর ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতি নিয়ে ক্ষেতে রেখে বিক্রি করতে পারবে।

২। বিক্রি করার আরেকটি পদ্ধতি যেমন আজকাল সমাজে প্রচলন আছে, বিক্রেতার পূর্বে থেকে জানা থাকে যে, ব্যবসায়ী ব্যক্তির এগুলো বিক্রি করতে কয়েক দিন সময় লেগে যেতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার জন্য উচিৎ হল ব্যবসায়ী ব্যক্তির জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবে, যে তুমি এত দিনের মধ্যে আমার ক্ষেত পরিষ্কার করে দিবে।

كمافى الهداية: ومن باع ثمرة لم يبدصلاحها او قد بدا جاز البيع..... وعلى المشترى قطعها فى الحال تفريغا لملك البائع وهذا اذا اشتراها مطلقا او بشرط القطع وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع ـ (جـ٣ صـ٢٦ بيوع اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/২৬, আলমগীরী ৩/১০৬, আল বাহরুর রায়েক ৫/৩০)

ফসলী জমি বিক্রি করলে ফসলের হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি জমি বিক্রি করে যার মধ্যে ফসল রয়েছে কিন্তু ফসলের কথা উল্লেখ করা হয়নি এমতাবস্থায় উক্ত বিক্রয়ের মধ্যে ফসল দাখিল হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ফসল শামিল হবে না।

كما فى الدر المختار: ولا يدخل الزرع فى بيع الارض بلاتسمية ـ (كتاب البيوع جـ٢ صـ٩ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/৯, হিদায়া ৩/২৫, আলমগীরী ৩/৩৩ কানযুদ্দাকায়েক-২২৯)

ফল থাকা অবস্থায় গাছ বিক্রি করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি গাছ বিক্রি করে এবং তাতে ফল থাকে তাহলে উক্ত ফলের মালিক ক্রেতা হবে নাকি বিক্রেতা হবে?

উত্তর : ফলের মালিক বিক্রেতা থাকবে তবে ক্রেতা যদি ক্রয় করার সময় ফলের সাথে ক্রয়ের শর্ত করে তাহলে ক্রেতা মালিক হবে।

وفى العالمغيرية: من باع نخلا او شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع بان يقول المشترى اشتريت هذا الشجر مع ثمره ـ (كتاب البيوع جـ٣ صـ٣٥ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/৯, আলমগীরী ৩/৩৫, বিনায়া ৮/৩৫, কানযুদ্দাকায়েক ২৩০)

আলু মাটির নিচে থাকা অবস্থায় বিক্রি করা

প্রশ্ন : বর্তমানে অনেক এলাকায় দেখা যায় জমিনে মাটির নিচে আলু থাকাবস্থায় বিক্রি করা হয়। শরীআতে এই ধরনের ক্রয় বিক্রয় সহীহ হবে কি না?

উত্তর : মাটির নিচের আলু যদি প্রতি মন মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রি করে তাহলে ক্রয় বিক্রয় সহীহ হবে। তবে ক্রেতার জন্য খিয়ার থাকবে।

وفى الهداية: ومن اشترى شيأ لم يره فالبيع جائز وله الخيار اذا راه ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده ـ (باب خيار الراوية جـ٣ صـ٣٥ مكتبة اشرفية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/৫৭, দুররে মুখতার ২/১৭০, হিদায়া ৩/৩৫)

দুধের পরিমাণ উল্লেখ না করে গাভী বিক্রি করা

প্রশ্ন : আব্দুল্লাহর কাছে একটি গর্ভবতী মহিষ আছে, যেটা বাচ্চা দেওয়ার পরে পাঁচ সের দুধ দেয়, এখন আব্দুল্লাহ উহাকে বিক্রি করতে চাচ্ছে, কিন্তু দুধ দেওয়ার এই পরিমাণ যদি প্রকাশ করে দেয়, তাহলে কোন ব্যপারী ক্রয় করার জন্য সম্মতি হবে না। তাহলে কি এই কথা বলা ব্যতিত উহাকে বিক্রি করতে পারবে?

উত্তর : আব্দুল্লাহ যদি বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে এই কথা বলে যে, আমি উহার সব দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত, তুমি দেখে শুনে ক্রয় কর, এরপরে ক্রেতা যদি এই শর্তের উপর ক্রয় করে তাহলে ক্রয় বিক্রয় সহীহ হয়ে যাবে। পুনরায় যদি কোন দোষ-ত্রুটি বাহির হয়, তাহলে ক্রেতা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

وفى الهدية مع فتح القدير: قال ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له ان يرده بعيب وان لم يسم العيوب (باب خيار العيوب جـ٦ صـ٣٨ رشيدية)

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ৬/৩৮, আল বাহরুর রায়েক ৬/৬৬, বাদায়ে ৪/৫৪৮)

ইকালা/বিক্রিত পণ্য ফেরত

ডিসকাউন্ট (মূল্য ছাড়) এর মাধ্যমে মাল ফেরত নেয়া

প্রশ্ন : ক. আমাদের দেশে অধিকাংশ দোকানদার তাদের ক্যাশ মেমোতে লেখে থাকেন বিক্রিত মাল ফেরত যোগ্য নহে। ইহা শরীআত সম্মত কি না?

খ. উক্ত কথা লেখা সত্তেও তারা বিক্রিত মাল ১০% ডিসকাউন্ট এর মাধ্যমে ফেরত রেখে দেন, ইহা শরীআত সম্মত কি না?

গ. এক্বালায় (ফিরৎ নেয়ায়) কি কি ফায়দা রয়েছে।

উত্তর : ক. হ্যাঁ দোকানদারদের ক্যাশ মেমোতে লিখিত কথা যে, বিক্রিত মাল ফেরত যোগ্য নহে, এ শর্তে ক্রয় বিক্রিয় করা জায়েয আছে। তবে ফেরত নিলে দোকান দার বড় সাওয়াবের অধিকারী হবেন।

খ. বিক্রিত মাল ফেরত নিলে প্রথম মূল্যে ফেরত নিতে হবে, প্রথম মূল্যের চেয়ে কম বা বেশী মূল্যে ফেরত নেয়া জায়েয নাই।

গ. এক্বালার ফযিলত হলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনুতপ্ত ব্যক্তির কৃত ক্রয় বিক্রয় বা চুক্তিকে প্রত্যাহার করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার ত্রুটি বিচ্যুতি গুলো থেকে রেহাই দিবেন।

كما فى ابى داؤد : عن ابى هريرة رضى قال قال رسول الله من اقال مسلما اقاله الله عثرته (ج؟ صـ٤٩٠ مكتبة اشرفية)

(প্রমাণ : আবু দাউদ ২/৪৯০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৯/২৪৪, আলমগীরী ৩/১৩৩, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ৩/৪৯, বিনায়া ৮/২২৪, সিরাজিয়া ৪৩৬)

অর্ডারের মাল ফেরত

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি এক মিস্ত্রীকে বলল যে, তুমি আমাকে এতগুলো দরজা ও জানালা বানিয়ে দিবে। যার মূল্যবাবদ ২২ হাজার টাকা। তাকে অগ্রীম ছয় হাজার টাকা দিয়ে দিল। যে দিন দরজা জানালাগুলো বাসায় পৌঁছিয়ে দিবে ঠিক তার আগের দিন রাত্রে সন্ত্রাসীরা বাসা দখল করে নিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, উক্ত ব্যক্তির তো দরজা জানালার প্রয়োজন নেই আর অপর দিকে যাকে অর্ডার দিয়েছে সে এখন এগুলো অন্য জায়গায় বিক্রি করলে তাকে আগের মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে হবে; এখন অর্ডার দাতা ব্যক্তি কি ছয় হাজার টাকা ফেরত নিতে পারবে মিস্ত্রীর কাছ থেকে? অথবা এ ছয় হাজার টাকা কি করবে।

উত্তর : কোন বস্তু তৈরীর অর্ডার দিয়ে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্ডারের সময়েই বেচা-কেনা সম্পন্ন হয়ে যায়, অতঃপর অর্ডারকৃত সামগ্রী ক্রেতার শর্ত মুতাবিক প্রস্তুত হওয়ার পর ক্রেতার না নেয়ার কোন অধিকার থাকবে না। হ্যাঁ শর্ত মুতাবিক না হলে ফেরত দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। আর বর্ণিত প্রশ্নে তৈরীর পর উক্ত পণ্য শর্ত মাফিক হওয়ায় তার মালিক ক্রেতা। পণ্য অর্ডার মুতাবিক হয়ে থাকলে পণ্য ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে পূর্ণ টাকা বিক্রেতাকে পরিশোধ করে দেওয়াই ক্রেতার দায়িত্ব। তবে বিক্রেতা যদি স্বেচ্ছায় পূর্বের সংঘটিত বেচা-কেনাকে বাতিল করে কোন ক্ষতি পূরণের দাবি না করেই পণ্য ফেরত নিতে রাজী হয় তাহলে সেটা তার মর্জী, অন্যথায় ক্রেতা বিক্রেতাকে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করার পর ক্রেতার যেহেতু প্রয়োজন নেই সেহেতু ক্রেতা তার পক্ষ হতে অন্যত্র বিক্রি করে দিবে বা বিক্রয় করে দেওয়ার জন্যে বিক্রেতাকে উকীল বানিয়ে দিতে পারে। এমতাবস্থায় পূর্বের মূল্যের চেয়ে যা লোকসান হবে তা ক্রেতা বহন করবে।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : ان عقد الاستصناع ينعقد لازما فليس لاحد الطرفين الرجوع ولو قبل الصنع. الخ (جـ٤ صـ٣٩٧ رشيدية)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৪/৩৯৭, শরহে মুজাল্লাহ ২/৪০৬)

ক্রয়কৃত ডিম পচা বের হলে মূল্য ফেরত নেয়ার বিধান

প্রশ্ন : ডিম কেনার পর ভাঙ্গলে যদি পচা বের হয় যা খাওয়ার উপযুক্ত নয়। তাহলে তার মূল্য ফেরত নেয়া জায়েয হবে কি না? এবং বিক্রেতার জন্য মূল্য ফেরত দেয়া জরুরী কি না?

উত্তর : ডিম, তরমুজ শসা আখরোট বাদাম জাতীয় বস্তু ক্রয় করে ভাঙ্গার পর যদি এমন ভাবে নষ্ট দেখতে পায় যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না তাহলে তার মূল্য ফিরত নেয়া জায়েয আছে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রেও ডিম নষ্ট হলে দোকানদার ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবে।

كما فى تنوير الابصار مع الشامية : شرى نحو بيض و بطيخ فكسره فوجده فاسدا ينتفع به فله نقصا نه وان لم ينتفع به اصلا فله كل الثمر۔ (باب خيار العيب جـ٥ صـ٢٥ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৫/২৫, হিদায়া ২/৪৩, কানযুদ দাকায়েক ১/২৩৬, নাছবুর রায়া ৪/২৭)

মাল কিনে খাওয়ার পরে দোষ দেখা দিলে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে তার থেকে কিছু ভক্ষন করার পরে দোষ প্রকাশ পায় তাহলে এমতাবস্থায় উক্ত খাবারের হুকুম কি?

উত্তর : দোষযুক্ত ভক্ষণকৃত খাবারের ঐ পরিমাণ মূল্য ক্রেতা বিক্রেতা থেকে নিয়ে নিবে যে পরিমাণ মূল্য ক্রেতা ভাল খাবার মনে করে দোষযুক্ত খাবারে বেশী দিয়েছে এবং অবশিষ্ট খাবার যদি ক্রেতা চায় বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে। এবং ফেরত পরিমাণ খাবারের মূল্য ক্রেতা বিক্রেতা থেকে নিয়ে নিবে।

وفى الدر المختار مع الشامية : وعنهما يرد ما بقى ويرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى ـ (مطلب باب الخيار جه٥ صـ٢٣)

(প্রমাণ : শামী ৫/২৩, ফাতহুল কাদীর ৫/১৭, কাযীখান ৬/২০৯, আল বাহরুর রায়েক ৬/৫৪)

বাতিল, ফাসিদ, মাকরূহ ক্রয়-বিক্রয়

মানব অঙ্গ ক্রয় বিক্রয়

প্রশ্ন : আমার পিতার দুটি কিডনীই প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম, এবং কিডনী সমস্যায় তিনি মরণাপন্ন অবস্থায়। এহেন মুহূর্তে কেউ সেচ্ছায় স্বীয় বিশেষ প্রয়োজনে ১টি কিডনী বিক্রি করতে চাইলে আমার পিতার জীবন বাঁচানোর খাতিরে তা ক্রয় করা শরীআতের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না? কিডনী ক্রয় বিক্রয় বা দান করা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রয় বিক্রয় যোগ্য সম্পদ নয়। এবং মানুষ তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মালিক নয়, বরং সুষ্ঠ ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্ত একজন আমানতদার মাত্র, সুতরাং এর ক্রয় বিক্রয় এবং দান করা জায়েয নয়, চাই মৃত্যুর পূর্বে হোক বা পরে হোক, কেবল মাত্র জান বাঁচানোর জন্য শুধু রক্ত এবং মহিলাদের দুধ এ দুটি জিনিস দান করা এবং গ্রহণ করা জায়েয আছে।

কিডনী মানব অঙ্গসমূহেরেই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা প্রয়োজনের খাতিরেই প্রতিটি মানুষকে দুটি করে কিডনী দান করেছেন। অন্য কোন প্রয়োজনে বিক্রয় করা বা কাউকে দান করার অধিকার তাকে দেন নাই। এমন কাজ করার যুক্তিও নাই, কারণ ভবিষ্যতে তার নিজেরও একটি কিডনী নষ্ট হয়ে অপরটির উপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তেমনিভাবে যার দুটি কিডনী নষ্ট হয়ে গেছে তার জন্যও অন্য কোন লোক হতে একটি কিডনী ক্রয় করে বা দান সূত্রে গ্রহণ করা জায়েয হবে না। সম্ভব হলে অন্য প্রাণীর কিডনী (যেমন বানর ইত্যাদি যা ডাক্তারগণ গবেষণা করে দেখবেন) বা কৃত্রিম কিডনী (যদি পাওয়া যায়)

সংযোজন করবে। অথবা চিকিৎসার অন্যান্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এতে ভাগ্যে যা ঘটে তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে। যেমন কোন ব্যক্তি হালাল খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হলে প্রাণ রক্ষার্থে হারাম প্রাণী বা মৃত প্রাণীর গোশত খেতে পারবে। কিন্তু অন্য কোন মানুষের গোশত খেতে পারবে না। ক্রয় বিক্রয় করেও না দান সূত্রেও না। যদিও গোশত শরীরের এমন কোন স্থান হতেই নেয়া হোক না কেন যে স্থানের গোশত নেয়ায় মৌলিক ভাবে শরীরের ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে বরং সে ক্ষেত্রে মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তি নিজ মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করবে, কারণে আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা.) কথাকে সমুন্নত রাখা বা বাস্তবায়িত করাটাই একজন মুমিনের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য, এর জন্য প্রয়োজনে জান দিতে বা মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যাতে স্থায়ী জীবনে শান্তি পাওয়া যায়।

وفى رد المحتار : وشعر الانسان لكرامة الادمى ولوكافرا (قوله ذكره المصنف) حيث قال والادمى مكرم شرعا وان كان كافرا فايراد العقد عليه وابتذاله به والحاقه بالجمادات اذلال له اى وهو غير جائز الخ. (جه صـ ٥٨ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৫/৫৮, আলমগীরী ৫/৩৫৪, হিদায়া ৩/৫৫, বাদায়ে-৫/১৪২, জাওয়াহিরুল ফিকহ ২/৪৩-৪৪)

হারাম প্রাণীর ক্রয় বিক্রয়

প্রশ্ন : হারাম প্রাণী ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে কি না? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই?

উত্তর : শুকর ব্যতীত সমস্ত প্রাণীর ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে।

وفى العالمكيرية : يجوز بيع جميع الحيوا نات سوى الخنزير وهو المختار ـ (الفصل فى بيع الحيوانات ١١٤/٣ حقانية)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/২৯৮, আলমগীরী ৩/১১৪, কানযুদ দাকায়েক ২৩৮, সিরাজিয়া ৪১৪

মদের ব্যবসা করা

প্রশ্ন : যদি কোন মুসলমান দারুল হরবে অবস্থান করে তাহলে তার জন্য শরাবের (মদ) ব্যবসা করা শরীআতে বৈধ কিনা?

উত্তর : দারুল হরবে অবস্থানরত মুসলমানের জন্য মদের ব্যবসা করা শরীআতে জায়েয নেই।

وفى البحر الرائق: لم يجز بيع الميتة والدم... والخنـزير والخمر اى فى حق المسلم للنهى عن بيعهما و قربانهما. (كتاب البيع ج٦ صـ٧١ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : সূরা মায়েদা ৯০, মিশকাত ১/২৪১, আল বাহরুর রায়েক ৬/৭১)

মাথার চুল ও স্তনের দুধ বিক্রি করা

প্রশ্ন : (ক) মানুষের মাথার চুল বিক্রি করা এবং উহা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয আছে কি না?

(খ) কোন মহিলা যদি নিজ স্তনের দুধ বের করে পেয়ালায় রেখে বিক্রি করে তাহলে তার এই বিক্রির কি হুকুম?

উত্তর : (ক) মানুষের চুল বিক্রি করা এবং উহা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নাই।

(খ) মানুষের স্তনের দুধ স্তন থেকে বের করে বিক্রি করা জায়েয নাই।

كما فى الهداية : ولا يجوز بيع لبن امرأة فى قدح وقال الشافعى يجوز بيعه لا نه مشروب طاهر ولنا انه جزأ الآدمى وهو بجميع اجزائه مكرم مصون عن الا بتذال بالبيع. (كتاب البيوع. اشرفية ج٣ صـ٥٥)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/৫৫, বিনায়া ৭/১৬৪, ফাতহুল কাদীর ৬/৬০)

খেলনা জাতীয় পুতুল ঘোড়া ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়

প্রশ্ন : শিশুদের খেলনা সামগ্রীর মধ্যে থেকে ঘোড়া হাতি গরু ইত্যাদির মূর্তি ক্রয় বিক্রয় জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কোন প্রাণীর মূর্তি ক্রয় বিক্রয় করা জায়েয নাই।

وفى جواهر الفقه : لا يحل عمل شيئ من هذه الصور ولا يجوز بيعها ولا التجارة لها والواجب ان يمنعوا من ذلك ـ (باب التصاوير ج٣ صـ٢٣٩)

(প্রমাণ : মুসনাদে আহমদ ৫/২৬৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ১২/১০৭, জাওয়াহিরুল ফিকাহ ৩/২৩৯, শামী ৫/২২৬)

মসজিদ বানানোর শর্তে ঘর বিক্রি করা

প্রশ্ন : যদি কেউ ঘর বিক্রি করে এই শর্তে যে, ঘরকে মসজিদ বানাইবে তাহলে উক্ত বেচা কেনা ফাসেদ হবে কি?

উত্তর : উল্লেখিত বেচা কেনা ফাসেদ হয়ে যাবে।

وفى العالمغيرية: لو باع دارا على ان يتخذها مسجدا للمسلمين فسدالبيع.
(باب البيع الفاسد ج۳ صـ۱۳۵ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/১৩৫, শামী ৫/৮৬, আল বাহরুর রায়েক ৬/৮৬, ফাতহুল কাদীর ৬/৭৮, নাছবুর রায়া ৪/৩৩)

বেচা-কেনার সময় পণ্য থাকা জরুরী

প্রশ্ন : জমি নাই অথচ জমির হিসাবে এভাবে দলীল বৈধ কি না? বিক্রেতাকে ক্রেতা এই শর্তে টাকা দিল যে, মনে করুন আপনার এক কানি জমি আমি সাত বৎসরের জন্য পাট্টা রাখলাম এবং আপনাকে উহার বিনিময়ে একুশ হাজার টাকা দিলাম। স্থানীয় পাট্টা দলীল মোতাবেক বিক্রেতা ক্রেতাকে লাভসহ টাকা সাত বৎসরে কিস্তি করে পরিশোধ করবে। অথবা এক কানি জমিতে প্রতি বৎসরে কি পরিমাণ ধান হতে পারে উহার টাকা সাত বৎসর পরিশোধ করবে।

উত্তর : কোন ব্যক্তিকে ঋণ দিয়া তা হতে ঋণ ব্যতিত অন্য কোন লাভ অর্জন করা জায়েয নাই। বরং তা সুদ বলে গণ্য হবে। প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে কেনা-বেচা সহীহ হয় নাই। কারণ কেনা-বেচার জন্য বিক্রিযোগ্য পণ্য লাগবে। যা উক্ত বেচা-কেনায় নেই বিধায় কেনা-বেচাই হয় নাই। বরং ক্রেতা কর্তৃক একুশ হাজার টাকা বিক্রেতাকে দেয়া শরীআতের দৃষ্টিতে করজ হয়েছে। আর করজের কারণে কোন প্রকার মুনাফা অর্জন করা সুদ এবং হারাম। কাজেই এভাবে লেনদেন করা জায়েয হবে না।

وفى الدر المختار مع الشامية : وفى الخلاصة القرض بالشرط حرام... وفى الاشباه كل قرض جر نفعا حرام الخ. ج٥ صـ١٦٦

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-২৮৫, মুসলিম শরীফ-২/২৭, শামী-৫/১৬৬, নেজামুল ফাতাওয়া-২/৩০১)

অন্যের বস্তু অনুমতি ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি কোন জিনিস বিক্রি করার পর কাজীর নিকট বললো আমি এই জিনিস মালিকের অনুমতি ব্যতিত বিক্রি করেছি। এখন এ বিক্রি বাতিল হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। শর্ত হলো, ক্রেতা যদি আকদকে ভঙ্গ করার দাবী করে।

وفى فتح القدير: لو أقرالبائع عند القاضى بذلك حيث يحكم بالبطلان والرد ان طلب المشترى ذلك لان التناقض لا يمنع صحة الاقرار. (باب بيع الفضول ج٦ صـ٢٠٠ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/৯১, বিনায়া ৮/৩২৪, ফাতহুল কাদীর ৬/২০০, আল বাহরুর রায়েক ৬/১৫৩, আলমগীরী ৩/১৫৬)

মাছ শিকারের জন্য সিট ভাড়া দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : মাছ শিকারের জন্য পুকুরের চতুপার্শ্বে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সিট ভাড়া দেওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : না, প্রশ্নে বর্ণিত সুরতটি জায়েয নেই। কেননা এতে ধোঁকা রয়েছে।

وفى الهداية: ولا بيع الحمل ولا النتاج لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل وحبل الحبلة ولا ن فيه غررا ـ (باب البيع الفاسد ٥١/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সহীহ মুসলিম ২/২, হিদায়া ৩/৫১, আল বাহরুর রায়েক ২/৭৪ ফাতহুল কাদীর ৬/৫০

দুধ দেওয়ার শর্তে গাভী বিক্রি করা

প্রশ্ন : কেউ যদি এই শর্তে কোন গাভী বিক্রি করে যে এর দুধ যা হবে সব আমার নিকট বিক্রি করতে হবে, এই রূপ শর্ত করে বিক্রি করা জায়েয কি না?

উত্তর : ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখিত শর্ত করা শর্তে ফাসিদ আর শর্তে ফাসিদের দ্বারা বেচা কেনাও ফাসিদ হয়ে যায় আর ফাসিদ বেচা কেনা মূলত সুদের লেন দেনের অন্তর্ভুক্ত তাই, উক্ত বেচা কেনা জায়েয নেই।

وفى فتح القدير: لو كان الشرط..... مافيه منفعة لاحد المتعا قدين او المعتقود عليه.... فالبيع فاسد ـ (ج٦ صـ٧٨ رشيدية)

(প্রমাণ : শামী ৫/৮৪, ফাতহুল কাদীর ৬/৭৮, বাদায়ে ৪/৩৭৭)

পুকুরের মাছ পানিতে রেখে বিক্রি করা

প্রশ্ন : পুকুরের মাছ পানিতে থাকা অবস্থায় অন্যের কাছে বিক্রি করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : পানিতে থাকা অবস্থায় মাছ বিক্রি করা জায়েয নাই। কেননা তার পরিমাণ অজ্ঞাত থাকে। এর দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

كما فى الهداية: ولا يجوز بيع السمك قبل ان يصطاد لانه باع ما لايملكه.

(باب بيع الفاسد ج٣ صـ٥١ مكتبة اشرفيه)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/৫১, ফাতহুল কাদীর ৬/৪৯, আল বাহরুর রায়েক ৫/৭৩, বিনায়া ৮/১৪৬)

লাভ নির্ধারণ করে লেনদেন করা

প্রশ্ন : একজনের টাকা অন্যজনের শ্রম, এখন টাকা ওয়ালা একটা অংশ নির্ধারিত করে দেয় যে, যা লাভ হবে তার মধ্যে আমাকে শতকরা এত টাকা দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, এইভাবে শরীক হওয়া এবং লাভ নির্ধারিত করা ঠিক হয়েছে কি না?

উত্তর : না, এভাবে লেনদেন করা জায়েয নেই।

وفى الهداية: ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحد هما دراهم مسماة من ا لربح ۔ (كتاب المضاربة ۳/۲۵۸ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৩/২৫৮, সিরাজিয়্যা ৫৩১, কানযুদ দাকায়েক ৩৩৯, দুররে মুখতার ২/১৪৬-৪৭, আল বাহরুর রায়েক ৭/২৬৪

উড়ন্ত পাখি বিক্রি করা

প্রশ্ন : উড়ন্ত পাখি বিক্রি করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : উড়ন্ত পাখি শিকার করা ব্যতিত বিক্রি করা জায়েয নাই।

كما فى الهداية : ولا بيع الطير فى الهواء لانه غير مملوك قبل الاخذ ۔ (باب بيع الفاسد جـ۳ صـ۵۱ مكتبة اشرفى)

প্রমাণ : হিদায়া ৩/৫১, ফাতহুল কাদীর ৬/৫০, কিফায়া ৬/৫০, বিনায়া ৮/১৪৭, নাছবুর রায়া ৪/৩২

টাকা ফেরত দিলে বিক্রিত জমি ফেরত দেওয়ার শর্ত করা

প্রশ্ন : বিক্রেতা তার দশ কড়া জমি দশ হাজার টাকায় এই শর্তে বিক্রি করল যে, যেদিন সে দশ হাজার টাকা ক্রেতাকে ফেরত দিবে সেদিন থেকেই ক্রেতা ঐ জমি বিক্রেতাকে দিতে বাধ্য থাকিবে। এভাবে জমি কেনা-কাটা করা জায়েয কি না?

উত্তর : কেনা-বেচার সময় বা পূর্বে কোন শর্তারোপ করে বেচা-কেনা করা নাজায়েয। এতে বেচা-কেনা সহীহ হবে না। সুতরাং বর্ণিত সুরতে যদি বেচা-কেনা করার মুহূর্তে বা পূর্বেই পরবর্তিতে ফেরত দেয়ার শর্তারোপ করা হয় তাহলে তা জায়েয হবে না। বরং সুদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। হ্যাঁ শর্ত বিহীন বেচা-কেনা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর উভয়ে মিলে স্বেচ্ছায় যদি শর্ত করে নেয় যে, যেদিন টাকা ফেরত দেয়া হবে সেদিন জমিও ফেরত দেয়া হবে, তা জায়েয এবং তা ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। তাই সেক্ষেত্রে ওয়াদা পূর্ণ করা চাই।

وفى الدر المختار مع الشامية : وقيل بيع يفيد الانتفاع به وفى اقالة شرح المجمع عن النهاية وعليه الفتوىٰ وقيل ان بلفظ البيع لم يكن رهنا ثم ان ذكر الفسخ فيه او قبله او زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا ولو بعده على وجه الميعاد. جاز ولزم الوفاء به لان المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس وهو الصحيح الخ. جـ۵ صـ۲۷٦

(প্রমাণ : শামী-৫/২৭৬, আলমগীরী-৩/২০৯, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৫০৭)

গাছের ফল বিক্রি করার সময় কিছু বাদ দিয়ে বিক্রি করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি বাগানের ফল বিক্রয় করে যে তার থেকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ (যেমন দশ কেজি) বাদ, তাহলে এই বিক্রয় সহীহ কি না। অথবা ফল বিক্রয়ের সময় গাছের একটি নির্দিষ্ট ডাল বাদ দিয়ে বিক্রয় করে তাহলে এই বিক্রয় সহীহ কি না।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত প্রথম সুরতে বিক্রয় জায়েয হবে না। কেননা প্রথম সুরতে বিক্রিত অবশিষ্ট পণ্যের পরিমাণ অজ্ঞাত, আর মালের পরিমাণ অজ্ঞাত হলে বিক্রয় সহীহ হয় না। আর দ্বিতীয় সুরতে বিক্রয় জায়েয, কেননা এখানে বাকী পণ্যের পরিমাণ জ্ঞাত। সুতারাং বিক্রয় সহীহ হবে।

كما فى الهداية: قال ولا يجوز ان يبيع ثمرة ويستثنى منها ارطالا معلومة خلافا لمالك لان الباقى بعد الا ستثناء مجهول بخلاف ماذا باع واستثنى نخلا معينا لان الباقى معلوم بالمشاهدة (كتاب البيوع جـ٣ صـ٢٧ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/২৭, কিফায়া ৫/৪৯২, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৯৩, বিনায়া ৩/৪১)

মাল হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা

প্রশ্ন : একজন ব্যবসায়ী দূর দূর জায়গা থেকে ব্যবসার মালামাল আমদানি করে। কোন সময় মাল হস্তগত করার পূর্বের লাভে তা বিক্রি করে দেয়। জানার বিষয় হলো, এধরনের বিক্রি জায়েয কি না?

উত্তর : হস্তান্তর যোগ্য ক্রয়কৃত দ্রব্যাদি হস্তগত করার পূর্বে তা বিক্রি করা জায়েয নেই। তাই প্রশ্নে উল্লেখিত নিয়মে কবজ না করে বিক্রি করাও জায়েয নেই।

তবে এধরনের ক্রয় বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার দুই পন্থা আছে–

১। যেখান থেকে মাল ক্রয় করবে সেখানে কাউকে উকিল নিয়োগ করবে। সে কবজ করার পর বিক্রি করলে জায়েয হবে।

২। মাল হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করবে না, বরং বিক্রির ওয়াদা করবে। মাল হাতে আসার পর বিক্রি করবে। এই অবস্থায় দুইজনের কেউ দিতে বা নিতে না চায়, তাহলে ক্রয় বিক্রয়ের উপর কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

كما فى الدر المختار: فلا يصح اتفاقا ككتابة واجارة وبيع منقول قبل قبضه ولو من بائعه (فصل فى التصرف فى المبيع ... جـ٢ صـ٣٧ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/৩৭, শামী ৫/১৪৮, আলমগীরী ৩/১৯)

সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন: সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ শিকার করে বিক্রয় করা যাবে কি না? কিংবা জানা সত্ত্বেও এসব মাছ জেলে থেকে ক্রয় করা যাবে কি না?

উত্তর: যে সমস্ত সরকারী আইন শরীয়ত বিরোধী নয় জনগণের জন্য তা পালন করা আবশ্যক। সুতরাং নিষিদ্ধ সময় মাছ শিকার করে বিক্রয় করা যাবে না, এতএব জানা সত্ত্বেও এসব মাছ জেলে থেকে ক্রয় না করা উচিৎ।

وفى بدائع الصنائع ـ ولو باع السارق المسروق من ا نسان او ملكه منه بوجه من الوجوه فان كان قائما فلصا حبه ان يأخذه لانه عين ملكه وللماخوذ منه ان يرجع بالضمان على السارق (كتاب البيوع ٥/ ٨٥٩

প্রমাণ: সূরা নিসা ৫৭, বুখারী ২/১০৫৭, শামী ৪/১০৪, বাদায়ে ৫/৮৫

হারাম উপার্জন কারীর নিকট পন্য বিক্রয় করা

প্রশ্ন: হারাম উর্পাজন কারীর নিকট পন্য বিক্রয় করা যাবে কি না? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: যদি নিশ্চিতভাবে জানা, যায় যে তার সমস্ত বা অধিকাংশ মাল হারাম তাহলে তার নিকট বিক্রয় করা যাবে না, তবে যদি সে হালাল টাকা দিয়ে পরিশোধ করে তাহলে বিক্রয় করা যাবে।

وفى الشامية: وافادكلا مهم ان ماقامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما والا فتنزيها ـ (باب البغاة ٢٦٨/٤ سعيد)

প্রমাণ: সূরা নিসা ২, শামী ৪/২৬৮, আল বাহরুর রায়েক ৫/১৪৩ ফাতহুল কাদীর ৫/৩৪০ হিদায়া ১/৬১১

বাইয়ে ফাসেদের পর মাল ধ্বংস হওয়া

প্রশ্ন : ফাসাদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে মাল কবয করার পর যদি উহা ধ্বংস হয়ে যায় বা কিছু পরিমাণ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার কি হুকুম?

উত্তর : ফাসেদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা মাল কবয করার পর উহা ক্রেতার হাতে ধ্বংস হয়ে গেলে কবয করার দিন মালের যেই মূল্য ছিল ঐ মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং কিছু পরিমাণ নষ্ট হলে ঐ পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

وفى الموسوعة الفقهية: لا يختلف الفقهاء فى ان المبيع بيعا فاسدا اذا هلك وهو فى يد المشترى ثبت ضمانه عليه ، وذلك برد مثله ان كان مثليا.... ورد قيمته

ان كان قيميا.... وتجب القيمة فى القيمى ، عند جمهور الحنفية يوم القبض لانه به يدخل فى ضمانه فهو اليوم الذى انعقد به سبب الضمان ، لو نقص فى يد المشترى بفعل المشترى او المبيع نفسه..... اخذه البائع مع تضمين المشترى ارش النقصان ـ (بيع القاسد ـ دولة الكويت ج٩ صـ١١٣)

প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়াহ ৯/১১৩, শামী ৫/১০০, হিদায়া ৩/৬২, ফাতহুল কাদীর ৬/৯২)

আম, লিচু প্রকাশের পূর্বেই বাগান বিক্রি

প্রশ্ন : যেই সমস্ত স্থানে আম বাগান ও লিচু বাগান ইত্যাদি কয়েক বছরের জন্য বিক্রি করা হয়, এভাবে কয়েক বছরের জন্য আম বাগান ও লিচু বাগান ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েয আছে?

উত্তর : আম লিচু প্রকাশের পূর্বে আম বাগান ও লিচু বাগান বিক্রি করা জায়েয হবে না কারণ এটা অস্তিত্তহীন। আর অস্তিত্বহীন বস্তু এর ক্রয়-বিক্রয় সর্ব সম্মতিতে নাজায়েয। সুতরাং কোনো স্থানে কয়েক বছরের জন্য কোনো ফলের বাগান বিক্রয় করাও জায়েয নেই।

وفى البحر الرائق : والحمل والنتاج أى لا يجوز بيعهما... والنتاج حمل الحبلة والبيع فيهما باطل لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل وحبل الحبلة ولما فيه من الغرور (باب البيع الفاسد ٧٤/٦ رشيدية)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ২/১০, ফাতহুল কাদীর ৬/৫০, আল বাহরুর রায়েক ৬/৭৪

পণ্য অনুপস্থিত রেখে বিক্রয় করা

প্রশ্ন : মালিকের নিকট মাল আসার পূর্বেই অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : না-এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নাই।

وفى الدر المختار: لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ماليس عند الانسان ... لانعدام الركن (باب البيع الفاسد ٢٤/٢)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ২/৪, দুররে মুখতার ২/২৪, হিদায়া ৩/৫১, নাসায়ী ২/১৯৬

বিধর্মী রাষ্ট্রের খাদ্য সামগ্রী ক্রয়ের বিধান

প্রশ্ন : বিধর্মী রাষ্ট্রের খাদ্য দ্রব্য/পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের বিধান কি?

উত্তর : কোন খাদ্য বা পণ্যের ব্যাপারে যদি নিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে উক্ত খাদ্য বা পণ্য হারাম জিনিস দ্বারা তৈরি তাহলে সেটা ক্রয় করা যাবে না। এছাড়া সাধারণভাবে ক্রয় করা বৈধ আছে।

كمافى الصحيح لمسلم : عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودى طعاما ورهنه درعامن حديد - (٣١/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ২/৩১, হিদায়া ৪/৪৫৩, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৪৪

মুসলমানের গোশত হিন্দু বিক্রয় করলে ক্রয়ের হুকুম

প্রশ্ন : যদি মুসলমান যবাই করে আর হিন্দু ঐ গোশত বিক্রয় করে তাহলে মুসলমানদের জন্য ক্রয় করা বৈধ কিনা?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে উক্ত স্থানে মুসলমান যদি উপস্থিত না থাকে তাহলে গোশত ক্রয় করা বৈধ নয়।

كمافى الشامية: ومفاده ان مجرد كون البائع مجوسيا يثبت الحرمة فانه بعد اخباره بالحل بقوله ذبحه مسلم يكره اكله فكيف بدونه تامل - (باب الحظرو الاباحة ٣٤٤/٦سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩৪৪, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৮৬, শামী ৬/৩৪৪

খেজুরের রস বিক্রির জন্য গাছ ভাড়া নেওয়া

প্রশ্ন : শীতকালে খেজুরের রস বিক্রেতা মালিকের নিকট থেকে খেজুর গাছ ভাড়া নেয় এই শর্তে যে পূর্ণ শীতে খেজুরের রস বিক্রি করে মালিকের ভাড়া পরিশোধ করে দেবে। এভাবে কারবার জায়েয আছে কি না?

উত্তর : এভাবে শুধু রসের উদ্দেশ্যে খেজুর গাছ ভাড়া দেওয়া নেওয়া জায়েয নেই। তবে যদি রস বিক্রি করা পূর্ণ টাকা মালিককে দিয়ে উক্ত ব্যক্তি নিজের শ্রমের বিনিময় মালিকের নিকট থেকে নির্ধারিত টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে নেয় তাহলে বৈধ হবে।

كمافى الشامية: وانما لا يصح استئجار الاشجار ايضالما مر انها تمليك منفعة - ٨/٦)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৮ হিদায়া ৪/১৮ মাউসুআ ১/৬০

দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করা

প্রশ্ন : দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রির বিধান কি?

উত্তর : দুধে পানি মিশিয়ে ক্রেতাকে না জানিয়ে বিক্রি করা জায়েয নাই। কেননা এতে ক্রেতাকে ধোকা দেওয়া হয়, যা সম্পূর্ণ হারাম।

كما فى اعلاء السنن: عن ابى هريرة ﷺ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ياصاحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء يارسول الاس قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منا۔ (باب حرمة الغش ٥٨٧٩/١٣ دارالفكر)

প্রমাণ ঃ ইলাউস সুনান ১৩/৫৮,৭৯-৮০ মুয়াত্তা ইমাম মালেক ২/২৭৫, শামী ৬/৪৭

ঘরের ছাদ বিক্রির বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি কোন ঘরের উপরের অংশ (ছাদ) বিক্রয় করে, আর ঘরের নিচের অংশ (ভিত্তি) বিক্রি না করে। তাহলে তার এই ধরনের বেচা-কেনা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যদি বাড়ির উপরের অংশ (প্রথম তালা বাদ দিয়ে তার উপরের অংশ) বিদ্যমান থাকে এবং উপরের অংশের জন্য ভিত্তি করা থাকে। তাহলে বাড়ির উপরের অংশ বিক্রয় করা জায়েয। আর যদি উপরের অংশ ভেঙ্গে যায় বা না থাকে এবং ভিত্তি করা না থাকে তাহলে বিক্রয় জায়েয হবে না।

كما فى رد المحتار: (تنبيه) لو كان العلو لصاحب السفل فقال بعتك علو هذا السفل بكذا صح ويكون سطح السفل لصاحب السفل وللمشترى حق القرار. (باب البيع الفاسد جـ٥ صـ٥٢ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৫/৫২, হিদায়া ২/৪৬, আলমগীরী ৩/২৯, বাদায়ে ৪/৩৭০, আল বাহরুর রায়েক ৬/৮১)

উট বা গরুর স্তনের দুধ বিক্রি করা

প্রশ্ন : উট বা গরুর স্তনে দুধ রেখে বিক্রি করলে তা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : জায়েয হবে না।

وفى البناية : ولا اللبن... اى لا يجوز بيع اللبن فى الضرع للغرر و قد نهى عن الغرر

فعساه انتفاخ اى فعل الضرع منتفخ فيظن لبنا وهو الغرور - (كتاب البيوع جـ٨ صـ١٤٨ اشرفية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৪, হামিশাতে দুররে মুখতার ২/২৪, বিনায়া ৮/১৪৮, আল বাহরুর রায়েক ৬/৭৪)

পশুর পেটের বাচ্চা গর্ভপাতের পূর্বে বিক্রি করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি ছাগলের গর্ভের বাচ্চা বিক্রি করলো জন্ম হওয়ার পূর্বে। তাহলে কি উক্ত বিক্রি করা জায়েয হবে?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে বিক্রি করা জায়েয হবে না।

وفى فتح القدير: ولا النتاج لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل وحبل الحبلة ولان فيه غررا - (باب بيع الفاسد جـ٦ صـ٥٠ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/৫১, ফাতহুল কাদীর ৬/৫০, কিফায়া ৬/৫০, বিনায়া ৮/১৪৭, নাছবুর রায়া ৪/৩২)

বাইয়ে ফাসেদের মাধ্যমে বিক্রিত জমিনে মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : যদি কোন জমিকে বাইয়ে ফাসিদ পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হয় এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয় তাহলে সেটাকে রহিত করার অধিকার থাকবে কি না?

উত্তর : না মসজিদ নির্মাণ করার পরে উল্লেখিত বাইকে রহিত করার অধিকার থাকবে না।

كما فى العالمغيرية: ولو باع ارضابيعا فاسدا فجعلها المشترى مسجدا لا يبطل حق الفسخ مالم يبن. (الباب العاشر فى الشروط التى تفسد البيع جـ٣ صـ١٥١ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/১৫১, কাযীখান ২/৯৬, বিনায়া ৮/২০৬, আল বাহরুর রায়েক ৬/৯৬, বাদায়ে ৪/৫৮৯, নাছবুর রায়্যা ৪/১৫০, ফাতহুল কাদীর ৬/১০২)

নির্ধারিত মূল্য ছাড়া ক্রয় বিক্রয়

প্রশ্ন : কোন এক ব্যক্তি ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে কিছু মালপত্র ক্রয় করল, অতঃপর এই মালগুলো অপর এক ব্যক্তির কাছে এই ভাবে বিক্রয় করল যে, আপনি যদি এই মাল-পত্র গুলো এক মাসের বাকিতে ক্রয় করেন। তাহলে এই মাল-পত্রগুলোর দাম একত্রিশ হাজার পাঁচ শত টাকা, এভাবে যত মাস বাকি রাখবেন প্রত্যেক মাসে পনের শত টাকা করে বাড়তে থাকবে। এই শর্ত সাপেক্ষে বেচাকেনা শেষ করা হলো। অতঃপর ক্রেতা কথা বললো যে আপনি যদি প্রত্যেক মাসের মুনাফা প্রত্যেক মাসে নিতে চান তাহলে নিতে পারেন আর

যদি সমস্ত মুনাফার টাকা একত্রে নিতে চান তাহলে তাও নিতে পারেন। উক্ত বর্ণিত মাসআলা শরীআতের দৃষ্টিতে সহীহ আছে কি না? যদি না থাকে তাহলে কিভাবে সহীহ হতে পারে।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে ক্রয় বিক্রয় শরীআত সম্মত না বরং তা সুদ হওয়ার কারণে হারাম হবে। তবে এর জায়েয সুরত বা পদ্ধতি হল এই যে, সম্ভাব্য যত মাসের বাকীতে মাল ক্রয় বিক্রয় হবে এবং যতটাকা বাকীর কারণে অতিরিক্ত ধার্য করবে এ মূল্যকে আসল মূল্যের সাথে গণ্য করে দাম নির্ধারণ করে ক্রয় বিক্রয় করলে সহীহ হবে। এখন টাকা ক্রেতা ইচ্ছা করলে নির্ধারিত সময়ে এক সাথে পরিশোধ করবে অথবা মাসে মাসে কিস্তিতেও পরিশোধ করতে পারবে। তবে কিস্তির টাকা যেন ধার্যকৃত টাকার চেয়ে বেশী না হয়।

كما فى الموسوعة الفقهية: ربا النسيئة وهو الزيادة فى الدين نظير الاجل او الزيادة فيه .... كان سبب الدين بيعا كان او قرضا ـ (ربا وزارة الاوقاف بالكويت ـ ج۲۲ ص ـ ۵۷)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২২/৫৭, ফাতহুল কাদীর ৫/১৩৫, হিদায়া ২/৭৪, ইনায়া ৬/১৩৩)

চোরাই পথে আমদানীকৃত মাল বিক্রি করা

প্রশ্ন : আমি একজন ঔষধ বিক্রেতা, আমি ব্যক্তিগত ঔষধ বিক্রয়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় আইনে অবৈধ ঔষধ যেমন: চোরাই পথে আমদানীকৃত ঔষধও বিক্রি করে থাকি। এখন আমার জানার বিষয় হলো এভাবে ঔষধ বিক্রি করা জায়েয হবে কি না? এবং এর মাধ্যমে উপার্জিত টাকা দ্বারা ফায়দা হাছিল করা যাবে কিনা?

উত্তর : ব্যবসার ক্ষেত্রে শরয়ী মূলনীতিসমূহ হতে একটি হলো রাষ্ট্রীয় আইন কানুন মেনে চলা। ইসলামী শরীআত সমকালীন সরকারকে এ অধিকার দিয়েছে যে, রাষ্ট্র ও জনস্বার্থের কল্যাণে এমন কোন বস্তু বা কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে যেগুলো মৌলিকভাবে হারাম নয়। বরং মুবাহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তা দ্বারা সমাজে ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে তাই সরকার কর্তৃক উল্লেখিত বিধিনিষেধ মেনে চলা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক সুতরাং উল্লেখিত ঔষধের ক্রয় বিক্রয় না জায়েয। এবং এর মাধ্যমে উপার্জিত টাকা দ্বারা ফায়দা হাছিল করাও নাজায়েয।

كما فى القران الكريم: يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ـ سورة النساء ۵۹

(প্রমাণ : সূরা নিসা ৫৯, মুসলিম শরীফ ২/১২৪, আহকামুল কুরআন-২/২৮৮)

ক্রেতাকে উকিল বানিয়ে পণ্য ক্রয় করে তার কাছে বিক্রি করা

প্রশ্ন : আমরা কয়েকজন মিলে একটি সমিতি করেছি। এই সমিতির ব্যবসার একটি পদ্ধতি হল, কোন প্রয়োজনপ্রার্থী এসে আবেদন করে যে, আমরা যেন সমিতির থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে বাকিতে লাভে তার কাছে বিক্রি করি। আর মেয়াদ শেষ হলে সে টাকা পরিশোধ করে দিবে। আমরা তার কথা মত তাকে উকিল বানিয়ে উক্ত জিনিসের বাজার মূল্য দিয়ে দেয়। সে উহা কিনে নেয় এবং মেয়াদ শেষে টাকা পরিশোধ করে দেয়। শরয়ী দৃষ্টিতে এ ধরনের ব্যবসা শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিতে একই ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রতা হওয়া শুদ্ধ নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ব্যবসা করাও শুদ্ধ হবে না। বরং ইহা সুদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে যদি সমিতির পক্ষ থেকে কোন সদস্য বা উকিল কিনে দেয়, তাহলে শুদ্ধ হবে।

وفی الهداية مع فتح القدير: والواحد يتولى طرفی عقد النكاح بخلاف البيع۔ (كتاب البيوع جـ٥ صـ٤٥٨ رشيدية)

(প্রমাণ : আবু দাউদ ২/৪৮০, আলমগীরী ৩/২ হিদায়া ২/৩২২, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৫৮)

সমিতির মাধ্যমে ক্রয়কৃত মাল হস্তগতের পূর্বে বিক্রি করা

প্রশ্ন : আমাদের এখানে কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরাম একটি সমিতি করেছেন, সমিতির উন্নয়ন কল্পে তারা একটি ব্যবসা পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন যার সুরত নিম্নরূপ।

একজন লোক যার টাকার প্রয়োজন সমিতি সরাসরি তাকে টাকা দিবে না বিধায় সে সমিতির নিকট নির্দিষ্ট একটি পণ্য যথা সিমেন্ট ক্রয়ের আবেদন করে, সে পণ্যটি সমিতির নিকট থাকে না বরং পণ্যের ব্যাপারে সমিতির নির্দিষ্ট একটি দোকানের সাথে পূর্ব হতে চুক্তি থাকে। গ্রাহক কর্তৃক প্রস্তাব পেয়ে সমিতি নির্দিষ্ট দোকান হতে নগদ টাকায় পণ্য ক্রয়ের চুক্তি করে অতঃপর সে পণ্য গ্রাহকের নিকট বাকীতে বেশী মূল্যে বিক্রয় করে। গ্রাহক নগদ টাকার প্রয়োজনে কমমূল্যে আবার সে দোকানদারের নিকট বিক্রয় করে দেয়। এ ক্ষেত্রে (ক) এমনও হয় যে প্রস্তাবিত পণ্যটি মূলতঃ দোকানদারের নিকটে চুক্তির পরিমাণ মজুদ থাকে না। যা থাকে এর মাঝেই, উদাহরণতঃ দুইশ বস্তা ধরে প্রথমে সমিতি ক্রয় করে অতঃপর গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে গ্রাহকও দুইশত বস্তা ধরে নিয়ে পুনরায় দোকানে বিক্রি করে দেয়। বা (খ) এমনও হয় যে চুক্তির পরিমাণ মজুদ আছে যা প্রথমে সমিতি ক্রয় করে পরে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে তবে দোকানদার হতে সমিতি পণ্য পৃথক ভাবে বুঝে নেয় না। তেমনি সমিতি হতে গ্রাহকও সে

পণ্য বাহ্যত বুঝে নিয়ে অতঃপর দোকানদারের নিকট বিক্রয় করা হয় না বরং সবগুলি চুক্তিই শুধু মৌখিক ভাবে সমাধান করে নেয়া হয়। পণ্য নিজ জায়গায়ই দোকানদারের পণ্যের সাথে পরে থাকে। অথবা এমন হয় যে দোকানদার হতে সমিতি পণ্য ক্রয় করে তা পৃথক ভাবে বুঝে নিয়ে অতঃপর গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে গ্রাহক তা নিজ যিম্মায় বুঝে নিয়ে পূনরায় দোকানদাররের নিকট বিক্রি করে। এক্ষেত্রেও লক্ষনীয় যে গ্রাহক কর্তৃক পুনরায় পূর্বের দোকানদারের নিকট বিক্রয়ের শর্তটি সমিতি কর্তৃক দোকান হতে ক্রয়ের সময়ই عرفا বা شرطا নির্ধারিত থাকে। সে শর্তের ভিত্তিতেই সে নির্দিষ্ট কমমূল্যে পুনরায় ক্রয়ে বাধ্য থাকে এ মূল্যে অন্য কোন দোকানদার আদৌ ক্রয় করবে না।

জানার বিষয় হল উপরোক্ত সুরত সমূহে ক্রয় বিক্রয় জায়েয হয় কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে জায়েয হওয়ার বিকল্প এমন কোন পদ্ধতি আছে কি? যাতে সমিতিও লাভবান হয় গ্রাহকও সুবিধা পায়।

উত্তর : কেনা-বেচার ক্ষেত্রে مبيع তথা বিক্রয়ের মাল আকদের সময় বিক্রেতার মালিকাধীন এবং বিক্রেতা কর্তৃক হস্তান্তরের যোগ্য থাকা জরুরী। অপরদিকে অস্থাবর পণ্য ক্রয়ের পর অন্যত্র বিক্রি সহীহ হওয়ার জন্য উক্ত মাল ক্রেতার আয়ত্বে ও কব্জায় আসা জরুরী। আয়ত্বে আসার নূন্যতম সুরত হল ক্রয়কৃত বস্তু বিক্রেতার অন্যান্য মাল হতে পৃথক করে ক্রেতা নিজে বা নিজস্ব প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজ যিম্মায় এমন ভাবে বুঝে নেয়া যে, এ অবস্থায় পণ্যটি নষ্ট হলে সম্পূর্ণ দায় ক্রেতাই বহন করবে। এমনভাবে বুঝে না নিলে অন্যত্র পুনরায় বিক্রি গ্রহণ জায়েয হবে না।

বেচা কেনা সহীহ হওয়ার আরেকটি শর্ত হল, বেচা-কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতার জন্যে লাভজনক অথচ অপ্রাসঙ্গিক এমন কোন শর্তরোপ করা সহীহ হবে না। বরং সেক্ষেত্রে কেনা-বেচা ফাসিদ বলে পরিগণিত হবে।

উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে প্রশ্নে বর্ণিত সুরতগুলোর কোন সুরতেই কেনা বেচা সহীহ নয়, বরং ফাসিদ ও নাজায়েয। কারণ প্রশ্নোক্ত প্রথম সুরতে বিক্রয়ের সময়ে বিক্রয়ের পরিমাণ মাল বিক্রেতার মালিকানাধীন থাকে না। আর দ্বিতীয় সুরতে ক্রেতা ক্রয়কৃত মালামাল, নিজ যিম্মায় গ্রহণ না করেই অন্যত্র বিক্রি করে দিচ্ছে। আর তৃতীয় সুরতে বেচা কেনার ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক বা পূর্বালোচনার ভিত্তিতে যেহেতু দোকানদারের উপর পুনরায় ক্রয়ের শর্ত আরোপিত থাকে, যার কারণে পরর্বতীতে গ্রাহক হতে পূর্ব নির্ধারিত মূল্যেই সে মালটি ক্রয় করতে বাধ্য থাকে। সুতরাং শর্তটি শর্তে ফাসিদ, কাজেই এই পদ্ধতিটিও ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

প্রকাশ থাকে যে, সহীহ ভাবে বাইয়ে মুরাবাহা করার পদ্ধতি হলো যে, সমিতি কর্তৃক সর্বাবস্থায় নির্দিষ্ট কোন পণ্যের বেচা-কেনা না করে গ্রাহক তার চাহিদা অনুযায়ী ও প্রয়োজন মুতাবেক যে কোন পণ্যের আবেদন করবে। অতঃপর সমিতি উক্ত পণ্য যে কোন দোকান হতে খরীদ করে নিজের দায়িত্বে নিয়ে তার পর গ্রাহকের নিকট বাকীতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেশী দামে বিক্রি করবে। অতঃপর গ্রাহক সে পণ্য নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করবে এবং সময়মত মূল্য পরিশোধ করবে।

হ্যাঁ এমনও গ্রাহক থাকতে পারে যার প্রকৃত পক্ষে টাকারই প্রয়োজন বিধায় সমিতি থেকে ক্রয়কৃত পণ্যটি বিক্রি করতে বাধ্য, সেক্ষেত্রে সমিতি দোকানদার বা ক্রেতা কর্তৃক কোন শর্তারোপ না করে স্বাধীনতা থাকার প্রয়োজন, যেন দোকানদার পুনরায় ক্রয়ে বাধ্য না হয়, তদ্রূপ ক্রেতাও উক্ত দোকানদারের নিকট পুনরায় বিক্রয়ে বাধ্য নয় বরং সে অন্যত্রও বিক্রি করতে পারবে। এভাবে স্বাধীনতা থাকলে উক্ত লেন দেন সহীহ হবে।

وفی رد المحتار : ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلامانع ولا حائل الخ قال فی الشامية وحاصله ان التخلية قبض حكما لومع القدرة عليه بلاكلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع .... قوله بلامانع بان يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره الخ جـ٤ صـ٥٦١)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ ১/২৯০, মুসলিম ৩/৭৪, রদদুল মুহতার ৪/৫৬১, দুররে মুখতার ৫/৮৪)

অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাকিতে বিক্রি করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি এই শর্তে জমি বিক্রি করে যে ক্রেতা জমি ক্রয় করার সময় অর্ধেক মূল্য আদায় করবে। আর অবশিষ্ট মূল্য অনির্দিষ্ট কোন এক সময়ে আদায় করবে। উক্ত ক্রয় বিক্রয় শরীআতে বৈধ কি না?

উত্তর : বাকীতে ক্রয় বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য শর্তসমূহের মধ্য হতে একটি হলো মূল্য পরিশোধের সময় নির্দিষ্ট থাকা। উল্লেখিত সুরতে অবশিষ্ট মূল্য আদায় করার সময় যেহেতু অনির্দিষ্ট তাই উক্ত ক্রয় বিক্রয় সহীহ হবে না।

كمافى الدر المختار مع الشامية : وصح بثمن حال وهو الاصل ومؤجل الى معلوم لئلا يفضى الى النزاع. (كتاب البيوع جـ٤ صـ٥٣١ سيعد)

(প্রমাণ : হিদায়া-৩/২১, দুররে মুখতার-২/৬, শামী ৪/৫৩১)

মাল স্টক রেখে বিক্রি করা

প্রশ্ন : খাদ্য ক্রয় করার পর যদি বেশী দামে বিক্রি করার জন্য গুদামজাত করে অন্য শহরে নিয়ে যায়। তাহলে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : খাদ্য গুদামজাত করে অন্য শহরে নেয়ার দ্বারা যদি নিজ শহরের লোকদের উপর কষ্ট হয় তাহলে মাকরূহ হবে। অন্যথায় জায়েয হবে।

كما فى العالمغيرية : واذا اشترى من مكان قريب من المصر فحمل طعاما الى المصر وحبسه وذلك يضر باهله فهو مكروه ـ (فى الاحتكار جـ٣ صـ٢١٣ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/২১৩, দুররে মুখতার ২/২৪৮, হিদায়া ৪/৪৭০, বাদায়ে ৪/৩০৮)

ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই পণ্য ধ্বংস হওয়া

প্রশ্ন : ক্রয় বিক্রয় সংগঠিত হওয়ার পূর্বে যদি পণ্য ক্রেতার হাতে ধ্বংস হয়ে যায়। তাহলে ক্রেতার উপর উক্ত পণ্যের জরিমানা আবশ্যক হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে ক্রেতার উপর জরিমানা আবশ্যক হবে না।

وفى البحر الرائق: لو قال هذا الثوب لك بعشره فقال هاته حتى انظر اليه اوحتى آريه غيرى فاخذه فضاع قال ابو حنيفة لا شيئ عليه ـ (خيار الشرط جـ٦ صـ١١ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : শামী ৪/৪৭৪, হিদায়া-৩/৩০, আল বাহরুর রায়েক ৬/১১)

ধোঁকা-প্রতারণা ও দালালী

কাজ এনে দিয়ে টাকা চাওয়া

প্রশ্ন : মামুনুর রশিদ এক দোকানে কন্ট্রাকে আলমারী রং করার কাজ করে একই দোকানে মাসিক বেতনে মেরামতের কাজ করে রাকিব। এক ব্যক্তি আলমারী মেরামত করতে উক্ত দোকানে আসলে রাকিব তা মেরামত করে বলল আমাদের দোকানে ভাল রং মিস্ত্রি রয়েছে। ঐ ব্যক্তি মামুনুর রশীদ দ্বারা কাজ করাতে চাইলে রাকিব মামুনকে বলে আমাকেও টাকার অংশে শরীক রাখতে হবে। আমার জানার বিষয় হল রং করার টাকা থেকে চুক্তি সাপেক্ষে মেরামত মিস্ত্রি রাকিবকে টাকা দেয়া ও তার জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ হবে কি?

উত্তর : রং মিস্ত্রি মামুন ও আলমারী মালিকের মধ্যে মজুরী নির্ধারণ করার পূর্বে রাকিব টাকা দাবী করে থাকলে জায়েয হবে। আর যদি মজুরী নির্ধারণের পর দাবী করে তাহলে টাকা দেয়া ও নেয়া মাকরূহ হবে।

وفى الموسوعة الفقهية : اذا كان السوم قبل الاتفاق والتراضى على الثمن فلا حرمة فيه ولا كراهة لانه من باب المزايدة وذلك جائز أما بعد الاتفاق على مبلغ الثمن فمكروه عند الحنفية. (ج٢٥ ص-٢٩٣ مكتبة ......)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-২/১৭৫, শামী-৬/৬৩, ৬/৪২, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-২৫/২৯৩, আল ফিকহুল ইসলামী-৪/১২৯)

অন্য কোম্পানির পণ্যের গায়ে নিজের মনোগ্রাম লাগানো

প্রশ্ন : অনুমতি ব্যতিত কোন কোম্পানির পণ্যের গায়ে অন্য কোম্পানির মনোগ্রাম লাগিয়ে বিক্রয় করা যাবে কি?

উত্তর : না, অনুমতি ব্যতিত এরূপ করা যাবে না। কেননা এটা ক্রেতাকে স্পষ্ট ধোকা দেওয়া হয়, যা শরীয়তে হারাম।

وفى البحر الرائق : كتمان عيب السلعة حرام (باب خيارالعيب ٣٥/٦)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/৭০, তিরমিযী ২/২৪৫, আল আল বাহরুর রায়েক ৬/৩৫, হিদায়া ৩/৪০, আলমগীরী ৩/৬৬

দালাল যে সকল সুরতে পারিশ্রমিক নিতে পারবে

প্রশ্ন : দালালের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কি না?

উত্তর : দালালের জন্য তার মেহনত ও কর্ম অনুপাতে উভয়ের থেকে পূর্ব নির্ধারিত শর্তানুযায়ী পারিশ্রমিক দেয়া ও নেয়া উভয়টাই জায়েয। তবে দালালের পারিশ্রমিক ক্রয় বা বিক্রয়ের আগেই নির্দিষ্ট করে নিবে। যাতে পরে ঝগড়া না হয়।

وفى البزازية : اجارة السمسار والمنادى والحمامى والصكاك ومالا يقدر فيه الوقت ولامقدار العمل لما كان للناس به حاجة جاز ويطيب الاجر المأخوذ لو قد رأجر المثل - كتاب الاجارة ج٥ ص-٤٠ حقانية)

(প্রমাণ : মুসলিম ২/৪, শামী ৬/৬৩, বাযযাযিয়া ৫/৪০, কাযীখান ২/৩২৬, তিরমিযী ২/২২৯)

দালালী করে পণ্যের দাম বাড়ানো

প্রশ্ন : দুই ব্যক্তির ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে তৃতীয় এক ব্যক্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্য না করে ধোঁকা দিয়ে দাম বাড়ানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : জায়েয নাই।

وفى كنـزالداقائق : وكره النجش والسوم على سوم غيره - (بيوع ص-٢٤٣ اشرفية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ৬/৯৯, ফাতহুল কাদীর ৬/১০৬, বিনায়া ৮/২১১, কানযুদ দাকায়েক ২৪৩, কিফায়া ৬/১০৭, হিদায়া ২/৬৬)

ব্যবসায়ীকে সাহায্য কারীর লভ্যাংশ নেয়ার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যবসায়ীর সাথে এক লোকের সুসম্পর্ক আছে বিধায় সে তৃতীয় কারো টাকা এনে ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করার জন্য দিয়েছে এবং টাকার মালিকের সাথে চুক্তি করে নিয়েছে যে, উক্ত ব্যবসায় তোমার ভাগে যা লাভ আসবে তা থেকে এত ভাগ আমাকে দিতে হবে, এরূপ লাভ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, উল্লেখিত লাভ গ্রহণ করা জায়েয হবে।

كما فى الدر لمختار مع الشامية: ولو قال له ماربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثانى النصف واستويا فيما بقى لانه لم يربح سواه. (باب المضارب يضارب جـ٥ صـ٦٥٣ سعيد)

(প্রমাণ : শামী-৫/৬৫৩, হাশিয়ায়ে হিদায়া ৩/২৪৬, ইনায়া ৭/৪৩২)

মালিককে না জানিয়ে কাজ করা

প্রশ্ন : জনাব বিনীত এই যে, আমি একজন রং কন্ট্রাকটর। আমি বিল্ডিং এর কাজ নিতে হলে আমাকে, কোন লোক মারফত কথা বলতে হয়। আর ঐ লোক, ইঞ্জিনিয়ার বা ম্যানেজার বা দারোয়ান অথবা মালিক পক্ষের কেউ হইতে পারে, সে আমাকে এই শর্ত দিল যে আমাকে ১০,০০০/= দশ হাজার টাকা দিলে আমি এই কাজটা তোমাকে দিব অথবা আমি তাকে বললাম যে ভাই আমি আপনাকে ১০,০০০/= দশ হাজার টাকা দিব। কাজটা আমাকে দিন। আরেকটা সুরত হল, আমি প্রতি পার স্কয়ার ফুট হিসাবে কাজ করি অর্থ মাপে (টাকা দিয়ে), সে আমাকে বললো তোমাকে এই কাজ দিব ৩ টাকা ফুট, তুমি নিবা ২.৫০ দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা। আর আমি নিব ৫০ পয়সা। এই কথাটা সেও বলতে পারে। আবার আমিও তাহাকে বলতে পারি, ভাই কাজটা দেন আপনাকে আমি ঐ শর্ত অনুযায়ী বললাম। উল্লেখিত সুরতে আমার জন্য এই কাজ করা বৈধ কি না। অথবা এই পথ ছাড়া অন্য কোন বৈধ রাস্তায় কোন সুরত থাকলে আমাকে জানিয়ে অবহিত করবেন।

উত্তর : মালিকের কাজে নিয়োজিত দারোয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজারকে কমিশন দিয়ে কাজ করা সাধারণত: মালিকের অজান্তেই হয়ে থাকে, মালিক জানলে তা নিশ্চয়ই অনুমোদন করত না। পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে কমিশন দেওয়ার স্বার্থে কাজ নিম্নমানের করা হতে পারে, অথবা কাজের বিল সাধারণের চেয়ে বেশী ধরা হয়, কমিশন খোর ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার নিজ কমিশন পাওয়ার স্বার্থে তা এড়িয়ে যায় বরং ক্ষেত্র বিশেষে উৎসাহিত করে। মোটকথা এভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে

মালিক পক্ষ সাধারণত : ক্ষতি ও ধোঁকার শিকার হয়। সুতরাং মালিক পক্ষের কোন লোককে কমিশন দিয়ে কাজ নেয়া জায়েয হবে না।
হ্যাঁ মালিক পক্ষ ব্যতিত তৃতীয় কোন এজেন্সীর মাধ্যমে যদি কাজ করেন এবং এজেন্টকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা নির্দিষ্ট হারে কমিশন দেওয়ার চুক্তি করেন তাহলে তা জায়েয হবে, যদি কোন প্রতারণার আশ্রয় না নেয়া হয়।

وفی الشامیة : وفی الدلال والسمسار یجب اجر المثل... وفی الحاوی سئل محمد بن سلمة عن اجُرة السمسار فقال ارجو انه لا بأس به وان کان فی الاصل فاسدًا الکثرة التعامل وکثیر من هذا غیر جائز فجوزوه لحاجة الناس الیه ـ رد المحتار. ج٦ صـ٦٣

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ-২/২, শামী-৬/৬৩, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১১/৩১০)

দুধে পানি ও মধুতে সিরা মিশিয়ে বিক্রি করা

প্রশ্ন : দুধে পানি ও মধুতে সিরা মিশিয়ে বিক্রি করার বিধান কি জানতে চাই?
উত্তর : ক্রেতাকে না জানিয়ে দুধে পানি ও মধুতে সিরা মিশিয়ে বিক্রি করা জায়েয নেই, কেননা এতে ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়া হয়, যা সম্পূর্ণ হারাম।

وفی مشکوة المصابیح : عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اوتمن خان (باب الکبائر وعلامات النفاق ١٧ اشرفیة)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ২/২, মিশকাত ১/১৭, আল বাহরুর রায়েক ৬/৭৪

বাইয়ে মুরাবাহা, সলম ও সরফ

বাইয়ে মুরাবাহার মধ্যে নকশাকারী বা রংকারীর মজুরী

প্রশ্ন : বাইয়ে মুরাবাহ এর মধ্যে ধোপী, নকশাকারী ও রংকারীর মজুরী মূল মূল্যের সাথে যোগ করা জায়েয হবে কি না?
উত্তর : হ্যাঁ জায়েয হবে।

وفی الهدایة : ویجوز ان یضیف الی راس المال اجرة القصار والطراز والصبغ والفتل واجرة حمل الطعام لان العرف جار بالحاق هذه الاشیاء براس المال فی عادة التجار ولان کل ما یزید فی المبیع او فی قیمته یلحق به ـ (باب المرابحة والتولیة جـ٣ صـ٧١ المکتبة الاشرفیة)

(প্রমাণ : আলমগীরী- ৩/১৬১, হিদায়া-৩/৭১, আল বাহরুর রায়েক-৬/১০৯, দুররে মুখতার-৫/১৩৫, ফাতহুল কাদীর-৬/১২৫)

বাইয়ে সলমে পণ্য না দিয়ে টাকা দেওয়া ঃ

প্রশ্ন : বাইয়ে সলমে যদি পণ্য না দিয়ে তার বিনিময়ে টাকা দেয় তাহলে বৈধ হবে কিনা?

উত্তর : না, বৈধ হবে না। বরং পণ্যই দিতে হবে।

وفى فتح القدير : غير الدراهم والدنا نير اما الدرا هم والدنانير فان اسلم فيها دراهم او دنافير فالاتفاق انه باطل۔ (باب السلم ۲/۲۰٦ رشيدية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/৪৭, ফাতহুল কাদীর ৬/২০৬, কুদুরী ৮৪, হাশিয়ায়ে কানযুদ দাকায়েক ২৫৩

বাইয়ে সলমের পরিচয় ও শর্তসমূহ

প্রশ্ন : বাইয়ে সলম কাকে বলে এবং বাইয়ে সলম শুদ্ধ হওয়ার শর্ত কয়টি।

উত্তর : বাইয়ে বলা হয় নগদ কোন জিনিসের বিনিময়ে বাকী, কোন জিনিস বিক্রি করা।

তিন ধরনের বস্তুর মধ্যে বাইয়ে সলম জায়েয আছে।

১. কায়লি বস্তুর মধ্যে। ২. ওজনী বস্তুর মধ্যে। ৩. গজ পরিমাপিত বস্তুর মধ্যে। বাইয়ে সলম জায়েয হবে না সাতটি শর্ত পাওয়া না গেলে।

১। শ্রেণী নির্ধারণ করা যেমন গম, না যব। ২। প্রকার নির্ধারণ করা সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসল না বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত। ৩। গুণ নির্ধারিত করা যে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট। ৪। পরিমাণ নির্ধারণ করা যে প্রচলিত কোন মাপ-পাত্রের এত পাত্র কিংবা ওজন হিসেবে এত পরিমাণ। ৫। মেয়াদ নির্ধারণ করা। ৬। মূলধন যদি এমন হয় যার পরিমাণের সাথে চুক্তি সম্পর্ক যুক্ত তাহলে মূল ধনের পরিমাণ জানা যে পাত্র বা ওজন বা গণনা পরিমাপিত বস্তু। ৭। চুক্তিকৃত দ্রব্য যদি এমন হয় যেটা পরিবহন ও খরচ সাপেক্ষ তাহলে সম্পন্নের স্থান নির্ধারণ করা।

وفى كنـزالدقائق: وشرطه بيان الجنس والنوع والصفة والقدر والاجل واقله شهر وقدر راس المال فى المكيل والموزون والمعدود ومكان سم الايفاء فيما له حمل من الاشياء وما لا حمل له يوفيه حيث شاء. بيوع صـ۲٥٥ اشرفى بك)

(প্রমাণ : খাযানাতুল ফিক্হ ১৭৮, ফাতহুল কাদীর ৬/২০৪, দুররে মুখতার ২/৪৮, কানযুদ দাকায়েক ২৫৫, আল বাহরুর রায়েক ৬/১৬১, কুদুরী ১১৬)

বাইয়ে সলমে সময় নির্দিষ্ট করা জরুরী

প্রশ্ন : বাইয়ে সলমের ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট হওয়া জরুরী কি? যদি জরুরী হয় তাহলে সর্ব নিম্নে সময় কতদিন

উত্তর : হ্যাঁ বাইয়ে সলম এর ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট হওয়া জরুরী এবং সর্ব নিম্ন সময় হল ৩০ দিন (এক মাস)

وفى الهداية: قال ولا يجوز الا باجل معلوم لما روينا ولا ن الجهاله فيه مفضية الى المنازعة كما فى البيع والاجل ادناه شهر وقليل ثلثة ايام وقيل اكثر من نصف اليوم والاول الاصح۔ باب السلم جـ٣ صـ٩٤

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/৯৪, কিফায়া ৬/২১, দুররে মুখতার ২/৪৮, আল বাহরুর রায়েক ৬/১৫১)

বাইয়ে সলমের মধ্যে পণ্যের পরিমাণ জানা না থাকা

প্রশ্ন : যদি বাইয়ে সালমের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট পাত্রের মাধ্যমে পণ্য মেপে দেয়া বা নেয়ার শর্ত করা হয় যার পরিমাণ জানা নেই তাহলে এ অবস্থায় বাইয়ে সলম জায়েয হবে কি না?

উত্তর : না, বর্ণিত সুরতে বাইয়ে সলম জায়েয হবে না।

وفى العناية : لا يصح السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه اذا لم يعلم مقداره لان التسليم فى السلم متأخر فربما يضيع المكيال او الذراع فيفضى الى المنازعة ۔ (باب السلم جـ٦ صـ٢١٩ الرشيدية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/১৭৯, আল বাহরুর রায়েক ৬/১৫৯, ইনায়া ৬/২১৯, হিদায়া ৩/৯৪, বিনায়া ৮/৩৪৪, কুদুরী ৮৪)

টাকা ও মালের সাথে বাইয়ে সলম করা

প্রশ্ন : আমি পাঁচ হাজার টাকা এনেছি এই শর্তে যে, ৬ মাস পর পাঁচ হাজার টাকার সাথে পাঁচ মণ ধান দিব। এখন জানার বিষয় হল উক্ত পদ্ধতিতে সুদ হবে কি না? এবং বাইয়ে সলম সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত কি কি?

উত্তর : হ্যাঁ আপনার জন্য পাঁচ হাজার টাকার সাথে পাঁচ মণ ধান প্রদান করা সুদ হবে। এবং বাইয়ে সলম বলা হয় নগদ মূল্যে বাকীতে পণ্য বিক্রি করা। উক্ত চুক্তি সহীহ হওয়ার শর্তাবলি নিম্নরূপ–

১। সমস্ত টাকা অগ্রিম দেওয়া।

২। পণ্যের পরিমাণ ও প্রকার বর্ণনা থাকা।

৩। পণ্যের গুণাগুণ জানা থাকা।

৪। দর দাম করে নেয়া।

৫। জিনিস আদায় করার তারিখ এবং কোথায় দিবে তা জানা থাকা।

৬। টাকা দেওয়ার পর থেকে পণ্য আদায় করা পর্যন্ত সব সময় তা বাজারে মাওজুদ থাকা।

وفی القدوری : لا یصح السلم عند ابی حنیفة الابسبع شرائط تذکر فی العقد جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم واجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال......وتسمیة المکان الذی یوفیه فیه اذا کان له حمل ومونة ـ (باب السلم ج۸٤ مکتبة رشیدیة)

(প্রমাণ : শামী ৫/১৭২, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২২/৫০, আলমগীরী ১৩/১৭৯-৮০, ফাতহুল কাদীর ৬/১৪৭, কুদূরী-৮৪)

অগ্রীম টাকা নিয়ে দৈনিক বা মাসিক পত্রিকা বিক্রি করা

প্রশ্ন : অগ্রীম টাকা নিয়ে দৈনিক বা মাসিক পত্রিকা বিক্রি করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : অগ্রিম টাকা নিয়ে পত্রিকা বিক্রি করা বাইয়ে সলম এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে জায়েয হবে, কারণ এখানে মূলত লেনদেন হয় কাগজের যা সারা বৎসর বিদ্যমান থাকে।

کمافی البحر الرائق: وشرطه بیان الجنس والنوع والصفة والقدر والاجل : (باب السلم ٦/١٤٠ رشیدیة)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৬/১৬০, বাদায়ে ৪/৪৪৪, সিরাজিয়্যাহ ৪৪৩, দুররে মুখতার ২/৪৮

বড় মাছের মধ্যে বাইয়ে সলম

প্রশ্ন : বড় মাছের মধ্যে বাইয়ে সলম জায়েয আছে কি না? জায়েয থাকলে কোন শর্ত আছে কি না?

উত্তর : বড় মাছের মধ্যে বাইয়ে সলমের কয়েকটি অবস্থা হতে পারে যথা, হয়ত মাছ তাজা হবে অথবা লবনাক্ত হবে, অতঃপর উভয় প্রকারে বাইয়ে সলম ওজন এর মাধ্যমে করা হবে বা সংখ্যার মাধ্যমে, যদি সংখ্যার মাধ্যমে করা হয় তাহলে উভয় প্রকারের কোনটাতেই বাইয়ে সলম জায়েয হবে না। আর যদি উহার মধ্যে ওজন এর মাধ্যমে বাইয়ে সলম করা হয় এবং মাছ লবণাক্ত হয় তাহলে জায়েয হবে।

আর মাছ যদি তাজা হয় এবং এর চুক্তিটা মৌসুমের মধ্যে হয় এভাবে যে, মাছ উক্ত সময়ের মধ্যে মানুষের হাত থেকে শেষ হবে না, তাহলে জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। আর বড় মাছ যেইগুলোকে টুকরা টুকরা করা হয় উহার গোশতর মাঝে। বাইয়ে সলমের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর দুটি মত রয়েছে প্রথমটি হলো যে সাধারণ গোশতের মাঝে যেমন মোটা তাজা শীর্নতা ইত্যাদির মাঝে ভিন্নতার কারণে জায়েয নেই। সেই ভিত্তিতে ইহাতেও

জায়েয নেই। দ্বিতীয়টি হলো মাছের গোস্তে বাইয়ে সলম জায়েয যেহেতু ইহাতে মোটা তাজা শীর্নতা ইত্যাদি প্রকাশ পায় না তাই ইহা ছোট মাছের ন্যায়ই হলো।

كمافى العناية : السلم فى السمك لا يجوز عددا طريا كان او مالحا للتفاوت ووزنا اما ان يكون فى المالح او الطرى فان كان فى المالح جاز فى ضرب معلوم ووزن معلوم لكونه مضبوط القدر والوصف مقدور التسليم لعدم انقطاعه وان كان فى طرى ان كان فى حينه جاز كذلك وان كان فى غير حينه لم يجز لكونه غير مقدور التسليم حتى لوكان فى بلد لا ينقطع جاز. (باب السلم ج٦ صـ٢١٥ الرشيدية)

(প্রমাণ : ইনায়াহ ৬/২১৫, আল বাহরুর রায়েক ৬/১৫৮, আলমগীরী ৩/১৮৪, শামী ৪/২১১)

ছোট মাছকে ওজন করে বাইয়ে সলম করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি ছোট ছোট মাছের মধ্যে ওজন অথবা কায়ল এর মাধ্যমে বাইয়ে সলম করে তাহলে তাহা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ জায়েয আছে।

كما فى العالمغيرية: وان اسلم فى السمك الصغار بالكيل او الوزن فالصحيح انه يصح فى الصغار۔ (ما يجوز السلم فيه .... ج٣ صـ١٨٤ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/১৮৪, দুররে মুখতার ৫/২১১, বাদায়ে ৪/৪৪৬, হিদায়া ৩/৯৩)

বাইয়ে সলমের ক্ষেত্রে কবযার পূর্বে হস্তান্তর করা

প্রশ্ন : বাইয়ে সলমের চুক্তির ক্ষেত্রে মূলধন অথবা ক্রয়কৃত পণ্যকে কবযা করার পূর্বে উহাকে হস্তান্তর করা যাবে কি না?

উত্তর : না, কবযা করার পূর্বে হস্তান্তর করা যাবে।

كما فى البحر الرائق : ولا يصح التصرف فى راس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة او تولية لان المسلم فيه مبيع والتصرف فى المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز۔ (باب السلم ج٦ صـ١٦٤ الرشيدية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ৬/১৬৪, বিনায়া ৮/৩৫৬, ফাতহুল কাদীর ৬/২৩০, হিদায়া ২/৯৭, কানযুদ্দকায়েক ২/১৫৫, ইনায়া ৬/৩৩০)

মূলধন হস্তগত হওয়ার পূর্বে মজলিস পরিবর্তন করা

প্রশ্ন : বাইয়ে সলমের চুক্তির ক্ষেত্রে যদি মূলধন কবযা করার পূর্বে রব্বুস সলম অথবা মুসলাম ইলাইহি চুক্তির মজলিস থেকে পৃথক হয়ে যায় তাহলে বাইয়ে সলম সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ যদি বাইয়ে সালমের ক্ষেত্রে رأس المال (মূলধন) কবযা করার পূর্বে رب السلم টাকাওয়ালা বা ক্রেতা অথবা مسلم اليه টাকা গ্রহিতা বা বিক্রেতা চুক্রির মজলিস থেকে পৃথক হয়ে যায় তাহলে বাইয়ে সলম সহীহ হবে না।

كما فى العناية : ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال معناه ان السلم لا يبقى صحيحا بعد وقوعه على الصحة اذا لم يقبض رأس المال فى مكان العقد قبل ان يفارق كل واحد من المتعاقدين صاحبه بدنا مكانا حتى لو مشيا فرسخا قبل القبض لم يفسد مالم يتفرقا عن غير قبض فاذا افترقا كذلك فسد ـ (باب السلم ج٦ ص‍ـ٢٢٧ الرشيدية)

(প্রমাণ : ইনায়া ৬/২২৭, বিনায়া ৩/৯৬, কুদুরি ৮৪)

ছিড়া দশ টাকাকে নয় টাকা দ্বারা পরিবর্তন করা

প্রশ্ন : বর্তমানে বিভিন্ন মার্কেটে, ছিড়া টাকার ব্যাবসা করা হয়। অর্থাৎ ছিড়া দশ টাকার নোট দিয়ে নয় টাকা অথবা আট টাকা গ্রহণ করে। এই ধরনের ক্রয় বিক্রয় শরীআতে বৈধ কি না?

উত্তর : ছিড়া টাকা দিয়ে তার বিনিময়ে কম নেয়া বৈধ নয়। টাকা পয়সার লেন দেন জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হলো উভয় দিকে সমান সমান হওয়া। আর উল্লেখিত প্রশ্নে যেহেতু সমান হয় নাই। এই জন্য এই ক্রয় বিক্রয় বৈধ নয়।

كمافى العالمغيرية: اما تعريفه فهو بيع ماهو من جنس الا ثمان بعضها ببعض ـ كذا فى فتح القدير.... واما شرائطها فمنها قبض البدلين قبل الا فتراق ـ (كتاب الصرف ج٣ ص‍ـ٢١٧ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/২১৭, আল বাহরুর রায়েক ৬/১৯২, ফাতহুল কাদীর ৬/২৫৮)

টাকা ভাঙ্গানোর সময় দোকানে কিছু রেখে দেওয়া

প্রশ্ন : অনেক সময় টাকা ভাঙ্গানোর প্রয়োজন হয়, তখন এমন হয় যে, যিনি খুচরা করে দেন তিনি হয়ত সম্পূর্ণ টাকা এক সাথে দিতে পারেন না, কিছু টাকা পরে নিতে বলেন। জানার বিষয় হলো এই ভাবে লেন দেন করা জায়েয কি না?

উত্তর : বড় টাকার নোট ভাংগানের সময় উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ টাকা একই মজলিসে কবজ করা জরুরী না, বরং এক পক্ষ পরিশোধ বা কবজ করলেও জায়েয হবে। কেননা টাকা পয়সা ثمن عرفی তথা প্রচলিত মূল্য দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বেচা-কেনা করার সময় তার হুকুম হলো, ঐ মূল্যদ্রব্য ক্রেতার জিম্মায় ওয়াজিব হওয়া, বিক্রেতার মালিকানায় হওয়া শর্ত নয়। যার দ্বারা বুঝা যায় উভয়ের কবজ করা জরুরী না, তাই এক পক্ষ কবজ করলেই যথেষ্ট হবে।

كما فى الدر المختار: باع فلوسابمثلها او بدراهم او بدنانير فان نقد احدهما جاز وان تفرقا بلاقبض احدهما لم يجز۔ (باب الربا ج۲ ص۴۲ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/৪২, শামী ৫/১৮০, হিদায়া ৩/১০৪)

বিভিন্ন দেশের টাকার সাথে কম বেশী ক্রয় বিক্রয়

প্রশ্ন : এক রাষ্টের টাকা দিয়ে অন্য রাষ্টের টাকা কম বেশী করে এবং বাকীতে ক্রয় বিক্রয়ের হুকুম কি? যেমন আরবের এক রিয়াল বাংলাদেশী ২০ টাকায় বিক্রি করা।

উত্তর : এক রাষ্ট্রের টাকা অন্য রাষ্ট্রের টাকার সাথে মূল্যের মাঝে পার্থক্য হলেও কম বেশী করে ও বাকীতে ক্রয় বিক্রয় করা জায়েয আছে।

كما فى الدر المختار: ان حرمة النساء تتحقق بالجنس وبالقدر المتفق. ج۲ ص۴۱

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/৪১, শামী ৫/১৭৫, হিদায়া ৩/৭৯)

শেয়ার ব্যবসা

শিরকত বাতিল হওয়ার সময়

প্রশ্ন : শিরকাতের মাঝে যদি শরীকদের কেউ মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে এর দ্বারা কি শিরকাতের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।?

উত্তর : হ্যাঁ, শিরকাতের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

كما فى الهداية : واذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ـ (جـ٢ صـ٦٣٥ حميدية فصل فى كتاب الشركة)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৬৩৫, তাতার খানিয়া ৪/৩৪০, ফাতহুল কাদীর ৪/৩৮৩)

শিরকাতের প্রকারসমূহ

প্রশ্ন : শিরকাত কত প্রকার ও প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা কি? এবং শিরকতে মুফাওয়াজা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত কি কি?

উত্তর : শিরকাত প্রথমত দুই প্রকার– ১. শিরকাতে ইমলাক। ২. শিরকাতে উকূদ।

শিরকাতে ইমলাক বলা হয় দুই ব্যক্তি একটি বস্তুর মাঝে ওয়ারিস সূত্রে অথবা ক্রয় সূত্রে শরীক হওয়া, কিন্তু একে অপরের অংশে তার অনুমতি ব্যতিত হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

আর শিরকাতে (عقود) উকূদ চার প্রকার যথা-

১। শিরকাতে (مفاوضة) মুফাওয়াযা।

২। শিরকাতে (عنان) এনান।

৩। শিরকাতে (صنائع) সানায়ে।

৪। শিরকাতে (وجوه) উযূহ।

এর প্রত্যেকটির পরিচিতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. শিরকাতে মুফাওয়াযা: দুই ব্যক্তি তাদের সম্পদ, ব্যবসা বানিজ্য ও সকল কাজ কারবারের মধ্যে শরীক হওয়া এবং উভয়ে ধর্মের ক্ষেত্রেও এক হওয়া। উক্ত শিরকাত, উকালত ও কাফালতের ভিত্তিতে সংগঠিত হবে, তাই প্রত্যেকেই তার পরিবারের প্রয়োজনীয় খাবার ও বস্ত্র ছাড়া যা কিছুই ক্রয় করবে অপরজন তার মধ্যে শরীক হয়ে যাবে। ২. শিরকাতে এনান: এ জাতিয় শিরকাত শুধু উকালতের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় কাফালতের ভিত্তিতে নয়। এবং মালের ক্ষেত্রে

কম বেশী বা সমান সমান করা বৈধ তদ্রূপ মাল সমান রেখে লভ্যাংশের মধ্যে প্রত্যেকেই তার আংশিক মাল দ্বারা শরীক হতে পারবে। ৩. শিরকাতে সানায়েঃ কোন নির্দিষ্ট পেশার মধ্যে শরীক হওয়া যথা দুই দর্জী বা দুই রঙ কারক এই শর্তে শরীক হবে যে উভয়েই কাজের অর্ডার রাখবে এবং যা উপার্জন হবে তা উভয়ের মাঝে বণ্টন করে নিবে। ৪. শিরকাতে উযুহঃ যাদের মাল নাই এমন দুই ব্যক্তি এই শর্তে শরীক হবে যে তারা শুধু তাদের পরিচয় দিয়ে মাল ক্রয় করে তা বিক্রি করবে। এতে প্রত্যেকেই ক্রয়কৃত মালের ক্ষেত্রে অপরের উকীল হবে।
শিরকাতে মুফাওয়াযাঃ সহীহ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত। ১. কাজের ক্ষেত্রে উভয়ে যোগ্য হওয়া। ২. সর্বক্ষেত্রে উভয়ে সমান অধিকারী হওয়া। ৩, কোন এক শরীকের উপর কাজের শর্ত না করা।

وفى الهداية: واما شركة الصنائع كالخياطين والصباغين يشتركان على ان تقبلا الا عمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك ... واما شركة الوجوه فالرجلان يشتر كان ولا مال لهما على ان يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة على هذا ...وكل واحد منهما وكيل الاخر فيما يشتريه. (كتاب الشركة ج٢ ص٦٣٢-٦٣٣ المكتبة الاشرفية)

وفيه ايضا: واما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة وهى ان تشترك اثنان فى نوع بز او طعام او يشترك فى عموم التجارات ولا يذكر ان الكفالة... ويصح التفاضل فى المال لحاجت ... ويصح ان يتساويا فى المال ويتفاضلا فى الربح - (كتاب الشركة ج٢ ص٦٢٩ المكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : কুদুরী ১১৩-১১৪, হিদায়া ২/৬২৯-৬৩৩)

পরস্পরে শেয়ারে ব্যবসা করা

প্রশ্ন : আমরা দুজন শেয়ারে ব্যবসা করি। এর মধ্যে হতে আমার শুধু টাকা এবং শ্রম। আর অপরজনের দোকান এবং টাকা। কিন্তু তার কোন শ্রম নেই। এদিক দিয়ে দোকানের ভাড়া পূর্ণ লভ্যাংশ থেকে দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর অবশিষ্ট টাকা উভয়ের মধ্যে সমান ভাগে বন্টন হয়ে থাকে। এ ধরনের বন্টনের শরীয়তের দৃষ্টিতে বিধান কি?

উত্তর : যদি উভয়ের পুঁজি সমান হয়ে থাকে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে। আর যদি একজনের পুঁজি অপরজনের পুঁজির থেকে কম হয়, এবং এই শর্ত করে যে লাভ যা হবে উভয়ের মাঝে সমান ভাগে ভাগ হবে, তাহলে ব্যবসা জায়েয হবে না। কেননা যার পুঁজি কম হবে তার লাভকৃত অংশ পুঁজির আনুপাতিক অংশের চেয়ে বেশী ধার্য করা জায়েয নেই।

كمافى فتح القدير : اذا شرطا العمل عليهما سواء عملا أو عمل أحدهما أو شرطاه على من شرط له زيادة الربح وان شرطا العمل على اقلهما ربحا لا يجوز... (كتاب الشركة ٣٩٧/٥ رشيدية)

প্রমাণ ঃ ফাতাহুল কাদীর ৫/৩৯৭, শামী ৪/৩১২, আল বাহরুর রায়েক ৫/১৭৪, বেনায়া ৭/৩৯৭

নতুন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করার হুকুম

প্রশ্ন : ইসলামের আলোকে নতুন কোম্পানির শেয়ারের হুকুম কি?

উত্তর : প্রাথমিক পর্যায়ে যখন কোনো কোম্পানির শেয়ার ইস্যু করা হয়, তখন একটি শর্তের সঙ্গে নেওয়া জায়েয আছে যে, ঐ কোম্পানি কোনো হারাম কারবার শুরু করবে না। সুতরাং কোনো হারাম কারবার করার জন্য যদি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেমন মদের ফ্যাক্টরি তৈরি করা, সুদ পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা, সুদনির্ভর ইন্সুরেন্স কোম্পানি করা । কোন অবস্থাতেই এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা জায়েয নেই। কিন্তু মৌখিকভাবে যদি কোনো নিষিদ্ধ কারবার না করে বরং হালাল কোনো জিনিস প্রস্তুত করার জন্য কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার জন্য শেয়ার ইস্যু করা হয়। যেমন কোনো টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি করবে কিংবা অটো মোবাইল করবে তাহলে এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে কোনো সমস্যা নেই।

وفى الدر المختار : هى عبارة عن عقد بين المتشاركين فى الاصل والربح - (باب الشركة ٣٧٠/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৪, আবু দাউদ ৪৮০, দুররে মুখতার ১/৩৭০, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৩৭০

স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা শিরকাত করা

প্রশ্ন : স্বর্ণ রূপার টুকরার দ্বারা শিরকাত তথা অংশিদারিত্ব সহীহ হবে কি না? এবং পরিমাপ এবং ওজনী জিনিসকে শিরকাতের মধ্যে মূলধন বানানো সহীহ হবে কি না?

উত্তর : স্বর্ণ রূপার টুকরার দ্বারা মানুষের মাঝে যদি শিরকাতের প্রচলন থাকে তাহলে তার দ্বারা শিরকাত সহীহ হবে। অন্যথায় সহীহ হবে না। ওজনী এবং পরিমাপ বস্তুকে শরীকদের মালের মাঝে মিশ্রণ করার পর মূলধন বানানো সহীহ হবে। অন্যথায় সহীহ হবে না।

وفى العالمغيرية: التبر من الذهب والفضة بمنزلة العروض فى ظاهرالرواية لايصلح رأس مال الشركة كذا فى فتاوى قاضيخان والصحيح ان كانوا يتعاملون بها يجوز والا فلا. (ج٢ صـ٣٠٦ حقانية)

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ৫/৩৯১, হিদায়া ৫/৩৯১, আলমগীরী ২/৩০৬)

অনির্দিষ্ট স্বর্ণ রৌপ্যের টুকরায় শেয়ার ব্যবসা

প্রশ্ন : অনির্দিষ্ট স্বর্ণ রৌপ্যের টুকরায় শিরকাত জায়েয আছে কি না? مكيلى (যা পাত্র দিয়ে মাপা হয়) এবং موزونى (যা পাথর দিয়ে মাপা হয়) বস্তু শিরকাতের ক্ষেত্রে মূলধন হতে পারবে কি না?

উত্তর : অনির্দিষ্ট স্বর্ণ রৌপ্যের টুকরায় শিরকাত জায়েয নাই। এবং مكيلى ও موزونى বস্তু শিরকাতের ক্ষেত্রে راس المال হতে পারবে না।

كمافى الشامية: فلا تصحان بالعرض ولا بالمكيل والموزون والعدد المتقارب قبل الخلط بجنسه ـ (كتاب الشركة ج٤ ص۔٣١٠ مكتبة سعيد(

(প্রমাণ : শামী ৪/৩১০, বাদায়ে ৫/৭৭, হিদায়া ২/৬৩৭, আল বাহরুর রায়েক ৫/১৭২, দুররে মুখতার ২/৩৭১)

মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানীতে টাকা বিনিয়োগ করা

প্রশ্ন : ক. একটি মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানীতে আমি চার লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা পাটনার হিসাবে বিনিয়োগ করেছি। এ চুক্তিতে যে, উক্ত কোম্পানীতে আমি শ্রম দিব কিন্তু কোন বিনিময় নিব না। উল্লেখ্য যে, এ কোম্পানীর কয়েকটি শাখা আছে। আমার বিনিয়োগকৃত শাখাটি সাধারনত রিয়ালের ব্যবসা করে। আর প্রতি রিয়ালে সচরাচর এক পয়সা লাভ হয়। কখনো কম বেশীও হয়। তবে আমাকে এক পয়সা লাভ ধরে আমার বিনিয়োগকৃত পুরা টাকার লাভ যা প্রতিমাসে আনুমানিক আট হাজার টাকা আমাকে দেয়। এক সময় উক্ত বিনিয়োগকৃত টাকা হতে পঁচাশি হাজার টাকা লস যায়। এ লস পুষিয়ে নেয়ার জন্য মাসিক আট হাজার টাকার সাথে বাড়তি এক হাজার টাকাও দেয়া হয়। এক সময় লাভ কম হওয়ায় আমার আট হাজার টাকার পরিবর্তে ছয় হাজার টাকা দেয়া হয়েছিল। খ. উল্লেখিত মানি এক্সচেঞ্জের অন্য শাখায় আমি দুই লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছি। সেখানেও আমি শ্রম দিয়ে থাকি।

এখান থেকে আমাকে আনুমানিক লাভ হিসাবে কোন দিন দুইশত আবার কোন দিন চারশত এভাবে দেয়। উল্লেখ্য যে, এশাখা বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ব্যবসা করে থাকে। কোন কারণে ব্যবসা বন্ধ থাকলে সে দিনের লাভ আমাকে দেয়া হয় না। উপরোল্লেখিত দুই ধরনের ব্যবসা শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয কিনা? যদি জায়েয না হয় তাহলে কিভাবে করলে এ ব্যবসা দুটি শরীআত সম্মত হতে পারে?

উত্তর : উল্লেখিত মানি এক্সচেঞ্জে আপনার বিনিয়োগের দ্বারা মূলত শিরকাত তথা আপনার অংশিদারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। শরীআতের দৃষ্টিতে শিরকাত সঠিক হওয়ার

জন্যে কতিপয় জরুরী শর্ত রয়েছে। যথা: (ক) লভ্যাংশ হতে কোন শরীকের জন্যে নির্দিষ্ট অংক নির্ধারিত করা যাবে না বরং নির্দিষ্ট হার তথা লাভের শতকরা পঞ্চাশ চল্লিশ ভাগ ইত্যাদি নির্ধারণ করতে হবে। (খ) লভ্যাংশ বণ্টনের হিসাব বাস্তব সম্মত হওয়া অনুমান ভিত্তিক না হওয়া। (গ) লস হলে ক্ষতির হার প্রত্যেকের পুঁজি অনুপাতে হওয়া কম বেশী না হওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্নের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, আপনাদের ব্যবসার খ, শর্ত ঠিক রাখা হচ্ছে না বরং প্রকৃত লাভের সঠিক হিসাব না করেই আনুমানিকভাবে আপনাকে একটা অংশ দেয়া হয় যা সুদি লেন-দেনের অন্তর্ভুক্ত। তেমনিভাবে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে পঁজি অনুপাতে ক্ষতি বরদাশত করার পরিবর্তে আপনাকে পুষিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা শরীআতে জায়েয নয়। এসব কারণে এভাবে ব্যবসা করা ও লাভ গ্রহণ করা জায়েয হবে না। বরং এ ব্যবসা সহীহ হওয়ার জন্যে পূর্বোক্ত শর্তাবলীসহ অর্থের লেন-দেনের অন্যান্য শর্তের সঠিক পাবন্দী করতে হবে।

وفى بدائع الصنائع : واما بيان شرائط جواز هذه الانواع الخ منها ان يكون الربح معلوم القدرفان كان مجهولا تفسد الشركة لان الربح هو المعقود عليه الخ ومنها ان يكون الربح جزأ شائعا فى الجملة لا معينا فان عينا عشرة اومائة او نحو ذالك كانت الشركة فاسدة لان العقد يقتضى تحقق الشركة فى الربح والتعيين يقطع الشركة لجواز ان لا يحصل من الربح الا القدر المعين لا حدهما الخ - ج٥ ص٧٧

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-২৭৫, বুখারী শরীফ ১/২৮০, বাদায়ে-৫/৭৭)

শরীকানা ব্যবসার মাল বন্ধক রাখা

প্রশ্ন : শিরকতে মুফাওয়াযাদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি কোন কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে গেল, এখন ঐ ব্যক্তি শরীকানা মাল থেকে কিছু মাল বন্ধক রেখে, উক্ত বন্ধককৃত মালের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ উল্লেখিত বন্ধককৃত মালের টাকা দিয়ে কর্য পরিশোধ করা জায়েয আছে।

وفى البحر الرائق: ويجوز لاحد المتفاوضين أن يرهن ويرتهن على شريكه كذا فى غاية البيان (باب الشركة ج٥ ص١٧٨ رشيدية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ৫/১৭৮, তাতার খানিয়া ৪/৩৮১, আলমগীরী ৩/৬১৪, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৫৩, বাদায়ে ৫/১০০)

ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স

সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা

প্রশ্ন : বর্তমান বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা আছে কি না?

উত্তর : আমাদের দেশে শরীআ ভিত্তিক ব্যাংকিং এর নামে চালুকৃত ইসলামী ব্যাংকগুলোর অন্যতম একটি দাবী হল- এ সবের সমুদয় লেন-দেন সম্পূর্ণ ইসলামী শরীআত মুতাবিক পরিচালিত হয়। এখন যদি তাদের এ দাবীর সাথে বাস্তবতার পুরোপুরি মিল থাকে অর্থাৎ যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী শরীআর সমস্ত নিয়ম নীতি জানেন এবং বাস্তবেও সে মুতাবিক লেন-দেন করেন এবং কোনভাবেই সুদ বা জুয়া কিংবা ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় না নেন এবং নিম্নলিখিত শর্তগুলো পাওয়া যায়, শর্তগুলো হল এই :

১। ইসলামী ব্যাংকে জনগণের টাকা আমানত স্বরূপ রাখা হবে। কিন্তু এতে সামান্য মাত্র সুদও নেয়া বা দেয়া হবে না।

২। আমানতদারীদের অনুমতি সাপেক্ষে টাকা কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হলে ব্যবসালব্ধ লাভের নির্দিষ্ট অংশ আমানতকারী অবশ্যই পাবে। অন্যথায় তা শুধু আমানত হিসাবে গচ্ছিত থাকবে।

৩। ব্যাংকের ব্যয় নির্বাহ বাবদ সার্ভিস চার্জ হিসাবে উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষে নির্ধিরিত পরিমাণ টাকা আমানতকারীর সঞ্চিত টাকা হতে কেটে নেয়া হবে।

৪। যখনই যেখানে কোন শিল্প বা কল কারখানা অথবা লাভ জনক বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত হবে তখনই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্ণ পরিকল্পনা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞ দারা পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করে দেখবে। যাচাইয়ের পর গ্রহণ যোগ্য বলে প্রমাণিত হলে ব্যাংকের পক্ষ হতে আমানতকারীদের নিকট উক্ত পরিকল্পনা পেশ করত: নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনের জন্য আবেদন করা হবে। (যদি উক্ত পরিমাণ মূলধন জমা না থাকে) তখন মূলধন মালিকগণ ব্যাংকে অর্থ সরবরাহ করবে? উপরোক্ত পন্থায় সংগৃহীত মূলধন দ্বারা যে শিল্পকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লাভ করবে, ব্যক্তিগত ভাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যাংক এর মালিক হবে না। বরং এর মালিক হবে মূলধন দাতা পুজি বিনিয়োগকারীগণ। আর ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ ন্যায্য বেতন ভাতা পাবে। তবে যদি বাইরে মুজারাবার ভিত্তিতে চুক্তি হয় তাহলে সমস্ত লভ্যাংশ উভয় পক্ষের মাঝে চুক্তি হারে বন্টিত হবে।

৫। ঐ প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসান, ভাল মন্দ সুখ্যাতি ও দুর্নামের সাথে প্রত্যেক

অংশীদারের নিবিড় সম্পৃক্ততা থাকবে।

৬। অনুরূপ ভাবে ব্যাংক লোকসানেরও অংশীদার হবে। এ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হবে লাভ-লোকসানের অংশীদারের ভিত্তিতে।

৭। ইসলামী শরীআত অনুযায়ী পরিচালিত ব্যাংক ব্যবস্থায় স্বল্প মেয়াদ এবং দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে ঋণদানের ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক।

৮। আমানতকারী, পুঁজি সংগ্রহকারী, ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ কারবার করার সম্ভাবতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ থাকা যাবে না। উপরোল্লেখিত শর্তগুলোসহ যদি কোন ব্যাংক পরিচালিত হয় তাহলে উহাকে সুদ মুক্ত ব্যাংক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। বর্তমান বাংলাদেশে আমাদের জানামতে উপরোল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী কোন ব্যাংক পরিচালিত হচ্ছে না। তথাপিও যদি কোন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সুদ মুক্ত লেন-দেন করার দাবি থাকে তাহলে এমতাবস্থায় তাদের সাথে কোন প্রকার লেন-দেন করার পূর্বে বিজ্ঞ মুফতীগণের সাথে পরামর্শ করে নেয়া জরুরী।

وفى سنن الترمذى : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا و موكله وشاهديه وكاتبه. (باب اكل الربوا الاشرفية جا صـ۲۲۹)

(প্রমাণ : সূরা বাকারাহ ২৭৬, সূরা আল ইমরান ১৩০, তিরমিযী ১/২২৯, শামী ৫/১৬৮, আল বাহরুর রায়েক ৬/১২৪, হিদায়া ৩/১২৩, আলমগীরী ৫/৩৪৯)

বীমার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ে বীমা করা অর্থাৎ জীবন বীমা বা দোকান গাড়ী ইত্যাদির বীমা করার বিধান কী? শরীয়তের দৃষ্টিতে সংক্ষেপে এ বিষয়টি জানতে চাই।

উত্তর : বীমা বা ইন্সুরেন্সের মধ্যে সুদ যেমন আছে তেমনি জুয়াও বিদ্যমান। আর সুদ ও জুয়ার ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হল, তা হারাম ও নিষিদ্ধ। কাজেই বীমা হারাম। তবে কোন ব্যক্তি যদি এমন স্থানে এবং এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় যে বীমা করা ছাড়া তার জান-মালের হেফাযতের বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। অথবা আইনের বাধ্যবাধকতা থাকে। তাহলে বাধ্য হয়ে বীমা বা পলিসি গ্রহণ করা জায়েয আছে। এই কানুনের উপর ভিত্তি করে যদিও বীমা করা জায়েয। কিন্তু অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। অতিরিক্ত টাকা ব্যাংকে জমা না রেখে সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিবে।

كما فى القرآن الكريم : احل الله البيع وحرم الربوا ـ (سورة البقرة ۲۷۵)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৭৫, মুসলিম ২/২৭, তিরমিযী ১/২২৯, শামী ৫/৯৯, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ৩/৫৪

ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা

প্রশ্ন : প্রচলিত ব্যাংকগুলোর প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে তাদের সাথে লেনদেন করা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা শরীয়তসম্মত নয়। প্রচলিত সমস্ত ব্যাংকগুলো সুদের সাথে জড়িত তাই সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা জায়েয হবে না। তবে একান্ত প্রয়োজনে সম্পদ নিরাপদের জন্য সুদ না নেওয়ার শর্তে সম্পদ জমা রাখতে পারবে।

وفى سنن الترمذى : عن ابن مسعود ﷺ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشا هديه وكاتبه - (باب ماجاء فى اكل الربوا ٢/٢٢٩ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৭৫, মুসলিম ২/২৭, তিরমিযী ২/২২৯,

ব্যাংক কর্তৃক গ্রহীতার কাছে বাকিতে এবং কিস্তির ভিত্তিতে বাইয়ে মুরাবাহার লেনদেন করা

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংকগুলো আত্মনির্ভরশীল ব্যবসা-বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য ঋণগ্রহীতাদের কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য মুরাবাহার ভিত্তিতে ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। আত্মনির্ভরশীল ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন এভাবে হয় যে, ব্যাংকের কোন গ্রহীতা কোন লাভজনক সামগ্রী ক্রয়ে আগ্রহ হলে ব্যাংক প্রথমে দেশে তার চাহিদা নির্ণয় করে এরপর গ্রহিতার অর্ডার অনুযায়ী ব্যাংক বাজার থেকে সেই সামগ্রী ক্রয় করে আনে। সামগ্রী ক্রয়ের পর ব্যাংক গ্রহীতার কাছে তা বিক্রি করে দেয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, ব্যাংক এ জাতীয় ব্যবসায়ীক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একটি চুক্তিনামা প্রস্তুত করে। এই চুক্তিনামায় ব্যাংক ব্যতিত (ঋণগ্রহীতা) ক্রয়কারী এবং ব্যাংকের পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি (উকিল) পক্ষ হিসাবে থাকেন। প্রতিনিধির দায়িত্ব থাকে অর্ডার কৃতমাল সামগ্রী ক্রয় করে ব্যাংকের গ্রহীতার কাছে বিক্রি করে দিবে। ব্যাংক মালসামগ্রী বিক্রি করার সময় তার প্রতিনিধির মাধ্যমে ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে কিছু বেশী মূল্যে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে থাকে। আর সাধারণত আত্মনির্ভরশীল ব্যবসায়ীক চুক্তির মাঝে ব্যাংকের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত প্রতিনিধিই গ্রহীতার কাছ থেকে মাল সামগ্রীর মূল্য আদায়ের জন্য যিম্মাদার হয়ে থাকেন। জানার বিষয় হল, ব্যাংকের জন্য এ জাতীয় মুনাফার (মুরাবাহার) ব্যবসা করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : চার ইমাম এবং জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসগণ বাজার মূল্যের অপেক্ষা বেশি মূল্যে বাকী পণ্য-বিক্রয় করাকে জায়েয বলেছেন। তবে এক্ষেত্রে

শর্ত হলো চুক্তির সময় উভয় পক্ষকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, এটি নির্দিষ্ট সময় ও নির্ধারিত মূল্যে বাকি বিক্রয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যাংকের মুনাফার ব্যবসা যদি প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ক্রয় করার পর ঋণ গ্রহীতাকে দেয়া হয় এবং চুক্তির সময় উভয়ের মাঝে নির্দিষ্ট সময় ও নির্ধারিত মূল্য দুইটাই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এ জাতীয় মুনাফার ব্যবসা জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।

وفى الشامية : ويزاد فى الثمن لاجله اذا ذكر الاجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا (١٤٢/٥)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২৩৩, শামী ৫/১৪২, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৬৮ হিদায়া ৩/২১

বীমার অতিরিক্ত টাকা সুদ হবে এবং তা গ্রহণ করলে করণীয়

প্রশ্ন : বীমাকৃত টাকার অতিরিক্ত টাকাগুলো সুদ হিসাবে গণ্য হবে কিনা এবং তাহা গ্রহণ করলে তার করণীয় কি?

উত্তর : হ্যাঁ, আসল থেকে অতিরিক্ত টাকাগুলো সুদ হিসেবে গণ্য হবে। আর গ্রহণকৃত টাকা সাওয়াবের নিয়্যত ব্যতিত সেগুলো গরীব মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করে দিবে।

وفى الهداية : وانما كان للشفيع ان ياخذ بدون الزيادة لما فى الزيادة من ابطال حقه الثابت فلا يملكانه ثم الزيادة لا تصح بعد هلا ك المبيع على ظاهر الرواية ـ (باب المرابحة ٧٦/٣ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ৪৭৪, তিরমিযী ১/২২৯, শামী ৪/২২৯ -৪/১৭০, বাযলুল মাজহুদ ১/১৩২, হিদায়া ৩/৭৬

ব্যাংক থেকে লোন নেয়ার হুকুম

প্রশ্ন : গ্রামীণ ব্যাংক থেকে লোন নেয়া জায়েয কিনা?

উত্তর : কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি থেকে সুদের মাধ্যমে লোন নেয়া জায়েয নাই।

وفى سنن ابى داود : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهد وكاتبه. ج٢ صـ٤٧٣)

(প্রমাণ : আবু দাউদ শরীফ-২/৪৭৩, তিরমিযী শরীফ-১/২২৯, আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের-১৫)

ব্যাংকে টাকা রেখে সুদের টাকা দান করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি ৩লক্ষ টাকা ব্যাংকে রেখে ২লক্ষ টাকা সুদ পেল এখন মোট ৫লক্ষ টাকা হল। এখন সে উক্ত ৫লক্ষ টাকা দিয়ে ব্যবসা করবে এবং এমতাবস্থায় উক্ত ২লক্ষ সুদের টাকা ব্যবসারত অবস্থায় সাওয়াব ব্যতিরেকে গরীবদেরকে দান করতে থাকে, এখন আমার জানার বিষয় হল উক্ত ব্যবসা এবং ব্যবসারত অবস্থায় সুদের টাকা দান করা যাবে কি না?

উত্তর : আসল ৩লক্ষ টাকার সাথে সুদ ২ লক্ষ টাকা একত্র করে তা দিয়ে ব্যবসা করা তার জন্য বৈধ হবে না এবং সুদের ২লক্ষ টাকায় যে লভ্যাংশ অর্জন হবে তাও উক্ত ব্যক্তির জন্য অবৈধ। সুতরাং সুদের ২লক্ষ টাকা এবং ২লক্ষ টাকা দ্বারা অর্জিত লভ্যাংশসহ ব্যবসা থেকে পৃথক করে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিত গরীবদেরকে দিয়ে দিবে।

كما فى بذل المجهود : اما اذا كان عند رجل مال خبيث ولا يمكنه ان يرده الى مالكه ويريد ان يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة الا ان يدفعه الى الفقراء - جا ص-١٣٣

(প্রমাণ : বাযলুল মাজহুদ ১/১৩৩, খানিয়া ২/২৭৮, কিনিয়্যাহ ২৩৪)

০

সরকারি সঞ্চয় পত্রে টাকা খাটিয়ে মুনাফা অর্জন

প্রশ্ন : সরকারী সঞ্চয় পত্রে সরকার নির্দিষ্ট হারে মুনাফা/লাভ দিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মুনাফার হার পরিবর্তন করা হয়। এখন জানার বিষয় হলো সরকারী সঞ্চয় পত্রে টাকা খাটানো এবং সেখান থেকে মুনাফা/লাভ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : সরকারী সঞ্চয় পত্রে টাকা খাটিয়ে মুনাফা বা লাভ গ্রহণ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদের লেনদেন করা হারাম ও একটি বড় ধরনের গুনাহ। সুতরাং সরকারী সঞ্চয় পত্রের মাধ্যমে মুনাফা নিয়ে থাকলে তা হারাম হয়েছে। তাই মুনাফা বা লাভ বাবদ যত টাকা নেয়া হয়েছে তা গরীব-মিসকীনদেরকে সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া ছদকা করে দিতে হবে।

وفى الشامية : والحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم والا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه (باب البيع الفاسد ٩٩/٥)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৭৫, মুসলিম ২/২৭, শামী ৫/৯৯

সুদি ব্যাংকে চাকুরী ও তার উপার্জন

প্রশ্ন : সুদি ব্যাংকে চাকুরী ও তার উপার্জনের হুকুম কি?

উত্তর : শরীআতের দৃষ্টিতে সুদের লেনদেন একটি বড় ধরনের গুনাহ, এই সুদি লেনদেনে সহযোগিতা করাও হারাম। আর সুদি ব্যাংকে চাকুরীর পয়সাটা সে হারাম কাজেরই বিনিময়, হারাম কাজের বিনিময়ও হারাম এই জন্য ব্যংকে চাকুরী করা জায়েয নাই। অন্য কোন হালাল পন্থা উপার্জনের জন্য বেছে নিবে।

وفی احسن الفتاوی: بنک اور بیمہ ربوا ہے اور ٹیکسوں کی تشخیص کا طریق مروج ظلم ہے ان کے مصارف بھی صحیح نہیں اسلئے ان میں ملازمت جائز نہیں (ج ۸ ص ۹۱)

(প্রমাণ : সূরা মায়েদা ২, শামী ৬/৫৫, আহসানুল ফাতওয়া ৮/৯১)

ব্যাংকের জন্য বাড়ী ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : ব্যাংকের জন্য বাড়ী ভাড়া দেয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ব্যাংক চালানোর জন্য বাড়ী ভাড়া দেয়া শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয নাই। কারণ প্রত্যেকটি ব্যাংকই সুদি লেন-দেনের সাথে জড়িত। আর কুরআন ও হাদীসে সুদি লেন-দেনের সাহায্যকারীর জন্য কঠিন ধমকি এসেছে। সুতরাং এরূপ কাজ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের বেঁচে থাকা জরুরী।

وفی الحدیث : عن جابر قال لعن رسول الله صلی الله عیه وسلم آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه وقال هم سواء ـ (مسلم شریف ج۲ صـ۲۷)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ২/২৭, কাজি খান ২/৩২৪, এমদাদুল আহকাম ৩/৫৩৫, রহিমিয়াহ ৯/২৭৮)

ব্যাংকের সঞ্চয়ীর উপর লভ্যাংশ গ্রহণ করা

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংক প্রদত্ত সঞ্চয়ী হিসাবের (সেভিংস একাউন্ট) উপর লাভ জায়েয কি না?

উত্তর : আমাদের জানামতে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোন ব্যাংক পূর্ণ ইসলামী শরীয়া মুতাবিক পরিচালিত হচ্ছে না।

সুতরাং কোন ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব সমূহে টাকা রেখে সে হিসাবের উপর মুনাফা গ্রহণ করে বিস্তারিত না জেনে ব্যবহার করা যাবে না।

তবে কেউ ইসলামী নামীয় কোন ব্যাংকের সঞ্চয়ী একাউন্টে টাকা জমা করে থাকলে, তার করণীয় হল বিস্তারিত জেনে তার একাউন্টে শরীআত পরিপন্থী

লেনদেনের যে মুনাফা আসবে তা উঠিয়ে সাওয়াবের নিয়ত না করে গরীব মিসকীনদেরকে দিয়ে দিবে। অথবা উক্ত টাকা জন সাধারনের ব্যবহারোপযোগী টয়লেট পুল, পানির কল, মসজিদ, মাদরাসার বাথরুম, সুয়ারেজ লাইন, ইত্যাদি খাতে ব্যয় করবে।

كما قال الله تعالى : احل الله البيع وحرم الربوا. سورة البقرة ٢٧٥

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২৭৫, মুসলিম শরীফ ২/২৭, বাযলুল মাজহুদ ১/১৪৮, মাহমুদিয়া ৪/২০৩)

লাইফ ইন্সুরেন্স বা বীমা

প্রশ্ন : লাইফ ইন্স্যুরেন্স কি? লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং বীমার মাঝে পার্থক্য কি?

উত্তর : লাইফ ইন্স্যুরেন্স হলো এক প্রকারের কোম্পানী, যে তার ভোক্তাদেরকে এক ধরনের গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা প্রদান করে। অর্থাৎ দুই পক্ষের মধ্যে এমন এক আর্থিক চুক্তি যাতে এক পক্ষের কিস্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে অপরপক্ষ এই নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, ভবিষ্যতে কোন ঘটনা ঘটলে বা প্রাণহানি অথবা সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ দিবে।

আর লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং বীমার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। উভয়টির অর্থ এক। প্রকাশ থাকে যে লাইফইন্স্যুরেন্স এবং বীমার মাঝে লাভের দিকও রয়েছে তেমনি ভাবে ক্ষতির দিকও রয়েছে। এবং তার মাঝে সুদ, জুয়া ইত্যাদিও রয়েছে। তাছাড়া শরীআতের দৃষ্টি থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া তা গ্রহণ করার কোন যৌক্তিক কারণ নাই। তবে কেউ যদি সরকারী কানুন বা অন্য কোন কারণে বীমা বা ইন্স্যুরেন্স করতে বাধ্য হয়, এবং বীমা করানো ব্যতিত জান ও মালের হেফাজত সম্ভব না হয় তাহলে তার অপারগতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে হক্কানী মুফতী থেকে সেই অবস্থার হুকুম জেনে নিবে।

وفى الشامية : انه لا يحل للتاجر اخذ بدل الهالك من ماله لان هذا التزام مالا يلزم۔ (باب المستأمن جـ٤ صـ١٧٠ المكتبة سعيد)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ ১/২২৯, শামী ৪/১৭০, হিদায়া ৩/৭৬)

সুদ, ঘুষ ও জুয়া

সুদী কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : কোন ভাবে সুদের সাথে জড়িত এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের বিধান কি?

উত্তর : যে কোম্পানি সুদী কারবারের সাথে জড়িত সে কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা জায়েয নেই।

كمافى القرآن الكريم :وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (سورة مائدة ٢)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়িদা ২, তাফসীরে রুহুল মাআনী ৩/৫৭, মুসলিম ২/২৭, দুররে মুখতার ২/২৭

ঘুষ দিয়ে চাকরী নেওয়া

প্রশ্ন : আমি একটা চাকরী করতে চাই কিন্তু আমার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঘুষ ব্যতিত চাকরীটা হচ্ছে না আর চাকরীটাও আমার অত্যন্ত জরুরী। এমতাবস্থায় শরীয়াতের দৃষ্টিতে এর কোন বৈধ সুরত আছে কিনা?

উত্তর : ঘুষ গ্রহণ করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে যেমনি হারাম তেমনিভাবে ঘুষ দেয়াও হারাম। ঘুষ দেয়া-নেয়া হারাম হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ ক্ষেত্রে দেয়া জায়েয আছে। যেমন বিশেষ অপারগতার ক্ষেত্রে জান-মাল বা অন্য কোন ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য বা জুলুম অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য। সুতরাং ঘুষ এড়িয়ে অন্য কোন হালাল রিযিক ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলে ঘুষ দিয়ে চাকরী নেওয়া জায়েয হবে না। আর যদি ঘুষ ছাড়া কোন হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় এবং আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হয় এবং আর্থিক সংকটের কারণে চাকরী করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে এবং ঘুষ ছাড়া যদি কোন চাকরী না পাওয়া যায় এবং তার মধ্যে আবেদনকৃত পদের দায়িত্ব পালনের যথাযথ যোগ্যতাও থাকে তাহলে তার প্রাপ্য হক ও অধিকার আদায়ের জন্য অপারগ অবস্থায় ঘুষ দিয়ে চাকরী নেওয়ার অবকাশ আছে।

وفى التفسير الكبير : ويكون فى حصوله عار بحيث يخفيه صاحبه لا محالة ومعلوم ان اخذ الرشوة كذ لك فكان سحتا لا محالة (١١/٢٠٢)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ৪২, তাফসীরে কাবীর ১১/২০২, মাওসুআ ২২/২২২

সুদের মাধ্যমে টাকা গ্রহণ করা জায়েয নেই

প্রশ্ন : সরকার অন্যায় ভাবে নাগরিকদের টাকা নিয়েছে এখন ঐ নাগরিকদের জন্য সরকারী ব্যাংক থেকে সুদের মাধ্যমে এ টাকা আনা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : না, সুদের মাধ্যমে ঐ টাকা গ্রহণ করা জায়েয নাই।

كمافى القرآن الكريم : واحل الله البيع وحرم الربوا (سورة البقرة ٢٧٥)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৭৫, সূরা নিসা ২৯, রুহুল মাআনী ১-২/৭০, আল বাহরুর রায়েক ৬/১২৬, দুররে মুখতার ২/৪০, মাওসুআ ২২/৫১

ধার দিয়ে বেশী নেওয়া

প্রশ্ন : ধার দিয়ে বেশী নেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : ধার দিয়ে বেশী নেওয়া হারাম এবং সুদের অন্তর্ভুক্ত।

وفى الدر المختار : ولو ان المستقرض وهب منه الزائد لم يجز ـ (كتاب الحوالة ٧٠/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ মুসান্নাফে ইবনে আবীশাইবা ৫/৮০, দুররে মুখতার ২/৭০, হিদায়া ৩/১৩৯, ফাতহুল কাদীর ৬/৩৫৬

সুদের টাকা দিয়ে অমুসলিমদের বেতন দেওয়া যাবে না

প্রশ্ন : সুদের টাকা দিয়ে অমুসলিমদের বেতন দেওয়া বৈধ কিনা?

উত্তর : না, বেতন দেওয়া বৈধ নয়।

وفى الشامية : مستامن منا باشررجل مسلما كان او ذميا فى دراهم اومن اسلم هناك شيئا من العقود التى لا تجوز فيما بيننا كالربوبات ـ (باب الربا ١٨٦/٥ سعيد)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা–২৭৫, মুসলিম ২/২৭, শামী ৫/১৮৬, আলমগীরী ৩/২২৭, আল বাহরুর রায়েক ৬/১৩৬

সুদের টাকা দিয়ে বিদেশ গমন

প্রশ্ন : সুদ করে টাকা নিয়ে বিদেশ যাওয়া জায়েয হবে কি না? এবং তার উপার্জন কৃত টাকা হালাল হবে কি না?

উত্তর : কবীরাহ গুনাহের মধ্যে সুদ অন্যতম। সুদ দেয়া নেয়া উভয়টিই হারাম। তাই সুদের ভিত্তিতে টাকা কর্য নিয়ে বিদেশ যাওয়া জায়েয নাই। এরপরও যদি যায় এবং অর্থ উপার্জন করে তাহলে তার উপার্জিত টাকা হালাল হবে।

وفى الموسوعة الفقية : الربو محرم بالكتاب والسنة والاجماع وهو من الكبائر ومن السبع الموبقات ولم يؤذن الله تعالى فى كتابه عاصيا بالحرب سوى اكل الربوا ـ (ربا جـ٢٢ صـ٥١ وزارة الاوقاف بالكويث)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২৭৫, মুসলিম ২/২৯, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২২/৫১, ফাতহুল কাদীর ৬/১৫১, আল বাহরুর রায়েক ৬/১২৬)

নির্দোষ ব্যক্তির থেকে পুলিশের টাকা গ্রহণ

প্রশ্ন: পুলিশ কর্তৃক সন্দেহ ভাজন কাউকে ধরে টাকা নিয়ে ছেড়ে দিতে পারবে কিনা?
উত্তর: আসামী ধরার জন্য পুলিশ কাউকে সন্দেহ করে ধরতে পারে তবে থানা কর্তৃপক্ষের নিকট নির্দোষ প্রমানিত হওয়ার পর তাকে নিরাপদে ছেড়ে দিতে হবে। আর আপরাধীসাব্যস্ত হলে আইন অনুযায়ী তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি থেকে কোন অবস্থায় টাকা নেওয়া যাবে না, কেননা তা জঘন্যতম অপরাধ, শরয়ী দৃষ্টিতে তা ঘুষ ও প্রকাশ্য জুলুমের অন্তর্ভূক্ত ।

وفى القران الكريم : ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله اليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا (سورة النساء ١٦٨)

প্রমাণ : সূরা নিসা–১৬৮ মিশকাত ১/২৫৫, আলমগীরী ৩/৩৩১

মাজলুম অবস্থায় ঘুষ দেওয়া

প্রশ্ন: মাজলুম অবস্থায় ঘুষ দেওয়ার বিধান কি শরীয়াতের আলোকে জানতে চাই।
উত্তর: ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া উভয়টা হারাম। তবে যদি ঘুষ দেওয়া ব্যতিত জুলুমকে দফা করা এবং নিজের হক উসুল করা সম্ভব না হয় তাহলে ঘুষ দেওয়া যাবে। তবে ঘুষ নেওয়া সর্বাবস্থায় হারাম।

وفى الشامية : ما يد فع لدفع الخوف من المدفوع اليه على نفسه او ماله حلال للدافع حرام على الا خذ (مطلب فى الكلام الرشوة ٣٧٢/٥)

প্রমাণ: সূরা মায়েদা ৪২, তাফসীরে কাবীর ১১-১২/২০২,
রুহুল মা'আনী ৩/১৪০, শামী ৫/৩৬২

মোবাইলে ধার আনার পর বেশি টাকা কেটে নেওয়া

প্রশ্ন: মোবাইলের মাধ্যমে মোবাইলের অফিস থেকে ১৮ টাকা ৫০ পয়সা আনা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে ২০ টাকা কেটে নেওয়া হয়। এখন এই অতিরিক্ত টাকাটা কি সুদের অন্তর্ভূক্ত হবে কিনা?
উত্তর: শরীয়তের দৃষ্টিতে কর্জ দেওয়া অনেক বড় সওয়াবের কাজ আর এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো যে, কর্জ দিয়ে অতিরিক্ত কিছু নেওয়া যাবে না, নিলে সুদের অন্তর্ভূক্ত হবে। যেহেতু বর্তমান যুগে মোবাইলে টাকা কর্জ দিয়ে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয় যা উল্লিখিত বিধানের পরিপন্থী। তাই তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। অতএব সিম কোম্পানী থেকে টাকা কর্জ নেওয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

وفى بدائع الصنائع: اما الذى يرجع الى نفس القرض فهو ان لا يكون فيه جر منفعة فان كان لم يجز۔ (كتاب الحوالة ٥١٨/٦ زكريا)

প্রমাণ: বাকারা ২৭৫, মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা ৫/৮০ , বাদায়া ৬/৫১৮

সূদি ব্যক্তির ঘরে খানা খাওয়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি সুদ খায় এবং তার বালেগ ছেলে মেয়ে তাকে নিষেধ করে, তার পরেও সে সুদ খায়, তাহলে তার বালেগ ছেলে মেয়েদের হুকুম কি? তারা ঐ সম্পদ থেকে খানা খাবে কি খাবে না? এবং সে যদি কোন আলেমকে খানার দাওয়াত দেয় তাহলে ঐ আলেম কি তার বাড়ীতে খানা খেতে পারবে? এবং সে যদি মসজিদ ও মাদ্রাসায় কোন দান করে তাহলে তার দান গ্রহণ করা হবে কি? অথবা কোন মসজিদে ইফতারী দেয় তাহলে মুসল্লীরা তার ইফতারী খেতে পারবে কি না? এবং তার মৃত্যুর পরে তার সম্পদের হুকুম কি? এবং ঐ ব্যক্তির হুকুম কি?

উত্তর : বালেগ ছেলে মেয়েদের জন্য পিতার সুদের টাকা হতে খানা খাওয়া জায়েয নাই এবং আলেম ব্যক্তি সুদি ব্যক্তির বাড়ীতে খানা খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ করবে না। এবং মাদরাসা ও মসজিদে সুদি ব্যক্তির দান গ্রহণ করা যাবে না এবং মসজিদের মুসল্লিদের জন্য তার ইফতারী খাওয়া জায়েয হবে না এবং সুদি ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার সম্পদ ওয়ারিসগণ ফেরত দিয়ে দিবে অর্থাৎ তাদের বাবা যাদের থেকে সুদ নিয়েছে তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিবে আর যদি তারা জীবিত না থাকে তাহলে তাদের ওয়ারিসদের নিকট ফিরিয়ে দিবে, তারা না থাকলে উপযুক্ত ব্যক্তি দেখে সদকাহ করে দিবে।

كما فى الشامية : والحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم والا فان علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. ج٥ صـ٩٩

(প্রমাণ : শামী ৫/৯৯, যায়যাযিয়া-৬/৩৬৪, তাফসীরাতে আহমদিয়্যাহ-২১৮)

ঘুষের প্রকারভেদ ও তার হুকুম

প্রশ্ন : ঘুষ কত প্রকার এবং তার কোন কোন সুরতে জায়েয আর কোন কোন সুরতে না-জায়েয।

উত্তর : ঘুষ চার প্রকার তার মধ্যে তিন সুরতে ঘুষ দেয়া এবং নেয়া উভয়ই হারাম তা হল এই।

১. সরকারের পক্ষ থেকে কাজীর পদ অথবা অন্য যে কোন পদ হাসিল করার জন্য ঘুষ দেয়া নেয়া।

২. বিচারক থেকে কোন ফায়সালা করানোর জন্য ঘুষ দেওয়া।

৩. জুলুমের উপর কাউকে সাহায্য করার জন্য ঘুষ দেওয়া।

৪. যে সুরতে ঘুষ দেয়া জায়েয আছে আর নেয়া হারাম এর দুই সুরত–

১. ক্ষতি দূর করা অথবা কোন উপকার হাসিল করার জন্য শুধু সুপারিশ কারীকে ঘুষ দেয়া জায়েয আছে। তবে ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম। ২. যার থেকে ক্ষতির অশংকা হয় তাকে ঘুষ দেয়া জায়েয আছে। তবে ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম

كما فى الشامية : الرشوة اربعة اقسام ـ منها ما هو حرام على الاخذ والمعطى وهو الرشوة على تقليد القضاء والامارة الثانى ارتشاء القاضى ليحكم، الثالث اخذ المال سوى امره عند السلطان دفعا للضرر الخ... الرابع يدفع لدفع الخوف الخ. (جـ٥ صـ٣٦٢ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৫/৩৬২, আহকামুল কুরআন-২/৬০৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-২২/২২১)

মাজলুম অবস্থায় ঘুষ দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : ঘুষ দেয়া নেয়ার হুকুম কি? জালেমের জুলুম থেকে বাচার জন্য মাজলুম অবস্থায় ঘুষ দেয়া যাবে কি না?

উত্তর : ঘুষ দেয়া নেয়া হারাম। তবে নিজের হক আদায় করা ও নিজের থেকে জুলুম ও ক্ষতি দূর করার জন্য ঘুষ দেয়া ব্যতিত যদি কোন উপায় না থাকে তাহলে ঘুষ দেয়া যাবে। তবে ঘুষ নেয়া সর্বাবস্থায় হারাম।

فى الشامية: مايدفع لدفع الخوف من المدفوع اليه على نفسه او ما له حلال للدافع حرام على الاخذ ـ (مطلب فى الكلام على الرشوة جـ٥ صـ٣٦٢ سعيد)

(প্রমাণ : সূরা মায়েদাহ-৪২, মুসনাদ ৫/২৭৯, শামী ৫/৩৬২)

মাল্টিলেভেল বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশে নতুন পদ্ধতির অনেক কোম্পানি তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে, এবং মানুষকে তাদের কারবারে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। যেমন ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেড, সেপ (প্রাঃ) লিমিটেড ইত্যাদি। এছাড়া বিজনেস ডটকম, আল-ফালাহ কমিউনিকেশন, ড্রীম বাংলা ও নিউওয়ে বাংলাদেশ। এ কোম্পানিগুলোর বৈশিষ্ট্য মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

এখানে কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পরিমাণ টাকার পণ্য কিনলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিবেশক (ডিস্টি বিউটর) উপাধি লাভ করে। এরপর লোকটি অন্য দু'জনকে ক্রেতা বানিয়ে থাকে। যার জন্য সে ঐ কোম্পানি থেকে নির্ধারিত হারে কমিশন পায়। তারপর ঐ দুইজনের প্রত্যেক দুইজন করে ক্রেতা নিয়ে এলে এদের কমিশন ও প্রথম ব্যক্তি পেয়ে থাকে। (এরা দুজন তো পাবেই) এভাবে ঐ চারজনে আরো আটজনকে, সে আটজনে আরো ষোল জনকে তারা আরো ৩২ জনকে, আর সে ৩২ জনে আরো ৬৪ জনকে এবং ঐ ৬৪ জনে ১২৮ জনকে সদস্য করলে এরা তো কমিশন পেয়েই থাকে, সঙ্গে এদের উপরের স্তরের

প্রত্যেকে নির্ধারিত হারে কমিশন পেয়ে থাকে। এ সকল কমিশন ছাড়াও আরো বিভিন্ন সুবিধাদি (বোনাস আকারে) কোম্পানিগুলো দিয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এসব কোম্পানির পরিবেশক হওয়া শরীয়ত সম্মত কিনা?

উত্তর : (সংক্ষেপে) প্রশ্নে বর্ণিত মাল্টিলেভেল বা নেটওয়ার্ক পদ্ধতির কারবার জায়েয নয়। কেননা, ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এতে বিদ্যমান। যার মধ্যে "সাফাকাতাইনি ফী সাফাকাতিন" অর্থাৎ একটি আকদের জন্য আরেকটিকে শর্ত করা। "আলগারার (ধোকা), সুদের দৃঢ় সন্দেহ ও সাদৃশ্য, শ্রমহীন বিনিময় এবং বিনিময়হীন শ্রম, শর্তের সঙ্গে বায়, ইজারায়ে ফাসেদা, কেমার (জুয়া) অন্যতম। এছাড়া আরো বহু কারণে উক্ত কারবার বর্জনীয়।

বিস্তারিত ঃ সাফাকাতাইনী ফী সাফাকাতিন প্রশ্নোল্লেখিত মাল্টিলেভেল মার্কেটিং পদ্ধতি না জায়েয হওয়ার অন্যতম কারণ হলো এতে হাদীসে নিষিদ্ধ সাফাকাতাইনী ফী সাফাকাতিন অর্থাৎ একই কারবারে আরেকটি আকদ শর্ত করা পাওয়া যায়। মাল্টিলেভেল মার্কেটিং পদ্ধতিতে দেখা যায় যে, এ কারবারে পণ্য ক্রয়ের শর্তেই শুধু পরিবেশক হওয়া যায়। অর্থাৎ কোম্পানি থেকে পণ্য ক্রয় ছাড়া পরিবেশক হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে পণ্য ক্রয়কে পরিবেশক হওয়ার জন্য শর্ত করা হচ্ছে, যা হাদীসে নিষিদ্ধ।

আল-গারার ঃ প্রশ্নোল্লেখিত মাল্টিলেভেল পদ্ধতি শরীয়ত পরিপন্থী হওয়ার আরেকটি কারণ হলো এতে হাদীসের নিষিদ্ধ আল-গারার উপস্থিতি। কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিমালায় নজর দিলেই সুস্পষ্ট হবে যে, এতে নিষিদ্ধ আল-গারার রয়েছে। কারণ একজন ডিস্ট্রিবিউটর যে চুক্তিতে কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো লোকটি তার ডাউন লেভেল থেকে কমিশন লাভ করতে থাকবে। অথচ তার নিজের বানানো দু'জন ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এবং অন্যের কাজের উপর নির্ভরশীল। কারণ তার নিম্নের নেটগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অগ্রসর না করলে লোকটি কমিশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। যে কশিমনকে কেন্দ্র করেই সে মূলত এম,এল,এম, কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

সুদের সন্দেহ ও সাদৃশ্য ঃ এম, এল, এম পদ্ধতির কারবার নাজায়েয হওয়ার আরেকটি কারণ হলো শরীয়ত নিষিদ্ধ সুদের সন্দেহ ও সাদৃশ্য রয়েছে। অথচ এমন কারবার বর্জন করার শরীয়তে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে হযরত ওমর (রাযি আল্লাহু আনহু) বলেন, তোমরা সুদ বর্জন করো এবং এমন জিনিস বর্জন করো যাতে সুদের সন্দেহ রয়েছে। এই উক্তি এবং শরীয়তের অন্যান্য দলিলের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম এমন বহু কারবারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন যেগুলোতে সুদের সন্দেহ ও সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং আলোচিত মাল্টিলেভেল বা

নেটওয়ার্ক মার্কেটিং পদ্ধতিতেও শরীয়তে নিষিদ্ধ সুদের সন্দেহ ও সাদৃশ্য পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান। যার দরুণ এর সকল কারবার নাজায়েয ও বর্জনীয়।

কেমার (জুয়া) ঃ আলোচিত মাল্টিলেভেল মার্কেটিং পদ্ধতি নাজায়েয হওয়ার আরেকটি বড় কারণ হলো এতে কেমার তথা জুয়াবাজি পাওয়া যায়। অর্থাৎ এ কোম্পানিগুলোর নীতিমালা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে নিজের সম্পদ ঝুঁকির মধ্যে ফেলে রাখার আশঙ্কা হয় যা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। যেমন নেটওয়ার্ক পদ্ধতির প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়ম হলো ডান ও বাম উভয় পাশের নেট না চললে কোন ব্যক্তি এ স্তরের কমিশন পায় না। অর্থাৎ কেউ যদি একজন ক্রেতা পরিবেশক যুক্ত করতে পারে তাহলে সে কমিশন পাবে না এবং তার উপরের স্তরের ব্যক্তিগণও কমিশনের যোগ্য হবে না। অর্থাৎ একজন ডিস্ট্রি বিউটর তার ডান ও বাম তৈরি করতে পারলে নির্ধারিত কমিশন পাবে। কিন্তু যদি তার ডান ও বামের কেউ দু'জন করে ডিস্ট্রিবিউটর তৈরি করতে না পারে তাহলে তারা কমিশন পাবে না। সুতরাং কেমার বিদ্যমান থাকায় এম, এম,ল, এ কোম্পানি শরীয়ত সম্মত নয়।

ইজারায়ে ফাসেদা ঃ এম, এল, এম বা নেটওয়ার্ক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিমালার দিকে নজর দিলে স্পষ্ট হয় যে, এতে নিষিদ্ধ ইজারায়ে ফাসেদা রয়েছে। কারণ একজন ডিস্ট্রিবিউটরের জন্য অনেক শর্ত করা হয়। যেমন এ কোম্পানিগুলোর পরিবেশক হতে হলে তাদের থেকে তাদের নির্ধারিত পণ্য খরিদ করতে হয়। নির্ধারিত মূল্যে কোন লোক নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য বা সেবা খরিদ করলে সে কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর হওয়ার অধিকার অর্জন করে। সুতরাং উপরোক্ত ইজারায়ে ফাসেদার কারণে এম, এল, এম এর ব্যবসা বা যে কোন লেনদেন করা হারাম।

বায়বিত্তালীক ঃ এম, এল, এম বা নেটওয়ার্ক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিমালা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যার মধ্যে শরীয়ত নিষিদ্ধ বায়বিত্তালীক এর মিশ্রণ রয়েছে। কারণ একজন পরিবেশক যে চুক্তিতে কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয় তার মধ্যে একটি হলো লোকটি তার ডাউন লেভেল থেকে কমিশন লাভ করতে থাকবে। অথচ তার নিজের বানানো দু'জন ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কারণ তার নিম্নের নেটগুলোর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অগ্রসর না করলে লোকটি কমিশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর যে সমস্ত কারবারে বায়বিত্তালীক থাকবে তা শরীয়তে বৈধ নয়। সুতরাং এম, এল, এম এ বায়বিত্তালীক থাকার কারণে এ কোম্পানিতে যে কোন ধরনের কারবার করা বৈধ হবে না। সুতরাং যে সকল প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিতে উপরে বর্ণিত শরয়ী ত্রুটি সমূহ বা তার কোনটি পাওয়া যাবে যেমন প্রশ্নে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলো সেটি

ইসলামী শরীয়তে নাজায়েয হিসাবে গণ্য হবে। অতএব, এ ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি গঠন করা পরিচালনা করা বা পরিবেশক হওয়া থেকে সকর মুসলমানের বিরত থাকা কর্তব্য।

وفى القران الكريم : ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتا كلوا فزيقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون ـ (سوره بقره ١٨٨)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৮৮, মুসলিম ২/২, তিরমিযী ১/২৩৩, মুসনাদে আহমদ ২/১৬২, আলমগীরী ৪/৪৪২

সুদ বা হারাম মালের খাত

প্রশ্ন : সুদ বা হারাম মালের খাত কি?

উত্তর : সুদ বা হারাম মাল তার মালিককে ফিরিয়ে দিবে। আর যদি কোন ভাবেই তার মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে ঐ মাল গরীব মিসকীনকে সদকা করে দিবে সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়াই।

وفى البزازية مع الهندية: ولو بلغ المال الخبيث نصا بالا يجب فيه الزكاة لان الكل واجب التصدق (كتاب النكاة ٨٦/٤)

প্রমাণ ঃ শামী ৫/৯৯, হিন্দিয়াসূত্রে বাযযাযিয়া ৪/৮৬, মাহমূদিয়া ৫/৮৮

অমুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম থেকে সুদ নেওয়া

প্রশ্ন : অমুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম থেকে সুদ নেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : না, নেওয়া যাবে না।

وفى البحر الرائق : لا ربا بينهما فى دار الحرب عند هما خلافا لابى يوسف ـ (باب الربا ١٣٥/٦ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৭৫, হিদায়া ৩/৮৬, আল বাহরুর রায়েক ৬/১৩৫

জুয়া খেলা, লটারী, কুইজ বিক্রি করার বিধান

প্রশ্ন : জুয়া খেলা ও লটারী ধরা, কুইজ বিক্রি করার হুকুম কি?

উত্তর : জুয়া খেলা, লটারী ধরা ও কুইজ বিক্রি করা হারাম, কেননা এগুলো জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর জুয়া হারাম হওয়ার বিষয়টি অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমানিত।

كمافى القرأة الكريم : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (سورة المائدة ٩٠)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ৯০-৯১, দুররে মুখতার ২/২৪৯. আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৫৬২

সুদকে হালাল মনে করলে তার হুকুম

প্রশ্ন : সুদকে হালাল মনে করলে কোন ধরনের গুনাহ হবে?

উত্তর : সুদ দেওয়া নেওয়া উভয়টা হারাম। কারণ সুদ হারাম হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিধায় যদি কোন ব্যক্তি সুদকে হালাল বলে বা হালাল মনে করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

كمافى العالمكيرية: من اعتقد الحرام حلالا او على القلب يكفر- (٢٧٢/٢)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ২/২৭২, তাতারখানিয়া ৪/২৫৯

সুদখোরের সাথে খানা খাওয়া

প্রশ্ন : সুদখোরের সাথে যৌথভাবে খাবার পাকিয়ে খাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, খাওয়া জায়েয হবে যখন একথা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে তার অধিকাংশ মাল হালাল। অন্যথায় জায়েয হবে না।

وفى خلاصة الفتوى : ان كان غالب مال المهدى حراما لا ينبغى ان يقبل ولا يأكل من طعا مه حتى يخبران ذلك المال حلال ورثه او استقرضه ولو كان غالب ماله حلالا لا باس به- (الفصل الرابع ٣٤٨/٤)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ৫/৩৪২, বাযযাযিয়া ৬/৩৬০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৪৮

সুদের টাকায় উৎপাদিত ফসলের হুকুম

প্রশ্ন : সুদের টাকায় উৎপাদিত ফসল বা পণ্যের হুকুম কি?

উত্তর : সুদের টাকায় ফসল উৎপাদনকারী উৎপাদিত ফসল বা পণ্যের মালিক হবে। তবে সুদের টাকায় অন্য মুসলমানের হক্ব থাকার কারণে উক্ত মিলকিয়্যাতের মধ্যে খারাবী থেকে যাবে। তাই সুদের টাকা মালিকদের ফেরত বা তাদের সাওয়াবের নিয়্যতে দান করার দ্বারা মিলকিয়্যাত পূর্ণাঙ্গ হবে। এবং তা ব্যবহারও বৈধ হবে।

كمافى نصب الراية : ولا يحل له الا نتفاع بها حتى يودى بدلها- (٤١٠/٤)

প্রমাণ ঃ নসবুর রায়াহ ৪/৪১০, কুদুরী ১৪১, সুনানে কুবরা ৮/৪৭৫

সুদের টাকা দ্বারা সুদ আদায় করা যাবে না

প্রশ্ন : বেলায়েত সাহেবের কিছু টাকা ব্যাংকে জমা ছিল, যার উপর তার কিছু সুদ জমা হয়েছে। এখানে সে নিজের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়েছে

তার উপরও ব্যাংকের সুদ এসেছে, সে কি এখন তার জমাকৃত সুদের টাকা দিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার কারণে যে সুদ এসেছে তা আদায় করতে পারবে?

উত্তর : না, সে সুদের টাকা দিয়ে সুদ আদায় করতে পারবে না, কেননা সুদ নেওয়া-দেওয়া উভয়টাই হারাম, চাই তা যেভাবেই হোক না কেন।

وفی الدر المختار: كل قرض جرنفعا حرام: (فصل فی القرض ۲/۴۰ زکریا)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ৭৫, দুররে মুখতার ২/৪০, আল বাহরুর রায়েক ৬/১২৪, শামী ৫/১৬৬

হারাম মালের হুকুম

প্রশ্ন : আমি সুদের ব্যবসা করতাম পরবর্তীতে আমি উক্ত ব্যবসা ছেড়ে দেই, এবং নামায রোজার অর্থাৎ শরীআতের উপর চলার জন্য চেষ্টা করি, এখন আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত ব্যবসার যে টাকা আছে ইহা হালাল না হারাম। যদি হারাম হয়, তাহলে আমার এই টাকা কি করবো।

উত্তর : সুদের ব্যবসা করা হারাম। কাজেই উক্ত ব্যবসার যে টাকা আছে তাও হারাম। হারাম মালের বিস্তারিত বিবরণ হল এই-

ক. যদি মাল সম্পূর্ণ হারাম হয়, এবং মালিক জানা থাকে, তাহলে ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যদি মালিক জানা না থাকে, তাহলে সমস্ত মাল সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীবদেরকে দান করে দিতে হবে।

খ. যদি হারাম মাল, হালাল মালের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়, এবং মালিক উভয়টির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। তাহলে পার্থক্য করে হালাল মাল রেখে দিয়ে, হারাম মাল মালিকের নিকট ফেরত দিয়ে দিবে। আর যদি মালিক বা ওয়ারিসদেরকে পাওয়া না যায়, তাহলে তাদেরকে সাওয়াব পৌঁছানোর নিয়তে গরীবদেরকে দান করে দিবে।

গ. আর যদি হালাল এবং হারাম মাল এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় যে, পার্থক্য করা সম্ভব না যে, কোনটা হালাল এবং কোনটা হারাম। তাহলে সে অনুমান করবে, অনুমান করার পরে যদি অধিকাংশ মাল হারাম হয় তাহলে সকল মাল হারাম হিসাবে ধর্তব্য হবে, এবং গরীবদেরকে সদকা করতে হবে। আর যদি অধিকাংশ মাল হালাল হয়, তাহলে সকল মাল হালাল হিসাবে গণনা করা হবে। এবং এই ক্ষেত্রে নিজে গরীব হলে নিজেও ব্যবহার করতে পারবে।

وفی الدر المختار: انما يكفر اذا تصدق بالحرام القطعی اما اذا اخذ من انسان مائة ومن اخر مائة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر لانه ليس بحرام بعينه بالقطع لا ستهلاكه بالخلط ـ (باب الزکوة جا صـ۱۳۴ سعید)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-২৭৫, তিরমিযী ১/২২৯, শামী ২/২৯২, দুররে মুখতার ১/১৩৪)

বন্ধক, ইজারা, বর্গা ও শুফআ

রেহেন রাখা

প্রশ্ন : আমি মোঃ সহিদ মাঝী। আমার মৌড়া বাজারে অবস্থিত নিজস্ব জায়গার উপর একখানা দোকান, যাহার উত্তরে ডাঃ আবুল কাশেমের ফার্মেসী, দক্ষিণে মোরশেদ মাঝীর দোকান পূর্বে সরকারি রাস্তা। এই চৌহদ্দির মধ্যেস্থিত।

এখন আমার নিজের এই দোকান খানা ও জায়গা মৃধা কল্যাণ সংস্থার পক্ষে মনোনীত আপনাদের নিকট অর্থাৎ মৃধা কল্যাণ সংস্থার নিকট ৩৫,০০০/= পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় (রেহেন) বা বন্ধক রাখিলাম। বর্তমানে আমি সহিদ মাঝি অত্র দোকানে দোকানদারি করিতেছি। তাই দোকানের ন্যায্য ভাড়া হিসাবে প্রতিমাসে, ১,০০০/= এক হাজার করে টাকা দিতে থাকবো।

প্রকাশ থাকে যে যতদিন পর্যন্ত আমি সহিদ মাঝী আপনাদের অর্থাৎ মৃধা কল্যাণ সংস্থার উক্ত ৩৫,০০০/= পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ফেরত দিতে না পারব ততদিন পর্যন্ত অত্র দোকানের জায়গা ও দোকান ভাড়া মৃধা কল্যাণ সংস্থা ভোগ করতে থাকিবে।

* অতএব জনাব মুফতী সাহেবের নিকট জানতে আগ্রহী উক্ত সুরত দুটি জায়েয আছে কি নাই? জায়েয না থাকলে জায়েয হওয়ার সুরতটি জানতে আগ্রহী।

উত্তর : উল্লেখিত পদ্ধতিতে রেহেন রাখা জায়েয নাই, কারণ বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার কাছ থেকে বন্ধকী বস্তু ভাড়া নেয়া জায়েয নাই, তবে বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার কাছ থেকে বন্ধকী বস্তু ধার বা কর্য নিতে পারবে, অথবা বন্ধকদাতার কাছ থেকে উহা আমানত রাখতে পারবে, আর যদি বন্ধক গ্রহীতা ভাড়া নেয় অথবা উভয়ের সম্মতিতে অন্য কারো নিকট ভাড়া দেয়, উভয় পদ্ধতিতে ভাড়ার মূল্য বন্ধকদাতাই পাবে।

আর উল্লেখিত পদ্ধতিতে দোকান বিক্রি করা জায়েয নাই, কারণ দোকান বিক্রি করা ও ক্রয় করা এক চুক্তির মাধ্যমে হয়েছে যা বাইয়ে ফাসেদের অন্তর্ভুক্ত। তবে এভাবে জায়েয হতে পারে যে, প্রথম বিক্রয়ের পর ক্রেতা দোকান, আর বিক্রেতা দোকানের মূল্য নিজ নিজ আয়ত্তে নিয়ে নিবে, এর পর যদি নতুন ভাবে চুক্তির মাধ্যমে ক্রেতা দোকান বিক্রি করতে চায়, আর তখন দোকানের প্রথম মালিকও বেশী মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে চায় তা পারবে।

كما فى الفقه على المذاهب الاربعة : الاجارة ولها حالتان : الحالة الاولى ان يكون المستأجر هو الراهن كما اذا رهن محمد لخالدٍ فدّانًا ثم استأجره محمد

منه وحكم هذه الحالة ان الاجارة تكون باطلة و ان المرهون يكون كالمستعار او المودع. ج۲ ص۲٦۱ دار الحديث

(প্রমাণ : আল ফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবাআ-২/২৬১, বিনায়া-১৩/৫১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-২৩/১৮৩)

ইজারায়ে ফাসেদের হুকুম

প্রশ্ন : ফাসেদ ইজারার হুকুম কি?

উত্তর : ইজারায়ে ফাসেদের মধ্যে আজরে মিছিল দিতে হবে।

وفى الهداية: والواجب فى الاجارة الفاسدة اجر المثل لا يجاوزبه المسمى - (باب الاجارةالفاسدة ۳/۳۰۱)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৩/৩০১, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭, ফাতহুল কাদীর ৮/৩৪, ইনায়া ৮/৩৪

কর্তিত ফসল থেকে মজুরি হিসাবে দেওয়া

প্রশ্ন : যে সকল কিষাণেরা ক্ষেতের ফসল কেটে দেয় তাদেরকে ঐ কর্তিত ফসল থেকে মজুরী হিসেবে একটা অংশ দেয়া হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর বিধান কি?

উত্তর : শ্রমিককে কর্তিত ফসল হতে মজুরী দেওয়া হানাফী মাযহাব মতে ইজারায়ে ফাসেদা। সুতরাং এটা জায়েয নেই। কিন্তু কর্তিত ফসলের কথা না বলে, নির্ধারিত কাজের মজুরি নির্ধারিত পরিমাণ ফসল সাব্যস্ত করে, এবং পরে কর্তিত ফসল হতেই নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরী দিলে তা জায়েয হবে।

وفى السراجية: استاجر طحانا ليطحن له هذا الوقر من الحنطة بقفيز منه لم يجز - (باب الاجارة الفاسدة ... الخ ٤٦۳ اتحاد)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ৪/৪৪৪, কাযীখান হিন্দিয়ার সূত্রে ২/৩২৯, সিরাজিয়্যা ৪৬৩, হিদায়া ৩/৩০৫

পুলিশদের জন্য বাস বা ট্রেনে ভাড়াবিহীন যাতায়াত করা

প্রশ্ন : কোন পুলিশ ভাড়া দেওয়া ব্যতিত বাসে বা ট্রেনে যাতায়াত করতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, কোন পুলিশ বিনা ভাড়ায় বাসে বা ট্রেনে যাতায়াত করতে পারবে না। তবে চাপ ব্যতিত মালিক বা চালকের সন্তুষ্টিতে ভাড়া ছাড়া যাতায়াত করতে পারবে।

وفى مشكوة المصابيح : عن ابى حرة الرقاشى عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرأ الا بطيب نفس منه - (باب الغصب ۲۰۰ حميدية)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৮৮ মিশকাত ২৫৫ কাওয়ায়িদুল ফিকহ ১১০ সুনানে কুবরা ৮/৫০৬

বন্ধকী জমি মুক্ত করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : কোন এক ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে জমি বন্ধক রাখে অতঃপর জানতে পেল জমি বন্ধক রাখা জায়েয নেই। এবং এটাও জানতে পেল যে, উক্ত বন্ধকী জমি দ্বারা যা লাভ হয়েছে অনুমান করে তা-ও সদকা বা দান করে দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো উক্ত বন্ধকী জমির লাভকৃত টাকা দিয়ে স্বীয় আপন ভাই (যিনি নেসাবের মালিক না) এর কোনো বন্ধককৃত জমি ছুটানো যাবে কিনা? বা তার কোন উপকারে আসে এমন কোনো স্থানে ব্যয় করা যাবে কিনা?

উত্তর : জমি বন্ধক নিয়ে তার থেকে ফসল ইত্যাদির মাধ্যমে লাভবান হওয়া বা খাওয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত। সরাসরি সুদ খাওয়ায় যে হারাম ও কঠিন আযাবের হুমকি রয়েছে জমি বন্ধক নিয়ে তার হতে ফসল- খাওয়াতে ও তা প্রযোজ্য, যদিও বন্ধকদাতা রাজি থাকে।

প্রশ্নে বর্ণিত জমি বন্ধকের পর তা হতে যে ফসল অর্জিত হয়েছে উক্ত ফসল হতে নিজের ব্যয়িত অর্থ বাদ দিয়ে বাকী লাভটুকু সাওয়াবের নিয়ত ছাড়াই গরীব-মিসকীনদের সাদকা করে দিতে হবে। আর এক্ষেত্রে নিজের ভাই যেহেতু গরীব সেহেতু সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া তাকেও সাদকা করে দিতে পারেন, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত বন্ধকের মুআমালা এ মুহূর্তেই শেষ করা জরুরী। জমির মালিক এ মুহূর্তে টাকা ফেরত দিতে অপারগ হলে তার সাথে বন্ধক বাদ দিয়ে নতুন করে ন্যায্য ভাড়া নির্ধারণ সাপেক্ষে ইজারার চুক্তি করে, বন্ধকের মাধ্যমে গৃহিত অর্থকে অগ্রিম ভাড়া হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। নিয়মিত ভাড়া কর্তন হয়ে এক পর্যায়ে টাকা শেষ হয়ে গেলে জমির মালিক জমি পেয়ে যাবে।

كما فى الهندية والسبيل فى المعاصى ردها وذلك ههنا برد المأخوذ ان تمكن من رده بان عرف صاحبه وبالتصدق به ان لم يعرفه ليصل اليه نفع ماله ان كان لا يصل اليه عين ماله. ج٥ صـ٣٤٩

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-২৭৫, আলমগীরী-৫/৩৪৯, শামী-৬/১৯৫, ফাতহুল কাদীর-৮/২৬৯)

ব্যক্তিগত বস্তু বন্ধক রাখা

প্রশ্ন : কোনো জিনিস যেমন মটর সাইকেল, বাড়ি, তরবারি, ঘড়ি কিতাবাদী, জমি ইত্যাদি কেউ যদি বন্ধক রাখে তাহলে এ ব্যাপারে শরীআতের বিধান কি?

উত্তর : ব্যক্তিগত কোনো জিনিস কারো কাছে বন্ধক রাখা কোনো পাওনা কিংবা অন্য কিছুর বিনিময়ে, এই শর্তে যে, যতদিন পাওনা পরিশোধ না করবে ততদিন

উক্ত জিনিস বন্ধক থাকবে, যখন পাওনা পরিশোধ করবে তখন বন্ধকী জিনিস ফিরিয়ে দিবে তাহলে এ ধরনের লেনদেন জায়েয আছে তবে বন্ধক গ্রহণকারীর জন্য বন্ধকের জিনিস ভোগ–ব্যবহার করা কিংবা কোনো প্রকার ফায়দা হাসিল করা জায়েয নাই।

كما فى بدائع الصنائع : وكذا ليس للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حتى لو كان الرهن عبدا ليس له ان يستخدمه وان كان دابة ليس له ان يركبها وان كان ثوبا ليس له ان يلبس وان كان دارا ليس له ان يسكنها وان كان مصحفا ليس له ان يقرأ فيه لان عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع. (كتاب الرهن جـ٥ صـ٢١٢ زكريا)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ২/৩১, বাদায়ে ৫/২১২, বাহরুর রায়েক ৮/২৩৮, শামী ৬/৪৮২)

বিশ জনের কথা বলে গাড়ি ভাড়া করে পঁচিশজন যাতায়াত করা

প্রশ্ন : বিশ জনের কথা বলে গাড়ি ভাড়া করে ২৫ জন যাতায়াত করা যাবে কিনা?

উত্তর : না, বিশ জনের কথা বলে ২৫ জন উঠা যাবে না। তবে যদি গাড়ির স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতা থাকে এবং গাড়ির মালিক রাজী থাকে তাহলে উঠা যেতে পারে।

وفى الهداية: او استاجر دابة يحمل عليها مقدارا معلوما اويركبها مسافة سماها... والقدر المحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة فصح العقد ـ (٢٩٤/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ৪/৪৪০, আল ফিকহুল ইসলামী ৪/৫৫২, হিদায়া ৪/২৯৪

টিকিটবিহীন ভ্রমণের বিধান

প্রশ্ন : ট্রেনের টিটি বা অন্য কোন স্টাফ কাউকে টিকেট বিহীন ভ্রমণ করাতে পারবে কি?

উত্তর : না, পারবে না। তবে মালিকের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন অনুমতি থাকলে পারবে।

كمافى القرآن الكريم: وراء هم ملك ياخذ كل سفينة غصبا (سورة الكهف ٧٩)

প্রমাণ ঃ সূরা কাহাফ ৭৯, হিদায়া ৩/৩৭২, জালালাইন ২৫, আল বাহরুর রায়েক ৮/১০৮

পোষা জন্তুর শরীরে মানব অঙ্গ লাগানো

প্রশ্ন : কোন পোষা জন্তুর সুস্থতা বা প্রাণ রক্ষার জন্য শরীরে মানব দেহের কোন রগ বা অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা যাবে কি?

উত্তর : না, কোন পোষা জন্তুর সুস্থতা বা প্রাণ রক্ষার জন্য তার শরীরে মানবদেহের রগ বা অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা যাবে না।

كمافى القران الكريم : ولقد كرمنا بنى ادم وحملنا هم فى البر والبحر ورزقنهم من الطيبت وفضلنا هم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ـ (سورة الاسراء ٧٠)

প্রমাণ ঃ সূরা ইসরা ৭০, আহকামে কুরআন ৩/৩০৩, বাদায়ে ৫/১৩২

শূকরের পশমের তৈরি ব্রাশ দ্বারা রং করা

প্রশ্ন : শূকরের পশমের তৈরি ব্রাশ দ্বারা ঘর, দেয়াল বা গ্রীল রং করার কি হুকুম?

উত্তর : শূকর নাজিসুল আইন। তাই তার কোন কিছু ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং যদি শূকরের পশমের তৈরি ব্রাশ দিয়ে কোন কিছু রং করা হয় তাহলে সেই রং নাপাক হয়ে যাবে। এই অবস্থায় তাকে পাক করতে হলে পানি দিয়ে তিনবার ধৌত করতে হবে। তাহলে পাক হয়ে যাবে।

كمافى الشامية: وشعر الخنزيرالنجاسة عينه اى عين الخنزير اى بجميع اجزاءه ـ ٥/٧٠)

প্রমাণ ঃ শামী ৫/৭০, কানয ২৩৮, আল বাহরুর রায়েক ৬/৮০,

ওয়াকফকৃত জমির উপর শুফার হক সাবেত হওয়া

প্রশ্ন : ওয়াক্ফকৃত জমির উপর কি শুফআর হক সাবেত হয়?

উত্তর : না, কেননা শুফআর হক্ব, সাবেত হওয়ার জন্য মালি বিনিময় হওয়া শর্ত। আর ওয়াকফের মধ্যে মালি বিনিময় হয় না।

كمافى الدر المختار: واما اذا بيع بجوار ه او كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفا وبيع الملك فلا شفعة للوقف ـ (كتاب الشفعة :٢/٢١١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২১১, শামী ৬/২২৩, বিনায়া ১১/৩৫০, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৩৮

জমি বন্ধক দেয়া

প্রশ্ন : বর্তমান আমাদের দেশে জমি বন্ধক রাখার নিয়ম হলো কোনো ব্যক্তি ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ২ কাঠা জমি কারো নিকট বন্ধক রাখল এবং বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি উক্ত জমি দ্বারা উপকার হাসিল করতে থাকে, যখন জমির মালিক

টাকা ফেরত দেয় তখন টাকা দাতা ব্যক্তি টাকা নিয়ে জমি ফিরিয়ে দেয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো এভাবে জমি বন্ধক রাখা এবং উক্ত জমি দ্বারা উপকার হাসিল করা জায়েয হবে কি-না?

উত্তর : উল্লেখিত পন্থায় বন্ধক রাখা শরীআতের দৃষ্টিতে সুদের অন্তর্ভুক্ত, তাই জমি গ্রহণকারী যে ফসল ভোগ করবে তা সুদের মধ্যে গণ্য হবে। যদিও মালিক জমি থেকে ফসল ভোগ করার অনুমতি দেয়। জায়েযের পদ্ধতি এ হতে পারে যে, বন্ধক গ্রহীতা জমি ভাড়া স্বরূপ গ্রহণ করবে এবং প্রচলিত বাজার দর হিসেবে জমিনের মাসিক বা বাৎসরিক যে ভাড়া হতে পারে সে পরিমাণ টাকা প্রত্যেক বছর কর্তিত হতে থাকবে। উল্লেখ থাকে যে, মালিকের যদি জমিনের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করে জমি ফেরত নিতে পারবে।

كما فى كنـز العمال : عن عمر فى الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: اذا كان باكثر مما رهن به فهو امين فى الفضل، واذا كان اقل رد عليه تمام حقه... عن ابن سيرين قال : جاء رجل الى ابن مسعود فقال : إن رجلا رهننى فرسا فركبتها قال ما اصبت من ظهرها فهو ربا... (كتاب الرهن ج٦ صـ١٢٤ دار الكتب)

(প্রমাণ : কান্‌যুল উম্মাল ৬/১২৪, শামী ৬/৪৮২, দুররে মুখতার ২/২৭৭, আলমগীরী ৬/২৯৯, আল বাহরুর রায়েক ৫/৫০৭, ইমদাদুল আহকাম ৩/৫১৫)

বন্ধকি বস্তু হারিয়ে গেলে

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি কারও কাছ থেকে ১,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং ঋণদাতার কাছে ১,৫০০ টাকা দামের স্বর্ণের অলংকার বন্ধক রাখে– অতঃপর উক্ত অলংকার ঋণদাতার কাছ থেকে হারিয়ে যায় তাহলে ঋণ গ্রহীতা ঋণদাতার কাছ থেকে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা ফেরত নিতে পারবে কি না?

উত্তর : অতিরিক্ত ৫০০ টাকা ঋণদাতার কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে না কেননা যে বস্তু বন্ধক রাখা হয় উহা ঋণদাতার কাছে আমানত হিসাবে থাকে।

وفى البحر الرائق : اذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن يسقط دينه وان كانت قيمته خمسة عشر فالفضل امانة عندنا. (كتاب الرهن ج٨ صـ٢٣٣ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ৮/২৩৩, কানযুদ দাকায়েক ৪৩৮, হিদায়া ৪/৫১৯, ফাতহুল কাদীর ৯/৭৫)

বন্ধকি বস্তু ব্যবহারের বৈধ পন্থা

প্রশ্ন : জনৈক আলেম বলেছেন যে, বন্ধকি জমি ব্যবহার করা জায়েয নেই। এখন আমার জানার বিষয় হলো, যদি বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতাকে ব্যবহার করার অনুমতি দেয় তাহলে সেক্ষেত্রেও কি ব্যবহার করা বৈধ হবে না? অথবা যদি বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকদাতাকে কিছু টাকা বা আংশিক ফসল ফেরত দেয় তাহলে এর হুকুম কি হবে? বন্ধকি জমি ব্যবহারের বৈধ পন্থা কি?

উত্তর : না যদি বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতাকে বন্ধকি জমি ব্যবহার করার অনুমতি দেয় তাহলেও বন্ধকি জমি ব্যবহার করা বৈধ হবে না। এমনিভাবে যদি বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকদাতাকে কিছু টাকা বা আংশিক ফসল দেয় তাহলেও বৈধ হবে না। বন্ধকি ব্যবহারের বৈধ পন্থা হলো, চাষাবাদের খরচ বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা উভয়ে বহন করবে। এবং বীজ হবে বন্ধকদাতার পক্ষ হতে। আর উৎপন্ন ফসল উভয়ের মাঝে সমান ভাবে বণ্টন হবে। এভাবে বন্ধক চুক্তি জায়েয আছে।

وفى رد المحتار : وان اخذ المرتهن الارض مزارعة بطل الرهن لو البذر منه ولو من الراهن فلا. (رد المحتار : ج٦ صـ٥١١)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-২/২৬৬ ও ২৭৭, শামী-৬/৫১১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-২৩/১৮৩)

বর্গা ও বন্ধকের বিধান

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জমি বর্গা দেয়া হয় এক সিজনের জন্য। এবং বলা হয় যে, আমি আপনাকে পাটের সিজনের জন্য জমি বর্গা দিলাম এই শর্তে যে আপনি আমাকে পাঁচ মণ পাট দিবেন? আর দ্বিতীয় বিষয় হলো জমি বন্ধক দেওয়া! আর তাহলো বন্ধক গ্রহীতা জমিনের মালিককে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা এই শর্তে দেয় যে, মালিক যতদিন টাকা পরিশোধ না করতে পারবে ততদিন বন্ধক গ্রহীতা জমি চাষ করে ফসল নিবে। দেখা যায় চার পাঁচ বছর পর জমিনের মালিক টাকা ফেরত দেয় এবং ফেরত দেওয়ার সময় বন্ধক গ্রহীতা কিছু টাকা জমিনের মালিককে দিয়ে তাদের লেনদেনকে বৈধ্য মনে করে এ সুরতগুলো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত পদ্ধতিতে জমি বর্গা দেয়া জায়েয নাই। আর দ্বিতীয় সুরতে (مرتهن) বন্ধক গ্রহীতা জমি হতে কোনো ধরনের উপকৃত হতে পারবে না। যদিও (راهن) বন্ধকদাতা অনুমতি দেয় কারণ এটা সুদের অন্তর্ভুক্ত। আর কিছু টাকা জমিনের মালিককে দেয়া এবং লেনদেন হালাল মনে করা এটাও জায়েয নাই।

وفى الموسوعة الفقهة : ولا يجوز الانتفاع للمرتهن ولو باذن الراهن لانه ربا وفى قول: ان شرطه فى العقد كان ربا (جلد ٢٣ صـ١٨٤)

(প্রমাণ : শামী-৬/২৭৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-২৩/১৮৪, নাছবুর রায়া ৪/৪৫৮, হিদায়া, ৪/৪২৬)

রাহেন মুরতাহেনের অনুমতি ছাড়া বন্ধকী জিনিস বিক্রি করা

প্রশ্ন : যদি রাহেন বন্ধকী জিনিস বিক্রয় করে মুরতাহেনের অনুমতি ছাড়া তাহলে তার বিক্রয় প্রয়োগ হবে কিনা?

উত্তর : না, প্রয়োগ হবে না।

كمافى الهداية : واذا باع الراهن الرهن بغير اذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق فان اجاز المرتهن جاز ـ (باب التصرف فى الرهن ٤/٥٤١)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৫৪১, কেফায়া ৯/১১০, সিরাজিয়্যা ১/৫২৭, কানযুদ দাকায়েক ৪৪৩, দুররে মুখতার ২/২৭৩

সেলুনের জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন: সেলুনের জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর: আমাদের দেশের সকল সেলুনেই নাপিত দাড়ি মুণ্ডায়, এবং কাফের মুশরিকদের মত চুল কাটে যা সম্পূর্ণ নাজায়েয, তাই জেনে শুনে এরুপ সেলুনের জন্য দোকান ভাড়া দিয়ে গুনাহের কাজে সহায়তা এবং তা থেকে অর্থোপার্জন করা অনুচিত্ত।

كما فى القران الكريم: ولا تعا ونواعلى الا ثم والعد وان (سورة المائدة ٢)

প্রমাণ: সূরা মায়েদা -২, সূরা কাসাস –১৭, রুহুল মাআনী-৩/৫৭-১০/৫৬

জমি বন্ধক রাখা

প্রশ্ন: আমি এক ব্যক্তির নিকট একটি জমি যার পরিমান হল ১০ (দশ) শতক ২০,০০০ (বিশ হাজার) টকার বিনিময় আবাদ করতে দেই এই শর্তে যে, কম পক্ষে এক বছর আবাদ করার পর যখন আমার হাতে টাকা আসবে তখন আমি তাকে টাকা ফিরিয়ে দিবো, তবে প্রতি আবাদের সময় হাজারে ১০ টাকা কাটা যাবে অর্থাৎ পাঁচ মৌসুম আবাদ করলে বিশহাজার থেকে ১০০০ (এক হাজার) টাকা বাদ যাবে পরে তাকে ১৯০০০ (উনিশ হাজার) টাকা ফেরত দিলে সে জমি আমাকে দিয়ে দিবে। এই সুরত শরীয়তে বৈধ কিনা? এবং অবৈধ হলে তার কোন বৈধ সুরত আছে কিনা?

উত্তর: উল্লেখিত ছুরতটি হলো বন্দকী ছুরত। আর বন্দকী জিনিস দ্বারা ফায়দা উঠানো হারাম। আর প্রতি ফসলে হাজারে দশ টাকা কাটা যাবে অর্থা২০ হাজার টাকা থেকে ৫ বছরে ১০০০ টাকা কমে যাবে এটা ১০ শতক জামির ৫ বছরের সাধারণত আজরে মেছিল হয় না। শুধু উভয়ে হিলার জন্য করে থাকে। আর এ কারণে হিলাকে ফুকাহায়ে কেরাম নাজায়েয বলেছেন। আর বৈধ হওয়ার ছুরত

হলো যে, এলাকা হিসাবে জমির বাৎসরিক যে ভাড়া হয় সেই অনুযায়ী অগ্রীম কয়েক বছরের ভাড়া নিয়ে নিবেন। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানদেরকে হারাম থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন।

وفى الشامية : انه لا يحل له ان ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لا نه أذن له فى الربى لا نه يستوفى دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا ـ

সূরা : বাকারা ২৭৫ , মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৫/৮০, দুররে মুখতার ২/ শামী ৬/৪৮২, আল ফিকহুল ইসলামী ৪/৫১৫

জমি বন্ধক রাখা

প্রশ্ন: আমি এক ব্যক্তির নিকট একটি জমি যার পরিমান হল ১০ (দশ) শতক ২০,০০০ (বিশ হাজার) টকার বিনিময় আবাদ করতে দেই এই শর্তে যে, কম পক্ষে এক বছর আবাদ করার পর যখন আমার হাতে টাকা আসবে তখন আমি তাকে টাকা ফিরিয়ে দিবো, তবে প্রতি আবাদের সময় হাজারে ১০ টাকা কাটা যাবে অর্থাৎ পাঁচ মৌসুম আবাদ করলে বিশহাজার থেকে ১০০০ (এক হাজার) টাকা বাদ যাবে পরে তাকে ১৯০০০ (উনিশ হাজার) টাকা ফেরত দিলে সে জমি আমাকে দিয়ে দিবে। এই সুরত শরীয়তে বৈধ কিনা? এবং অবৈধ হলে তার কোন বৈধ সুরত আছে কিনা?

উত্তর: উল্লেখিত ছুরতটি হলো বন্দকী ছুরত। আর বন্দকী জিনিস দ্বারা ফায়দা উঠানো হারাম। আর প্রতি ফসলে হাজারে দশ টাকা কাটা যাবে অর্থা২০ হাজার টাকা থেকে ৫ বছরে ১০০০ টাকা কমে যাবে এটা ১০ শতক জামির ৫ বছরের সাধারণত আজরে মেছিল হয় না। শুধু উভয়ে হিলার জন্য করে থাকে। আর এ কারণে হিলাকে ফুকাহায়ে কেরাম নাজায়েয বলেছেন। আর বৈধ হওয়ার ছুরত হলো যে, এলাকা হিসাবে জমির বাৎসরিক যে ভাড়া হয় সেই অনুযায়ী অগ্রীম কয়েক বছরের ভাড়া নিয়ে নিবেন। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানদেরকে হারাম থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন।

وفى الشامية : انه لا يحل له ان ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لا نه اذن له فى الربى لا نه يستوفى دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا ـ

সূরা : বাকারা ২৭৫ , মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৫/৮০, দুররে মুখতার ২/ শামী ৬/৪৮২, আল ফিকহুল ইসলামী ৪/৫১৫

পাঠা দ্বারা পাল দিয়ে মজুরি গ্রহণ করা

প্রশ্ন : পাঠা দ্বারা পাল দিয়ে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ধার্য করে এ কাজের বিনিময়ে টাকা পয়সা গ্রহণ করা জায়েয নাই। তবে ছাগীওয়ালা যদি খুশি হয়ে কিছু সম্মান করে তা গ্রহণ করতে পারবে।

وفی الدر المختار مع الشامية : لا تصح الاجارة لعسب التيس وهو نـزوه على الاناث وفی الشامية لانه عمل لا يقدر عليه وهو الاحبال (ج٦ صـ ٥٥ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৬/৫৫, হিদায়া ৩/৩০৩, মুখতাছারুল কুদুরী ১০৪)

গুনাহের কাজের জন্য কাউকে ভাড়া নেওয়া

প্রশ্ন : গুনাহের কাজের জন্য যেমন সিনেমা হলের টিকিট কাটা, শত্রুর সাথে মারামারি করা ইত্যাদির জন্য কাউকে ভাড়া নেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : না, গুনাহের কাজের জন্য কাউকে ভাড়া নেওয়া জায়েয নাই।

وفی الهداية: ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهی لانه استيجارعلى المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد ـ (باب الاجارة لفاسة ه ٣٠٣/٣ اشرفية)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৫৫, আল ফিকহুল ইসলামী ৪/৫৩৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৩/১১৬, হিদায়া ৩/৩০৩

টিভি/রেডিও ও গানবাদ্য শ্রবণকারীদের নিকট ঘর ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : যেহেতু সর্বদা সব জায়গায় সৎ ও দ্বীনদার মানুষ ভাড়ার জন্য পাওয়া যায় না, সেহেতু টিভি/রেডিও ও গানবাদ্য শ্রবণকারীদেরকে ঘর ভাড়া দেয়া জায়েয কি না? এবং তার দেয়া ভাড়া গ্রহণ করা জায়েয কি না?

উত্তর : ঘর-বাড়ি ভাড়া দেওয়ার জন্যে কিছু কম ভাড়ায় হলেও দ্বীনদার পরিবার তালাশ করা চাই। ভাড়া দেওয়ার প্রয়োজন সত্বেও দ্বীনদার পরিবার পাওয়া না গেলে প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তিদেরকে ভাড়া দেয়া জায়েয আছে, কারণ এখানে ভাড়া দেয়া উদ্দেশ্য, তাদের গুনাহের কাজে সহযোগীতা করা উদ্দেশ্য নয়।

وفی الشامية : وجاز اجارة بيت الى قوله ليتخذ بيت نار او كنيسه او يباع فيه الخمر الخ. (ج٦ صـ٣٩٢)

(প্রামণ ঃ শামী-৬/৩৯২, আলমগীরী-৪/৪৫০, হক্কানীয়া-৬/২৬৫)

চুক্তি করে টাকা নিয়ে ওয়াজ করা

প্রশ্নঃ চুক্তি করে টাকা নিয়ে ওয়াজ করা জায়েয আছে কি না? শরীয়াতের আলোকে জানতে চাই।

উত্তরঃ ওয়াজের পারিশ্রমিক পূর্ব থেকে নির্ধারণ করবে না এবং বক্তার নিয়া তের মাঝে এ কথাও থাকবে না যে, আমাকে অবশ্যই কিছু টাকা দিবে। বরং ওয়াজ করবে শুধু মাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, হ্যাঁ যদি কোন ব্যক্তি তাকে সম্মানার্থে কিছু হাদিয়া দেয় তাহলে এই হাদিয়া দেয়া এবং নেওয়া উভয়টি জায়েয। কিন্তু যদি পারিশ্রমিক পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে অথবা বক্তা এমনভাবে পরিচিত হয় যেঃ পারিশ্রমিক নিয়ে ওয়াজ করে তাহলে তার দুই সুরত (১) কোন প্রতিষ্ঠান কোন আলেমকে ওয়াজ করার জন্য নির্ধারণ করল, আর তার পারিশ্রমিক মাস হিসেবে নির্ধারণ করল, তাহলে এই পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয হবে। (২) প্রত্যেক ওয়াজের উপর বক্তা পারিশ্রমিক নিয়ে ওয়াজ করা জায়েয, কিন্তু ইহার দ্বারা ওয়াজকারী ও ওয়াজের প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হয় তাই এই সুরতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরূহ।

وفى الشامية : وبعض مشائخنا استحسنوا الا ستيجار على تعليم القران اليوم لظهور التو الى فى الا مور الدينية .... وزاد بعضهم الاذان ولا الاقامة والوعظ ـ (٥٥/٦)

প্রমাণঃ দুররে মুখতার –২/১৭৯, শামী ৬/৫৫, কানযুদ্দাকায়েক ৩৬৪

মৃত্যুর পরও চুক্তি বাকি থাকবে শর্তে ইজারা দেয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি এই শর্তে ইজারা চুক্তি করে যে, তার ইন্তেকালের পর বংশ পরম্পরায় এই চুক্তি বহাল থাকবে। তাহলে তার ইন্তেকালের পর এই চুক্তি বহাল থাকবে কি না?

উত্তর : না উল্লেখিত সুরতে লেন-দেনকারী দু'জনের মধ্য থেকে কোন একজনের মৃত্যুর পরেই ইজারা চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে।

كما فى الدر المختار: وتنفسخ بلا حاجة الى الفسخ بموت احد العاقدين عند نا ـ (باب فسخ الاجارة ج۲ صـ١٨٤ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/১৮৪, শামী ৬/৮৩, আল বাহরুর রায়েক ৮/৩৬, বিনায়া ১০/৩৪৪)

গরু বর্গা দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আজকাল আমাদের সমাজে গরু-ছাগল বর্গা দেওয়ার যে প্রচলন রয়েছে যেমন ঃ এক ব্যক্তি ৫ হাজার টাকা দিয়ে একটি গরু ক্রয় করে আরেকজনের নিকট বর্গা দিল ২-৩ বছর পর তার মূল্য হল ৮ হাজার টাকা। এখন গরুর ক্রয়কৃত মূল্য ৫ হাজার টাকা বাদ দিয়ে বাকি ৩ হাজার টাকা দুই জনের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে নিল কিংবা উক্ত গরু থেকে যে বাচ্চা হবে তা দুইজনের মধ্যে ভাগ করে নিবে। এভাবে গরু ছাগল বর্গা দেয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : আমাদের হানাফী মাযাহাব অনুযায়ী এভাবে গরু-ছাগল বর্গা দেয়া জায়েয নেই। তবে কোন এলাকায় যদি উল্লেখিত নিয়মে গরু ছাগল বর্গা দেওয়ার ব্যাপক প্রচলন থাকে। তাহলে তাদের জন্য জায়েয হবে। তবে শর্ত হল যে বর্গা নিবে তার লভ্যাংশ তথা গরু/ছাগলের বাচ্চা অথবা বাচ্চা না হলে তার পারিশ্রমিক পূর্বেই নির্ধারিত থাকা।

كما فى فتاوى ابن تيمية : ولو دفع دابة او نخلة الى من يقوم له وله جزء من نمائه صح وهو رواية عن احمد. (جـ٤ صـ٨٥ بحواله امداد الفتاوى جـ٣ صـ٣٤٣ زكريا)

(প্রমাণ : ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ-৪/৮৫, উসূলে ইফতা-১৭১-১৭৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৩/৩৪৩)

শুফার হক মুসলিম, অমুসলিম উভয়ের জন্য

প্রশ্ন : শুফা দাবি করার হকের ক্ষেত্রে মুসলমান এবং যিম্মির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : না, কোন পার্থক্য নেই। কারণ শুফা দাবি করার হকের ক্ষেত্রে যেই কারণ, তথা শাফীর উক্ত বিক্রিত সম্পদের মাঝে শরীক থাকা, বা পানির নালা এবং পথ ইত্যাদির মাঝে শরীক হওয়া, অথবা প্রতিবেশী হওয়া, এবং যেই হিকমত তথা প্রতিবেশীর ক্ষতিকে দূর করা। এই সকল ক্ষেত্রে মুসলমান এবং যিম্মি উভয়েই সমান।

وفى الهداية : والمسلم والذمى فى الشفعة سواء للعمومات ولانهما يستويان فى السبب والحكمة فيستويان فى الاستحقاق. (باب مايجب فيه الشفعة. جـ٤ صـ٤٠٢ الاشرافية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/১৬১, হিদায়া ৪/৪০২, ইনায়া ৮/৩২৮, কিফায়া ৮/৩২৮, বিনায়া ১১/৩৫১)

বিক্রিত জমিতে খিয়ারে শর্ত থাকা অবস্থায় শুফার দাবী করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে কারো নিকট তার জমি বিক্রি করে তাহলে এ অবস্থায় উক্ত জমির শাফী শুফা দাবি করতে পারবে কি না?

উত্তর : না, শুফা দাবি করতে পারবে না।

كما فى العالمغيرية: وان كان المشترى شرط الخيار لنفسه شهرا او ما اشبه ذلك فلا شفعة للشفيع عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى. (باب فى تفسير ها جـ٥ صـ١٦٣ حقانية:)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/১৬৩, হিদায়া ৪/৪০৪, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৩৯, বিনায়া ১১/৩৫৯, ইনায়া ৮/৩৩১)

শুফার হকদারদের মাঝে জমি বণ্টন পদ্ধতি

প্রশ্ন : কোন জমিতে যদি শুফার একাধিক হকদার থাকে তাহলে উক্ত জমি তাদের মাঝে বণ্টনের পদ্ধতি কি?

উত্তর : উক্ত জমি তাদের মাথা পিছু সমান হারে বণ্টন করা হবে।

كمافى الهداية: واذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤسهم ولا يعتبر اختلاف الاملاك ـ (كتاب الشفعة جـ٤ صـ٣٩١ المكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া-৪/৩৯১, দুররে মুখতার-২/৩১১, আল বাহরুর রায়েক-৮/১২৮, শামী-৬/২১৯, কিফায়া-৮/৩০২)

আরিয়াত বা ধার দেওয়া

প্রশ্ন : আমার একটি দুধ দেয় এমন বকরী কাউকে এই বলে দিতে পারবে কিনা? যে তুমি এর দুধ পান করবে আর ঘাস খাওয়াবে।

উত্তর : হ্যাঁ, দিতে পারবেন, দুধ পান করার জন্য কাউকে দুধ দেয় এমন পশু আরিয়ত হিসেবে দেয়া অনেক নেকীর কাজ।

وفى رد المحتار: فمن استعار دابة ـ وإن اطلق المعير..... انتفع ماشاء ـ وإن قيده بوقت ضمن.... بالخلاف ـ (جـ٥ صـ٦٨٠ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৫/৬৮০, হিদায়া ২/২৮২, আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ ৫/১৮১)

নামায পড়তে দেয় না এমন মালিকের অধিনে চাকরী করা

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি ফরজ নামায পড়ার অনুমতি দেয় না তার অধিনে চাকরী করা যাবে কিনা?

উত্তর : না, উল্লিখিত ব্যক্তির অধিনে চাকরী করা যাবে না।

وفى احكام القرآن: يقتضى ظاهره ايجاب التعاون على كل ماكان طاعة لله تعالى لان البر هوطاعات الله.... نهى عن معا ونة غيرناعلى معاصى الله تعالى ـ (٤٢٩/٢ قدريمى)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ২, আহকামুল কোরআন ২/৪২৯, বুখারী– ২/১০৫৭, মিশকাত ২/৩২১,

কোন মুসলমান মূর্তির ব্যবসা করলে কাফের হয় না

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি মূর্তির ব্যবসা করে বা মূর্তি বানানোর কাজ করে এমন ব্যক্তিকে কাফের বলা সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : কোন মুসলমানের জন্য মূর্তি বানানো বা তার ব্যবসা করা হারাম। তবে উল্লিখিত কাজের দ্বারা তাকে কাফের বলা যাবে না।

وفی الهندية : ولو استأجر رجلا ينحت له اصناما او يجعل على اثوابه تماثيل والصبغ من رب الثوب لا شئ له (كتاب الاجارات ٤/٤٥٠ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ২, শামী ১/৬৪৭, মাওসুআ ১৩/১০৭,
জাওয়াহিরুল ফিকাহ ৩/২৩, হিন্দিয়া ৪/৪৫০

ছিনতাইকৃত মাল ক্রয় করা

প্রশ্নঃ ছিনতাইকৃত মোবাইল, লাইট, বৈদ্যুতিক যন্তপাতি ইত্যাদি ক্রয় করলে কি ক্রেতা উক্ত মালের মালিক হবে, মালিক না হলে করণীয় কী?

উত্তরঃ যদি জানতে পারে যে, এই মালগুলো ছিনতাই বা চুরিকৃত, তাহলে উক্ত মাল খরিদ করা জায়েয নেই। যদি খরিদ করে ফেলে তাহলে সে ঐ মালের মালিক হবে না; বরং উক্ত মাল বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দিবে। বিক্রেতা ফেরত না নিলে মালিক পাওয়া গেলে মালিককে দিয়ে দিবে। মালিক পাওয়া না গেলে মালিকের নামে সদকা করে দিবে।

وفی تفسير روح المعانی: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ... (الباطل) الحرام كالسرقة والغصب وكل مالم ياذن باخذه الشرع ـ (٧٠/٢٢)

প্রমাণঃ রুহুল মাআনী ২/৭০, মিশকাত ১/২৫৫, আল বাহরুর রায়েক ৮/১০৮,
হিদায়া ৩/৩৭৩

আরিয়ত নষ্ট হলে তার হুকুম

প্রশ্ন : কেউ যদি কারো নিকট থেকে আরিয়ত হিসেবে কোন জিনিস নেয়ার পর তার নিকট তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি তার জরিমানা দিতে হবে।

উত্তর : আরিয়তের জিনিস যদি কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ছাড়া নষ্ট হয়ে যায় তবে ইমাম আবু হানিফার (রহ.)-এর নিকট তার জরিমানা দিতে হবে না।

وفی الكفاية: قوله والعارية امانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن ـ سواء هلكت من استعماله أو لا ـ (جـ٧ صـ٤٦٨ رشيدية)

(প্রমাণ : কিফায়া ৭/৪৬৮, ৩/২৭৯, ফাতহুল কাদীর-৭/৪৬৯, আল বাহরুর রায়েক ৭/২৮১, হিদায়া-২/২৭৯, হিদায়া-৩/২৭৯)

লেন-দেনের বিবিধ মাসায়েল

উকিল নিজের জন্য মাল ক্রয় করা

প্রশ্ন : যদি নির্দিষ্ট মাল ক্রয়ের জন্য নিয়োজিত উকিল নিজের জন্য সেই মাল ক্রয় করে, তাহলে উক্ত মালের মালিক মুআক্কিল হবে না কি উকিল হবে?

উত্তর : উক্ত মালের মালিক মুআক্কিল হবে। তবে শর্ত হল ক্রয়ের সময় মুআক্কিল অনুপস্থিত থাকা। আর যদি মুআক্কিল উপস্থিত থাকে এবং উকিলও স্পষ্ট করে বলে যে, সে নিজের জন্য ক্রয় করতেছে তখন উকিল ঐ মালের মালিক হবে।

وفی فتح القدیر: (ان یشتریه لنفسه) ای لا یجوز حتی لو اشتراہ لنفسه یقع الشراء للمؤکل سواء نوی عند العقد الشراء لنفسه او صرح بالشراء لنفسه..... فان کان (المؤکل) حاضرا اوصرح الوکیل بالشراء لنفسه یصیر مشتریا لنفسه۔ (باب الوکالة بالبیع والشراء۔ رشیدیة ج۷ ص۔۴۱)

(প্রমাণ : বাদায়ে ৫/৩৩, হিদায়া ২/১৮৪, ফাতহুল কাদীর ৭/৪১, ইনায়া ৭/৪১)

চেখে দেখে কোন জিনিস ক্রয় করা

প্রশ্ন : খাবার জাতীয় কোনো জিনিস ক্রয় করার সময় চেখে দেখা যাবে কি না?

উত্তর : খাবার জাতীয় জিনিস ক্রয় করার সময় চেখে দেখা যাবে কিনা এ ব্যাপারে তিনটি পদ্ধতি রয়েছে।

(১) বিক্রেতার অনুমতি ও ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়া চেখে দেখা জায়েয নেই। চেখে দেখলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(২) দেখার পর পছন্দ হলে ক্রয় করবে এ শর্তে চেখে দেখা জায়েয, তবে পছন্দ হওয়ার পর ক্রয় না করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, অথবা মালিকের কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিবে।

(৩) চেখে দেখার পর যদি পছন্দ না হয়, তাহলে ক্রয় না করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

وفی الموسوعة الفقهیة: ذهب جمهور العلماء الی ان من هم بسیئة ولم یعملها کتبت له حسنة کاملة اذا کان قد ترکها لاجل الله تعالی (باب حکم الهم بالسیئة ۴۲/۳۰۲ وزارة الأوقاف)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ২৯, তাফসীরে কাবীর ১০-৯/৬৪, মিশকাত ২৫৫, মাওসুআ ৪২/৩০২

ইয়াতীমের মাল ক্রয়-বিক্রয় করা

প্রশ্ন : যদি কাযী বা ওসী তাদের মাল ইয়াতীমের কাছে বিক্রি করে। অথবা ইয়াতীমের মাল নিজেদের জন্য ক্রয় করে তাহলে ইহা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ওসী যদি ইয়াতীমের মাল ক্রয় করে বা ওসীর মাল ইয়াতীমের কাছে বিক্রি করে এবং এই ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে ইয়াতীমের লাভ থাকে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে জায়েয হবে। পক্ষান্তরে কাযী যদি ইয়াতীমের মাল ক্রয় করে, বা ইয়াতীমের নিকট তার মাল বিক্রি করে তাহলে জায়েয হবে না।

وفى الشامية : فان كان وصى القاضى لا يجوز ذلك مطلقا، يجوز بيع الوصى من نفسه وشراؤه. (كتاب الوصايا جـ٦ صــ٧٠٩ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৬/৭০৯, আলমগীরী ৩/১৭৬, কাযীখান ৩/৫২৩)

একজনের কাছে বিক্রি করে অন্যজনের কাছে বিক্রি করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার জমি একবার বিক্রি করছে। পুনরায় অন্যজনের কাছে গোপনে বিক্রি করে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন উভয়জন মালিকানা দাবী করছে এবং সাক্ষীও পেশ করছে তাহলে তাদের মাঝে কিভাবে ফয়সালা করবে।

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে যদি উভয়ের তারিখ এক হয়, তাহলে জমি যার হাতে রয়েছে তার পক্ষে ফয়সালা হবে। আর যদি ক্রয়ের তারিখ ভিন্ন হয় তাহলে যার ক্রয়ের তারিখ আগে তার পক্ষে ফয়সালা হবে।

كمافى العالمكيرية: وان كانت فى يد احدهما فورلذى اليد سواء أرخ ام لم يؤرخ الااذا ارخا وتاريخ الخارج اسبق فيقضى بها للخارج كذا فى الكافى ـ (٧٤/٤)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ৪/৭৪, আল বাহরুর রায়েক ৫/২২৯, কানযুদ দাকায়েক ৩১৯

আতশবাজীর ব্যবসা করা

প্রশ্ন : আতশবাজীর ব্যবসা করার বিধান কি?

উত্তর : এমন জিনিসের ব্যবসা করা জায়েয নাই। কেননা এর ব্যবসা করা মানে গুনাহের কাজে সাহায্য করা। অথচ কুরআন শরীফে গুনাহের কাজে সাহায্য করতে নিষেধ করা হয়েছে।

كما فى القران الكريم: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (سورة المائدة ٢)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদ ২, সূরা বনী ইসরাঈল ২৬ রহিমিয়া ১০/২৮৬

শরীকের মৃত্যুর দ্বারা শরীকানার বিধান

প্রশ্ন : দুইজন ব্যক্তি পরস্পরে শরিকানা হিসাবে ব্যবসা করতেছিল, তার মধ্য থেকে একজনের ইন্তেকাল হয়ে গেলো এখন আমার জানার বিষয় হল, শরীকের মৃত্যুর দ্বারা কি শিরকত শেষ হয়ে যাবে? নাকি বাকি থাকবে?

উত্তর : শরীকাদের থেকে কোন একজন মারা গেলে শিরকত নিজে নিজেই শেষ হয়ে যাবে।

وفىالشامية: شركة العقد... تبطل الشركة مطلقا... ان شركة الميت مع الحي بطلت بموته ـ (فصل فى الشركة الفاسدة ٣٢٧/٤ سعيد)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ২/৩৩৫, শামী ৪/৩২৭, দুররে মুখতার ১/৩৭৪, মাউসুআ ৩/২১

ওজনযোগ্য পণ্য অনুমান করে বিক্রি করা

প্রশ্ন : ওজনযোগ্য পণ্য অনুমানে বিক্রয় করা জায়েয কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, ওজনযোগ্য পণ্য তার বিপরীত জিনিসের সাথে অনুমান করে বিক্রয় করা জায়েয আছে।

وفى الدر المختار : وصح بيع الطعام ــ كيلا وجزافا ... اذا كان بخلاف جنسه (كتاب البيوع ٢/٧ زكريا)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৩/২১, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৮০, দুররে মুখতার ২/৭, বেনায়া ৮/১৮, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৮২

স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ বিক্রি করা

প্রশ্ন : স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী স্বামীর সম্পদ বিক্রি করতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, স্বামীর অনুমতি ব্যতিত স্ত্রী বিক্রি করতে পারবে না। তবে যদি বিক্রি করে থাকে তাহলে তা স্বামীর অনুমতির উপর মাওকুফ থাকবে।

وفى فتاوى حقانية: سوال: کیا بیوی اپنے شوہر کی مملوکہ چیز بغیر اس کی اجازت کے فروخت کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: بیوی باوجود قربت کے شوہر کے مال میں بمنزلہ اجنبیہ کے ہے جس میں اس کے تصرفات تصرفات فضولی کے حکم میں ہے (١٠٨/٦)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৩/৮৮, দুররে মুখতার ২/৩১, হক্কানিয়া ৬/১০৮

বাঘের চর্বি বিক্রয় করা

প্রশ্ন : বাঘের চর্বি বিক্রয় করা জায়েয কি না?

উত্তর : বাঘ যদি শরয়ী পদ্ধতিতে জবাই করা হয়, তাহলে তার চর্বি বিক্রয় করা জায়েয আছে। কিন্তু মৃত বাঘের চর্বি বিক্রি করা জায়েয নাই।

وفى العالمكيرية: ويجوز بيع لحوم السباع والحمر المذبوحة فى الرواية الصحيحة ولا يجوز بيع لحوم السباع الميتة كذا فى محيط السرخسى ـ (فى بيع المحرم الصيد وفى بيع المحرمات ١١٥/٣)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৩/৫৫, হিন্দিয়া ৩/১১৫, শামী ১/১২৭

প্রাণীর রক্ত বিক্রয় করা ও তার দ্বারা উপকৃত হওয়া

প্রশ্ন : কোন প্রাণীর রক্ত বিক্রয় করা এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিধান কি?

উত্তর : রক্ত জাতিগতভাবে একটি নাপাক বস্তু। এবং ইসলাম ইহার ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম সাব্যস্ত করেছে। এই জন্য শরয়ী প্রয়োজন ব্যতিত পশুর রক্তের ক্রয়-বিক্রয় করা এবং তার থেকে উপকৃত হওয়া উভয়টিই নাজায়েয।

وفى الدر المختار: بطل بيع ماليس بمال... كالدم ...والميتة ـ (باب البيع الفاسد ٢٣/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৩৭, হিদায়া ৩/৪৯, দুররে মুখতার ২/২৩,
মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৫/৪৬

শরিকানা বস্তু অনুমতি ছাড়া বিক্রি করা

প্রশ্ন : শরিকানা বস্তু অন্যের অনুমতি ব্যতীত বিক্রি করা জায়েয আছে কি না? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : না, জায়েয নেই।

وفى البحر الرائق: وليس لاحد منهما ان يبيع حصة الاخر مما اشترى إلا بإذن صاحبه ـ (كتاب الشركة ١٦٧/٥ رشيدية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৩/৬২৪, আলমগীরী ২/৩০১, আল বাহরুর রায়েক ৫/১৬৭, দুররে মুখতার ১/৩৭০

দ্বীনি কিতাব ক্রয় করা উত্তম

প্রশ্ন : কোন ছাত্রের উপর কুরবানী ওয়াজিব না। এখন সে নফল কুরবানী করবে না দ্বীনি কিতাব ক্রয় করবে।

উত্তর : যে ছাত্রের উপর কুরবানী ওয়াজিব না। তার জন্য নফল কুরবানী করা থেকে দ্বীনি কিতাব ক্রয় করা উত্তম।

كمافى الدر المختارمع الشامية: فمال الصبى لا يحتمل صدقة التطوع وعزاه للمبسوط فليحفظ ثم فرغ على القول الاول بقوله واكل منه الطفل وادخرله قد حاجته وما بقى يبدل بماتفع الصغير بعينه كثوب وخف لا بما يستهلك كخبزونحوه (باب الاضحية ٣١٦/٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩১৬-১৭, দুররে মুখতার ২/২৩২, হিদায়া ৪/৪৪৩, নাছবুর রায়া ৪/৪৯৬

মহিষের গোস্তকে বকরীর গোস্তের বিনিময় ক্রয় করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি মহিষের গোস্তকে বকরীর গোস্তের বিনিময়ে কম বেশি করে বিক্রি করে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, মহিষের গোস্তকে বকরীর গোস্তের বিনিময়ে কম-বেশী করে বিক্রি করা জায়েয হবে। কারণ এখানে জিনিস جنس ভিন্ন।

كمافى الهداية: ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا (باب الربا ٨٥/٣ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৩/৮৫, ফাতহুল কাদীর ৫/১৭৩, দুররে মুখতার ২/৪২, সিরাজিয়্যা ৪১৮

ফলের সঙ্গে ঠোঙ্গা ওজন করে দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : ফলের সঙ্গে ঠোঙ্গা ওজন করে উক্ত ঠোঙ্গার ওজন পরিমাণ ফল কম দেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যদি ক্রেতা বিক্রেতা উভয় এতে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে জায়েয আছে অন্যথায় জায়েয হবে না।

وفى الهداية: ينعقد بالتعاطى فى االنفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق المراضاة ـ(كتاب البيوع ١٩/٣)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৫/২৬৯, হাশিয়ে কানযুদ দাকায়েক ২২৭, হিদায়া ৩/১৯

ক্রয়কৃত পশুর পেট থেকে মুল্যবান জিনিস বের হলে মালিক বিক্রেতা হবে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি পশু বিক্রি করল উক্ত পশুর পেট থেকে যদি কোন মূল্যবান জিনিস বের হয় তার মালিক কে হবে ক্রেতা নাকি বিক্রেতা?

উত্তর : উক্ত মূল্যবান জিনিসের মালিক হবে বিক্রেতা।

كمافى العالمكيرية: ولو اشترى دجاجة فوجد فيها الؤلؤة فهى اللبائع ـ (كتاب البوع ٣٨/٣ حقانية)

প্রমাণ ঃ আমলগীরী ৩/৩৮, বাদায়ে ৪/৩৭২, আল বাহরুর রায়েক ৫/২২৫

ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করা

প্রশ্ন : ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ উক্ত সুরতে ব্যবসা সহীহ হবে। তবে এমন কাজ করে নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলা ঠিক না।

كمافى الهداية: البيع ينعقد بالايجاب والقبول اذا كانا بلفظى الماضى مثل ان يقول احدهما بعت والاخر اشتريت ـ (١٨/٣)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৩/১৮, বাদায়ে ৪/৩১৮, কুদুরী ৭১

ব্যবসার জন্য কাউকে টাকা দিলে এ টাকা হারিয়ে গেলে তার বিধান

প্রশ্ন : যায়েদ আমরকে কিছু টাকা ব্যবসার জন্য দিয়েছে। আমর উক্ত টাকা নিয়ে ব্যবসার জন্য সফরে চলে যায়। এবং সফরে যেয়ে আমর তার সফর সাথীর নিকট টাকা রেখে দেয়। তারপর ঐ টাকা হারিয়ে যায়। এখন আমরকে যায়েদের এই টাকার জরিমানা দিতে হবে কিনা?

উত্তর : যেহেতু এই টাকা আমরের সাথীর নিকট থেকে নষ্ট হয়েছে। সুতরাং আমর এবং তার সাথী উভয়ের উপর জরিমানা নেই। তবে যদি আমর তার সাথীর থেকে পৃথক হওয়ার পরে হারিয়ে যায়, তাহলে আমর যায়েদের টাকার জরিমানা দিবে।

وفى البحر الرائق : فافاد ان المودع لايودع فان أودع فهلكت عند الثانى ان لم يفارق الاول لاضمان على واحد منهما وان فارقه ضمن الاول عند ابى حنيفة ولا يضمن الثانى (كتاب الوديعة ٢٨٤/٧ رشيدية)

প্রমাণ ঃ শামী ৭/৩৬৫, আল বাহরুর রায়েক ৭/২৭৪, বাযযাযিয়া ৬/২০৩

খুশিমত দাম ধরে বিক্রয় করা

প্রশ্ন : হাম্মাদ নিজ বন্ধু থেকে এক বিঘা জমি ক্রয় করলে বন্ধু বললো তোমার খুশি মত দাম ধরো এতে কোন প্রকার অসুবিধা আছে কি?

উত্তর : না, খুশি মত দাম ধরার পর যদি বন্ধু খুশিমনে মেনে নেয় তাহলে কোন সমস্যা নেই কারণ বেচাকেনা বলা হয় পরস্পর সন্তুষ্টি চিত্তে মাল বিনিময় করাকে। এখানে যেহেতু বন্ধুর সন্তুষ্টি রয়েছে তাই এ বেচাকেনার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।

وفى البناية: البيع فى الشرع عبارة عن مبادلة المال بالمال على وجه التراضى - (كتاب البيوع ٨/٣ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৯, হিদায়া ৩/১৮, বিনায়া ৮/৩, কানযুদ দাকায়েক ২২৭, কুদুরী ৭১

লেনদেনের ক্ষেত্রে লিখে রাখা

প্রশ্ন : কর্য লেনদেনের ক্ষেত্রে লিখিত বা সাক্ষীর প্রয়োজন আছে কি না?
উত্তর : হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে।

كمافى القران الكريم : يايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه - (سورة البقرة ٢٨٢)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৮২, জালালাইন ৪৪, তাফসীরে মাযহারী ৩/৪২০

সের হিসাবে ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : কোন জিনিস কিলোগ্রাম হিসাবে ক্রয় করে সের হিসাবে বিক্রয় করা জায়েয আছে কি?
উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত সুরতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে।

كماى الهداية: ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة - (كتاب البيوع ٢١/٣ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৩/২১, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৮২, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৭১

ইনটেক পণ্যের ইচ্ছাধিকার

প্রশ্ন : ইনটেক পণ্যের ইচ্ছাধিকার কখন রহিত হবে?
উত্তর : ইচ্ছাধিকার মূলত তিন প্রকার।

(১) خيار شرط(খেয়ারে শর্ত) ফেরত দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয়। এই প্রকারের সর্বোচ্চ সময় তিনদিন। সুতরাং শর্তের সময় বা তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ইচ্ছাধিকার রহিত হয়ে যাবে।

(২) خيار رويت(খেয়ারে রুইয়াত) অদেখা জিনিস ক্রয়-বিক্রয়। এই প্রকারের ইচ্ছাধিকার পণ্য দেখার দ্বারা রহিত হয়ে যাবে। আর এই অধিকার শুধুমাত্র ক্রেতার থাকবে বিক্রেতার নয়।

(৩) خيارعيب(খেয়ারে আইব) বিক্রিত দ্রব্যে দোষ প্রকাশ পাওয়া। এই প্রকারের ইচ্ছাধিকার পণ্যের মধ্যে দোষ প্রকাশিত হওয়ার পর রহিত হয়ে যাবে।

وفى الهداية: من اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار اذا راه ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده ـ ٣/٣٥)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৩/৩৫, দুররে মুখতার ২/১৪, সুনানে কুবরা ৮/১০৯

দানগ্রহিতার দানকৃত জমি বিক্রি করা

প্রশ্ন : দানকৃত জমি দানগ্রহিতা বিক্রি করতে পারবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ পারবে।

وفى الهداية: واذا وهب الاب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد ـ (كتاب الهبة ٣/٢٨٧)

প্রমাণ ঃ সূরা আহযাব ৫০, আল ফিকহুল ইসলামী ৪/৭০৫, হিদায়া ৩/২৮৭, বিনায়া ১০/১৭০

ক্যাটালক দেখে ক্রয় করলে ইচ্ছাধিকার থাকবে

প্রশ্ন : ক্যাটালক অর্থাৎ ছবি দেখে ক্রয় বিক্রয় করলে ইচ্ছাধিকার থাকবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, ক্যাটালক অর্থাৎ ছবি দেখে ক্রয় করার পর, যখন পণ্যটি ক্রেতার হাতে আসবে। তখন যদি পছন্দ হয়। তাহলে নির্ধারিত মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করবে, অন্যথায় ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

وفى الهداية: ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار اذا راه ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده ـ (باب خيار الروية ٣/٣٥ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সুনানে কুবরা ৮/৯৬, দুররে মুখতার ২/১৪, হিদায়া ৩/৩৫, আলমগীরী ৩/৫৭

গান-সংগীতের বাদ্যযন্ত্র ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : গান-সংগীতের জন্য বাঁশী, সেতারা, হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা, ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : ইসলামে গান সংগীত নাজায়েয ও হারাম। এজন্য যে সমস্ত যন্ত্র শুধু গান-সংগীতের জন্য ব্যবহার করা হয় তা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নেই। কেননা তা ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে গুনাহের কাজের সহযোগীতা করা হয়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত বাদ্যযন্ত্রের ক্রয় বিক্রয় জায়েয নেই।

كمافى القرأن الكريم : تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ـ (سورة المائدة ـ ٢)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ২, শামী ৪/২৬৮, কানয ২১৭

কুকুর ও গাধার গোস্ত বিক্রয় করা

প্রশ্ন : কুকুর এবং গাধার গোস্ত বিক্রয় করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, কুকুর এবং গাধা যবাই করে তার গোশত বিক্রয় করা জায়েয আছে। তবে খাওয়া জায়েয নাই।

كمافى الهندية: ويجوز بيع لحوم السباع والحمر المذبوحة (فصل الخامس بيع المحر الصيد ١١٥/٣)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ৩/১১৫, শামী ৫/৭১, হিদায়া ৩/৫৬

অগ্রিম মূল্যে ক্রয় বিক্রয় করা বৈধ

প্রশ্ন : অগ্রিম মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে।

وفى الهداية: وهو جائز فى المكيلات والموزونات الخ (باب السلم ٩٢/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৮২, বুখারী ১/২৯৯, হিদায়া ১/৯২, ফাতহুল কাদীর ৬/২০৫

পিতা-পুত্রের পরস্পরের ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : পিতা-পুত্র পরস্পরের ক্রয় বিক্রয়ের হুকুম কি? কারণ আমরা জানি, পুত্রের সম্পদ মূলত পিতারই সম্পদ।

উত্তর : পিতা-পুত্র পরস্পরের ক্রয়-বিক্রয়ে অন্যান্য ব্যক্তিদের ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। আর হাদিসে বর্ণিত পুত্রের সম্পদকে পিতার সম্পদ বলার অর্থ হল, পিতা যদি গরীব হয় তাহলে পুত্রের সম্পদ থেকে প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে।

كمافى مرقاة المفاتيح : كلوا من كسب اولا دكم فى الحديث دليل على وجوب نفقة الوالد على ولده وأنه لو سرق شيئا من ماله او ألم بأمته فلاحدعليه لشبهة الملك ـ (الفصل الثانى ٤٧٥/٦ فيصل)

প্রমাণ ঃ মিরকাত ৬/৪৭৫, বাদায়ে ৪/৩১৮, হিদায়া ৩/১৮, কানযুদ্দাকায়েক ২২৭

মৃত্যুর পর বায়ে মুযারাবার লভ্যাংশ

প্রশ্ন : বায়ে মুযারাবার মধ্যে মুযারেব এর মৃত্যুর পর মুযারেব উক্ত লভ্যাংশ পাবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, মুযারেব উক্ত লভ্যাংশ পাবে।

وفى الهداية: واذا ما ت رب المال او المضارب بطلت المضا ربة ... يقسم ماله بين ورثته (باب المضاربة ٢٦٥/٣)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৫৮, বাদায়ে ৫/১১৪, সিরাজিয়্যা ৫৩১, হিদায়া ৩/২৬৫, আল বাহরুর রায়েক ৭/২৬৩

মুযারাবার সংজ্ঞা

প্রশ্ন : মুযারাবার সংজ্ঞা কি? জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : মুযারাবা হল, এমন এক চুক্তি যাতে, একজনের পুঁজি অপর জনের শ্রমের মাধ্যমে ব্যবসা বানিজ করে যে মুনাফা হয়, তা পরস্পরের মধ্যে বন্টন করে নেয়া।

وفى الهداية: المضاربة عقديقع على الشركة بمال من احد الجانبين ومراده الشركة فى الربح وهو يستحق بالمال من احدالجانبين والعمل من الجانب الاخر ـ (كتاب المضاربة ٢٥٧/٣ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৭/২৬৩, হিদায়া ৩/২৫৭, সিরাজিয়্যা ৫৩১, কানযুদ দাকায়েক ৩৩৯, দুররে মুখতার ২/১৪৬

মসজিদের দোকান টিভি-সিডি বিক্রির জন্য ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের দোকান টিভি সিডি বিক্রির জন্য ভাড়া দেওয়া জায়েয কিনা?

উত্তর : না, জায়েয নাই।

وفى العالمكيرية: ولا تجوز الاجارة على سئ من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشئ من اللهو وعلى هذا الحداء وقراءة و الشعر وغيره (كتاب الاجارة ٤٤٩/٤)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ২, আলমগীরী ৪/৪৪৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৩/১১৬

নাপিতের পেশার বিধান

প্রশ্ন : নাপিতের পেশা জায়েয কিনা? যেহেতু ঐ পেশার মধ্যে দাড়ি কাটা এবং বিধর্মীদের মতো চুল কাটা এবং তার উপর টাকাও নেয়া হয়।

উত্তর : না, নাপিতের পেশার মধ্যে কোন খারাবি নেই। তবে যেহেতু দাড়ি কেটে দেওয়া বা অমুসলিমদের মত চুল কেটে দেওয়া গোনাহের কাজ। আর গোনাহের কাজের উপর টাকা নেওয়া হারাম বিধায় নাজায়েয কাজ থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

وفى الهندية: ولا تجوز الاجارة على شئ من الغناء والنوح والمزاميروالطبل وشئ من اللهو وعلى هذا الحداء وقراء ة الشعر .. الخ (مطلب الاجارة على المعاصى ـ ٤٤٩/٤ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৩/৩০৩, হিন্দিয়া ৪/৪৪৯, দুররে মুখতার ২/১৭৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৩/১১৬

জীবিত মুরগী ওজন করে বিক্রি করা

প্রশ্ন : জীবিত মুরগী ওজন করে বিক্রয় করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : বাজারে যে সমস্ত পশু পাখি জীবিত অবস্থায় ওজন করে ক্রয়-বিক্রয় করার প্রচলন আছে সেগুলোকে জীবিত অবস্থায় ওজন করে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে। অতএব জীবিত মুরগী ওজন করে বিক্রয় করা জায়েয আছে।

وفی الدر المختار : مبادلة شئ مرغوب فيه بمثله ...علی وجه مفيد مخصوص (كتاب البيوع ٢/٢)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/৫, আল ফিকহুল ইসলামী ৪/১১১, কানযুদ দাকায়েক ২২৭

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্বে বায়না নেওয়া

প্রশ্ন : ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্বে যে বায়না পত্র করা হয় তা কি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে?

উত্তর : বায়নাপত্র করা দুই ধরনের হতে পারে।

১। ক্রেতা যদি ক্রয়ের চুক্তি ভঙ্গ করে পণ্য ক্রয় না করে, তাহলে বায়নাকৃত টাকা ফেরত দেয়া হবে না। এই ধরনের বায়নাপত্র জায়েয নেই।

২। ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন না হলে বায়নার টাকা ক্রেতা ফেরত নিতে পারবে। এই ধরনের বায়নাপত্র জায়েয।

كما فی كنز الدقائق : ومن اشتری عبدا فغاب فبرهن البائع علی بيعه وغيبته معروفة لم بيع لدين البائع ولا بيع لدينه - (كتاب البيع ٢٥٨ اشرفية)

প্রমাণ ঃ কানযুদ দাকায়েক ২৫৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৬/৫০০

ব্যবসায় লাভের পরিমাণ

প্রশ্ন : ব্যবসায় সর্বোচ্চ কি পরিমাণ লাভ করার অনুমতি দিয়েছে শরীয়ত?

উত্তর : শরীয়ত ব্যবসায় লাভের কোন সীমারেখা নির্ধারণ করে নাই। তাই ক্রেতা-বিক্রেতা মিলে যতই মূল্য নির্ধারণ করুক, ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই যেন ধোকা বা প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া হয়।

وفی فتاوی عثمانی : کاروبارمیں شرعا نفع کی کوئی حدمقرر نہیں ہے البتہ دہوکا نہیں ہونا چاہیئے پھر اپنے حالات کے لحاظ سے جتنا نفع کوئی لینا چاہیئے اس پر شرعا کوئی پابندی نہیں ہے - (٢٥٣/٣)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৭৫, ফাতাওয়ায়ে উসমানী ৩/২৫৩, হিদায়া ৩/৭০, আলমগীরী ৩/১৬০

মুদারাবাতের মাঝে ক্ষতি হলে তার জিম্মাদারী

প্রশ্ন : মুদারাবাতের মাঝে যদি ক্ষতি হয় এর যিম্মাদারীএবং মুদারেবের ব্যয়ের জিম্মাদারী কে নিবে? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : যদি মুদারাবাতের মাঝে ক্ষতি হয় তাহলে তার জিম্মাদারী মালিকের উপর এবং মুদারেবের ব্যয়ের জিম্মাদারী মুদারাবাতের সম্পদ হতে।

كمافى الهداية: واذا عمل المضارب فى المصرفليست نفقته فى المال وان سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه ومعناه شراء وكراء فى المال ... (باب المضارب يضارب ٣/٢٦٩ اشرفية)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ৫/১৪৯, কানয ৩৪৪, হিদায়া ৩/২৬৯

পণ্যের মূল্য ধার্য করার পূর্বে ব্যবহারের বিধান

প্রশ্ন : পণ্যের দাম নির্দিষ্ট করার পূর্বে পণ্যকে ব্যবহার করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : না, জায়েয নেই কেননা ক্রয়-বিক্রয়ের সময়েই পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হতে হয় নতুবা ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

كمافى العاليكيرية: ومنها ان يكون المبيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة فبيع المجهول جهالة تفضى اليها غير صحيح ـ (كتاب البيوع ٣/٣ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ৩/৩, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৭৩, বাদায়ে ৪/৩৯৩, হিদায়া ৩/২০

সিনেমা হলের টিকিট বিক্রির অর্থের হুকুম

প্রশ্ন : সিনেমা হলের টিকিট বিক্রি করে উপার্জিত অর্থের হুকুম কি?

উত্তর : অবৈধ কাজে সহযোগিতা করা বা অবৈধ কাজকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয নেই। তেমনি ভাবে অবৈধ কাজের পারিশ্রমিকও বৈধ নয়। সুতরাং সিনেমা হলের টিকিট বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা হারাম।

كما فى القران الكريم : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة المائدة ٢)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ২, জালালাইন ৯৪, আহকামুল কুরআন ২/৪২৯

ছেঁড়া টাকা নিয়ে কম দেওয়া

প্রশ্ন : অনেক সময় ছেঁড়া টাকা কোনো ব্যাংকে বা কোনো লোকের নিকট নিয়ে গেলে কিছু টাকা কম নিতে বলে। এমতাবস্থায় ছেঁড়া টাকা দিয়ে কিছু কম নেওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : যদি কোনো ব্যাংকে বা লোকের নিকট ছেঁড়া টাকা দিয়েও পূর্ণ টাকা পাওয়া না যায়, তাহলে কম নেয়া জায়েয আছে।
তবে এভাবে কম দেয়া সর্বাবস্থাই না জায়েয।

كمافى البحر الرائق : لا يجوز قرض جرنفعا بان اقرضه دراهم مكسرة بشرط صيحة (باب القرض ١٢٢/٦ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৬/১২২, মিশকাত ২৪৪, আলমগীরী ৩/১০৪

মহিলার স্তনের দুধ বিক্রি করা

প্রশ্ন : মহিলার দুধ (স্তন থেকে বের করে) অন্যান্য পণ্যের মত বিক্রয় করার বিধান কি?
উত্তর : না, এভাবে দুধ বিক্রি করা জায়েয হবে না। কারণ মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গই স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। আর যখন তা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বানানো হবে তখন তার যথাযোগ্য মর্যাদা বাকী থাকবে না।

وفى فتح القدير : ولا بيع لين امرأة فى قدح ـ (باب البيع الفاسد ٥٥/٣ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা বনী ইসরাঈল ৭০, হিদায়া ৩/৫৫ ফাতহুল কাদীর ৬/৬০–৬১,
আল মাউসুআ ৩৫/১৯৯, বিনায়া ৮/১৬৪

চুক্তি করে ঋণ দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি কাউকে ১০০০ টাকা ঋণ দেয় এবং এরূপ চুক্তি করে যে, ছয় মাস পর লাভ হিসাবে আমাকে ১০০০ টাকা ও ১ মন ধান দিবে শরীয়তে এরূপ চুক্তির বিধান কি?
উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত চুক্তিটি শরীয়তসম্মত নয়। কেননা কর্য দেয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোনো কিছু দেয়ার শর্ত করা ঠিক নয়, তাই এ ধরনের শর্ত করা হারাম।

وفى الشامية : كل قرض جرنفعا حرام اى اذا كان مشر وطا ... وان لم يكن النفع مشروطا فى القرض ... لا بأس به (١٦٦/٥ سعيد)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/৩২৩, আল বাহরুর রায়েক ৬/১২২, মিশকাত ১/২৪৬, শামী ৫/১৬৬

উকিল মারা গেলে মুআক্কিল নিজেই ফেরত দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কেনার উকিল মারা যাওয়ার পর মুআক্কিল ক্রয়কৃত মালের মধ্যে ত্রুটি পায় তাহলে মুআক্কিল ত্রুটির জন্য মাল ফেরত দিতে পারবে কি না?

উত্তর : উকিল মারা যাওয়ার পর যদি মুআক্কিল ক্রয়কৃত মালের মধ্যে ত্রুটি পায় তাহলে মুআক্কিল উকিলের কোন ওয়ারিস থাকলে তার কাছে, আর ওয়ারিস না থাকলে উকিল যদি কোন ওসী রেখে যায়, তার কাছে ফেরত দিবে। আর উকিলের ওয়ারিস বা ওসী বিক্রেতার নিকট ফেরত দিবে। আর উকিলের ওয়ারিস বা ওসীর অবর্তমানে মুআক্কিল নিজে ফেরত দিতে পারবে।

كما فى الشامية: ولو مات الوكيل بالشراء وظفر المؤكل بالمشترى عيبا يرده وارثه او وصيه والا فالمؤكل ـ (مطلب يشترط العلم للوكيل بالتوكيل جـ٧ صـ٢٩٠ سعيد)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/১০০, শামী ৭/২৯০, কাযীখান ২/২২০, হিদায়া ৩/৩২, বায্‌যাযিয়া ৪/৪৮২ নাছবুর রায়া ৪/১৯৮)

মদ প্রস্তুতকারীর নিকট আঙ্গুর বিক্রি করা

প্রশ্ন : যদি কোন আঙ্গুরের রস বিক্রেতা এমন কোন ব্যক্তির নিকট উহা বিক্রি করে, যার সম্পর্কে সে জানে যে, সে উহা দ্বারা মদ বানাবে তাহলে এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির নিকট উহা বিক্রি করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, তার নিকটে আঙ্গুরের রস বিক্রি করা জায়েয হবে।

كما فى الهداية: ولا باس بيع العصير ممن يعلم انه يتخذه خمرا لان المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره ـ (فصل فى البيع جـ٤ صـ٤٧٢ الاشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৪/৪৭২, আল বাহরুর রায়েক ৮/২০২, হাশিয়ায়ে কানযুদ দাকায়েক ৪২৭পৃ. বিনায়া-১২/২২০, হাশিয়ায়ে কুদুরী ২৮০)

ইন্টারনেট ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন: ইন্টারনেট ব্যবহারের হুকুম কি?

উত্তর: ইন্টারনেট একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা জায়েয। তার কিছু সঠিক ব্যবহার বিধি উল্ল্যেখ করা হল।

(১) ইন্টারনেটে অনেকে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়। তাদের থেকে বিরত থাকা, তাদের কোন পেজ পোষ্ট পড়া হতে বিরত থাকা।

(২) সারা পৃথিবীতে যোগাযোগ করার ইহা একটি উত্তম মাধ্যম। তাই ইহা দ্বীন প্রচার ও প্রসারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা।

(৩) বিপরীত লিঙ্গের আইডির সাথে যোগাযোগ হতে সর্তক থাকা। যাতে কোন হারাম কাজের সম্ভাবনা না থাকে।

(৪) সময়ের অপচয় না করা।

(৫) ইন্টারনেটে গীবত দ্রুত ছড়ায় এসম্পর্কেও পূর্ণ সতর্ক থাকা।

(৬) হারাম বস্তু যেমন দৃশ্য সম্বলিত মুভি, সিরিয়াল, ভিডিও ও অডিও গান, গেম ইত্যাদি প্রচারণা থেকে বিরত থাকা।
(৭) সর্বোপরি ইন্টারনেটের কারণে যেন কোন ইবাদতে ব্যঘাত না ঘটে। যেমন নামায বা জামাআত ছুটে যাওয়া। সুতরাং যদি উল্লেখিত পদ্ধতি অবলম্বন না করা হয়, তাহলে ইন্টারনেট ব্যবহারের অনুমতি নেই।

وفى احكام القران: قيل فى الفتنة انها المحنة بالدعاء الى المعصية من جهة الشهوة او الشبهة (٤٨/٣)

প্রমাণঃ সূরা আল ইমরান ১০৪, সূরা বনী ইসরাঈল ২৭, সূরা লোকমান ৬, আহকামুল কেরআন- ৩/৪৮

এ্যাডভান্স নেওয়া

প্রশ্নঃ বাড়ি বা দোকান ভাড়া দেওয়ার সময় যে এ্যাডভান্স নেয়া হয় তা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?
উত্তরঃ বর্তমানে বাড়ি বা দোকান ভাড়া দেওয়ার সময় মানুষ জামানত (গ্যারান্টি) হিসেবে এ্যাডভান্সের যে টাকা নেয় তা বৈধ। কেননা সে টাকা জামানত স্বরুপ মালিকের নিকট জমা থাকে।

وفى العالمغيرية ـ ولو عجل الا جرة الى رب الدار لا يملك ا لاسترداد ولو كانت الاجرة عينا فا عار ها او دعها الى رب الدار فهو كا لتعجيل ـ (الاجارة ٤١٣/٤ حقانية)

প্রমাণ : হিদায়া ৩/২৯৪, আলমগীরী ৪/৪১৩, আল বাহরুর রায়েক ৮/৫ বুহুস ১/১০৯

ডাউন লোডের ব্যবসার হুকুম

প্রশ্নঃ ডাউন লোডের ব্যবসা করা জায়েয আছে কি না?
উত্তরঃ ডাউন লোডের ব্যবসা যদি হালাল কাজের হয়, অর্থাৎ যা দেখা বা শোনা শরীয়তে নিষেধ নাই। যেমন তেলাওয়াতে কুরআন পাক, গজল, ওয়াজ-নসীহত ইত্যাদি তাহলে জায়েয আছে। আর যদি শরীয়ত বিরোধী ডাউন লোড হয়, যেমন গান বাজনা, সিনেমা ইত্যাদি তাহলে এ ব্যবসা করলে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা কঠোর গুনাহগার হবে।

كما فى القران الكريم: يا يها الذين امنوا لا تاكلوا ا موا لكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ـ (سورة نساء اية ٢٩)

প্রমাণঃ সূরা নিসা ২৯, সুরা লোকমান ৬ , রুহুল মাআনী ৩/৫৭, দুররে মুখতার ২/২৪৭

আমানত সংরক্ষণের জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া

প্রশ্ন: আমানত সংরক্ষণ করার জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ আমানত গ্রহণ করার মুহূর্তে যদি পারিশ্রমিক স্পষ্টভাবে নির্ধারিত করা হয়, তাহলে জায়েয আছে, অন্যথায় নয়।

كما فى الدرالمختار: وكذا الموصى له بالخدمة مؤنة الردعليه وكذا الموجرو العاصب والمرتهن مؤنة الرد عليهم لحصول المنفعة لهم ـ (كتاب العارية ١٥٧/٢ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/১৫৭, শামী ৫/৬৮২, হিন্দিয়া ৪ঃ৩৭২ , কানযুদ দাকায়েক ৩৫২, হেদায়া ৪/২৮২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/২৮৯

টেলিফোন বা মোবাইলের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : টেলিফোন বা মোবাইলের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মোবাইল বা টেলিফোনের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় জায়েয আছে। তবে শর্ত হল একবারের ফোনের আলোচনার মাধ্যমে, ইজাব কবুল এবং বিক্রিত মাল কবজ করার ক্ষেত্রে সকল কাজ পরিপূর্ণ করবে, অন্যথায় ক্রয় বিক্রয় সহীহ হবে না।

كما فى الهداية: والكتاب كالخطاب وكذا الارسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب واداء الرسالة وليس له ان يقبل فى بعض المبيع ولا ان يقبل المشترى ببعض الثمن لعدم رضاء الاخر بتفرق الصفقة الا اذا بين ثمن كل واحد لانه صفقات معنى. جـ٣ صـ١٩ اشرفية ـ

(প্রমাণ : হিদায়া ৩/১৯, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৬১, শামী ৪/৫১২)

আমানতের টাকা দিয়ে ব্যবসা করা

প্রশ্ন : কেউ যদি আমানতের টাকা দিয়ে আমানতদাতার অনুমতি নিয়ে ব্যবসা করে, এবং ব্যবসায় বিপুল পরিমাণ লস হয়, তাহলে ঐ টাকা যা আমানত হিসাবে রেখেছে এবং অনুমতি নিয়েই ব্যবসা করেছে ফিরিয়ে দিতে হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রশ্নোক্ত অবস্থায় আমানতদাতার সকল টাকা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কেননা, ঐ টাকা প্রথমে আমানত হিসাবে রাখলেও পরবর্তীতে যেহেতু তার অনুমতিক্রমেই আপনি তা ব্যবসায় খরচ করেছেন তাই তা আমানতের টাকা থাকেনি, বরং ঋণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হলেও সকল টাকা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

وفى القرآن المجيد : ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل (سورة النساء ٥٧)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ৬, সূরা নিসা ৫৭, জালালাইন ৭৯

ঝিনুক, মাছ, ইত্যাদি ক্রয়ের পর মোতি পাওয়া

প্রশ্ন : (ক) কেউ একটি মাছ ক্রয় করেছে তার মধ্যে মোতি পাওয়া গেছে এখন ঐ মোতির মালিক কে হবে বিক্রেতা না ক্রেতা। (খ) কেউ একটি মাছ ক্রয় করেছে সে মাছ অন্য একটি মাছ খেয়েছে সে মাছটির মধ্যে মোতি পাওয়া গেছে উহার মালিক কে হবে। (গ) কেউ ঝিনুক ক্রয় করলো উহার মধ্যে মোতি পাওয়া গেছে এখন এই মোতির মালিক কে হবে।

উত্তর : উল্লেখিত প্রথম সুরতে মালিক হবে বিক্রেতা আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুরতে মালিক হবে ক্রেতা।

وفى قاضيخان مع الهندية : ولو اشترى سمكة فوجد فى بطنها لؤلؤة ان كانت اللؤلؤة فى الصدف كانت للمشترى لان الصدف يكون غذاء للسمك وكل ما كان غذاء للحيوان يكون للمشترى وان لم تكن اللؤلؤة فى الصدف فانها تكون للبائع - (بيوع ج۲ ص۱۵۱ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/৩৮, কাযীখান ২/১৫১, আল বাহরুর রায়েক-৫/২৯৫, বাদায়ে-৪/৩৭২)

বিক্রিত জমির মালিকানা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : জনাব, জনৈক ব্যক্তি নিজস্ব বাড়ি এক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে। বিক্রি করত: ২২ লক্ষ টাকা ক্রেতার নিকট থেকে বায়না গ্রহণ করে। বায়না নেয়ার কিছুদিন পর গ্রহণকৃত বায়নার টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এবং বাড়ি বিক্রি করতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু ক্রেতা এর দরুন জমির মালিকের উপর ক্ষুব্ধ হয় এবং ব্যাংক থেকে ফেরত পাঠানো টাকা উত্তোলন না করে জমির মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। মামলা দায়ের করার দরুন মালিক হয়রানির শিকার হয়। এবং মামলা চালাতে গিয়ে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ফেলে অবশেষে কোর্ট থেকে মালিকের পক্ষে এবং ক্রেতার বিরুদ্ধে রায় দেয়া হয়। যদ্দরুন মালিকে ব্যাংক থেকে রিটান করার উদ্দেশ্যে জমাদানকৃত টাকাগুলো উত্তোলন করে ফেলে। এবং মামলার ব্যয় বাবদ ১২ লক্ষ বাদে বাকী ১০ লক্ষ টাকা ক্রেতাকে দিতে চায় কিন্তু ক্রেতা নিতে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং পূর্ণ টাকা দেয়ার জন্য দাবী করে। কিন্তু মালিক পূর্ণ টাকা দিতে রাজি নয় এই যুক্তিতে যে আমি ১২ লক্ষ টাকা তোমার মামলা দায়ের করার দরুন খরচ করেছি। পূর্ণ টাকা কি জন্য দিব? এখন জানার বিষয় হলো বর্ণিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে থেকে কে দোষী? এবং মালিক অবশিষ্ট ১০ লক্ষ কোন খাতে খরচ করবে। কি করলে ক্রেতার দাবি থেকে মুক্ত হওয়া যাবে।

উত্তর : লিখিত বা মৌখিক ভাবে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলেই তা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আর বেচা-কেনা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর বিক্রেতা এক

তরফা ভাবে ক্রেতার সম্মতি ব্যতিত বেচা কেনা বাতিল করতে পারবে না। একমাত্র মূল্য উসুল করার স্বার্থেই বিক্রিত মালটি বিক্রেতা নিজের দখলে রাখতে পারবে। ক্রেতা কর্তৃক মূল্য পরিশোধ করার পর ক্রেতাকে উক্ত মাল বুঝিয়ে দেয়া জরুরী। প্রশ্নের বর্ণিত সুরতে যদি ক্রয় বিক্রয় চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর বায়না গ্রহণ করে থাকে যা মূলতঃ বাড়ীর মূল্যেরই অংশ বিশেষ গ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট মূল্য গ্রহণ করতঃ বাড়ীটি ক্রেতার দখলে দিয়ে দেয়া বিক্রেতার জন্যে জরুরী ছিল, তা না করে এক তরফা ভাবে বিক্রয় বাতিল করে বায়নার টাকা ফেরত দেয়া জমির মালিকের জন্য জায়েয হয় নাই। এক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক আইনের আশ্রয় নেয়া বৈধ হয়েছে। আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে বিক্রেতা কোন টাকা খরচ করে থাকলে সে জন্যে ক্রেতা দায়ী নয়।

এখন বিক্রেতার বা মালিকের করণীয় হল কৃত কর্ম হতে তাওবা করে ২২ বাইশ লাখের পর অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধিত হওয়ার পর ক্রেতাকে বিক্রিত বাড়ী বুঝিয়ে দেওয়া। অবশ্য ক্রেতা যদি সন্তুষ্টচিত্তে পূর্বের ক্রয় বিক্রয় বাতিল করতে সম্মতি জানায় তাহলে বায়না স্বরূপ গ্রহণকৃত ২২ (বাইশ) লক্ষ টাকা সম্পূর্ণটাই ক্রেতাকে ফেরত দেয়া জরুরী। ক্রেতার টাকা তার অসম্মতিতে রাখা বা অন্য খাতে ব্যয় করা জায়েয হবে না, বরং গুনাহগার বলে বিবেচিত হবে, যার প্রেক্ষিতে উক্ত টাকা আখেরাতে পরিশোধ করতে হবে। পক্ষান্তরে ক্রয় বিক্রয় চূড়ান্ত হয়ে বায়না হিসাবে এত বড় অংক গ্রহনের পরেও একতরফা ভাবে বিক্রয় চুক্তি বাতিল করার মত অবৈধ আচরণের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে মামলা করতে গিয়ে ক্রেতার যা ব্যয় হয়েছে ইচ্ছা করলে তিনি বিক্রেতার নিকট তা দাবী করতে পারেন। এবং বিক্রেতার জন্য উক্ত ক্ষতি পূরণ আদায় করা জরুরী।

وفی العالمغیری : واما حکمه فثبوت الملك فی المبیع للمشتری وفی الثمن للبائع اذا کان البیع باتًا ـ ج٣ ص٣

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ৫/৪৩৮, দুররে মুখতার ৪/৫০৫, মাহমুদিয়া ৪/১৮৩, ইমদাদুল আহকাম ৩/৪৬০, আলমগীরী-৩/৩)

মুরগীর পেটে মোতি পেলে মালিক হবে বিক্রেতা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি মুরগী ক্রয় করে এবং তার থেকে মোতি বাহির হয়, তাহলে মোতর মালিক ক্রেতা হবে না বিক্রেতা?

উত্তর : উক্ত মোতির মালিক মুরগী বিক্রেতা হবে।

وفی العالمغیریة: ولو اشتری دجاجة فوجد فیها لؤلؤة فهی للبائع ـ (کتاب البیوع ج٣ ص٣٨ حقانیة)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/৩৮, কাযীখান ২/১৫৩, বাযযাযিয়া ৪/৩৯৬, বাদায়ে ৪/৩৭২, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৯৫, জাওহারুন নিয়ারা ১/২৩)

মু'আশারাত/সামাজিকতা ও আচার-ব্যবহার

পিতা-মাতা, উস্তাদ ও স্বামী-স্ত্রীর হকসমূহ

পিতা-মাতার বিরোধপূর্ণ আদেশ মানার তরীকা

প্রশ্ন : পিতার-মাতা এক জনের কথা মানলে আরেকজন অসন্তুষ্টি হলে করণীয় কি?

উত্তর : পিতা-মাতা একজনের কথা মানলে আরেকজন অসন্তুষ্ট হলে যার কথা শরীআত সম্মত হবে তার কথা মানতে হবে। যার কথা শরীআত বিরোধী হবে তার কথা মানা যাবে না। যদি দুজনের কথাই শরীআত সম্মত হয় তাহলে এমনভাবে চলার চেষ্টা করবে যাতে দুজনের কথাই মানা যায়, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে হেকমতের সাথে কাজ করবে। যদি হেকমতের সাথে কাজ করা না যায় তাহলে মায়ের কথাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। পরবর্তীতে যেভাবেই হোক পিতাকে রাজি করিয়ে নিবে।

وفى الموسوعة الفقهية: فان تعارضا فيه بان كان فى طاعة احدهما معصية الاخر فانه ينظر ان كان احدهما يأمر بطاعة والاخر يأمربمعصية فان عليه ان يطيع الامر بالطاعة منهما الى قوله فقد قال الجمهور طاعة الام مقدمة لانها تفضل الاب فى البر (جـ ٨ صـ ٦٨ برالوالدين)

(প্রমাণ : সূরা লুকমান-১৪, ফাতহুল বারী-১০/৪০১, মুসতাদরাকে হাকিম ৪/১৫০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ৮/৬৮)

পিতা মাতার উপর ক্ষেত্র বিশেষ স্ত্রী সন্তান প্রাধান্য পাবে

প্রশ্ন : পিতা-মাতার অনুসরণ করা সন্তানের জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে কতটুকু আবশ্যকীয়তা রয়েছে। দুনিয়াবী ক্ষেত্রেও তাদের কথা অনুসরণ করা আবশ্যক কি না?

উত্তর : গুনাহের কাজ ব্যতিত সমস্ত ক্ষেত্রে (চাই তা দুনিয়াবী হোক) পিতা-মাতার অনুসরণ করা সন্তানের উপর আবশ্যক। তবে যে বিষয় শরীআতে ওয়াজিব কিন্তু মাতা-পিতা তা করতে নিষেধ করে তখন তাদের কথা অনুসরণ করা জায়েয নেই। যেমন আর্থিক সামর্থ এত কম যে, মাতা-পিতার খেদমত করলে স্ত্রী-সন্তানদের কষ্ট হবে বা তাদের নায্য অধিকার বিনষ্ট হবে। তখন স্ত্রী-সন্তানদের কষ্ট দিয়ে তাদের কথা অনুসরণ করা বৈধ নয়।

كما فى القران الكريم : ووصينا الانسان بوالديه احسانا. (سورة احقاف اية صـ١٥)

প্রমাণ : সূরা আহকাফ-১৫, বুখারী-২/৮৮৪, রদদুল মুহতার-৩/৪২।

মাতা-পিতার আদেশ পালন

প্রশ্ন : অসুস্থ মাতা-পিতা ছেলেকে তাবলীগে যেতে নিষেধ করলে কি করণীয়?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ছুরতে মাতা-পিতার হুকুম মেনে তাদের খেদমত করা আবশ্যক।

كما فى القرأن الكريم ـ وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ـ (سورة بنى اسرائيل ـ ٢٣)

প্রমাণ ঃ সূরা বনী ইসরাইল ২৩, আহকামুল কুরআন ৩/২৯০, তিরমিযী ২/১২, খানিয়া আলা হামিশিল হিন্দিয়া ১/৪৪৮

অসহায় পিতা-মাতার দেখা-শোনা ফরয

প্রশ্ন: পিতা- মাতার দেখা- শোনা ও খাবার ব্যবস্থাপনায় অন্য কেউ না থাকলে সাবালক সন্তানের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরয নাকি পিতা মাতার দেখা-শোনা ও খাবার ব্যবস্থা করা ফরয?

উত্তর: সন্তানের জন্য পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের দেখা- শোনা করা ও তাদের সাথে সদাচরন করা ফরয। আর প্রয়োজন পরিমাণ ইলমে দ্বীন হাসিল করাও ফরয। অতিরিক্ত ইলমে দ্বীন অর্জন ফরজে কিফায়া। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে সাবালক সন্তানের উপর পিতা মাতার দেখা-শোনা ও খাবার ব্যবস্থা করা ফরয। যদি অন্য কেউ তাদের খেদমতের জন্য না থাকে। উল্লে-খ্য.যে প্রয়োজন পরিমাণ ইলমে দ্বীন বিভিন্ন ইসলামী বই-পুস্তক পড়েও হাসিল করার অবকাশ রয়েছে।

وفى الموسو عة الفقهية : اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الا بوين المباشرين على الولد لقوله تعالى وقضى ربك الخ ومن الاحسان الانفاق عليهما عند حا جتهما ـ (انفاق الفروع على الاصول ٧٤/٤١ وزارة الاوقاف)

প্রমাণ: সূরা বনী ইসরাইল – ২৩ আহকামুল কুরআন– ৩/২৯০,
আলমগীরী– ১/৫৬৪, মাওসুআ ৪১/৭৪

নিজের পিতা ব্যতিত অন্য কাউকে বাবা বলা

প্রশ্ন: নিজের বাপ ব্যতিত অন্য কাউকে বাপ বলা যাবে কি?

উত্তর: নিজের বাপ ব্যতিত অন্য কাউকে সম্মানার্থে বাপ বলা যাবে। তবে বাপ হিসাবে পরিচয় দেয়া জায়েয হবে না।

وفى المشكوة:عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فقد كفر الخ۔ (باب اللعان ٢٨٧ اشرفية)

প্রমাণঃ সূরা আহযাবঃ ৫, তাফসীরে কাবীর ২৫-২৮/১৬৭,
তাফসীরে রুহুল মাআনী ১১/১৪৮, মিশকাত ২৮৭,

পিতা-মাতার ডাকে নামায ছাড়ার হুকুম

প্রশ্ন : কেউ যদি নামাযরত অবস্থায় থাকে, আর তার পিতা মাতা ঐ অবস্থায় ডাকে। নামাযী ব্যক্তির করণীয় কি?

উত্তর : নামায যদি ফরয হয় তাহলে পিতা-মাতার ডাকে সাড়া দিবে না। তবে যদি কোন একান্ত প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য ডাকেন তাহলে নামায ভেঙ্গে তাদের ডাকে সাড়া দিবে। যদি নামায নফল হয় এবং পিতা-মাতা জানে সে নামাযে রয়েছে তাহলে সাড়া না দিলেও সমস্যা নেই। আর যদি না জানে তাহলে সাড়া দিবে।

وفى الدر المختار: ولو دعاه احد ابويه فى الفرض لا يجيبه الا ان يستغيث به وفى النفل ان علم انه فى الصلوة فدعاه لا يجيبه والا اجابه. (جا صـ٩٩ زكريا ديوبند)

(প্রমাণ : ইলাউস সুনান-৪/১৫৯৮, দুররে মুখতার-১/৯৯, সিরাজিয়্যাহ-১২৬,
খুলাছাহ্-১/৫৯, হাশিয়াতুত ত্বহত্বী-৩৭২)

পিতা-মাতার খরচ সন্তানের বহন করা

প্রশ্ন : পিতা-মাতা বিধর্মী হলে সন্তানের উপর পিতা-মাতার খরচ দেয়া আবশ্যক কিনা?

উত্তর : পিতা-মাতা যদি দরিদ্র হয় এবং মুখাপেক্ষী হয় তাহলে তারা মুসলমান হোক বা বিধর্মী হোক সন্তানের উপর তাদের খরচাদী দেয়া ওয়াজিব।

كما فى العالمغيرية : اذا كان لرجل او لامرأة والدان كافران عليه نفقهما و برهما وخدمتهما وزيارتهما فان خاف ان يجلباه الى الكفر ان زارهما جازله ان لا يزورهما (جه٥ صـ٣٤٨)

(প্রমাণ : সূরা লুকমান-১৫, আলমগীরী ৫/৩৪৮, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া
আদিল্লাতুহু ৭/৭৮২-৭৮৩)

সন্তানের উপর পিতা মাতার হক

প্রশ্ন : সন্তানের উপর পিতা-মাতার জন্য কি কি হক্ব রয়েছে?

উত্তর : পিতা-মাতার হক ১৪টি। জীবিত অবস্থায় ৭টি (১) পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। (২) মনে প্রাণে মুহাব্বাত করা। (৩) সর্বদা তাদেরকে মেনে চলা। (৪) তাদের খেদমত করা। (৫) তাদের প্রয়োজন পুরা করা। (৬) তাদেরকে সর্বদা আরাম পৌছানোর ফিকির করা। (৭) নিয়মিত তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ ও দেখাশুনা করা।

মৃত্যুর পর ৭টি ঃ– (১) তাদের মাগফিরাতের জন্য দুআ করা। (২) সাওয়াব রেছানী করা। (৩) তাদের সাথী সঙ্গী ও আত্মীয় স্বজনদের সম্মান করা। (৪) সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করা। (৫) ঋণ পরিশোধ ও আমানত আদায় করা। (৬) শরীয়ত সম্মত ওসিয়ত পুরা করা। (৭) মাঝে মাঝে তাদের কবর যিয়ারত করা।

وفی جامع الترمذی : عن عبد اللہ بن عمروعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الو الد ۔ (ماجاء من الفضل فی رضا الوالدین ۲/۱۲)

প্রমাণ ঃ কুরআন সূরা ইসরা তাফসীরে কাবীর ১৯-২০/১৫১, তিরমিযী ২/১২,

বেপর্দা ও অবাধ্য স্ত্রীকে শাসন করার বিধান

প্রশ্ন : বেপর্দা ও অবাধ্য স্ত্রীকে কিভাবে শাসন করবে এবং শাসনে কোন ফায়দা না হলে তখন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর করণীয় কি?

উত্তর : শাসন করার নিয়ম হল, প্রথমে তাকে নরম ও মুহাব্বতের সাথে বুঝাবে। আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে, প্রয়োজন হলে তার থাকার বিছানা আলাদা করে দিবে। এতেও কোন ফল না হলে। হালকা শাস্তি দিবে। এরপরও ঠিক না হলে উভয়পক্ষের মুরব্বীর মাধ্যমে ফায়সালা করাবে। এরপরও ফায়দা না হলে শরীয়ত মুতাবেক তালাক দিবে।

وفی روح المعانی : (والتی تخافون نشوزهن) ای ترفعهن عن مطاوعتکم ... (فعظوهن) ای فانصحوهن... واهجروهن فی المضاجع ای مواضع الاصطجاع... واضربو هن یعنی ضربا غیر مبرح ۔ (سورة النساء ۳/۲٤)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ২৪-২৫, রুহুল মাআনী ৩/৩৫, তাফসীরে কাবীর ১০/৮২, জালালাইন ৭৬

স্বামী স্ত্রীর খরচ দিতে অপারগ হওয়া

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রীর খরচ দিতে অপারগ হলে করণীয় কি?

উত্তর : যদি স্বামী স্ত্রীর খরচ দিতে অপারগ হয় তাহলে স্ত্রী স্বামীর নামে ঋণ নিয়ে চলবে, প্রাচুর্যতা ফিরে এলে ঋণ পরিশোধ করবে।

كما فى الهداية : ومن اعسربنفقة امراته لم يفرق بينهما ويقال لها استدينى عليه (ج۲ صـ ٤٤٣ مكتبة السلام)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৪৪৩, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৭/৭৬৫, আলমগীরী ১/৫৫০, শামী ৩/৫৯০)

স্ত্রীর ভরণ পোষণ স্বামীর অনুপাতে

প্রশ্ন : স্বামী দরিদ্র স্ত্রী ধনী কার হিসাবে খরচ দিবে?

উত্তর : স্বামীর প্রতি লক্ষ রেখে খরচ ধর্তব্য হবে।

وفى رد المحتار : وانما الاختلاف فيما اذا كان احدهما موسرا والاخر معسرا فعلى ظاهر الرواية الاعتبار لحال الرجل - (ج۳ صـ ٥٧٥)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২৩৩, শামী ৩/৫৭৫, আলমগীরী ১/৫৪৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ৪/৪৩১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৪১/৪১)

স্ত্রীর চিকিৎসার দায়িত্ব কার

প্রশ্ন : স্ত্রী অসুস্থ হলে স্বামী চিকিৎসার খরচ দিতে বাধ্য কিনা?

উত্তর : স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু স্ত্রী অসুস্থ হলে স্বামীর জন্য চিকিৎসার খরচ বহন করা জরুরী নয়। তবে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে চিকিৎসা করা উচিৎ, কেননা স্ত্রীও স্বামীর সংসারের এমন অনেক দায়িত্ব পালন করে থাকে, যা তার উপর জরুরী নয়।

كما فى العالمغيرية: ولا يجب الدواء للمرض ولا اجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة (ج۱ صـ٥٤٩)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৫৪৯, আল বাহরুর রায়েক ৪/১৮২, শামী ৩/৫৭৫, ফাতহুল কাদীর ৪/২০০, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া ৫/২৩)

স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাবার বাড়ী যাওয়া

প্রশ্ন : স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী বাবার বাড়িতে যেতে পারবে কি?

উত্তর : স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী স্বামীর বাড়ির বাহিরে কোথাও যাবে না, না কোন আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে যাবে, না অপর কারো বাড়ীতে। সুতরাং বাবার

বাড়ীতে যাওয়ার প্রয়োজন হলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে যাবে। এবং স্বামীরও স্ত্রীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে অনুমতি দিতে হবে।

بہشتی زیور : ایک حق یہ ہے کہ بے میاں کے اجازت گھر سے باہر کہیں نہ جاوی نہ عزیز اور رشتدار گھر نہ کسی غیر کے گھر۔ (ج ۴ ص ۳۱۶)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৫৫৭, হিদায়া ২/৪৪৪, বেহেস্তি জেওর ৪/৩১৬)

স্ত্রী পর্দা না করলে স্বামীর করণীয়

প্রশ্ন : স্ত্রী পর্দা না করলে স্বামী গুনাহগার হবে কি না?

উত্তর : স্ত্রী পর্দা না করলে স্বামীর দায়িত্ব হলো, তার সাধ্য অনুযায়ী সকল পন্থা অবলম্বন করে তাকে পর্দা করাতে চেষ্টা করা। এতদাসত্বেও যদি স্ত্রী পর্দা না করে তাহলে স্বামী গুনাহগার হবে না।

كما قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى (اسرائيل ـ ١٥)

(প্রমাণ : সূরা বনী ইসরাইল ১৫, আহযাব ৩৩, মিশকাত ৩২১, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৪/৩৩)

স্ত্রী পর্দা না করলে স্বামীর করণীয়

প্রশ্ন : স্ত্রী পর্দা না করলে স্বামী গুনাহগার হবে কিনা?

উত্তর : স্ত্রী পর্দা না করলে স্বামীর দায়িত্ব হলো তার সাধ্য অনুযায়ী সকল পন্থা অবলম্বন করে তাকে পর্দা করাতে চেষ্টা করবে। এতদসত্ত্বেও যদি স্ত্রী পর্দা না করে তাহলে স্বামী গুনাহগার হবে না।

وفى المشكوة : عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.... والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤل عن رعيته (كتاب الامارة ٣٢٠/١)

প্রমাণ ঃ সূরা আহযাব ৩৩, সূরা বনি ইসরাইল ১৫, আবু দাউদ ২/৪০৬, মিশকাত ১/৩২০

স্ত্রী স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে তিনদিনের তাবলীগে যাওয়া

প্রশ্ন : বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে তিন দিনের জন্য অন্যত্র তাবলীগে যাওয়া বৈধ কিনা?

উত্তর : শরীয়ত কর্তৃক দীনের কাজের সকল যিম্মাদারী পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে পুরুষরাই দীনের সকল কাজ আনজাম দিয়ে আসছেন। বর্তমানে প্রচলিত মাসতুরাতের জামাতকে কিছু উলামায়ে কেরামগণ তাবলীগের মুরব্বীদের শর্ত অনুযায়ী অনুমতি দিয়েছেন।

وفى البحرالرائق : متى كره حضور المسجد للصلاة فلان يكره حضور مجالس الوعظ خصوصا عند هولاء الجهال الذين تحلوابحلية العلماء أولى ـ (باب الامامة ٣٥٨/١ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা আহযাব ৩৩, তিরমিযী ১/২২২, কিফায়া ১/৩১৮, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৫৮

স্বামী স্ত্রী পরস্পর নাম ধরে ডাকা

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রী একে অপরকে নাম ধরে ডাকার বিধান কি?

উত্তর : স্বামীর জন্য স্ত্রীর নাম ধরে ডাকা জায়েয আছে। তবে স্ত্রীর জন্য স্বামীর নাম ধরে ডাকা মাকরূহ।

كما فى الدر المختار: ويكره ان يدعو الرجل اباه وان تدعو المرأة زوجها باسمه ـ (ج٢ صـ٢٥٢ الحظر والاباحة)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৫২, শামী ৬/৪১৮, আলমগীরী ৫/৩৬২)

স্ত্রীকে প্রহার করা

প্রশ্ন : কোন অপরাধের কারণে স্বামী স্ত্রীকে কতটুকু শাস্তি দিতে পারবে।

উত্তর : স্বামী স্ত্রীকে তখন স্বাভাবিক শাস্তি দিতে পারবে যখন স্ত্রী শরীআতের অবাধ্য হবে। এ জন্য স্ত্রীকে প্রথমে সংশোধনের উপদেশ দিবে তাতে ঠিক না হলে বিছানা পৃথক করবে, এতে সংশোধন না হলে তাকে হালকা প্রহার করবে। আর প্রহার মৃদু হবে, যেন চেহারায় না লাগে এবং শরীরে দাগ না পরে, হাড্ডি না ভাঙ্গে।

وفى الموسوعة الفقهية : وتارة يكون جائزا كضرب الزوج زوجته لحقه كالنشوز وغيره... ونحوه وانما يضرب بيد ولا يجاوز ثلاثا ـ (ج٢٨ صـ١٧٦ مكتبة ـ وزارة الارقاف)

(প্রমাণ : সূরা নিসা-৩৫, মাআরিফুল কুরআন ২/২০৯, শামী ৪/৭৯, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-২৮/১৭৬)

স্বামী স্ত্রী থেকে দূরে থাকার হুকুম

প্রশ্ন : কতদিন পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী থেকে দুরে থাকতে পারবে?

উত্তর : এ ব্যাপারে ফিকহের কিতাবে স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে হযরত উমর ফারুক রা. এর আমল দ্বারা জানা যায় যে, তিনি তার সৈনিকদের ৪ মাস অন্তর পরিবর্তন করিতেন। উল্লেখ থাকে যে এটা স্ত্রীর হক। তার হক থেকে যতদিন চায় সে ছাড় দিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় হল, যেখানে ফিৎনার আশংকা নাই সেখানে স্ত্রীর অনুমতির উপর আমল করা হবে। কিন্তু যেখানে

ফিৎনায় পতিত হবার প্রবল আশংকা রয়েছে, সেখানে স্ত্রীর অনুমতি পাওয়া গেলেও বাড়ী থেকে দূরে থাকা বৈধ হবে না। তবে অত্যন্ত প্রয়োজন বশত যদি কোন সময় উল্লেখিত সময়ের বেশীও স্ত্রী থেকে দুরে থাকা আবশ্যক হয়ে যায়, তাহলে এটা ভিন্ন কথা। কিন্তু বছরের পর বছর স্ত্রী থেকে দূরে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা আদৌ ঠিক নয়।

كما فى الشامية : (ولا يبلغ مدة الايلاء الا برضاها) وهو اربعة اشهر. (جـ٣ صـ٢٠٣ سعيد)

(প্রমাণ : মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৭/১৫১,১৫২, দুররে মুখতার ১/২১১, শামী ৩/২০৩)

সন্তানকে মাদরাসায় পড়াতে রাজী না হওয়া

প্রশ্ন : মাতা পিতা সন্তানকে মাদরাসায় পড়াতে রাজী না হলে ছেলের করণীয় কি?

উত্তর : ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব দিনে দিনে মানুষের থেকে কমে যাচ্ছে অথচ এটা একটি ফরয কাজ। এ রকম সকলেই যদি এর থেকে পিছু হটে তাহলে দ্বীনের কার্যক্রম আস্তে আস্তে নিভে যাবে। আকাবের বুযূর্গরা কষ্ট ক্লেশের মাধ্যমে সকল কিছু সাজিয়ে গেছেন। কিন্তু এখন সেই কাজের কেউ যদি স্থলাভিষিক্ত না হয় তাহলে গোটা জাতি ধ্বংসে নিপতিত হবে। এ বিষয়ের প্রতি বিবেচনা করে সন্তান পিতা মাতার কথা না শুনে দ্বীনের স্বার্থে এবং জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে পারবে। তবে যদি পিতা-মাতা এমন হয় যে তারা খেদমতের মুখাপেক্ষী অর্থাৎ ঐ সন্তান ব্যতিত কেউ নেই তাদের দেখাশোনা করার এবং নিজেরাও অসহায় হয় এমন অবস্থায় পিতা-মাতার অনুমতি নিবে।

(প্রমাণ : সূরা বনী ইসরাঈল-২৩, বুখারী-১/৪২১, আহসানুল ফাতাওয়া-৮/১৮১)

বিবাহিতদের নামাজের ফজিলত

প্রশ্ন : "বিবাহিতদের এক রাকাত নামায অবিবাহিতদের ৮২ রাকাতের থেকে উত্তম" হাদীসটা কতটুকু সহীহ এবং এ বিষয়ে কোন সহীহ হাদীস আছে কিনা?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটিকে হাদীস বিশারদগণ ভিত্তিহীন বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে বিবাহিত ব্যক্তির সাধারণ ফজীলত সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস আছে।

كمافى ميزان الاعتدال : عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان من المتأهل خير من اثنين وثمانين ركعة من العزت قال مسعودبن عمروالبكرى لا اعرفه وخبره باطل- (١٠٠/٤)

প্রমাণ ঃ মীযানুন ইতেদাল ৪/১০০, লিসানুল মিযান ৬/২৭

অনুমতি ছাড়া সন্তানের মাল ব্যবহার করা

প্রশ্ন : পিতা সন্তানের মাল তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে কি?

উত্তর : ধনী সন্তান যদি পিতার খরচাদী দিতে অস্বীকার করে তাহলে গরীব পিতার জন্য নিজের প্রয়োজন পরিমাণ মাল সন্তানের মাল থেকে তার অনুমতি ছাড়াই নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। এবং সন্তান যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলেও সন্তানের অনুমতি ছাড়া তার মাল গরীব পিতা নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। অন্যথায় তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।

فى الدر المختار: للفقير ان يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه ان ابى ولاقاضى ثمة ولا اثم (جـ١ صـ ٢٧٤ مكتبة ذكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২৭৪, শামী ৩/৬২২, হিদায়া ১/৪৫০, বাদায়ে ৩/৪৩৬)

উস্তাদের যিম্মাদারীতে অবহেলা করা

প্রশ্ন : (ক) কোন উস্তাদ যদি নির্ধারিত পূর্ণ সময় ঘন্টা না করেন বা কোন চাকুরীজীবি পূর্ণ সময় ডিউটি না করেন তাহলে তাদের জন্য পূর্ণ বেতন নেয়া বৈধ হবে কি?

(খ) শিক্ষকগণের দরসে বসে মোবাইলে কথা বলা বা তাদের সন্তানদের জন্য সময় ব্যয় বৈধ কিনা?

উত্তর : (ক) স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসার কোন শিক্ষক, অথবা যে কোন চাকুরীজীবির জন্য এটা জায়েয নয় যে, তিনি তার চাকুরীর পূর্বশর্ত অনুযায়ী ডিউটির সময়সীমা থেকে কম ডিউটি করে পূর্ণ বেতন গ্রহন করবেন। কারণ নির্ধারিত সময়ের ডিউটি ও কাজের বিনিময়ে তাকে পূর্ণ বেতন দেয়া হয়।

এমতাবস্থায় যদি তিনি পূর্ণ সময়টা নির্ধারিত কাজে ব্যয় না করেন তাহলে সে কাজে ফাকি দেয়া হল ও দায়িত্বে অবহেলা করা হল। এটা তার পক্ষে ধোঁকা ও খেয়ানত সাব্যস্ত হবে এবং তার জন্য পূর্ণ কাজ না করে বেতন গ্রহন করা জায়েয ও হালাল হবে না। সুতরাং যে পরিমান তিনি ফাকি দিয়েছেন ঐ পরিমান টাকা কর্তৃপক্ষকে বা প্রতিষ্ঠানে ফেরত দেয়া তার জন্য জরুরী। নগদ টাকা ফেরত দিবেন অথবা হিসাব মত যত দিন ডিউটি করেননি, নতুনভাবে বেতন না নিয়ে ততদিনের ডিউটি করে দিবেন।

(খ) শিক্ষকগণের দরসে বসে মোবাইলে কথা বলা বা তাদের সন্তানদের জন্য

সময় ব্যয় করা এতটুকু পরিমান বৈধ, যদ্বারা তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়। তাহলে এর দ্বারা ছাত্রদের হক নষ্টের গুনাহ হবে না। আর যদি কথা বলা বা সময় ব্যয় করার দ্বারা দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত ঘটে তাহলে নাজায়েয ও হক নষ্টের আওতাভুক্ত হবে।

لا يحل له أخذ الأجر عن يوم لم يدرس فيه مطلقا سواء قدر له أجر كل يوم أو لا.جـ٤ صـ٢٧٢وفي الشامية:

وفي التفسير الكبير: أمر المؤمنين في هذه الأية باداء الأمانات في جميع الأمور سواء كانت تلك الأمور من باب المذاهب و الديانات أو من باب الدنيا والمعاملات (جـ١٠ صـ١٣٢ التوفيقية)

প্রমাণ : সূরা নিসা-৫৮, তাফসীরে কাবীর ১০/১৩২, মিশকাত-১/১৭,শামী-৪/২৭২

প্রতিবেশী ও জনসাধারণের হক

সুদখোর-ঘুষখোরের দাওয়াত গ্রহণ করা

প্রশ্ন : সুদখোর বা ঘুষখোরের বাড়ী দাওয়াত খাওয়ার বিধান কি?

উত্তর : যদি প্রবল ধারণা হয় যে তার মাল হারাম এবং তা থেকেই খাওয়ানো হচ্ছে তাহলে তার দাওয়াতের খানা খাবে না। আর যদি জানা যায় যে, তার মাল হালাল তাহলে দাওয়াত গ্রহণ করতে পারবে। তবে দাওয়াত গ্রহণ না করার দ্বারা যদি এমন ব্যক্তিরা সংশোধন হয়ে যাবে বলে প্রবল ধারণা হয় তাহলে দাওয়াত গ্রহণ করবে না। আর যদি ফেৎনার আশংকা থাকে তাহলে গ্রহণ করবে।

كما فى العالمغيرية: اكل الربا وكاسب الحرام أهدى اليه واضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا ياكل مالم يخبره ان ذلك المال اصله حلال..... وان كان غالب ماله حلال لا بأس بقبول هديته والاكل منها. (جـ٥ صـ ٣٤٣)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩৪৩, ৩৪২, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৮/২৭২, বাজ্জাযিয়া-৬/৩৬৪)

অমুসলিমদের সেবা করা

প্রশ্ন : মুসলমানদের জন্য অমুসলিমদের অসুস্থতায় সেবা করা শরীআতের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

উত্তর : হ্যাঁ অমুসলিমকে সেবা করা মুসলমানের জন্য জায়েয আছে।

وفى الدر المختار : وجاز عيادته بالاجماع وفى عيادة المجوسى قولان. (كتاب الحظر والاباحة جـ٢ صـ٢٤٦ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : বুখারী-২/৮৪৪, দুররে মুখতার-২/২৪৬, শামী-৬/৩৮৮)

ফাসেকের দাওয়াত কবুল করা

প্রশ্ন : ফাসেক ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করা যাবে কি না?

উত্তর : ফাসেকের দাওয়াত কবুল না করার দ্বারা ফাসেক তার গুনাহ থেকে ফিরে আসার আশা থাকলে তার দাওয়াত কবুল করা যাবে না। দাওয়াত কবুল না করার দ্বারা গুনাহ থেকে ফিরে না আসার বা ফেতনার আশংকা থাকলে দাওয়াত কবুল করা যাবে। তবে ফেতনার আশংকা না থাকলে কবুল না করাই উত্তম।

كما فى العالمغيرية: لا يجيب دعوة الفاسق المعلن ليعلم انه غير راض بفسقه.... وفى الروضة يجيب دعواة الفاسق والورع ان لا يجيبه (باب فى الهدايا والضيافات جـ٥ صـ٣٤٣ المكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : তাফরীরাতে আহমদিয়া-২১৮, আলমগীরী ৫/৩৪৩, বাজ্জাযিয়া-৬/৩৬৪)

পুলিশ অফিসারকে হাদিয়া দেওয়া

প্রশ্ন : পুলিশ অফিসারকে হাদিয়া দেওয়া এবং পুলিশের জন্য তা নেওয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হাদিয়া দেওয়া বা নেওয়া সুন্নত। সুতরাং তাদের এ হাদিয়া যদি পরস্পর মুহাব্বত এর জন্য হয় তাহলে জায়েয আছে। আর যদি কোন উদ্দেশ্য হাসীলের জন্য হয় তাহলে জায়েয হবে না।

وفى الشامية : اخذ المال ليسوى امره عند السلطان دفعا للضرر او جلبا للنفع وهو حرام على الاخذ ـ (مطلب فى الكلام على الرشوة والهدية ٣٦٢/٥ سعيد)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ৬৩, তিরমিযী, ২/১৬, দুররে মুখতার ২/১৫৮, শামী ৫/৩৬২, মাওসুআ ৪২/২৫৫

হারাম মালের হাদিয়া গ্রহণ

প্রশ্ন : হারাম মালের হাদিয়া গ্রহণ করা কি বৈধ আছে?

উত্তর : যদি নিশ্চিৎভাবে জানা থাকে হারাম তাহলে বৈধ হবে না।

وفى خلاصة الفتاوى : رجل اهدى الى انسان او اضافه ان كان غالب مال المهدى حراما. لا ينبغى ان يقبل ولا يأكل من طعامه ـ (باب فى المال من الاهداء ٣٤٨/٤ رشيدية)

প্রমাণ ঃ মিরকাত ৬/৩৪৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৪৮, সিরাজিয়্যা ৪১১, মাওসুআ ৪২/২৬১

সুদখোরের দান গ্রহণ করা

প্রশ্ন : সুদখোরের দান গ্রহণ করা যাবে কিনা?

উত্তর : যদি এরূপ ব্যক্তির অধিকাংশ মাল হালাল হয় বা নির্দিষ্ট হালাল মাল থেকে দান করে বলে জানা যায় তাহলে তার দান গ্রহণ করা যাবে। আর যদি তার অধিকাংশ মাল হারাম হয় অথবা নির্দিষ্ট ভাবে হারাম মাল থেকে দান করে বলে জানা যায় তাহলে তার দান গ্রহণ করা যাবে না।

وفى العالمكيرية : اكل الربا وكاسب الحرام اهدى اليه او اضافه وغالب ماله حرام لا يقبل وياكل مالم يخبره ان ذلك المال اصله حلال ـ (باب الكرهية ٣٤٣/٥)

প্রমাণ ঃ খুলাসাতুল ফাতওয়া ৪/৩৪৮, মাওসুআ ৪২/২৬১, আলমগীরী ৫/৩৪৩

শিয়াদের দাওয়াত গ্রহণ করা

প্রশ্ন : শিয়াদের দাওয়াত গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা জায়েয আছে কি?

উত্তর : শিয়াদের দাওয়াত গ্রহণ করা জায়েয নাই। এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখাও বৈধ নয়।

وفى حاشية الهندية: وقال بعضهم اذا دعاه المجوسى او النصرانى الى طعامه يكره للمسلم ان ياكل ...وان كان الداعى الى الطعام يهوديا فلا باس للمسلم ان ياكل طعامه (باب الحظر ٤٠١/٣)

প্রমাণ ঃ মায়েদা ৫৭, খানিয়া ৩/৪০১, হিন্দিয়া ৩/৪০১, শামী ৫/২৮২,

গাড়িতে বসে অন্যদের সামনে খানা পিনা করা

প্রশ্ন: পথে গাড়ীতে বসে অন্যদের সামনে খানা পিনার বিধান কি?

উত্তর: গাড়িতে বা রাস্তায় বসে মানুষের সামনে খানা পিনা করা ভালো নয়। প্রয়োজনের তাগিদে খেলেও যথা সম্ভব আড়াল করার চেষ্টা করবে।

كما فى الهداية : ولا تقبل شهادة .. من يفعل الافعال المستحقرة كالبول على الطريق والاكل على الطريق لأنه تارك للمروة وفى السوق بين يدى الناس ـ (باب من تقبل شهادته ١٦٠/٣ اشرفية)

প্রমাণ: হিদায়া- ৩/১৬০, ফাতহুল কাদীর- ৬/৪৮৫, হিন্দিয়া- ৩/৪৬৮, কেফায়া- ৬/৪৮৫, শরহে ইনায়া- ৬/৪৮৫

অমুসলিমের দাওয়াত কবুল করা

প্রশ্ন : অমুসলিমদের দাওয়াত কবুল করার বিধান কি?

উত্তর : যদি তাদের অনুষ্ঠানে শরীআত বিরোধী কাজ না হয় এবং দাওয়াত কবুল করলে মুসলমান হওয়ার আশা করা যায় অথবা প্রতিবেশী বা আত্মীয় হয় তাহলে দাওয়াত কবুল করা জায়েয আছে।

كما فى الموسوعة الفقهية: اذا كان الداعى غير مسلم فيجوز اجابته اذا كان يرجى اسلامه او كان جارا او كانت بينه وبين الداعى قرابة ـ (جـ٢٠ صـ٣٣٤)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২০/৩৩৪, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৫২৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ২/৩৪)

হেবা, হাদিয়া ও দান-সদকা

হেবাকৃত বস্তুর মালিক হওয়ার জন্য কবুল করা শর্ত

প্রশ্ন : হেবা সহীহ হওয়ার জন্য হেবাকৃত বস্তু যার জন্য হেবা করা হয়েছে তার কবুল করা কি শর্ত? অংশীদারীত্বের সম্পদ হেবা করলে সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হেবাকারীর পক্ষ থেকে যার জন্য হেবা করা হয় সে কবুল না করলেও হেবাকারীর পক্ষ থেকে হেবা হয়ে যাবে। তবে যার জন্য হেবা করা হয় সে উক্ত বস্তুর মালিক হওয়ার জন্য হেবা কবুল করা অত্যাবশ্যক। আর কবুল কবজ করার মাধ্যমেও হতে পারে। আর অংশীদারীত্বের বা যৌথ সম্পদ হেবা করলে হেবা সহীহ হবে না।

كما فى الهداية : الهبة عقد مشروع وتصح بالإيجاب والقبول والقبض. والقبض لابد منه لثبوت الملك... ولنا قوله عليه وسلم لا يجوز الهبة إلا مقبوضة - (كتاب الهبة جـ٣ صـ٢٨٣ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া-৩/২৮৩, শামী-৫/৬৮৮, আলমগীরী-৪/৩৪৭, শামী-৫/৬৮৮)

এক সন্তানের জন্য হেবা করা

প্রশ্ন : কোনো পিতার যদি কয়েকজন সন্তান থাকে তাহলে তাদের মধ্যে কোনো এক সন্তানের নামে নিজের সম্পত্তি লেখে দেয়া জায়েয হবে কিনা?

নিম্নের সুরতগুলির হুকুম বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক।

* প্রত্যেক সন্তানই পিতার ভরণ-পোষণ বহন করে।

* যে সন্তানের নামে সম্পদ লেখে দিয়েছে সে পিতার সংসারে থাকে ও অন্যান্য সন্তানরা ভিন্ন, অপরদিকে পিতা নিজেও ধনী।

* যে সন্তানের নামে লিখে দিয়েছে সে পিতার খরচ বহন করে আর পিতা দরিদ্র।

উত্তর : কোনো ব্যক্তি যদি তার জীবদ্দশায় সন্তানাদীর নামে নিজের সম্পত্তি লিখে দখল বুঝিয়ে দিয়ে দেয়, তাহলে তা মীরাছ নয় বরং হেবা বলে গণ্য হবে। আর হেবার ক্ষেত্রে শরয়ী পন্থা হলো সকল ওয়ারিসকে সমান অংশ হেবা করে পৃথকভাবে মালিকানায় দিয়ে দেওয়া। শরয়ী কারণ ব্যতিত অন্যান্য সন্তানাদীকে বাদ দিয়ে কোনো এক সন্তানকে হেবা করলে হেবা হয়ে যাবে তবে হেবাকারী গুনাহগার হবে। প্রশ্নে কোনো সুরতেই এককভাবে কাউকে হেবা করার মতো কোনো শরয়ী কারণ উল্লেখ নেই। সুতরাং শরীআতের দৃষ্টিতে এসব ক্ষেত্রে একজনকে কোনো সম্পত্তি হেবা করা জায়েয হবে না।

উল্লেখ্য যে, পিতা-মাতার খিদমত তথা– তাদের আরাম আয়েশের দিকে লক্ষ রাখা প্রত্যেক সন্তানেরই দায়িত্ব, চাই পিতা ধনী হোক বা গরীব। তবে পিতা-মাতা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হলে স্বচ্ছল সন্তানাদীর উপর ফরয যে, পিতা-মাতার আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করবে ও তাদের খিদমত করবে। এ খিদমতের বিনিময় সে পরকালে পাবে, ইহকালে এর বিনিময়ে এককভাবে কোনো সম্পদের অংশীদার হবে না।

عن النعمان بن بشير رضـ ان اباه اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى نحلت ابنى هذا غلاما فقال اكل ولدك نحلت مثل هذا قال لا قال فارجعه. (بخارى شريف جا صـ۳۵۲)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ-১/৩৫২, মিরকাত-২/১৫৪, শামী-৩/৬০৪, আহসানুল ফাতাওয়া-৭/২৫৭)

হেবা করে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া

প্রশ্ন : জনাব, আমার এক পরিচিত লোক আমাকে একটি ফ্যান হেবা করেছিলো এই শর্তে যে, সে নির্দিষ্ট কিছুদিন যাবৎ প্রয়োজন হলে সেও মাঝে মধ্যে ব্যবহার করবে, এছাড়া বাকি সর্বদা আমার, এরপর আমি ঐ ফ্যানটি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছি ও নিজের টাকায় আমি ফ্যানটি মেরামত করেছি যার ফলে ফ্যানটির কার্যক্রম আগের চেয়েও আরো উন্নতমানের হয়ে গেলো এবং উহার মান মূল্যও বেড়ে গেলো। কিন্তু কিছু দিন পর ঐ লোক ফ্যানটি আমার থেকে একেবারেই ছিনিয়ে নিয়ে গেলো এবং অন্যজনের নিকটে ভাড়া দিয়ে দিলো। এখন কথা হলো তার এ ধরনের আচরণ তথা ফ্যানটা ফিরিয়ে নেয়া জায়েয হয়েছে কি না?

উত্তর : হেবা করার পরেও প্রয়োজনে নিজে ব্যবহারের শর্তটি ফাসেদ ছিল, তাই হেবাকৃত বস্তু হেবা গ্রহণকারী নিজ আয়ত্বে নেয়ার ফলে হেবা সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং শর্তটি বাতিল হয়ে গেছে। অতঃপর হেবা গ্রহীতা নিজ পক্ষ হতে উক্ত ফ্যানটিকে মেরামত করে উন্নতি সাধন করার ফলে হেবাকারীর জন্যে তা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে, যার ফলে শরীআতের দৃষ্টিতে হেবাকারী কর্তৃক ফ্যান ফিরিয়ে নিয়ে অন্যত্র ভাড়া দেয়া সহীহ হয়নি, সুতরাং পুনরায় আপনাকে এ ফ্যান ফেরত দেয়া তার জিম্মায় জরুরী, ফিরিয়ে না দিলে সে গুনাহগার হবে।

وفى الدر المختار: ويمنع الرجوع فيها حروف دمع خزقه فالدال.... لزيادة القيمة المتصلة.... كبناء وغرس. (جـ۲ صـ۱٦۱)

(প্রমাণ : শামী-৫/৬৯৯, আল বাহরুর রায়েক-৭/৪৯৬, আলমগীরী-৪/৩৮৬, আহসানুল ফাতাওয়া-৭/২৫৯, দুররে মুখতার-২/১৬১)

স্ত্রীকে হেবা করে ফিরিয়ে নেয়া

প্রশ্ন : স্বামী যদি স্ত্রীকে কোনো জিনিস হেবা করে তাহলে তা ফিরিয়ে নেয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : না, জায়েয হবে না।

وفى العالمغيرية : واذا وهب احد الزوجين لصاحبه لا يرجع. (كتاب الهبة ج٤ صـ٣٨٦ حقانية)

(প্রমাণ : মুসলিম ঃ ২/৩৬, আলমগীরী-৪/৩৮৬, দুররে মুখতার-২/১৬৩, হিদায়া-৩/২৯১)

খতনার অনুষ্ঠান এবং উপহার গ্রহণ করা

প্রশ্ন: সুন্নতী খতনার পর অনুষ্ঠান করা এবং উপহার সামগ্রীর আদান প্রদান শরীয়ত সম্মত কিনা?

উত্তর: খতনা মুসলমানদের ইসলামী নিদর্শন ও ইবাদাত এবং সাওয়াবের কাজ। এ ইবাদত পালনে আনুষ্ঠানিকতার কোন প্রমাণ ইসলামের সোনালী যুগে পাওয়া যায় না; বরং এধরণের আনুষ্ঠানিকতা সুন্নতের পরিপন্থি যা সাহাবাদের উক্তি থেকে বুঝা যায়। তাই খতনা উপলক্ষ্যে খাওয়া দাওয়া ও হাদিয়া লেনদেন সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

وفى الموسوعة الفقهية : حكم الدعوات للختان وسائر ا لدعوات غير الوليمة انها مستحبة (٣٣٧/٢٠)

প্রমাণ: মুসনাদে আহমাদ- ৪/২৬৬, আলমগীরী- ৫/৩৪৩, মাওসুআ- ২০/৩৩৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া- ৪/৩৫৮

অমুসলিমদের অনুদান দান করা

প্রশ্ন: অমুসলিমদের কোন ধর্মীয় উৎসবে মুসলিম সরকার বা কোন মুসলমানের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের অনুদান দেওয়া জায়েয আছে কিনা? যদি না থাকে তাহলে দেশের নাগরিক হিসেবে তারাও তো অনুদান পাওয়ার অধিকার রাখে। বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো

উত্তর: মুসলিম সরকার বা কোন মুসলমানের পক্ষ থেকে অমুসলিমদের কোন ধর্মীয় উৎসবে অনুদান প্রদান করা জায়েয নাই। যদি ঐ ধর্মীয় উৎসবকে সম্মান করে প্রদান করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে। তাদের উৎসবে অনুদান না দেওয়ার কারণ হলো তাদের উৎসব গুলোতে নাচ-গান, বাদ্য-যন্ত্র, কুফরী ও শিরকী কার্যকলাপ হয় যেগুলো সব গুনাহের কাজ আর গুনাহের কাজে সাহায্য সহযোগীতা করা নাজায়েয। কারণ ইসলাম ব্যতিত সকল ধর্মই বাতিল। এখন

কথা হলো দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকার। তারা সরকার ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের জান মাল ও ইজ্জতের পূর্ণ নিরাপত্তা অবশ্যই পাবে। কিন্তু শরীয়তের আলোকে তারা তাদের ধর্মীয় উৎসবে মুসলমানাদের পক্ষ হতে কোন অনুদান পাবে না।

وفى الشامية: فلا يحل للسلطان ولا للقاضى ان يقول لهم افعلوا ذلك اى ولا ان يعينهم عليه ولا يحل لا حد من المسلمين ان يعمل فيه (٢٠٤/٤)

প্রমাণ– সূরা মায়েদা– ২, সূরা আল ইমরান–১৯, সুনানে কুবরা– ১২/২১, তাতার খানিয়া–৪/২৬৯, খুলাসাতুল ফাতওয়া–৪/৩৪৭, আল বাহরুর রায়েক–৫/১২৩, শামী– ৪/২০৪

হেবাকৃত বস্তু দান করা

প্রশ্ন : দুই ব্যক্তি মিলে যদি কোনো এক ব্যক্তিকে কিছু টাকা ঋণ দেয় এবং ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি নিজের পাওনা টাকা ঋণ গ্রহীতাকে হেবার নিয়তে মওকুফ করে দেয় তাহলে হেবা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ উল্লেখিত সুরতে নিজের অংশ হেবার নিয়তে মাফ করে দেয়ার দ্বারা হেবা সহীহ হয়ে যাবে।

وفى رد المحتار : واذا كان دين بين شريكين فوهب احدهما نصيبه من المديون جاز وان وهب نصف الدين مطلقا ينفذ فى الربع كما لو وهب نصف العبد المشترك (كتاب الهبة جه صـ٧١٠ سعيد)

(প্রমাণ : শামী- ৫/৭১, ৫/৭১০, আলমগীরী ৪/৩৮৫, বিনায়া- ১০/১৬৯, খানিয়া- ৩/২৬৭)

গমের আটা বা তিলের তৈল ইত্যাদি হেবা করার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি কাউকে গমের মাঝের আটা অথবা তিলের মাঝের তৈল বা দুধের মাঝের ঘি হেবা করে তাহলে উহার কি হুকুম?

উত্তর : উক্ত বস্তুসমূহের হেবা করা সহীহ হবে না। কারণ হেবার চুক্তি করার সময় গম, আটা, তৈল, ঘি বিদ্যমান নেই।

كما فى العالمغيرية: وكذلك لو وهب زبدا فى لبن او دهنا فى سمسم او دقيقا فى حنطة لا يجوز وان سلطه على قبضه عند حدوته لانه معدوم للحال فلم يوجد محل حكم العقد وهو الاصح ـ (كتاب الهبة جـ٤ صـ٣٧٤ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ৪/৩৭৪, শামী-৫/৬৯৪, হিদায়া ৩/২৮৬, বিনায়া ১০/১৮৪, কুদুরী-১৩৬

ভাইদের নামে হেবা করলে বোনের সন্তানেরা অংশ পাওয়া

প্রশ্ন : আমরা দুই ভাই এক বোন। বাবা মারা গেছেন তার সম্পত্তি আমরা সবাই পেয়েছি। মা এখনও জীবিত আছেন। মা-বাবার কাছ থেকে যে সম্পত্তি পেয়েছিল তা দুই ভাইকে দিয়েছেন। উল্লেখ আছে যে, বোন কয়েক বছর পূর্বে মারা গেছে এখন মায়ের অংশ থেকে বোনের ছেলে মেয়েরা পাবে কি?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে মা আপনাদের দুই ভাইকে জমি হেবা করে দেওয়ার দ্বারা এবং সে সম্পত্তি কজ করার দ্বারা আপনারা তার মালিক হয়ে গেছেন। তাই আপনার বোনের সন্তানরা এর অংশ পাবে না।

وفى خلاصة : رجل له ابن وبنت اراد ان يهب لهما شيئا فالافضل ان يجعل للذكر مثل حظ الانثيين .... ولو وهب جميع ماله لا بنه جاز فى القضاء وهو اثم ـ (باب الهبة ٤/٤٠٠ رشيدية)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২৬১, শামী ৫/৬৯৬, হিন্দিয়া ৪/৩৯১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪০০

করজ গ্রহীতার হাদিয়ার হুকুম

প্রশ্ন : (ক) করজ আদায় করার সময় বেশী দেয়া জায়েয আছে নাকি নেই?
(খ) করজগ্রহীতার হাদিয়া কবুল করা জায়েয আছে না কি নেই?

উত্তর : (ক) কোন শর্ত ব্যতিত বেশী দেয়া জায়েয আছে। (খ) করজ গ্রহীতার হাদিয়া কবুল করা জায়েয নাই। তবে যদি এটা জানা থাকে যে করজ গ্রহীতা এই হাদিয়াটা করজ নেয়ার কারণে দেয়নি বরং এমনি আত্মীয়তার কারণে দিয়েছে তাহলে ঐ হাদিয়া নিতে কোন সমস্যা নেই।

كما فى الدر المختار مع الشامية : وكان عليه مثل ما قبض فان قضاه أجود بلا شرط جاز. (جـ٥ صـ١٦٥ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-৫/১৬৫, বাদায়ে-৬/৫১৯, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-২৩/১৩১)

মসজিদে অমুসলিমদের দান গ্রহণ করা

প্রশ্ন : মসজিদের কল্যাণের জন্য অমুসলিমদের থেকে দান গ্রহণ করা যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, গ্রহণ করা যাবে। তবে শর্ত সাপেক্ষে, নিজ ইচ্ছায় নেকির কাজ মনে করা, পরবর্তীতে মসজিদে প্রভাব বিস্তার না করা এবং মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের আশংকা না থাকা।

كمافى الدر المختار: وشرطه شرط سائر التبرعا ت كحرية وتكليف وان يكون قربة فى ذاته معلوما ـ (كتاب الوقف ٣٧٧/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৩৭৭, শামী ৪/৩৪১, আল বাহরুর রায়েক ৫/১৯০

বেনামাযীর দাওয়াত কবুল করা

প্রশ্ন : বেনামাযী ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করার বিধান কি?

উত্তর : হ্যাঁ, যাবে। তবে কবুল না করলে যদি তার সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে কবুল না করাটাই উত্তম।

وفی العالمکیریة: لا یجیب دعوة الفاسق المعلن لیعلم انه غیر راض بفسقه وفی الروضة یجیب دعوة الفاسق والورع ان لا یجیب ـ (٢٤٣/٥ حقانیة)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২/২৭৯, আলমগীরী ৫/২৪৩, বাযযাযিয়া ৬/৩৬৪

মুসলিম ব্যক্তির জন্য মন্দিরে দান করা

প্রশ্ন : এক মুসলমান ব্যক্তি এক হিন্দুর কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা ধার নেয়। নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পরিশোধ করতে গেলে দেখে হিন্দু ব্যক্তি ভীষণ রোগে আক্রান্ত। তখন সে বলল আমাকে এই টাকা ফেরত দেয়ার প্রয়োজন নেই, বরং আমি মারা গেলে তা মন্দিরে দান করে দিও এখন মুসলিম ব্যক্তির জন্য মন্দিরে দান করা জায়েয হবে কিনা? নাকি সে তার ওয়ারিসদের মাঝে ফিরিয়ে দিবে?

উত্তর : যদি এই টাকা এক-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম হয় তাহলে টাকাগুলো মন্দিরেই দান করতে হবে।

كما فى الهداية : ولو اوصى بذلك لقوم مسلمين فهو من الثلث معناه اذا اوصى ان تبنى داره بيعة اوكنيسة فهو جائز من الثلث ـ (باب وصية الذمى ٦٨٨/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৬৮৮, বিনায়াহ ৪/৬৮৮, হিন্দিয়া ৬/১৩৬

হাদিয়া কবুল করা

প্রশ্ন : হাদিয়া কবুল করা কি?

উত্তর : হাদিয়া কবুল করা সুন্নাত।

وفی الدر المختار: کتاب الهبة ... وهی مندوبة وقبولها سنة ـ (ج٢ صـ ١٥٨ زکریا)

(প্রমাণ : তিরমিযী ২/১৬, দুররে মুখতার ২/১৫৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ৪২/২৫৫)

ছোট বাচ্চাদের হাদিয়া গ্রহণ করা

প্রশ্ন : ছোট বাচ্চার হাদিয়া গ্রহণ করার বিধান কি?

উত্তর : ছোট বাচ্চাদের হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয নাই।

كما فى الدر المختار مع الشامية: لا يجوز ان يهب شيئا من مال طفله ولو بعوض ـ (ج٥ صـ٦٩٦ سعيد)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-২/১৬০, শামী ৫/৬৯৬, আলমগীরী ৪/৪০৮)

সন্দেহযুক্ত মালের হাদিয়া

প্রশ্ন : সন্দেহ যুক্ত মালের হাদিয়া গ্রহণ করার বিধান কি?

উত্তর : যদি অধিকাংশ মাল হারাম হয় তাহলে হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে না। তবে যদি সে বলে হালাল মাল থেকে হাদিয়া দিয়েছি তাহলে কবুল করতে পারবে।

كما فى الخلاصة : رجل اهدى الى انسان او اضافه ان كان غالب مال المهدى حراما لا ينبغى ان يقبل ولا ياكل من طعامه حتى يخبر ان ذلك المال حلال ولو كان غالب ماله حلالا لا بأس به مالم يبين انه حرام ـ (جـ٤ صـ٣٤٨)

(প্রমাণ : খুলাছা ৪/৩৪৮, আলমগীরী ৫/৩৪২, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ৪২/২৬১)

নির্বোধ ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ করা

প্রশ্ন : নির্বোধ ব্যক্তির হাদিয়া শরীআতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কি না?

উত্তর : না নির্বোধ ব্যক্তির হাদিয়া শরীআতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

وفى الدر المختار مع رد المحتار : وشرائط صحتها فى الواهب العقل والبلوغ والملك (كتاب الهبة جـ٥ صـ٦٨٧ سعيد)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/১৫৮, শামী ৫/৬৮৭, আলমগীরী ৪/৩৭৪, বাদায়ে ৫/১৬৮ আল বাহরুর রায়েক ৭/২৮৪)

ছোট বাচ্চার জন্য জামা বানিয়ে অন্যকে হাদিয়া দেওয়া

প্রশ্ন : (ক) যদি কোনো ব্যক্তি ছোট সন্তান অথবা ছাত্রের জন্য জামা বানানোর পর ঐ জামা অন্য কাউকে দিয়ে দেয় তাহলে জায়েয হবে কিনা? (খ)কোনো ব্যক্তি যদি তার কোনো এক সন্তানকে সম্পদ বেশী দেয় তাহলে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : (ক) নিজ সন্তানের অথবা ছাত্রের জন্য জামা বানানোর পর তা অন্যকে দিয়ে দেয়া জায়েয নেই। তবে জামা বানানোর সময় যদি বলে দেয় যে, ইহা তোমাকে কর্জ দিতেছি তাহলে অন্যকে দেয়া জায়েয হবে। (খ) যদি পিতার উদ্দেশ্য হয় কোনো সন্তানকে ক্ষতি পৌঁছানো তাহলে এই সুরতে কোনো সন্তানকে বেশী দেয়া জায়েয নেই। আর শরয়ী কোনো কারণে হয়ে থাকে তাহলে কম বেশী করে দেয়া জায়েয আছে। যেমন- কোনো সন্তান এলেম অন্বেষণে মগ্ন থাকার কারণে উপার্জন করতে পারে না- অথবা মাযুর, ছোট, বেশী দ্বীনদার ইত্যাদি।

كما فى الدر المختار: إتخذ لولده او لتلميذه ثيابًا ثم اراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت الإتخاذ انها عارية ـ (باب الهبة جـ٢ صـ١٦٠)

(প্রমাণ : শামী-৫/৬৯৬, আলমগীরী-৪/৩৯১, হিদায়া ৪/৩৯১, দুররে মুখতার-২/১৬০)

ভুল বশত কারো থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া

প্রশ্নঃ ভূলবশতঃ কোন দোকানদার বা অন্য কারো কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করলে কি বিধান?

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্নিত সূরতে যদি প্রাপকের নিকট পৌছানো সম্ভব হয়,তাহলে অতিরিক্ত টাকা প্রাপককে পৌছে দিতে হবে। অন্যথায় প্রাপকের ছাওয়াব পৌছার নিয়তে অতিরিক্ত টাকা দান করে দিবে।

وفى الخانية فى حاشية الهندية: فان تصدق ثم جاء صاحبها كان صاحبها بالخيار ان شاء اجاز الصدقة ويكون الثواب له ـ (اللطة ٣٨٩/٣ حقانية)

প্রমাণঃ সূরা বাকারা ১৮৮, আহকামুল কুরআন– ১/৩৪৪, দুররে মুখতার– ২/৪০০, হিদায়া– ২/৬১৭, খানিয়া– ৩/৩৮৯

নির্বাচন প্রার্থীর হাদিয়া

প্রশ্ন : নির্বাচন প্রার্থীর হাদিয়া কবুল করার বিধান কি?

উত্তর : ভোট একটি সাক্ষ্য মাত্র। অতএব হাদিয়া কবুলকারী যদি জানতে পারে যে, এ হাদিয়া দেয়া হয়েছে, যেন প্রার্থীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া হয় তাহলে এ হাদিয়া ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি শুধু ভালবাসা মুহব্বতের জন্য প্রদান করা হয় এবং ইতিপূর্বেও তাকে হাদিয়া দিয়েছে তাহলে গ্রহণ করতে পারবে।

وفى الشامية : منها ما هو حرام على الاخذ والمعطى وهو الرشوة وفى الشامية على تقليد القضاء والامارة. (جـ٥ صـ٣٦٢ سعيد)

(প্রমাণ : সূরা মায়েদাহ-৬৩, আবু দাউদ ২/৫০৬, শামী ৫/৩৬২)

অমুসলিমদের হাদিয়া গ্রহণ করা

প্রশ্ন : অমুসলিমদের দেয়া হাদিয়া কবুল করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কোন বিধর্মীর সাথে উপহার বা হাদিয়া লেনদেন করা শরীআতে না জায়েয নয়, তবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব মুহাব্বত এবং হৃদ্যতা না জায়েয। সুতরাং লক্ষ রাখতে হবে এই হাদিয়া লেন দেনের পিছনে দ্বীন ধর্মের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

كما فى العالغيرية: ولا باس بضيافة الذمى وان لم يكن بينهما الا معرفة .... لا باس بان يضيف كافرا لقرابة اولحاجة ـ (جـ٥ صـ ٣٤٧)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩৪৭, ফাতাওয়া রশীদীয়া ৫৭৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৪৮১)

নাবালেগ বাচ্চার দান করা

প্রশ্ন : নাবালেগ বাচ্চা যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো কিছু দান করে তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য উক্ত বস্তু গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : নাবালেগ বাচ্চার দানকৃত বস্তু গ্রহণ করা জায়েয নাই।

كما فى الدر المختار : وشرائط صحتها فى الواهب العقل والبلوغ والملك فلا تصح هبة صغير ورقيق ـ (كتاب الهبة جـ٢ صـ١٥٨ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-২/১৫৮, আলমগীরী-৪/৩৭৪ বাদায়ে-৫/১৬৮, শামী-৫/৬৮৭, আল বাহরুর রায়েক ৭/২৮৪)

শর্তের মাধ্যমে দান করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে কোনো কিছু শর্তের মাধ্যমে দান করে তাহলে ইহা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ জায়েয হবে। তবে আক্দ সহীহ হয়ে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

وفى البحر الرائق : وانها لا تبطل بالشروط الفاسدة حتى لو وهب لرجل عبده على أن يعتقه صحت الهبة وبطل الشرط ـ (كتاب الهبة جـ٧ صـ٢٨٤ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/১৫৮, শামী-৫/২৫২, আল বাহরুর রায়েক ৭/২৮৪, বিনায়া ১০/২৭, ফাতহুল কাদীর ৭/৫১০)

ফারায়েয ও অসিয়ত

মেয়েদের মিরাসের হুকুম ও পরিমাণ

প্রশ্ন : মেয়েরা পিতার সম্পত্তি থেকে মিরাস হিসাবে অংশ পাবে কিনা? এবং পেলে কি পরিমাণ পাবে এবং তাদেরকে মিরাস না দিলে তার হুকুম কি হবে?

উত্তর : কুরআন-হাদীসের আলোকে পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে ছেলেদের ন্যায় মেয়েরাও অংশ পাবে। তবে দুই মেয়ের সমপরিমাণ অংশ এক ছেলে পাবে। এবং মেয়েদেরকে যদি তাদের পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তাহলে এর জন্য কেয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিন আযাব দেওয়া হবে।

كما فى القرآن الكريم : يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ـ (سورة النساء - ١١)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ১১-১৪, বুখারী ১/৩৩২, মিশকাত ১/২৬৬

নাবালেগ সন্তান পিতাকে হত্যা করলে মিরাস পাবে

প্রশ্ন : নাবালক সন্তান যদি তার পিতাকে হত্যা করে, তাহলে তাকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করা যাবে কি?

উত্তর : না, তাকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেননা তার উপর কেসাস বা কাফফারা ওয়াজিব হয় নাই।

كمافى الهندية : وقتل الصبى والمجنون والمعتوه والمبرسم والموسوس لا يوجب حرمان الميراث ـ (باب فى الحدود ٤٥٤/٦ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ৬/৪৫৪, আল বাহরুর রায়েক ৮/৪৮৮, সিরাজিয়্যা ৫৭৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া 4/২২১

অবাধ্য সন্তানকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা

প্রশ্ন : অবাধ্য-নাফরমান সন্তানকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে কি?

উত্তর : ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে কোন সন্তানকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা জায়েয নাই। তবে যদি পিতা সন্তানের নাফরমানি ও অবাধ্যতার কারণে বুঝতে পারে যে সম্পদ পেয়ে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানির কাজে ব্যয় করবে তাহলে বঞ্চিত করতে পারবে।

وفى خلاصة الفتاوى : ولو كان ولده فاسقا فاراد ان يصرف ماله الى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه لان فيه اعانة على المعصية (كتاب الهبة ٤٠٠/٤)

প্রমাণ ঃ শামী 8/৫২8, খুলাসাতুল ফাতাওয়া 8/8০০, আল বাহরুর রায়েক ৭/২৮৮, বাযযাযিয়া হামেশিল হিন্দিয়া ৬/২৩৭

জীবিতাবস্থায় হেবা করলে ছেলে মেয়েকে সমান দেয়া

প্রশ্ন : কেউ বলল যে, আমার এই পরিমাণ সম্পদ আমার সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করলাম। এখন জানার বিষয় হলো এক্ষেত্রে ছেলে, মেয়ে সমান অংশ পাবে কিনা? না ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পাবে?

উত্তর : ওয়াক্‌ফ এর ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে উভয়ে সমান অংশ পাবে।

كما فى العالمغيرية : اذا قال ارضى هذه صدقة موقوفة على قرابتى .... قسمت بينهم بالسوية يستوى فيه الذكر والأنثى ـ (كتاب الوقف ج۲ صـ۳۸۰ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ২/৩৮০, শামী ৪/৪৭১, আল বাহরুর রায়েক ৫/১৯৬, কাযীখান ৩/৩১৯

সন্তানদেরকে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া

প্রশ্ন : কোন বাবা, মা নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি ৫ ছেলে মেয়ের মধ্যে জীবিত অবস্থায় টাকার মূল্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন। এতে প্রত্যেক ছেলে মেয়ে ছয়লক্ষ টাকার জমি পেয়েছে। পরবর্তীতে ছেলে মেয়েদের শাসনে রাখার ও বাবা, মা মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নিজেদের নামে "পাওয়ার নামা" (অর্থাৎ ছেলে মেয়েদের প্রদত্ত জমির উপর বাবা, মার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে বাবা, মা ইচ্ছা করলে সেই জমি কাউকে হেবা করতে বা বিক্রি করতে পারবেন। এতে সন্তানদের আপত্তি করার অধিকার থাকবে না।) করাতে পারবে কি না? এবং সে জায়গায় বাবা তাঁর পেনশনের টাকা দিয়ে ঘর বানিয়ে ভাড়া দিতে পারবে কি না? পাওয়ার নামা করানো এই জন্য জরুরী যে, হতে পারে বাবার মৃত্যুর পর মা কোন বিপদের সম্মুখিন হবে। যদি পাওয়ার নামা করানো জায়েয হয়ে থাকে, তাহলে বাবা, মা উভয়ে মারা যাওয়ার পর প্রত্যেক সন্তান নিজ নিজ সম্পত্তি (যার উপর বাবা মাকে পাওয়ার দিয়েছিল) ফেরত দিয়ে যাবে নাকি সেই সম্পত্তি কুরআনে বর্ণিত ওয়ারিস আইন হিসাবে পুনরায় ভাগ বাটওয়ারা করতে হবে?

উত্তর : হেবাকৃত বস্তু যাকে হেবা করা হয়েছে তাকে সেটা বুঝিয়ে দখল দেওয়ার পর এবং সে এটাকে নিজ আয়ত্বে আনার পর হেবা সম্পন্ন হয়ে যায়, অতঃপর পিতার জন্যে সে বস্তুকে ফেরত নেয়ার অবকাশ নেই।

প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে যদি বাবা-মা হেবাকৃত বস্তু সম্পূর্ণ রূপে ভাগ বাটোয়ারা করে প্রত্যেকের অংশ চিহ্নিত করে সন্তানদের পূর্ণ দখল দিয়ে দেয় তাহলে এ হেবা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, হেবা পূর্ণ হওয়ার পর ফেরত নেয়ার শর্ত করে পাওয়ার নামা করলেও ভবিষ্যতে তাদের থেকে এ সম্পত্তি ফেরত নিতে পারবে না। বিক্রি বা অন্যকে হেবাও করতে পারবে না এবং মাতা পিতার মৃত্যুর পর তা মীরাছও হবে না। তবে পিতা মাতা আর্থিক দিক দিয়ে অস্বচ্ছল বা দুর্বল হলে সন্তানদের উপর

ফরয যে, পিতা মাতার আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা ও তাদের খিদমত করা। তারা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে মাতা-পিতা নিজেই সন্তানদের মালামাল হতে প্রয়োজন মুতাবিক সম্পদ গ্রহণ করার অধিকার রাখে, শরীআত এ পাওয়ার নামা মাতা-পিতাকে পূর্বেই দিয়ে রেখেছে।
উল্লেখ্য যদি প্রত্যেকের অংশ পৃথক করে দখল বুঝিয়ে না দিয়ে শুধুমাত্র হেবা দলীল করে দিয়ে থাকে তাহলে মূলতঃ হেবাই সম্পন্ন হয় নাই। এক্ষেত্রে পিতা-মাতাই সে সম্পদের মালিক রয়ে গেছেন, তারা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে, তাদের মৃত্যুর পর মীরাছ হিসাবে সকল ওয়ারিস অংশ পাবে।

وفى البحر الرائق : فلو وهب لذى رحم محرم منه لا يرجع لحديث الحاكم مرفوعا اذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيها. (جـ٧ صـ٢٩٤)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক-৭/২৯৪, দুররে মুখতার-৫/৭০৪, ফাতহুল কাদীর-৭/৫০৪, আহসানুল ফাতাওয়া-৭/২৫৪)

পিতার জীবদ্দশায় মিরাস দাবি করতে পারবে না

প্রশ্ন : পিতা জীবিতাবস্থায় ছেলে মিরাসের দাবী করতে পারবে কিনা?
উত্তর : না, পারবে না।

كمافى قاضى خان على ها مش الهندية: رجل وهب فى صحته كل المال للولد جازفى القضاء ويكون اثما فيما صنع (كتاب الهبة ٢٧٩/٣)

প্রমাণ ঃ কাজীখান মায়া আলমগীরী ৩/২৭৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪০০, হিদায়া ৪/২৮৭, আল-ফিকহুল ইসলামী ৪/৭০৫

একজনের অনুপস্থিতে মিরাস বন্টন করা

প্রশ্ন : কোন এক শরীকের অনুপস্থিতে মিরাস বন্টন করা যাবে কিনা?
উত্তর : অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তার অনুপস্থিতে বন্টন করা যাবে না। আর যদি উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হয় এবং বাকি শরিকদের মিরাস বন্টন না করায় কষ্ট হয়, তাহলে কাজীর অনুমতি সাপেক্ষে বন্টন করা যাবে।

كمافى الدر المختار مع الشامية وفيهم صغير او غائب قسم بينهم ونصب قابض لهما نظر للغائب والصغير ولا بدمن البينة على اصل الميراث عنده ايضا خلافا لهما كمامر۔ (كتاب القسمة ٢٥٨/٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ৬/২৫৮, বাযযাযিয়া ৬/১৫২, সিরাজিয়া ৪৫৮

কাদিয়ানী ব্যক্তি মুসলমান ব্যক্তির ওয়ারিস হতে পারবে না

প্রশ্ন : কাদিয়ানী ব্যক্তি মুসলমান ছেলের ওয়ারিশ হতে পারবে কি না?

উত্তর : মিরাস পাওয়ার জন্য উভয়ই মুসলমান হতে হবে। আর কাদীয়ানীরা মুসলমান নয় বিধায় কাদিয়ানী ব্যক্তি মুসলমান ছেলের ওয়ারিশ হতে পারবে না।

وفی السراجیة : واما المرتد فلا یرث من احد لا من مسلم ولا من مرتد مثله (فصل فی المرتد ١/٦٨)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ৬/৪৫৫, হিন্দিয়া সূত্রে খানিয়া ৬/৪৫৫, সিরাজিয়্যা ১/৬৮, হাক্কানিয়া ৫/৩২৬

পালক সন্তানের মিরাস

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার নিজস্ব সন্তান না থাকায় পালক ছেলেকে ঘরবাড়ি সবকিছু করে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো উক্ত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর ঐ পালক ছেলে মিরাস পাবে কি?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে পালক ছেলে মিরাস পাবে না। কারণ সে ওয়ারিশদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে জীবদ্দশায় যা কিছু তার মালিকানায় দিয়েছে সেই সম্পদের মালিক পালক সন্তান হবে।

وفی الدرالمختار : هذا عند عمرؓ وعلیؓ وعند عثمانؓ یرد علی الزوجین ایضا... قیل والفتوی فی زما ننا هذا علی هذا لفساد بیت المال۔ (کتاب الفرائض ٣٠٣/٢ زکریا)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৮০, তিরমিযী ১/১৮১, দুররে মুখতার ২/৩৫৩, আল বাহরুর রায়েক ৬/৪৬২,

শ্বশুরালয়ের জন্য করা অসিয়তে কারা অন্তর্ভুক্ত হবে

প্রশ্ন : (ক) যদি কোন ব্যক্তি নিজের শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করে তাহলে ঐ অসিয়তের মধ্যে কারা কারা শামিল হবে?

(খ) ওয়ারিসের জন্য কি অসিয়ত করা জায়েয?

উত্তর : (ক) উল্লেখিত অসিয়তের মধ্যে স্ত্রীর সমস্ত দায়ীমী মাহরাম আত্মীয় দাখেল হবে। (খ) ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত করা জায়েয নাই।

وفی القدوری : ومن اوصی لاصهاره فالوصیة لکل ذی رحم محرم من امرأته. (باب الوصایا صـ٢٨٥ رشیدیة)

(প্রমাণ : আবু দাউদ-২/৩৯৬, কুদরী-২৮৫, ফাতহুল কাদীর-২/৬৭৯, কাযীখান-৬/৪৪৩)

মৃত্যু শয্যায় কিছু দান করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি মরণাপন্ন অবস্থায় কোন কিছু হেবা করলে এর হুকুম কি হবে?

উত্তর : উল্লেখিত ব্যক্তির হেবা সহীহ হবে না বরং তা অসিয়ত হবে, এবং এক

তৃতীয়াংশ মালের মাঝে অসিয়ত পূর্ণ করতে হবে। তবে শর্ত হল অসিয়ত কোন ওয়ারিশদের জন্য হতে পারবে না।

كما فى الدر المختار مع الشامية : وهبته ووقفه وضمانه كل ذلك حكمه (ك) حكم وصية فيعتبر من الثلث (كتاب الوصايا جـ٦ صـ٦٧٩ ايج ايم سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৬/৬৭৯-৬৮০, আলমগীরী-৬/১০৯, হিদায়া-২/৬৫৪)

ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করার হুকুম

প্রশ্ন : ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : না ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা জায়েয নেই।

وفى العالمغيرية : ولا تجوز الوصية للوارث عندنا. (باب الوصايا جـ٦ صـ٩٠ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-২/৩২০, শামী ৬/৬৫৯, আলমগীরী ৬/৯০, আল বাহরুর রায়েক ৮/৪০৩, হিদায়া ২/৬৫৭)

যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে তার অসিয়তকারীর পূর্বে মারা যাওয়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি কাউকে কোন জিনিসের অসিয়ত করল ফলে যদি ঐ ব্যক্তি অসিয়তকারীর আগে মৃত্যুবরণ করে তাহলে এর বিধান কি?

উত্তর : যাকে অসিয়ত করেছে সে যদি অসিয়তকারীর আগে মৃত্যুবরণ করে তাহলে ঐ অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

وفى البحر الرائق : لو مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية ـ (باب الوصية جـ٨ صـ٤٥٣ مكتبة رشيديه)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/৩৩০, আল বাহরুর রায়েক ৮/৪৫৩, হিদায়া ২/৬৮৪ ফাতহুল কাদীর ৯/৪১১)

সালাম, মুসাফাহা ও মু'আনাকা ইত্যাদি

অমুসলিমের সালামের উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : কোন অমুসলিম যদি মুসলমানকে সালাম দেয় তাহলে তার উত্তর দেয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ তার উত্তর দেয়া জায়েয আছে। তবে উত্তরের ক্ষেত্রে শুধু ওয়া লাইকা বলবে।

وفى الدر المختار : ولو سلم يهودى او نصرانى او مجوسى على مسلم فلا بأس بالرد ولكن لا يزيد على قوله وعليك ـ (فصل فى البيع ج٢ صـ٢٥١ زكريا)

(প্রমাণ : বুখারী-২/৯২৫, ফাতহুল বারী-১২/৩০৯, দুররে মুখতার-২/২৫১ আলমগীরী-৫/৩২৫, আল বাহরুর রায়েক-৮/২০৪, শামী-৬/৬২৩)

মহিলাদেরকে সালাম বা জওয়াব দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : মহিলাদেরকে সালাম দেয়া এবং সালামের উত্তর দেয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মাহরাম পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পরস্পর সালাম বা সালামের উত্তর দেয়া এবং গায়রে মাহরাম মহিলাদের মধ্যে বৃদ্ধাদের সালামের উত্তর দেয়া জায়েয আছে। তবে যুবতী মেয়েদেরকে সালাম দিবে না এবং তাদের সালামের উত্তর দিলে দিলে দিবে।

وفى العالمغيرية : واذا سلمت المرأة الاجنبية على رجل ان كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع وان كانت شابة رد عليها فى نفسه والرجل اذا سلم على امرأة اجنبية فالجواب فيه على العكسى ـ (جـ٥ صـ٣٢٦ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-৬/৩৬৯, আলমগীরী-৫/৩২৬, খানিয়া-৩/৪২১)

চিঠিতে লেখা সালামের উত্তর দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : চিঠি পত্রের শুরুতে যে সালাম লেখা হয় উহার জওয়াব দেয়া ওয়াজিব কি না? ওয়াজিব হলে তৎক্ষণাৎ মুখে উত্তর দেয়া ওয়াজিব? না চিঠির উত্তর প্রেরণের সময়?

উত্তর : হ্যাঁ, পত্রের শুরুতে যে সালাম লেখা হয় তার জওয়াব দেয়া ওয়াজিব চাই তা পত্র পাওয়ার সাথে সাথে মুখে দেয়া হোক বা উত্তর প্রেরণের সময় পত্রের শুরুতে লিখে দেয়া হোক। তবে তৎক্ষণাৎ মুখে উত্তর দেয়া উত্তম কেননা এ সম্ভাবনা আছে যে পরে হয়তো চিঠির উত্তর দেওয়ার সুযোগই হবে না।

وفى التفسير الكبير : اذا ورد عليه سلام فى كتاب فجوابه ـ بالكتابة ايضًا واجب (جا صـ١٨٩ مكتبة توفيقية)

(প্রমাণ : তাফসীরে কাবীর-১/১৮৯, শরহে নববী-২/২১৩, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-২০/১৬০)

বিধর্মীদের সালাম দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : বিধর্মীদের সালাম দেওয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : বিধর্মীদের সালাম দেওয়া জায়েয নাই। তবে যদি বিধর্মীর কাছে কোন প্রয়োজন হয় তাহলে السلام على من اتبع الهدى শব্দ দ্বারা সালাম দিতে পারবে।

كما فى الشامية : ويحرم تعظيمه ويكره مصافحته ولا يبدأ بالسلام الا لحاجة ـ (كتاب الجهاد ۲/۲۸۳ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/২৮৩, আল বাহরুর রায়েক ৫/১১৩, খুলাসা ৪/৩৩৪, সিরাজিয়্যাহ ৩১৮

সালামের শেষ অংশের পরিমাণ

প্রশ্ন : আসসালামু আলাইকুম এর শেষে কি পরিমাণ বৃদ্ধি করার অবকাশ আছে?

উত্তর : আসসালামু আলাইকুম এর শেষে وبركاته পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবে এর পরে অন্য কোন কালিমা বৃদ্ধি করা যাবে না।

وفى الحديث الشريف : ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال النبى صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال النبى صلى الله عليه سلم عشرون ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبى صلى الله عليه وسلم ثلثون ـ (جامع الترمذى ـ ج۲ صـ۹۸)

(প্রমাণ : তিরমিযী ২/৯৮, দুররে মুখতার ২/২৫১)

হাতের ইশারায় সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : হাতের ইশারা করে সালাম দেয়া বা তার উত্তর দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : শুধু হাতের দ্বারা ইশারা করে সালাম দেয়া বা উত্তর দেয়া মাকরূহ। তবে যদি হাতের ইশারার সাথে মুখেও উচ্চারণ করে অথবা একজন আরেক জনের থেকে দূরে হয় যার ফলে আওয়াজ শোনা যায়.না এমতাবস্থায় ইশারা করে সালাম দেয়া বা তার উত্তর নেয়া জায়েয আছে।

وفى الموسوعة الفقهية: يكره السلام او رده بالاشارة بالرد باليد او بالرأس بغير نطق بالسلام مع القدرة وقرب المسلم عليه ـ (ج۲۵ صـ ۱۵۹)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ ২/৯৯, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২৫/১৫৯)

বাচ্চাদেরকে সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : বাচ্চাদের সালাম দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : বাচ্চাদেরকে সালাম দেয়া উত্তম।

وفى الموسوعة الفقهية: السلام على الصبى افضل من تركه عند الحنفية (جـ٢٥ صـ١٦٥ وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : ফাতহুল বারী ১২/২৯৮, আল মাউসুআতুল ফিক্বহিয়্যা ২৫/১৬৫, মিরক্বাত ৮/৪৬৯)

পানাহার অবস্থায় সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : খানা খাওয়া অবস্থায় সালাম দেওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : খানা খাওয়া অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরূহ।

وفى الشامية : يكره السلام على العاجز عن الجواب حقيقة كالمشغول بالاكل او الاستفراغ جا صـ٦١٧)

(প্রমাণ : মিশকাত-২/৩৯৯, শামী ১/৬১৭, আল মাউসুআতুল ফিক্বহিয়্যাহ ২৫/১৬৪, দুররে মুখতার ১/৮৯)

পুরুষের জন্য বেগানা মহিলাকে সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : পুরুষ বেগানা মহিলাকে সালাম দিতে পারবে কি না?

উত্তর : পুরুষের জন্য বেগানা মহিলাকে সালাম দেয়া জায়েয নাই মাকরূহে তাহরীমী। তবে মহিলা যদি বৃদ্ধা হয় অথবা ফেতনার আশংকা না থাকে তাহলে সালাম দিতে পারবে।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : ويكره ان يسلم على امرأة أجنبية (غير زوجة له ولا محرم) الا ان تكون عجوزا اى غير حسناء او ألا تشتهى لامن الفتنة. (جـ٣ صـ٥٨٢ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/৫৮২, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ৩৫/১৬৬, আলমগীরী ৫/৩২৬)

অমুসলিমকে সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : অমুসলিমকে সালাম দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : সম্মানার্থে অমুসলিমকে সালাম দেয়া যাবে না। কোন প্রয়োজনে অমুসলিমের নিকট যেতে হয় তাহলে প্রয়োজনের তাকিদে السلام على من اتبع الهدى শব্দ দ্বারা সালাম দিতে পারবে।

كما فى الموسوعة الفقهة: ذهب الحنفية الى ان السلام على اهل الذمة مكروه لما فيه من تعظيمهم ولا بأس ان يسلم على الذمى ان كانت له عنده حاجة لان السلام حينئذ لاجل الحاجة لا لتعظيمه (ج٢٥ صـ١٦٨ المكتبة وزاره الاوفاق)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২৫/১৬৮, আলমগীরী ৫/৩২৫, দুররে মুখতার ২/২৫১, শামী ৬/৪১২)

স্বামীর মাধ্যমে স্ত্রীকে সালাম পাঠানো

প্রশ্ন : স্বামীর মাধ্যমে তার স্ত্রীকে সালাম পাঠানো জায়েয কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ জায়েয আছে। তবে গাইরে মাহরাম হলে না পাঠানোই ভালো।

وفى الموسوعة الفقهية : وكذا لوبلغه سلام فى ورقة من غائب وجب عليه ان يرد السلام باللفظ على الفور إذا قرأه وقد وردفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جبريل يقرأ عليك السلام ، قالت : قلت وعليه السلام ورحمة الله ـ (ج٢٥ صـ١٦٠ سلام ، وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ ২/৯২৩, ফাতহুল বারী ৭/৩০০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২৫/১৬০)

কাহারো মাধ্যমে পাঠানো সালামের উত্তর

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি কাহার মাধ্যমে সালাম দিলে তার উত্তর কি?

উত্তর : কাহারো মাধ্যমে সালাম পাঠালে তার উত্তর وعليك وعليه السلام বলতে হয়।

وفى مرقاة المفاتيح : وفى الحصن اذا بلغ سلاما فليقل.... وعليك وعليه السلام (ج٨ صـ٤٧٤ باب السلام)

(প্রমাণ : ইবনে মাজাহ ২৬৩, মিশকাত ২/৩৯৯, মিরকাত ৮/৪৭৪)

এক হাত দ্বারা মুসাফাহা করা

প্রশ্ন : এক হাতে মুসাফাহা করা কেমন? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : দুই হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত। তবে একান্ত প্রয়োজনে এক হাতে করারও সুযোগ রয়েছে।

وفى الدر المختار : كالمصافحة اى كما تجوز المصافحة لا نها سنة قديمة متواترة ... وفى القنية السنة فى المصافحة بكلتا يديه وتمامه فيما علقته على الملتقى ـ (باب استبراء وغيره ٢/٢٤٤ زكريا)

প্রমাণ ঃ বুখারী ২/৯২৬, দুররে মুখতার ২/২৪৪

এক জামাতের একজন সালামের উত্তর দিলে আদায় হবে

প্রশ্ন : এক জামাতের পক্ষ থেকে একজনে সালামের উত্তর দিলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, একজনে উত্তর দিলেই সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

كمافى سنن ابى داود -عن على ابن ابى طالب قال يجزى عن الجما عة اذا مر و ان سلم احدهم و يجزى عن الجلوس ايراد أحد هم - (باب فى ردالواحد عن الجماعة ٢/٧٠٧ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ২/৭০৭, সিরাজিয়্যা ৩১৮, মাউসুআ ১১/২১৪, শামী ৬/৪১৩

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় সালাম মুসাফাহা করা

প্রশ্ন : নামায শেষে মুনাজাতের পর আমরা কেবলমাত্র ইমাম সাহেবকে সালাম করে মসজিদ হতে বিদায় গ্রহণ করি এবং পরস্পরে বিদায়ের সময় ও এরূপ করে থাকি। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কতটুকু বৈধ?

উত্তর : নামাজের পরে মসজিদ হতে বের হবার সময় জরুরী মনে করে সালাম ও মুসাফাহা করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এরূপ রীতিনীতি ইসলামে নেই। বরং রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন কোন মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন সালাম ও মুসাফাহা করা সুন্নাত। তেমনিভাবে বিদায়ের সময়ও সালাম ও মুসাফাহা সুন্নাত। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে নামায শেষে সালাম করার বিধান শরীয়তে নেই বিধায় এর থেকে বিরত থাকা উচিত।

وفى الشامية: تكره المصافحة بعد اداء الصلاة بكل حال ، لان الصحابة رضى الله تعالى عنهم ما صا فحوا بعد اداء الصلاة ولانها من سنن الرو افض (فصل فى النظر والمس ٣٨١/٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২/৩৯৯, শামী ৬/৩৮১-৪১৩

সালামের জওয়াব শুনিয়ে দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : সালামের জবাব শুনিয়ে দেওয়া জরুরী কিনা?

উত্তর : সালামের জবাব শুনিয়ে দেয়া ওয়াজিব, তবে যদি সালামদাতা এত দূরে থাকে যে তাকে শুনিয়ে দেয়া কষ্টকর হয় তাহলে শুনিয়ে দেয়া জরুরী না। বরং তাহ দ্বারা ইশারা করেদিবে।

وفى خلاصة الفتاوى: وجواب السلام اذا لم يكن مسموعا لايسقط عنه الفرض لا ن الجواب لا يجيب عليه الا بالسماع (باب السلام ٣٣٣/٤)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/১৪৩, খানিয়া হিন্দিয়া সূত্রে৬/৩৫৫, সিরাজিয়্যা ৩১৮, খুলাসা ৪/২৩৩

প্রকাশ্য ফাসেককে সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : প্রকাশ্য ফাসেককে সালাম দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : ফাসেককে সালাম দেওয়া অনুত্তম। তবে প্রয়োজনের কারণে দেওয়া যেতে পারে।

كمافى الدر المختار: ويكره السلام على الفاسق لو معلنا والا لا ـ (كتاب الحظر والاباحة ٢/٢٥١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৫১, শামী ৬/৪১৫, মউসুয়া ২৫/১২৭

ভিক্ষুকের সালামের উত্তর দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : ভিক্ষুকের সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব কিনা?

উত্তর : না, ভিক্ষুকের সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব না। কেননা ভিক্ষুকের সালাম দ্বারা ভিক্ষা চাওয়াই উদ্দেশ্য, সালাম দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

وفى الخانية فى هامش الهندية: السائل اذا أتى باب دار انسان فقال السلام عليكم لا يجب رد السلام عليه ـ (فصل فى التسبيح والتسليم ٣/٤٢٣ حقانية)

প্রমাণ ঃ খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৩২, খানিয়া ৩/৪২৩

মু'আনাকা করার বিধান ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : মু'আনাকা করার বিধান কি? ও তার পদ্ধতি কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : মু'আনাকা করা সুন্নাত। তার পদ্ধতি হচ্ছে একে অপরের গর্দানের ডান পাশ একবার মিলাবে। বুকের সাথে বুক মিলাবে না।

كمافى الترمذى : وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى فاتاه فقرع الباب فقام اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رايته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله ـ (باب المصافحة والمعانقة ٢/١٠٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/১০২, দুররে মুখতার ২/২৪৪, শামী ৬/৩৮১

মহিলাদের পরস্পরে সালাম মুসাফাহা করা

প্রশ্ন : পুরুষদের মত মহিলারাও কি পরস্পরে সালামের পরে মুসাফাহা করতে পারবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, মহিলাদের জন্যও পরস্পরে মুসাফাহার বিধান রয়েছে। তাই পুরুষদের মতো তাদের জন্য পরস্পরে সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা সুন্নাত।

وفى سنن الترمذى : عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيصا فحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا ـ (باب المصافحة ۲/۱۰۲)

প্রমাণ ঃ বুখারী ২/৯২৬, তিরমিযী ২/১০২, মিশকাত ৪০১

কাউকে সালাম পৌঁছানোর কথা বললে পৌঁছানোর হুকুম

প্রশ্ন : অনেক সময় কোন ব্যক্তির মাধ্যমে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে সালাম পৌঁছানো হয়, তখন উক্ত ব্যক্তির উপর সালাম পৌঁছানো জরুরী কিনা?

উত্তর : ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, সালাম বলা সুন্নাত আমল। কিন্তু তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। এবং কাউকে যদি অন্যকে সালাম পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে তার উপরে সালাম পৌঁছানো ওয়াজিব। আর যার নিকট বলবে তার জন্য উচিত হলো প্রথম পৌঁছানেওয়ালার উত্তর দিবে অতঃপর পাঠানেওয়ালার উত্তর দিবে যা একত্রে এভাবে বলবে–وعليك وعليه السلام

وفى الشامية: قوله يجب عليه ذلك لانه من ايصال الامانة لمستحقها ـ (٤١٥/٦)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ৫/৩২৬, শামী ৬/৪১৫, দুররে মুখতার ৬/৪১৫

মুসাফার পর নিজ হাতে চুমা খাওয়া মাকরূহ

প্রশ্ন : মুসাফার পর নিজের হাতে চুমু খাওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : মুসাফার পর নিজের হাতে চুমু খাওয়া মাকরূহ এবং মূর্খতা।

وفى الهداية: ويكره ان يقبل الرجل فم الرجل اويده او شيئا منه (باب الكراهية ٤٦٧/٤)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৪৫, শামী ৬/৩৮৩, সিরাজিয়্যাহ ৩২৫, হিদায়া- ৪/৪৬৭

অযু করা অবস্থায় সালামের উত্তর দেয়া

প্রশ্ন : অযু করা অবস্থায় সালামের উত্তর দেয়া যায় কি না?

উত্তর : হ্যাঁ অযু করা অবস্থায় সালামের উত্তর দেয়া জায়েয আছে, তবে অযুকারী ব্যক্তিকে বা অযুকারী অন্য কাউকে সালাম না দেয়া উত্তম।

وفى العالمغيرية : فان دعت الى الكلام حاجة يخاف فوتها بتركه لم يكن فيه ترك الادب كذا فى البحر الرائق (جا صـ۸ حقانية)

(প্রমাণ : ফাতহুল বারী ১২/২৮২, আলমগীরী ১/৮, শামী ১/১২৩, আল বাহরুর রায়েক ১/২৯)

ফাসেক ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : ফাসেক ব্যক্তিকে সালাম দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : ফাসেক ব্যক্তিকে সালাম দেয়া জায়েয আছে। তবে ফাসেক ব্যক্তি যদি তার ফাসেকি কর্ম-কাণ্ডে প্রসিদ্ধ থাকে এমতাবস্থায় তিরস্কার করার জন্য সালাম দেয়া যাবে না।

وفى الدر المختار: ويكره السلام على الفاسق لومعلنا والا لا (ج٦ ص-٤١٥ سعيد)

(প্রমাণ : সূরা ত্বহা-৪৭, দুররে মুখতার ২/২৫১, শামী ১/৬১৮)

অমুসলিমকে আদাব বা নমস্কার বলা

প্রশ্ন : অমুসলিম আদাব বা নমস্কার বললে তার উত্তর কিভাবে দিবে?

উত্তর : অমুসলিম যদি আদাব বা নমস্কার বলে তাহলে তার উত্তরে আদাব বলার অবকাশ আছে। কিন্তু নমস্কার বলার জায়েয নাই। কারণ এটা হিন্দুদের ধর্মীয় পরিচয়ের সাথে সংযুক্ত বাক্য।

وفى فتاوى رحيمية : ہندوں کو نمشکار یا نمستے کہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ مخصوص مذھبی الفاظ ہیں۔ ومن تشبہ بقوم فھو منھم البتہ جو الفاظ مذھبی نہیں ہیں بلکہ معاشرتی ہیں جیسے آداب یا اداب عرض ہے ان کی گنجائش ہے (ج٦ ص٢٥٦)

(প্রমাণ : মিশকাত ৩৯৮, শামী ৬/৪১২-১৩, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৬/২৫৬)

পরস্পরে সালাম দিলে উভয়ই উত্তর দিবে

প্রশ্ন : দুই ব্যক্তি এক সাথে সালাম করে তাহলে কে উত্তর দিবে?

উত্তর : প্রত্যেকের উপর সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব।

وفى العالمغيرية: اذا التقيا فافضلهما اسبقهما فان سلما معايرد كل واحد (ج٥ ص- ٣٢٥ حقانية)

(প্রমাণ : সূরা নিসা ৮৬, আলমগীরী ৫/৩২৫, শামী ৬/৪১২)

রেডিও বা টিভির প্রদত্ত সালামের জবাব

প্রশ্ন : রেডিও বা টিভিতে সালাম দিতে শুনলে তার উত্তর দিতে হবে কি না?

উত্তর : সালামের জবাব প্রদানের ক্ষেত্রে শরীআতের বিধান হল, যাকে সালাম দেয়া হয় তার উপর সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে এই ওয়াজিবটি আদায় করার কোন সুযোগ নেই। কারণ নিয়ম হলো সালাম দাতাকে শুনিয়ে সালামের জবাব দিতে হবে। কিন্তু রেডিও ও টিভির সালাম প্রদানকারীকে শুনিয়ে সালামের জবাব দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং রেডিও বা

টিভির ভাষ্যকারের প্রদত্ত সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব না হওয়ারই কথা। কিন্তু সালামের জবাব দিয়ে দেওয়াই উত্তম। কারণ সালামও এক প্রকারের দোআ। আর দু'আ অনুপস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেও করা যেতে পারে।

وفى الشامية: قوله لا تجيب بسماعه من الصدى : هو ما يجيبك مثل صوتك فى الجبال والصحارى ونحوهما كما فى الصحاح. (ج۲ صـ ۱۰۸ باب سجود التلاوة سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/১০৮, ৬/৪১৩, আলমগীরী ১/১৩২, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/১৮৩, দুররে মুখতার-১/১০৫)

বিদায় দেওয়ার সময় টাটা বলা

প্রশ্ন : বর্তমানে প্রচলিত আছে কোন ব্যক্তিকে বিদায় দেওয়ার সময় টা টা বা বাই বাই দেয়া হয়, এবং অনেকে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে টা টা বা বাই বাই শিখিয়ে থাকেন শরীআতের দৃষ্টিতে এর বিধান কি?

উত্তর : ইসলামী আদর্শ হলো সালামের মধ্যেমে একে অপরকে বিদায় দেওয়া। কোন ব্যক্তিকে বিদায় দেওয়ার সময় টা টা বা বাই বাই বলা ইসলামী কোন আদর্শ নয়। তাছাড়া টা টা/বাই বাই কোন ভাল অর্থবোধক শব্দ.নয় এবং ইহুদী নাসারাদের কালচার অথচ তাদের কালচার পরিহার করতে বলা হয়েছে। সতুরাং এ ধরনের প্রচলিত প্রথা থেকে বিরত থেকে ছেলে সন্তানদেরকে ইসলামী আদর্শ শিক্ষা দেয়া পিতা মাতার কর্তব্য।

كما فى الحديث الشريف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخرة.

(رواه ابوداود باب فى السلام اذا قام من المجلس ج۲ صـ ۷۰۷ المكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : আবু দাউদ ২/৭০৭, তিরমিযী-২/১০০, হাশিয়ায়ে তিরমিযী ২/১০০)

মোবাইল ফোনে কথা বলার আদবসমূহ

প্রশ্ন : মোবাইলে কথা বলার আদব ও তরীকা কি বিস্তারিতভাবে জানতে ইচ্ছুক?

উত্তর : এমন সময় মোবাইলে ফোন না দেয়া যে সময় লোকেরা সাধারনত ঘুম বা নামাযে অথবা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গদেরকে ফোন দিলে সময় নিয়ে ফোন করা।

মোবাইলে কল আসার পর প্রয়োজন ছাড়া তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা ইসলামী শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

মোবাইলে যদি দীর্ঘ কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহলে যাকে ফোন করবে তার কাছ থেকে সময় চেয়ে নেয়া উচিত। কারণ হতে পারে জরুরী কোন কাজ ছেড়ে সে ফোন ধরেছে। এমতাবস্থায় দীর্ঘ সময় কথা বলা তার কষ্টের কারণ হতে পারে।

মোবাইলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা উচিত নয়। মিসকলের ব্যাপারে কথা হলো- যদি ঐ ব্যক্তি যাকে মিসকল দেয়া হয়েছে তার সাথে সম্পর্ক থাকে এবং একথা জানা থাকে যে তাকে মিসকল দিলে সে কিছু মনে করবে না এমন ব্যক্তিকে মিসকল দেয়াতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অপরিচিত লোককে অথবা যে মিসকল দেয়াকে অপছন্দ করবে তাকে মিসকল দেয়া শিষ্টাচারের বহির্ভূত কাজ।

মোবাইলে কারো কথা তার অমুমতি ছাড়া রেকর্ড করা জায়েয নেই।

এক বার ফোন করার পরে যদি রিসিভ না করে তাহলে ঐ মুহূর্তে দ্বিতীয় বার ফোন দিবে না।

মোবাইলের স্কীনে কোন প্রাণীর ছবি সেভ করে রাখবে না। যার কারণে রহমতের ফেরেশতা আসতে পারে না।

মোবাইল অথবা টেলিফোনে সালাম দ্বারা কথা শুরু করা সুন্নাত। হ্যাঁলো দ্বারা কথা বলা সুন্নাত পরিপন্থী। কুরআন হাদীস অথবা মাসনুন দোয়া মোবাইলে দৃশ্যমান থাকা অবস্থায় এবং চালু রাখা অবস্থায় পেশাব, পায়খানা ইত্যাদিতে যাওয়া চরম বেয়াদবী।

মোবাইলে যে কোন প্রকারের গেইম খেলা সময়ের অপচয়।

মোবাইলে এমন রিংটোন থাকা যা গানের অথবা মিউজিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়।

অপরিচিত পুরুষ অপর এক মহিলার সাথে সামনা সামনি বলা যেমনিভাবে নিষিদ্ধ তেমনিভাবে ম্যাসেস, ইন্টারনেট ও ফেইসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ।

কথা বলার শুরুতে পরিচয় প্রদান করা। যদি অপরিচিত বা তার নম্বার সেইভ করা না থাকে। অপরের কথা লাউড স্পীকার দিয়ে শুনলে অনুমতি নেয়া।

নামাযের পুর্বে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা।

মোবাইলের রিংটোনে আযান, কুরআন তিলাওয়াত অথবা আল্লাহ ও রাসূলের নাম সম্বলিত হামদ নাত ইত্যাদি সেট না করা।

كما فى الحديث : السلام قبل الكلام رواه ترمذى (ج٢ صـ٩٩)

(প্রমাণ : মাআরিফুল কুরআন ২/৩৯৪, তিরমিযী ২/৯৯, শামী ৬/৪১১-৪১৭)

পুরুষ পুরুষকে এবং মহিলা মহিলাকে চুমু দেওয়া

প্রশ্ন : পুরুষ পুরুষকে এবং মহিলা মহিলাকে হাতে বা মুখে চুমু দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : যদি নেক নিয়তে হয় তাহলে পুরুষ পুরুষকে এবং মহিলা মহিলাকে চুমু দেয়া জায়েয আছে। তবে বর্তমান যমানায় এর থেকে বেঁচে থাকা উত্তম।

كما فى الدر المختار مع الشامى : وكره ـ تقبيل الرجل فم الرجل او يده او شيئا

منه، وكذا تقبيل المرأة المرأة.... وهذا لو عن شهوة واما على وجه البر فجائز عند الكل خانيه ۔ وفي الاختيار عن بعضهم لا باس به اذا قصد البر وامن الشهوة كتقبيل وجه فقيه ونحوه (ج٦ صـ٣٨٠)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩৮০, আলমগীরী ৫/৩৬৯, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ১২-১৩/১৩০)

পিতা-মাতা, উস্তাদ ও বাদশাগণের হাতে চুমু দেওয়া

প্রশ্ন : পিতা-মাতা, উস্তাদ মহোদয় এবং রাজা বাদশাদের হাতে চুমু দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : হ্যাঁ আল্লাহওয়ালা, উলামায়ে কেরাম, পিতা-মাতা উস্তাদগণ এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাগণের হাতে চুমু দেয়া জায়েয।

كما في الموسوعة الفقهية: يجوز تقبيل يد العالم والسلطان العادل وتقبيل يد الوالدين والاستاذ وكل من يستحق التعظيم والاكرام.... ولكن كل ذلك اذا كان على وجه المبرة والاكرام. (ج١٣ صـ١٣١)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ১৩/১৩১, শামী ৬/৩৮৩, আলমগীরী ৫/৩৬৯)

বুযুর্গদের সম্মানে দাঁড়ানোর হুকুম

প্রশ্ন : বুযুর্গদের সম্মানে দাঁড়ানোর হুকুম কি?

উত্তর : আছাতিযায়ে কেরাম, পিতা-মাতা, উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের সম্মানে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। যদি কোন আকীদাগত ত্রুটি না থাকে।

كما في الدر المختار: يجوز بل يندب القيام تعظيما للقادم. (ج٢ صـ ٢٤٥ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৪৫, শামী ৬/৩৮৪, হাশিয়ায়ে দুররে মুখতার ২/২৪৫)

বড়দের পা ছুয়ে দুআ নেয়া

প্রশ্ন : বড়দের পা ছুয়ে দোয়া নেয়ার বিধান কি?

উত্তর : কারও পা ছুয়ে সেই হাতে চুমু দেয়া মাকরূহ। আর যদি পা ছুয়ে সেই হাতে চুমু দেয়া না হয় বরং শুধু চেহারার উপর মর্দন করা হয় তাহলে কোন মুত্তাকী পরহেযগার ও বরকতময় ব্যক্তির পা ছুঁয়ে এরূপ করার অনুমতি রয়েছে, যদি এরূপ করনেওয়ালা ব্যক্তি সুন্নাতের পাবন্দ এবং সহীহ আকীদা সম্পন্ন হয়ে থাকে, অন্যথায় এরূপ করা ঠিক হবে না।

وفي العالمغيرية: طلب من عالم اوزاهد ان يدفع اليه قدمه ليقبله لا يرخص فيه ولا يجيبه الى ذلك عند البعض وذكر بعضهم يجيبه الى ذلك (ج٥ صـ٣٦٩)

(প্রমাণ : তিরমিযী ২/৯৮, আলমগীরী ৫/৩৬৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৫/৩৪৫, ৩৪৬)

মহিলাদের পর্দা, শিক্ষকতা ও মার্কেটিং

ছেলে মেয়ের পর্দার বয়স

প্রশ্ন : কত বছর বয়স থেকে পর্দা করতে হবে?

উত্তর : পুরুষের জন্য পনের বছর বয়স থেকে পর্দা করা ফরয। আর মেয়েদের জন্য নয় বছর বয়স থেকে পর্দা করা ফরয, যদি এর পূর্বে বালেগ হওয়ার আলামত না পাওয়া যায়। আর যদি পাওয়া যায় তাহলে তখন থেকেই ফরয।

وفى الدر المختار: والاشباه يدخل على النساء الى خمسة عشر سنة. (ج١ صـ٦٦)

وفى الشامية: ان الامة اذا بلغت حدا لشهوة لا تعرض على البيع فى ازار واحد يستر مابين السرة والركبة لان ظهر ها وبطنها عورة ـ فقد اعطوها حكم البالغة من حين بلوغ حد الشهوة واختلفوا فى تقدير حد الشهوة فقيل سبع وقيل تسع. (جا صـ ٤٠٨)

(প্রমাণ : সূরা নিসা ৩১, শামী ১/৪০৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ১৭/৭, দুররে মুখতার ১/৬৬)

জিনে ধরা মেয়েকে দেখা

প্রশ্ন : জিনে ধরা মেয়েলোককে পরপুরুষ দেখতে পারবে কি না?

উত্তর : না, জিনে ধরা মহিলাকে পরপুরুষে দেখতে পারবে না। কেননা জিনে ধরার পরও গাইরে মাহরামের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম। তবে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে চিকিৎসকের জন্য প্রয়োজন মাফিক দৃষ্টিপাত করা জায়েয আছে।

وفى الهداية: ولا يجوزان ينظر الرجل الى الاجنبية الا الى وجهها وكفيها (فصل فى الوطى والنظر ٤٥٨/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা নূর ৩০, তাফসীরে মাযহারী ৬/৪৯৪, হিদায়া ২/৪৫৮, মাউসুয়া ৪০/৩৬৬

হিন্দুদের সাথেও পর্দা করতে হবে

প্রশ্ন : হিন্দু মহিলাদের সাথেও কি পর্দা করা জরুরী?

উত্তর : হ্যাঁ, হিন্দু মহিলাদের সাথেও পর্দা করা মুসলমান পুরুষের জন্য জরুরী।

وفى القدورى : ولا يجوز ان ينظر الرجل من الاجنبية الا الى وجهها وكفيها ركتاب الحظر والاباحة - ٢٧٩ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা নূর ২৯, তাফসীরে কাবীর ২৩/১৯৫, কুদুরী ২৭৯, হিদায়া ২/৪৫৮

আপন নানী শাশুরীর ক্ষেত্রে পর্দার বিধান

প্রশ্ন : আপন নাতনী জামাইয়ের সাথে নানী শাশুড়ির পর্দার বিধান কি?

উত্তর : পর্দা করতে হবে না। কেননা, নাতনী জামাইয়ের জন্য নানী শাশুড়ি মাহরাম। তবে ফেতনার আশংকা থাকলে দূরে থকাবে।

وفی الموسوعة الفقهية : اتفق الفقهاء علی انه یحرم بالمصاهرة علی التابید ار بعة انواع اصل الزوجة وھی امھاوام امھا ـ (۳٦۸/۳۷)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ২৩, মাউসুআ ৩৭/৩৬৮, দুররে মুখতার ১/৪৮৭,

পুরুষ শিক্ষক প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদেরকে পড়ানো

প্রশ্ন : পুরুষ শিক্ষক প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদেরকে পড়ানোর বিধান কি?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে পর্দা করা ফরজ। সুতরাং পুরুষদের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদেরকে খোলামেলাভাবে পর্দা তরক করে শিক্ষা দেওয়া মুয়াল্লিমের জন্য মোটেও জায়েয হবে না।

وفی مشکاة المصابیح : عن عمر عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثھما الشیطان ـ (۲٦۹/۲)

প্রমাণ ঃ সূরা নূর ৩০, তাফসীরে মাযহারী ৬/৪৯১, মিশকাত ২/২৬৯

মহিলাদের স্কুলে চাকুরী করা

প্রশ্ন : কোন মহিলা স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারবে কিনা?

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআনে মহিলাদেরকে কোন শরয়ী প্রয়োজন ব্যতিত ঘর থেকে বের না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব কোন মহিলার প্রয়োজনীয় ভরণ পোষণের ব্যবস্থা না থাকলে কেবলমাত্র বালিকা স্কুলেই শরয়ী পর্দা রক্ষা করে শিক্ষকতা করতে পারবে, অন্যথায় নয়।

وفی احکام القران: وفیه الدلالة علی ان النساء مأمورات بلزوم البیوت منھیا ت عن الخروج ـ ۵۲۹/۳ قدمی)

প্রমাণ ঃ সূরা আহযাব ৩৩, আহকামুল কুরআন ৩/৫২৯, তাফসীরে মাযহারী ৭/৩৩৮, তাফসীরে আহমাদিয়া ৪১২

মহিলা ভিক্ষুকের চেহারা দেখা

প্রশ্ন : মহিলা ভিক্ষুকের চেহারা ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা জায়েয হবে কি?

উত্তর : একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বেগানা মহিলার চেহারা দেখা নাজায়েয। আর দান করার জন্য ভিক্ষুকের চেহারা দেখার প্রয়োজন হয় না বিধায়, ইচ্ছাকৃতভাবে ভিক্ষুক মহিলার চেহারা দেখা জায়েয হবে না।

وفى البحر الرائق: ولا يجوز له ان يمس وجهها ولا كفها وان امن الشهوة لو جود المحرم ولا نعدام الضرورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس كف امرأة ليس له فيها سبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة ـ (فصل فى النظر والمس ٨/١٩٢ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা নূর ৩০, তাফসীরে কাবীর ২৩/১৯৫, তাফসীরে মাযহারী ৬/৪৯৪ আল-আল বাহরুর রায়েক ৮/১৯২,

মেয়েদেরকে হাতের লেখা শিখানো

প্রশ্ন : মেয়েদেরকে হাতের লেখা শিখানো জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, মেয়েদেরকে পর্দার ভিতরে রেখে ও ছোট মেয়েদেরকে প্রয়োজনীয় হাতের লেখা শিক্ষা দেওয়া জায়েয আছে। তবে যদি লেখা শিক্ষাদানে কোন প্রকার ফেতনার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

وفى مرقاة المفايتح : قال الخطابى فيه دليل على ان تعلم النساء الكتابة غير مكروه قلت يحتمل ان يكون جائزاللسلف دون الخلف لفساد النسوان فى هذا الزمان (٣٢٦/٨)

প্রমাণ ঃ সূরা আহযাব ৩৩, আবু দাউদ ২/১৬৭, মিরকাত ৮/৩২৬

নাভীর নিচের শুরু অংশ থেকেই সতর

প্রশ্ন : ক. পুরুষ ও মহিলার সতর কতটুকু?

খ. পুরুষ নাভীর নিচে কি পরিমাণ খোলা রাখতে পারবে।

উত্তর : ক. পুরুষের সতর নাভীর নিচের শুরু অংশ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। নাভী সতরের অন্তর্ভুক্ত না, হাটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। মহিলাদের সতর সমস্ত অঙ্গপ্রতঙ্গ, শুধুমাত্র চেহারা দু হাতের কব্জি, দুপায়ের টাখনো ব্যতিত। উল্লেখ থাকে যে, ইহা নামাযের ক্ষেত্রে।

খ. নাভীর নিচের শুরু থেকেই ঢেকে রাখতে হবে।

فى الهداية : وما دون السرة الى منبت الشعر عورة. (جـ٤ صـ٤٦٠ مكتبة امدادية/سلام)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৬৫, হিদায়া-8/8৬০, আল বাহরুর রায়েক-১/২৭৯ আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-৩১/৫০)

মাহরামের পর্দার সীমা

প্রশ্ন : মাহরামের সাথে পর্দা করার সীমা কতটুকু?

উত্তর : চেহারা, মাথা, গলা, সিনা, দুই হাত, দুই পা পায়ের দুই নলা ছাড়া অন্য সকল অঙ্গ প্রতঙ্গের ক্ষেত্রে মাহরামের সাথে পর্দা করতে হবে। তবে উল্লেখিত

অঙ্গ সমূহ দেখা মাহরাম পুরুষের জন্য প্রয়োজনের খাতিরে জায়েয আছে। মহিলাগণ তাদের মাহরাম পুরুষের সামনে এ অঙ্গ গুলোও ঢেকে রাখবে।

فى الهداية: وينظر الرجل من ذوات محارمه الى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر الى ظهرها وبطنها وفخذها. (باب الكراهة جـ٤ صـ٤٦١ مكتبة قاسمية)

(প্রমাণ : হিদায়া ৪/৪৬১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২৪/১৭৪, দুররে মুখতার ২/২৪১)

মহিলাদের আওয়াজ পর্দার অন্তর্ভুক্ত

প্রশ্ন : মহিলাদের উচ্চ আওয়াজের সহিত কোন কিছু পাঠ করা কথা বলা তাদের পর্দা লংঘনের হুকুমের আওতাভূক্ত হবে কি না?

উত্তর : মহিলাদের প্রয়োজনীয় আওয়াজের সহিত কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত ও হাদীসে পাকের আলোচনা অথবা কোন দ্বীনি মাসআলাহ্ মাসায়েলের আলোচনা করা ও কথা বার্তা বলা পর্দা লংঘনের হুকুমে না। কিন্তু যদি তার আওয়াজ এত উচ্চ প্রলম্বিত, নরম ও কোমলতার সহিত হয় যা ভিন পুরুষে শুনতে পায় ও তাদের অন্তর মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহলে তা পর্দা লংঘনের হুকুমে হবে। এবং গুনাহগার হবে।

وفى الشامية: ذكر الامام ابو العباس القرطبى فى كتابه فى السماع : ولا يظن من لا فطنة عنده انا اذا قلنا صوت المرأة عورة انا نريد بذلك كلامها لان ذلك ليس بصحيح فانا نجيز الكلام مع النساء للاجانب ومحاورتهن عند الحاجة الى ذلك ولا نجيز لهن رفع اصواتهن. ولا تمطيطها ولا تليـــينها وتقطيعها لما فى ذلك استمالة الرجال اليهن وتحريك الشهوة منهم ـ (جا صـ٤٠٦ سعيد)

(প্রমাণ : সূরা আহযাব-৩২, আহকামূল কুরআন ৩/৫২৮, দুররে মুখতার ১/৬৬, শামী-১/৪০৬)

বৃদ্ধা মহিলার পর্দার হুকুম

প্রশ্ন : বৃদ্ধা মহিলাদের উপর পর্দা ফরয কিনা?

উত্তর : পর্দা সকল মহিলাদের উপর ফরয। তবে, বৃদ্ধা মহিলা যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, মুখমন্ডল, দুই হাত দুই পা খুলে রাখে, তাদের জন্য দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।

كما فى القرآن الكريم : والقواعد من النساء التى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيا بهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم ـ (سورة النور الا ية ٦٠)

প্রমাণ ঃ সূরা নূর ৬০, জালালাইন ৩০১, দুররে মুখতার ১/৬৬

যাদের থেকে মহিলাদের পর্দা করা ফরজ

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য কার কার থেকে পর্দা করা ফরজ?

উত্তর : মহিলাদের জন্য ঐ সমস্ত পুরুষদের সাথে সাক্ষাৎ করা বৈধ নয়, যে সমস্ত পুরুষ তার মাহরাম না। যেমন ঃ চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, খালু, ফুফা, চাচাতো মামা, দেবর, ভাশুর, ননদের শ্বশুর, ভগ্নিপতি, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, খালু শ্বশুর, ফুফা শ্বশুর, দেবরের ছেলে, ভাশুরের ছেলে, ননদের ছেলে, ধর্ম বাপ, ধর্ম ভাই, অন্য সকল পুরুষ। সুতরাং এই সমস্ত পুরুষ থেকে পর্দা করা ফরজ।

وفى التفسير الكبير : أعلم أنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفا من النسوان سبعة من جهة النسب ، وهن الأمهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وسبعة اخرى لا من جهة النسب الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة ـ الخ (١٠/٢٣ توفيقية)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ২৩, সূরা নূর ৩১, তাফসীরে কাবীর ১০/২৩, শামী ৩/২৮

বিন পুরুষের সাথে মহিলাদের কথা বলা

প্রশ্ন: মহিলাদের পর পুরুষদের সাথে মোবাইলে কথা বলা জায়েয আছে কিনা? এবং একান্ত প্রয়োজনে কোন আলেমের নিকট দ্বীনী মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতে পারবে কিনা?

উত্তর: মহিলাদের সমস্ত শরীর যেমন পর্দার অন্তর্ভুক্ত, তেমনি তার আওয়াজও পর্দার অর্ন্তভুক্ত। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে পর পুরুষের সাথে কথা বলা জায়েয নাই। আর দ্বীনী মাসায়েল জিজ্ঞাসা করার মত কোন মাহরাম পুরুষ না থাকলে বিশেষ প্রয়োজনে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা জায়েয আছে। অনুরুপভাবে যদি মোবাইলে পর পুরুষের সাথে কথা বলা একান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে জায়েয আছে। তবে যতটুকু প্রয়োজন সতর্কতার সাথে ততটুকু কথাই বলবে।

كما فى القران الكريم: واذا سئلتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلو بكم وقلوبهن ـ (احزاب ٥٣)

প্রমাণ: সূরা আহযাব ৫৩, তিরমিযী ১/৩২, শামী ১/৪০৬ , হাশিয়ায়ে হিদায়া ১/২৫৫,

মহিলাদের জন্য মাইকে ওয়াজ করা

প্রশ্ন: মহিলা বক্তা মাইকে ওয়াজ করার বিধান কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: মহিলার আওয়াজ যদি শুধু মাত্র মহিলাদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে বাহিরে পুরুষদের পর্যন্ত না পৌঁছে তাহলে মাইকে বয়ান করা জায়েয, অন্যথায় জায়েয হবে না। কেননা মহিলাদের আওয়াজও সতরের অন্তর্ভূক্ত

وفى البناية: وقال ابو عمر بن عبد البر: اجمع العلماء على ان السنة فى المراة ان لا ترفع صوتها با لتلبية لان صوتها عورة (فصل فى بيان مسائل شى ٤/ ٢٧٣ اشرفية)

প্রমাণ: সূরা আহযাব ৩২, হিদায়া ১/২৫৫, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৫৫, বিনায়া ৪/২৭৩

মহিলাদের জন্য ভোট দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন: মহিলাদের জন্য ভোটার হওয়া বা ভোট দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর: হ্যাঁ মহিলাদের জন্য ভোটার হওয়া বা ভোট দেওয়া শরয়ী পর্দার সাথে হলে জায়েয আছে, অন্যথায় জায়েয নাই।

وفى بدائع الصنائع: وكذا المرأة اذا احملت الشهادة لزوجها ثم بانت منه فشهدت له تقبل شهادتها لان تحملها الشهادة للمولى والزوج صحيح- (٥/ ٣٩٩

প্রমাণ: সূরা বাকারা ২৮২, হিদায়া ২/১৫৪, বাদায়ে ৫/ ৩৯৯, ফাতহুল কাদীর ৬/৪৫০, আল ফিকহুল ইসলামী ৬/ ৪৮৮

গাইরে মাহরাম পুরুষ মহিলার হাতে চুড়ি পড়ানো

প্রশ্ন: যদি কোনো মহিলা নিজে চুড়ি পরিধান করতে না পারে এবং অন্য কোনো অভিজ্ঞ মহিলাও না থাকে তাহলে চুড়ি বিক্রেতা পুরুষ উক্ত মহিলার হাতে চুড়ি পরিয়ে দিতে পারবে কি?

উত্তর: না, প্রশ্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে উক্ত মহিলার হাতে পুরুষ চুড়ি বিক্রেতা চুড়ি পরিধান করিয়ে দিতে পারবে না।

كما فى القران المجيد: وقل للمؤمنت يغضضن من ابصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهن الّا ما ظهر منهاـ (سورة النور ٣١)

প্রমাণ: সূরা নূর- ৩১, মাযহারী ৩০,কাবীরী ১৯৫, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৯২

ইমাম সাহেব হোমিও ডাক্তার হলে তার জন্য মহিলা রোগীর সাথে পর্দা

প্রশ্ন: (ক) আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব হোমিও ডাক্তার সে যখন রোগী দেখে তখন ঐ মহিলার গায়ে হাত লাগাইয়া মহিলার পেসার মাপে। এবং হাতের আঙ্গুল টিপে রক্ত বের করে সে ডায়েবেডিস মাপে এমতাবস্থায় ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়তে কোন অসুবিধা হবে কি না। (খ) পর্দার ব্যাপারে সে উদাসিন বেগানা মহিলাদের সাথে কথা বলতে ইমাম সাহেব ভাল মনে করেন।

উত্তর: (ক-খ) ইমামতি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজের দায়িত্ব কোন দ্বীনদার মুত্তাকীকে দেওয়া উচিত, ফাসেক বা কবীরা গুনায় লিপ্ত ব্যক্তিকে এ

পদমর্যাদা দেওয়া ঠিক নয়। অতএব যে ব্যক্তি গায়রে মাহরামের সঙ্গে দেখা দেয় শরীয়তের দৃষ্টিতে সে ফাসেক, আর ফাসেক ব্যক্তির ইমামতি মাকরূহে তাহরীমী।

وفى البناية : ويكره تقديم العبد لانه لا يتفرغ للتعلم والاعرابى لا ن الغالب فيهم الجهل والفاسق لانه لا يهتم لا مر دينه ـ (٢/ ٣٣٢-٣٣٣ الاشرفية)

প্রমাণ: দুররে মুখতার ১/৫৬৫, বিনায়া ২/৩৩২-৩৩৩, শামী ২/৭৩, উসমানী ১/৪৩৬, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৭৫

বেপর্দায় চলা-ফেরা করা

প্রশ্ন : বেপর্দায় চলা মহিলার দিকে পুরুষে তাকালে ঐ মহিলা গুনাহগার হবে কি না?

উত্তর : মহিলা ও পুরুষ উভয় গুনাহগার হবে।

كما فى القران الكريم: قل للمومنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم (الخ سورة النور آيت ٣٠)

(প্রমাণ : সূরা নূর-৩০, সূরা আহযাব-৩৩, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/৫৫৪)

বোরকা কোন রকমের হবে

প্রশ্ন : কারুকার্য এবং টাইট ফিট বোরকা পরিধান জায়েয হবে কি? না হইলে জায়েয হওয়ার সুরত কি?

উত্তর : বোরকার জন্যে জরুরী হল- (১) বোরকা এমন হওয়া যাহা পূর্ণ শরীরকে ডেকে রাখে। (২) বোরকা বা চাদর খুবই সাদাসিধে এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ হওয়া, বেশী সৌন্দর্য বা দৃষ্টি আকর্ষণীয় কারুকার্য সুসজ্জিত না হওয়া।

وفى رد المختار : اما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة الا انه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغى ان لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر قال : و انظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقا او حيث وجدت الشهوة ـ (مطلب فى النظر إلى وجه جا صـ٤١٠ سعيد)

(প্রমাণ : মিশকাত-৩২৫, শামী-১/৪১০, কাবীরী-২১২)

পীরের সাথেও পর্দা করা ফরজ

প্রশ্ন : কোন কোন লোক বলে পীরের সামনে বেগানা মহিলা মুরীদদের পর্দা করার প্রয়োজন নেই। এই কথা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : উক্ত কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। কারণ গায়রে মাহরামের সাথে পর্দার হুকুম সকলের জন্য প্রযোজ্য, চাই পীর হোক বা অন্য কেউ।

كما فی البحر الرائق: ولا ينظر من اشتهى الى وجها الا الحاكم والشاهد وينظر الطبيب الى موضع مرضها ـ (١٩٢/٨)

প্রমাণ ঃ আল আল বাহরুর রায়েক ৮/১৯২ শামী ৬/৩৬১ হক্কানিয়া ২/২৬১

প্রয়োজনে মহিলাদের সতর ডাক্তারকে দেখানো

প্রশ্ন : অসুস্থতার সময় মহিলারা পুরুষ ডাক্তারের সামনে চেহারা খুলতে পারবে কি না?

উত্তর : যদি মহিলা ডাক্তার না পাওয়া যায় এবং অসুস্থতা এমন হয় যা না দেখালে বড় সমস্যা হবে এবং জীবনের জন্য ঝুকি রয়েছে এমতাবস্থায় শুধু অসুস্থ অঙ্গ অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অংশটুকু দেখতে পারবে।

وفی الفقه الاسلامی وادلته : فی المعالجة للطبيب يجب ان يكون النظر الى موضع المرض من المرأة للضرورة مع وجود مانع الخلوة كمحرم او زوج. (ج٣ صـ٥٥٥ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের ১৫, দারুল উলূম দেওবন্দ ১৬/৩৪৫, আল-ফিকহুল ইসলামী-৩/৫৫৫)

নানীর বোনের সাথে পর্দার হুকুম

প্রশ্ন : নানীর বোন বা মায়ের আপন খালার সাথে পর্দা করা জরুরী কি না?

উত্তর : নানীর বোন বা মায়ের আপন খালা মাহরামদের অন্তর্ভুক্ত। তাই তার সাথে পর্দা করতে হবে না।

كما فی الموسوعة الفقهية : وكذا تحريم الخالة ثابت بالنص ومثل اخت الام اخت الجدة وان علت وتحريمها ثابت اما بالنص لان لفظ الخالة ـ يشمل اخت الام واخت الجدة وان علت واما بالاجماع ـ (حرمات النكاح ـ وزارة الاوقات بالكويت ج٣٦ صـ٢١٢)

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর-৩/১১৭, শামী-৩/৩০, দুররে মুখতার-১/১৮৭)

মহিলাদের ওয়াজ মাহফিলে যাওয়া

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য রাত্রে কোন ওয়াজ মাহফিলে যেয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত সেখানে ওয়াজ শ্রবণ করা জায়েয কি না?

উত্তর : মহিলাদের জন্য ওয়াজ মাহফিলে যেয়ে ওয়াজ শ্রবণ করা কয়েকটি শর্তের সাথে জায়েয। যথা-

(১) সুসজ্জিত পোষাক এবং অলংকার ও খুশবু ইত্যাদি ব্যবহার না করা।

(২) যিনি ওয়াজ করবেন তার ইলেম ও তাকওয়ার উপর ঐ সময়কার উলামাদের পূর্ণ আস্থা থাকা।

(৩) যেখানে বসে ওয়াজ শুনবেন সেখানে পর্দার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা থাকা এবং মহিলাদের গেটের মধ্যেও কোন পুরুষ না থাকা।

(৪) মহিলাদের পেণ্ডেল পুরুষের পেণ্ডেল থেকে যথা সম্ভব দূর হওয়া।

(৫) এবং নিজ থেকে গুনাহ ছাড়ার উপর পূর্ণ হিম্মত থাকা।

(৬) সপ্তাহে এক বারের বেশী না হওয়া।

(৭) এবং রাস্তা-ঘাটে কোন প্রকার ফেত্নার আশংকা না থাকা।

এ সমস্ত শর্তের সাথে ওয়াজ শ্রবণ করতে যাওয়া জায়েয, অন্যথায় নাজায়েয।

وفى الدر المختار مع الشامية : ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمع وعيد ووعظ مطلقا ولو عجوزًا ليلا على المذهب المفتى به لفساد الزمان الخ.

(كتاب الصلاة باب الامامة جا صـ٥٦٦ ايچ ايم سعيد)

(প্রামণ : মিশকাত-২/২২৯, শামী-১/৫৬৬, আহসানুল ফাতাওয়া-৮/৫৫)

আর্থিক উন্নতির জন্য মেয়েরা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করা

প্রশ্ন : অবিবাহিত একজন মেয়ে বি.এস.সি পাস করেছে। তার পিতা দরিদ্র হওয়ার কারণে আর্থিক অবস্থা খুব দুর্বল। এখন জানার বিষয় হলো উক্ত মেয়ে তার আর্থিক উন্নতির জন্য হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারবে কি না?

উত্তর : বিবাহের পূর্বে মেয়ের ভরণ পোষণের দায়িত্ব তার পিতার উপর। পিতা না থাকলে ভাইদের উপর। অথবা নিকটবর্তী লোকদের উপর। মেয়ের জন্য উন্নতি লাভের চিন্তা করার প্রয়োজন নাই। তবে যদি তার কেউ না থাকে এবং পিতাও এমন দরিদ্র হয় যার কারণে সংসার চলে না। তখন তার জন্য এমন কর্মস্থান তালাশ করা আবশ্যক যেখানে শরয়ী পর্দার কোন অসুবিধা হবে না। আর হাই স্কুলে যেহেতু মেয়ে-ছেলে উভয়ে লেখা পড়া করে এবং মেয়ে পুরুষ উভয়ে শিক্ষা দেয় এবং পর্দার কোন পরোওয়া করা হয় না, তাই এমন স্থানে উক্ত মেয়ের শিক্ষকতা করা বৈধ হবে না। তবে যদি এমন স্কুল হয় যেখানে শুধু মেয়ে শিক্ষা দেয় এবং মেয়েরাই শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে উক্ত স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারবে।

كما فى القران الكريم : وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ـ

(سورة الاحزاب صـ٣٣)

(প্রমাণ : সূরা আহযাব-৩৩, ৫২, সূরা নূর-৩০, বাদায়ে-১/৩০৬)

মহিলাদের বাজারে যাওয়া উচিত নয়

উত্তর : মহিলাদেরকে তাদের ইজ্জত আব্রু হেফাজতের জন্য ইসলাম বাহিরে বের হতে নিষেধ করে।

সুতরাং তাদের কোন কাজের জন্য পুরুষ বা ছোট বুঝমান বাচ্চা থাকাবস্থায় বাহিরে বের হওয়া বৈধ না। হ্যাঁ কোন একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনের লোক না থাকাবস্থায় শরয়ী পর্দা সহকারে দিনের বেলায় বের হতে পারবে।

فى القرأن الكريم : وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى (سورة الاحزاب آيت ٣٣)

(প্রমাণ : সূরা আহযাব ৩৩, ৫২, মিশকাত ২৬৯, রহিমিয়্যাহ ১/২৮)

দাইয়ূসের পরিচয়

প্রশ্ন : দাইয়ূস কালে বলে?

উত্তর : দাইয়ূস ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে স্বীয় স্ত্রী বা পরিবারের কোন মহিলাকে অন্য কোন বেগানা পুরুষদের সাথে মেলা মেশা করতে দেয়, তাতে কোন প্রকার বাধা দেয় না এবং ঐ ব্যক্তিকেও দাইয়ূস বলা হয় যার অধীনস্থ মহিলা শরীআত বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা অবস্থায় ঐ পুরুষের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে বাধা প্রধান করে না। আর দাইয়ূসের ব্যাপারে হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত- নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা তিন ধরণের লোকের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। (এক) মদ্যপায়ী (দুই) পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি (তিন) দাইয়ূস।

كما فى قواعد الفقه : الديوث هو الذى لا غيرة له فيمن يدخل على امراته قال ابو حنيفة رحـامراة خرجت من البيت ولا يمنعها زوجها فهو ديوث. (صـ٢٥٨ مكتبة نصير)

(প্রমাণ : মিশকাত-৩১৮, কাওয়ায়েদুল ফিক্হ-২৫৮, মিরকাত-৭/২২০)

পোষাক

পুরুষের শরয়ী লেবাস

প্রশ্ন : পুরুষের শরয়ী লেবাস কি?

উত্তর : পুরুষের শরয়ী লেবাস হলো পরিপূর্ণভাবে সতর আবৃত হওয়া এবং এমন পোষাক পরিধান করা যা ঢিলা ঢালা হয় চাই তা লুঙ্গি, জুব্বা, পাঞ্জাবী, পায়জামা হোক বা অন্য কোন পোষাক।

كما فى الشامية: اعلم ان الكسوة منها فرض وهو يستر العورة ويدفع الحر والبرد والاولى كونه من القطن او الكتان او الصوف على وفاق السنة بان يكون ذيله لنصف ساقه وكمه لرؤوس اصابعه وفمه قدر شبر كما فى النتف بين النفيس والخسيس اذ خير الامور اوساطها (ج٦ صـ٣٥١ سعيد)

(প্রমাণ : সূরা আরাফ-২৬, শামী ৬/৩৫১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ৬/১২৮)

চোখ খোলা থাকে এমন নেকাব পড়ার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : চোখ খোলা থাকে এমন নেকাব পড়ার শরয়ী বিধান কি?

উত্তর : উলামায়ে মুতাআখখিরিনের ফাতোয়া মতে মহিলাদের সম্পূর্ণ শরীর এমন কি চোখও সতরের অন্তর্ভুক্ত বিধায় সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা জরুরী। তবে কাজ কর্ম ও চলাফেরার সুবিধার্থে চোখ খোলা রাখার অবকাশ আছে। তা সত্ত্বেও নেকাবের সঙ্গে এমন পাতলা কাপড় পড়া ভাল যা চোখের উপর ঝুলে থাকবে। যাতে ফেতনার আশংকা না হয়।

وفى فتح القدير: ولا يجوز ان ينظر الرجل الى الاجنبية الا وجهها وكفيها ـ (٤٥٩/٢)

প্রমাণ ঃ ফাতহুল কাদীর ২/৪৪৯, কেফায়া ২/৪৫৯

পুরুষের রেশমী লুঙ্গি বা পাগড়ী পরা

প্রশ্ন : পুরুষের জন্য রেশমী পাগড়ী বা লুঙ্গি পরিধান করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : না, জায়েয নেই। কারণ পুরুষের জন্য সকল প্রকার রেশমী বস্ত্র হারাম।

وفى الحقانية: چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونا اپنی امت کے مردوں پر حرام فرمایا ہے اس لئے ریشم کا استعمال خواہ کپڑوں کی شکل میں ہو یا لنگی کی شکل میں ہو حرمت میں یکساں ہے۔ (۴۱۶/۲)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২/৩৭৫, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৮৯, দুররে মুখতার ২/২৩৮, হক্কানিয়া ২/৪১৬

সুন্নাতী টুপি

প্রশ্ন : সুন্নাতি টুপি কোনটি?
উত্তর : গোল টুপি যা মাথার সাথে লেগে থাকে। তবে কাউকে কোন টুপির উপর বাধ্য করা যাবে না। যে কোন ধরনের টুপি ব্যবহার করার অনুমতি আছে।

وفی تحفة الاحوذی : وكانت كمام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى القلنسوة المدورة سميت بها لانها تغطى الرأس... بطحا بضم الموحدة فيكون المهملة جمع بطحاء اى كانت مبسوطة على الرأس غير مر تفعة عنها ـ (كتاب اللباس ١٨٤/٥)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/৩০৮, মিরকাত ৮/২০৯, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/১৮৪

কিস্তি টুপি মাথায় দেওয়া

প্রশ্ন : কিস্তি টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়লে কি নামাজের কোন ক্ষতি হবে?
উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন টুপি পরিধান করা সুন্নাত যা মাথার সাথে মিশে থাকে। অতএব, যে কোন প্রকার টুপি হোক না কেন, মাথার সাথে মিশে থাকলে তা দ্বারা সুন্নাত আদায় হবে, যদি অন্য কোন ধর্মের সাথে মোশাবাহ না হয়। সুতরাং কিস্তি টুপি যেহেতু মাথার সাথে মিশে থাকে, তাই কিস্তি টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়ার দ্বারা নামাজের কোন ক্ষতি হবে না।

وفی مرقاة المفاتيح : وهى القلنسوة المدورة سميت بها لا نها تغطى الرأس بطحا... جمع بطحاء اى كانت مبسوطة على رؤسهم لازقة غير مرتفعة عنها ـ (كتاب اللباس ٢٠٩/٨)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/৩০৮, হাশিয়ায়ে তিরমিযী ১/৩০৮, হাশিয়ায়ে মিশকাত ২/৩৭৪, মিরকাত ৮/২০৯

সুন্নাতী পোষাক কাকে বলে

প্রশ্ন : সুন্নাতী পোষাক বলতে কি বুঝায়?
উত্তর : আমাদের আকাবিরীন, মুক্তাদায়ে উম্মত ও বুযূর্গানে দ্বীনদের এবং শরীআতে যে মূলনীতি রয়েছে তার প্রতি লক্ষ রেখে যে কোন পোষাক পরিধান করলেই সুন্নাতী পোষাক হিসাবে বিবেচিত হবে।

وفی رد المحتار: اعلم ان الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويد فع الحر والبرد ..... السنة بان يكون ذيله لنصف ساقه وكمه لرؤوس اصابعه وفمه قدر شبركما فى النتف بين النفيس والخسيس.... ومستحب وهو الزائد لاخذ الزينة واظهار نعمة الله تعالى ج٦ صـ٣٥١

(প্রমাণ : সূরা আরাফ-২৬, বুখারী-২/৮৬, রদ্দে মুহতার ৬/৩৫১)

পোষাকের মূলনীতি

প্রশ্ন : কতেক উলামায়ে কেরাম বলেন ফাড়া পাঞ্জাবী পরার দ্বারা সুন্নাত আদায় হবে না। সুন্নাত আদায় হয় জুব্বা তথা গোল পাঞ্জাবী বা জামা দ্বারা। এখন প্রশ্ন হলো ফাড়া পাঞ্জাবী পরার দ্বারা সুন্নাত আদায় হবে কি না? যদি ফাড়া পাঞ্জাবী পরার দ্বারা সুন্নাত আদায় হয় তাহলে ফাড়ার পরিমাণ কতটুকু। আর প্রকৃত সুন্নাতী জামা কোনটি?

উত্তর : শরীআতে পোষাকের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্টতা আরোপ করেনি বরং প্রত্যেক এলাকার লোকেরা মৌসুম ও আবহাওয়ার দিক লক্ষ করে যে পোষাক পরিধান করে তা পরিধানের সুযোগ দেয়া হয়েছে। তবে শরীআতের মধ্যে পোষাকের ব্যাপারে কিছু মূলনীতি রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

(ক) পোষাক এত ছোট না হওয়া যা দ্বারা ছতর পরিপূর্ণভাবে আবৃত হয় না।
(খ) পোষাক এত পাতলা না হওয়া যা দ্বারা শরীরের সৌন্দর্য দেখা যায়।
(গ) পোষাক এত টাইট ফিট না হওয়া যা দ্বারা শরীরের গঠন আকৃতি দেখা যায়।
(ঘ) পোষাক এমন না হওয়া যা বিধর্মীদের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।
(ঙ) রিয়া ও অহংকারের নিয়তে পোষাক পরিধান না করা।
(চ) পুরুষ মহিলার পোষাক এবং মহিলা পুরুষের পোষাক পরিধান না করা।

সুতরাং উপরোক্ত মূলনীতি সাপেক্ষে যে জামা ঢিলা এবং নিসফে সাক পর্যন্ত লম্বা হবে চাই তা জুব্বা হোক বা কল্লিদার ফাড়া হোক তা দ্বারা সুন্নাত আদায় হবে।

وفی رد المحتار : اعلم ان الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد والسنة بان يكون ذيله لنصف ساقه وكمه لرؤوس أصابعه وفمه قدر شبر كما فی النتف بين النفيس والخسيس.... ومستحب وهو الزائد لاخذ الزينة واظهار نعمة الله تعالى ـ (فصل فی اللباس جـ٦ صـ٣٥١ سعيد)

(প্রমাণ : সূরা আরাফ-২৬, বুখারী শরীফ-২/৮৬, মিশকাত শরীফ-২/৩৭৭, ইবনে মাজা-২৫৬, শামী-৬/৩৫১, আলমগীরী-৫/৩৩১)

পাগড়ী ব্যবহার করা

প্রশ্ন : পাগড়ী ব্যবহার করার হুকুম কি?

উত্তর : পাগড়ী ব্যবহার করা পোষাকের দায়িমী সুন্নাত।

وفی الشامية : ودخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ولبس الاخضر سنة ـ (جـ٦ صـ٣٥١ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : মুসলিম ২/৯৯০, তিরমিযী-২/৩০৪, শামী ৬/৩৫১/৭৫৫)

টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা

প্রশ্ন : টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : সর্বাবস্থাতেই লুঙ্গী, পায়জামা, সেলোয়ার, প্যান্ট, জুব্বা, আবা, কাবা, ইত্যাদি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করা হারাম।

كما فى سنن ابى داؤد ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارة المسلم الى نصف الساق ولا حرج او لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ماكان اسفل من الكعبين فهو فى النار من جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه ـ (٥٦٦/٢)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ২/৫৬৬, ইবনে মাজাহ ১/২৫৫

পুরুষের জন্য অর্ধনলা (নিছফে ছাক্ব) জামা বা লুঙ্গী পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : পুরুষের জামা বা লুঙ্গী অর্ধনলা পর্যন্ত পড়া সুন্নাত কি না?

উত্তর : হ্যাঁ পুরুষের জন্য টাখনুর উপর থেকে নিয়ে অর্ধনলা পর্যন্ত পোষাক পরা সুন্নাত।

وفى العالمغيرية: ينبغى ان يكون الازار فوق الكعبين الى نصف الساق وهذا فى حق الرجل ـ (ج٥ صـ٣٣٣ مكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : সূরা আরাফ-২৬, শামী ৬/৩৫১, আলমগীরী ৫/৩৩৩)

শার্ট-প্যান্ট পরিধানের হুকুম

প্রশ্ন : সার্ট প্যান্ট পরিধানের বিধান কি?

উত্তর : বর্তমান সময়ে সার্ট প্যান্টের প্রচলন অধিক হারে হওয়ার কারণে তা কোন ধর্মের পোষাক হিসেবে বিবেচিত হয় না। সুতরাং তা হারাম হবে না। তবে সার্ট প্যান্ট ইসলামী পোষাক নয়। তা কাফেরদের প্রচলনকৃত পোষাক। তা পরিধান করার দ্বারা ইংরেজদের সাথে কিছু না কিছু সামঞ্জস্যতা এসে যায়। এজন্য মুসলমানদের উহা পরিহার করা উচিৎ।

كما فى ابوداود : عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه : ج٢ صـ٥٥٩ اشرافية)

(প্রমাণ : সূরা আরাফ-২৬, আবু দাউদ-২/৫৫৯, শামী-৬/৩৫১, মরদূ কি লিবাস-৪৩)

জামা পায়জামা একই রঙ্গের হওয়া

প্রশ্ন : জামা-পায়জামা ও টুপি একই রঙ্গের হলে কোন অসুবিধা হবে কিনা?

উত্তর : না, কোন অসুবিধা হবে না।

وفی الترمذی : عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البسوا البیاض فانها اطهر واطیب وکفنوا فیها موتا کم ۔ (باب ما جاء فی لبس البیاض ۔ ۲/۱۰۸ اشرفیة)

প্রমাণ ঃ সূরা আ'রাফ ২৬, তিরমিযী ১/১০৮, ইবনে মাজাহ ২৫৫, মিশকাত ২/৩৭৪, মাওসূআ ৩৫/৩৫৫

পুরুষের উত্তম পোশাক

প্রশ্ন : কোন রঙের পোশাক পরিধান করা উত্তম

উত্তর : পুরুষের জন্য সাদা রঙের পোশাক পরিধান করা উত্তম।

کمافی ابن ماجة : عن ابی قباس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر ثیابکم البیاض فالبسوا وهاکفنوا فیها موتا کم (۲۵۵)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/১০৮, ইবনে মাজাহ ২৫৫, মিশকাত ৩৭৪, সুনানে কুবরা ৫/২৬৯

মহিলাদের রঙ্গিন পোশাক পড়া উত্তম

প্রশ্ন : মহিলাদের কোন রঙ্গের পোশাক পরিধান করা নিষেধ?

উত্তর : মহিলাদের জন্য সব রঙ্গের পোশাক পরিধান করা জায়েয আছে, তবে উত্তম হল রঙ্গিন পোশাক পরিধান করা।

وفی الدر المختار : مقاده لا یکره للنساء ولا بأس بسائر الالوان (فصل فی اللبس ۲/۲٤۰ زکریا)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২/৩৭৫, দুররে মুখতার ২/২৪০, মাওসূআ ৬/১৩২, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ২/১৬

পুরুষের কালো জামা পরিধান করা

প্রশ্ন : পুরুষের জন্য কালো জামা পড়ার বিধান কি?

উত্তর : পুরুষের জন্য সাদা কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব, কালো কাপড় পড়াও জায়েয। তবে কালো পোষাক যদি কোন বাতিল সম্প্রদায়ের শিয়ার হিসাবে পড়া হয় তাহলে পরহেয করা উচিত।

وفی المشکوة علی حاشیته : من تشبه بقوم ای من شبه نفسه بالکفار مثلا فی اللباس وغیرها او بالفساق والفجار او باهل التصوف والصلحاء والابرار فهو منهم ای فی الاثم والخیر قال الطیبی هذا عام فی الخلق والخلق والشعار واذا کان الشعار اظهر فی التشبه الخ (ج۲ صـ ۳۷۵)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩৫১, আলমগীরী ৫/৩৩০, হাশিয়ায়ে মিশকাত ২/৩৭৫)

পুরুষের জন্য লাল পোষাক পরা অনুত্তম

প্রশ্ন : পুরুষদের জন্য লাল ও হলুদ বর্ণের পোষাক পরিধান করার বিধান কি?

উত্তর : পুরুষদের জন্য নিরেট লাল, হলুদ বর্ণের পোষাক পরিধান করা অনুত্তম?

وفى الدر المختار: وكره لبس المعصفر والمزعفر الاحمر والاصفر (ج٢ صـ ٢٤٠ فصل فى اللبس)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৪০, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/৫৪৪, দারুল উলুম দেওবন্দ ১৬/১৪৭)

টাই ব্যবহারের শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন : টাই ব্যবহার করার শরয়ী বিধান কি?

উত্তর : টাই ব্যবহার করা মাকরূহ। কারণ ইহা নাসারাদের জাতীয় প্রতীক। আর যদি টাই ব্যবহার করার দ্বারা তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে হারাম হবে।

وفى سنن ابى داود : عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك فى بيته هيئا فيه تصليب الا قضبه. (باب فى الصليب فى الثوب ج٢ صـ ٥٧٢ المكتبة الاشرفيه)

(প্রমাণ : সহীহ বুখারী ২/৮৮০, সুনানে আবু দাউদ ২/৫৭২, শামী ২/৫৭২, ইমদাদুল আহকাম ৪/৩৮১)

ধুতি পরিধান করা

প্রশ্ন : হিন্দুদের মত ধুতি পরিধান করা জায়েয কি না?

উত্তর : অমুসলিম (হিন্দু) দের তরীকা মত ধুতি পরিধান করা নাজায়েয।

كما فى الحديث السريف: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغير نا الخ رواه الترمذى. (باب ماجاء فى كراهية اشارة اليد فى السلام ج٢ صـ٩٩ المكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ ২/৯৯, আবু দাউদ শরীফ ২/৫৫৯, হাশিয়ায়ে আবু দাউদ ২/৫৫৯)

মহিলাদের জন্য সেলোয়ার কামিজ পরা উত্তম

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য শাড়ী পড়া উত্তম নাকি সেলোওয়ার, কামিছ পড়া উত্তম।

উত্তর : মহিলাদের জন্য ঐ পোষাক পরিধান করা উত্তম, যার দ্বারা ছতর ভালোমত আবৃত হয়, তাই সেলোয়ার, কামিছ, উড়না পরা উত্তম।

وفى العالمغيرية: لبس السراويل سنة وهو من استر الثياب للرجال والنساء (جـ ٥ صـ٣٣٣ المكتبة الحقانية) وفى الدر المختار : يحسن للفقهاء... لبس ثياب واسعة (ج٢ صـ ٢٣٩ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩৩৩, দুররে মুখতার ২/২৩৯, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম-১৬/১৫৮)

মহিলাদের রঙ্গিন পোষাক পরা উত্তম

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য কোন রঙ্গের পোষাক পরিধান করা উত্তম?

উত্তর : সব রঙ্গের পোষাক পরিধান করা মহিলাদের জন্য জায়েয আছে। তবে উত্তম হলো রঙ্গিন পোষাক পরিধান করা।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : اما النساء فيحل لهن لباس الحرير واستعماله بجميع انواع الا ستعمال كما يحل لهن لباس اى لون (جـ٢ صـ ١٧) المكتبة دار الحديث القاهرة)

(প্রমাণ : মিরকাত ৮/২২৬, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ২/১৭, দুররে মুখতার ২/২৪০)

মহিলাদের পুরুষের পোষাক পরিধান করা

প্রশ্ন : মহিলা যদি পুরুষের পোষাক পরিধান করে তাহলে তার বিধান কি?

উত্তর : মহিলার জন্য পুরুষের পোষাক পরিধান করা ও পুরুষের বেষ ভূষা ধারণ করা হারাম। রাসূল সা. এমন মহিলার উপর লানত করেছেন।

وفى الموسوعة الفقهية: يحرم تشبه النساء بالرجال فى زيّهن فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا خاصا بالرجال ـ (جـ٣٥ صـ ١٩٣ لباس المرأة ـ وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : মিশকাত ৩৮৩, আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ ৩৫/১৯৩, লিবাস আওর পরদাহ কি শরয়ী আহকাম-৬০)

সাজ-সজ্জা

বিউটি পার্লারে সাজার হুকুম

প্রশ্ন : মহিলাদের বিউটি পার্লারে গিয়ে সাজার বিধান কি?

উত্তর : ইসলামী শরীআতে মহিলাদের জন্য স্বামীকে আকৃষ্ট করার লক্ষে সাজ সজ্জা করা বৈধ। বর্তমানে বিউটি পার্লার নামে কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেখানে অনেক শরয়ী বিধান লঙ্গন হয়। যেমন মহিলারা পুরুষ দেরকে এবং পুরুষরা মহিলাদেরকে সাজ সজ্জা করায় এবং সতরের অংশ ও তারা মেকআপ করায় যা হারাম। এমন কি নেইল পালিশের মতো কঠিন পদার্থ ব্যবহার করা হয়। যায র ফলে অযু গোসল হয় না। এধরনের পার্লারে গিয়ে সাজ সজ্জা করা জায়েনাই। তবে শরয়ী কোন বিধান লঙ্গন না করে বিউটি পার্লারে সাজ সজ্জা করা জায়েয আছে।

وفى جامع الفتوى: خواتین کو آرائش وزیبائش کی اجازت ہے بشرطیکہ حدود کے اندر ہو لیکن موجودہ دور میں بیوٹی پارلرز کا جو پیشہ کیا جاتا ہے اس میں چند در چند قباحتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ پیشہ حرام ہے (ج ۱۰ ص ۳۴۰ اشرافیہ)

(প্রমাণ : মিশকাত শরীফ ২/৩৮১, ফাতহুল বারী ১১/৫৭৫, জামিউল ফাতাওয়া ১০/৩৪০)

মেয়েদের চুল কাটা

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ে মেয়েরা বিউটি পার্লারে গিয়ে তাদের চুল ভ্রু কেটে চেহারার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। শরীআতে এটা বৈধ আছে কি না?

উত্তর : মেয়েদের মাথায় চুল থাকাটাই সৌন্দর্য। আর তাদের যদি চুল কাটা হয় তাহলে বিজাতীদের সাথে সাদৃশ্য হয়। এবং চুল খাটো করার দ্বারা পুরুষের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। সর্বোপরি রাসূল (সা.) তাদের উপর লা'নত করেছেন। অতএব বিউটি পার্লারে গিয়ে বেহায়াপনা ভাবে চুল কেটে ভ্রু কেটে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা জায়েয নাই।

وفى الدر المختار مع الشامية : قطعت شعر رأسها اثمت ولعنت ـ زاد فى البزازية وان باذن الزوج لانه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق ـ (جـ٦ صـ٤٠٧ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : মিশকাত-২/৩৭৫,৮৭৮, আলমগীরী-৫/৩৫৮, শামী-৬/৪০৭)

মহিলারা সাজ-সজ্জার জন্য হাতে বিভিন্ন জিনিসের ছাপ দেওয়া

প্রশ্ন : মহিলারা সাজ-সজ্জার জন্য হাতে-পায়ে বিভিন্ন জিনিসের (আলতা দিয়ে) ছাপ দেয় এটা জায়েয কিনা?

উত্তর : মহিলাদের জন্য শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকে সাজ-সজ্জা বৈধ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে আলতা যদি এমন তরল হয়, বা পানি পৌছার জন্য প্রতিবন্ধক না হয় তাহলে তা ব্যবহার বৈধ হবে। অন্যথায় বৈধ হবে না।

وفى جامع الفتاوى : خواتین کو آرائش وزیبائش کی اجازت ہے بشرط یہ ہے کہ حدود کے اندر ہو (٣٤٠/١٠)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২/৩৮১, ফাতহুল বারী ১১/৫৭৫, জামিউল ফাতাওয়া ১০/৩৪০

নখপালিশ ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন : নখ পালিশ ব্যবহার করা জায়েয কি না?

উত্তর : না, নখ পালিশ ব্যবহার করা জায়েয নাই, কারণ এতে অযু গোসলের সময় নখে পানি পৌঁছে না।

وفى العالمغيرية: اولذق باصل ظفره طين يابس او رطب لم يجز جـ١ صـ٤

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৪, তাতার খানিয়া ১/৪১, জাদীদ ফিক্বহি মাসায়েল ১/৮৭)

কপালে টিপ ব্যবহার করা

প্রশ্ন : মেয়েদের কপালে টিপ ব্যবহার করার বিধান কি?

উত্তর : কপালে টিপ দেয়া অমুসলিম হিন্দুদের প্রথা ও পরিচিতি, আর বিধর্মীদের প্রথা পালন করা না জায়েয সুতরাং তা মুসলমান মহিলাদের জন্য পরিত্যাজ্য।

وفى فتاوى محمودية: مانگ میں سیندور اور پیشانی پر بندی غیر مسلم عورتوں کا شعار ہے اس سے بچنالازم ہے، ہر گز اس کو اختیار کریں (ج۱۷ص ۲۹۴)

(প্রমাণ : তিরমিযী-২/৯৯, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৭/২৯৪, মিশকাত ৩৫৯)

মেয়েদের নাক কান ছিদ্র করা

প্রশ্ন : মেয়েদের অলংকার পরিধানের জন্য নাক বা কান ছিদ্র করার বিধান কি?

উত্তর : অলংকার পরিধানের উদ্দেশ্যে মহিলাদের নাক কান ছিদ্র করা জায়েয আছে।

وفى الموسوعة الفقهية: واتفقوا كذالك على ان الاذن موضع للزينة فى المرأة دون الرجل ولذالك اباحوا ثقب اذن الجارية لالباسها القرط. (جـ٢ صـ ٣٧٥ مكتبة وزارة الاوقات)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩৮৮,আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২/৩৭৫, আলমগীরী ৫/৩৫৭, মাহমুদিয়া ৬/৩৬২)

নূপুর পরিধান করা

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য স্বর্ণ রূপার নূপুর পরিধান করা জায়েয কি?

উত্তর : হ্যাঁ মহিলাদের জন্য স্বর্ণ রূপার নূপুর পরিধান করা জায়েয আছে।

كما فى اعلاء السنن : يباح للنساء من حلى الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه كالسوار والخلخال والقرط (باب حرمة الذهب على الرجال وحله للنساء جـ١٦ صـ ٨٠٣٦ دار الفكر)

(প্রমাণ : ইলাউস সুনান ১৬/৮০৩৬, শামী ৬/৪২০, রুহুল মাআনী ৯/১৪০)

মহিলাদের পাথর বা ঝিনুকের অলংকার ব্যবহার করা

প্রশ্ন : মহিলারা পাথর বা ঝিনুক ইত্যাদি জিনিসের অলংকার ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ পারবে।

كما فى الدر المختار مع الشامية: فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغير ها (جـ٦ صـ٣٦٠ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩৫৯-৩৬০, আলমগীরী ৫/৩৩৫, দুররে মুখতার-২/২৪০)

পিতলের অলংকার ব্যবহার করা

প্রশ্ন : মহিলারা পিতলের অলংকার ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : মহিলাদের জন্য পিতলের অলংকার ব্যবহার করা মাকরূহ।

وفی العالمغیریة: التختم بالحدید والصفر والنحاس والرصاص مکروہ للرجال والنساء جمیعا۔ (جـ٥ صـ٣٣٥ حقانیة)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩৬০, আলমগীরী ৫/৩৩৫, দুররে মুখতার-২/২৪০)

স্বর্ণের বোতাম ব্যবহার করা

প্রশ্ন : স্বর্ণের বোতাম ব্যবহার করার বিধান কি?

উত্তর : পুরুষের জন্য যদিও স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম কিন্তু পোষাকে স্বর্ণের বোতাম ব্যবহার করা জায়েয।

کما فی الهدایة: ولا باس بمسمار الذهب یجعل فی حجر الفص ای فی ثقبه لانه تابع کالعلم فی الثوب فلا یعد لابساله جـ٤ صـ ٤٥٧)

(প্রমাণ : হিদায়া ৪/৪৫৭, শামী ৬/৩৫৫, আলমগীরী ৫/৩৩৪-৩৩৫, ফাতাওয়া হক্কানিয়া ২/৪১৮)

পুরুষের স্বর্ণ রূপার আংটি ব্যবহার করা

প্রশ্ন : পুরুষের জন্য স্বর্ণ রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা জায়েয নাই। তবে সীল মোহরের প্রয়োজনে শাসক বা বিচারকদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণের রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয আছে। কিন্তু সাজ সজ্জা ও গর্ব অহংকারের উদ্দেশ্যে রূপার আংটিও ব্যবহার করা পুরুষের জন্য মাকরূহ।

کما فی صحیح البخاری : عن البراء بن عازب نهانا النبی صلی الله علیه وسلم عن سبع نهانا عن خاتم الذهب او قال حلقة الذهب الخ (جـ٢ صـ٨٧١ المکتبة الاشرفیة)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ ২/৮৭১, দুররে মুখতার ২/২৪০, শামী-৬/৩৫৯)

ঘড়ি যে কোন হাতে পরা যাবে

প্রশ্ন : ঘড়ি কোন হাতে ব্যবহার করা উত্তম?

উত্তর : যদি নির্দিষ্ট কোন হাতে ঘড়ি ব্যবহার করা অমুসলিমদের শিয়ার হয়, তবে তার থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ। অন্যথায় দুহাতের যে হাতে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে।

وفی فتاوی محمودیة : کیا کسی مخصوص ہاتھ میں گھڑی باندھنا غیروں کا شعار ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس سے بچنا چاہئے۔ ورنہ دونوں میں سے جس میں دل چاہے استعمال کرے (ج۱۷ ص۳۰۱ زکریا)

(প্রমাণ : তিরমিযী-২/৯৯, মিশকাত-৩৫৯, মাহমুদিয়া ১৭/৩০১)

পুরুষের জন্য সুরমা ব্যবহার করা

প্রশ্ন : (ক) অনেকে বলেন পুরুষের জন্য সুরমা ব্যবহার করা জায়েয নয় তাদের এ কথা সঠিক কি না? (খ) রাসূলুল্লাহ (সা.) কি সুরমা ব্যবহার করেছেন? এ ব্যাপারে কোন হাদীস আছে?

উত্তর : (ক) না, তাদের একথা সঠিক নয় বরং পুরুষদের জন্য চোখে সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাত, তবে সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে সুরমা ব্যবহার করা ঠিক নয়।

(খ) হ্যাঁ রাসূল (সা.) সুরমা ব্যবহার করেছেন এবং বিশেষ করে ইছমুদ নামক সুরমা ব্যবহার করতে বলতেন।

وفى العالمغيرية : لا بأس بالاثمد للرجال باتفاق المشايخ ويكره الكحل الاسود بالاتفاق اذا قصد به الزينة واختلفوا فيما لم يقصد به الزينة عامتهم على انه لا يكره كذا فى جواهر الاخلاطى... (باب فى الزينة واتخاذ الخادم للخدمة ج٥ صـ٣٥٩ حقانية)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ-১/৩০৫-৩০৬, শামী-২/৪১৭, আলমগীরী-৫/৩৫৯, হিদায়া-১/২২১)

নাবালেগ ছেলেদের হাত পায়ে মেহেদী লাগানো

প্রশ্ন : নাবালেগ ছেলেদের হাতে পায়ে মেহেদী ব্যবহারের হুকুম কি?

উত্তর : বালেগ পুরুষের জন্য যেমনিভাবে হাতে পায়ে মেহেদী দেয়া জায়েয নেই। তেমনিভাবে নাবালেগ ছেলেদের হাতে পায়েও মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয নাই।

وفى البناية : ويكره ان يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير وكذا عندنا يكره ان يخضب يده او رجله بالحناء من غير حاجة كما يكره للرجل ـ (فصل فى اللبس ج١٢ صـ١٢٣ اشرفية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক-৮/১৮৩, শামী-৬/৩৬২, কাযীখান-৩/৪১২, বিনায়া-১২/১২৩, তোহফাতুল আহওয়াজী-৫/১৫১, আলমগীরী-৫/৩৫৯)

কৃত্রিম চক্ষু ও দাঁত স্থাপন

প্রশ্ন : যদি কারও চক্ষু নষ্ট হয়ে যায়, বা দাঁত পড়ে যায় তাহলে কৃত্রিম চক্ষু বা দাঁত লাগানো যাবে কি? এবং যদি কারও কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অপারেশনের মাধ্যমে উহা কেটে ফেলে দেয়া যাবে কি?

উত্তর : কৃত্রিম চক্ষু বা দাঁত চাই তা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হোক, বা চেহারা সৌন্দর্য্যের জন্য হোক লাগানো জায়েয। মানুষের শরীর ইসলামী শরীআতে অনেক বড় সম্মানের পাত্র। তাই উহার মধ্যে বিনা প্রয়োজনে কাটা ছাটা জায়েয নাই কিন্তু যদি শরীরের হিফাজতের জন্য বা চিকিৎসার জন্য উহার প্রয়োজন হয় তাহলে জায়েয আছে।

وفى بدائع الصنائع : اما شد السن المتحرك بالذهب فقد ذكر الكرخى رحمه الله انه يجوز ولم يذكر خلافًا. (ولو شدها بالفضة لا يكره بالاجماع ج٤ صـ٣١٥)

(প্রমাণ : তিরমিযী-১/৩৭৪, বাদায়ে-৪/৩১৫, আলমগীরী-৫/৩৫৭)

স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যসমূহ

খাত্না করানোর সময়

প্রশ্ন : খাত্না করার সময় কখন এবং তার বিধান কি? মহিলা পুরুষের খাত্নার পার্থক্য কি?

উত্তর : খাত্না করা সুন্নাত এবং বাচ্চার স্বাস্থের দিকে লক্ষ রেখে সাত থেকে বার বছর বয়সের মধ্যে খাত্না করা মুস্তাহাব। পুরুষের জন্য খাত্না সুন্নাত আর মহিলাদের জন্য উত্তম। তবে আমাদের দেশে এর প্রয়োজন হয় না।

وفى الهندية: واختلوا فى الختان قيل انه سنه وهو الصحيح كذا فى الغرائب وابتداء الوقت المستحب للختان من سبع سنين الى اثنتى عشرة سنة (الباب التاسع عشر فى الختان (جـ٥ صـ ٣٥٧ المكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩৫৭, দুররে মুখতার ২/৩৪৯, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২৬/২৯)

খাত্নার পর লিঙ্গের মাথা ঢেকে গেলে পুনরায় খাত্না করবে

প্রশ্ন : কোন বাচ্চাকে একবার খাত্না করানোর পর যদি কর্তিত চামড়া বৃদ্ধি হয়ে লিঙ্গের মাথা পুনরায় ঢেকে যায় তাহলে কি নতুন করে খাত্না করাতে হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, লিঙ্গের মাথা পুরাটা ঢেকে গেলে পুনরায় খাত্না করাতে হবে।

وفى العالمغيرية : اختتن الصبي ثم طالت جلدته ان صار بحال تستر حشفته يقطع والا لا كذا فى المحيط. (جـ٥ صـ٣٥٧ دار العلوم)

(প্রমাণ : শামী-২/৩৪৯, আল বাহরুর রায়েক-৮/৪৮৫, আলমগীরী-৫/৩৫৭, ইমদাদুল আহকাম-৪/২৫৩)

ছোটকালে খাত্না না করলে তার হুকুম

প্রশ্ন : ছোট অবস্থায় যদি কোন কারণ বশত ছেলের খাত্না না করায়। তাহলে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর শরীআতের হুকুম কি? আর খাত্নার অঙ্গ খাত্নাকারী দেখতে পারবে কি না?

উত্তর : খাত্না করা সুন্নাত। যদি কোন কারণ বশত কারো খাত্না না করতে পারে, তাহলে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরেও তাকে খাত্না করানো যেতে পারে। এজন্য অন্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে খাত্না করাতে শরীআতে অসুবিধা নাই।

وفى الدر المختار : ينظر الطبيب الى موضع مرضها بقدر الضرورة اذا الضرورات تتقدر بقدرها وكذا نظر قابلة وختان. (كتاب الحظر والاباحة جـ٢ صـ٢٤٢ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : মিশকাত-২/২৬২, কাবীরী-১৪১, দুররে মুখতার-২/২৪২)

বালেগ হয়ে মুসলমান হলে খাত্না করার বিধান

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি প্রাপ্ত বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার খাতনা করানোর হুকুম কি? এবং খাতনা করানোর তরীকা কি?

উত্তর : কোন ব্যক্তি যদি প্রাপ্ত বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার জন্যও খাতনা করানো জরুরী। কেননা খাতনা ইসলাম ও মুসলমানদের নিদর্শন। যদি সে খাতনার ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয় তাহলে সে নিজের খাতনা নিজেই করবে। আর যদি অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে অভিজ্ঞ ডাঃ বা ব্যক্তি দ্বারা খাতনা করিয়ে নিবে।

كما فى القران الكريم : واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمة فاتمهن. (سورة البقرة : اية ١٢٤)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-১২৪, মিশকাত-২/৩৮০, শামী-৬/৭৫১, কাযীখান-৩/৪০৯, দারুল উলুম দেওবন্দ-১৬/২৫৯)

খাত্না অনুষ্ঠান করা

প্রশ্ন : খাত্না করার সময় মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : বাচ্চাদের খাত্না করানোর সময় প্রচলিত প্রথা ইত্যাদি ছাড়া দাওয়াতের ইন্তেজাম করা জায়েয আছে তবে এটাকে জরুরী মনে করা ঠিক না।

وفى العالمغيرية: لا ينبغى التخلف عن اجابة الدعوة العامة كدعوة العرس والختان ونحوهما واذا اجاب فقد فعل ما عليه أكل او لم يأكل وان لم يأكل فلا باس به والافضل ان يأكل لوكان غير صائم (جـ٥ صـ ٣٤٣)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩৪৩, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলম দেওবন্দ ১৬/১১৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-২০/৩৩৮)

খতনাকৃত জন্ম গ্রহণকারী বাচ্চার পুনরায় খতনার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন বাচ্চা খতনাকৃত জন্মগ্রহণ করে (তার সুপারী বাহির হয়ে যায় যদিও পরিপূর্ণভাবে বাহির না হয়) তাহলে দ্বিতীয়বার খতনা করাতে হবে কিনা?

উত্তর : খতনাকৃত বাচ্চার ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করবে, যদি তারা খাতনা পূর্ণ হওয়ার কথা বলেন তাহলে দ্বিতীয়বার খাতনা করাবে না।

وفى خلاصة الفتاوى: الصبى اذا كانت حشفته ظاهرة ولا يمكن ان يمد جلدة ذكره الابتشد يد وظهور حشفة بحالة لو رأه انسان يريها كانه اختتن لا يشدد عليه ويترك ولا يتعرض ـ (كتاب الكراهية ٣٤٠/٤)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ৫/৩৫১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৪০, হাক্কানিয়া ২/৩১১

গাল এবং হলকের পশম কাটার বিধান

প্রশ্ন : গাল এবং হলকের পশম কাটার বিধান কি?

উত্তর : কাটা জায়েয আছে তবে না কাটা উত্তম।

وفى البحر الرائق: ولا بأس بأن ياخذ الحاجبين وشعر وجهه مالم يشبه المخنث (۲۰٤/۸ فصل فى البس)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৪০৭, আল বাহরুর রায়েক ৮/২০৪ মাহমুদিয়া ৮/২৮২

চুল কাটার উত্তম তরীকা

প্রশ্ন : মাথার চুল কাটার উত্তম তরীকা কি?

উত্তর : মাথার চুল কাটার দুইটি তরীকা:

১। পুরো মাথার চুল সর্ব দিক থেকে সমানভাবে একে বারে ছোট করে কাটা।

২। পুরো মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলা। এর মধ্য হতে দ্বিতীয় সুরতে চুল কাটা উত্তম। উল্লেখ্য যে, মাথার অগ্র ভাগের চুল বড় রাখা এবং পিছনের চুল ছোট রাখা বিধর্মীদের সামাঞ্জসের কারণে শরীআতের দৃষ্টিতে নিষেধ।

كما فى الشامية: (قوله واما حلق رأسه) وفى الروضة للزلد ويستى ان السنة فى شعر الرأس اما الفرق او الحلق وذكر الطحاوى : ان الحلق سنة ـ ونسب ذلك الى العلماء الثلاثة ـ (جـ٦ صـ ٤٠٧ فصل فى البيع سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৬/৪০৭, আলমগীরী ৫/৩৫৭, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ২/৪১)

ব্লেড দ্বারা মোচ চাছা

প্রশ্ন : ব্লেড দ্বারা মোচ চাছা জায়েয কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, ব্লেড দ্বারা মোচ চাছা জায়েয আছে। তবে উত্তম হলো কেঁচি দ্বারা ছোট করা।

وفى الموسوعة الفقهية: فاما الحنفية اختلفوا فيما يسن فى الشارب: ونقل ابن عابدين الخلاف فقال: المذهب عند بعض المتاخرين من مشايخنا انه القص قال فى البدائع : وهو الصحيح وقال الطحطاوى القص حسن والحلق احسن وهو قول علمائنا الثلاثة (جـ٢٥ صـ٣٢٠ مكتبة وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ১/১২৯, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২৫/৩২০, দুররে মুখতার ২/২৫০)

নাভী ও বোগলের নিচের পশম কাটার উত্তম সময়

প্রশ্ন : বোগল ও লজ্জাস্থানের পশম কাটার সীমা কত দিন?

উত্তর : নাভীর নিচের ও বোগলের পশম কাটার ক্ষেত্রে উত্তম হলো সাত দিনে একবার (জুমআর দিন হওয়া উত্তম) অথবা পনের দিনে একবার। কম পক্ষে চল্লিশ দিনে একবার কাটা জরুরী। অন্যথায় চল্লিশ দিনের বেশী হলে মাকরুহে তাহরীমী হবে।

وفى الدر المختار مع رد المحتار: ويستحب حلق عانته... فى كل اسبوع مرة والافضل يوم الجمعة وجاز فى كل خمسة عشرة وكره تركه وراء الاربعين - (ج٦ صـ٤٠٧ سيعد)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ১/১১২, শামী ৬/৪০৭, আলমগীরী ৫/৩৫৭)

স্বামী স্ত্রী একে অপরের লজ্জাস্থানের পশম কাটা

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রী একে অপরের লজ্জাস্থানের পশম চেছে দিতে পারবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, দিতে পারবে। তবে ওযর ব্যতিত এরকম করা উচিৎ নয়।

كما فى العالمغيرية: حلق عانته بيده وحلق الحجام جائز ان غض بصره (ج٥ صـ٣٥٨ مكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩৫৮, মরদু কি লেবাস ৮২, জামিউল ফাতাওয়া-৩/১৮৩)

দাঁড়ি এক মুষ্টির চেয়ে লম্বা হলে কাটা

প্রশ্ন : দাঁড়ি কি পরিমাণ লম্বা হলে কাটতে পারবে?

উত্তর : দাঁড়ি যদি এক মুষ্টির চেয়ে বেশি লম্বা হয় তাহলে তিন দিক থেকে এক মুষ্টি পরিমাণ রেখে অতিরিক্ত দাঁড়ির বাড়তি অংশ কেটে ফেলা সুন্নত বা মুস্তাহাব।

وفى الترمذى : الحاصل ان عامة الكتب على ان القدر المسنون فى اللحية هو القبضة ولا بأس بتركها ما فوقها لكن الاخذ اولى (باب ماجاء فى الاخذ من اللحية ٢/١٠٥ اشرفية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/১০৫, হাশিয়ায়ে তিরমিযী ২/১০৫, হাশিয়ায়ে আবু দাউদ ১/৮, শামী ৬/৪০৭, ফাতহুল কাদীর ২/২৭০

দাঁড়ির সংজ্ঞা

প্রশ্ন : দাঁড়ি কাকে বলে এবং গালের উপরের চুল দাঁড়ির অন্তর্ভুক্ত কি না?

উত্তর : দাঁতের পাটি বা চোয়াল পাটির উপর উৎগত পশমকে দাড়ি বলে। গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী সমগ্র দন্ত পাটিকে দাড়ি বলে। তাই থুতনির উপরে উৎগত পশমগুলোও দাঁড়ির অন্তর্ভুক্ত। এবং গালের উপরের চুল দাঁড়ির অন্তর্ভুক্ত নয়।

وفى الشامية : ولذاحذف الزيلعى لفظ يجب وقال وما زاد يقص وفى شرح الشيخ

اسمعيل لا بأس بان يقبض على لحيته فاذا زاد على قبضته شى جزه كما فى المنية وهو سنة كما فى المبتغى وفى المجتبى والينابيع وغيرهمالا بأس باخذ اطراف اللحية اذا طالت ولا بنتف الشيب الاعلى وجة التزيين ولا بالاخذ من حاجبه وشعر وجهه مالم يشبه فعل المخنثين ولا يحلق شعر حلقه ـ (٤١٨/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ বুখারী ২/৮৭৫, শামী ২/৪১৮, দুররে মুখতার ২/৪১৮

দাঁড়ি কাটার ক্ষতি

প্রশ্ন : দাঁড়ি না রাখলে কি কবীরা গুনাহ হয়? কবীরা গুনাহ হয়ে থাকলে আমি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ চাই।

উত্তর : হ্যাঁ, কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে মুখের তিনদিকে কমপক্ষে এক মুষ্টি দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। ইহা ইসলামের নিদর্শন ও শিআর। আর কেটে ছেটে এক মুষ্টির কম করা এবং এক মুষ্টির পূর্বেই কাটা ছাটা ও মুন্ডানো হারাম ও কবীরাহ গুনাহ। এছাড়া দাঁড়ি পুরুষ মানুষের মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ও চেহারায় পুরুষত্ব ফুটিয়ে তোলে।

وفى صحيح البخارى : عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب وكان ابن عمر أذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه ـ (باب تقليم الا ظفار ٨٧٥/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা আল হাশর ৭, সূরা তূহা-৯৪, সূরা আল আহযাব ২১, বুখারী ২/৮৭৫, মুসলিম ১/১২৯, তিরমিযী ১/১০৫, আবু দাউদ ১/৮, নাসায়ী ১/৪, শামী ২/৪১৭

মহিলাদের চুল খাটো করার হুকুম

প্রশ্ন : মহিলাদের চুল খাটো করার বিধান?

উত্তর : মহিলাদের চুল পুরুষের ন্যায় ছোট করে কাটা যাতে করে পুরুষের মত দেখা যায় বা পুরুষের সাদৃশ্যতা অবলম্বনের জন্য হয়, তাহলে হারাম। তবে ওযরের কারণে কিছু ছোট করা বা কাটা জায়েয আছে।

وفى البحر الريق : واذا حلقت المرأة شعر رأسها فان كان لوجع اصابها فلا بأس به وان حلقت تشبها الرجال فهو مكروه ـ (جـ ٨ صـ ٢٠٥)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ২/২০৪, শামি ৬/৪০৭, আল বাহরুর রায়েক-৮/২০৫)

ফ্যাশন করে নখ বড় রাখা

প্রশ্ন : ফ্যাশন করে আঙ্গুলের নখ বড় রাখার বিধান কি?

উত্তর : ফ্যাশন করে আঙ্গুলের নখ বড় রাখা মাকরূহ। আর যদি ভিতরে নাপাকী জমে থাকে তাহলে হারাম।

كمافى الدر المختار: اذا اخره اليه تاخيرا فاحشا فيكره لان من كان ظفره طويلا كان رزقه ضيقا ـ (الحجر والاباحات ۲/٤٩۲)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৪৯, আলমগীরী ৫/৩৫৭, শামী ৬/৪০৫

রাত্রে চুল নখ কাটা

প্রশ্ন : রাতে চুল নখ ইত্যাদি কাটা যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, কাটা যাবে।

وفى الموسوعة الفقهية: اما التوقيت فى تقليم الاظفار فهو معتبر بطولها فمتى طلت قلمها ويختلف ذلك باختلاف الاشخاص والاحوال (احكام المتعلقة بالاظفار ١٧٠/٥)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৪৯ মাউসুআ ৫/১৭০

পাকা চুল তুলে ফেলার হুকুম

প্রশ্ন : যুবক যুবতীদের জন্য পাকা চুল উঠানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : নারী ও পুরুষ বার্ধ্যক্যে পৌঁছার পূর্বেই চুল পেকে যাওয়া একটি ত্রুটি যা অসুস্থতার জন্য হয়ে থাকে, এই পাকা চুল উঠিয়ে ফেলা উচিৎ নয়।

وفى العالمغيرية : نتف الشيب مكروه لتـزيـين لا لترهيب العدو. جـ٥ صـ٣٥٩

(প্রমাণ : শামী ৬/৪০৭, আলমগীরী ৫/৩৫৯, দারুল উলুম ৩/২০১)

চুলে বা দাড়ীতে মেহেদী লাগানো

প্রশ্ন : চুলে বা দাড়ীতে মেহেদী লাগানো বৈধ আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ চুলে বা দাড়ীতে মেহেদী লাগানো বৈধ আছে।

وفى مشكوة المصابيح : وعن ابن عباس قال مرعلى النبى رجل قد خضب بالحناء فقال ما احسن هذا ـ (جـ٢ صـ٣٨٢ باب الترجل مكتبة اشرفيه)

(প্রমাণ : মিশকাতুল মাছাবীহ-২/৩৮২, ইবনে মাজাহ ২৫৮,
ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ১৬/৩৩৯)

দাড়ি রাখা ওয়াজিব

প্রশ্ন : (ক) দাড়ি কি, কেন দাড়ি রাখবো, শরীআতের দৃষ্টিতে দাড়ি ফরয, ওয়াজি, সুন্নাত, না নফল, কোনটি?
(খ) দাড়ি রাখার ব্যাপারটি কুরআন বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না?
(গ) শরীআতের দৃষ্টিতে দাড়ির পরিমাণ কতটুকু, এবং পরিমাণ থেকে বেড়ে গেলে কি করবে?
(ঘ) দাড়িকে শরীআতের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে ছোট করা জায়েয কিনা? যদি জায়েয না থাকে তাহলে যদি কেউ শরীআত নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে ছোট করে বা মুণ্ডন করে তার কি গুনাহ্ হবে সগীরাহ্ না কবীরাহ্? এবং নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে ছোট করা ও মুণ্ডানোর মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : (ক) দাড়ি শব্দটি "উর্দু" বর্তমানে তা বাংলাতেও ব্যবহার হচ্ছে। এর আরবি হল لحية যার বাংলা অর্থ দন্ত পাটি বা চোয়াল পাটি। পরিভাষার অর্থে দণ্ড পাটি বা চোয়াল পাটির উপর উৎগত পশমকে দাড়ি বলে, গ্রহণ যোগ্য মত অনুযায়ী সমগ্র দন্ত পাটিকে لحية বলে তাই থুতনির উপরে উৎগত পশম গুলিও দাড়ির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। দাড়ি লম্বা করা ও মোচ খাট করা দ্বীনে তাওহীদের শিক্ষা যা, সকল নবীর শরীআতে ছিল। দাড়ি রাখা ওয়াজিব। যেহেতু দাড়ি রাখা সকল নবীর রীতি ছিল তাই একে সুন্নাতও বলা হয়। এতে কারো কারো ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় যে দাড়ি রাখাও অন্যান্য সধারণ সুন্নাতের মতো একটি সুন্নাত। তাই তা, রাখলে ভালো না রাখলে কোন গুনাহ্ নেই! এটা ভুল ধারণা। দাড়ি এমন কোন বিষয় না যা রাখা-না রাখার স্বাধীনতা রয়েছে, বরং এটা হল সুন্নাত তথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ওয়াজিব।
(খ) হ্যাঁ দাড়ি রাখার ব্যাপারটি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।
(গ) শরীআতের দৃষ্টিতে দাড়ির পরিমাণ হলো যার যার হাতের এক মুষ্টি, কারো দাড়ি এক মুষ্টির চেয়ে লম্বা হলে তা কেটে ফেলা মুস্তাহাব।
(ঘ) না, দাড়িকে শরীআতের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে ছোট করা জায়েয নাই। যদি কেউ দাড়ি ছোট করে বা মুণ্ডন করে তাহলে কবীরাহ্ গুনাহ্ হবে। দাড়িকে শরীআতের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে ছোট করা ও মুণ্ডন করা উভয়টি কবীরাহ্ গুনাহ্ হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নাই।

وفى حاشية الدر المختار : والقص فيها سنة وهو ان يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه - (كتاب الحظر فصل فى البيع جـ٢ صـ٢٥٠ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : সূরা ত্বহা-৯৪, শামী-২/৪১৮, হাশিয়ায়ে দুররে মুখতার-২/২৫০)

বাচ্চা দাড়ি রাখার শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন : নিম দাড়ি রাখা জরুরী কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, বাচ্চা দাড়ি যা নিচের ঠোঁটের অংশে হয়ে থাকে তাকে নিম দাড়িও বলা হয়। উহা কাটা বিদআত।

كما فى رد المحتار: نتف الفنيكين بدعة .... وهى شعر الشفة السفلى (ج٦ صـ٤٠٧ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৬/৪০৭, আলমগীরী ৫/৩৫৮, ফাতহুল বারী ১১/৫৭৫)

মহিলাদের দাড়ি উঠা

প্রশ্ন : কোন মহিলার দাড়ি উঠলে করণীয় কি?

উত্তর : মহিলাদের দাড়ি উঠলে কাটা মুস্তাহাব।

وفى الشامية: اذا نبت للمرأة لحية اوشوارب فلا تحرم ازالته بل تستحب.

(ج٦ صـ٣٧٣)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩৭৩, মাহমুদিয়া ৫/১৯৫, রহীমিয়া ২/২৪৭)

নখ কাটার সীমা ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : নখ কাটার কোন সীমা ও পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর : প্রতি সাপ্তাহে একবার নখ কাটা মুস্তাহাব, অন্তত দুই সপ্তাহে একবার কাটলেও চলবে, চল্লিশ দিনের বেশী অতিবাহিত হলে গুনাহগার হবে। নখ কাটার পদ্ধতি হলো, ডান হাতের শাহাদাৎ আঙ্গুল থেকে শুরু করে বাম হাত হয়ে পুনরায় ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলে এসে শেষ করবে। আর ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে বাম পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলে শেষ করবে।

وفى الشامية: ينبغى الابتداء باليد اليمنى والانتهاء بها فيبدأ بسبابتها ويختم بابهامها وفى الرجل بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى (ج٦ صـ٤٠٦)

(প্রমাণ : শামী ৬/৪০৫-৪০৬, দুররে মুখতার-২/২৫০, আলমগীরী-৫/৩৫৭)

প্রয়োজনে কালো খেজাব লাগানো

প্রশ্ন : অল্প বয়স্ক ছেলের চুল পেকে গেলে কালো খেজাব ব্যবহার জায়েয কি?

উত্তর : অল্প বয়স্ক ছেলে বা মেয়েদের যদি রোগের কারণে চুল পেকে সাদা হয়ে যায় তাহলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

রোগ দূর হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রয়োজন হলে কালো খেজাব ব্যবহার করতে পারবে। কেননা হাদীসে বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে ধোঁকা শামীল হওয়ার কারণে হারাম বলা হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ কালো না হয়ে অন্য রং হওয়া।

كما فى الموسوعة الفقهية: عن ابن شهاب قال كنا نختضب بالسواد اذا كان الوجه جديدا اى شبابا فلما نفض الوجه والاسنان اى كبرنا تركناه (جـ٢ صـ٢٨١)

(প্রমাণ : শামী ৬/৪২২, জাওয়াহিরুল ফিকহ ২/৪২৪, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২/২৮১, আলমগীরী ৫/৩৫৯, দারুল উলূম ১৬/২৪০)

ভ্রু প্লাক করার হুকুম

প্রশ্ন : ভ্রু চিকন করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ভ্রু চিকন করা জায়েয নেই। কারণ হাদীসে যারা নিজেদের শরীরে কোন পরিবর্তন আনে তাদের ব্যাপারে লানত এসেছে। আর ভ্রু প্লাক করা আল্লাহর সৃষ্টিতে হস্তক্ষেপের শামীল।

وفى فتح البارى: قوله المتنمصات ويقال ان النماص يختص بازالة شعر الحاجبين ترفيعهما او تسويتهما قال ابو داود فى السنن النامصة التى تنفش الحاجب حتى ترقه (جـ١١ صـ ٥٧٥)

(প্রমাণ : মিশকাত ২/৩৮১, ফাতহুল বারী ১১/৫৭৫, মুসলিম শরীফ ২/২০, শরহে মুসলিম ২/২০৫, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ১৪/৮১)

ওয়াক্ফ

নাবালেগ ও অমুসলিমের ওয়াক্ফ

প্রশ্ন : ওয়াকফ সহীহ হওয়ার জন্য ওয়াকফকারী মুসলমান হওয়া শর্ত কি না? এবং নাবালেগের ওয়াকফ শরীআতের দৃষ্টিতে সহীহ কি না?

উত্তর : ওয়াক্ফকারী মুসলমান হওয়া শর্ত না। এবং নাবালেগের ওয়াক্ফ শরীআতের দৃষ্টিতে সহীহ নাই।

وفى العالمغيرية : واما شرائطه فمنها العقل والبلوغ فلا يصح الوقف من الصبي...ومنها الحريرة وامّا الاسلام فليس بشرط. ج۲ صـ۳۵۲

(প্রমাণ : আলমগীরী ২/৩৫২, শামী ৪/৩৪০, আল বাহরুর রায়েক-৫/১৮৮)

রেজিস্ট্রি ব্যতিত দাগ উল্লেখ করে জমি ওয়াক্ফ করা

প্রশ্ন : বাইতুলহুদা জামে মসজিদ ও ইহসানিয়া ফুরকানিয়া মাদরাসার সামনে জনাব আলহাজ্ব শামসুল হক খাঁন সাহেব বলেন, আমি নতুন করে মসজিদের জন্য ৭১, ৭২, ৭৩ নম্বর দাগ হইতে সাড়ে ৩ শতাংশ জায়গা দিলাম (ওয়াকফ করলাম) এবং উনি আরো বলেন, আমি দুই বৎসর পর রেজিস্ট্রি করে দিবো, এর দ্বারা কি তার উক্ত জায়গা ওয়াক্ফ হয়েছে কি না?

উত্তর : জনাব আলহাজ্ব শামসুল হক খাঁন সাহেব যে বলেছেন, আমি মসজিদের জন্য নতুন করে ৭১, ৭২, ৭৩ নম্বর দাগ হইতে সাড়ে ৩ শতাংশ জায়গা দিলাম, শুধু তার একথার দ্বারাই উক্ত জায়গা ওয়াক্ফকৃত হয়ে গেছে, চাই সে রেজিস্ট্রির কথা উল্লেখ করুক বা না করুক, কারণ রেজিস্ট্রি হলো, সরকারি তালিকাভুক্ত করা, যাতে অন্যান্য পেরেশানী থেকে বাঁচা যায়। তাই শুধু ওয়াক্ফের নিয়ত করে মৌখিকভাবে বলার দ্বারাই ওয়াক্ফ হয়ে যাবে।

وفى التاتارخانية : ولو قال ارضى هذه موقوفة او قال وقفت ارض هذه او دارى هذه وفى "النوازل" او قال ارضى هذه وقف او قال: جعلت ارضى وقفًا او قال جعلتها مرقوفة) فعلى قول ابى يوسف تكون وقفا... وكان مشائخ بلخ يفتون بقول ابى يوسف... ونحن نفتى به ايضًا ـ (ج٤ صـ۳۷۲ مكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ৪/৩৭২, সিরাজিয়্যাহ ১/৩৯৪, আল ফিকহুল ইসলামী ও আদিল্লাতুহু ৮/১৭০)

অন্যের জমি ওয়াক্ফ করা

প্রশ্ন : আমি মুহাম্মাদ হেকমত আলী প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে মুহাম্মাদ আব্দুল বারেক এর কাছ থেকে ১৬.৫ শতাংশ জমি ক্রয় করি। উক্ত জমি সরকারি ভাবে বিক্রেতার কাছ থেকে দলিল করে নেয়নি। তবে জমির মূল্য পরিশোধ করেছি। বিগত কয়েক বছর পূর্বে এলাকার কিছু কুচক্রী মহল জমির পূর্বমালিক আঃ বারেকের কাছ থেকে জোর পূর্বক ভাবে উক্ত ১৬.৫ শতাংশ জমি মসজিদের নামে ওয়াকফ করে নেয়। মূলত সে এখনও উক্ত ওয়াকফের উপর রাজি না। যা সে স্থানীয় উলামায়ে কেরামের কাছেও স্বীকার করেছে যে, তার কাছ থেকে উক্ত জমি জোর পূর্বক ভাবে অজ্ঞান করে দলিল করে নেয়া হয়।

উল্লেখ থাকে যে, আমি উক্ত জমি ক্রয় করার কিছু দিন পর ৩ শতাংশ জমি পাঞ্জেগানা মসজিদের জন্য এ শর্তে দিয়েছিলাম যে, যখন আমার উক্ত জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়া হবে তখন আমি তা মসজিদের নামে রেজেস্ট্রি করে দিব এবং উক্ত মসজিদে এখন পর্যন্ত জুমআ চালু হয়নি বরং পাঞ্জেগানা মসজিদ হিসাবেই আছে। এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করার বিধান কি? এবং উক্ত মসজিদে নামায আদায় করলে নামায হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী শরয়ী সমাধান পেশ করা হলো-

(ক) ক্রয় সহীহ হওয়ার ভিত্তিতে উক্ত ১৬.৫০ শতাংশ জমির বর্তমান মালিক মুহাম্মাদ হেকমত আলী। সরকারিভাবে দলিল না করায় তার মালিকানায় কোনো ক্রটি হবে না।

(খ) পূর্বের মালিক জনাব আব্দুল বারেক সাহেবের ওয়াকফের সময় উল্লেখিত জমি মালিকানাধীন না থাকায় তার ওয়াকফ করার দ্বারা ওয়াকফ বৈধ হয় নাই।

(গ) স্বেচ্ছায় তিন শতাংশের বেশী জায়গা ওয়াকফ না করায়, তিন শতাংশের বেশী জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ হবে না এবং তিন শতাংশের চেয়ে অতিরিক্ত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করে নামায পড়লে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে।

(ঘ) কোনো জায়গা মসজিদের জন্য অনুমোদন দিলেই ওয়াকফ হয়ে যায়। ওয়াকফ সহীহ হওয়ার জন্য রেজিস্ট্রি করার প্রয়োজন নেই। তাই মসজিদের জন্য উক্ত ৩ শতাংশ জায়গা দিয়ে দিতে হবে। মসজিদ কমিটি ও মুসল্লীগণের উপর ওয়াজিব হলো বাকি ১৩.৫০ শতাংশ জমির মূল মালিক জনাব হেকমত আলী সাহেবের মালিকানাধীন করে দেওয়া।

وفى العالمغيرية : واما شرائط الوقف فمنها الملك وقت الوقف. (ج٢ صـ٣٥٣ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : সূরা নিসা-২৯, বুখারী শরীফ ১/৩৩২, আলমগীরী ২/৩৫৩, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৮/১৫২, ৪/১১১, ১/৮১৪)

শরয়ী ওয়াকফের সংজ্ঞা

প্রশ্ন : শরয়ী ওয়াকফ কাকে বলে, এবং তার বিধান কি?

উত্তর : কোন কিছু সাওয়াবের নিয়াতে আল্লাহ তায়ালার জন্য সোপর্দ করা, এবং ওয়াকফ করা মুস্তাহাব, তবে তার ফজিলত অনেক বেশি।

كمافى الشامية : وصورته ان يوصى بغلة هذه الدار للمساكين ابدا او لفلان وبعده للمساكين ابدا فان الدار تصير وقفا ـ (كتاب الوقف ٣٤٠/٤ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/৩৪০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪০৭, দুররে মুখতার ১/৩৭৭, আলমগীরী ২/৩৫২

গাছ ব্যতিত জমি ওয়াক্ফ করা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি নিজের এমন জমিকে ওয়াকফ করে যাতে গাছ রয়েছে এবং গাছ বাদ দিয়ে শুধু জমি ওয়াকফ করে তাহলে তার ওয়াকফ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : জমিনের গাছ বাদ দিয়ে শুধু জমি ওয়াকফ করলে ওয়াকফ সহীহ হবে না।

وفى التاتارخانية : رجل وقف ارضا فيها اشجار واستثنى الاشجار لا يجوز الوقف. (كتاب الوقف جـ٤ صـ٣٨٢ دار الايمان)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৩/৩৫৫, তাতার খানিয়া ৪/৩৮২, কাযীখান ৩/৩০৮, শামী ৪/৪৫৫, আল বাহরুর রায়েক ৫/১৯১)

ওয়াকফ করার পর তা পরিবর্তন করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি মাদরাসায় কোন জমিন ওয়াকফ করে, এবং ওয়াকফ করার পর কোন কারণে পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে তা জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : না, কোন ব্যক্তির জন্য এই অধিকার নেই যে, ওয়াকফ করার পর তা পরিবর্তন করবে। তবে কাজী যদি পরিবর্তন করার মধ্যে ভাল মনে করেন, তাহলে তার জন্য পরিবর্তন করার অধিকার আছে।

وفى البحر الرائق : اما بدون الشرط اشار فى السيرانه لا يملك الاستبدال الا القاضى اذا رأى المصلحة فى ذلك ـ (كتاب الوقف ٢٢٢/٥ رشيدية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৩৮৩, খানিয়া ৩/৩০৬, আল বাহরুর রায়েক ৫/২২২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪১০

হেবাকৃত জমি ওয়াকফ হিসাবে গণ্য হবে

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য হেবাকৃত জমি ওয়াকফ হিসাবে গণ্য হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, ওয়াকফ হিসাবে গণ্য হবে।

وفى التاتارخانية: وهبت دارى للمسجد او اعطيتها له صح ويكون تمليكا فيشترط التسليم ـ (كتاب الوقف ٤/٤٧٠دارالايمان)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ২/৪৬০, তাতারখানিয়া ৪/৪৭০, আল ফিকহুল ইসলামী ৮/২০০

টাকা পয়সা কাপড়াদি ওয়াকফ করা

প্রশ্ন : যদি কেউ দিরহাম, দিনার বা কোনো কাপড় বা পরিমাপক বস্তু ওয়াক্ফ করে তাহলে কি তার এই ওয়াক্ফ সহীহ্ হবে?

উত্তর : প্রশ্নোল্লোখিত বস্তুসমূহের ওয়াক্ফ মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রচলন থাকার কারণে বৈধ আছে।

كما فى الدر المختار : صح ايضا وقف كل منقول قصدا فيه تعامل للناس كفأس، وقدوم و دراهم ودنانير.. ومكيل وموزون. (ج١ صـ٣٨٠)

(প্রমাণ : শামী-৪/৩৬৪, হিদায়া-১/৬৪০, ইনায়া-৫/৪৩১, দুররে মুখতার-১/৩৮০)

স্থানান্তর করা যায় এমন বস্তুর ওয়াকফ

প্রশ্ন : কেউ যদি স্থানান্তর করা যায় এমন বস্তু যেমন ঃ কুড়াল, গাছ, টাকা, পয়সা ইত্যাদি ওয়াক্ফ করে তাহলে তাহার ওয়াকফ করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : আমাদের দেশে মানুষের মাঝে উল্লেখিত বস্তুসমূহের ওয়াকফ করার বহু প্রচলন থাকার দরুণ ওয়াকফ করা জায়েয আছে।

كما فى بدائع الصنائع : ولو وقف اشجارًا قائمة فالقياس ان لا يجوز لأنه وقف المنقول وفى الاستحسان يجوز لتعامل الناس ذلك. (وقف جـ٥ صـ٣٢٩ زكريا)

(প্রমাণ : বাদায়ে-৫/৩২৯, শামী-৪/৩৬৩, ফাতহুল কাদীর-৫/৪৪১, হিদায়া-১/৬৪০)

প্রতিবেশীর জন্যে ওয়াক্ফ করা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি তার প্রতিবেশীদের উপর কোনো বস্তু ওয়াক্ফ করে, তাহলে সেই ওয়াক্ফকৃত বস্তু কাদের উপর খরচ করা হবে?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি তার প্রতিবেশীদের উপর কোনো বস্তু ওয়াক্ফ করে, তাহলে সেই ওয়াক্ফকৃত বস্তুকে হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে ওয়াক্ফকারীর বাড়ির সংলগ্ন বসবাসকারী প্রতিবেশীদের উপর খরচ করা হবে, চাই বাড়ির সংলগ্ন বসবাসকারী প্রতিবেশী, সংলগ্ন বসবাস স্থানের মালিক হোক, বা না হোক। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে বসবাস করা শর্ত স্থানের মালিকানা শর্ত না) সুতরাং যদি বসবাসকারী স্থানের মালিক না হয়, তবুও

বসবাসকারী পাবে। স্থানের মালিক পাবে না। ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে ওয়াক্ফকৃত বস্তু যে ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি এবং যারা মহল্লার মসজিদে একত্রিত হয়, তাদের উপর খরচ করা হবে, আর উক্ত প্রতিবেশীদের মধ্যে আযাদ, মুকাতাব, গোলাম, পুরুষ, মহিলা, বড়, ছোট, মুসলিম, অমুসলিম সকলে মাথাপিছু হারে সমানভাবে অংশ পাবে। তবে মুদাব্বার, গোলাম ও উম্মে ওয়ালাদ কোনো অংশ পাবে না।

كما فى العالمغيرية : وقف على جيرانه ففى القياس يصرف الملاصق وفى الاستحسان يصرف الى من يجمعه واياهم مسجد المحلة كذا فى الوجيز ثم فى ظاهر مذهب ابى حنيفة رحمه الله ان الشرط السكنى مالكا كان الساكن او غير مالك هو الصحيح...... (الفصل الخامس فى الوقف على جيرانه ج٢ صـ٣٩٠ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ২/৩৯০, তাতার খানিয়া ৪/৪৩৩, খানিয়া ৩/৩৩০, বায্যাযিয়া ৬/২৭৮)

ওয়াকফকৃত জমি বিক্রি করা

প্রশ্ন : যদি কোনো ওয়াকফকৃত জমি থেকে গিল্লা (অর্থাৎ ফসল, আয়) উৎপাদন না হয়, তাহলে উহাকে বিক্রি করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : যদি ওয়াকফকারী (অর্থাৎ দানকারী) ওয়াকফ নামার মধ্যে জমি বিক্রি করার অনুমতি দেয়, অথবা ওয়াকফ এমন অবস্থায় হয় যে, উহার দ্বারা কোনো উপকার হাছেল করা যায় না, তাহলে জমি বিক্রি করার অনুমতি আছে, যদি কোনোরকম উপকার হাছেল করা যায়, তাহলে উহাকে বিক্রি করা জায়েয নাই।

كما فى العالمغيرية : اذا شرط اصل الوقف ان يستبدل به ارضا اخرى اذا شاء ذلك فتكون وقفا مكانها فالوقف والشرط جائزان عند ابى يوسف رحمه الله تعالى وكذا لو شرط ان يبيعها ويستبدل بثمنها مكانها وفى الوقعات القاضى الامام فخر الدين قول هلال رحـ مع ابى يوسف رحـ وعليه الفتوى ـ (باب الوقف ج٢ صـ٣٩٩ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ২/৩৯৯, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৩৯, দুররে মুখতার ৪/৩৮৭)

ওয়াকফের জমি অন্য জমি দ্বারা পরিবর্তন করা

প্রশ্ন : মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত জমি অন্য কোনো জমি দ্বারা এওয়াজ বদল করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : না। মাদরাসার জন্য যে জমি ওয়াকফ করা হয়েছে তা অন্য জমি দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েয নেই।

كما فى العالمغيرية : ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط الاستبدال لم يكن له ان يبيعها ويستبدل بها وان كانت ارض الوقف سبخه لا ينتفع بها (فيما يتعلق بالشرط فى الوقف جـ٢ صـ٤٠١ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ২/৪০১, শামী ৪/৩৮৪, বাদায়ে ৫/৩৩০, তাতার খানিয়া ৪/৪১৫)

ওয়াক্ফকৃত ঘর ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : যদি ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী ওয়াকফকৃত ঘর তার ছেলেকে ভাড়া দেয়, তাহলে সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, মুতাওয়াল্লী ওয়াকফকৃত ঘর তার ছেলেকে ভাড়া দিলে সহীহ হবে, শর্ত হলো ছেলে বালেগ হতে হবে এবং প্রচলিত ভাড়া থেকে বেশী ভাড়া হতে হবে।

وفى الشامية : المتولى اذا اجر دار الوقف من ابنه البالغ او ابيه لم يجز عند ابى حنيفة الا باكثر من اجر المثل ـ (كتاب الوقف جـ٤ صـ٤٥٦ ايچ ايم)

(প্রমাণ : শামী ৪/৪৫৬, দুররে মুখতার ১/৩৯৩, আলমগীরী ২/৪২১, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৩৫, তাতার খানিয়া ৫/৪১০)

মসজিদের জন্য জমি ওয়াকফ করার পর দ্বিতীয়বার মালিকানা দাবি করা

প্রশ্ন : অনেক বছর আগে একটি জমিন মসজিদের জন্য ওয়াকফ করেছে, কিন্তু এখন ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয়বার ঐ জমিনের মালিকানা দাবি করতেছে তার উক্ত দাবি শরয়ীভাবে বৈধ কিনা?

উত্তর : যদি ঐ জমিনের ওয়াকফ হওয়াটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়, তাহলে ঐ জমিন মসজিদ হিসাবেই থাকবে, এবং তার মালিকানা দাবি করে ফেরত নেয়া শরয়ীভাবে বৈধ হবে না।

كما فى الهداية:ومن اتخذ ارضه مسجدا لم يكن له ان يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه لا نه يحرز عن حق العباد وصار خالصا لله تعالى ـ كتاب الوقف ٢/٤٦٥ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৪৬৫, হিন্দিয়া ২/৩৫২, শামী ৪/৩৫২

কাজী ওয়াকফকৃত জমি পরিবর্তন করতে পারবে

প্রশ্ন : কাজীর জন্য ওয়াকফকৃত জিনিস পরিবর্তন করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, কাজীর জন্য ওয়াকফকৃত জিনিস পরিবর্তন করা জায়েয আছে। যদি তিনি তাতে কল্যাণ মনে করেন।

كما فى قاضى خان على ها مش الهندية: اما بدون الشرط اشار فى السيرانه لا

يملك الاستبد ال الا القاضى اذا رأى المصلحة فى ذلك ـ ·فصل فى ٣٠٦/٣ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া সূত্রে কাযীখান ৩/৩০৬, কুদুরী ১৩৯, বেনায়া ৭/৪৫২, তাতারখানিয়া ২/৩৫৫, খুলাসা ৪/৪০৮

ওয়াকফকৃত নলকূপ থেকে বাগানে পানি দেয়া

প্রশ্ন : এক মসজিদের জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে নলকূপের জন্য দানকৃত মসজিদ ফাণ্ডের টাকা দিয়ে একটি আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ নির্মাণ করা হয়। যার মূল পাইপ থেকে তিনটি লাইন বের করা হয়। তৃতীয় লাইনটি বন্ধ রয়েছে। এখন মসজিদ সংলগ্ন বাড়িওয়ালা চাইতেছে যে, সে লাইনটি নিজ কারেন্ট খরচে তথা নিজের মটর দিয়ে মূল পাইপ থেকে তৃতীয় লাইন দিয়ে পানি উত্তোলন করে নিজের বাড়ির ফুলগাছে পানি দিবে। এছাড়াও উক্ত লাইন থেকে তার কারেন্ট খরচ তথা তার মটর দিয়ে পানি উত্তোলন করে মসজিদ সংস্কারের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার হবে। উক্ত ব্যক্তি বর্ণিত সুরতে তার নিজের বাড়ির ফুল গাছে পানি দিতে পারবে কি না?

উত্তর : যেহেতু উল্লেখিত আর্সেনিক মুক্ত নলকূপটি এলাকাবাসীর দানকৃত মসজিদ ফাণ্ডের টাকা অর্থাৎ ওয়াক্‌ফকৃত টাকা দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। আর মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত কোনো জিনিস মসজিদের মুসল্লীদের প্রয়োজন ব্যতিত অন্য কারোর জন্য ব্যবহার করা জায়েয নেই। তাই উল্লেখিত মসজিদের নলকূপ থেকে দ্বিতীয় লাইন যেটি জনসাধারণ ব্যবহার করতেছে। উহা তাদের জন্য ব্যবহার করা জায়েয নাই। তবে যদি দাতাদের অনুমতি থাকে তাহলে জন সাধারণের জন্য বৈধ হবে। আর তৃতীয় লাইন যেটি বন্ধ আছে উহা যদি মসজিদ সংলগ্ন বাড়িওয়ালা নিজ কারেন্ট খরচে তথা তার মটর দিয়ে পানি উত্তোলন করে মসজিদ সংস্কারের ক্ষেত্রে বা অন্য কাজে ব্যবহার করে তাহলে সে এর জন্য সাওয়াব পাবে। তবে তার ফুল বাগানে বা অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু ভাড়া নির্ধারণ করে ব্যবহার করতে পারবে।

وفى البحر الرائق : وليس لمتولى المسجد ان يحمل سراج المسجد الى بيته.

(كتاب الوقف جـ٥ صـ٢٥٠ رشيدية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-৬/২৭০, ফাতহুল কাদীর-৫/৪৪৬, বাদায়ে-৫/৩৩০, আল বাহরুর রায়েক-৫/২৫০, বিনায়া-৭/৪৫৬, দারুল উলুম-২/৬৫০ মাহমুদিয়া-১৮/১২৬)

ওয়াক্ফের মাল ধ্বংস হলে করণীয়

প্রশ্ন : ওয়াকফের ভিত্তি ও সরঞ্জামাদী যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে উহার হুকুম কি?

উত্তর : ওয়াকফের ভিত্তি ও সরঞ্জামাদী ধ্বংস হয়ে গেলে এর হুকুম হলো, প্রয়োজন হলে মুতাওয়াল্লী উহা ওয়াকফের ভবনের কাজে লাগাবে, অন্যথায় সংরক্ষণ করে রাখবে। যখন প্রয়োজন হবে তখন কাজে লাগাবে। আর যদি এমন হয় যে, উহা কাজে লাগানো সম্ভব না বা যোগ্য না, তাহলে বিক্রি করে মূল্য কাজে লাগাবে।

كما فى الدر المختار : وصرف الحاكم او المتولى حاوى نقضه او ثمنه ان تعذر اعادة عينه الى عمارته ان احتاج والا حفظه ليحتاج الا اذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه يحتاج حاوى ولا يقسم النقض او ثمنه بين مستحق الوقف لان حقهم فى المنافع لا العين ـ (كتاب الوقف جا صـ٣٨٢ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৩৮২, শামী-৪/৩৭৬, আলমগীরী-২/৩৬৯, হিদায়া-২/৬৪২, ফাতহুল কাদীর-৫/৪৩৬)

এক মাহফিলের টাকা অন্য মাহফিলে খরচ করা

প্রশ্ন : এক মাদরাসার মুহতামিম সাহেব এক মসজিদের সভাপতি সাহেবকে বললেন, আপনি আপনার মসজিদের থেকে আমার মাদরাসার মাহফিলের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিবেন, তখন মসজিদের সভাপতি সাহেব মসজিদে গিয়ে মুসল্লীদেরকে বললেন, অমুক মাদরাসার মুহতামিম সাহেব মাদরাসার মাহফিলের জন্য পাঁচ হাজার টাকা আমাদের কাছে দাবি করিয়াছে, তখন লোকজন মাদরাসার মাহফিলের কথা শুনে যে যা পারে টাকা দিতে শুরু করেন, টাকার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ালো সাত হাজার, এখন আমার জানার বিষয় হলো, মুহতামিম সাহেবকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বাকি টাকা অন্য মাহফিলে খরচ করা যাবে কি না?

উত্তর : দাঁতাদের সম্মতি ক্রমে হলে জায়েয আছে অন্যথায় জায়েয হবে না।

وفى الشامية : فان شرائط الواقف معتبرة اذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله ان يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصية وله ان يخص صنفا من الفقراء.

(باب الوقف جـ٤ صـ٣٤٣ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৪/৩৪৩, মিনহাতুল খালেক ৫/২০৩, দুররে মুখতার-১/৩৮১)

মসজিদ-মাদরাসা

মসজিদের পাশে ইমাম সাহেবের স্ত্রী নিয়ে থাকা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের উত্তর পার্শ্বে ইমাম সাহেবের কামরা, জানার বিষয় হলো, উক্ত ইমাম সাহেবের রুমে, ইমাম সাহেব তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকতে পারবেন কি না? উল্লেখ থাকে যে, উক্ত জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াকফ করেছেন যিনি তিনিই ইমামের রুম বানিয়ে দিয়েছেন।

উত্তর : মসজিদের উত্তরে ইমামের রুমে ইমাম সাহেব তার পরিবার নিয়ে থাকতে পারবেন। তবে ইমামের রুমের উত্তর পার্শ্বের যতটুকু অংশ মসজিদের দেওয়ালের সাথে লাগানো এর মাঝে অন্য আরেকটি দেওয়াল বা বেড়া দিয়ে নেয়া উত্তম যাতে করে মসজিদের পূর্ণ আদব রক্ষা হয়। এবং ইমাম সাহেবের ফ্যামিলীর জন্য আলাদা টয়লেট ও গোসলখানা বানিয়ে দেয়া যাতে পর্দার লঙ্ঘন না হয়।

كما فى العالمغيرية : وللمؤذن ان يسكن فى بيت هو وقف على المسجد وكذا فى الغرائب. (جـ٥ صـ٣٢٠ الفصل الخامس فى اداب المسجد مكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩২০, হাশিয়ায়ে সিরাজিয়া ৩৯৮, ফাযায়েলু মাসজিদ ১২)

রসুন পিয়াজ খেয়ে মসজিদে যাওয়া

প্রশ্ন : রসুন, পিয়াজ খাওয়া এবং খাওয়ার পরে মুখ পরিষ্কার না করে মসজিদে যাওয়া বৈধ কি না?

উত্তর : রসুন-পিয়াজ খাওয়ার মধ্যে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু তা কাঁচা খাওয়ার পরে মুখ পরিষ্কার করা ব্যতিত মসজিদে প্রবেশ করা মাকরুহে তাহরীমি।

وفى الشامية : (قوله واكل ثوم) اى كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة قال الامام العينى فى شرحه على صحيح البخارى قلت علة النهى اذى الملائكة واذى المسلمين ولا يختص بمسجده عليه الصلاة والسلام بل الكل سواء لرواية مساجدنا بالجمع ـ (كتاب الصلاة جا صـ٦٦١ سعيد)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ-১/২৯, দুররে মুখতার-১/৯৪, শামী-১/৬৬১)

মসজিদে রেডিওতে খবর শ্রবণ করা

প্রশ্ন : মসজিদে রেডিওতে খবর শ্রবণ করা বা পত্রিকা পড়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : মসজিদ হলো ইবাদতের স্থান। দুনিয়াবী কোন আলোচনা বলা এবং তা ইচ্ছা করে শ্রবণ করা জায়েয নাই। আর খবর যেহেতু দুনিয়াবী বিষয় তাই তা মসজিদে বসে শ্রবণ করা উচিত না।

ছবি ছাড়া দ্বীনি পত্রিকা হলে মসজিদে বসে পড়া জায়েয আছে। আর যদি প্রাণীর ছবিযুক্ত পত্রিকা হয় তাহলে মসজিদে বসে পড়া জায়েয হবে না।

كما فى الدر المختار: ويكره انشاد ضالة وشعر الامافيه ذكر (جـ١ صـ ٩٣)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৩, শামী ১/৬৬০-৬৬২, আলমগীরী ৫/৩২১)

মসজিদের টাকা অন্যকে কর্জ দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের টাকা অন্যকে কর্জ দেয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : যদি কর্জের টাকা উসুল হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে, তাহলে কমিটি পরামর্শ করে মসজিদের টাকা কর্জ দিতে পারবে। তবে মসজিদের টাকা কর্জ দেয়া বা নেয়া থেকে বিরত থাকাই উত্তম। আর যদি পরামর্শ ছাড়া মুতাওয়াল্লি একা কর্জ দেয়, তাহলে এক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লি যামেন হবে।

وفى البحر الرائق : ليس للمتولى ايداع مال الوقف والمسجد الامن فى عياله ولا اقراضه فلو اقرضه ضمن وكذا المستقرض وذكر ان القيم لو اقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو احرز من امساكه فلا بأس به وفى العدة يسع المتولى اقراض ما فضل من غلة الوقف لو احرز ـ (كتاب الوقف ٢٣٩/٥ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ২/৪৯০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪২৩, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৩৯

মসজিদে মান্নতের বিধান

প্রশ্ন : কোন মসজিদে মান্নতকৃত টাকার ব্যয়ের খাত হবে কি?

উত্তর : মসজিদে মান্নাত করলে মান্নাত শুদ্ধ হবে না। কেননা মান্নাত সহীহ হওয়ার জন্য ইবাদতে মাকছুদা হতে হবে। আর মসজিদে মান্নাত করাটা এরূপ নয়। তবে যদি কেউ মসজিদের নামে মান্নতকৃত টাকা দিয়েই ফেলে তাহলে তা নফল সদকা বলে গণ্য হবে এবং তা মসজিদের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যাবে।

وفى بدائع الصنائع: ان من شرط صحة النذر ان يكون المنذوربه قربة مقصودة ـ ٢٣٠/٤)

প্রমাণ ঃ সূরা হজ্ব ২৯, তানবীরুল আবছর ৩/৭৩৫, বাদায়ে ৪/২৩০,

ওয়াকফকৃত জমি ওয়াকফকারী বিক্রয় করাতে পারবে না

প্রশ্ন : ওয়াকফকৃত জমি ওয়াকফকারী বিক্রয় করতে পারবে কি না?
উত্তর : না, ওয়াকফপূর্ণ হওয়ার পরে বিক্রয় করতে পারবে না।

كما فى الهداية : واذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه (كتاب الوقف ٢/ ٦٤٠)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৬৪০, শামী ৪/৩৫২, বাদায়ে ৫/৩৩০, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৫১

মসজিদের পুরাতন কুরআন শরীফের হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদের পুরাতন কুরআন শরীফ যা পড়ার উপযোগী না এগুলো কি করবে?
উত্তর : তেলাওয়াতের অনুপযোগী কোরআনের কপি পানিতে ডুবিয়ে দিবে। অথবা কাপড়ে পেঁচিয়ে মাটির নিচে এমন স্থানে দাফন করে রাখবে যে স্থান সমূহে সাধারণত মানুষ চলাচল করে না। তবে পানিতে ভাসানোর চেয়ে মাটির নিচে দাফন করে রাখাটাই উত্তম।

كما فى الدر المختار مع الشامية : الكتب التى لا ينتفع بها يمحى عنها اسم الله وملا ئكته ورسله ويحرق الباقى ولا بأس بان تلقى فى ماء جار كما هى او تدفن وهو احسن ـ (فصل فى البيع ٦/ ٤٢٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৪২২, সিরাজিয়া ৩১৩

মসজিদের জিনিস ক্রয় করে নিজে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : মসজিদের জিনিস খরীদ করে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়েয কি না?
উত্তর : হ্যাঁ, মসজিদের জিনিস ক্রয় করার পর তা নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েয।

كمافى الهندية : القيم اذا اشترى من غلة المسجد حانوتا أو دارا أن يستغل ويباع عند الحاجة جاز ان كان له ولا ية الشراء واذا جازله أن يبيعه ـ (مطلب الوقف المسجد ـ الخ ٢/٤٦٢ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ২/৪৬২, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৪৬, তাতারখানিয়া ৪/৪৭৫, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৫১, সিরাজিয়্যা ৪০০

সুদি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে মসজিদ-মাদ্রাসা বানানো

প্রশ্ন : সুদি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে মসজিদ মাদ্রাসা বানানো জায়েয আছে কিনা?
উত্তর : না, সুদি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে মসজিদ মাদ্রাসা বানানো জায়েয নেই।

كما فى القران المجيد : يا يها الذين امنوا اتقوا لله وذروا مابقى من الربوا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذ نوا بحرب من الله ورسوله ـ (سورة البقرة ٢٧٧)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৭৭, তাফসীরে মাযহারী, ৩/৪১০ তাফসীরে কাবির ৭-৮/৯৮ মিশকাত ১/২৪৪, আবু দাউদ ৪৭৩, হিদায়া ৩/৭৭

মসজিদের টাকা দিয়ে মিষ্টি বিতরণ করা

প্রশ্ন : মসজিদের টাকা দিয়ে মিষ্টি বিতরণ করা জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : না, জায়েয হবে না।

كمافى الشامية :علم ان عمارة الوقف زيادة فى زمن الوقف لا تجز بلا رضا المحسقين ـ (مطلب عمارة الوقف ٣٦٧/٤ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/৩৬৭, হিন্দিয়া ২/৪৬৩, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৫০, সিরাজিয়্যা ৩৯৭ তাতার খানিয়া ৪/৪৭৩

মসজিদের টাকা দিয়ে ব্যবসা করা

প্রশ্ন : মসজিদের টাকা দিয়ে মসজিদের উন্নয়নের জন্য মসজিদ কমিটি ব্যবসা করতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, ব্যবসা করতে পারবে।

كما فى الهندية : القيم اذا اشترى من غلة المسجد حانوتا او دارا ان يستغل ويباع عند الحاجة جاز ان كان له ولاية الشرء واذا جاز له ان يبيعه (الفصل الثانى فى الوقف على المسجد ٤٦٢/٢)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ২/৪৬২, সিরাজিয়া ৪০০, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৪৯, তাতার খানিয়া ৪/৪৭৫

মসজিদে ইমাম মুয়াযযিনের বাসস্থান নির্মাণ

প্রশ্ন : মসজিদে ইমাম মুয়াযযিনের বাসস্থান নির্মাণ করা বৈধ কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, বৈধ আছে। যদি অন্য জায়গা না থাকে।

وفى فتح القدير : يكون اولى بعمارته ونصب المؤذن فيه ـ (٤٤٢/٥)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/৩৮২, আলমগীরী ২/৪৬২, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৪২

কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামে ওয়াকফ করা

প্রশ্ন : কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামের ওয়াক্‌ফ করলে ওয়াকফ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে তার নামে ওয়াকফ করলে, গ্রহণ করার মাধ্যমে ওয়াকফ হয়ে যাবে।

كما فى الهندية : وان كان الوقف على رجل بعينه او رجال واخره للفقراء ـ (كتاب الوقف ٢/٣٦٨ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ২/৩৬৮, তাতার খানিয়া ৪/৩৭২, শামী ৪/৩৪২

মসজিদের জিনিস নিজের কাজে ব্যবহার

প্রশ্ন : ব্যক্তিগত কাজে মসজিদের ওয়াকফকৃত জিনিস ব্যবহার করা জায়েয কিনা?

উত্তর : না, জায়েয নাই। কেননা মসজিদের জিনিস মসজিদের বাহিরে ব্যবহার করা বৈধ নয়। তবে যদি ওয়াকফকারী ব্যক্তি ওয়াকফের সময় অন্যত্র ব্যবহার করার অনুমতি দেয় তাহলে জায়েয আছে।

وفى العالمكيرية : واذا اراد ان يصرف شيئا من ذلك الى امام المسجد او الى مؤذن المسجد فليس له ذلك الا ان كان الواقف شرط ذلك فى الوقف ـ (كتاب الوقف ٢/٤٦٣)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/৩৬০, আলমগীরী ২/৪৬৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪২৬

অবৈধ টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন : অবৈধ টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, মসজিদ নির্মাণের কাজে অবৈধ টাকা লাগাতে পারবে না।

وفى الشامية : قال تاج الشريعة اما لو انفق فى ذلك مالا خبيثا وما لا سببه الخبيث والطيب فيكره لان الله تعالى لايقبل الا الطيب (فى احكام المسجد ١/٦٥٨ سعيد)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/১৯৯, মিশকাত ১/১৬৭, শামী ১/৬৫৮, দুররে মুখতার ১/১৩৪

মসজিদের মাইক অন্য কাজে ব্যবহার

প্রশ্ন : মসজিদের মাইক অন্য কাজে ব্যবহার করা বৈধ কি না?

উত্তর : ওয়াকফ্‌কারীর অনুমতি থাকলে জায়েয আছে। অন্যথায় জায়েয নাই।

وفى العالمكيرية : ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه جميع الليل بل يقدرحاجة المصلين ويجوز الى ثلث الليل او نصفه اذا احتيج اليه للصلاة فيه ـ (باب المسجد ٢/٤٥٩ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ২/৪৫৯, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৭১

মসজিদ স্থানান্তর করা ও পুরাতন মসজিদের জায়গা ব্যবহার করা

প্রশ্ন : করম আলীর মোড় জামে মসজিদ দোহার, বিগত প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ প্রতিষ্ঠিত। আজ পর্যন্ত নিয়মিত জামাতের নামায ও জুমা আদায় হয়ে আসছে। কিন্তু সেটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে হওয়ার কারণে মুসল্লিদের যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, পার্শ্ববর্তী মিলের আওয়াজের দরুণ নামাজে মনোযোগ ব্যাঘাত ঘটে, এবং মিলের ধুলাবালির কারণে মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখা প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় মসজিদ কমিটি ও মুসল্লিদের ইচ্ছা হল ঐ একই জমিনের অন্য প্রান্তে বর্তমান মসজিদটি স্থানান্তর করা, এবং বর্তমান মসজিদের জায়গাকে দাতার নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করা, সুতরাং তাদের এ চাওয়া শরীয়তসম্মত কিনা...?

উত্তর : যে স্থানে একবার মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং ঐ মসজিদে নামায আদায় করা হয়। তাহলে সে স্থান কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদই থাকিবে। তাই উক্ত মসজিদকে কোন অবস্থায়ই স্থানান্তর করা জায়েয নেই। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ স্থানান্তর করেও ফেলে তাহলে ঐ স্থানটি চিরকাল মসজিদ হিসাবেই রাখতে হবে। এবং তার সম্মান মর্যাদা রক্ষার্থে চার দেয়ারী করে হেফাজত করতে হবে। উক্ত স্থান অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা বা বিক্রি করা জায়েয নেই।

وفى البحر الرائق : وقال ابو يوسف هو مسجد ابدا الى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد اخر سواء كانوا يصلون فيه اولا وهو الفتوى كذافى االحاوى القدسى ـ (احكام المساجد ٥/٢٥١)

প্রমাণ ঃ সূরা জ্বিন ১৮, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৫১, শামী ৪/৩৫৮, ফাতাওয়ায়ে উসমানী ২/৫১২

মসজিদের মিম্বারে কুরআন ও হাদীসের কিতাব রাখা

প্রশ্ন : মসজিদের মিম্বারে কুরআন শরীফ অথবা অন্য কোন হাদীসের কিতাব বা ইসলামী বই রাখা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ইমাম সাহেব মিম্বারে বসা অবস্থায় মিম্বারের কোন তাকে কিতাব রাখা জায়েয নাই। যেমন কুরআন শরীফ অথবা অন্য কোন হাদীসের কিতাব এবং ইসলামী বই, কেননা এতে হয়ত কুরআন শরীফ ইমাম সাহেবের পিছনে থাকবে অথবা তার বসার পাশে থাকবে যা কুরআনকে মারাত্মকভাবে অসম্মানী করার নামান্তর। আর যখন ইমাম সাহেব বসা থাকবে না তখনও রাখা বেআদবী কেননা মিম্বারকে বানানো হয়েছে তাতে বসে খোৎবা দেওয়ার জন্য কিতাব রাখার জন্য নয়। তবে মিম্বারের উপরের তাকে যেখানে ইমাম সাহেব সাধারণত বসেন না সেখানে কুরআন বা ইসলামী বই রাখাতে অসুবিধা নেই। কেননা লোক সমাজে ইহা আদব পরিপন্থী মনে করা হয় না।

وفی العالمغيرية: ولوكتب القرأن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى ان يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت اقدام الناس - (ج٥ صـ٣٢٣ مكتبة فقانية)

(প্রমাণ : সূরা হজ্জ ৩২, আলমগীরী ৫/৩২৩, কাবীরী-৫৮, শামী-১/৬৬৩)

ওয়াকফকৃত মসজিদের কিছু অংশ অন্য জমি দ্বারা পরিবর্তন

প্রশ্ন : জয়পাড়া পূর্ব বাজারে আল হেলাল জামে মসজিদ নামে একটি মসজিদ আছে। এই মসজিদটি বর্তমানে পূর্ব-পশ্চিম লম্বাভাবে আছে। মসজিদ কমিটি এখন উত্তর দক্ষিণ ভাবে নিতে চাচ্ছে। কিন্তু উত্তর দক্ষিণভাবে দিতে গেলে কিছু অংশের দাগ নং ভিন্ন হয়ে যায়। মসজিদ নির্মানের সময় উল্লেখ ছিল যে, যদি উত্তর দক্ষিণ করে দেয়া যায় তাহলে মসজিদের কিছু অংশ পরিবর্তন করা যেতে পারে। মসজিদের স্বার্থে এই রদবদল করা যাবে কি না।

উত্তর : উল্লেখিত পদ্ধতিতে মসজিদের জায়গা পরিবর্তন করা যাবে না, তবে জায়গার পরিবর্তন ছাড়াই জায়গার মালিক যদি ওয়াকফ করে দেয়, অথবা মসজিদ কমিটির লোকেরা জায়গা খরিদ করে নেয়, তাহলে মুসল্লীদের সুবিধার জন্য উত্তর দক্ষিনে কিছু জায়গা বাড়িয়ে পূর্বদিকে কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়ে মসজিদ বাড়ানো যাবে। তবে পূর্বদিকে যে জায়গা ছেড়ে দেয়া হবে উহা মসজিদের হুকুমেই থাকবে, চতুর্দিকে বেষ্টনি দিয়ে হেফাজত করতে হবে। যাতে ঐ জায়গার বেহুরমতী না হয়।

وفی الموسوعة الفقهية: ومتى زال ملكه عنه ولزم فليس له ان يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه لانه تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله تعالى وهذا لان الاشياء كلها لله واذا اسقط العبد ماثبت له من الحق رجع الى اصله فانقطع تصرفه عنه كما فى الاعتاق - (جـ٣٧ صـ ٢٢٠)

(প্রমাণ : শামী ৪/৩৫৮, খুলাছা ৪/৪২১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-৩৭/২২০)

মসজিদে রাজনৈতিক আলোচনা করা

প্রশ্ন : মসজিদে প্রচলিত রাজনৈতিক আলোচনা করা যাবে কিনা?

উত্তর : মসজিদ শুধু আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্য বানানো হয়। অতএব মসজিদে দুনিয়াবী এমন কাজকর্ম কথাবার্তা বলা মাকরুহ যা মসজিদের বাহিরে

গিয়ে বলা যাবে। আর রাজনৈতিক আলোচনা করা মসজিদের বাহিরে গিয়ে সম্ভব। অতএব মসজিদকে উল্লিখিত কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখা জরুরী যাতে করে মানুষ শান্তভাবে মসজিদে এসে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে।

وفی کبیری : نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشراء والبیع فی المسجد وان تنشد فیه الاشعار وان تنشد فیه الضلالة (فصل احکام المسجد ٥٦٣)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/২১০, শামী ১/৬৬০, কাবীরি ৫৬৩

বিধর্মী কর্তৃক বানানো মসজিদে নামায আদায়

প্রশ্ন : বিধর্মী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নামায আদায় করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : বিধর্মী যদি সাওয়াবের কাজ মনে করে মসজিদ নির্মাণ করে তাহলে সেই মসজিদে নামায আদায় করা জায়েয আছে।

وفی الفقه الاسلامی وادلته: فیصح وقف الکافر علی المسجدلانه قربة فی نظر ا لاسلام... وقف غیر المسلم صحیح (وقف غیر المسلم ١٩٥/٨)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ১৭, শামী ১/৬৫৮, আল ফিকহুল ইসলামী ৮/১৯৫, মউসুআ ৪৪/১২৯

মসজিদের মাইকে হারানো জিনিসের ঘোষণা

প্রশ্ন : মসজিদের মাইকে হারানো জিনিসের ঘোষণা দেওয়া বৈধ কিনা?

উত্তর : না, হারানো জিনিসের ঘোষণা দেওয়া বৈধ হবে না।

کمافی مشکوة المصابیح: عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من سمع رجلا ینشد ضالة فی المسجد فلیقل لا ردها الله علیك فان المسجد لم تبن لهذا۔ (باب المسجد الخ ٦٨/١ اشرفیة)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ১/৬৮, মিরকাত ২/৩৮৪, আলমগীরী ২/৪৫৫, শামী ১/৬৬০

জুমআর টাকা দিয়ে ইমাম ও মুয়ায্যিনের বেতন দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলন আছে যে জুমআর মসজিদে জুমআর দিন টাকা উঠানো হয়। আমার জানার বিষয় হলো এ টাকা ইমাম মুয়ায্যিন বা খাদেমের বেতন দেয়া যাবে কি না?

উত্তর : জুমআর দিন যদি কোনো নির্ধারিত কাজের জন্য কালেকশন করা হয় যেমন মসজিদ নির্মাণ, অযু খানা ইত্যাদি তাহলে উক্ত কাজ পূর্ণ হওয়ার পর বাকি টাকা থেকে ইমাম, মুয়ায্যিন খাদেমের ওজীফা দেয়া যাবে। আর যদি

কোনো নির্ধারিত কাজের জন্য না উঠায় যেমন আমাদের দেশে প্রতি জুমআয় দান বাক্সের মাধ্যমে উঠানো হয়ে থাকে ঐ টাকা থেকে ইমাম, মুয়ায্যিন, খাদেমের ওজীফাসহ মসজিদের যে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

وفى الدر المختار : ويدخل فى وقف المصالح قيم امام خطيب والمؤذن يعبر الشعائر التى تقدم شرط ام لم يشرط بعد العمارة هى امام و خطيب ومدرس ووقاد وفراش ومؤذن (جا صـ۳۸۲ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৩৮২, শামী ৪/৩৬৭, আলমগীরী ২/৪৬২)

মসজিদ স্থানান্তর করার বিধান

প্রশ্ন : নিজস্ব জায়গায় আজ থেকে আনুমানিক পয়ত্রিশ বছর পূর্বে একটি পাঞ্জেগানা মসজিদ পৌরসভার নিজস্ব ব্যায়ে নির্মিত হয়। এবং নির্মিত মসজিদটি দশ বছর পূর্বে তিন তলার ফাউণ্ডেশন নিয়ে একতলার কাজ সমাপ্ত করা হয়। এবং পৌরসভায় কর্তৃক নিয়োগকৃত ইমামের মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সহিত নিয়মিত পড়া হচ্ছে। বর্তমানে পৌরসভার চেয়ারম্যান সাহেব পৌর কার্যালয়ের শ্রী বৃদ্ধির সুবিধার্থে নির্দিষ্ট স্থান থেকে কার্যালয়ের পিছনে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত মুতাবেক মসজিদের কিছু অংশ ভেঙ্গেও ফেলেছেন। এবং বর্তমানে মসজিদে নামাযও পড়া স্থগিত রেখেছেন। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদটি স্থানান্তর করা যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পৌরসভার জায়গায় পৌরকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত বা কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে পাঞ্জেগানা মসজিদে যখন থেকে মসজিদ হিসাবে নামায পড়া শুরু হয়েছে তখন থেকেই উক্ত জায়গা শরয়ী মসজিদ হয়ে গেছে। কাজেই উক্ত মসজিদের নীচের অংশের জায়গাসহ এবং উপরের অংশ সবটুকুই মসজিদের আওতাভূক্ত। সুতরাং পৌর কার্যালয়ের শ্রী বৃদ্ধির সুবিধার্থে মসজিদকে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরিত করা আদৌও জায়েয নয়। কাজেই পৌরসভার চেয়ারম্যান সাহেব কর্তৃক মসজিদকে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া, সিদ্ধান্ত মুতাবিক মসজিদের কিছু অংশ ভেঙ্গেও ফেলা জায়েয হয় নাই। বর্তমানে চেয়ারম্যান সাহেবের করণীয় হল ভাঙ্গা অংশটুকু মেরামত করে দেয়া ও যথাশীঘ্র পুনরায় নামায চালুর ব্যবস্থা করা। নতুবা আল্লাহ তা'আলার আযাবের আশংকা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে ইরশাদ করেন ঃ

ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজার করতে চেষ্টা করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে?

وفى البحر الرائق : ولم يذكر المصنف حكم المسجد بعد خرابه.... قال ابو يوسفؒ هو مسجد ابدا الى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه اولا وهو الفتوىٰ كذا فى الحاوى القدسى وفى المجتبى واكثر المشائخ على قول ابىٰ يوسفؒ ورجح فى فتح القدير قول ابى يوسفؒ بانه الاوجه ـ جـ٥ صـ٢٥١

(প্রমাণ : আলমগীরী-২/৪৫৫, দুররে মুখতার-৪/৩৫৮, আল বাহরুর রায়েক-৫/২৫১, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১/৪৯৮)

বিবাহের অনুষ্ঠানে মসজিদের জন্য টাকা নেওয়া

প্রশ্ন: অনেক এলাকায় সামাজিক পন বা কানুন হিসাবে বিবাহের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বর পক্ষ থেকে এক হাজার বা তদুর্ধ টাকা নেয়া হয়। মসজিদ ভিত্তিক সামাজিক পন বা কানুন হিসাবে এ টাকা নেয়া কতটুক বৈধ?

উত্তর: হাদিয়া বা দানের জন্য দাতার পুর্ণ সন্তুষ্টি থাকা জরুরী আর উল্লিখিত সামাজিক পন বা কানুন হিসাবে টাকা নেয়ার মাঝে দিলের সন্তুষ্টি থাকেনা। অতএব বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী টাকা উঠানো নাজায়েয।

وفى القران الكريم : ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ـ (سورة المائدة ١٨٨)

প্রমাণ: সূরা মায়েদা ১৮৮, তাফসীরে রুহুল মাআনী ১/৭০, সুনানে কুবরা ৮/৪৯৮, মেরকাত ৬/১৩৫

মসজিদের টাকা দিয়ে জানাযার খাটিয়া ক্রয় করা

প্রশ্ন: মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত টাকা দিয়ে জানাযার লাশের খাট ক্রয় করা যাবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: না, মসজিদের ওয়াকফকৃত টাকা দ্বারা জানাযার লাশের খাট ক্রয় করতে পারবে না।

وفى فتح القدير : إن الوقف على عمارة المسجد ومصالح المسجد سواء وإذا كان على عمارة المسجد لا يشترى منه الزيت والحصيرولا يصرف منه للزينة والشرفات ويضمن إن فعل (الفصل الاول فى المتولى ٥/٤٥٠ رشيدية)

প্রমাণ: আলমগীরী– ২/৪৬২ আল বাহরুর বায়েক–৫/২৫২ ফাতহুল কাদীর ৫/৪৫০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া– ৪/৪২২

মসজিদের জন্য ওয়াফকৃত স্থানে ঈদগাহ বানানো

প্রশ্ন: মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত স্থানে ঈদগাহ বানানো জায়েয কিনা?

উত্তর: শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত স্থানকে ঈদগাহ বানানো জায়েয নাই। তবে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উক্ত ওয়াকফকৃত স্থানে ঈদের নামায আদায় করা যাবে।

وفى البحر الرائق: الخروج الى الجبانة سنة لصلاة العيد وان يسعهم المسجد الجامع عند عامة المشائخ وفى المغرب الجبانة المصلى العام فى الصحراء (باب العيدين ١٥٩/٢ رشيدية)

প্রমাণ: দররে মুখতার ১/১১৪, আল বাহরুর রায়েক ২/১৫৯, হাশিয়ায়ে কানযুদ দাকায়েক ৪৫, আলমগীরী ১/১৫০, তাতার খানিয়া- ১/৫৫৯

মসজিদে জুমার খুৎবার পূর্বে ভোট চাওয়া

প্রশ্ন: মসজিদে জুমার খুৎবার পূর্বে চেয়ারম্যান বা মেম্বার মুসল্লিদের কাছে ভোটের আবেদন জানাতে পারবে কিনা?

উত্তর: মসজিদ শুধু আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্য বানানো হয়, অতএব মসজিদে দুনিয়াবী এমন কাজ কর্ম ও কথাবার্তা বলা মাকরূহ, যা মসজিদের বাহিরে গিয়ে বলা যাবে, আর ভোট চাওয়া মসজিদের বাহিরে গিয়ে সম্ভব, অতএব মসজিদকে উল্লিখিত কর্ম কাণ্ড থেকে পাক রাখা জরুরী। যাতে করে মানুষ শান্ত ভাবে মসজিদে এসে আল্লাহর বন্দেগী করতে পারে।

كما فى مسلم: عن شد اد بن الهاد انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا (باب عن نشد الضالة فى المسجد ٢١٠/١)

প্রমাণ: মুসলিম ১/২১০, নাসায়ী ৮৩ শামী ১/ ৬৬০, কাবীরী ৫৬৩

মৌখিক ওয়াকফকৃত মসজিদে জুমার নামায

(১) **প্রশ্ন:** মুকসুদ পুর ইউনিয়নে মৌড়া গ্রামে ৩ ১/২ শতাংশ জমির উপর ১টি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। জমিদাতা মৌখিক ভাবে ওয়াকফ করে দিয়েছে এই অবস্থায় জুমার নামায হবে কিনা?

বি: দ্র: কাগজ পত্র ঠিক করতে সময় লাগতেছে বিধায় ওয়াকফ রেজেস্ট্রি করতে দেরী হচ্ছে।

(২) **প্রশ্ন:** উক্ত মসজিদটি ৩৫ ঘর নিয়ে আছে এমতাবস্থায় রেজি ১/২ শত গজের ভিতর আরোও একটি মসজিদ নির্মান করা (দু'মসজিদ) যাবে কি না?

উত্তর: শরয়ী মসজিদের জন্য যমীন ওয়াকফকৃত হওয়া জরুরি। অবশ্য তা মৌখিক ভাবে ওয়াকফ করলেই ওয়াকফ হয়ে যায়। সুতরাং মৌখিক ভাবে ওয়াকফকৃত যমিনে নির্মিত মসজিদে জুমার নামায সহ যেকোন নামায সম্পূর্ণ ভাবে সহীহ হবে। তবে ভবিষ্যতে যে কোন ধরনের অসুবিধা না হয় এর জন্য রেজিষ্ট্রি করে নেওয়া জরুরী। শুধু রেজিস্ট্রারী করতে দেরী হওয়ার কারণে উক্ত মসজিদের ১/২ শত গজের মধ্যে দ্বিতীয় আর একটি মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে না। কারণ বিনা প্রয়োজনে শুধু মতানৈক্যের কারণে কোন মসজিদ নির্মাণ করা নাজায়েয এবং কঠিন গোনাহের কাজ।

كما فى فتح القدير: وعند ابى يوسف يزول ملكه بمجرد قوله جعلته مسجدًا ... ولو جعله واحدا مؤذنا واما ما فأذن واقام وصلى وحده صا رمسجدًا بالاتفاق ـ (كتاب الوقف ٤٤٤/٥ رشيدية)

প্রমাণ : ফাতহুল কাদীল ৫/৪৪৪

রিলিফের জিনিস গোপনে বিক্রয় করে মসজিদে দেওয়া

প্রশ্ন: কোন চেয়ারম্যান বা মেম্বার সাহেব গোপনে রিলিফের গম, চাউল ইত্যাদি বিক্রয় করে মসজিদের কাজের জন্য দিলে তা দেওয়া ও নেওয়া বৈধ হবে কিনা?

উত্তর: রিলিফের গম, চাউল ইত্যাদি গরীব মিসকীনদের হক। সুতরাং তা মসজিদে দেওয়া ও নেওয়া বৈধ হবে না। হ্যাঁ যদি মসজিদের জন্য সরকার দেয় তাহলে তা নেওয়া যেতে পারে।

وفى الشامية ـ اما لوأنفق فى ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لان الله تعالى لا يقبل الا الطيب ـ (باب مايفسد الصلاة وما يكره ٦٥٨/١ سعيد)

প্রমাণ: সূরা বাকারা ১৮৮, সূরা বনী ইসরাঈল ৩৪, তাফসীরে জালালাইন ২৭, তাফসীরে মাজহারী ৩/২০৯, মেশকাত ১/২৫৫, দুররের মুখতার ১/৬৫৮

দ্বীন প্রচারকদের জন্য মসজিদে রাত্রি যাপন ও রান্না করা

প্রশ্ন: দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গের জন্য মসজিদ কিংবা তার বারান্দায় পিঁয়াজ, মরিচ ইত্যাদি তথা খাবারের সরাঞ্জামাদি প্রস্তুত করা ও তথায় রান্না করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর: দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে ই'তেকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা জায়েয। সুতরাং তাদের জন্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মসজিদের আদব সম্মানের প্রতি খুব লক্ষ্য রেখে মসজিদে থাকা-খাওয়া ও খানার সরাঞ্জামাদী প্রস্তুত করার অনুমতি শরীয়াতে আছে। তবে প্রয়োজন না হলে উক্ত কাজগুলো মসজিদের বাহিরে করবে।

كما فى الشامية: واعلم انه كما لا يكره الاكل ونحوه فى الاعتكاف الواجب فكذالك فى التطوع كما فى كراهية جامع الفتاوى ونصه يكره النوم والاكل فى المسجد لغير المعتكف وإذا اراد ذلك ينبغى أن ينوى الاعتكاف فيدخل فيذكرالله تعالى بقدر مانوى أو يصلى ثم يفعل ماشاء ـ (باب الا عتكاف ٢/ ٤٤٨ سعيد)

প্রমাণ- শামী ২/৪৪৮, হিদায়া-১/৩৩০, সিরাজিয়া- ১৭৩, বিনায়া- ২/১২৯

মসজিদের কার্পেট অন্যত্র ব্যবহার করা

প্রশ্ন : (ক) মসজিদের কার্পেট পুরাতন হয়ে গেলে মাদরাসায় নিয়ে ছাত্রদের জন্য ব্যবহার করা যাবে কি না?

(খ) মসজিদের কার্পেট ভাড়া দেয়া অথবা মাদরাসার মাহফিলে ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : (ক) মসজিদের পুরাতন কার্পেটও ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

(খ) মসজিদের কার্পেট ভাড়া দেয়া জায়েয আছে তাই মাদরাসার মাহ্ফিলে ভাড়া দেয়া ব্যতিত ব্যবহার করা জায়েয হবে না। তবে দাতারা যদি উভয় কাজের জন্য দিয়ে থাকে তাহলে জায়েয হবে।

وفى البزارية على هامش العالمغيرية : وليس للمتولى ان يحمل سراج المسجد الى بيته ـ القيم استأجره بدرهم و دانق واجر مثله ضمن كل ما اعطاه (كتاب الوقف جـ٦ صـ٢٧٠ المكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : বায্যাযীয়া ৬/২৭০, দুররে মুখতার ৪/৪৩৩, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৫২, তাতার খানিয়া ৫/৪৬৯)

মসজিদের নামকরণ

প্রশ্ন : কোন একটি মসজিদ তৈরির ক্ষেত্রে মহল্লার অনেকেই কম বেশী টাকা পয়সা মসজিদের জায়গা দিয়ে শরীক হয়। মসজিদ তৈরির পরে উক্ত মসজিদের নাম দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যে ইখতিলাফ হয়। তো যারা বেশী টাকা ও জমি দিয়েছে, তারা নিজেদের বংশীয় নামে মসজিদের নাম দিতে চায়। যেমন : হাওলাদার বাড়ি মসজিদ বা সিকদার বাড়ি মসজিদ। কিন্তু অন্য বংশের লোকেরা কোন বংশীয় নামে মসজিদের নাম করণ করতে রাজি নয় এখন এ ব্যাপারে শরয়ী সমাধান কি?

উত্তর : যে মসজিদ ওয়াকফ করে দেয়া হয় তার ক্ষেত্রে কার কোন মালিকানা বাকি থাকে না। এবং কোন ব্যক্তির জন্য উক্ত মসজিদকে মালিকানা মনে করাও সহীহ হবে না। মসজিদের নাম করণের ক্ষেত্রে সমস্ত মুসল্লীদের জন্য উচিত একটি সুন্দর নামকরণ করা যেমন : বায়তুল ফালাহ, বায়তুল আমান, বায়তুল মামুর, বায়তুল কারীম ইত্যাদি। কেননা এর দ্বারা লিল্লাইয়্যাত ও খুলুসিয়্যাত প্রকাশ পায় বেশী। এবং নাম করণের ক্ষেত্রে পরস্পর মনমালিন্য ও ফিতনা ফাসাদ থেকে বাঁচা যায়। আর বংশীয় নামেও মসজিদের নাম করণ করা যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন এর দ্বারা কোন সুনাম সুখ্যাতি অর্জনের নিয়ত না হয়। যদি সুনাম সুখ্যাতি ও বংশীয় গৌরবের জন্য হয় তাহলে এর থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

وفى الدر المختار : الوقف اذا تم ولزم لا يملك ولا يملك (كتاب الوقف جا صـ٣٧٩)

(প্রমাণ : শামী ৪/৪৮৫, সহীহ মুসলিম ১/৩৮৭, দুররে মুখতার-১/৩৭৯)

মসজিদের জায়গায় গাছ লাগানো

প্রশ্ন : যদি কেউ মসজিদের জায়গায় গাছ লাগায় তাহলে গাছটি কার জন্য হবে? মসজিদের নাকি ঐ রোপণকারী ব্যক্তির জন্য হবে।

উত্তর : গাছটি মসজিদের জন্য হবে।

وفى العالمغيرية : واذا غرس شجرا فى المسجد فالشجر للمسجد ـ (المسائل تعود الى الاشجار ج٢ صـ٤٧٤ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ২/৪৭৪, বাযযাযিয়াহ ৬/২৭৭, খানিয়া ২/৩৭, তাতার খানিয়া ৩/৪৮৩)

মসজিদের গাছের ফল নিলামে বিক্রি করা

প্রশ্ন : যদি কোনো মসজিদের সীমান্তের মধ্যে ফল জাতীয় গাছ থাকে এবং ঐ গাছ মসজিদের সম্পত্তির মধ্যে হয়, যখন গাছে ফল ধরে তখন উহা নিলাম করা হয়, তবে এই নিলাম করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত ফলগুলো নিলামে বিক্রি করা জায়েয এবং যে টাকা উহা থেকে অর্জন হবে তা মসজিদের কাজে ব্যয় করতে হবে।

وفى البحر الرائق : مسجد فيه شجرة التفاح قال بعضهم يباح للقوم ان يفطروا بهذا التفاح والصحيح انه لا يباح لان ذلك صار وقفًا للمسجد يصرف الى عمارته. (ج٥ صـ٢٠٤ كتاب الوقف فصل فى الاشجار)

প্রমাণ : শামী ৪/৪৩৯, আলমগীরী ২/৪৭৭, তাতার খানিয়া ৪/৪৮৪, আল বাহরুর রায়েক ৫/২০৪

মসজিদের দেওয়ালে কুরআন লেখার বিধান

প্রশ্ন : মসজিদের দেয়ালে কুরআনের আয়াত বা সূরা লেখা জায়েয কি না?
উত্তর : মসজিদের দেয়ালে কুরআনের আয়াত না লেখাই উত্তম, আর যদি লিখে তাহলে এতটা উপরে লিখবে যে দাঁড়ানো বা বসা অবস্থায় নামাযীদের দৃষ্টিতে না পরে।

وفى المنية المصلى : ويكره كتابة القرآن واسماء الله تعالى على المصلى اى السجادة وكذا على المحاريب والجدران. (باب اداب المسجد صـ٥٨ مذهبى كتب خانه)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩২৩, মুনিয়াতুল মুসল্লী ৫৮, শামী ১/৬৬৩, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৭)

মসজিদের দরজা বন্ধ রাখার হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদের খাদেম নামাযের সময় ব্যতিত মসজিদের দরজা বন্ধ করে রাখতে পারবে কি না?
উত্তর : যদি মসজিদের আসবাব পত্র চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় হয় তাহলে মসজিদের দরজা বন্ধ করে রাখতে পারবে অন্যথায় মাকরূহ হবে।

كما فى العالمغيرية : كره غلق باب المسجد وقيل لا بأس بغلق المسجد فى غير اوان الصلاة صيانة لمتاع المسجد وهذا هو الصحيح : (باب فيما يكره الصلاة جا صـ١٠٩ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১০৯, ১৪৪, শামী ১/৬৫৬, ইনায়া ১/৩৬৮, ফাতহুল কাদীর ১/৩৬৮)

মসজিদে হারানো বস্তুর ই'লান দেয়া

প্রশ্ন : মসজিদে হারানো বস্তু তালাশের ই'লান দেয়ার হুকুম কি?
উত্তর : মসজিদে দ্বীনি কথা ও দ্বীনি কাজ ব্যতিত কোনো কথা বা কাজ করা নিষেধ সুতরাং মসজিদে হারানো বস্তুর ই'লান দেয়া নিষেধ।

وفى سنن السنائى : عن جابر قال جاء رجل ينشد ضالة فى المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت. (باب النهى عن انشاد الضالة فى المسجد جا صـ٨٣ اشرفية)

(প্রমাণ : মুসলিম ১/২১০, নাসায়ী ১/৮৩, ইলাউস সুনান ৪/১৬৮১, শামী ১/৬৬০)

তাবলীগ জামাআতের লোকজন মসজিদে রাত্রি যাপন করা

প্রশ্ন : মসজিদে তাবলীগ জামায়াতের লোকজন রাত্রি যাপন করতে পারবে কি না, যদি মসজিদের পাশে মক্তবে থাকার জায়গা থাকে?
উত্তর : সাধারণভাবে কোনো স্থানীয় ব্যক্তির মসজিদে ইচ্ছাকৃতভাবে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো এটা মাকরুহে তানযিহী। তবে যদি কেউ নফল এতেকাফের নিয়ত করে মসজিদের আদব রক্ষা করে মসজিদে খায়, পান করে, ঘুমায় তাহলে মাকরূহ হবে না। এবং মুসাফির ব্যক্তির এতেকাফের নিয়তে মসজিদে রাত্রি

যাপন করাতে কোনো অসুবিধা নেই। এবং তাবলীগ জামায়াতে যারা অনেক দূর থেকে আসে তারা এতেকাফের নিয়তে মসজিদে রাত্রি যাপন করতে পারবে এতে কোনো প্রকার অসুবিধা নেই। আর স্থানীয় লোকদের জন্য দ্বীনি কাজের সাথে এতেকাফের নিয়তে মসজিদে থাকার অনুমতি আছে। কিন্তু শুধুমাত্র আরামের জন্য মসজিদে ঘুমানো বা রাত্রি যাপন করার অনুমতি নেই।

وفى العالمغيرية : ويكره النوم والاكل فيه لغير المعتكف واذا اراد ان يفعل ذلك ينبغى ان ينوى الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى او يصلى ثم يفعل ماشاء هذا فى السراجية ... ولا بأس للغريب ولصاحب الدار ان ينام فى المسجد فى الصحيح من المذهب. (باب الكراهة حقانية جـ٥ صـ٣٢١)

(প্রমাণ : আলমগীরী-৫/৩২১, শামী-১/৬৬১, বাদায়ে-২/২৮৮)

ব্যক্তির নামে মসজিদের নামকরণ

প্রশ্ন: আজ থেকে ৬/৭ বৎসর আগে এলাকার কিছু মরুব্বী ও মাতব্বর নিয়ে পরামর্শ করে বাইতুস সালীম জামে মসজিদ নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যেহেতু এই মসজিদের নামে যিনি জায়গা দান করেণ তার নাম সলীম সেই হিসেবে মসজিদের নাম করণ করা হয় এবং মসজিদের নামে জায়গা ওয়াকফ করার পর থেকেই সেখানে জুমার নামায সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয়ে আসছে এবং জমি দাতাগণই মসজিদ দেখাশোনা করেন; কিন্তু কিছু লোকজন বলে যে, বাইতুস সলীম নামে নাম করণের কারণে এই মসজিদে নামায পড়া যাবে না। শরীয়তের আলোকে আমার জানার বিষয় হলো যে, উল্লেখিত নামে মজিদের নাম রাখার কারণে সেই মসজিদে নামায পড়া সহীহ হবে কি না?

উত্তর: নাম রাখা হয় পরিচয়ের জন্য চাই সে নাম কোন ব্যক্তির হোক বা কোন বংশের, বা কোন নবী রাসূলদের। মসজিদের নামের সাথে নামায শুদ্ধ হওয়া না হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য জায়গা দাতার পক্ষ থেকে নামায পড়ার অনুমতি থাকলেই যথেষ্ট। অতএব উল্লিখিত মসজিদটি যেহেতু নির্মাণ শুরু লগ্ন থেকেই বাইতুস সালীম নামে নাম করণ করা হয়েছে এবং জুমাসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা হচ্ছে। এখন সেখানে নামায শুদ্ধ হওয়া না হওয়া নিয়ে মতানৈক্য করার কোন সুযোগ নেই।

وفى فتاوى رحيمية :تعارف کی غرض سے نام رکھا جاتا ہے لہٰذا اس وجہ سے کہ اس جگہ کے اکثر لوگ غریب ہیں یا غرباء نے مسجد تعمیر کی ہے-اور غریب لوگوں کی مسجد ہے- مسجد غرباء نام رکھنے میں شرعی قباحت نہیں ہے ایسا نام رکھ سکتے ہیں (احکام مسجد ۹۲/۶ دارالاشاعت)

প্রমাণ : ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৬/৯২

মুসল্লী সংকুলান না হওয়ার কারণে মসজিদ সম্প্রসারণ

প্রশ্ন: আমরা ২৫ বছর যাবত ১শতাংশ জায়গাতে মসজিদ নির্মাণ করে নামায পড়ে আসতেছিলাম; কিন্তু বর্তমান মুসল্লীদের আধিক্যের কারণে উক্ত মসজিদে সংকুলান হচ্ছে না উক্ত মসজিদের পূর্ব সাইডে ৪ শতাংশ জায়গা ব্যতিত অন্য কোন সাইডে ওয়াকফকৃত জায়গা নেই। এখন সাবেক মসজিদ থেকে দুই বা আড়াই হাত পূর্বে বড় করে মসজিদ নির্মাণ করেছি। এখন প্রু হলো যে, সাবেক মসজিদ স্থাপিত রেখে নতুন মসজিদে নামায পড়া যাবে কিনা? সাবেক মসজিদে নামায না পড়লে আমাদের গুনাহ হবে কিনা? সাবেক মসজিদ এখন কি করব? শরীয়তের আলোকে দলীল প্রমাণ সহকারে জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর: হ্যাঁ, উল্লেখিত প্রয়োজনের কারনে নতুন নির্মাণকৃত মসজিদে নামায পড়া যাবে এবং পুরাতন মসজিদে নামায না পড়ার কারণে কোন গুনাহ হবে না, তবে পুরাতন মসজিদকে সম্ভব হলে মসজিদেরই কোন কাজের মাধ্যমে জিন্দা রাখা নতুবা চার দেয়ালী করে হেফাজত করা। অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা বা বিক্রি করা জায়েয নেই কেননা শরয়ী মসজিদ নির্মান করার পর জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত মসজিদের হুকুমই থাকে যদিও সেখানে নামায আদায় করা না হয়।

كمافى البحرالرائق: كمايجوز لا هل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدًا لاقامة الجماعة ـ (فصل فى احكام المسجد ٢٥٠/٥ رشيدية)

প্রমাণ– সূরা তাওবা– ১৮, ইলাউস সুনান ৪/১৫৫৩ আল বাহরুর রায়েক– ৫/২৫০, দুররে মুখতার–১/৩৭৮, কাবীরী ৫৬৩

এনজিওদের টাকা দিয়ে মসজিদে নলকূপ স্থাপন করা

প্রশ্ন: আমাদের মসজিদে আরব এনজিওর সহায়তায় একটি আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে; সুতরাং এই নলকূপের পানি পান করা ব্যবহার করা মুসল্লিদের জন্যে শরীয়াতের হুকুম আছে কি না। জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: মসজিদ ও মসজিদের সাথে সংশিষ্ট সকল কাজে হালাল মাল ব্যয় করা জরুরী সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত নলকূপ যদি উক্ত কোম্পানী হালাল টাকা দ্বারা নির্মাণ করে থাকে তাহলে তো ভালো, আর যদি সুদের অর্থ থেকে করে থাকে তারপরেও যেহেতু নলকূপ স্থাপন করা হয়ে গেছে তাই তার পানি ব্যবহার করা যাবে।

وفى الشامية: قوله لو بمال الحلال: قال تاج الشريعة اما لو انفق فى ذلك ما لا خبيثا و ما لا حسببه الخبيث والطيب فيكره لان الله تعالى لايقبل الا الطيب (٦٥٨/١)

প্রমাণ: বুখারী ১/১৮৯, শামী ১/৬৫৮, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৫০, হিন্দিয়া ৬/২৬৯, তাতার খানিয়া ৪/৪৬৯

মসজিদের জায়গায় অবস্থিত গাছের ফল খাওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের জায়গায় লাগানো গাছের ফল খাওয়ার হুকুম কি? সর্বসাধারণের জন্যও কি তা খাওয়া বৈধ?

উত্তর : যিনি গাছ লাগিয়েছেন তিনি যদি সর্বসাধারণের জন্য লাগায় যে এ গাছ থেকে সকলে ফল খাবে তাহলে সবার জন্য ঐ ফল খাওয়া জায়েয। আর যদি মসজিদের জন্য লাগানো হয় অথবা লাগানোর উদ্দেশ্য জানা না থাকে বা মসজিদের অর্থ ব্যয় করে লাগানো হয় তাহলে ঐ ফল বিক্রি করে টাকা মসজিদের কাজে খরচ করবে ব্যক্তিগতভাবে কারোর জন্য তা খাওয়া জায়েয হবে না। তবে ফলের গাছ সর্বাবস্থায় মসজিদের জন্যই থাকবে।

كما فى الدر المختار : غرس فى المسجد اشجارا تـثمر ان غرس للسبيل فلكل مسلم الأكل والا فتباع لمصالح المسجد: (باب شرط الوقف فى اجارة جا صـ٣٩٠ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৪/৪৩২, আলমগীরী ২/৪৭৪, তাতার খানিয়া ২/৪৭৭, দুররে মুখতার-১/৩৯০)

মসজিদের ওয়াকফকৃত মাইক ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের ওয়াকফকৃত মাইক ভাড়া দেওয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : ওয়াকফকারী বা দাতার পক্ষ থেকে কোনো বৈধ কাজে ভাড়া দেওয়া বা ব্যবহার করার অনুমতি থাকলে বৈধ হবে নতুবা বৈধ হবে না।

وفي البحر الرائق: وقال ابويوسف هو مسجد ابدا الى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى المسجد (فصل تخض المسجد باحكام ٢٥١/٥ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ২/৪৬২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২২৯, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৫১

মসজিদের ওয়াকফকৃত স্থানে ইমামের লাশ দাফন করা

প্রশ্ন : মসজিদের ওয়াকফকৃত স্থানে ইমাম সাহেবের লাশ দাফন করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : না, মসজিদের ওয়াকফকৃত স্থানে ইমামের লাশ দাফন করা জায়েয নেই। তবে যদি ওয়াকফকারী ওয়াকফ করার সময় মসজিদের জায়গায় কিছু অংশে লাশ দাফন করার অনুমতি দিয়ে থাকে তাহলে জায়েয হবে অন্যথায় নয়।

وفى العالمكيرية: ان كان الوقف على مصالح المسجد جاز للقيم ذلك لان هذا من مصالح المسجد وان كان الوقف على عمارة المسجد لا يجوز لان هذا ليس من عمارة المسجد ـ (باب الوقف ٤٦٢/٢ حقانية)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/৪৪৫, আলমগীরী ২/৪৬২, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৪৯, তাতারখানিয়া ৪/৪০১

ওয়াকফকৃত ও ওয়াকফবিহীন মসজিদে নামাজের সাওয়াবের মাঝে পার্থক্য

প্রশ্ন : ওয়াকফকৃত মসজিদ ও ওয়াকফ ছাড়া মসজিদে নামায পড়ার মাঝে সাওয়াবের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : বাস্তবে মসজিদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য জমিন ওয়াকফকৃত হওয়া যেহেতু শর্ত তাই ওয়াকফবিহীন মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসাবে গণ্য হবে না। তবে আলোচিত মসজিদে মালিকের অনুমতিতে জামাত করলে সহীহ হবে এবং সাওয়াবও পাবে, কিন্তু মসজিদের জন্য যে সাওয়াব নির্ধারিত আছে ঐ সাওয়াব পাবে না। অতএব, যদি জুমার নামাযও পড়ে নেয় সহীহ হবে এবং জামাতের সাওয়াবও পাবে। কারণ জুমা সহীহ হওয়ার জন্য ওয়াকফ শর্ত নয়, সাধারণ অনুমতিই যথেষ্ট।

كما فى السراجية: قوم تخلفوا عن المسجد وصلوا فى البيت بجماعة فانهم ينالون فضل الجماعة ولكن دون ماينا لون فى المسجد (٩٧)

প্রমাণ ঃ সিরাজিয়্যা ৯৭,আল বাহরুর রায়েক ২/৬৮

মাদ্রাসা মসজিদে কিতাব দান করার ফযিলত

প্রশ্ন : মাদরাসায় কিতাব ও কোরআন শরীফ দান করার দ্বারা কোন ধরনের সাওয়াব পাওয়া যায়?

উত্তর : সদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব পাবে।

وفى المشكوة : عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذامات الانسان انقطع عنه عمله الامن ثلثة الامن صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله ـ (كتاب العلم ـ ٣٢/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/২১১, মিশকাত ১/৩২, নাসায়ী ২/২০৯

মসজিদের নামে ওয়াকফ করার পর তার মূল্য দ্বীনী মাদ্রাসায় দেওয়া

প্রশ্ন : তিন মসজিদে সম্পদ বন্টন করা ব্যতীত ওয়াকফ করা জায়েয কিনা? ওয়াকফকারী মুতাওয়াল্লীকে এখতিয়ার দিয়েছে যে ওয়াকফকৃত সম্পদ বিক্রি করে মুল্য ঐ তিন মসজিদে দিয়ে দিবে। তিন মসজিদের নামে ওয়াকফ করার পর উহার মূল্য দ্বীনি মাদ্রাসায় দেওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ জায়েয আছে। ওয়াকফের মধ্যে উল্লিখিত সুরতে বিক্রির শর্ত করা ঠিক আছে। এবং এই পরিবর্তনের পদ্ধতিকে ফেকার কিতাবে জায়েয বলেছে। যে মসজিদের নামে ওয়াকফ করা হয়েছে ঐ মসজিদেই খরচ করতে হবে। মাদ্রাসা বা অন্য কোন জায়গায় দেওয়া জায়েয নাই।

وفى الدر المختار : وجاز شرط الاستبد ال به ارضا اخرى حينئذ او شرط بيعه ويشترى بثمنه ارضا اخرى اذا شاء فاذا فعل صارت الثانية كالاولى فى شرائطها الخ ـ (باب الاستبد اللوقف وشروطه ٣٨٣/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/৪৮৪, দুররে মুখতার ১/৩৮৩, শামী ৪/৩৯৬

হিন্দু মিস্ত্রী দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : হিন্দু মিস্ত্রী দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয আছে কিনা, যদি জায়েয হয়, তাহলে انما يعمر مساجد الله এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : হিন্দু মিস্ত্রী দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয আছে। কারণ সমস্ত উলামায়ে সলফে সালেহীনদের থেকে এমন আমল পাওয়া যাওয়াটাই এর দলিল। উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তায়ালার জিকির, নামায কায়েম করা এবং মসজিদে বসা তথা মসজিদ আবাদ করা।

وفى تفسير جلالين: ماكان للمشركين ان يعمروا مسجدالله بالافراد والجمع بدخوله القعود فيه ـ (١٥٦ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ১৭, জালালাইন ১৫৬, তিরমিযী ২/১৪০, মিশকাত ১/৬৯

মসজিদের দেয়ালে নির্মাতাদের নাম লিখা

প্রশ্ন : মসজিদের দেয়ালে নির্মাতাদের নাম লিখে রাখা বৈধ কিনা?

উত্তর : নাম লিখে রাখাতো বৈধ। তবে না লিখাই উত্তম। যাতে লৌকিকতার আশংকা না থাকে।

كمافى الشامية: ولا ينبغى الكتابة على جدرانه (٦٦٣/١)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৬৬৩, আলমগীরী ৫/৩২৩, আল বাহরুর রায়েক- ২/৩৭, কাবীরী ৫৮

মসজিদে একাকী নামাজের সময় দ্বীনী আলোচনা করা

প্রশ্ন : মসজিদে কিছু লোক আউয়াবীন, ইশরাক বা উমরী কাযা নামায পড়ছেন, পাশাপাশি দ্বীনের আলোচনা চলছে। এক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে কোনটি? জানালে উপকৃত হতাম।

উত্তর : মসজিদে যেমন নফল ইবাদত করা যায়। তেমনিভাবে দ্বীনের সহীহ আলোচনাও করা যায়। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একজনের দ্বারা অন্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। প্রত্যেকে একটু খেয়াল করে চললে কোন অসুবিধা হবে না।

وفى فتاوى رحيمية: اعلم ان كل قاعدفى بيته اينما كان فليس خاليا فى هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن ارشاد الناس الخ۔ (باب احكام المساجد ١٠١/٦ دارا لاشاعة)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৫০৯ রহীমিয়া ৬/১০১

এক মসজিদের অতিরিক্ত যমিন অন্য মসজিদে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : এক মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত অতিরিক্ত যমিন অন্য মসজিদের জন্য ব্যবহার করতে পারবে কিনা?

উত্তর : কোন মসজিদের অতিরিক্ত যমিন যা ছাড়াও উক্ত মসজিদের সমস্ত প্রয়োজন পুরা হয় এবং আর কোনদিন উক্ত যমিনের প্রয়োজন হবে না তাহলে এমন যমিন অন্য মসজিদের জন্য ব্যবহার করতে পারবে।

وفى الدر المختار : ومثله حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما وكذا الرباط والبئر اذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض الى اقرب مسجد۔ (٣٧٩/١)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ২/৪৬৩ দুররে মুখতার ১/৩৭৯ শামী ৪/৩৫৯

মসজিদের পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রি করার বিধান

প্রশ্ন : মসজিদের পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রি করার বিধান কি?

উত্তর : মসজিদের পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রি করা জায়েয আছে। তবে বিক্রিত মূল্য মসজিদের অন্য কাজে ব্যবহার করবে।

وفى الشامية : ولوخرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود الى ملك الواقف عند ابى يوسف فيباع نقضه باذن القاضى ويصرف عنه الى بعض المساجد۔ (٣٥٩/٤)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ২/২০৯, খানিয়া ২/২০৯, শামী ৪/৩৫৯, হিদায়া ২/৬৪৪

মসজিদের নিচে আগুন জ্বালানো

প্রশ্ন : মসজিদের নিচে শীতের মৌসুমে আগুন জ্বালানোর জন্য জায়গা নির্ধারণ করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : মসজিদের কল্যাণের জন্য যদি হয় তাহলে জায়েয আছে। যথা উযুর পানি গরম করা, মসজিদকে গরম করা ইত্যাদি।

كمافى الشامية: اذا كان السرداب والعلوموقوفا لمصالح المسجد فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية ـ (كتاب الوقف مطلب فى احكام المسجد ٣٥٨/٤ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/৩৫৮, আলমগীরী ২/৪৫৫, হিদায়া ২/৬৪৪, দুররে মুখতার ১/৩৭৯

কাউকে মসজিদে আসতে বারণ করা যাবে না

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি অন্য কাউকে মসজিদে আসতে বারণ করতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, নিষেধ করতে পারবে না, কেননা এটা একটি ইবাদতের স্থান আর তাতে সকলের হক রয়েছে।

وفى البحر الرائق : وكذا لاهل المحلة ان يمنعوا من ليس منهم عن الصلوات فيه اذا ضاق بهم المسجد ـ (كتاب الوقف ١٥٠/٥ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা জিন-১৮, সূরা বাকারা ১১৪, আল বাহরুর রায়েক ৫/১৫০, শামী ১/৬৬২

মসজিদ কমিটির ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায়ের তাগাদা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে প্রতি বৎসর ওয়াজ মাহফিলে মসজিদের উন্নতির জন্য চাঁদার আহ্বান জানানো হলে উপস্থিত অনেক মানুষই বিভিন্ন পরিমাণ চাঁদা দেওয়ার ওয়াদা করে অনেকেই ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদা দিয়ে দেয়। আর অনেকেই দেয় না এমতাবস্থায় যারা ওয়াদাকৃত চাঁদা দিতে গড়িমসি করে তাদের কাছ থেকে মসজিদ কমিটি কি জোরপূর্বক ওয়াদাকৃত চাঁদা নিতে পারবে?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াদাকৃত চাঁদা ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত নয়, সুতরাং ওয়াদাকারী নিজের পক্ষ থেকে তার ওয়াদা পূরণে সচেষ্ট থাকবে। ওয়াদাকারী যদি সামর্থ থাকাবস্থায় ওয়াদা পূরণে সচেষ্ট না হয় এবং ওয়াদা পূরণ না করে, তবে সে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াদা খেলাফকারী হিসেবে গণ্য হবে যা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মসজিদ কমিটি তার ওয়াদা স্মরণ করানোর জন্য তাগাদা দিতে পারবে, কিন্তু জোরপূর্বক মসজিদ কমিটি তা আদায় করতে পারবে না।

كمافى القران المجيد : يايها الذين امنوا او فوابالعقود (سورة المائدة ١)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ১, মিশকাত ১৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৪৪/৭৪

মসজিদের টাকা দ্বারা মিনার নির্মাণের বিধান

প্রশ্ন : মসজিদের টাকা দ্বারা মিনার বানানো জায়েয কিনা?

উত্তর : মিনার ইসলামের অন্যতম প্রতীক। মসজিদে মিনার নির্মাণের প্রয়োজনে যেমন ঃ আযানের আওয়াজ মানুষের নিকট পৌঁছানো, পথচারী তা দেখে

মসজিদের সন্ধান পাওয়া ইত্যাদি উদ্দেশ্যে হলে মসজিদের টাকা দিয়ে মিনার নির্মাণ করা যাবে। তবে তাতে অপব্যয় করা যাবে না।

وفى السراجية: قيم أراد ان يتخذ منارة من وقف المسجد اذا كان ا لقوم لايسمعون الاذان من غير منارة لا بأس بذلك۔ (باب عمارة الوقف ٣٩٧ اتحاد)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ২/৪৬২, সিরাজিয়্যা ৩৯৭, তাতারখানিয়া ৪/৪৭১-৭২, কাজী খান মায়া আলমগীরী ৩/২৯১

পুরাতন মসজিদের হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একটি পাঞ্জেগানা টিনসেট মসজিদ নির্মাণ করে, সেখানে নামায পড়া শুরু করে, এবং ঐ মসজিদে কোন ইমাম, মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট নেই, এভাবে প্রায় ৫-৬ বছর অতিক্রম হয়েছে। এখন বর্তমান উক্ত মসজিদের মুসল্লিগণ মসজিদকে পুনঃনির্মাণ করার জন্য তিন তলা বিশিষ্ট মসজিদ ভিত্তি স্থাপন করেছে। এখন মূলত আমার জানার বিষয় হল পুনঃনির্মাণের মসজিদটি উক্ত টিনসেট মসজিদকে বাদ দিয়ে নির্মাণ করেছে অর্থাৎ টিনসেট মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে ৪–৫ গজ দূরে নির্মাণ করেছে। তবে উক্ত নতুন ও পুরাতন উভয় মসজিদ একই ওয়াকফকৃত জমির সীমানার মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। এখন মুসল্লিগণ উক্ত টিনসেট পাঞ্জেগানা মসজিদকে ভেঙ্গে নতুন মসজিদের মাঠ বানাইতে চাই। এই টিনসেট মসজিদকে মাঠ বানাইতে পারবে কিনা? যদি না পারে তাহলে করণীয় কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পাঞ্জেগানা টিনসেট মসজিদকে ভেঙ্গে মাঠ বানানো জায়েয নেই। তাই যথাসম্ভব নামায পড়ে চালু রাখা জরুরী। অথবা মাঝে মাঝে নফল নামায বা জিকির আজকার ও তেলাওয়াতের মাধ্যমে চালু রাখা। এটাও সম্ভব না হলে, চার দেয়ালী করে হেফাজত করা, অন্য কোন দুনিয়াবী কাজের জন্য ব্যবহার করা বা বিক্রি করা জায়েয নেই। কেননা শরয়ী মসজিদ নির্মাণ করার পর জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত মসজিদের হুকুমেই থাকে, যদিও সেখানে নামায আদায় করা না হয়।

وفى الدرالمختار:ولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عندالامام والثانى ابدا الى قيام الساعة وبه يفتى (كتاب الوقف ٣٧٩/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ১৮, দুররে মুখতার ১/৩৭৯, খানিয়া আলা হামিশিল আলমগীরী ৩/২৮৮, শামী ৪/৩৫৮, আল মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ ৩৭/২২৬

মাদ্রাসার টাকা দিয়ে বায়ে মুদারাবা

প্রশ্ন : মুহতামিম সাহেবের জন্য মাদ্রাসার টাকা বায়ে মুদারাবার জন্য দেয়া ঠিক হবে কিনা?

উত্তর : না, মুহতামিম সাহেবের জন্য মাদ্রাসার টাকা বায়ে মুদারাবা ইত্যাদির জন্য দেয়া ঠিক না।

وفى الدر المختار : لان المعلوم بدلالة الحال كا لمشر وط بالمقال ـ (كتاب الشركة ٣٧١/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৫৮, শামী ৪/৪৪৫, দুররে মুখতার ১/৩৭১

মাদ্রাসার উস্তাদদের জন্য বিশেষ খানার ব্যবস্থা

প্রশ্ন : মাদরাসার উস্তাদদের জন্য বিশেষ খানার ব্যবস্থা করা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : মাদরাসার উস্তাদদের জন্য বিশেষ খানা যদি বেতনের অংশ হিসেবে দিয়ে থাকে, তাহলে তা শরীয়ত সম্মত হবে।

وفى الهند ية: مشايخ بلخ جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن (٤٤٨/٤ حقانية)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৫৫, হিন্দিয়া ৪/৪৪৮, সিরাজিয়্যা ৪৬৩

মাদ্রাসার খানায় নিজস্ব মেহমানকে শরীক করা

প্রশ্ন : মাদ্রাসা থেকে প্রদত্ত খানায় নিজস্ব মেহমানকে শরীক করতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ শরীক করতে পারবে। কেননা মাদ্রাসা থেকে খানা গ্রহণ করার সাথে সাথেই উক্ত খানার মালিক সে নিজেই হয়ে যাবে।

وفى التاتارخانية: اما الطعام فما يدفع اليه بيده يجوز ايضا لو جود الركن فيه وهو التمليك (مصارف الزكاة ٤٢/٢)

প্রমাণ ঃ তাতারখানিয়া ২/৪২, শামী ২/৩৪৪, দুররে মুখতার ১/১২৯

মসজিদে জমি না দিয়ে মূল্য দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদে ওয়াকফকৃত জমি না দিয়ে তার মূল্য দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : না, তার মূল্য দেওয়া জায়েয নেই। বরং ওয়াকফকৃত জমিই মসজিদে দিতে হবে।

وفى الهداية: ان الغالب فى غيرالمكيل والموزون معنى المبادلة الان فى الوقف جعلنا الغالب معنى الافراز نظرا للوقف فلم يكن بيعا وتمليكا ـ (كتاب الوقف ٦٤١/٢)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/৩৯৬, হিদায়া ২/৬৪১

মসজিদের লেপন কাজে গোবর ব্যবহার করা

প্রশ্ন : মসজিদে লেপন কাজের জন্য গোবর ব্যবহারের বিধান কি?

উত্তর : মসজিদে গোবর ব্যবহার করা জায়েয নাই। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জায়েয আছে। তথাপি গোবর ছাড়া অন্য জিনিস দ্বারা প্রয়োজন পুরা করা সম্ভব হলে গোবর ব্যবহার না করাটাই উত্তম।

كمافى الشامية: يكره ان يطين المسجد بطين قد بل بماء نجس بخلاف السرقين اذا جعل فيه الطين لان فى ذلك ضرورة وهو تحصيل غرض لا يحصل الا به (مطلب فى احكام المسجد ١/٦٥٦)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৬৫৬, সিরাজিয়্যা ৩১৪, হক্কানিয়া ৫/১০৩

মসজিদে কেরোসিন তৈল দ্বারা হারিকেন জ্বালানো

প্রশ্ন : মসজিদে কেরোসিন তেল দ্বারা হারিকেন জ্বালানো জায়েয কিনা?

উত্তর : কেরোসিন তেল জ্বালানোর দ্বারা যেহেতু দুর্গন্ধ হয়। আর হাদিসের মধ্যে প্রত্যেক দুর্গন্ধময় কাজ মসজিদে করা নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে আসা নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এর দ্বারা ফেরেস্তাদের কষ্ট হয়। এই জন্য ফুকাহায়ে কেরাম মসজিদের মধ্যে কেরোসিন জ্বালানোকে নাজায়েয বলেছেন। তাই এর থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

كمافى صحيح البخارى: عن جابربن عبد الله قال قال النبى صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانافى مسجدنا قلت ما يعنى به قال ماراه يعنى الانيئة ـ (١/١١٨ اشرفية)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/১১৮, ইলাউস সুনান ৪/১৬৮২, শামী ১/৬৬১

মসজিদে আঙ্গুল ফুটানোর বিধান

প্রশ্ন : মসজিদে আঙ্গুল ফুটানোর বিধান কি?

উত্তর : মসজিদে আঙ্গুল ফুটানো মাকরুহ।

كمافى الهداية: ولا يفرقع اصابعه لقوله عليه والسلام لا تفرقع اصابعك وانت تصلى ـ (فصل فيما يكره للمصلى ١/١٤٠)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/১৪০, ফাতহুল কাদীর ১/৩৫৭, সিরাজিয়্যা ৬৯,

মসজিদের জমিন থেকে মালিকের মালিকানা শেষ হওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের জমিন থেকে মালিকের মালিকানা কখন শেষ হয়ে যায়?

উত্তর : মালিক যখন উক্ত মসজিদে নামায পড়ার অনুমতি দেয় তখন মালিকানা শেষ হয়ে যায়।

وفى السراجية: اذا سلمه الى المتولى او صلى فيه جماعة باذنه او واحد باذان و اقامة باذنه ... اذا قال جعلته مسجدا يصير مسجدا - (٣٩٣)

প্রমাণ ঃ ফাতহুল কাদীর ৫/৪৪৪, সিরাজিয়্যা ৩৯৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪০৭

মসজিদের অতিরিক্ত কুরআন শরীফ বিক্রি করা

প্রশ্ন : মসজিদের অতিরিক্ত কোরআন শরীফ বিক্রি করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : না, জায়েয নাই। তবে পার্শ্ববর্তী মসজিদে দিতে পারবে।

كمافى الشامية: وان وقف على المسجد جاز ويقرأفيه ولا يكون محصورا على هذالمسجد وبه عرف حكم نقل كتب الاوقاف من محالها للانتفاع بها (باب الوقف ٣٦٥/٤)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/৩৬৫, খানিয়া ৩/৩১২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪২৩, আলমগীরী ২/৪৬৩

পঁচা পানি থেকে মসজিদ পবিত্র রাখা জরুরী

প্রশ্ন : মসজিদে পঁচা পানি প্রবেশ করে চার দেয়ালির ব্যবস্থা না করার কারণে শরীয়তে এর হুকুম কি?

উত্তর : মসজিদে পঁচা পানি প্রবেশ করা বা মসজিদে পঁচা পানির নালা অতিবাহিত হওয়া শরীয়তে জায়েয নেই। কেননা মসজিদকে পাক পবিত্র রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

وفى الشامية: لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة (باب فى احكام المسجد ٦٥٦/١ سيعد)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১২, শামী ১/৬৫৬,

শুধু মসজিদ বানানোর নিয়ত করলে মসজিদ হয় না

প্রশ্ন : যদি কেউ মসজিদ বানানোর ইচ্ছা করে তাহলে ঐ জায়গা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মসজিদ হয়ে যায় কি না?

উত্তর : শুধু ইচ্ছা করার দ্বারা ঐ জায়গা মসজিদ হয়ে যায় না, বরং মসজিদ হওয়ার জন্য তার মাঝে নামায পড়া জরুরী।

كمافى الهداية: واذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلوة فيه فأذاصلى فيه واحد زال عند ابى حنيفة عن ملكه (كتاب الوقف ٦٤٤/٢)

প্রমাণ ঃ ফাতহুল কাদীর ৫/৪৪৪, হিদায়া ২/৬৪৪, দুররে মুখতার ১/৩৭৯

মসজিদে পান খাওয়া

প্রশ্ন : ই'তেকাফকারী নয় এমন ব্যক্তি মসজিদে পান খাইতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, খাইতে পারবে। তবে তা মাকরুহ হবে।

وفى السراجية: يكره النوم والاكل فيه لغير المعتكف ـ (باب المسجد ٣١٥ الاتحاد)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/৩, তুহফাতুল আহওযী ৫/২২০, সিরাজিয়্যা ৩১৫

মাদ্রাসার ছাত্র মসজিদে থাকার বিধান

প্রশ্ন : মাদ্রাসার ছাত্র মসজিদে থাকা জায়েয কিনা?

উত্তর : শুধু আরামের জন্য মসজিদে থাকা মাকরুহ। আর যদি থাকার জরুরত হয়, তাহলে ইতেকাফের নিয়তে থাকতে পারবে। কোন অসুবিধা নেই।

وفى الدر المختار: ورخص المعتكف باكل وشرب ونوم - ١٥٧/١)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২৩, শামী ৬৬১, দুররে মুখতার ১/১৫৭, হিদায়া ১/২৩০, সিরাজিয়্যা ১৭৩, মাউসূআ ৩৭/২১৩

মসজিদের টাকা মাদ্রাসায় ঋণ দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের টাকা মাদ্রাসায় ঋণ দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : যদি ঋণ দেওয়ার টাকা উসুল হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে তাহলে কমিটির পরামর্শ ক্রমে মসজিদের টাকা ঋণ দিতে পারবে। তবে এরকম কাজ থেকে বিরত থাকা উত্তম। আর যদি পরামর্শ ছাড়া মুতাওয়াল্লি ঋণ দেয় তাহলে মুতাওয়াল্লি জামিন হবে।

كمافى العالمكيرية: اراد المتولى ان يقرض مافضل من غلة الوقف ذكر فى وصايا فتاوى ابى الليث رجوت ان يكون ذلك ـ (٤٩٠/٢)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ২/৪৯০, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৩৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪২৩

অমুসলিমকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেওয়া

প্রশ্ন : কোন অমুসলিমকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে কিনা? এবং মসজিদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, অমুসলিমও প্রয়োজনক্ষেত্রে মসজিদে প্রবেশ করতে এবং বক্তৃতা দিতে পারবে, বিশেষ করে ইসলাম ও মুসলমানদের উপকারার্থে হলে কোন সমস্যা নেই।

وفى السراجية : لا بأس بان يد خل اهل الذ مة مسجد ا لحرام وغيره - (٣١٤)

প্রমাণ ঃ বুখারী ২/৯৭৭, রুহুল মাআনী ৫/৭৭, সিরাজিয়্যা ৩১৪

শুকরের পশম দ্বারা তৈরিকৃত ব্রাশ দ্বারা মসজিদ পরিষ্কার করা

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে সাফায়ের জন্য যে ব্রাশ এর প্রচলন আছে, তাহার মাঝে অধিকাংশ ব্রাশ শুকরের পশম দ্বারা তৈরি করা হয়। এমন ব্রাশ দ্বারা মসজিদ পরিষ্কার করা বৈধ হবে কিনা?

উত্তর : মসজিদ আল্লাহ্ তাআলার ঘর, তা নাপাক হতে পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরী। আর শুকরের প্রতিটি অংশই জাতিগতভাবে নাপাক। কাজেই তার পশম দ্বারা তৈরিকৃত ব্রাশ দ্বারা ফায়দা উঠানো জায়েয নেই।

وفى قاضيخان على ها مش الهندية: ولا يبزق فى المسجد ... وصونه عن النجاسة فيأخذ النخامة بثوبه ولا يلقيها فى المسجد ـ (فصل فى المسجد ٦٤/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১২৫, কাজী খান ১/৬৪, শামী ১/৬৫৬

মসজিদের হক মাফ করে দেয়া

প্রশ্ন : যদি মসজিদের হক যেমন- টাকা-পয়সা জায়গা-জমি ইত্যাদি কারো কাছে থাকে তাহলে মসজিদের মুতাওল্লী বা মসজিদ কমিটি উহা মাফ করে দিতে পারবে কি না? এবং যদি মাফ করে দেয় তাহলে তাদের উপর জরিমানা আসবে কি না?

উত্তর : যদি মসজিদের হক যেমন– টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি ইত্যাদি কারো কাছে থাকে তাহলে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তিই উহা মাফ করে দেয়ার অধিকার রাখে না। কেউ মাফ করে দেয়ার দ্বারা মাফ হবে না।

وفى الدر المختار : الوقف اذا تم ولزم لا يملك ولا يملك. جا صـ٣٧٩

(প্রমাণ : শামী ৪/৮১, ৩৫২, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ৪/৩৮৯, ৩৯৯, দুররে মুখতার ১/৩৭৯)

নেশাগ্রস্থ ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে বের করা

প্রশ্ন : নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, বের করে দেওয়া যাবে। কেননা তার দ্বারা মুসল্লী ও ফেরেস্তাদের কষ্ট হয়।

وفى الدرالمختار: واكل موذ نحو ثوم ويمنع منه وكذا كل موذ ولو بلسانه (باب مايفسد الصلوة ٩٤/١)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/১১৮, তিরমিযী ২/৩, দুররে মুখতার ১/৯৪, শামী ১/৬৬১

ভিক্ষুকের জন্য মসজিদে সাহায্য চাওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের মধ্যে ভিক্ষুকের জন্য সাহায্য চাওয়া জায়েয আছে কি না? আর যদি চায় তাহলে তাকে দিতে পারবে কিনা?

উত্তর : মসজিদের মধ্যে সাহায্য চাওয়া জায়েয নেই। এবং দেওয়া মাকরুহ।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : وقال الحنفية يحرم السؤ ال فى المسجد ويكره إعطاء السائل فيه شيأً ـ (احكام المسجد ـ ٤٧٢/١ رشيدية)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৬৬৯ দুররে মুখতার ১/৯৩ আল ফিকহুল ইসলামী ১/৪৭২ মাওসুআ ২৪/৯৯

মসজিদ ফান্ড থেকে মসজিদের মুদাররিসকে ভাতা দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের মুদারিরসকে মসজিদের ফান্ড হতে ভাতা দিতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, মসজিদের ফান্ড হতে মুদারিরসকে বেতন দিতে পারবে না। তবে যদি ওয়াকফকারী/দানকারী দান করার সময় মসজিদের মুদারিরসেরও নিয়ত করে থাকে তাহলে এর থেকে মুদারিরসকে বেতন দেয়া যাবে।

وفى الهداية: فلا يجوز صر فها الى شيئ اخر الا برضاه ـ (كتاب الوقف ٦٤١/٢)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ২/৪৬৩, হিদায়া ২/৬৪১, দুররে মুখতার ১/৩৭৯,

ক্রয়কৃত মসজিদের জমি পরিপূর্ণভাবে বুঝে নেয়া

প্রশ্ন : গত কয়েক বছর আগে আল আক্‌সা জামে মসজিদ, উত্তর জয়পাড়া চৌধুরীপাড়া জয়পাড়া, দোহার-ঢাকা মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বের বাড়ি ওয়ালা জনৈক ব্যক্তি এর কাছ থেকে দুই শতাংশ জমি ক্রয় করে, কিন্তু সে যথাযথ ভাবে তৎকালীন মসজিদ কমিটিকে জমি বুঝিয়ে দেই নাই। এখন মসজিদ কমিটি ঘর তুলতে চাইলে ঐ ব্যক্তি উক্ত জমি দক্ষিণ ও পশ্চিম পাশ দিয়ে রাস্তা দাবি করে। তখন বর্তমান কমিটি জমি মাপের আয়োজন করে দেখল যে সে মসজিদকে ২১ পয়েন্ট জায়গা কম দিয়েছে, কিন্তু সে উক্ত জমি ছারতে রাজি নহে এখন মসজিদ কমিটি কি উক্ত জমি তাকে কোনো ভাবে ছেড়ে দিতে পারে কি না? এবং পারলে রেজিস্ট্রি করে দিতে পারবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়ায় উক্ত জমি মসজিদের হয়ে গেছে তাই মসজিদ কমিটি ২১ পয়েন্ট জমি বিক্রেতার জন্য কোনো ভাবেই ছেড়ে দিতে পারবেনা, বরং মসজিদ কমিটি পরিপূর্ণভাবে উক্ত জমি বিক্রেতার কাছ থেকে বুঝে নিবে। আর যদি বিক্রেতা মসজিদ কমিটিকে জমি বুঝিয়ে না দেয় তাহলে মসজিদ কমিটি আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে।

وفى بدائع الصنائع : فتسليم المبيع الى المشترى هو جعل المبيع سالما للمشترى

اى خالصا بحيث لا ينازعه فيه غيره وهذا يحصل بالتخلية. (تفسير التسليم والقبض ج٤ صـ٤٩٨ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : বাকারা ৮৮, মুসলিম ২/৩২, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ১১/৩১৭, বাদায়ে ৪/৪৯৮)

মসজিদের ছাদে বাথরুম বানানো

প্রশ্ন : মসজিদের ছাদে বাথরুম নির্মাণ করার হুকুম কি?

উত্তর : মসজিদের ছাদে বাথরুম নির্মাণ করা জায়েয নেই। কেননা মসজিদের ছাদও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত।

فى رد المحتار : وكره تحريما الوطئ فوقه والبول والتغوط لأنه مسجد الى عنان السماء۔ (باب اداب المسجد ج١ صـ٦٥٦ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ১/৬৫৬, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৪, কাবীরী ৫৬)

মসজিদের অতিরিক্ত মাল গরীবদের জন্য ব্যয় করা

প্রশ্ন : মসজিদের ওয়াকফকৃত অতিরিক্ত মাল গরীবদের জন্য খরচ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : জায়েয হবে না।

كما فى العالمغيرية : الفاضل من وقف المسجد هل يصرف الى الفقراء قيل لا يصرف وانه صحيح ولكن يشترى به مستغلا للمسجد. (كتاب الوقف ج٢ صـ٤٦٣ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ২/৪৬৩, আল বাহরুর রায়েক ৫/২১৫, তাতার খানিয়া ৪/৪৮৫, ইনায়া ৫/৪৩২, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৪৯)

মসজিদের উপর দিয়ে রাস্তা বানানো

প্রশ্ন : মসজিদের উপর দিয়ে যাতায়াত করার হুকুম কি?

উত্তর : মসজিদকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা জায়েয নাই। তবে কোনো ওযর থাকলে যাতায়াত করা জায়েয আছে।

وفى الشامية قوله واتخاذه طريقا: قوله بغير عذر : فلو بعذر جاز. (باب اداب المسجد ج١ صـ٦٥٦ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ১/৬৫৬, আলমগীরী ১/১১০, ইলাউস সুনান ৪/৬৬৭, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৫, ফাতহুল কাদীর ১/৩৬৮)

মসজিদে কোন ব্যক্তির নামাযের জন্য স্থান নির্ধারণ

প্রশ্ন : অনেক মসজিদের সভাপতি-সেক্রেটারী বা মসজিদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের জন্য জায়গা নির্ধারণ করে রাখতে দেখা যায়, এমনকি উক্ত জায়গার উপর জায়নামায বিছিয়ে রাখা হয় এবং অন্য লোকদেরকে সেখানে বসতে দেয়া হয়না অথচ যার জন্য স্থানটি নির্ধারণ করা হয়েছে সে এখনও মসজিদে আসে নাই, এভাবে জায়গা নির্ধারণ করা শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি?

উত্তর : মসজিদে অনুপস্থিত লোকদের জন্য জায়গা নির্ধারণ করে রাখা বিশেষ করে জুমআর দিন মাকরূহ। যে আগে আসবে সে সামনে বসবে। আর যে পরে আসবে সে পিছনে বসবে।

وفى البحر الرائق : ويكره تخصيص مكان فى المسجد لنفسه لأنه يخل بالخشوع: (باب فيما يكره الصلاة ج۲ صـ۳۵ رشيدية)

(প্রমাণ : আবু দাউদ ১০৯, মিশকাত ১/১২২, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৫, আলমগীরী ১/১০৮, ফাতহুল কাদীর ১/৩৬৯)

এক মসজিদের অতিরিক্ত আসবাব অন্য মসজিদে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : কোনো মসজিদের অতিরিক্ত আসবাবপত্র যা সেই মসজিদে কাজে লাগে না তা অন্য কোনো মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের আসবাবপত্র যদি নিজ মসজিদের কাজে না লাগে তাহলে তার নিকটবর্তী যে মসজিদ রয়েছে সে মসজিদের কাজে লাগানো যাবে।

كما فى الدر المختار مع رد المحتار : ومثله حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما وكذا الرباط والبئر اذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض الى اقرب مسجد. الخ (ج٤ صـ۳٥۹ ايچ ايم سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৪/৩৫৯, আলমগীরী ২/৪৫৯, দুররে মুখতার-১/৩৭৯)

বিড়ি সিগারেট খেয়ে মসজিদে প্রবেশ

প্রশ্ন : বিড়ি, সিগারেট বা দুর্গন্ধ জাতীয় জিনিস খাওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : যে ব্যক্তি বিড়ি সিগারেট বা দুর্গন্ধ জাতীয় জিনিস খায় তার জন্য ঐ সময় পর্যন্ত মসজিদে যাওয়া মাকরূহ যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ দূর না হবে।

كما فى الحديث الشريف : عن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله

عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. (اعلاء السنن جـ٤ صـ١٦٨٢

(প্রমাণ : বুখারী-১/১১৮, দুররে মুখতার-১/৭৪, শামী-১/৬৬১)

বিভিন্ন কারুকার্য দ্বারা মসজিদ সুসজ্জিত করা

প্রশ্ন : কারুকার্য দ্বারা মসজিদ সু সজ্জিত করার হুকুম কি?

উত্তর : বিভিন্ন কারুকার্য দ্বারা মসজিদ সু সজ্জিত করাতে কোনো প্রকার বাধা নেই, তবে এমন কারুকার্য করা যার দ্বারা নামাযী ব্যক্তির খেয়াল নামাযের প্রতি থাকে না; বরং এসব কারুকার্য দেখার প্রতি মশগুল হয়, তাহলে এরূপ কারুকার্য করা মাকরূহ।

وفى العالمغيرية : ولا يكره نقش المسجد بالجص وماء الذهب كذا فى التبيين: (باب فيما يكره الصلوة. جـ١ صـ١٠٩ حقانية)

(প্রমাণ : কাবীরী ৫৭২, আলমগীরী ১/১০৯, শামী ১/৬৫৮, হিদায়া ১/১৪৪, কিফায়া ১/৩৬৮)

মসজিদে থু-থু ফেলার হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদের ভিতরে বা দেয়ালে থু-থু ফেলার হুকুম কি?

উত্তর : মসজিদের ভিতরে বা দেয়ালে থু-থু ফেলা বা নাক পরিষ্কার করা অত্যন্ত খারাপ কাজ কারণ মসজিদ আল্লাহর ঘর যাকে সর্ব উত্তম স্থান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সেখানে থু-থু ফেলা নাক পরিষ্কার করা যাবে না। এরপরও একান্ত যদি কারও প্রয়োজন হয় তাহলে নিজের কাপড় বা অন্য কিছুর মাঝে থু-থু ইত্যাদি নিয়ে নিবে।

وفى بدائع الصنائع : ويكره ان يبزق على حيطان المسجد او بين يديه على الحصى او يمتخط. (باب ما يكره فى الصلوة جـ١ صـ٥٠٧ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১১০, বাদায়ে ১/৫০৭, ফাতহুল কাদীর ১/৩৬৮, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৪

মসজিদের বিদ্যুৎ দিয়ে মোবাইল চার্জ

প্রশ্ন : মহল্লাবাসী মসজিদের বিদ্যুৎ দিয়ে মোবাইল ফোন চার্জ করতে পারবে কি না?

উত্তর : মহল্লাবাসীদের জন্য মসজিদের বিদ্যুৎ দ্বারা মোবাইল ফোন চার্জ করা ঠিক না তবে যদি চার্জ করে ফেলে তাহলে অনুমান করে সমপরিমাণ বিনিময় আদায় করা জরুরী।

كما فى العالمغيرية : ولا يحمل الرجل سراج المسجد الى بيته ويحمل من بيته الى المسجد كذا فى الخلاصة. (باب فيما يكره الصلاة جـ١ صـ١١٠ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১১০, তাতার খানিয়া ৪/২৬১, কাযীখান ৩/২৯৪, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৫

মসজিদে টেইলার্সের কাজ করা

প্রশ্ন : মসজিদের ভিতরে দর্জি তথা টেইলার্সের কাজ করার হুকুম কি?

উত্তর : মসজিদে পেশা হিসাবে টেইলার্সের কাজ করা মাকরূহ তাহরীমী তবে যদি কেউ মসজিদের হেফাজতের জন্য মসজিদে থাকে এবং বসে বসে টেইলার্সের কাজ করে তাহলে প্রয়োজনের খাতিরে জায়েয আছে।

كما فى العالمغيرية : الخياط اذا كان يخيط فى المسجد يكره الا اذا جلس لدفع الصبيان وصيانة المسجد فحينئذ لا بأس به. (باب فيما يكره الصلاة. جا صـ١١٠ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১১০, ফাতহুল কাদীর ১/৩৬৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৫, কাবীরী ৫২৩

মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করা

প্রশ্ন : মসজিদে বসে কবিতা আবৃত্তি করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : কবিতা যদি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাত সংক্রান্ত হয় অথবা নছীহতমূলক হয় তাহলে জায়েয আছে। অন্যথায় জায়েয নাই। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো নামাযী ব্যক্তির নামাযের ক্ষতি না হয়।

وفى الدر المختار مع رد المحتار : ويكره الاعطاء مطلقا وانشاد ضالة او شعر الا ما فيه ذكر. (فصل فى احكام المسجد جا صـ٦٦٠)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ ১/৭৩, শামী ১/৬৬০, মারাকিল ফালাহ-২২০)

মসজিদের ভিতরে টাকা উঠানো

প্রশ্ন : ঝিগাতলা বড় মসজিদের সকল ষ্টাফের বোনাস দেওয়ার নিমিত্তে ১৫ই রমযান হইতে ইশা ও তারাবীর নামাযের মাঝখানে প্রতিদিন রুমাল ও হাত পাতার মাধ্যমে মুসল্লীদের নিকট হইতে টাকা উঠানো হচ্ছে। এই টাকা উঠানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : তারাবীহ এর বিনিময় দেয়া নেয়া জায়েয নেই। চাই মসজিদ ফাণ্ড থেকে হোক, বা মুসল্লীদের থেকে চাঁদা উঠায়ে দেয়া হোক। তবে মসজিদের নিয়মিত ষ্টাফ মহোদয়কে উভয় ঈদ উপলক্ষে বোনাস দেয়া জায়েয আছে, বরং দেয়া উচিতও বটে। এবং তা মসজিদ ফাণ্ড থেকে দেয়াও জায়েয, অথবা উপস্থিত মুসল্লীদের নিকট হতে রুমাল ইত্যাদির সাহায্যে মসজিদ ফাণ্ডের কথা বলে চাঁদা উঠায়ে দেয়াও জায়েয। আর তা ঈশা ও তারাবীহ এর মাঝখানে সংক্ষিপ্ত সময়ে

হলে এতেও অসুবিধা নেই। তবে চাঁদার সময়ে ইমাম মুয়ায্যিন বা ষ্টাফের বোনাসের কথা বলে মুসল্লীদের থেকে চাঁদা উঠানোর মধ্যে যেহেতু তাদের নামে সুওয়াল করা এবং তাদেরকে অপমান করা হয়, সেহেতু এভাবে চাঁদা উঠানো অনুচিত, বরং মসজিদ ফাণ্ডের জন্য চাঁদা উঠাবে।

مسجد کی تعمیر یاامام کی تنخواہ کیلئے چندہ کرنا مسجد میں منع نہیں بشرطیکہ شور وشغب نہ ہو جیساکہ عامۃ آج کل ہوتا ہے.... غرض مسجد کا احترام ملحوظ نہیں رکھتے یہ طریقہ منع ہے الخ فتاوی محمودیہ ج ا ص ۴۸۲

(প্রমাণ : শামী ২/৭৩, মাহমুদিয়া ১/৪৮২, রহিমীয়া ১/২৩৮)

মসজিদে সাইকেল রাখা

প্রশ্ন : মসজিদে ইমাম সাহেব কিংবা অন্য কারো সাইকেল রাখা শরীআতের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালার ঘর মসজিদ ইবাদতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, এর সম্মান, আদব ও ইহতিরাম এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। মসজিদ কারো গ্যারেজ নয় সুতরাং মসজিদে সাইকেল রাখা নাজায়েয, কারণ এতে মসজিদের বেইহতিরামী বা অসম্মান হয়।

সাইকেলের নিরাপত্তার প্রয়োজন হলে তালা লাগিয়ে মসজিদের বাহিরে কোনো স্থানে রাখবে বা ইমাম সাহেব এর কক্ষ থাকলে সেখানে রাখবে।

وفى العالمغيرية : قيم المسجد لا يجوز له ان يبنى حوانيت فى حد المسجد او فى فنائه لان المسجد اذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز الخ. (ج٢ صـ٤٦٢)

(প্রমাণ : আলমগীরী ২/৪৬২, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া ২/১৭৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ২/৪৭৪, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৪৫৩)

মসজিদের ভিতরে বিনিময় নিয়ে কুরআন শিখানো

প্রশ্ন : আমরা কিছু সংখ্যক মুসল্লী মসজিদের ভিতরে কুরআন শিক্ষা করিতেছি। শিক্ষার বিনিময়ে আমরা শিক্ষককে টাকা দিতেছি। মসজিদের ভিতরে টাকা দিয়ে এভাবে কুরআন শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : শরীআতের দৃষ্টিতে নিয়মিত বিনিময় নিয়ে কুরআন শরীফ ইত্যাদি মসজিদে শিক্ষা দেয়া মাকরূহ। বিনিময় নিয়ে কুরআন শিক্ষার জন্যে অন্যত্র জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে একান্ত প্রয়োজন বশত বা অন্য স্থানের ব্যবস্থা হওয়া পর্যন্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাময়িকভাবে মসজিদে তা'লীম করার অবকাশ রয়েছে।

(ক) নামায যিকির-আয্‌কার ইত্যাদি ইবাদতে সমস্যা না হওয়া।
(খ) মসজিদের পবিত্রতা আদব ও সম্মানের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রাখা।
(গ) অল্প বয়স, পাগল বা নির্বোধ শিশুদেরকে মসজিদে না আনা যারা যে কোনো মুহূর্তে মসজিদ অপবিত্র করে ফেলতে পারে।

وفى العالمغيرية : ويكره كل عمل من عمل الدنيا فى المسجد ولو جلس المعلم فى المسجد والوراق يكتب فان كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به لانه قربة وان كان بالاجرة يكره الا ان يقع لهما الضرورة كذا فى محيط السرخسى. ج٥ صـ٣٢١

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩২১, শামী ১/৬৫৬, আহ্‌সানুল ফাতাওয়া ৬/৪৫৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৬/১৮৫)

মাদ্রাসা মক্তব বন্ধ করে চিল্লায় যাওয়া

প্রশ্ন: কোনো আলেম তাবলীগ জামাতে গিয়ে চিল্লা দেওয়াতে যদি মাদ্রাসা মক্তব ৪২-৪৫ দিন বন্ধ থাকে তবে তার গোনাহ হবে কিনা? মাদ্রাসার পড়ানো ও চিল্লা দেওয়া এই দুইটির মধ্যে উত্তম কোনটি?

উত্তর: মাদ্রাসা মক্তব বন্ধ করে চিল্লায় যাওয়া বড় ভুল এবং মাদ্রাসার পড়াশুনা ক্ষতি করে চিল্লায় যাওয়া কোনো ক্রমেই ঠিক হবে না। তবে মাদ্রাসার তালীম তারবিয়ত চালু রাখার পাশা পাশি অবসর সময় ও ছুটির দিনে তাবলীগের কাজ করবে।

وفى صحيح البخارى: عن عثمان بن عفان قال قال النبى صلى الله عليه وسلم : ان افضلكم من تعلم القران وعلمه ـ (باب خير كم من تعلم ٧٥٢/٢ اشرفية)

প্রমাণ: সূরা মুজাদালা ১১, সূরা বাকারা ২৬৯, সূরা ত্বহা ১১৫, বুখারী শরীফ ২/৭৫২, তিরমিযী শরীফ ২/১১৮,

মাদ্রাসার টাকা নিজের কাজে ব্যয় করা

প্রশ্ন: মুহতামিম সাহেবের জন্য মাদরাসার টাকা নিজের কাজে ব্যয় করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর: না, মুহতামিমের জন্য মাদরাসার টাকা ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করা জায়েয নাই।

كما فى القران الكريم: إنّ الله يامركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها (سورة النساء ٥٥٨)

প্রমাণ: সূরা নিসা ৫৮, মিশকাত ১৭,শামী ৪/৩৬৬ দুররে মুখতার ১/৩৮১, মেরকাত ১/২১২

নীচ তলায় মার্কেট ২য় তলা থেকে মসজিদ

প্রশ্ন : ছায়াবীথি আবাসিক এলাকার লোকজনের নামায পড়ার জন্য ইষ্টার্ণ হাউজিং লিঃ কর্তৃপক্ষ ১ (এক) কাঠা ১০ ছটাক জমি দান করেন। পরবর্তীতে আবাসিক এলাকার এলোটীগণ সহ বিভিন্ন মানুষের অনুদানে আরো প্রায় ৩ কাঠা ৫ ছটাক জমি খরিদ করে একসঙ্গে সম্পূর্ণ জমিতেই অস্থায়ীভাবে এক চালা মসজিদ নির্মাণ করি এবং এখন পর্যন্ত সেই অস্থায়ী ভিত্তিতে নির্মিত মসজিদেই নামায পড়া হইতেছে। কিন্তু দিন দিন মুসল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান মসজিদে মুসল্লীর স্থান সংকুলান হইতেছে না। এমতাবস্থায় আমরা আবাসিক এলাকার বাসিন্দাগণসহ কমিটির পক্ষ হইতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আল্লাহর রহমতে ৬ তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে স্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণ করব ইনশাআল্লাহ। এখন জানার বিষয় হলো, মসজিদের স্বার্থে আমরা কি নীচ তলায় মার্কেট করে ২য় তলা থেকে মসজিদ করতে পারি? যেখানে জুমআসহ বাতরতীব জমাতে নামায হচ্ছে।

উত্তর : কোন জায়গাকে মসজিদ নির্মান এর জন্য ওয়াক্ফ করার পর সেখানে মসজিদ হিসাবে নামায আরম্ভ করলে উক্ত স্থান শরীআতের দৃষ্টিতে শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে। আর শরয়ী মসজিদ গণ্য হওয়ার পর নীচ থেকে উপর কিয়ামত পর্যন্ত তা মসজিদ রূপে থাকবে, তাকে অন্য কিছুতে রূপান্তরকরণ বা পরিবর্তন করার অধিকার কারোর নাই।

প্রশ্নের বর্ণিত জায়গায় যখন থেকে মসজিদ হিসাবে নামায পড়া শুরু হয়েছে তখন থেকে উক্ত জায়গা শরয়ী মসজিদ হিসাবে গণ্য হবে, কাজেই উক্ত মসজিদের নীচের অংশ এবং উপরের অংশ সবটুকুই মসজিদের আওতাভুক্ত। সুতরাং নীচ তলা মার্কেট তৈরি করে ২য় তলা থেকে মসজিদ নির্মাণ করা শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। উল্লেখ্য যদি আপনারা প্রথমেই এই ঘোষণা দিতেন যে, দোতলা থেকে মসজিদ হবে, নীচ তলায় মসজিদের উন্নয়নকল্পে মার্কেট হবে এবং আপাততঃ নীচ তলায় অস্থায়ীভাবে নামায পড়া হবে, তাহলে পরবর্তীতে নীচ তলায় মসজিদের জন্য মার্কেট করার সুযোগ থাকতো।

كما فى العالمغيرية : وقالا يصير مسجد او تصير الطريق من حقه من غير شرط... اذا اراد انسان ان يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد او وفوقه ليس له ذلك كذا فى الذخيرة ـ ج٢ صـ٤٥٥

(প্রমাণ : আলমগীরী ২/৪৫৫, শামী ৪/৩৫৯, মাহমুদিয়া ১/৪৯৮, ১৭/২২৩, ১৮/১৭৪, রহিমীয়া ৬/১১২)

মসজিদের উপর মাদরাসা ভবন নির্মাণের হুকুম

প্রশ্ন : ওয়াকফকৃত মসজিদের উপরে ব্যক্তিগত নামের উপর মাদরাসা ভবন তৈরি করা কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ওয়াকফকৃত মসজিদের উপর মাদরাসার ভবন তৈরি করা জায়েয নাই। তা কোনো ব্যক্তিগত নামের উপর হোক বা না হোক।

وفى فتح القدير : ومن جعل مسجدا تحته... او فوقه بيت ليس للمسجد واحد منهما فليس بمسجد.... ولو عزل بابه الى الطريق لبقاء حق العبد متعلقا به ـ والمسجد خالصًا لله سبحانه ليس لاحدٍ فيه حق. قال الله تعالى وانّ المساجد لله تعالى (جـ٥ صـ٤٤٤)

(প্রমাণ : শামী ৪/৩৫৮, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৫১, ফাতহুল কাদীর ৪/৪৪৪, তাতার খানিয়া ৪/৪৬৪, মাহমুদিয়াহ ১৮/২০৭)

মক্তবের জায়গা বা অন্যান্য সামান পত্র মসজিদে দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : মক্তবের সাথেই একটি মসজিদ আছে সে মসজিদে মক্তবের জায়গা এবং অন্যান্য সামান পত্র দেয়া যাবে কি না? বা এই মক্তবের জায়গা ও অন্যান্য সামানপত্র কি কাজে লাগানো যাবে?

উত্তর : মাদরাসা-মক্তবের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি ও আসবাবপত্র শুধুমাত্র মাদরাসা-মক্তবের জন্যই ব্যবহৃত হবে। তা পরিবর্তন করে মসজিদ বানানো বা মসজিদের কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে না, কেননা জমিদাতারা নিজেদের জমি ও অন্যান্য আসবাবপত্র মক্তবের জন্য দিয়েছে, মসজিদের জন্য দেয় নাই। বর্ণিত প্রশ্নে মহল্লাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব মক্তবের জমি ও অন্যান্য আসবাবপত্র ঐ নির্দিষ্ট মক্তবের কাজে লাগানো এবং সকলে মিলে যাতে কুরআনী মক্তব কায়েম রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক মহল্লায় কুরআনী মক্তব কায়েম না করলে বা কায়েম হওয়ার পর দেখা শোনার অভাবে বন্ধ হয়ে গেলে এলাকাবাসী– আল্লাহর দরবারে কঠোর জওয়াবদিহীতার সম্মুখীন হবে এবং স্বয়ং নবী (সা.) তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন। সুতরাং তাদের পূর্ণভাবে একমত হয়ে দ্বীনি মক্তব টিকিয়ে রাখা কর্তব্য। আর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করার পরেও যদি মক্তব টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা না হয় তাহলে ঐ জমি ও সামানগুলি নিকটবর্তী অন্যকোন মক্তব বা মাদরাসায় দিয়ে দিবেন।

وفى رد المحتار : وكذا الرباط والبئر اذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض الى اقرب مسجد او رباط او بئر ـ قوله الى اقرب مسجد

الخ لف ونشر مرتب وظاهره انه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب الى حوض وعكسه وفى شرح الملتقى يصرف وقفها لاقرب مجانس لها. ج٤ صـ٣٥٩

(প্রমাণ : শামী ৪/৩৫৯, আলমগীরী ২/৪৭৮, এমদাদুল ফাতাওয়া ২/৫৯৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১০/২১১)

মসজিদ ফাণ্ডের টাকা মাদরাসার ফাণ্ডে খরচ করা

প্রশ্ন : মসজিদ ফাণ্ডের কোন টাকা মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না? যেখানে মসজিদ মাদরাসার ফাণ্ড ভিন্ন ভিন্ন।

উত্তর : মসজিদ ফাণ্ডের কোনো টাকা মাদরাসার কোনো কাজে বা মাদরাসা ফাণ্ডের কোনো টাকা মসজিদের কাজে ব্যবহার করা জায়েয নাই।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : وان اختلف احدهما اى الواقف والجهة بان بنى رجلان مسجدين او رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما اوقافا لا يجوز للحاكم نقل مخصص احدهما للآخر. (كتاب الوقف ج٨ صـ٢١٨ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ৮/২১৮, দুররে মুখতার ২/৩৮০, ফাযায়েলুল মাসজিদ ৮৪)

মসজিদের মধ্যে মাদরাসার কার্যক্রমের হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লার মসজিদটি ৪তলা বিশিষ্ট মসজিদের জায়গাদাতা দান করার সময় তিনি বলেছিলেন, আমি কিন্তু জায়গা ওয়াক্ফ করবো সেখানে আপনারা মসজিদ মাদরাসা করবেন বর্তমান মসজিদটির নিচতলা ব্যতিত পুরা সপ্তাহে বাকি তিন তলা পড়ে থাকে এহেন পরিস্থিতিতে আমরা অনেকেই হেফজ খানার মাধ্যমে মাদরাসার কার্যক্রম শুরু করতে চাই।

উত্তর : কোনো স্থান শরয়ী মসজিদ রূপে গণ্য হওয়া বা শরয়ী মসজিদ হওয়ার পর উক্ত জায়গা তার তলদেশ হতে আকাশ পর্যন্ত পুরাটাই মসজিদ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে নির্মিত মসজিদ এর মধ্যে ছাত্রাবাসওয়ালা মাদরাসা বানিয়ে নেয়া নাজায়েয কারণ এতে মসজিদের আদব ও ইহতিরাম রক্ষা হয় না, তেমনিভাবে সেখানে পড়ানোর বিনিময়ে বেতন নিয়ে অনাবাসিকভাবে তা'লীম দেয়াও মাকরূহ। সুতরাং যারা এরকম এন্তেজাম করবে তারা সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহের ভাগী হবে। তবে হ্যাঁ যদি মসজিদেরই ষ্টাফ কর্তৃক মহল্লার বাচ্চাদেরকে অনাবাসিকভাবে কুরআন শরীফসহ জরুরী দ্বীনি তা'লীম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, এবং তা'লীমের জন্য আলাদাভাবে বেতন দেয়া না হয় অথবা অন্যস্থানে মাদরাসা করার পূর্ণ ইচ্ছায় তা'লীম শুরু করিয়ে অন্যত্র ব্যবস্থা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত

সাময়িকভাবে ঠেকা বশত ঃ মসজিদের কোনো তলাকে তার আদব বজায় রেখে ব্যবহার করা হয় তাহলে তার অবকাশ আছে। সেক্ষেত্রেও নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। যথা ঃ

(ক) নামায, যিকির আযকার ইত্যাদি ইবাদতে সমস্যা না হওয়া।

(খ) মসজিদের পবিত্রতা, আদব ও সম্মানের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রাখা।

(গ) পাগল বা নির্বোধ শিশুদেরকে মসজিদে না আনা, যারা যে কোনো মুহূর্তে মসজিদ অপবিত্র করে ফেলতে পারে।

وفى العالمغيرية : فلو جعل وسط داره مسجدا او اذن للناس فى الدخول والصلاة فيه ان شرط معه الطريق صار مسجدا فى قولهم... اذا اراد انسان ان يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد او فوقه ليس له ذلك الخ. ج۲ صـ٤٥٥

(প্রমাণ : আলমগীরী ২/৪৫৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৬/৫৫৮, শামী ৪/৩৫৮, দুররে মুখতার ১/৬০৮)

প্রচলিত মহিলা মাদ্‌রাসা

প্রশ্ন : বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে যে নিয়ম-পদ্ধতিতে মহিলা মাদরাসাসমূহের প্রচলন রয়েছে এ নিয়ম অনুযায়ী মহিলা মাদরাসা করা শিক্ষকতা ও শিক্ষা গ্রহণ করা কুরআন ও হাদীসের আলোকে জায়েয কি না? যদি প্রচলিত পদ্ধতিতে মহিলা মাদরাসা জায়েয না হয়ে থাকে তাহলে জায়েযের পদ্ধতি কি?

উত্তর : ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয। বিশেষ করে ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফে মহিলাদের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন। এর মধ্যে ঐ সব হাদীস উল্লেখ করেছন যেগুলোর মধ্যে মহিলাদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এতে প্রতিয়মান হয় যে মহিলাদের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা জরুরী। বর্তমানে আমাদের দেশে যে সকল মহিলা কওমী মাদরাসা চালু আছে সাধারণত অধিকাংশ মাদরাসায় মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়। যেখানে পুরুষ শিক্ষক রয়েছে তারা পর্দা রক্ষা করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সুতরাং বাস্তবিক এভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকলে তা জায়েয আছে। তবে মহিলা দ্বারা পড়ানোই ভাল। তবে যদি মহিলা শিক্ষিকা না পাওয়া যায় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে বিবাহিত বয়স্ক খোদাভীরু মুত্তাকী পুরুষ ও বালিগা মেয়েদেরকে পড়াইতে পারবে।

উল্লেখ্য আমাদের দেশে অধিকাংশ মহিলা মাদরাসাগুলো আবাসিক। সেখানে ছাত্রীবাসে রেখে ছাত্রীদেরকে পড়ানো হয় এবং শিক্ষা শেষ করে বাহির হওয়ার পর তাদেরকে আলেমা বলা হয় বা মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড থেকে তাদেরকে পরীক্ষা নিয়ে সনদও দেয়া হয় এগুলো তাদের অনেকের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়।

এ ব্যাপারে পরামর্শ হলো মহিলা মাদরাসা করা খুবই ঝুকিপূর্ণ কাজ। এতে লাভের চেয়ে অনেক সময় ক্ষতি বেশী হয়ে যায়। এ জন্য হক্কানী বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ উলামাদের তত্ত্বাবধানে তা করা উচিত। এবং মহিলাদের উপযোগী সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো উচিত। পুরুষদের ন্যায় লম্বা সিলেবাস তাদের প্রয়োজন নয়। মুত্তাকী পরহেযগার পুরুষ শিক্ষক দ্বারা পড়াতে হলেও পূর্ণ পর্দা ব্যবস্থা থাকা ফরয। যাতে বেপর্দার কোন সুরতে না হতে পারে। এবং প্রত্যেক এলাকায় মহিলা মাদরাসা থাকবে যাতে দূর থেকে না আসতে হয়। এবং মাদরাসা অনাবাসিক হবে। মেয়েরা আশ-পাশ থেকে এসে পড়ে চলে যাবে। বিভিন্ন স্বভাবের মেয়েরা দীর্ঘ সময় একত্রে থাকা তাদের চরিত্রের উপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এতে করে অনেক মেয়ে চরিত্রহীনাও হয়ে যেতে পারে। এবং দাম্পত্য জীবনে স্বামীর অনুগত হয়ে চলা তার জন্য সম্ভবপর হয় না। সে কারণে স্বামী স্ত্রীর অনেক পেরেশানী উঠাতে হয়।

এসব কারণে অনেক উলামাগণ মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা না করার পক্ষে মত দিয়ে থাকেন এবং মহিলাদেরকে নিজের মাহরাম আত্মীয়ের নিকট দ্বীন শিক্ষা করতে উৎসাহিত করেন।

كما فى الحديث الشريف : ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن وامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم وبلال يأخذ فى طرف ثوبه. (رواه البخارى باب عظة الامام النساء وتعلمهن جا صـ٢٠ المكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ-১/২০, কিফায়াতুল মুফতী-২/৬৬-৬৭)

ঈদগাহ্ ও কবরস্থান

ওয়াকফকৃত কবরের উপর বাড়ি বানানো

প্রশ্ন : মসজিদের ওয়াকফকৃত কবরে বাড়ি বানানো যাবে কি? যে কবরের নিশানা মিটে গেছে।

উত্তর : ওয়াকফকৃত কবর ব্যবহার করা জায়েয নাই। কেননা সেটা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

كمافى الترمذى : عن ابى مرثد الغنوى قال قال النبى صلى الله عليه وسلم لا تجلسو اعلى القبو رولا تصلوا اليها ـ (باب ما جاء فى كرا هية الوطنى على القبور ١/٢٠٣)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২০৩, আলমগীরী ২/৪৭১, শামী ৪/৩৫২

ওয়াকফকৃত ঈদগাহের জমি বদল করা

প্রশ্ন : ওয়াকফকৃত ঈদগাহ অন্য কোনো জমি দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ঈদগাহের জন্য যে জমি ওয়াকফ করা হয়েছে তা অন্য জমি দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েয নেই।

وفى بدائع الصنائع : ولا يجوز ان يصرفه الى مستحقى الوقف، لان حقهم فى المنفعة والغلة لا فى العين، بل هى حق الله تعالى على الخلوص ـ (كتاب الوقف والصدقة جـ٥ صـ٣٣٠ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ২/৪০১, রদদুল মুহতার ৪/৩৮৪, বাদায়ে ৫/৩৩০, তাতার খানিয়া ৪/৪১৫, বিনায়া ৭/৪৩৬-৪৩৭)

ঈদগাহে খেলাধুলা করা

প্রশ্ন : ঈদ গাহের মাঠে খেলাধুলা করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ঈদগাহ বিভিন্ন দিক থেকে মসজিদের হুকুমে বিধায় তার সম্মান বজায় রাখা জরুরী এবং বেহুরমতি হয় এমন কোন কাজ তাতে জায়েয নেই। যেমন ঃ গরু, ছাগল বাধা, ধান, পাঠ শুকানো ইত্যাদি। সুতরাং ঈদগাহে খেলাধুলা কিংবা অন্য কোন কাজ করা জায়েয হবে না। উল্লেখ থাকে যে, কর্তৃপক্ষের জন্য ঈদগাহকে চার দেয়ালী করে বা অন্য কোন ভাবে হেফাজত করা জরুরী।

وفى الشامية : وما صححه تاج الشريعة ان مصلى العيد له حكم المساجد وتمامه فى الشرنبلالية. جا صـ٦٥٧ سعيد)

(প্রমাণ : শামী-১/৬৫৭, তাতার খানিয়া-৪/৪৬৫, আলমগীর-২/৪৫৬, বাযযাযিয়্যাহ-৪/৮১)

ওয়াকফকৃত কবরস্থানে মাইয়িতের জন্য জমি বিক্রি করা

প্রশ্ন : কোনো ওয়াকফকৃত কবরস্থানে মাইয়িতকে চিরকাল রাখার শর্তে জায়গা বিক্রি করা জায়েয আছে কিনা? এবং উক্ত টাকা মাদ্‌রাসা বা মাদ্‌রাসার নির্মাণের কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কোনো ওয়াকফকৃত কবরস্থান বা জমি বিক্রি করা জায়েয নেই। ওয়াক্‌ফকারী যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করেন সে অনুযায়ী কাজ করা জরুরী। যদি কোনো কবরস্থান সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয় তাহলে উক্ত কবরস্থানে কোনো মাইয়িতকে দাফন করার জন্য কারো কাছে অংশ বিক্রি করা বা কোন মাইয়িতকে দাফন করতে নিষেধ করা এবং কাহারো জন্য কোনো অংশ নির্ধারিত করা জায়েয নেই। এবং মুতাওয়াল্লী নিজেও এই কাজ করতে পারবে না। আর বিক্রি করা যেহেতু জায়েয নেই সুতরাং টাকা ব্যয় করার প্রশ্নই আসে না।

كما فى الهداية : واذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه إلا ان يكون مشاعا عند ابى يوسف فيطلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته ـ (باب الوقف جـ٢ صـ٦٤٠)

(প্রমাণ : হিদায়াহ ২/৬৪০, শামী ৪/৩৬৯, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৩২, তাতার খানিয়া ৪/৪৯২, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ১৪/১৬৭)

কবরের উপর দিয়ে চলা-ফেরা করা

প্রশ্ন : কবরের উপর দিয়ে চলা-ফেরা করার বিধান কি?

উত্তর : কবরের উপর দিয়ে জুতা পরিধান করে চলা ফেরা করা জায়েয নেই চাই জুতা পরিধান করে হোক বা জুতা ছাড়া হোক তবে যদি প্রয়োজনে খালি পায়ে চলা-ফেরা করে তাহলে জায়েয আছে।

كما فى الشامية : وعن ابى حنيفة لا يوطأ القبر الا لضرورة ـ مطلب فى اهداء ثواب القراءة للنبى جـ٢ صـ٢٤٥ سعيد ـ

(প্রমাণ : শামী-২/২৪৫, হাশিয়্যাতুত্বহত্বী-১/৬২০, বাদায়ে-২/৬৫, আল বাহরুর রায়েক-২/১৯৪, কাযীখান-১/১৯৫)

কবরস্থানের গাছের বিধান

প্রশ্ন : কবরস্থানে যদি কোন গাছ থাকে তাহলে ঐ গাছের মালিক কে হবে? কবরস্থানের মুতাওয়াল্লী কবরস্থানে ব্যয় করবে? না ওয়াকফকারী নিয়ে নিবে।

উত্তর : কবরস্থানের গাছ যদি কবরস্থান হওয়ার আগেই থাকে এবং ওয়াকফকারীও জীবিত থাকে তাহলে ঐ গাছের মালিক ওয়াকফকারী হবে। কবরস্থানের ওয়াকফকারী যদি না থাকে তাহলে কবরস্থান হওয়ার আগে যেমন ছিলো সেভাবেই রেখে দিতে হবে। যদি গাছ কবরস্থান হওয়ার পরে হয় ও গাছ লাগানো ওয়ালা নির্দিষ্ট থাকে তাহলে সেই মালিক হবে আর যদি একাএকাই হয় তাহলে ওয়াকফ হয়ে যাবে মুতাওয়াল্লী কবরস্থানের যে কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

فى الخانية على هامشة الهندية : مقبرة فيها اشجار عظيمة وكانت الاشجار فيها قبل اتخاذ الارض مقبرة فان كانت الارض يعرف مالكها فالاشجار باصلها لمالك يصنع باالاشجار واصلها ماشاء وان كانت الارض مواتا ليس لها مالك فاتخذها اهل القرية مقبرة فالاشجار باصلها تكون على ماكانت قبل جعل الارض مقبرة. ج٣ ص٣١١

(প্রমাণ : কাযীখান ৩/৩১১, বাযযাযিয়া ৬/২৬০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-৩৮/৩৪৯)

কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের ঘরের পাশে দুটি কবর অবস্থিত যার বয়স প্রায় ৩০ বছর এখন আমাদের ঘরটি প্রশস্ত করার প্রয়োজন তাই আমাদের বসবাসের ঘরটি বৃদ্ধি করার জন্য কবর দুটি স্থানান্তর করতে পারব কি না এবং এতে ঘর নির্মাণ করতে পারব কি না?

উত্তর : মুসলমানের কবরের যথাসাধ্য হেফাজত করা জরুরী। ঘর বৃদ্ধি করার জন্য কবর স্থানান্তর করা যাবে না। তবে কবর যদি পুরাতন হয় এবং মৃত ব্যক্তি মাটি হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয় এবং কবরের জায়গা ব্যতিত বিকল্প কোন জায়গা না থাকে তাহলে ঘর নির্মাণ করা জায়েয হবে। উল্লেখ থাকে যে, ঘর নির্মাণের সময় যদি কোন হাড় ইত্যাদি পাওয়া যায় উহা কবর স্থানে মাটির নিচে পুঁতে রাখবে।

وفى التاتارخانية : واذا صار الميت ترابا فى القبر يكره دفن غيره فى قبره لان الحرمة باقية وان جمعوا عظامه فى ناحية ثم دفن غيره، فيه تبركا لجيران الصالحين ويوجد موضع فارغ يكره ذلك. (باب فى القبر والدفن ج١ ص٦١٤ دار الايمان)

প্রমাণ : আলমগীরী-১/১৬৭, শামী-২/২৩৯, হাশিয়াতুত ত্বহত্বী-২১২-১, তাতার খানিয়া-১/৬১৪

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন : পুরাতন কবরস্থানের উপর মসজিদ বানানো যাবে কি না?

উত্তর : কয়েকটি শর্তে পুরাতন কবরের উপর মসজিদ বানানো যাবে।

(১) কবরের লাশের ব্যাপারে এমন প্রবল ধারণা হয় যে তার কোনো রকম চিহ্নও অবশিষ্ট নেই।

(২) কবরস্থান যদি কারো মালিকানাধীন হয় তাহলে মালিকের অনুমতি অত্যাবশ্যকীয়।

(৩) কবরস্থান যদি ওয়াকফকৃত হয় এবং বর্তমান দাফনের প্রয়োজন হয় তাহলে মসজিদ করা যাবে না। এবং ভবিষ্যতে দাফনের প্রয়োজন ধর্তব্য নয়। এ অবস্থায় এলাকাবাসীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মসজিদ করা যেতে পারে।

(৪) বিনা প্রয়োজনে পুরাতন কবস্থানের উপর মসজিদ করা মাকরূহ।

وفی البحر الرائق : ولو بلی المیت وصار ترابا جاز دفن غیره فی قبره وزرعه والبناء علیه. (جا صـ١٩٥ کتاب الجنائز)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক-২/১৯৫, শামী-২/২৩৩, আলমগীরী ১/১৬৭, উমদাতুল কারী ৪/১৭১, হাশিয়াতুত ত্বহতবী ২১২-২১৩)

মান্নত, কসম ও কাফ্ফারা

গাইরুল্লাহর নামে মান্নত

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে মান্নত করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মুসলমান থাকবে, না কাফের হয়ে যাবে? জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত অন্য কারো নামে মান্নত করা হারাম। সুতরাং তার জন্য তাওবা করা জরুরী। তবে ঐ ব্যক্তি কাফের হবে না। হ্যাঁ কোন ব্যক্তি যদি গাইরুল্লাহকে বাস্তব কর্ম সম্পাদনকারী মনে করে মান্নত করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

وفى الدر المختار۔ اعلم ان النذر الذى يقع للاموات من اكثر العوام وما يأخذ ... الى ضرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام (باب : فى العوارض ١٥٥/١ زكريا)

প্রমাণ: সূরা বাকারা– ১৭৩ নাসায়ী ১২৮, দুররে মুখতার ১/১৫৫ শামী ২/৪৩৯, আল বাহরুর রায়েক ২/২৯৮

তাবলীগে যাওয়ার মান্নত

প্রশ্ন: আমি মান্নত করি যে যদি আমার ছেলে সন্তান হয় তাহলে আমি তাবলীগে যাবো, আমার ছেলে সন্তান হয়েছে আমার জন্য তাবলীগে যাওয়া জরুরী কিনা?

উত্তর: তাবলীগে যাওয়া স্বতন্ত্র কোন ইবাদত নয়। আর যে কাজ স্বতন্ত্র কোন ইবাদত না সেটার মান্নত করলে তা মান্নতই হয় না। সুতরাং তাবলীগে যাওয়ার মান্নত করলে পূর্ণ করতে হবে না।

كما فى الدر المختار: ومن نذر نذرامطلقا اومعلقا بشرط وكان من جنسه واجب وهو عبادة مقصودة ووجد الشرط لزم الناذر (كتاب الايمان ٢٩٤/١)

প্রমাণ: দুররে মুখতার ১/২৯৪, বাদায়ে ৪/২২৮, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৪৭৩, সিরাজিয়া ২৭০,

কুরআন ছুয়ে শপথ করার বিধান

প্রশ্ন: স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ করে তাই কুরআন ছুয়ে শপথ করতে বলল, তাই স্ত্রী গিলাফের উপর দিয়ে কুরআন ধরল যেন প্রকৃত পক্ষে কুরআন ছুয়া না হয়? কুরআন ছুয়ে মিথ্যা বলার গুনাহ হবে কি?

উত্তর: আমাদের দেশের প্রচলন হিসেবে গিলাফের উপর দিয়ে কুরআন ধরলে মুলত কুরআন ধরাকেই বুঝায়, অতএব উল্লিখিত সূরতে শপথ হবে, এবং কুরআন ছুয়ে মিথ্যা বলার গুনাহ হবে।

وفى البحر الرائق : لا يخفى ان الحلف بالقران الان متعارف فيكون يمينا (٢٨٦/٤)

প্রমাণ: শামী ১/২৯১, ফাতহুল কাদীর ৪/৩৫৬, আল বাহরুর রায়েক ৪/২৮৬, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৩৯৬

মান্নত ও সদকার মাঝে পার্থক্য

প্রশ্ন: মান্নত ও সদকার মাঝে পার্থক্য কি? কেউ যদি বলে যে, আমার অমুক কাজ উদ্ধার হলে এত টাকা দান করব। এটা মান্নাত হবে কি?

উত্তর: মান্নত হল, আল্লাহ তায়ালার জন্য নিজের উপর এমন কোন কিছু আবশ্যক করে নেওয়া যা শরীয়ত কর্তৃক আবশ্যক ছিল না। আর সদকা হল, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বিনিময়হীন কাউকে কোন কিছু দেয়া। হ্যাঁ কেউ যদি বলে যে আমার অমুক কাজ উদ্ধার হলে এত টাকা দান করব তাহলে এটা মান্নত বলে গন্য হবে। আমাদের দেশের প্রচলন অনুযায়ী।

وفى بدائع الصنائع: اما اليمين بالقرب فهى ان يقول ان فعلت كذا فعلى صلاة او صوم او حجة او عمرة او بدنة (باب اليمين ٣٧/٣ زكريا)

প্রমাণ: সূরা হজ্জ ২৯, শামী ৩/৭৪০, বাদায়ে ৩/৩৭, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৪৭০, আলফিহু আলাল মাযাহিবুল আরবাআ ২/১২২, মাউসূআ ৪৪/১০৮

মাজারে মান্নত করার হুকুম

প্রশ্ন : মাজারে মান্নত করার হুকুম কি?

উত্তর : মান্নত শুধু আল্লাহর নামে হবে। কোন সৃষ্টি জীবের জন্য মান্নত জায়েয নেই। সুতরাং মাজারে মান্নত করা হারাম।

كما فى الدر المختار مع رد المحتار: واعلم ان النذر الذى يقع للأموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم و الشمع والزيت ونحو ها الى ضرائح الاولياء الكرام ام تقربا اليهم فهو بالإجماع باطل وحرام- (ج٢ صـ ٤٣٩ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/৪৩৯, ইমদাদুল ফতোয়া ২/৫৫, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-৪০/১৪৯)

মিলাদ পড়ানোর মান্নত করা

প্রশ্ন : মীলাদ পড়ানোর মান্নত করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রচলিত মীলাদ কোন ইবাদত না। তাই মীলাদ পড়ানোর মান্নত শরীআত সম্মত নয় বিধায় এজাতীয় মান্নত পরিত্যাজ্য।

كما فى الشامية: اقبح منه النذر بقراة المولد فى المناير ومع اشتماله على الغناء واللعب وايهاب ثواب ذلك الى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. (ج٢ صـ ٤٤٠ نذر- سعيد)

প্রমাণ : শামী ২/৪৪০, আল ফিকহুল ই: ওয়া আ: ৩/৪৭৩, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৪/১৫৯)

ছেলেকে হাফেজ বানানোর মান্নাত করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি এমন মান্নাত করে যে ছেলে হলে হাফেজ বানাবে তাহলে কি উক্ত মান্নাত পুরা করা আবশ্যক?

উত্তর : আবশ্যক নয়, কেননা মান্নাত ওয়াজিব হয় নিজের উপর অন্যের উপর নয়, তবে যদি সুযোগ হয় তাহলে পুরা করা ভাল। কারণ এটি এক ধরনের অঙ্গীকার।

وفى الموسوعة الفقهية : فقد ذهب الحنفية الى ان النذر قربة مشروعة ولا يصح الا بقربة الله تعالى من جنسها واجب۔ (حكم النذر ١٣٨/٤٠ وزارة الاوقاف)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৭৩৫, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৪৭২, মাওসুআ ৪০/১৩৮

প্রতিদিন দরূদ শরীফ পড়ার মান্নাত করা

প্রশ্ন : প্রতিদিন দরূদ শরীফ পড়ার মান্নত করলে হুকুম কি?

উত্তর : উল্লিখিত মান্নত পূর্ণ করা জরুরী।

كما فى الدر المختار : ولو نذران يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم كل يوم كذا لزمه (كتاب الايمان/١ ٢٩٤ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/২৯৪, শামী ৩/৭৩৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ২/১১৭, তাতার খানিয়া ৩/৫৪৮

শর্ত পূর্ণ হওয়ার আগে মান্নত আদায়

প্রশ্ন : শর্ত পুরা হওয়ার আগে মান্নত আদায় করলে হবে কিনা?

উত্তর : না, শর্ত পূরণ হওয়ার পূর্বে মান্নতকৃত বস্তু আদায় করা ওয়াজিব হয় না। ফলে পূর্বে আদায় করলে তা মান্নত হিসাবেও ধর্তব্য হবে না। উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে পুনরায় মান্নত আদায় করতে হবে।

وفى الدر المختار : ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه اى فرض ... ووجد الشرط المعلق به لزم الناذر۔ (كتاب الايمان ٢٩٤/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ৪/২৪৫, দুররে মুখতার ১/২৯৪, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৪৮৪

মান্নতের টাকা মসজিদে দেওয়া

প্রশ্ন : মান্নতের টাকা মসজিদে দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : না, দেওয়া যাবে না। তবে যদি দিয়েই ফেলে তাহলে তা নফল সদকা হিসাবে গণ্য হবে।

كمافى الشامية : فلا يصح النذربعيادة المريض... وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك فى احكام النذر ٧٣٥/٣ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৭৩৫, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৪৭৩, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ২/১১৭, মাওসূআ ৪০/১৪৮

কোরআনের কসম খাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : কুরআনের কসম খেলে কসম সংঘটিত হবে কিনা? ।

উত্তর : হ্যাঁ, বর্তমান জামানায় কুরআনের কসম সংঘটিত হবে।

وفى الدر المختار : لايقسم بغير الله تعالى كالنبى والقران والكعبة قال الكمال : ولا يخفى أن الحلف بالقران الان متعارف فيكون يمينا ـ (كتاب الايمان ٢٩١/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ২/৫৩, আল বাহরুর রায়েক ২/২৮৬, শামী ৩/৭১৩, দুররে মুখতার ১/২৯১, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/২৯১

মাজারে শিরনী খাওয়ানোর মান্নত করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি মান্নত করে যে আমার বাচ্চাটা সুস্থ হলে অমুক পীরের মাজারে শিরনী খাওয়াবো তাহলে এমন মান্নত পূরণ করা জরুরী কিনা?

উত্তর : না, এমন মান্নত পুরা করা জরুরী না। কেননা মান্নতের জন্য ইবাদাতে মাকছুদা হওয়া শর্ত। আর পীরের মাজারে শিরনী খাওয়ানো কোন ইবাদাত নয়; বরং গুনাহের কাজ তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

وفى بدائع الصنائع ـ ومنها ان يكون قربة فلا يصح النذر بما ليس بقربة راسا كالنذر بالمعاصى ـ (كتاب النذر ٢٢٧/٤ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/২৯৪, শামী ৩/৭৩৬, বাদায়ে ৪/২২৭, মাওসুআ ৪০/১৫২

পাপ কাজের কসম করলে পূর্ণ করা যাবে না

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি গুনাহের কাজ করার কসম করে তাহলে সে কসম পুরা করবে কিনা?

উত্তর : না, পুরা করবে না, বরং ঐ ব্যক্তি কসম ভেঙে ফেলবে এবং কাফফারা আদায় করে দিবে।

وفى الهداية : ومن حلف على معصية مثل ان لا يصلى اولا يكلم اباه او ليقتلن فلا نا ينبغى ان يحنث نفسه ويكفر عن يمينه ـ (كتاب الايمان ٤٨٢/٢)

প্রমাণ ঃ মুসলিম শরীফ ২/৪৮, হিদায়া ২/৪৮২, ফাতহুল কাদীর ৪/৩৭০

নাবালেগ ছেলের মান্নত করা

প্রশ্ন : নাবালেগ ছেলে মান্নত করলে তার উপর পূরা করা ওয়াজিব কিনা?
উত্তর : না, পূরণ করতে হবে না, কেননা মান্নত হলো একটি ইবাদত আর তা নাবালেগের উপর ওয়াজিব নয়।

كما فى بدائع الصنائع : اما الذى يتعلق بالناذر فشرائط الاهلية منها العقل ومنها البلوغ فلا يصح نذر المجنون والصبى الذى لا يعقل (كتاب النذر ٢٢٦/٤ زكريا)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ৪/২২৬, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৪৭১-৭২, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ২/১১৪

গরু/ছাগল মান্নত করে তার মূল্য দেওয়া

প্রশ্ন : গরু/ছাগল মান্নত করে টাকা দিলে মান্নত আদায় হবে কিনা?
উত্তর : হ্যাঁ, মান্নত আদায় হয়ে যাবে।

وفى الشامية : النذر غير المعلق لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير (٧٤١/٣ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৭৪১, হিন্দিয়া ১/১৮১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৪৩, আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ২/১১৭

মান্নতকৃত পশু কোরবানি না করে অন্য পশু কোরবানি করা

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি মান্নত করল সে উট কোরবানি করবে এখন যদি সে গরু বা অন্য কিছু কোরবানি করে তাহলে সহীহ হবে কিনা?
উত্তর : হ্যাঁ, সহীহ হয়ে যাবে, তবে যদি গরুটা মান্নতকৃত পশু থেকে ছোট হয়, তাহলে যে পরিমাণ ছোট সে পরিমাণ টাকা সদকা করে দিবে।

وفى الدر المختار : ولو قال لله على ان اذبح جزورا واتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز ـ (كتاب الايمان ٢٩٥/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা হজ্ব ২৯, দূররে মুখতার ১/২৯৬, হিন্দিয়া ১/১৮১, খুলাসা ১/২৪৩

মান্নতের টাকা আপন ভাইকে দেওয়া

প্রশ্ন : কোন এক ব্যক্তি মান্নত করেছেন যে, তার যদি মেয়ে হয় তাহলে ২০০০/- (দুই হাজার টাকা) মাদরাসায় কিতাব কিনার জন্য দান করবে। যদি সে টাকাটা তার আপন ভাইকে কিতাব কিনার জন্য দিয়ে দেয় তাহলে তার মান্নত আদায় হবে কি না? উল্লেখ্য যে তার মান্নত পূর্ণ হয়েছে।
উত্তর : যেহেতু তার মান্নত পূর্ণ হয়েছে এজন্য মান্নত আদায় করতে হবে। আর উক্ত টাকা তার আপন ভাইকে কিতাব কিনার জন্য দিলেও মান্নত আদায় হবে।

وفى الشامية: ان زوجت بنتى فألف درهم من مالى صدقة لكل مسكين درهم فزوج ودفع الألف الى مسكين جملة جاز۔ (جـ٣ صـ ٧٤١ سعيد)

(প্রমাণ : সূরা হজ্ব ২৯, শামী ৩/৭৪১, বাযযাযিয়া ৪/২৭১, ফাতহুল কাদীর ৪/৩৭৫)

কসমের কাফফারার প্রকারভেদ

প্রশ্ন : কসমের কাফফারা কি? জানতে চাই।

উত্তর : কসমের কাফফারা তিন প্রকার।

১। দশজন মিসকিনকে পেট ভরে দুবেলা খানা খাওয়ানো।

২। অথবা দশজন মিসকিনকে কাপড় দিবে। তবে কাপড়ের ক্ষেত্রে এমন হওয়া উচিত যাতে শরীর অধিকাংশ ঢাকা সম্ভব হয়। যেমন ঃ বড় চাদর বা লম্বা জামা ইত্যাদি।

৩। যদি এগুলো না পারে তাহলে লাগাতার তিনটি রোযা রাখবে।

كمافى القرآن الكريم: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (سورة المائدة ٨٩)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ৮৯, হিদায়া ২/৪৮১, সিরাজিয়্যা ২৭১, ফাতহুল কাদীর ৪/৩৬৫

মাদ্রাসায় ছাগল দেওয়ার মান্নত করা

প্রশ্ন : কেউ মান্নত করল যে, অমুক মাদরাসায় একটি ছাগল দিব, অতঃপর অন্য মাদরাসায় দেওয়ার দ্বারা মান্নাত আদায় হবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় মান্নত আদায় হয়ে যাবে। কারণ মান্নত করার দ্বারা স্থান, কাল নির্ধারিত হয় না, বরং বস্তুটা নির্ধারিত হয়।

وفى بدائع الصنائع: ولو قال لله على ان اطعم هذا المسكين هذا الطعام بعينه فاعطى ذلك الطعام غيره اجزأه لان الصدقة المتعلقة بمال متعين لا يتعين فيها المسكين لانه لما عين المال صار هوالمقصود فلا يعتبر تعيين الفقير۔ (كتاب النذر ٤/٢٣٥ زكريا)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ২/৪৬৮, বাদায়ে ৪/২৩৫, মাওসুআ ৪০/১৮০

পরীক্ষায় পাশ করলে ফকীরকে খানা খাওয়ানোর মান্নত

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি মান্নত করেছে যে, আমি পরীক্ষায় পাশ করলে ফকিরকে খানা খাওয়াবো এরকম মান্নত পূরণ করা জরুরী কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, শর্ত পাওয়া গেলে মান্নত পূরণ করা জরুরী। কেননা ফকীরকে খানা খাওয়ানো ইবাদতে মাকছুদার অন্তর্ভুক্ত।

وفى الدر المختار : ومن نذر ندرا مطلقا او معلقا بشرط و كان من جنسه واجب .. وجد الشرط المعلق به لزم الناذرلحديث من نذروسمى فعليه الوفاء بماسمى ـ (كتاب الايمان ١/٢٩٤ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা হজ্ব ২৯, দুররে মুখতার ১/২৯৪, শামী ৩/৭৩৫, মাউসুআ ৪০/১৪৫, বাদায়ে ৪/২২৭

গিবত করলে ১০০ রোযার মান্নত করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি শপথ করল যে আমি যদি কাহারো গিবত করি তাহলে এক হাজার রোযা রাখব অতঃপর সে গিবত করল এখন কি তার উপর এক হাজার রোযা লাযেম হবে। নাকি কসমের কাফফারা লাযেম হবে?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি (كفارة يمين) তথা তিন রোযা রাখার দ্বারাই জিম্মা মুক্ত হয়ে যাবে।

وفى البحر الرائق ـ ان فعلت كذا فعلى حجة او صوم سنة او صد قة ما املكه اجزاه عن ذلك كفارة يمين وهو قول محمدرح ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى ايضا (كتاب الايمان ٤/٢٩٥ رشيدية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ২/৬৫, আল বাহরুর রায়েক ৪/২৯৫, হিদায়া ২/৪৮৩,

কসমের কাফফারা এক ব্যক্তিকে দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : কসমের কাফফারার দশ কাপড় একজনকে দেওয়া জায়েয আছে কিনা? নাকি দশ কাপড় দশ জনকেই দেওয়া জরুরী?

উত্তর : কসমের কাফফারার কাপড় এক সাথে একজনকে দেওয়া জায়েয নাই, কিন্তু যদি দশ দিনে দশটি কাপড় একজনকে দেয় তাহলে জায়েয হবে। তবে দশটি কাপড় দশজনকেই দেওয়া উত্তম।

وفى الهندية: ولو اعطى مسكينا واحدا عشرة اثواب فى مرة واحدة لم يجزئه كما فى الطعام وان اعطاه فى كل يوم ثوبا حتى استكمل عشرة اثواب فى عشرة ايام اجزاه : (كتاب الايمان ٢/٦٢ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ২/৬২, শামী ৩/৭২৫, খানিয়া ২/১৯

স্পর্শ ও সহবাস না করার কসম করলে একটি কাফফারা

প্রশ্ন : যদি কেহ কসম খেয়ে বলে আমি আমার স্ত্রীকে বিশ দিন পর্যন্ত স্পর্শ ও সহবাস করবো না এরপরে সে বিশ দিনের মধ্যে দুইবার স্পর্শ ও সহবাস করেছে, এখন তার উপর কয়টি কাফফারা ওয়াজিব হবে। এবং কাফফারার পরিমাণ কি তা জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ছুরাতে শুধু একটি কাফফারাই ওয়াজিব হবে। আর বর্তমান যুগে কাফফারার পরিমাণ হলো, দশ জন গরীব মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খানা খাওয়ানো অথবা তাদেরকে যথাযথভাবে সতর ঢেকে নামায পড়া যায় এ পরিমাণ কাপড় দিবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে ধারাবাহিকভাবে ৩টি রোযা রাখবে।

وفى خلاصة الفتاوى : اذا حنث فى اليمين بالله وهو موسر ان شاء اعتق او اطعم او كسا بالنص (كتاب الايمان ١٢٤/٢)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ৮৯, দুররে মুখতার ১/২৯০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/১২৪, হিদায়া ২/৪৮১

হালাল জিনিস নিজের উপর হারাম করার দ্বারা কসম হবে

প্রশ্ন : কোন হালাল জিনিস নিজের উপর হারাম করার দ্বারা কসম হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, কসম হবে।

وفى الدرالمختار: ان تحريم الحلال يمين (باب اليمين ٢٩٤/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা তাহরীম ১, দুররে মুখতার ১/২৯৪, শামী ৩/৭৩২, আলমগীরী ১/৫৫, হিদায়া ১/৪৮২

ওলীমায় গরু জবাই করার মান্নত করা

প্রশ্ন : ওলীমায় গরু জবাই করে খাওয়ানোর মান্নত করলে তা পুরা করা জরুরী কিনা?

উত্তর : না, পুরা করা জরুরী নয়। কেননা ওলীমা ইবাদতে গায়রে মাকসুদা হওয়ার কারণে মান্নতই সহীহ হয় নাই।

وفى الشامية: ومن شروطه ان يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض... وان كانت قربا الاانها غير مقصودة ـ (٧٣٥/٣)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ৪/২২৭, শামী ৩/৭৩৫, আল মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ ৪/১৪৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া ২/১১৭

পূর্ণ বছর রোযা রাখার মান্নত করলে করণীয়

প্রশ্ন : কেউ পূর্ণ এক বছর রোযা রাখার মান্নাত করলে তার জন্য ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী কিনা?

উত্তর : না, এক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী নয় বরং রমজানের ত্রিশটি ও নিষিদ্ধ দিনের পাঁচটি রোযা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট রোযাগুলো আদায় করবে আর বাকিগুলো পরে কাযা করে নিবে।

وفى العالمكيرية: واذا او جبت المرأة على نفسها صوم سنة بعينها قضت ايام حيضها لان تلك السنة قد تخلو عن ايام الحيض فصح الايجاب - (باب النذر ١/٢١٠ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা হজ্ব ২৯, আলমগীরী ১/২১০ খুলাসাতুল ফাতাওআ ১/২৬১

মান্নতের টাকা কাজের মেয়েকে দেওয়া

প্রশ্ন : কাজের মেয়েকে মান্নতের টাকা দেওয়া যাবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : যদি মেয়ে গরীব হয় তাহলে দেওয়া যাবে। তবে এ টাকা বেতন হিসাবে দেওয়া যাবে না।

وفى العالمكيرية: لايجوز صرف الكفارة الى من لا يجوز دفع الزكاة اليه كالوالدين والمولودين وغيرهم الا انه يجوز صرفها الى فقراء - (باب فى اليمين - ٢/٦٤ حقانية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১২৯, আলমগীরী ২/৬৪, বাদায়ে ২/৪৩

মান্নতের রোযা পূর্ণ করতে অক্ষম হওয়া

প্রশ্ন : মান্নতের রোযা পুরা করতে অক্ষম হলে করণীয় কি? শরীয়তের দৃষ্টিতে জানতে চাই।

উত্তর : কেউ যদি অসুস্থতার কারণে মান্নতের রোযা পুরা করতে না পারে তাহলে সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করবে। যদি সুস্থ হয় তাহলে মান্নতের রোযা পুরা করবে। আর যদি না হয় তাহলে মৃত্যুর আগে মান্নতের কাফফারা বা ফিদিয়া দেওয়ার জন্য ওসিয়ত করবে।

كمافى القرآن الكريم : يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا - (سورة الدهر ٧)

প্রমাণ ঃ সূরা দাহার ৭, তিরমিযী ১/২৭১, আল-ফিকহুল ইসলামী ৩/৪৭৪, শামী ২/৪২৭

অন্যের জিনিসের মান্নত করলে সহীহ হবে না

প্রশ্ন : অন্যের জিনিস মান্নত করার দ্বারা মান্নত সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : মান্নত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যে জিনিসের মান্নত করবে সেটা নিজের মালিকানাধীন হতে হবে। অন্যের জিনিসের মান্নত করলে সহীহ হবে না।

كمافى مشكاة المصابيح : وليس على ابن ادم نذر فيما لا يملك - (٢/٢٩٦)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২/২৯৬, তাতারখানিয়া ২/৫৪৯,

শর্তের সাথে মান্নত করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি মান্নত করে যদি আমি অমুক জিনিস পাই তাহলে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা দান করবো আর তার অন্তরে এই নিয়ত ছিলো যদি ঐ জিনিসটা ভাল হয় কিন্তু পাওয়ার পরে দেখলো ঐ জিনিসটা খারাপ তাহলে পুরা ৫০০ (পাঁচশত) টাকা দান করতে হবে নাকি কিছু কম করলেও হবে।

উত্তর : যখন মান্নতের শব্দ মুতলাক হয় তখন মান্নতের ভিত্তি হয় শব্দের উপর অতিরিক্ত নিয়্যতের কোন ধর্তব্য হয় না। সুতরাং ঐ জিনিস পাওয়ার পরে পুরা টাকা দান করতে হবে। যদিও ঐ জিনিসটা খারাপ পাওয়া যায়।

وفى الكفاية: سواء كان شرطا درى كونه اولم يدر فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر۔ (فصل الكفارة ٣٧٥/٤)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ২/৪৮৩, কেফায়া ৪/৩৭৫, শামী ৩/৭২৫,

মসজিদে মিষ্টি মান্নত করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি মান্নত করে যে, যদি আমি আমার এই রোগ থেকে ভাল হই, তাহলে আমি মসজিদে দুই কেজি মিষ্টি দিব। এখন আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত মান্নত সহীহ আছে কি না? যদি মিষ্টি মসজিদে দিয়ে দেয় তাহলে তার বিধান কি? ধনী গরীব সবাই খেতে পারবে কি না?

উত্তর : উক্ত মান্নত সহীহ হবে এবং আরোগ্য লাভ করার পর তা আদায় করা ওয়াজিব এবং উক্ত মিষ্টি মসজিদে না দিয়ে মিষ্টি বা তার মূল্য গরীবদেরকে দিয়ে দিবে। এতদাসত্তেও যদি মসজিদে দিয়ে দেয়, তাহলে ধনীরা তা খেতে পারবে না। তবে মান্নত যদি মুসল্লীদের জন্য হয় তাহলে ধনীরাও খেতে পারবে। কারণ ধনীদের অংশটুকু মান্নত হবে না।

كما فى الدر المختار مع الشامية : فان علقه بشرط يريده كأن قدم غائبى او شفي مريضي يوفى وجوبا ان وجد الشرط ـ ج٣ صـ ٧٣٨)

(প্রমাণ : সূরা হজ্ব ২৯, সিরাজিয়া ২৭০, শামী-১/২৩৯, ৩/৭৩৮-৪১)

শর্ত না পাওয়া গেলে মান্নত পুরা করা জরুরী না

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে মান্নত করে যে যদি ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করে, তাহলে তার পরিবর্তে একটি ছাগল সদকা দিব। এখন যদি ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তাহলে সদকা না দিলে কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : না উল্লেখিত সুরতে মান্নত পুরা করতে হবে না।

كما فى الدر المختار مع رد المحتار : ومن نذر مطلقا او معلقا بشرط وكان من جنسه واجب وهو عبادة مقصودة ووجد الشرط المعلق به لزم الناذر لحديث : من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى ـ (جـ٣ صـ٧٣٥ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৩/৭৩৫, বাযযাযিয়া ১/২০৯, বাদায়ে ৪/২২৭, আলমগীরী ১/২০৯)

স্থান ও কালের সাথে মান্নত সম্পৃক্ত হয় না

প্রশ্ন : আমার পিতা আমাদের মসজিদে কিছু জমি দেওয়ার মান্নত করেছেন। আর আমার ভাই এক সেট মাইক দেওয়ার মান্নত করেছেন। এখন আমার জানার বিষয় হলো উল্লেখিত জমি ও মাইক উক্ত মসজিদে না দিয়ে অন্য মসজিদে দিলে তা শরীআত সম্মত জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কোনো স্থান বা সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে মান্নত করলে মান্নত হয়ে যায়। তবে ঐ স্থান এবং সময়ের সাথে নির্দিষ্ট থাকে না। অতএব উল্লেখিত জমি ও মাইক নিজ মসজিদে না দিয়ে অন্য মসজিদের প্রয়োজনে দেয়া হলে তা সঠিক হবে।

وفى الفتاوى التاتارخانية : ولو نذر ان يتصدق ببخارى فتصدق بسمرقند يجوز بالاتفاق. (كتاب الايمان جـ٣ صـ٥٥٠ دار الايمان)

(প্রমাণ : শামী ৩/৭৪০, বাদায়ে ৪/২৪৫, তাতার খানিয়া ৩/৫৫০-৫৫৪)

সুস্থ হওয়ার শর্তে মান্নত করা

প্রশ্ন : আমার ভাতিজী অসুস্থ হওয়ার কারণে আমি মান্নত করেছিলাম যে, সে সুস্থ হলে, আমি আল্লাহর রাস্তায় কিছু সদ্‌কা করবো, তারপর শিশুটি অসুস্থাবস্থাই মারা যায়, এখন আমার জন্য উক্ত মান্নত পূরণ করা জরুরী কি না?

উত্তর : আপনার জন্য উক্ত মান্নত পূরণ করা জরুরী নয়, তবে ইসালে সাওয়াবের নিয়তে কিছু সদ্‌কা করতে পারবেন।

وفى الدر المختار : ومن نذر نذرًا مطلقا او معلقا بشرط وكان من جنسه واجب وهو عبادة مقصودة ووجد الشرط لزم الناذر. (جا صـ٢٩٤ مكتبة زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২৯৪, হিদায়া ২/৪৮৩, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ২-৩/১১৬

ষাড় ছাড়ার মান্নত করার বিধান

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মান্নত করেছে। যদি আমি এই রোগ থেকে আরোগ্য পাই তাহলে আমি আল্লাহর নামে একটি ষাড় ছাড়বো। অতঃপর সে রোগ থেকে আরোগ্য হয়ে একটি ষাড় ছেড়ে দিয়েছে। এখন জানার বিষয় হলো এলাকাবাসী মান্নতকারীর অনুমতিক্রমে ঐ ষাড়কে বিক্রি করে এর টাকা ঈদগাহের মাঠের কাজে ব্যয় করতে পারবে কি না?

উত্তর : মান্নত সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হলো যে বস্তুর মান্নত করা হবে সে বস্তুটি ইবাদাতে মাকছুদা ও ফরয ওয়াজিবের প্রকার থেকে হতে হবে। গুনাহের কাজ হতে পারবে না। ষাড় ছাড়া গুনাহের কাজ। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির ষাড় ছাড়ার মান্নত করা সহীহ হয় নাই। ষাড় ছেড়ে দেওয়ার পরও সে উহার মালিক থেকে যাবে। এখন যদি সে স্বেচ্ছায় ঈদগাহের কাজের জন্য ঐ পশুকে দান করে দেয় তাহলে এলাকাবাসী উহা বিক্রি করে এর টাকা ঈদগাহের কাজে ব্যয় করতে পারবে।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : ويشترط لصحة النذر سبعة شروط الاول ان يكون من جنس المنذور - فرض او واجب اصطلاحى على الاصح. (باب النذر ج۲ صـ۱۱٦ المكتبة دار الحديث القاهرة)

(প্রমাণ : সূরা মায়েদা-১০৩, শামী ৩/৭৩৫, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ২/১১৬, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ৪০/১৪৯, বাদায়ে ৪/২৪৪)

মসজিদ নির্মাণের মান্নত করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মান্নত করল যে, আমি যদি সুস্থ হই তাহলে সুস্থ একটি মসজিদ নির্মাণ করব। এখন আমার জানার বিষয় হল উক্ত ব্যক্তির উপর সুস্থ হওয়ার পর মসজিদ নির্মাণ করা আবশ্যক কি না? না কি ঐ পরিমাণ টাকা দান করলেও হয়ে যাবে?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তির মসজিদ নির্মাণ করার মান্নত সহীহ হয়নি সুতরাং তার জন্য মসজিদ নির্মাণ করা জরুরী না। তবে সে যদি ইচ্ছা করে মসজিদ নিমার্ণ করতে পারবে। কিংবা পুরাতন মসজিদ সংস্কার করতে পারবে অথবা উক্ত টাকা গরীব মিসকিনদের দানও করতে পারবে।

كما فى الشامية : ومن شروطه ان يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض وتشييع الجنازة وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وان كانت قربا الا انها غير مقصودة. (مطلب فى احكام النذر ج۳ صـ۷۳٥ صعيد)

(প্রমাণ : শামী-৩/৭৩৫-৭৪০, বাদায়ে-৪/২২৮, আল মাউসুআতুল ফিকাহিয়্যাহ-৪০/১৪৭-১৪৮)

ঘরে প্রবেশ না করার কসম করে মসজিদে প্রবেশ করা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে যে সে ঘরে প্রবেশ করবেনা। অতঃপর সে কাবা শরীফে, মসজিদে এবং ইয়াহুদী বা খৃস্টানদের ইবাদত খানায় প্রবেশ করে তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে কি না?

উত্তর : না, কসম ভঙ্গ হবে না।

كما فى الدر المختار : لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة للنصارى والكنيسة لليهود فى حلفه لا يدخل بيتا. (باب اليمين جا صـ۲۹٦ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২৯৬, আলমগীরী ২/৬৮, আল বাহরুর রায়েক ২/২৯৯)

গোশত না খাওয়ার কসম খাওয়া

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে যে সে গোশত খাবে না অতঃপর মাছের গোশত খেল, তখন সে কসম ভঙ্গকারী হবে কি না?

উত্তর : না, কসম ভঙ্গকারী হবে না।

كما فى التاتارخانية : ولو حلف لا يأكل لحما ولا نية له فأكل لحم السمك لا يحنث. (كتاب الايمان جـ۳ صـ٤٤٥ دار الايمان)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ৩/৪৪৫, বাদায়ে ৩/৯৩, ফাতহুল কাদীর ৪/৩৯৮, আলমগীরী ২/৮৩)

গোশত না খাওয়ার কসম করে মানুষের গোশত খাওয়া

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে যে সে গোশত খাবে না অতঃপর সে মানুষ বা শুকরের গোশত খেল তখন সে কসম ভঙ্গকারী হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে, যদিও তা খাওয়া হারাম।

وفى البناية : ولو حلف لا يأكل لحما فاكل لحم السمك لا يحنث.... وان اكل لحم خنزير او لحم انسان يحنث لانه لحم حقيقى الا انه حرام واليمين قد يعقد للمنع من الحرام اى والحرام لا يمنع انعقاد اليمين ـ الا ترى انه لو حلف لا يشرب شرابا فشرب الخمر يحنث ـ (كتاب الايمان جـ٦ صـ۱۷۰-۱۷۱ اشرفية)

(প্রমাণ : বাদায়ে-৩/৯৩, তাতার খানিয়া ৩/৪৪৫, বিনায়া ৬/১৭০-১৭১, আলমগীরী ২/৮৩)

আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নামে কসম খাওয়া

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কসম খায় যেমন পিতা-ছেলে কিংবা অন্য কিছুর তাহলে তার কসম খাওয়া ঠিক হবে কি না?

উত্তর : আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কসম খাওয়া হারাম। যেমন : পিতা, ছেলে কিংবা অন্য কিছুর, তবে কুরআনের কসম যেহেতু প্রসিদ্ধ তাই কুরআন ধরে কসম করলে কসম হয়ে যাবে।

كما فى الدر المختار : لا يقسم بغير الله تعالى كالنبى والقران والكعبة ـ قال الكمال ولا يخفى ان الحلف بالقران الآن متعارف فيكون يمينا ـ (كتاب الايمان جا صـ۲۹۱ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২৯১, শামী ৩/৭১২, বাদায়ে ৩/৩৬, আলমগীরী ২/৫১)

জায়েয-নাজায়েয

খেলাধুলা সংক্রান্ত মাসায়েল

ক্রীকেট, ফুটবল,হাডুডু খেলার হুকুম

প্রশ্ন : ক্রীকেট ফটুবল ও হাডুডু খেলা জায়েয আছে কি?

উত্তর : ক্রীকেট ফুটবল ও হাডুডু খেলায় সাধারণত সতর খোলা থাকে হারজিত এবং গরজে ফাসেদ থাকে এজন্য তা খেলা ও দেখা নাজায়েয। তবে শরীর চর্চার জন্য বা শরীআত সম্মত ভালো কোন উদ্দেশ্যে বিনিময় ব্যতিত সাময়িক অনুমতি রয়েছে।

وفى الدر المختار: ودلت المسئلة ان الملاهى كلها حرام ـ جا صـ٢٣٨

প্রমাণ : সূরা আনফাল-১৬০, দুররে মুখতার-১/২৩৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-৩৫/২৬৯

লুডু খেলা

প্রশ্ন : লুডু খেলা জায়েয কি না?

উত্তর : লুডু খেলা নাজায়েয।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : لكن لا يخلو كل لهو غير نافع من الكراهة لما فيه من ـ تضييع الوقت والاشتغال عن ذكر الله وعن الصلوة وعن كل نافع مفيد. (جـ٣ صـ ٥٦٣ رشيدية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৪৮, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/৫৬৩, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৩৫/২৭০, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/২৪০)

র‍্যাকেট খেলার হুকুম

প্রশ্ন : র‍্যাকেট খেলার বিধান কি?

উত্তর : যদি র‍্যাকেট খেলার দ্বারা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অথবা কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকারিতা লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার লক্ষে হয় এবং এতে হারজিত, টাকা পয়সার লেন-দেন ও শরীআতের কোন হুকুম লংঘন করা না হয়, এবং তাতে ব্যস্ত থাকার দরুন প্রয়োজনীয় কাজ কর্মে কোন সমস্যা না হয় তাহলে জায়েয আছে। অন্যথায় জায়েয নয়।

وفى الدر المختار: وهذا اذالم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب والافحر ام بالاجماع ـ (جـ٢ صـ ٢٤٨ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : সূরা আনআম ৬০, দুররে মুখতার ২/২৪৮, হিদায়া ৪/৪৭৫)

খেলায় জয়ের জন্য দুআ করা

প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল বা ক্রিকেট খেলায় কোন দল জয়ের জন্য দুআ করার বিধান কি?

উত্তর: বর্তমান ফুটবল, ক্রীকেট খেলা বিভিন্ন কারণে নাজায়েয। আর নাজায়েয কাজ করা, দেখা, সহযোগিতা করা এবং দুআ করাও নাজায়েয। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সমস্ত নাজায়েয কাজ থেকে হেফাজত করুন। আমীন!

وفى الدر المختار: وهذا اذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب والا فحرام بالاجماع۔ (البيع ٢/٢٤٨ زكريا)

প্রমাণ: সূরা মায়েদা-৯, তবরানী বেনায়ার হাওলায়-১২/২৫০, দূররে মুখতার-২/২৪৮, হিদায়া-৪/৪৭৫, আলমগীরী-৫/৩৫২

খেলার ধারা বিবরণী শোনা

প্রশ্ন: ক্রিকেট খেলার ধারা-বিবরণী শোনা যাবে কি?

উত্তর: প্রচলিত ক্রিকেট খেলার মাঝে বহু শরীয়ত বিরোধী কাজ থাকার কারণে না জায়েয। তাই তার ধারা-বিবরণী শোনাও নাজায়েয। কেননা ইহা শোনার দ্বারা সময় অপচয় হয়। তাছাড়াও ধারা-বিবরণী চলাকালীন বাজনা বিশিষ্ট বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়।

وفى الطبرانى بحواله البناية : عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لهو يكره الا ملاعبة الرجل زوجته ومشيته بين الهدفين وتعليمه فرسة۔ (١٢/٢٥٠ اشرفيه)

প্রমাণ: সূরা মায়েদা-৯০, তাবরানী বাহাওয়ালায়ে বিনায়া ১২/২৫০ আলমগীরী ৫/৩৫২, শামী ৬/ ৩৯৫, হিদায়া ৪/৪৭৫

লটারী, জুয়ার টাকা জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করা

প্রশ্ন: লটারী, জুয়া, বাজী ধরার বিধান কি? এসব পন্থায় টাকা উপার্জন করে ঋণ পরিশোধ করা কিংবা জনকল্যাণ মূলক কাজ যেমন হাসপাতাল, ইয়াতীম খানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান করা জায়েয আছে কিনা? এবং এর দ্বারা কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর: প্রশ্নে উল্লেখিত সব গুলি কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। আর হারাম মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা, কিংবা জনকল্যান মূলক কাজ করা জায়েয নাই; সুতরাং এর দ্বারা সাওয়াবের কোন আশাই করা যায় না।

وفى الشامية: قوله لانه يصير قمارا لان القمارمن القمر الذى يزداد تارة وينقص اخرى وسمى القمار قمارا لان كل واحد من المقامرين ممن يجوزان يذهب ماله الى صاحبه ويجوز ان يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص۔ (فصل فى البيع ٤٠٣/٦ سعيد)

প্রমাণঃ সূরা মায়েদা–৯০, তিরমিযী–১/৩, দুররে মুখতার– ২/২৪৯ শামী ৬/৪০৩, তুহফাতুল আহওয়াযী– ১/২৫,

ছয় গুটি খেলা

প্রশ্ন : ছয় গুটি খেলা জায়েয কিনা?

উত্তর : ছয় গুটি খেলা জায়েয নাই।

كما فى الشامية : اللعب بالاربعة عشر حرام وهو قطعةً من خشب يحفر فيها ثلاثة اسطر ويجعل فى تلك الحفر حصى صغار يلعب بها. (جـ٦ صـ ٣٩٥ اللهو واللعب. سيعد)

(প্রমাণ : শামী ৬/৩৯৫, আলমগীরী ৫/৩৫২, বিনায়া ১০/২৪৯, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/৫৬৩)

দাবা বা কেরামবোর্ড খেলার হুকুম

প্রশ্ন : দাবা বা কেরামবোর্ড খেলার বিধান কি?

উত্তর : দাবা বা কেরামবোর্ড খেলা হারাম।

وفى العالمغيرية: ويكره اللعب بالشطرنج والنرد وثلاثة عشرو أربعة عشرو كل لهو ما سوى الشطرنج حرام بالاجماع واما الشطرنج فاللعب به حرام عندنا (جـ٥ صـ٣٥٢ المكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৪৭, আলমগীরী ৫/৩৫২, শামী ৬/৩৯৪, হিদায়া ৪/৪৭৫)

নৌকা বাইচের হুকুম

প্রশ্ন : নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা জায়িয কি না?

উত্তর : প্রত্যেক ঐ খেলা যে খেলার ভিতরে হারজিতের বাজি থাকে এবং জুয়ারী কর্মকাণ্ড হয় তা হারাম। উল্লেখিত কর্মকাণ্ড সাধারণত নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা থেকে খালি হয় না এই জন্য নাজায়েয।

وفى الدر المختار: وحرم لوشرط فيها من الجانبين لانه يصير قمارا (جـ٢ صـ٢٤٩)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৪৯, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/৫৬৩, শামী-৬/৪০৩

টেলিভিশনে খেলা দেখা

প্রশ্ন : মুসলমানদের জন্য টেলিভিশনে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : গান-বাজনা অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনা ইত্যাদি দেখা ও শুনা থেকে বিরত থেকে টেলিভিশন দেখা কল্পনাতীত, তাই বর্তমানে টেলিভিশন রাখা, দেখা, দেখানো ও টেলিভিশনে কোন কিছু শুনা বা শুনানো নাজায়েয। আর ঐ সমস্ত খেলা ধুলা যা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী ও আখেরাত বা সংসারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে গাফেল রাখে অথবা যাতে গুনাহ ও আল্লাহর নাফরমানীর সংমিশ্রন রয়েছে ঐ সমস্ত খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা বা দেখা উভয়টাই শরীআতের দৃষ্টিতে নিষেধ। বর্তমানে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় এসব কিছুই বিদ্যমান, তাই তাতে অংশ গ্রহণ বা সরাসরি দেখাই নিষেধ, আর উক্ত খেলা টিভিতে দেখা হলে এর সাথে আরো অনেক গুনাহের সমষ্টি ঘটে, সুতরাং টিভিতে ফুটবল খেলা দেখা সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা গুনাহ। যা হতে মুসলমানদের বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যক।

وفى العالمغيرية : وكل لهو ما سوى الشطرنج حرام بالاجماع الخ. جه ص ٣٥٢

وفى الشامية : وينظر الرجل من الرجل الى قوله سوى ما بين سرته الى تحت ركبته الخ. ج٦ ص ٤٦٤-٤٦٦

(প্রমাণ : সূরা লোকমান-৬, মিশকাত শরীফ-২/২৬৯, মাআরিফুল কুরআন-৭/২২, আলমগীরী-৫/৩৫২, শামী-৬/৪৬৪)

ছবি সংক্রান্ত মাসায়েল

বিবাহের অনুষ্ঠানে "(আলপনা)" ছবি আঁকা

প্রশ্ন : বর্তমানে বিবাহের অনুষ্ঠানে এবং খাত্‌নার অনুষ্ঠানের আগের দিন ঘরের দেয়ালে, বারান্দায় "আলপনা" আঁকে অর্থাৎ বিভিন্ন ছবি আকে। শরীআতে এটা বৈধ কি না?

উত্তর : ছবি দুই প্রকার। (১) প্রাণীর ছবি (২) বিভিন্ন ফুল-ফল, গাছ পালার ছবি। প্রাণীর ছবি আঁকা জায়েয নেই। আর ফুল-ফল ও গাছ পালার ছবি আঁকা জায়েয আছে। আর বিয়ের বাড়ীতে যে আলপনা আঁকা হয় তা যদি বিভিন্ন ফুল-ফলের ছবি হয় তাহলে জায়েয আছে।

كما فى الحديث الشريف : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانى جبرئيل عليه السلام قال اتيتك البارحة فلم يمنعنى ان اكون دخلت الا انه كان على الباب تماثيل وكان فى البيت قرام ستر فيه تماثيل... فمر برأس التمثال الذى على باب البيت فيقطع فيصير كهيئة الشجرة ـ (مشكوة ج٢ صـ٣٨٦ باب التصاوير مكتبة اشرفية)

(প্রমাণ : মিশকাত-২/৩৮৬, দুররে মুখতার-২/২০৩, খাযানাতুল ফিক্বাহ ৬০)

ছবিযুক্ত টাকা পকেটে রাখা

প্রশ্ন : ছবিযুক্ত টাকা পকেটে রাখা জায়েয কিনা?

উত্তর : টাকা নিয়ে চলা ফেরা করা অতীব জরুরী হওয়ার ফলে ছবিযুক্ত টাকা পকেটে রাখা জায়েয আছে।

وفى امداد الفتاوى: روپیہ چہرہ دار جس میں نصف تصویر ہوتی ہے اسکا رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟

.....چونکہ اسکے رکھنے کی ضرورت ہی اسلئے عفو ہے۔ (ج ۴ ص ۲۵۴)

প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/২৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২৫৪, কিফায়াতুল মুফতী-৯/১৮৮

ছবি তোলার হুকুম

প্রশ্ন : (ক) যদি কোন ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাহির রাষ্ট্রে যেতে চায় এবং তাকে কেন্দ্র করে পাসপোর্ট বানানোর প্রয়োজন পড়ে আর ফটো তুলতে হয় তাহলে ইহা শরীআত সম্মত হবে কি না? প্রকাশ থাকে যে, যদি স্ব-পরিবারে যাওয়া হয়, আর তখনও ফটো তুলতে হবে, তাহলে ঐ সময়ে কি পরিবারের লোকদের ছবি তোলা জায়েয হবে? এবং ইহাও প্রকাশ থাকে যে, যদি বহিরাষ্ট্র বিধর্মী রাষ্ট্র হয় তখন দ্বীনী ইলেম শিক্ষা দেওয়ার জন্য যাওয়া জায়েয হবে কি না? যখন বিধর্মী রাষ্ট্রে দ্বীনী শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্থানীয় ঐ ধরনের যোগ্য লোক না থাকে।

(খ) ইসলাহের জন্য মুর্শিদের নিকট যাওয়ার নিমিত্তে পাসপোর্ট ইত্যাদির জন্য ছবি তোলা জায়েয হবে কিনা? স্বীয় রাষ্ট্রে ইছলাহের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও।

উত্তর : (ক) শরীআতের দৃষ্টিতে 'শরয়ী' উযর ব্যতিত প্রাণীর ছবি অংকন করা বা ক্যামেরার সাহায্যে প্রাণীর ছবি উঠানো বা ছবি ঘরে সংরক্ষণ করা মারাত্মক গুনাহ ও হারাম কাজ। তবে একান্ত প্রয়োজনবশত ঃ বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রয়োজন মুতাবিক ছবি উঠানো ও ব্যবহারের অবকাশ রয়েছে। দ্বীনী বা দুনিয়াবী

প্রয়োজনে বহিরাষ্ট্রে গমণের নিমিত্তে যমানার জরুরত হিসাবে পাসপোর্ট করে রাখা মানবিক প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য হয়। আর পাসপোর্ট করতে হলে ছবি ছাড়া করা সম্ভব নয় বিধায় এর জন্যে ছবি তোলারও অবকাশ রয়েছে।
অতঃপর এই পাসপোর্টের মাধ্যমে বিদেশে গমন করা জরুরী প্রয়োজনের জন্যে হোক বা জায়েয কাজের জন্য হোক তথা ইলমেদ্বীন শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়ার জন্য অথবা ইসলাহে নফসের জন্য মুরশিদের দরবারে গমন করা হোক সবই শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয এবং দীর্ঘ দিন যদি দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদেশে থাকতে হয় তাহলে বিবি বাচ্চাকে সাথে নিয়ে যাওয়াও জায়েয বরং উত্তম, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য ছবি তোলারও অবকাশ আছে।
(খ) ইসলাহে নফসের জন্য এমন, শাইখের সাথে সম্পর্ক করা জরুরী যার সাথে কলবী মুনাসাবাত আছে। কারণ কলবী মুনাসাবাত ছাড়া কেউ শাইখের নিকট বাইআত হলে তার দ্বারা ইসলাহে নফ্স হয় না এটা তরীকতের মুছাল্লাম মাসআলা। সুতরাং নিজের রাষ্ট্রে যোগ্য লোক থাকা সত্বেও কারোর যদি তাদের সাথে কলবী মুনাসাবাত উপলব্ধি না হয় এবং ভিন্ন রাষ্ট্রের কোন শায়খের সাথে মুনাসাবাত মনে হয় তাহলে তার জন্য ভিন্ন রাষ্ট্রের কোন শায়খের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক করার জন্য বা তাঁর সুহবতে থাকার জন্য পাসপোর্টের মাধ্যমে তাঁর দেশে যাওয়া জায়েয আছে।

وفی تکملة فتح الملهم ـ اما اتخاذ الصورة الشمسية للضرورة او الحاجة.... فينبغى ان يكون مرخصا فيه فان الفقهاء استثنوا مواضع الضرورة من الحرمة الخ. (ج٤ صـ١٦٢)

(প্রমাণ : শামী-১/৬৪৭, তাকমিলাতু ফাতহুল মুলহিম-৪/১৬২, জাওয়াহিরুল ফিক্হ-৩/২৩২)

মৃত ব্যক্তির ছবি তুলে রাখা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ছবি তুলে রাখা জায়েয কিনা?
উত্তর : ছবি তোলা জায়েয নাই, চাই তা মৃত্যুর পূর্বে হোক বা পরে।

كمافى مشكوة المصابيح: عن ابى طلحة ﷺ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير : (باب التصاوير ٣٨٥ اشرفية)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ৩৮৫, মেরকাতুল মাফাতিহ ৮/৩২৩, মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ ১২/১০১-২

কল্যাণ সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য ছবি তোলা

প্রশ্ন : হুজুর আমরা একটা ইসলামী কল্যাণ সংস্থা করেছি, সেখানে টাকা পয়সার লেনদেনও হয়। সদস্য আনুমানিক ১৫০জনের মত হবে। টাকা পয়সা লেনদেনের সুবিধার্থে, সকল সদস্যের পরিচয়ের জন্য ছবি চাওয়া হয়েছে, এখন জানার বিষয় হল আমাদের এই জরুরতটা কোন শরয়ী জরুরত কি না? এ কাজের জন্য আমরা ছবি ব্যবহার করতে পারব কি না?

উত্তর : শরীআতের দৃষ্টিতে প্রাণীর চিত্র অংকন করা বা ক্যামেরার সাহায্যে প্রাণীর ছবি উঠানো ও তার সংরক্ষণ বা ব্যবহার হারাম কাজ। এবং আখেরাতে কঠিন আযাবের কাজ। তবে একান্ত কারণবশত বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রয়োজন মুতাবিক ছবি উঠানো ও ব্যবহারে অবকাশ রয়েছে। বর্ণিত মাস্আলার আলোকে আপনাদের ইসলামী কল্যাণ সংগঠন কর্তৃক টাকা-পয়সা লেনদেনের ক্ষেত্রে জালিয়াতির প্রবল আশংকা থাকলে তা এড়ানোর জন্যে ছবি উঠানো ব্যতিত অন্য পন্থা কার্যকারী না হলে ছবি তোলা ও ব্যবহারের অবকাশ রয়েছে।

وفى رد المحتار : وظاهر كلام النبوى فى شرح مسلم الاجماع على تحريم تصوير الحيوان..... لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. (جا صـ٦٤٧)

(প্রমাণ : শামী-১/৬৪৭, ফাতহুল মুলহিম-৪/১৬৩-১৬৪, কিফায়াতুল মুফতী-৯/২৪৪, মাহমুদিয়া-৫/৯০,৯১)

ছোট বাচ্চাদেরকে প্রাণীর ছবি আর্ট করা শিখানো

প্রশ্ন : বর্তমানে বিভিন্ন স্কুলে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে প্রাণীর ছবি আর্ট করা শিখানো হয়। এই ভাবে প্রাণীর ছবি আর্ট করা শিখানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রাণীর ছবি আর্ট করা এবং শিখানো হারাম।

كما فى الحديث الشريف : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس عذابا عند الله المصورون ـ (مشكوة جـ٢ صـ٣٨٥ مكتبة اشرفية)

(প্রমাণ : মিশকাত-২/৩৮৫, শামী-১/৬৪৭, মাহমুদিয়া-৫/ ৯০-৯১)

মোবাইলে ভিডিও করার বিধান

প্রশ্ন : মোবাইলে ভিডিও করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : বর্তমানে মোবাইলে ভিডিও করার ব্যাপক প্রচলন হয়েছে যে, এক ব্যক্তি ওপর ব্যক্তিকে ভিডিও করে থাকে এবং বিভিন্ন প্রাণীর ভিডিও করা হয়। ইহা হারাম। তবে শুধু গাছপালা তরুলতা এবং সুন্দর মনোরম দৃশ্য ভিডিও করা, যাহার মধ্যে কোন প্রাণীর ভিডিও না থাকে তাহলে জায়েয আছে।

كما فى الفقه الاسلامى وادلته : قال النبوى مبينا اراء العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر الى قوله واما تصوير صورة الشجر و رحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. (خامسا التصوير جـ٣ صـ٥٧١ رشيدية)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-৩/৫৭১, শামী-১/৬৪৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-১২/৯৮-১০০)

টেলিভিশন বিক্রয়ের বিধান

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি কিছু দিন পূর্বে একটি টেলিভিশন ক্রয় করেছিল। এখন তার মধ্যে দ্বীনের বুঝ আসার কারণে তা বিক্রি করতে ইচ্ছুক। এই টেলিভিশনটি কি বিক্রি করা যাবে ও বিক্রি করে তার মূল্য পরিবারের কাজে ব্যয় করা বা মসজিদ মাদ্রাসায় দান করা যাবে?

উত্তর : টেলিভিশন বিক্রি করা যাবে না বরং তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে অথবা খুলে পার্সগুলো আলাদা করে রেখে দিবে যাতে করে টেলিভিশনের আকৃতি বাকী না থাকে। টেলিভিশন বিক্রি করা হলে উহার মূল্য হারাম উপার্জন হিসাবে বিবেচিত হবে। হারাম মাল গরীব ব্যতিত অন্যদের জন্য নিজ পরিবারের পিছনেও ব্যয় করা বৈধ না। তবে ঐ ব্যক্তি নিজেই যদি গরীব হয় তাহলে ব্যবহার করতে পারবে। মাদরাসা, মসজিদ ও গরীবদেরকে সাওয়াবের নিয়ত করা ব্যাতীত দান করা যাবে। সাওয়াবের আশা করলে ঈমান চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, ঐ ব্যক্তির করণীয় হল উহা বিক্রি না করে ব্যবহার অনুপযোগী করে ফেলা।

كما فى المشكوة : عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة. جا صـ٢٤٢

(প্রমাণ : সূরা লুকমান-৬, তিরমিযী-১/৩, মিশকাত-১/২৪২, শামী-৬/২১২, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-৩৩/২৪৫)

ইসলাম প্রচারের স্বার্থে কোন প্রাণীর ছবি উঠানো

প্রশ্ন: ইসলাম প্রচারের স্বার্থে কোন প্রাণীর ছবি তোলা বা দৃশ্যের ভিডিও করে সিনেমা বা টেলিভিশন দ্বারা ইসলামী অনুষ্ঠানের নামে নাটক/ছায়াছবি করে দেখানো জায়েয আছে কিনা?

উত্তর: শরীয়তের আলোকে ছবি তোলা বা ভিডিও করা হারাম। আর যে কাজ হারাম হয় তা কোনো ক্ষেত্রে জায়েয হয় না চাই সেটা দুনিয়াবী বা দ্বীনী কাজ হোক। সুতরাং ইসলাম প্রচারের স্বার্থে ছবি তোলা বা ভিডিও করে সিনেমা দেখানো শরীয়ত এমন কাজকে কোনো ভাবেই সমর্থন করে না।

وفى صحيح البخارى : عن مسلم قال كنا مع مسروق فى دار يسارابن نميرا فراى فى صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان اشد الناس عذابا عند الله المصورون ـ (باب عذاب المصورين ٢/٨٨٠ اشرفية)

প্রমাণ: সূরা হাশর- ২৪, বুখারী ২/৮৮০ মুসলিম ২/২০০, মিশকাত- ২/৩৮০

মিছিল, মিটিং বা সমাবেশের ছবি ও ভিডিও ধারণ

প্রশ্নঃ রাজনৈতিক মিছিল, মিটিং বা সমাবেশের ছবি বা ভিডিও ধারণ করার বিধান কি?

উত্তরঃ একান্ত শরয়ী ও আইনী প্রয়োজন ছাড়া ছবি বা ভিডিও ধারণ করা জায়েয নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে ছবি বা ভিডিও ধারণ করা জায়েয হবে না।

وفى الموسوعة الفقهية۔ انه يحرم تصوير ذوات الار واح مطلقا.... وهذا التحريم عند الجمهور هو من حيث الجملة ويستثنى عند هم بعض الحالات (التصوير فى الديانات ـ ١٠٢/١٢ وزارة الا وقاف)

প্রমাণঃ সূরা হাশর ২৪, মুসলিম ২/২০০, শামী ৬/৩৬১, মাওসুআ ১২/১০২, কেফায়াতুল মুফতী ৯/১৯২

ভিডিও ধারণকৃত মাহফিলে অংশ গ্রহণ

প্রশ্নঃ যে সমস্ত মাহফিলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ভিডিও ধারণের ইন্তেজাম করা হয়। সে সমস্ত মাহফিলে অংশ গ্রহণ করা যাবে কিনা?

উত্তরঃ না, যাবে না। বরং পরিহার করা উচিৎ।

وفى العالمكيرية: قال رحمه الله تعالى السماع والقول والرقص الذى يفعله المتصوفة فى زماننا حرام لا يجوز القصد اليه والجلوس عليه وهو والغناء والمزامير سواء : (٣٥٢/٥ زكريا)

প্রমানঃ সূরা হাশর- ২৪, বুখারী-২/৮৮০, মুসলিম-২/২০০, শামী : ৬/৩৬১-৩৪৮, হিন্দিয়া- ৫/৩৫২,

ভোটার পরিচয় পত্রের জন্য ছবি তোলা

প্রশ্নঃ ভোটার পরিচয় পত্রের জন্য ছবি তোলা জায়েয কি না?

উত্তরঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে ছবি তোলা এবং ছবি উঠানো উভয়টাই হারাম ও নাজায়েয। তবে বিশেষ প্রয়োজনে যা না হলেই নয়, সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক ছবি তোলার অনুমতি রয়েছে। দেশের আইন ও পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ পরিচয় পত্রের প্রয়োজন আছে। কেননা, এটা নাগরিকত্বের প্রমাণসহ আরো আনেক স্থানে প্রয়োজন পড়তে পারে। তাই এ দিকে লক্ষ্য করে অনুরূপ ছোট আকারের ছবি উঠানো জায়েয হবে। উল্লেখ্য, প্রয়োজন যেহেতু মহিলাদেরও হয়ে থাকে, তাই তাদের জন্যও ছবি তুলতে দেয়া জায়েয হবে। তবে শুধু চেহারার ছবি তুলবে। আর ছবি তোলার পর উক্ত ছবি বিনা প্রয়োজনে অন্য পুরুষকে দেখাবে না এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত গুলো নষ্ট করে দিবে। পুরুষ মহিলা সকলেই সর্বাবস্থায় ছবি তোলার পর আল্লাহর নিকট তাওবা- ইস্তিগফার করবে।

وفى الاشباه النظائر : الضرورات تبيح المحظورات ـ (١٤٠)

প্রমাণঃ সূরা হাশর-২৪, বুখারী-২/৮৮০, শামী- ১/৭৪৭, আশবাহ্ ওয়ান নাজায়ের ১৪০

ফিল্ম, টেলিভিশন ভাড়া বা ঠিক করে দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কেউ ফিল্ম, টেলিভিশন ইত্যাদি সামগ্রী ভাড়া দেয় এবং উহাকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বানিয়ে নেয় তাহলে শরীআতে এর কি হুকুম?

উত্তর : উল্লেখিত বস্তুসমূহ যেহেতু গুনাহের উপকরণ, যাহা মানুষকে চরিত্রহীন করে দেয়। আর ইহা ভাড়া দেয়া মানুষকে গুনাহের প্রতি সহযোগিতা করার নামান্তর। তাই উক্ত সামগ্রী ভাড়া দেয়া এবং উহাকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বানানো ও তার দ্বারা অর্জিত আয় সবই হারাম। অতএব এই ব্যবসা বাদ দিয়ে হালাল কোন ব্যবসা অবলম্বন করা আবশ্যক।

وفى كنـز الدقائق : ولا يجوز الاجارة على الغناء والنوح والملاهى. (باب الاجارة الفاسدة صـ٣٦٤ الاشرفية)

(প্রমাণ : সূরা মায়েদাহ-২, মিশকাত-২/৩৮৬, কানযুদ দাকায়েক-৩৬৪)

কাবা শরীফের ছবি বিশিষ্ট জায়নামাযে নামায পড়া

প্রশ্ন : জায়নামাযের উপর কা'বা শরীফের ছবি থাকলে সেই ছবির উপর পারা দিলে গুনাহ হবে কি না?

উত্তর : কা'বা শরীফ এবং মদীনা শরীফের বা অন্যান্য জিনিষের যেই ছবি জায়নামাযের উপর আকাঁ হয় সেগুলো আসল নয় বরং তৈরীকৃত এক নকশা। মুসলমানদের অন্তর উহাকে সম্মানিত বস্তু মনে করে তুচ্ছ মনে করে না। তাই যদি ভুল বসত সেই ছবির উপর পা পরে যায় তাহলে গুনাহ হবে না। তবে মক্কা-মদীনার ছবি বিশিষ্ট জায়নামাযের উপর নামায না পড়াই উত্তম।

فى القران الكريم : ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الاية. ٢٣

(প্রমাণ : সূরা হজ্ব-৩২, শামী-১/৬৪৯, রহীমীয়্যা-৬/২৭৪)

স্বর্ণ-রূপা ও সেন্ট-সাবান সংক্রান্ত মাসায়েল

ছেলেদের জন্য স্বর্ণালংকার ও রেশমের কাপড় ব্যবহার

প্রশ্ন : ছেলেদের স্বর্ণালংকার এবং রেশমের কাপড় পরিধান করানো জায়েয হবে কি না?

উত্তর : না, ছেলেদেরকে স্বর্ণালংকার ও রেশমের কাপড় পরিধান করানো জায়েয নাই।

وفى الدر المختار : وكره الباس الصبى ذهبا أو حريرا ـ (فصل فى اللبس ج٢ صـ٢٤٠ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী-৫/৩৩১-৩৩২, দুররে মুখতার-২/২৪০, হিদায়া-৪/৪৫৭, শামী-৬/৩৬২, কাযীখান-৩/৪১২, বিনায়া-১২/১২৩, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৯১)

স্বর্ণ অথবা রূপার পাত্রে পানাহার করা

প্রশ্ন : স্বর্ণ অথবা রূপার পাত্রে পানাহার করার বিধান কি?

উত্তর : স্বর্ণ-রূপার পাত্রে পানাহার করা মাকরূহে তাহরিমী।

كما فى الدر المختار : وكره الاكل والشرب والادهان والتطيب من اناء ذهب وفضة للرجل والمرأة ـ (كتاب الحظر والاباحة ج۲ صـ۲۳٦ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-২/২৩৬, রদ্দে মুহতার-২/৩৪১, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৮৫, ফাতহুল বারী-১১/২২৮, আলমগীরী-৫/৩৩৪, হিদায়া-২/৪৫২, কাযীখান-৩/৪১২)

স্বর্ণ বা রূপার চামচ ব্যবহার করা

প্রশ্ন : স্বর্ণ-রূপার চামচ দ্বারা খাবার খাওয়ার বিধান কি?

উত্তর : স্বর্ণ-রূপার চামচ দ্বারা খাবার খাওয়া মাকরুহে তাহরিমী।

كما فى الدر المختار : يكره الاكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهما واما اشبه ذلك من الاستعمال ـ (كتاب الحظر والاباحة ج۲ صـ۲۳٦ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার-২/২৩৬, আল বাহরুর রায়েক-৮/১৫৮, আলমগীরী-৫/৩৩৪, হিদায়া-২/৪৫২

স্বর্ণ-রূপার দ্বারা দাঁত বাধাই করা

প্রশ্ন : স্বর্ণ-রূপার দ্বারা দাঁত বাধানো জায়েয আছে কি?

উত্তর : স্বর্ণ-রূপা উভয়টি দ্বারা দাঁত বাধানো জায়েয আছে। তবে উত্তম হলো শুধু রূপা দ্বারা বাধানো।

كما فى رد المحتار : او سقط سنه فاراد ان يتخذ سنا اخر فعند الامام يتخذ ذلك من الفضة فقط وعند محمد رحمه الله من الذهب ايضا ـ (فصل فى اللبس ج٦ صـ٣٦٢ سعيد)

(প্রমাণ : শামী-৬/৩৬২, দুররে মুখতার-২/২৪০ আল বাহরুর রায়েক-৮/১৯১,বাযযাযিয়া-৬/৩৬৯, কাযীখান-৩/৪১৩ কানযুদ দাকায়েক-১/৪২৩)

এ্যালকোহল জাতীয় সেন্ট ব্যবহার করা

প্রশ্ন : যে সমস্ত আতর বা সেন্টের মধ্যে এ্যালকোহল মিশ্রিত আছে সে সমস্ত আতর বা সেন্ট ব্যবহার করে নামায আদায় করা যাবে কি না? এবং এ্যালকোহল যুক্ত সেন্ট নাপাক কি না?

উত্তর : ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে আতর বা সেন্ট যদি খেজুর বা আঙ্গুর দ্বারা বানানো হয় তাহলে তা হারাম এবং তা ব্যবহার করে নামায আদায় করা যাবে না সুতরাং যে সেন্ট বা আতর খেজুর, আঙ্গুর, ছাড়া বানানো হয় তা নাপাক নয় তবে আজকাল যে সেন্ট বানানো হয় তাতে এ্যালকোহলের জন্য সাধারণত খেজুর এবং আঙ্গুর ব্যবহার করা হয় না। তাই উলামায়ে কেরাম এ্যালকোহল জাতীয় আতর বা সেন্ট (স্প্রে) মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রচলনের কারণে জায়েয এবং পবিত্রতার উপর ফতওয়া দিয়েছেন। তাই এ্যালকোহল যুক্ত আতর সেন্ট (স্প্রে) ব্যবহার করে নামায আদায় করা যাবে।

وفى بحوث فى قضايا : هذه المسئلة لا تختص بالبلاد الاجنبية وانما عمت بها البلوى فى سائر البلدان بما فيها البلاد الاسلامية..... وان معظم الكحول المستعملة فى الادوية اليوم لا تصنع من عنب الخ. (جا صـ٣٣٩-٣٤٠ دار العلوم)

(প্রমাণ : তাকমীলাতু ফাতহুল মুলহিম-৩/৩৪২, বুহুস ফি কাযায়া-১/৩৩৯, আহসানুল ফাতাওয়া-২/৯৫, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া-৩/২০৮)

নাপাক বস্তু দিয়ে সাবান তৈরী করা

প্রশ্ন : নাপাক চর্বি তৈল ইত্যাদি দ্বারা সাবান বানানোর পর উহা ব্যবহার করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ নাপাক চর্বি তৈল ইত্যাদি দ্বারা সাবান বা অন্য কোন ক্যামিকেল তৈরী করে ব্যবহার করা জায়েয আছে।

كما فى الشامى : جعل الدهن النجس فى صابون يفتى بطهارته لانه تغير والتغير يطهر عند محمدؒ ويفتى به للبلوى. (جا صـ٣١٦ مكتبة ايچ ايم)

(প্রমাণ : শামী-১/৩১৬, আলমগীরী-১/৪৫, তাতার খানিয়া-১/১৮০)

বিবিধ মাসায়েল

মহিলাদের চুল বিক্রি করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় টাকার পরিবর্তে মহিলাদের চুল দিয়ে চুলের খোপা ইত্যাদি রাখা হয় কাজেই এরূপ চুলের পরিবর্তে খোপা বা অন্য কিছু রাখা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মানুষের চুল বা শরীরের কোন অংশ বিক্রি করা বা তার দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয নাই।

فى الشامية : والادمى مكرم شرعًا وان كان كافرا فايراد العقد عليه وابتذاله به. والحاقه بالجمادات اذلال له أى وهو غير جائز- باب بيع الفاسد جـ٥ صـ٥٨

(প্রমাণ : শামী-৫/৫৮, হিদায়া-৩/৫৫, ফাতহুল কাদীর-৬/৬৩, কানযুক দাকায়েক-২৪)

অন্যের চুল দ্বারা চুল বৃদ্ধি করার হুকুম

প্রশ্ন : অন্যের চুল দ্বারা চুল বৃদ্ধি করার বিধান কি?

উত্তর : মানুষের চুল দ্বারা চুল বৃদ্ধি করা হারাম। চাই সে চুল নিজের মাথার উঠে যাওয়া চুল হোক বা অন্যের মাথার চুল।

وفى الهندية : وصل الشعر بشعر الادمى حرام سواء كان شعرها او شعر غيرها كذا فى الاختبار شرح المختار (جـ٥ صـ ٣٥٨ الحقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩৫৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২৬/১০৮, ফাতাওয়ায়ে রহীমীয়া-৬/২৬৬

গর্ভবতী মহিলা পেটের বাচ্চা জীবিত রেখে মারা গেলে করণীয়

প্রশ্ন : কোন গর্ভবতী মহিলার ইন্তেকালের পর তাহার পেটের সন্তান যদি জীবিত থাকে তাহলে এর বিধান কি?

উত্তর : গর্ভবতী মহিলার ইন্তেকালের পর যদি তার পেটের সন্তান জীবিত থাকে তাহলে তার পেট প্রয়োজন পরিমাণ কেটে সন্তান বাহির করিবে।

كما فى الدر المختار : حامل ماتت وولدها حي يضطرب شق بطنها من الايسر ويخرج ولدها. باب صلاة الجنازة - جـ١ صـ١٢٦ زكريا -

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২৬, আলমগীরী ১/১৫৭, খানিয়া ১/১৮৮, তাতার খানিয়া ১/৬১৬

পড়া অনুপযোগী কুরআন দাফন করে দেয়া

প্রশ্ন : (ক) কুরআন শরীফের পুরাতন পাতাগুলো জালিয়ে দেয়া বৈধ হবে কি না? (খ) হাদীসের কিতাবের পুরাতন পাতাগুলো যদি দাফন করার সুযোগ না মেলে অথবা শহরের মধ্যে কোন উপযুক্ত জায়গা না পাওয়া যায়, তাহলে উহাকে জালানো বৈধ হবে কি না?

উত্তর : (ক, খ) কুরআন শরীফ এবং হাদীসে মুকাদ্দাসের যে পাতাগুলি দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব না, সে গুলো বস্তা বা অন্য কোন পবিত্র বস্তুর সাথে বেধে প্রবাহিত পানিতে ফেলে দিবে। যদি সম্ভব না হয় তাহলে এমন স্থানে দাফন করে দিবে যাতে মানুষের চলাচল না হয়।

كما فى العالمغيرية : المصحف اذا صار خلقا لا يقرأ منه ويخاف ان يضيع يجعل فى خرقة طاهرة ويدفن ودفنه اولى من وضعه موضعا يخاف ان يقع عليه النجاسة او نحو ذلك ويلحده له لانه لو شق ودفن يحتاج الى اهالة التراب عليه وفى ذلك نوع تحقير الا اذا جعل فوقه سقف بحيث لا يصل التراب اليه فهو حسن ايضا كذا فى الغرائب المصحف اذا صار خلقا وتعذرت القراءة منه لا يحرق بالنار أشار الشيبانى الى هذا فى السير الكبير وبه نأخذ (باب.... فى اداب المسجد والقبلة والمصحف الخ ج٥ صـ٣٢٣ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-৫/৩২৩, শামী-১/১৭৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-৩৮/২৩)

দাড়িতে কালো খেজাব ব্যবহার করার হুকুম

প্রশ্নঃ দাড়িতে কালো খেজাব ব্যবহার করার হুকুম কি? যদি কোন ব্যক্তি দাড়িতে কালো খেজাব ব্যবহার করে আর এই অবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে তার দাড়ি মুণ্ডিয়ে মাটি দিবে নাকি দাড়ি রেখে মাটি দিবে।

উত্তরঃ দাড়ি এবং মাথার চুলে কালো খেজাব ব্যবহার করা হারাম। তবে যদি কোন ব্যক্তি কালো খেজাব ব্যবহার করে আর এই অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার দাড়ি বা চুল মুণ্ডানো যাবে না, বরং তা সহকারেই দাফন করবে, কেননা মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে চুল দাড়ি ইত্যাদি কোন কিছু কাটার অনুমতি নেই।

كما فى المشكوة: عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم فى اخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة - (باب الترجل -١/ ٣٨٢ حميد يه لا ئبرى)

প্রমাণ: মিশকাত ১/৩৮২, শামী ৬/৪২২, মওসুআ- ২/২৮১, ফাতহুল কাদীর- ২/৬৭, আল বাহরুর রায়েক- ২/১৭৩, আল ফিকহুল ইসলামী – ২/৪১৩

পানিতে মরে ভেসে উঠা মাছ খাওয়া

প্রশ্ন : নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ইত্যাদিতে মরে ভেসে উঠা মাছ খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : স্বাভাবিক অবস্থায় কোন কারণ ব্যতিত যে মাছ মারা যায় তা খাওয়া জায়েয নাই। পক্ষান্তরে কোন কারণ বশত যে মাছ মারা যায় তা খাওয়া জায়েয। যেমন ঃ অধিক গরম বা ঠাণ্ডার কারণে অথবা, পানি ঘোলা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

كما فى الحديث الشريف : عن جابر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القاه البحر وجزر عنه الماء فكلوه ومامات فيه وطفا فلا تأكلوه ـ (مشكواة المصابيح جا صـ٣٦١ اشرفية)

(প্রমাণ : মিশকাত শরীফ-১/৩৬১, মিরকাত-৮/৫৮, হিদায়া-২/৪৪২, তিরমিযী শরীফ-১/৩)

উকিলের মাধ্যমে মাজারে টাকা দান করা

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি কাউকে কিছু টাকা দিয়ে বলল, এই টাকাগুলো মাজারে বা দরগায় পৌঁছিয়ে দেবে, প্রশ্ন হলো, টাকা পয়সা মাজারে বা দরগায় দেওয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর: গোনাহের কাজে সহযোগিতা করাও নাজায়েয, আর সাধারণত সকল মাজারগুলিতে নাজায়েয কাজ হয়, তাই মাজারে টাকা পয়সা দেওয়া জায়েয নাই, বরং হারাম।

كما فى مشكوة المصابيح: عن عائشة رضـ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذرفى معصية وكفارته كفارة اليمين ـ باب النذر ٢٩٧/١)

প্রমাণ মেশকাত– ১/২৯৭, দুররে মুখতার–১/১৫৫, শামী–২/৪৩৯, বাদায়ে ৪/২২৬

মনোগ্রামে কোরআনের আয়াত লেখা

প্রশ্ন:মনোগ্রামে কোরআনের আয়াত বা আল্লাহ তায়ালার নাম লেখা জায়েয কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: এমন স্থান বা বস্তুতে আল্লাহ তায়ালার নাম ও কোরআনের আয়াত লেখা মাকরূহ যে স্থানে লেখার দ্বারা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অসম্মানি হয় যেমন মনোগ্রাম, পত্রিকা, লিফলেট, দাওয়াতনামা ইত্যাদি। কারণ এগুলো বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকে এবং যথাযথ হেফাজত করা সম্ভব হয় না। অতএব মনোগ্রামেও আল্লাহর নাম ও পবিত্র কোরআনের আয়াত লেখা মাকরূহ তাহরিমী।

وفى فتح القدير: تكره كتابة القران واسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش: (الحيض : ١/ ١٥٠ رشيدية)

প্রমাণ: হিন্দিয়া- ৫/৩২৩, খানিয়া- ১/১৬৩, ফাতহুল কাদীর-১/১৫০, মুনীয়্যাতুল মুসল্লী-৫৮

কিতাব অধ্যায়নরত ব্যক্তির পাশে কুরআন তেলাওয়াতের বিধান

প্রশ্ন: কিতাব অধ্যায়নরত ব্যক্তির পাশে কুরআন তেলাওয়াতের বিধান কি?

উত্তর: কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতময় ইবাদত। তবে উচ্চ আওয়াজে তেলাওয়াত করার দ্বারা যদি অন্য ব্যক্তির যে কোন আমলে বা ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে তাহলে এমন স্থানে নিু আওয়াজে তিলাওয়াত করা জরুরী। অতএব কিতাব মুতালাআ কারীর নিকটে তেলাওয়াত করলে এমনভাবে করবে যাতে তার কিতাব মুতালাআ ব্যঘাত না ঘটে।

كما فى الشامية: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القران فلا يمكنه استماع القران فالاثم على القارى (فى القراءة خارج الصلاة ١/ ٥٤٦ سعيد)

প্রমাণ: শামী–১/৫৪৬, খানিয়া– ১/১৬২, মুনিয়াতুল মুসাল্লি– ৪৬১, তাতার খানিয়া– ১/৩১৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া– ১/১০৩

সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উচ্চস্বরে কোরআন পড়া

প্রশ্ন: যদি একই স্থানে বহুলোক সাওয়াবের উদ্দেশ্যে উচ্চ আওয়াজে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করে তাহলে জায়েয হবে কিনা? দলিল প্রমাণ সহকারে জানতে চাই।

উত্তর: উল্লেখিত অবস্থায় উত্তম হলো সবাই নিু আওয়াজে তেলাওয়অত করবে যাতে করে এক জনের আওয়াজ দ্বারা অন্যের তেলাওয়াতে ব্যাঘাত না ঘটে, এবং কোরআন তেলাওয়াত শ্রবনের বিষয়টা কারো দিকে ধাবিত না হয়। তবে উচ্চ আওয়াজে তেলাওয়াত করারও অনুমতি আছে। কেননা যখন এক ব্যক্তি নিজেই তেলাওয়াতে লিপ্ত এবং সে অন্যের তেলাওয়াত শ্রবন করতেছে না এমতাবস্থায় কোরআনের তেলাওয়াত শ্রবন করা থেকে বিমুখতা করতেছে বলে গন্য হবে না।

وفى محموديه: على بات یہ ہے کہ سب آہستہ آہستہ تلاوت کریں تاکہ ایک کی اواز دوسرے سے نہ ٹکرائے اور قرات قرآن کو سننے کا فریضہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو لیکن اگر جہرا پڑھیں تب بھی ایک قول پر اجازت ہے جب ایک شخص خود ہی تلاوت میں مشغول ہے اور دوسرے کی تلاوت کو نہیں سن رہا ہے تو وہ قران پاک کی طرف سے اعراض کرنے والا شمار نہیں ہوگا (باب ما يتعلق بالقران ٢٩/١٤ زکریا)

প্রমাণ: সূরা আ'রাফ–২০৪, মুনিয়াতুল মুসালি– ৪৬১ মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ– ২৩/৬২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৫৯, মাহমুদিয়া ১৪/২৯

তাফসীর করার শর্ত সমূহ

প্রশ্ন: তাফসীর করার জন্য কোন শর্ত আছে কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, তাফসীর করার জন্য ১৫ টি এলেমের পূর্ণ বিচক্ষণতা করুরী। (১) ইলমে লুগাত (২) ইলমে নাহু। (৩) ইলমে ছরফ। (৪) ইলমে এশতেকাক। (৫) ইলমে মাআনী। (৬) বয়ান। (৭) বদী। (৮) ইলমে কেরাত। (৯) উসূলে দ্বীন। (১০) উসূলে ফেকাহ। (১১) আসবাবে নুযুল ও কেসাস। (১২) নাসেখ-মানসুখের এলম। (১৩) ইলমে ফেকাহ। (১৪) ইলমে হাদীস। (১৫) আলমে মাত্তহেবাহ। (আহসানুল ফাতওয়া খণ্ড ১ পৃঃ ৫০১ যাকারিয়া)

وفى الاتقان ـ يجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم التى يحتاج المفسر اليها وهى خمسة عشر علما احد ها اللغة .. ا لثالث النحو الثالي التصريف الرابع الا شتقاق الخامس والسادس والسابع المعانى والبيان والبديع الثامن علم القراءت التاسع اصول الدين العاشر اصول الفقه الحادى عشر اسباب النزول والقصص الثانى عشر الناسخ والمنسوخ الثالث عشر الفقه الرابع عشر الاحاديث الخامس عشر علم المو هبة ـ (فى معرفة شروط التفسير ٢٢/٢٣-٣٢ اشاعت اسلام)

প্রমাণঃ তিরমিযী– ২/১২৩, মুহফাতুল আহওয়াযী– ৭/৩৭১, তাফসীরে বায়জাবী– ১/৩০, আল ইতকান– ২/২৩১-৩২, আহসানুল ফাতা ওয়া ১/৫০১

দেওয়াল ধ্বসে মারা গেলে শহীদ মনে করা

প্রশ্ন : দেওয়াল ধ্বসে মারা গেলে শহীদ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, দেওয়াল ধ্বসে কেউ মারা গেলে আখেরাতে শহীদদের মর্যাদা পাবে।

وفى الدر المختار: وكل ذلك فى الشهيد الكامل والا فالمرتث شهيد الاخرة وكذا الجنب .. والغريق والحريق والغريب والمهدوم عليه (باب الشهيد ١/ ١٢٨)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২৮, হিদায়া ১/১২২, শামী ৩/২৫৩

জবেহকৃত মুরগীর ডিমের হুকুম

প্রশ্ন : মুরগী জবেহ করার পর ভিতরে ড়িম থাকলে তা খাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, মুরগী জবেহ করার পর ভিতরে ডিম পাওয়া গেলে তা খাওয়া জায়েয আছে।

كما فى بدائع الصنائع : واذا خرجت من الدجاجة الميتة بيضة تؤكل عندنا سواء اشتد قشرها او لم يشتد ـ (كتاب الذبائح ج٤ صـ١٦٠ زكريا)

(প্রমাণ : বাদায়ে-৪/১৬০ আলমগীরী-৫/৩২৯, মাহমুদিয়া-১৭/১৮২)

করজে হাসানার সংজ্ঞা

প্রশ্ন : করজে হাসানা কাকে বলে?

উত্তর : প্রত্যেক ঐ করজকে বলা হয় যা কাউকে কোন জিনিসের বিনিময় ব্যতিত এবং সুদ নেওয়া ব্যতিত দেওয়া হয়।

وفی فتاوی دار العلوم : سوال: قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہر ایک قرض جو بدون کسی معاوضہ کے اور بدون سود لینے کے کسی کو دیا جائے وہ قرض حسنہ ہے (۵۱/۱۵)

প্রমাণ ঃ তাফসীরে কাবীর ৬/১৫১, আল ফিকহুল ইসলামী ৪/৫০৯, কাওয়ায়েদে ফেকাহ ৩৫৬, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ১৫/৫১

فی سبیل الله বলতে দ্বীনের সবকাজকেই বুঝায়

প্রশ্ন : فی سبیل الله (আল্লাহর রাস্তা) বলতে শুধু মাত্র বর্তমান প্রচলিত তাবলীগ জামাতকেই বুঝায়? নাকি দ্বীনের অন্যান্য কাজও তার অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : না, فی سبیل الله বলতে শুধুমাত্র বর্তমান প্রচলিত তাবলীগ জামাতকেই বুঝায় না, বরং তার মধ্যে দ্বীনের অন্যান্য কাজগুলোও অন্তর্ভুক্ত যেমন ওয়াজ, নসীহত, ইসলামী তালীম দেওয়া ও নেওয়া, দ্বীনি কিতাব লেখা, জিহাদ ইমামতি-মুয়াজ্জিনী ইত্যাদি।

كما فى القران الكريم : مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ـ (سورة البقرة ٢٦١)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৬১, তাফসীরে কাবীর ৭/৪৫, রুহুল মাআনী ২/৩২

লিখিত ফাতাওয়া দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা

প্রশ্ন : লিখিত ফাতাওয়া দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে, তবে ন্যায্য পরিমাণ হওয়া চাই।

كمافى الموسوعة الفقهية: يجوز للمفتى اخذ الاجرة على كتابة الجواب بقد ر (فصل فى المتفرقات ٥٢٩/٤ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ৪/৫২৯, দুররে মুখতার ২/৮৯, মাউসুআ ১/২৯২ -৪২/২৬০-৬১

মেয়েদের অঙ্গ প্রকাশ পায় এমন কাপড় ক্রয় বিক্রয়

প্রশ্ন : মেয়েদের অঙ্গ প্রকাশ পায় এমন কাপড় ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয কিনা?

উত্তর : যদি স্পষ্ট জানা যায় যে, ক্রেতা কাপড়টি কিনে শুধু এটা পরেই ঘরে বাহিরে যেখানে সেখানে ঘোরাফেরা করবে। পর পুরুষের লালসার পাত্র হবে। তাহলে অন্যায় কাজে সহযোগিতার কারণে এরূপ ব্যবসা নাজায়েয হবে। তবে যদি তার ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে সুনিশ্চিত জানা না থাকে বা ঘরোয়া পরিবেশে পরার উদ্দেশ্যে কিনে তাহলে ক্রয় বিক্রয় করতে কোন সমস্যা নাই।

وفى البزازية على هامش الهندية: وبيع المعكب المفضض من الرجال اذا علم انه يشتريه للبسه يكره (الثالث فى المتفرقات ٥٢٠/٤)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়িদা ২, শামী ৬/৩৯২, বাযযাযিয়া ৪/৫২০

রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস উঠানো

প্রশ্ন : যদি কোন জিনিস বা টাকা-পয়সা ইত্যাদি রাস্তা ঘাটে বা অন্য কোন জায়গায় পরে থাকে তাহলে তা, উঠানো যাবে কিনা?

উত্তর : কোন জিনিস কোথাও পরে থাকলে তা, মালিকের নিকট ফেরত দেওয়ার নিয়্যতে উঠানো যাবে। তবে নিজে নেওয়ার জন্য উঠানো হারাম। উল্লেখ্য যে, যদি পরে থাকা জিনিস নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে তা মালিককে দেওয়ার নিয়তে উঠানো জরুরী।

كمافى الدر المختار: رفع شئ ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك .. وندب رفعها لصاحبها .. وان اخذها لنفسه حرام لانه كالغصب..و وجب عند خوف ضياعها ـ (كتاب اللقطة ٣٦٤/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৩৬৪, শামী ৪/২৭৬, আলমগীরী ২/২৮৯, বাদায়ে ৫/২৯৫

হেফাজতের নিয়তে মাল উঠানো ব্যক্তিকে চোর বলে আখ্যায়িত করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি অন্যের উপর মাল চুরি করার দাবী করে কিন্তু বিবাদী বলে আমি হেফাজতের নিয়তে উঠিয়েছি চুরির নিয়তে নয় তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর শাস্তি সাব্যস্ত হবে কিনা?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে বিবাদী যদি উক্ত মাল কোন হেফাজত বিহীন স্থান হতে উঠিয়ে নেয় তাহলে চুরির শাস্তির যোগ্য হবে না। আর যদি মালিক শরয়ী সাক্ষী দ্বারা একথা প্রমাণ করে যে মাল হেফাজত কৃত স্থানে ছিল তাহলে শাস্তির যোগ্য হবে।

كمافى الشامية: قوله من السطح اى اذا صعد اليه او تناوله من داخل الدار واحترز به عما او سرق ثوبا بسط على حائط الى سكه بخلاف ماذا كان الى الدار فانه يقطع ـ (٩٩/٤)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/৯৯, সিরাজিয়্যা ২৮৬, আল ফিকহুল ইসলামী ৬/১০৭

মেডিসিন দিয়ে ফল তাজা রাখা

প্রশ্ন : মেডিসিন দ্বারা ফল তরতাজা রাখা জায়েয কিনা?

উত্তর : স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন মেডিসিন দিয়ে ফল তরতাজা রাখার অবকাশ রয়েছে অন্যথায় জায়েয হবে না।

وفى العالمكيرية: ويكره ان يلبس الجيد بالردئ وان يصبغ اللحم بالزعفران ـ (فصل فيا لا حتكار ٢١٥/٣)

প্রমাণ ঃ মুয়াত্তা ইমাম মালেক ২/২৭৫, হিন্দিয়া ৩/২১৫, হিদায়া ৩/২৪৫

জুলুম থেকে বাঁচার জন্য মিথ্যা বলা

প্রশ্ন : জুলুম থেকে বাঁচার জন্য মিথ্যা বলা যাবে কিনা?

উত্তর : মিথ্যা বলা সর্বাবস্থায় নাজায়েয। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা এ ব্যাপারে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। এবং হাদিসে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কিন্তু কখনো যদি কোন ব্যক্তি জুলুমের সন্দিহান হয় তাহলে উক্ত জুলুম থেকে বাচার জন্য মিথ্যা বলার অবকাশ আছে।

وفى البزازية على ها مش الهندية: يجوز الكذب فى ثلاثة مو اضع فى الصلح بين الناس وفى الحرب ومع امر أته قال فى الذخيرة اراد به المعاريض لا الكذب الخالص ـ (باب لكرهيه ٣٥٩/٦ حقانية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/৩৫৩, বাযযাযিয়া ৬/৩৫৯, শামী ৬/৪২৭, খুলাসা ৪/৩৪৬

কিবলার দিকে পা দিয়ে বসা বা শোয়া

প্রশ্ন : কিবলার দিকে পা দিয়ে বসা বা শোয়া কেমন?

উত্তর : ইচ্ছা করে কিবলার দিকে পা দিয়ে বসা বা শোয়া বেয়াদবী ও মাকরূহ। আর এর অভ্যাসে পরিণত হওয়া কবিরা গুনাহ।

كمافى القرآن الكريم : ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام (سورة البقرة ١٤٩)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৪৯, সূরা আল ইমরান ৯৬, ফাতহুল কাদীর ১/৪৫৯

ঘুমের দুআ পড়ার সময়

প্রশ্ন : শোয়ার দুআ শুয়ে পড়তে হয়, নাকি শোয়ার পূর্বে বসা অবস্থায় পড়তে হয়।

উত্তর : হাদিস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী ডান কাত হয়ে শুয়ে চেহারার নিচে হাত রেখে ঘুমানোর পূর্বে দুআগুলো পড়বে।

كمافى صحيح البخارى : عن البراء بن عازب كان رسول الله عليه وسلم اذا اوى الى فر اشه نام على شقه الايمن ثم قال اللّٰهُمَّ اسلمت نفسى اليك ووجهت و وجهى اليك ـ (٩٣٤/٢)

প্রমাণ ঃ বুখারী ২/৯৩৪, তিরমিযী ২/১৭৭,

নবজাতক বাচ্চার চুল কাটার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : নবজাতক বাচ্চার চুল সপ্তম দিনে কাটা কি? এবং তা সপ্তম দিনের পরে বা আগে কাটা যাবে কিনা? আর চুলের ওজন পরিমাণ রুপা-সোনা ছদকা করার বিধান কি?

উত্তর : সপ্তম দিনে আকীকা করা, মাথা মুন্ডানো এবং নাম রাখা মুস্তাহাব। তবে সপ্তম দিনে আকীকা করতে না পারলে ঐ দিন সন্তানের মাথা মুন্ডন করে দিবে এবং নাম রাখবে। আর হাদিস শরীফে যেহেতু সপ্তম দিনে মাথা মুন্ডানোর কথা বলা হয়েছে তাই সপ্তম দিনের আগে বা পরে মুন্ডান না করাই উচিত। আর মাথা মুন্ডন করার পর চুলের ওজন পরিমাণ রূপা বা স্বর্ণ সদকা করা মুস্তাহাব।

وفى سنن الترمذى : عن على بن ابى طالب قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يافاطمة احلقى راسه وتصدقى بنزنة شعره فضّة الخ (٢٧٨/١)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২৭৮, আবু দাউদ ১/২৭৮, মিশকাত ২/৩৬৩,

দুঃস্বপ্ন থেকে বেচে থাকার উপায়

প্রশ্ন : আমার ছোট ভাই প্রায়ই ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে তাই এমন স্বপ্ন থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় আছে কি?

উত্তর : নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর আমল করতে পারলে আশা করা যায় উক্ত ভয়ংকর স্বপ্ন থেকে রক্ষা পাবে ইনশাআল্লাহ। (এক) পাক পবিত্র বিছানায় ঘুমানো (দুই) অজুর সাথে ঘুমাবে (তিন) আয়াতুল কুরসী চার কুল এবং সূরা বাকারার শেষের তিন আয়াত পড়ে দুই হাতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত মাসেহ করবে। (চার) ঘুমানোর পূর্বে দুআ পড়বে।

وفى صحيح البخارى : عن ابى مسعود الانصارى قال قال النبى صلى الله عليه وسلم الايتان من اخر سورة البقرة من قرأ بهما فى ليلة كفتاه ـ ٧٥٧/٢-٧٥٣)

প্রমাণ ঃ বুখারী ২/৭৫৭, তিরমিযী ২/১৭৮

ভিডিও ফুটেজ দেখে অপরাধী সাব্যস্ত করা

প্রশ্ন : ভিড়িও ফুটেজ দেখে কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা এবং তাকে শাস্তি প্রদান করার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি?

উত্তর : ভিডিও ফুটেজ দেখে কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা এবং তাকে শাস্তি প্রদান করার ব্যাপারে শরীয়ত অনুমতি দেয় না।

وفى الدر المختار: اخبار صدق لا ثبات حق بلفظ الشها دة فى مجلس القاضى ـ (كتاب الشهادة ٩٠/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৭/৬২, বাদায়ে ৫/৪১১, দুররে মুখতার ১/৯০

বাচ্চা ও পাগলের গীবত করা

প্রশ্ন : বাচ্চা ও পাগলের গীবত করার হুকুম কি?

উত্তর : বাচ্চা ও পাগলের গীবত করা সাবালক ও জ্ঞানসম্পন্ন লোকের গীবতের মতই নাজায়েয। তাই তাদেরও গীবত করা যাবে না।

كمافى القران المجيد: ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوالله ان الله تواب رحيم ـ (سورة الحجرات ١٢)

কাক খাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : কাক খাওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : যে সমস্ত কাক শস্য দানা খায় তা খাওয়া জায়েয চাই তা সাদা হোক বা কালো হোক। এমনিভাবে যে কাক শস্য দানা ও মৃতদেহ খায় তা খাওয়াও জায়েয। কিন্তু যে কাক শুধু মৃতদেহ খায় তা খাওয়া জায়েয নয়।

وفى البناية : واما الغراب الأبقع والأسود فعلى ثلاثة اوجه ان كان يأكل الجيف يكره وان كان لا يأكل الجيف ويأكل الحب والزرع لا يكره وان كان يأكل الجيف ويأكل الحب يؤكل ـ (كتاب الذبائح ج١١ صـ٥٨٥ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া-২/৪৪১, বিনায়া-১১/৫৮৫, কানযুদ দাকায়েক-১/৪১৯, আল বাহরুর রায়েক-৮/১৭২, ফাতহুল কাদীর-৮/৪১৯, শরহুল ইনায়া-৮/৪১৯)

রিযিক তালাশ করার বিধান

প্রশ্ন : রিজিক তালাশ করা কি?

উত্তর : জরুরত পরিমাণ হালাল রিজিক তালাশ করা ফরজ।

وفى مشكوة المصابيح: عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة ـ (كتاب البيوع ٢/٢٤٢ اشرفى)

প্রমাণ ঃ সূরা মুমিন ১৫, সূরা বাকারা ১৭২, মিশকাত ২/২৪২, মিরকাত ৬/২৫,

ধোকা দিয়ে বেশি টাকা নেওয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি বাজার হতে একটি জিনিস ক্রয় করে এনে দিতে বলায় যায়েদ তা ক্রয় করে এনে দিয়েছে। উক্ত জিনিসটার ক্রয় মূল্য ছিল সাড়ে তিনশত টাকা সেক্ষেত্রে যায়েদ তার নিকট উক্ত জিনিসের মূল্য চারশত টাকা প্রকাশ করে। এখন জানার বিষয় হলো যে, যায়েদের জন্য অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা নেওয়া বৈধ হয়েছে কিনা?

উত্তর : না, বৈধ হয় নি। কেননা উল্লিখিত জিনিসটা বাজার থেকে এনে দেওয়ার জন্য ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে যায়েদ উকিল ছিল। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে উকিল মুয়াক্কিলের পক্ষ থেকে আমানতদার হয়ে থাকে। আর আমানতের খিয়ানত করা হারাম।

وفى الدر المختار مع الشامية : ولو امره بشرائه بالف ودفع الالف فاشترى وقيمته كذالك فقال الامر اشتريت بنصفه وقال المامور بل بكله صدق لانه امين وان كان قيمته نصفه فالقول للامر ـ (باب التوكيل ٥/٥١٩ سعيد)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/১৮, দুররে মুখতার শামীর হাওলায় ৫/৫১৯, হিদায়া ৩/১৭৯

ডিমের উপরের অংশ পাক না নাপাক

প্রশ্ন : (ক) ডিমের উপরের অংশ পাক না নাপাক (খ) কোন ধরনের পাখির পায়খানা নাপাক?

উত্তর : (ক) ডিমের উপরের অংশ পাক যদি বাহ্যিক নাপাক না লেগে থাকে।

(খ) ঐ সমস্ত পাখির পায়খানা নাপাক যেগুলো খাওয়া যায় না, যেমন বাজপাখি, শকুন ইত্যাদি, শুধু চামচিকা ছাড়া আর ঐ সমস্ত পাখি যেগুলো খাওয়া যায় এবং হাওয়ার উপর পায়খানা করে না, যেমন মুরগী, গৃহ পালিত হাস ও রাজহাঁস এগুলোর পায়খানা নাপাক।

وفى التاتار خانية : وان يبست البيضة او السخلة ثم وقعت فى الماء اوفى المرقة لا تفسدهما (جـ١ صـ ١٨٤ دار الايمان)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ১/১৮৪, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/২৭০-৭৭)

ভুল চিকিৎসার কারণে মারা গেলে তার ক্ষতিপূরণ

প্রশ্ন: ভুল চিকিৎসার কারণে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কি কোন মানুষের মৃত্যু হয়? অবহেলার জন্য চিকিৎসককে দায়ী করা যাবে কি?

উত্তর: মানুষের মৃত্যু আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত সময়েই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যে কোন কারণকেই মৃত্যুর মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত ভুল চিকিৎসার কারণে কোনো রোগীর মৃত্যু হলে সে ব্যক্তি শরীয়তের আলোকে দোষী বলে সাব্যস্ত হবে না। আর যদি চিকিৎসা সম্পর্কে না জানার দরুন কোনো রোগী মারা যায় তাহলে তার ক্ষতি পুরন দিতে হবে।

وفی سنن ابی ادؤد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايماطبيب تطيب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فاعنت فهو ضامن ـ (باب فيمن تطبب ولا يعلم ــ ٦٣/٢ اشرفية)

প্রমাণ: সূরা ইউনুস ৪৯, সূরা জুমার ৪২, তাফসিরে মাজহারী ৮/২১৭, তাফসিরে কাবির ১৭/৯১, আবু দাউদ ২/৬৩০

بلغ العلى পড়ার বিধান

প্রশ্ন: আমরা সধারণত ওয়াজ মাহফিলে দরুদ শরীফের সাথে بلغ العلى بكما له الخ পড়ি। তা পড়া কি জায়েয আছে?

উত্তর: নবী কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাত ও সালাম তথা শান্তি ও রহমত বর্ষণের দু'আ করার নামই দরূদ শরীফ।

দরূদ শরীফ দুই প্রকার:

(১) দরূদে মা'ছুরা: ঐ সমস্ত দরূদ, যা নবী কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত।

(২) দরূদে গায়রে মা'ছুরা: ঐ সমস্ত দরূদ, যা নবী কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি বর্ণিত নেই; বরং ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, বা তাদের পরবর্তী উলামায়ে কেরামদের থেকে এমন শব্দে বর্ণিত যার দ্বারা নবী কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসাসহ রহমত ও বরকতের দুআ হয়, এবং শাব্দিক দিক থেকেও পূর্ণ সহীহ হয়। আর প্রশ্নে বর্ণিত ইবারতের অর্থ, মর্ম, বিশুদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে নবী কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসার ক্ষেত্রে একটি উচ্চমানের কবিতা। তাই উলামায়ে কেরাম উক্ত কবিতাকে দরূদে গায়রে মা'ছুরার অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং কিছু কিতাবের মাঝেও উক্ত দরূদের বর্ণনা আছে। সুতরাং উক্ত দরূদ পড়া জায়েয আছে।

وفى احكام القران: ان الا فضل والاولى والا كثر ثوابا والاجزل جزاء وارضاها عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هى الصيغ الماثورة ويحصل ثواب الصلوة والتسليم بغيرها ايضا بشرط ان يكون فيها طلب الصلوة و الر حمة عليه صلى الله عليه وسلم من الله غزوجل : (٥٠٢/٣ ارادة القران)

প্রমাণ: তাফসীরে রুহুল মাআনী ১১/৭৭-৮৩, আহকামুল কোরআন ৩/৫০২ , ইবনে মাজাহ ১/২৯৩, গুলিস্তা ৭

কোরআন ঘুরিয়ে চোর ধরার বিধান

প্রশ্ন: কোরআনুল কারীম ঘুরিয়ে চোর ধরার তদবীর করা জায়েয আছে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: এভাবে কোরআনুল কারীম কে ঘুরানো কোরআনুল কারীমের সম্মানের খেলাফ ও বেয়াদবী। তাই এধরণের তদবীর করা থেকে বিরত থাকা এবং তওবা করা আবশ্যক এবং এই তদবীরের মাধ্যমে কাউকে চোর সাব্যস্ত করা জায়েয নেই। এর দ্বারা আকীদাও নষ্ট হয়ে যায় ও তুহমতের দরজাও খুলে যায়।

كما فى الدر المختار: ونهينا عن اخراج مايجب تعظيمه ويحرم الا ستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث ـ (باب الجهاد ٣٤٠/١ زكريا)

প্রমাণ: খানিয়া-১/১৬২, সিরাজিয়া-৩১৩, দুররে মুখতার ১/৩৪০,জামেউল ফাতাওয়া ১/২৩০

অনুমতি ছাড়া সরকারী বিদুৎ ব্যবহার করা

প্রশ্ন: বিনা অনুমতিতে সরকারী বিদ্যুৎ ব্যবহার করা জায়েয কি না?

উত্তর: না, জায়েয নেই বরং হারাম।

وفى روح المعانى: (الباطل) الحرام كا لسرقة ... وكل مالم يأذن باخذه الشرع (٧٠/١ دار الفكر)

প্রমাণ: সূরা বাকারা ৮৮, আবুদাউদ ২/৩৭১, রহুল মাআনী ১/৭০, জালালাইন ২৭

অপরাধী চিহ্নিত করার জন্য দাড়ি কাটা

প্রশ্ন: অপরাধী চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমান অফিসার দাঁড়ি কাটতে পারবে কিনা?

উত্তর: না, উল্লিখিত সূরাতে মুসলিম অফিসারের জন্য দাঁড়ি কাটা জায়েয নাই।

وفى الدر المختار مع الشامية: يحرم على الرجل قطع لحيته (كتاب الحظر والاباحة فصل فى البيع ٤٠٧/٢)

প্রমাণ: বুখারী- ২/৮৭৫, শামী ৬/৪০৭, হিদায়া ১/২৫৫, বিনায়া ৪/১৮৬, ফাতহুল কাদীর ২/২৭০

রিমাণ্ডে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি নেয়া

প্রশ্নঃ রিমাণ্ডে নিয়ে নির্দোষ ব্যক্তিকে অপরাধ স্বীকার করিয়ে শাস্তি প্রয়োগ করা বৈধ কি?

উত্তরঃ আমাদের জানা মতে সাধারনত এমনটা হয় না যে, নির্দোষ ব্যক্তিকে রিমান্ডে নিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। তবে, যদি তা বাস্তব হয় তাহলে তা কোন ভাবেই বৈধ হবে না; বরং গুনাহে কবীরার অন্তর্ভূক্ত হবে। এ ধরনের কাজ থেকে আল্লাহ তায়ালা সকলকে রক্ষা করেন।

وفى العالمگيرىة:وكذا الرضا والطوع شرط حتى لا يصح اقرار المكره:
(اقرار ١٥٦/١ حقانية)

প্রমাণঃ সূরা আল ইমরান ১৪, বুখারী ১/৩৩১, আলমগীরী ১/১৫৬, ফাতহুল কাদীর ৭/২৯৮, হিদায়া- ৩/২৩১

রোদ বা বৃষ্টি লাভের জন্য গরু যবাই করা

প্রশ্ন:অতি খরা বা অতি বৃষ্টির উদ্দেশ্যে গরু যবাই করে বিশেষ দুআর আয়োজন করা জায়েয আছে কি? বৃষ্টির জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত?

উত্তরঃ রোদ বৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পশু যবাই করে দু'আর আয়োজন করা জায়েয নাই, রোদ বৃষ্টির জন্য হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম দুআ ও ইস্তেসকার নামায পড়ার কথা বলেছেন।

وفى القران الكريم : ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه (سورة ال عمران ٨٥)

প্রমাণঃ সূরা আল ইমরান-৮৫, ইবনে মাযাহ্-৩, হিদায়া ১/১৭৬, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৪৭২

পোস্টারে বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার লেখা

প্রশ্নঃ জালসা, নির্বাচনী ইত্যাদির পোস্টারে বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি এ জাতীয় শব্দ লেখা যাবে কিনা?

উত্তরঃ না, কোন প্রকার পোস্টারে বিসমিল্লাহ, আলাহু আকবার এজাতীয় শব্দ লেখা যাবে না, কেননা এগুলো যথাযথ ভাবে হেফাজত করা হয় না। ফলে আল্লাহর নামের তা সম্মানি হয়।

وفى العالمكيرية: ولا يجوز مس شيئ مكتوب فيه شيئ من القران من لوح او دراهم او غير ذلك (٣٩/١)

প্রমাণঃ ফাতহুলকাদীর- ১/১৫০, আলমগীরিয়া ৫/৩২৩, মাওসুআ-৩২/৪০ আলমগীরী- ১/৩৯, মুনিয়াতুল মুসাল্লী ৫৮

গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : গৃহ পালিত গাধার গোশত খাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : না, জায়েয নাই।

وفی صحیح البخاری: عن ابن عمرؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی یوم خیبر عن لحوم الحمر الاھلیۃ ۔ (ج۲ صـ۶۰۶ اشرفیۃ)

প্রমাণ : বুখারী শরীফ ২/৬০৬, আলমগীরী ৫/২৯০, দুররে মুখতার ২/২২৯, হিদায়া ৪/৪৪১

চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সহবাস করলে সেই পশুর বিধান

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সহবাস করে তাহলে উক্ত প্রাণীর বিধান কি?

উত্তর : যবেহ করে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে ফেলবে।

وفی العالمغیریۃ : رجل وطئ بھیمۃ قال ابو حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی ان کانت البھیمۃ للواطئ یقال لہ أذبحھا و أحرقھا ۔ (باب فی قتل الحیوانات جـ۵ صـ۳۶۱ مکتبہ حقانیۃ)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩৬১, হিদায়া ১/৫১৭, দুররে মুখতার ১/৩৬০, শামী ৪/২৬, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৪৫/৩২, আল বাহরুর রায়েক ৫/১৭)

হিফজ ভূলে যাওয়ার অর্থ

প্রশ্ন: হাফেজ সাহেবের হিফজ ভূলে যাওয়ার অর্থ কি? দেখে পড়তে না পারা নাকি মুখস্ত পড়তে না পারা এবং ভুলে গেলে কোন ধরনের গুনাহ হবে?

উত্তর: হিফজ ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো দেখেও পড়তে না পারা এবং হিফজ ভুলে যাওয়া কবিরাহ গুনাহ এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে কঠোর ধমকি এসেছে।

وفی مرقات المفاتیح : ومن الحدیث المشھور عرضت علی ذنوب امتی...ثم النسیان عند علمائنا محمول علی حال لم یقدر علیہ بالنظر سواء کان حافظا ام لا (باب فضائل القران ۷۲/۵ فیصل)

প্রমাণ: আবু দাউদ- ১/২০৭, মিরকাত-৫/৭২, হাশিয়ায়ে মিশকাত- ১৯১, আলমগীরী-৫/৩১৭, তাতারখানিয়া- ১/৩১২

খরগোশের গোশত খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : খরগোশ খাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ খরগোশ খাওয়া জায়েয আছে।

وفی بدائع الصنائع : ولا باس باکل الارنب لما روی عن ابن عباس رضـ انه قال کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاھدی لہ اعرابی ارنبۃ مشویۃ فقال لاصحابہ کلوا ۔ (کتاب الذبائح جـ٤ صـ١٥٣ زکریا)

(প্রমাণ : বাদায়ে-৪/১৫৩, দুররে মুখতার-২/২৩০, হিদায়া-৪/৪৪১)

মোবাইলে কুরআন-হাদীস নিয়ে অপবিত্র স্থানে যাওয়া

প্রশ্ন : মোবাইলে পবিত্র কুরআন-হাদীস শরীফ বা দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় দু'আসমূহ লিখিত আকারে সেভ করে রাখা অবস্থায় তা নিয়ে টয়লেট বা অন্য কোন অপবিত্র স্থান সমূহে যাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : স্কীনে ভেসে থাকলে তা নিয়ে যাওয়া জায়েয নাই। ভেসে না থাকলে জায়েয আছে।

وفی العالمغیریۃ : ویکرہ ان یدخل فی الخلاء ومعہ خاتم علیہ اسم اللہ تعالی او شیئ من القرآن ۔ (جـ١ صـ٥٠ فصل فی الاستنجاء ۔ حقانیۃ)

(প্রমাণ : শামায়েলে তিরমিযী-৭, শামী-৬/৩৬১, আলমগীরী ১/৫০, আল বাহরুর রায়েক ১/২৪৩)

কোরআনের সাথে বেয়াদবীর আশংকা

প্রশ্ন: আল-কুরআনের আদব এবং সম্মান রক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এখন আমার প্রশ্ন হলো, কোন কোন কাজের দ্বারা কুরআনের সাথে বেয়াদবী হওয়ার আশংকা থাকে?

উত্তর: বিভিন্ন কারণে তার সাথে বেয়াদবী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নে এমন কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো যথা: (১) অজুবিহীন অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা। (২) কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ কানে আসার পরও তা চুপ করে না শোনা। (৩) অবৈধ ব্যবসায় উন্নতি ও বরকতের আশায় কুরআন পড়া বা অন্য কাউকে দিয়ে পড়ানো। (৪) তাফসীর বা অন্য কোন কিতাবের যেখানে কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ আছে সেই আয়াত বিনা অযুতে স্পর্শ করা। (৫) কুরআন শরীফ মুখস্ত করার পর পুনরায় তা ভুলে যাওয়া। (৬) মনোগ্রাম বা উপহার সামগ্রীতে কুরআনের আয়াত লেখা। যার দ্বারা বেয়াদবী হওয়ার সম্ভাবনা

রয়েছে। (৭) কুরআনের আয়াত বা কুরআন শরীফকে তুচ্ছ– মনে করে আগুনে নিক্ষেপ করা। (৮) শরয়ী ওজর ব্যতিত শুয়ে শুয়ে তেলাওয়াত করা। (৯) কুরআনের দিকে পা দিয়ে বসা। (১০) অপবিত্র স্থানে বসে দেখে বা মুখস্ত কুরআন তেলাওয়াত করা। (১১) কুরআনের উপর আয়না, কলম, টুপি ইত্যাদি রাখা। (১২) কুরআন পাঠের সময় নেশা জাতীয় দ্রব্য মুখে রাখা। (১৩) কুরআনের আয়াত অংকিত আংটি পরিধান করে টয়লেটে যাওয়া। (১৪) মৃত ব্যক্তির সাথে কবরে কুরআন শরীফ দিয়ে দেয়া। (১৫) কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের সময় সিগারেট বিড়ি পান করা।

وفى القران الكريم : لا يمسه الا المطهرون (سورة الواقعة- ٧٩)

প্রমাণ: সূরা ওয়া কিআহ্– ৭৯, সূরা আ'রাফ– ২০৪, আবু দাউদ–১/২০৭, হিন্দিয়া– ৫/৩২৩, সিরাজিয়া–৩১৩, আলমগীরী– ১/১৬৩, মুনিয়াতুল মুসাল্লী–৫৭

বাংলা উচ্চারণ বিশিষ্ট কুরআন শরীফ লেখা বা পড়া

প্রশ্ন : বাংলা উচ্চারণের কুরআন শরীফ লেখা বা পড়া জায়েয কি না?

উত্তর : সাহাবী ও তাবেয়ী (রাযিঃ)- এর রীতি নীতির দিকে লক্ষ করে এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর সকল আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের ঐক্যমতে কুরআন শরীফের অন্য কোন ভাষায় উচ্চারণ লেখা ও তা পড়া জায়েয নেই। এর দ্বারা উসমানী লিপিবদ্ধতার বিরোধীতা ও কুরআন বিকৃতির রাস্তা উন্মোচন হয়, যা উম্মাতের ইজমা অনুযায়ী হারাম। বিশেষ করে-এর দ্বারা শব্দগত ধারাবাহিকতার উলট-পালট ও হরফের মধ্যে কমানো বাড়ানো হয়, যা কুরআনের উপর বাড়াবাড়ি ও নিশ্চিত রুপে কুরআন বিকৃতির নামান্তর। সুতরাং বাংলা উচ্চারণে কুরআন শরীফ লেখা ও তা পড়া হারাম।

وفى جواهر الفقه : الغرض صحابہ وتابعینؒ کے طرز عمل سے واضح ہوگیا کہ جس طرح قرآن میں زبان عربی کی حفاظت ضروری اور لازم ہے کسی عجمی زبان میں بدون قرآنی عربی عبارات کے قران مجید کی کتابت جائز نہیں اسی طرح عربی رسم خط کی حفاظت بھی ضروری ہے کسی دوسرے رسم خط میں لکھنا ان کا جائز نہیں کہ اس میں رسم خط عثانی کی مخالفت اور تحریف قرآن کا راستہ کھولتا ہے جو باجماع امت حرام ہے۔ (تحذیر الامام ج۱ص ۷۷ مکتبہ تفسیر القرآن)

(প্রমাণ : সূরা কিয়ামা-১৭, সূরা হিজর-৯, সূরা ক্বমার-১৭, তাফসীরে ইতকান-২/২১৮-২১৩, জাওয়াহিরুল ফিকাহ-১/৭৭)

ভিক্ষাকে পেশা বানানো

প্রশ্নঃ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করার হুকুম কি?

উত্তরঃ ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয নেই। তবে যদি কোনো ব্যক্তি উপার্জনে অক্ষম হয় তখন তার জন্য ভিক্ষা করা বা অন্যের নিকট চাওয়ার অবকাশ রয়েছে।

وفى السراجية : الكسب فريضة قدر مالا بدّ منه الى قوله العاجز عن الكسب عليه ان يطوف الابواب ويسأل، (باب الكسب ٣٣٢ الاتحاد)

প্রমাণঃ বুখারী ১/৬৯৯, মুসলিম ১/৩৩৩, নাসায়ী ২৭৯ ,সিরাজিয়া ৩৩২

সতর খুলে কাজ করা

প্রশ্নঃ আমাদের দেশে কৃষক শ্রেণীর লোক ও জেলে এবং বিভিন্ন ধরণের কাজ কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিরা কাজের সুবিধার্থে রানের উপর কাপড় উঠিয়ে বা কাছা দিয়ে কাজ করে এখন আমার জানার বিষয় হল, এই ভাবে সতর খুলে কাজ কারবার করা জায়েয আছে কি না?

উত্তরঃ রান খুলে রাখা কোনো ক্রমেই জায়েয নেই। আর উল্লেখিত ছুরতে যেহেতু রান খোলা রেখে কাজ কারবার করে, আর রান সতরের অন্তর্ভুক্ত তাই উক্ত সুরতে রান খুলে কাজ কারবার করা জায়েয নেই। উল্লেখ্য যে, পুরুষের সতর হল নাভির নিচ হতে হাটুর নিচ পর্যন্ত।

وفى الشامية: لا يحل النظر الى عورة غيره ... فالركبة عورة لرواية الدارقطنى ما تحت السرة الى الركبة عورة (باب فى النظر والمس ٣٦٦/٦ سعيد)

প্রমাণঃ সূরা নূর ২৯, তাফসীরে মাযহারী ১৮/৪৯১, শামী ৬/৩৬৬, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৯২

মহিলা প্রার্থীর জন্য মসজিদ-মাদ্রাসায় দুআ করা

প্রশ্নঃ মহিলা প্রার্থীর জন্য মসজিদ-মাদরাসায় দুআ করা যাবে কি?

উত্তরঃকোরআন হাদীসের বর্ণনা মতে নারী নেতৃত্ব জায়েয নেই। সুতরাং নারী প্রার্থীর জন্য দুআ করাও ঠিক না।

كما فى القران الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض (سوره النساء الاية : ٣٤)

প্রমাণঃ সূরা নিসা- ৩৪, আহকামুল কুরআন-২/২৬৭, তাফসীরে আহমাদ ১৮১, তিরমিযী ২/৫২

নাজায়েয কাজে পিতার আনুগত্য বৈধ নয়

প্রশ্ন : নাজায়েয কাজের মধ্যে বাপের আনুগত্যতা করা জায়েয কিনা?

উত্তর : না, নাজায়েয কাজের মধ্যে মা বাবার আনুগত্যতা করা জায়েয নেই। শুধু জায়েয কাজের মধ্যেই মা বাবার আদেশ মানা ওয়াজিব।

كما فى القران الكريم : وان جهدك على ان تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما وصا حبهما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الى (سورة اللقمان ١٥)

প্রমাণ ঃ সূরা লোকমান ১৫, মুসলিম ২/১২৫, মিশকাত ৩১৯, মিরকাত ৭/২২৬

ছেলের জন্য পিতা-মাতার হুকুম আগে পালনীয়

প্রশ্ন : ছেলের জন্য পিতা-মাতার হুকুম আগে পালনীয় নাকি গাশত করা?

উত্তর : সন্তানের জন্য পিতা-মাতার আদেশ পালন করা, শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী। অতএব প্রথমে পিতা-মাতার আদেশ পালন করবে অতঃপর গাশত বা তাবলীগের কাজ করবে।

كمافى الشامية: لا يخرج الى الجهاد الا باذنهما ولو اذن احدهما لا ينبغى له الخروج لان مراعاة حقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية (كتاالحيا الموت ٤٠٨ سعيد)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৩৩৯, আলমগীরী ২/১৮৯, আল বাহরুর রায়েক ৫/৭২

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম নির্যাতিত হওয়ার কারণ

প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বের মুসলমানরা লাঞ্ছিত বঞ্চিত ও অপমানিত কেন?

উত্তর : বর্তমান বিশ্বের মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনা শরীয়তকে পরিপূর্ণভাবে না মেনে বিধর্মীদের কৃষ্টি কালচারের দিকে ঝুকে পড়ার কারণে আজ তারা অপমানিত লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত।

كمافى القران الكريم: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ (سورة النور ٥٥)

প্রমাণ ঃ সূরা নূর ৫৫, আহকামুল কুরআন ৩/৪৭৯, রুহুল মাআনী ৯/২০৫

পিতা মেয়ের সাথে যিনা করলে হদের বিধান

প্রশ্ন : বাবা নিজের মেয়ের সাথে যিনা করার দ্বারা বাবাকে শাস্তি দেওয়া বা তার উপর হদ জারী করা হবে কি?

উত্তর : তাদের থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে হবে। ইসলামী হুকুমত না থাকায় বাবার উপর হদ জারী করা হবে না।

كمافى القران الكريم: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (سورة النور ٢)

প্রমাণ ঃ সূরা নূর ২, শামী ৬/১৬

জঙ্গল থেকে পশু চুরি করার দ্বারা হাত কাটার বিধান

প্রশ্ন : আমরা আমাদের পশুগুলো জঙ্গলে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেই এবং ঐ জায়গা সংরক্ষিত নয় এখন যদি ঐখান থেকে ঐ পশুগুলো কেউ চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা হবে কিনা?

উত্তর : না, তার হাত কাটা হবে না। কেননা হাত কাটার জন্য কোন সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করতে হবে আর এখানে তা পাওয়া যায় নাই।

وفى البزازية على هامش الهندية: ومنهاان يكون المال الماخوذ محرزا اما بالمكان للحفظ كالد وروالدكاكين (كتاب السرقة ٤٣١/٦)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ২/১৭০, হিন্দিয়া সূত্রে বাযযাযিয়া ৬/৪৩১,
হিদায়া ২/৫৩৫, ফাতহুল কাদীর ৫/১২১

আঘাত করে দাঁত ভেঙ্গে দিলে কেসাসের বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি আঘাত করে কাহারো দাঁত ভেংগে দেয় তাহলে তার কেসাস এবং দিয়্যাতের হুকুম কি?

উত্তর : উল্লিখিত সুরাতে তার উপর কেসাস ওয়াজিব হবে। আর যদি তারা দিয়্যাতের মাধ্যমে পরস্পরে মিমাংসা করে নেয় তবুও জায়েয হবে।

وفى البحرالرائق: وقال عمر وبن مسعود لاقصاص فى عظم الا فى السن ـ (باب القصاص فيما دون النفس ٣٠٦/٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ৬/১২, আল বাহরুর রায়েক ৮/৩০৬, সিরাজিয়্যা ২২৫

কবর খুড়ে বিনিময় নেয়া

প্রশ্ন : কবর খননকারী কবর খুড়ে বিনিময় নিতে পারবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ পারবে।

وفى قاضى خان ـ يجوز الاستئجار على حمل الجنازة وحفر القبور ـ (١٩٠/١)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/১৯৯, দুররে মুখতার ২/২০৭, আলমগীরী ১/১৬৬

কাগজ দিয়ে হাত মোছা

প্রশ্ন : বর্তমানে অনেক হোটেলে দেখা যায়, খাওয়ার পরে হাত মুখ পরিষ্কারের জন্য বাংলা ইংরেজি লেখা পুরাতন কাগজ দেয়া হয় আবার অনেক সময় ছোট বাচ্চাদের পায়খানা পরিষ্কার করা হয় ইহা জায়েয কি না?

উত্তর : কাগজ চাই সাদা হোক বা লেখা হোক উহা ইলম অর্জনের মাধ্যম হওয়ার কারণে উহার সম্মান করা জরুরী। তাই উহার দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করা বা দস্তরখানের কাজ নেয়া মাকরুহে তাহরিমী। তবে যে সকল কাগজ ময়লা পরিষ্কারের জন্যই বানানো হয়েছে এবং লেখার কাজে আসে না তা দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করা বৈধ।

وفى العالمغيرية : ولا يستنجى بكاغذٍ وان كانت بيضاء كذا فى المضمرات ـ

(باب التنجيس ج١ صـ٥٠ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : শামী-১/৩৪১, আলমগীরী-১/২৪২, আল বাহরুর রায়েক-১/২৪২)

চেয়ার টেবিলে খাওয়ার বিধান

প্রশ্ন: চেয়ার টেবিলে খানা খাওয়ার বিধান কি?

উত্তর: চেয়ার টেবিলে খানাপিনা খাওয়ার যে নিয়ম চালু আছে তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা এটা অমুসলিমদের রীতিনীতি। আর সুন্নাত তরীকার পরিপন্থী এবং মাকরূহ। তবে অসুস্থ্য ব্যক্তি বা নিচে বসতে পারে না এমন ব্যক্তির জন্য ওযর থাকা পর্যন্ত চেয়ারে বসে খানা পিনা করা জায়েয আছে।

وفى البحر الرائق: وتعليق الخبزبالخوان مكروه ويكره وضع الخبز تحت القصعة (فصل فى الاكل والشرب ـ ١٨٤/٨ رشيدية)

প্রমাণ: বুখারী ২/৮১১, শামী ৬/৩৪০, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৮৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৫৯, মেরকাত ৮/৮৯, আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের ১৪০

বাম হাত দ্বারা চা পান করা

প্রশ্ন: বাম হাতে চা পান করা যাবে কিনা?

উত্তর: না বিনা প্রয়োজনে বাম হাতে পানাহার করা মাকরূহ। হাদীস শরিফে বাম হাতে পানাহারকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। অতএব তা পারিহার করা একান্ত জরুরী।

كما فى الصحيح لمسلم ـ عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ياكلن احد منكم بشماله ولا يشربن بها فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بها ـ (كتاب الأشربة ١٧٦/٢ اشرفية)

প্রমাণ: মুসলিম ২/২৭২, ইবনে মাজা ২৩৫, শরহে নববী ২/২৭২, মেশকাত ৩৬৩,

মাথাবিহীন ডলফ্যাশন রাখা

প্রশ্ন: দোকানে পোষাক প্রদর্শনের জন্য মাথাবিহীন ডলফ্যাশন রাখা জায়েয হবে কি?

উত্তর: মাথাহীন ডলফ্যাশনের দ্বারা কোনো ধরনের অশ্লীলতা প্রকাশ না পেলে পোষাক প্রদর্শনের জন্য তা দোকানে রাখা জায়েয হবে। কিন্তু অশ্লীলতা প্রকাশ পেলে বা মাথাযুক্ত হলে জায়েয হবে না।

وفى بدائع الصنائع: ، فان كانت مقطوعة الرؤوس فلا باس بالصلوة فيه لانها بالقطع خرجت من ان تكون تما ثيل والحقت بالنقوش ـ (كتاب الصلاة ٣٠٤/١ زكريا)

প্রমাণ: সূরা আনআম ১৫২, নাসায়ী ২৫০, মিশকাত ৩৮৫, বাদায়ে ১/৩০৪

অসৎ পার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য শপথ করা

প্রশ্ন: কোন অসৎ প্রার্থীকে ভোট দেয়ার জন্য কাউকে কুরআন হাতে নিয়ে শপথ করালে তা ভঙ্গ করা জায়েয হবে কিনা? আর জায়েয হলে তার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর: হ্যাঁ, প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির জন্য শপথ ভঙ্গ করা জায়েয বরং আবশ্যক। তবে শপথ ভঙ্গ করার দরুন তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

كمافى السنن الكبرى :عن زهدم الجرمى قال دخلت على ابى موسى .الى قوله من حلف على يمين فرأى غير ها خيرامنها، فليأت الذى هوخير وليكفرعن يمينه ر (باب من حلف على يمين فراى غيرها خير٤٥٦/١٤ ا دارة الفكر)

প্রমান: বুখারী ২/৯৮০, সুনানে কুবরা ১৪/৪৫৬, ফাতহুল বারী ১২/৩৬১, ইলাউস সুনান ৮/৪১২

কর্মক্ষম ব্যক্তির বয়স বাড়িয়ে ভাতার কার্ড গ্রহণ

প্রশ্নঃ অসুস্থ কর্মক্ষম গরীব ব্যক্তি বয়স বাড়িয়ে বয়স্কভাতার কার্ড গ্রহণ করতে পারবে কি?

উত্তরঃ ধোঁকা ও মিথ্যা উভয়টির আশ্রয় গ্রহণ করা বড় ধরণের গোনাহ। তাই ধোঁকা ও মিথ্যার মাধ্যমে বয়স বাড়িয়ে বয়স্কভাতার কার্ড গ্রহণ করা যাবে না।

وفى مشكوة المصابيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منى ـ (باب المنهى عنها من البيوع ٢٤٨/١ اشرفية)

প্রমাণঃ সূরা মায়েদা ৩, সূরা বাকারা ১৮৮, তিরমিযী ২/১৮, মিশকাত ১/২৪৮

কোরআনের মধ্যে কিছু লিখা

প্রশ্নঃ কোরআনের মধ্যে কোন কিছু লিখার বিধান কি?

উত্তরঃ কোরআনের মধ্যে কোন কিছু লিখা মাকরূহ। তবে একান্ত প্রয়োজনে পেন্সিল জাতীয় জিনিস দ্বারা লিখতে পারবে, যাতে পরে মুছে ফেলা যায়।

وفى العالمكيرية : وقال محمد احب الى ان لا يكتب وبه اخذ مشا يخ بخارى ـ (احكام الحيض ٣٩/١ حقانية)

প্রমাণঃ আলমগীরী ১/৩৯, ফাতহুল কাদীর–১/১৪৯, সিরাজিয়া– ৩১৩

কুরআন খাতমের সময় সীমা

প্রশ্নঃ কত দিনের মধ্যে কোরআনে কারীমের এক খতম করা উচিত?

উত্তরঃ দুনিয়ার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব আল কোরআন। আর কোরআনে কারীমের তিলাওয়াত নফল ইবাদতের মধ্যে অন্যতম। তাই আমাদের আকাবিরে আসলাফ থেকে কোরআন খতমের বিভিন্ন আমল পাওয়া যায়। তবে উত্তম হল, সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনে, আর সর্বনিু তিন দিনে এক খতম করা। এর কম বেশি করলে কোন সমস্যা নেই।

وفى الموسوعة الفقهية : كان السلف لهم عادات مختلفة فى قدر ما يختمون فيه فمنهم من يختم القران فى اليوم والليلة مرة وبعضهم مرتين وانتهى وبعضهم الى ثلاث ومنهم من يختم فى الشهر ـ (باب القراءة ٣٩/٣٣-٥٩ وزارة الاوقاف)

প্রমাণঃ বুখারী– ২/৮৫৪, তিরমিযী– ২/১২৩, মাওসুয়াতুল ফিকহিয়া, ৩৩/৩৯-৫৯, হিন্দিয়া– ১/১৬৩

জ্বীন ভূতের অস্তিত্ব

প্রশ্নঃ জ্বীন ভূতের অস্তিত্ব আছে কি না কোরআন, হাদীসের আলোকে জানতে চাই?

উত্তরঃ হ্যাঁ, জ্বিনের অস্তিত্ব কোরআন হাদীস দ্বারা ছাবেত আছে। আর ভূত দ্বারা যদি খারাপ জ্বিন উদ্দেশ্য হয় তাহলে অবশ্যই তার অস্তিত্ব আছে। আর যদি অন্য কিছু হয় তাহলে আগে সংজ্ঞা জানতে হবে তার পর উত্তর দিতে হবে।

كما فى القران الكريم : وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ـ (سورة الذريت ٥٦)

প্রমাণঃ সূরা আয যারিয়াত– ৫৬, তাফসীরে রুহুল মাআনী– ১৪/২০, তিরমিযী– ১/৬, ফাতহুল কাদীর– ১/১৭০, বেনায়া– ১/৭৫৯

নববধুকে ঘরে রেখে সালে যাওয়া

প্রশ্নঃ নববধুকে রেখে কেউ সালের জন্য তাবলীগে বের হতে পারবে কি না? শরীয়তের দৃষ্টিতে জানতে চাই।

উত্তরঃ হ্যাঁ, যদি ফিৎনার আশংকা না থাকে এবং মহিলা ধৈর্য্যশীলা হয় ও স্বামী সালে যাওয়ার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তাহলেই সালে যেতে পারবে, অন্যথায় পারবে না।

كما فى الشامية : (ويسقط حقها بمرة) قال فى الفتح: واعلم ان ترك جماعها مطلقا لايحل له صرح اصحابنا بأن جما عها احيانا واجب ديانة ، لكن لا يدخل تحت القضاء والالزام الا الوطاة الا ولى ولم يقدروا فيه مدة ويجب ان لا يبلغ به مدة ا لا يلاء إلا برضاه وطيب نفسها به ـ (باب القسم : ٣/ ٢٠٢ سعيد)

প্রমাণঃ শামী– ৩/২০২, দুররে মুখতার– ১/২১১, আল বাহরুর রায়েক– ৩/২১৯, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ– ৪/১৮৮

لا اله الا الله محمد رسول الله পড়ার বিধান

প্রশ্ন : বর্তমান যুগের কিছু কিছু লোক বলেন যে, কালিমায়ে তাইয়্যেবা তথা لا اله الا الله محمد رسول الله এটা কুরআন-হাদীছের কোথাও নাই। বরং এটা আলেমদের বানানো কালিমা। এটা পড়া যাবে না, পড়লে শিরক হবে। যে পড়বে সে মুশরিক হবে। কারণ উল্লিখিত কালিমার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নামের সাথে মুহাম্মাদ (সঃ) কে মিলানো হয়েছে এবং মাঝখানে কোন হরফে আত্‌ফ তথা বিভাজন শব্দ (أو- واو) আনা হয় নাই। অতএব এটা পড়লে

মুশরিক হয়ে যাবে। তাদের একথা কি ঠিক? যদি ঠিক হয় তাহলে সাহাবায়ে কিরামগণ কোন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন? এর জবাবে তারা বলেন যে, সাহাবায়ে কিরামগণ কালিমায়ে শাহাদৎ তথা اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله পড়ে মুসলমান হয়েছেন। এখন আমার জানার বিষয় হলো যে, উল্লিখিত কালিমায়ে তাইয়্যেবা তথা لا اله الا الله محمد رسول الله কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কিনা? এবং সাহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) ও তাবেঈন, তাবয়ে-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন উল্লিখিত কালিমায়ে তাইয়্যেবা পড়ে মুসলমান হয়েছেন কি? না তারা অন্য কোন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন? শরীয়তের আলোকে দলীল প্রমাণ সহকারে বিস্তারিতভাবে জানতে চাই।

উত্তর : যে সমস্ত ভাইয়েরা বলেন যে, কালিমায়ে তাইয়্যেবা তথা لا اله الا الله محمد رسول الله কুরআন হাদীছের কোথাও নাই, তাদের কথা সঠিক নয়। কারণ কুরআন শরীফের সুরা ফাতাহ এর ২৬নং আয়াত والزمهم كلمة التقوى অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য তাক্বওয়ার কালিমা তথা لا اله الا الله محمد رسول الله কে অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এখানে কালিমা দ্বারা বহু তাফসীরের কিতাবে মুফাস্‌সিরগণ কালিমায়ে তাইয়্যেবা তথা- لا اله الا الله محمد رسول الله উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যেমন ঃ তাফসীরে মাযহারীর ৯নং খন্ডে ৩৪নং পৃঃ তে উল্লেখ আছে যে, والزمهم كلمة التقوى

অর্থ ঃ হযরত আতা খোরাসানী (রহঃ) বলেন যে, কালিমাতুত তাক্বওয়া হলো لا اله الا الله محمد رسول الله এবং তাফসীরে রুহুল মাআনীর ১৩নং খন্ডে ১১৯নং পৃঃ তে উল্লেখ আছে যে, والمراد لا اله الا الله محمد رسول الله

অর্থ ঃ কালিমাতুত তাক্বওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল

لا اله الا الله محمد رسول الله এবং তাফসীরে ইবনে কাছীরের ৪নং খন্ডে ২০৮নং পৃঃ তে উল্লেখ আছে যে, و الزمهم كلمة التقوى وهى لا اله الا الله محمد رسول الله

অর্থ ঃ কালিমাতুত তাক্বওয়া হল لا اله الا الله محمد رسول الله এবং তাফসীরে কুরতুবীর ১৬নং খন্ডে ১৯০নং পৃঃ তে উল্লেখ আছে যে,

والزمهم كلمة التقوى : قيل هى لا اله الا الله روى مرفوعا من حديث ابى بن كعب رضـ عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال عطاء الخراسانى وزاد محمد رسول الله

অর্থ ঃ কালিমাতুত তাক্বওয়া হল لا اله الا الله রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে হযরত উবাই বিন কাব (রাঃ) সূত্রে হাদীছে মারফু বর্ণিত আছে। হযরত আতা খোরাসানী (রহঃ) বলেন এবং محمد رسول الله কে বৃদ্ধি করেন। এবং তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনের ৭নং খন্ডে ৪৬৫ নং পৃঃ তে উল্লেখ আছে যে, কালিমাতুত তাক্বওয়া হল– لا اله الا الله محمد رسول الله

এবং তাফসীরে জালালাইনের ৪২৫নং পৃঃ তে উল্লেখ আছে যে, والزمهم كلمة التقوى : لا اله الا لله محمد رسول الله

অর্থ ঃ কালিমাতুত তাক্বওয়া হল– لا اله الا الله محمد رسول الله

এবং তাফসীরে তবারীর ১১নং খন্ডে ৩৬৪নং পৃঃ তে উল্লেখ আছে যে,

والز مهم كلمة التقوى : عن عطاء الخراسانى قال لا اله الا الله محمد رسول الله

হযরত আতা খোরাসানী (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, কালিমাতুত তাক্বওয়া হলلا اله الا الله محمد رسول الله

এবং তাফসীরে মাজহারীর ৬নং খন্ডে ৬০নং পৃঃ তে সুরা কাহাফের وكان تحته كنز لهما এই আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন যে, স্বর্ণের তক্তাতে সাতটি উপদেশ লেখা ছিল। তার মধ্য থেকে একটি হল لا اله الا الله محمد رسول الله

যেমন ঃ

عن ان بن عباس رضـ انه قال كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه عجبا لمن يوقن بالموت كيف يفرح... و لا اله الا الله محمد رسول الله

ইহা ছাড়া আরো তাফসীরের কিতাবে কালিমায়ে তাইয়্যেবার অসংখ্য প্রমাণ আছে। এবং অনেক মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কিরামগণ কালিমায়ে তাইয়্যেবা পড়ে মুসলমান হয়েছেন। তারা যে, বলে সাহাবায়ে কিরামগণ শুধু কালিমায়ে শাহাদৎ তথা اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

পড়ে মুসলমান হয়েছেন তা সঠিক নয়। যেমন : নিম্নের হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:) الاصابة فى تمييز الصحابة নামক কিতাবে হযরত নুআইম আল গিফারীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করেন যে,

عن يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال: انطلق ابو ذر ونعيم بن عم ابى ذر وانا معهم يطلب رسول الله صلى ا لله عليه وسلم وهو مستتر بالجبل فقال له ابو ذر يا محمد اتيناك لنسمع ما تقول قال: اقول لا اله الا الله محمد رسول الله فامن به ابو ذر وصاحبه

অর্থ ঃ হযরত আব্দুলাহ বিন বুরায়দা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, হযরত আবু জর ও তার চাচাতো ভাই নুআইম হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করছিলেন এবং আমিও তাদের সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় যে রাসুল (স.) পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিলেন। তখন আবু জর রাসুল (সঃ) কে বললেন যে, হেঁ মুহাম্মদ (সঃ) আমরা আপনার নিকট এসেছি আপনি কি বলেন তা শোনার জন্য। তখন রাসুল (সঃ) বললেন যে, আমি বলি–

لا اله الا الله محمد رسول الله

তখন আবু জর ও তার সাথীরা একথার উপর ঈমান আনলেন। এবং جامع الصغير নামক কিতাবের ২নং খন্ডে ৮৭১ নং পৃঃ তে ৪১৮৬নং হাদীছ দ্বারাও উল্লিখিত কালিমার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ঃ

অর্থ ঃ হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন যখন আমাকে আসমানের দিকে উঠিয়ে নেওয়া হলো (মেরাজের সময়). তখন আমি জান্নাতে প্রবেশ করে জান্নাতের দুইপাশে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তিনটি লাইন দেখতে পেলাম। তার মধ্যে হতে প্রথম লাইনটি হল–

لا اله الا الله محمد رسول الله

এমনিভাবে শায়খুল ইসলাম আল্লামা হযরত ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর কিতাবের মধ্যে কালিমায়ে তাইয়্যেবার ব্যাপক আলোচনা আছে।

যেমন ঃ الردعلى الفكر নামক কিতাবের ৫৩নং পৃঃ তে লেখা আছে যে,

دين الا سلام مبنى على اصلين وهو حقيقة قول لا اله الا الله محمد رسول الله

অর্থ ঃ ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হল দুটি মূলের উপর এবং তা হল لا اله الا الله محمد رسول الله এ কথার হাকীকত। এবং ترجمان السنة নামক কিতাবের ২নং খন্ডে ৪৫নং পৃঃ তে উল্লিখিত বাক্য তথা دين الاسلام مبنى على اصلين الخ উল্লেখ আছে। এবং হযরত আঃ ওয়াহাব নজদী (রহ.) এর مجموعة التوحيد নামক কিতাবের ৪নং পৃঃ তে উল্লেখ আছে যে,

قاتل ابو بكر مانع الزكوة وهو يقول لا اله الا الله محمد رسول الله

অর্থ ঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারী তথা যাকাত আদায়ে বাধা প্রদানকারীকে হত্যা করেছেন। এমতাবস্থায় যে তারা বলত لا اله الا الله محمد رسول الله এবং كنز العمال নামক কিতাবের ১নং খন্ডে ৪৩নং পৃঃ তে ১৭৪নং হাদীসে উল্লেখ আছে যে, অর্থ ঃ হযরত আনাছ (রাঃ) নবী কারীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, নবী কারীম (সঃ) ইরশাদ করেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে আদন তথা শান্তিময় স্থানের বাগান সৃষ্টি করলেন এমতাবস্থায় যে, এটাই আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রথম সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে বললেন যে, তুমি কথা বল। তখন জান্নাত বলল যে,

لا اله الا الله محمد رسول الله

সফলকাম ঐ ব্যক্তি যে আমার ভিতর প্রবেশ করবে। এবং হতভাগা ঐ ব্যক্তি যে, দোযখে প্রবেশ করবে।

উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর ও হাদীসসমূহের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, কালিমায়ে তাইয়্যেবা পবিত্র কুরআন শরীফ, হাদীছে নববীর অসংখ্য স্থানে উল্লেখ আছে। এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) لا اله الا الله محمد رسول الله পড়ে মুসলমান হয়েছেন। শুধু তাই নয় বরং উক্ত কালিমা ইসলামের ৫টি মৌলিক বস্তুর মধ্যে হতে একটি মৌলিক বস্তু। এখন কথা হলো যে, যারা কালিমায়ে তাইয়্যেবা পড়লে মুশরিক হওয়ার কথা বলে যুক্তি পেশ করে যে, দুটি বাক্যের মাঝে বিভাজন কোন শব্দ নাই। তাদের এ কথার জবাব হল যে, دروس البلاغت নামক কিতাবের ১৪৭নং পৃঃ এবং مختصر المعانى নামক কিতাবের ২নং খন্ডে ২৩৮ নং পৃঃ তে উল্লেখ আছে যে, দুই কালিমার মাঝে হরফে আতফ তথা বিভাজন শব্দ না আনা ৫ স্থানে উত্তম। তার মধ্য হতে এক স্থান হলো ان

يكون بين الجملتين تباين تام অর্থ ঃ দুটি বাক্যের মাঝে পরিপূর্ণ বৈপরিত্ব হওয়া, একটি বাক্য অপরটি থেকে পরিপূর্ণ আলাদা হওয়া। যেমন ঃ আসমান-যমীন আগুন-পানি এখানে আসমান ও যমীন আগুন ও পানি বলার দরকার নাই। ঠিক তেমনিভাবে لا اله الا الله এবং محمد رسول الله এর মাঝে হরফে আতফ তথা বিভাজন শব্দ (اوْ- واوْ) ইত্যাদি না আনা উত্তম। কারণ এখানে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা দুজন ভিন্ন ভিন্ন। সৃষ্টি আর স্রষ্টা কখনো এক হতে পারেনা। যে সমস্ত ভাইয়েরা কালিমায়ে তাইয়্যেবা পড়লে মুশরিক হওয়ার কথা বলে এবং বলে যে, এটা আলেমদের বানানো কথা তাদের এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। কাজেই তাদের জন্য উল্লিখিত আক্বীদা পরিহার করে তওবা করা উচিৎ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর অটল রাখুন। এবং সকল মুসলমানদেরকেও তার উপর চলার তাওফিক দান করুন। (আমীন)

সাহাবাদের সমালোচনা ও ইয়াযিদকে কাফের বলা

প্রশ্ন : সাহাবাদের সমালোচনা করা ও ইয়াযিদকে কাফের বলা যাবে কিনা?

উত্তর : একজন সাধারণ মানুষের দোষ বর্ণনা করাও জায়েয নাই। সেখানে সাহাবাগণের (রাঃ) প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তাদের দোষ বর্ণনা করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? সাহাবায়ে কেরামদের সমালোচনা করা হারাম। এবং যারা সমালোচনা করে তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জমাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইয়াজিদকে কাফের বলা যাবে না। যদিও সে বড় জালেম ছিল।

وفی عقیدة الطحاوی : ولا نکفر احدا من اهل القبلة بذنب (٨٨)

প্রমাণ : সুরা হুজুরাত ৩, সুরা বাকারা ১৩, তিরমিযী ২/২২৫, ইলাউস সুনান ১১/৫৪২০, তিরমিযী ২/২২৫, আকীদাতুত তহাবী ৮৮, মাওসু'আ ১২/২২৮

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাবিজ ব্যবহার করা

প্রশ্ন : স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাবিজ ব্যবহার করা যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শরীয়ত সম্মত তাবীজ ব্যবহার করা যাবে।

وفی مسلم: عن ابی سعید الخدری قال نزلنا منزلا فا تتنا امرأة فقالت ان سید الحی سلیم لدغ فهل فیکم من راق فقام معها رجل منا ما کنا نظنه یحسن رقیة فرقاه بفا تحة الکتاب فبرأ (باب جوز الا جرة علی الرقیة ٢/٢٢٤)

প্রমাণ : মুসলিম ২/২২৪, শামী ৬/৩৬৩, সিরাজিয়্যা, ৩৭৩

কুফুরী তাবিজ-কবজের হুকুম

প্রশ্ন : কোন মেয়ে বা পুরুষকে কুফুরী কালাম দ্বারা তাবিজ-কবজ করে বিবাহ ত্যাগে বাধ্য করা অথবা কুফুরী তাবীজ-কবজ দ্বারা কাহারও বিবাহ আটকিয়ে রাখা বৈধ কিনা?

উত্তর : কুফরী কালাম দ্বারা কোন বৈধ উদ্দেশ্যের জন্যও তাবীজ করা হারাম। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণিত সবগুলি কাজ হারাম। এর থেকে তাওবা করা জরুরী।

وفى الصحيح لمسلم : عن عوف بن مالك الاشجعى قال كنا نرقى فى الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك فقال اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (٢/٢٢٤)

প্রমাণ : মুসলিম ২/২২৪ আবু দাউদ ২/৫৪২ হাশিয়ায়ে আবু দাউদ-২/৫৪২ মেরকাত ৮/৩৮২ শামী ৬/৪২৯

পাঠাগারের বই সংশোধন করা

প্রশ্ন : আমি বিভিন্ন পাঠাগার থেকে পড়ার জন্য বই নিয়ে আসি। কখনো কোন কোন কিতাবে ভুল দেখতে পাই, এক্ষেত্রে ভুলগুলো কেটে সহীহ করে দেয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : কোন পাঠাগার কিংবা ব্যক্তিগত কিতাব এনে তার অনুমতি ছাড়া তাতে কোনরূপ দাগ দেওয়া, কাটাকাটি করা বা ভুল সংশোধন করা জায়েয নেই। এক্ষেত্রে উচিৎ হলো উক্ত ভুল গুলোকে চিহ্নিত করে ভিন্ন একটি কাগজে লেখে ঐ স্থানে রেখে দেয়া অথবা ঐ ব্যক্তিকে জানিয়ে দেওয়া। তবে যদি কর্তৃপক্ষ বা উক্ত ব্যক্তির পক্ষ হতে অনুমতি থাকে তাহলে ভুল সহীহ করা যাবে।

كما فى العالمغيرية : استعار كتابا للقراءة فوجد فى الكتاب خطأ ان علم ان صاحب الكتاب يكره اصلاحه ينبغى ان لا يصلحه والا فان اصلحه جاز ولو لم يفعله لا اثم عليه. (الباب الثالث فى التصرفات. (جـ٤ صـ٣٦٤ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-৪/৩৬৪। বাযযাযিয়া-৬/৩৫৫, শামী-৬/৩৬৯)

ফ্রী জিনিস দোকানদারের রেখে দেওয়া

প্রশ্ন : অনেক সময় কোম্পানী সাবান বা অন্য কিছুর সাথে শ্যাম্পু ইত্যাদি ফ্রী দেয় এখন আমার জানার বিষয় হলো যে, দোকানদারের জন্য এই ফ্রী জিনিসকে রেখে শুধু পণ্য বিক্রি করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : না, ফ্রী জিনিস এটা ক্রেতার হক, সুতরাং এটা রেখে শুধু পণ্য বিক্রি করা জায়েয নাই।

كما فى ابى داود : عن ابى هريرة ان النبى ﷺ نهى عن بيع الغرر۔ (باب فى بيع الغرر ٤٧٩/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ২/৪৭৯, তিরমিযী ২/১৪

স্পীট বা এ্যালকোহল মিশ্রিত ঔষধ ক্রয় বিক্রয়

প্রশ্ন : স্পীট বা এ্যালকোহল মিশ্রিত ঔষধ ক্রয় করা জায়েয কিনা?

উত্তর : বর্তমান এ্যালকোহল বা স্পীট গম ইত্যাদি দ্বারা তৈরি হয় এবং প্রয়োজনে ঔষধের রং ও অন্যান্য ক্যামিকেলে ব্যবহার করা হয়। ইদানীং এর ব্যবহার ব্যাপক হওয়াতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতের উপর ভিত্তি করে তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয।

وفى البحر الرائق : ولا يكره بيع ما يتخذ منه المزامير وهو القصب والخشب وكذا بيع الخمر باطل ولا يبطل بيع ما يتخذ منه وهو العنب (باب البغاة ١٤٣/٥ رشيدية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৫৯, শামী ৬/৪৫৪, হিদায়া ৪/৪৯২-৪৯৫, আল বাহরুর রায়েক ৫/১৪৩

ভোট বিক্রি করা জায়েয নেই

প্রশ্ন : ভোটের আগে প্রার্থীদের দেয়া জিনিস গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : ভোটের আগে কোন জিনিস দেওয়ার দ্বারা যেহেতু সাধারণ লোকদের থেকে ভোট ক্রয় করা উদ্দেশ্য হয় তাই প্রার্থীদের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

وفى الموسوعة الفقهية: ان الربا يقتضى أخذ مال الانسان من غير عوض ، لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقدا أو نسيئة تحصل له زيادة درهم من غير عوض ومال المسلم متعلق حاجته وله حرمة عظيمة قال رسول الله ﷺ حرمة مال المسلم كحرمة دمه (باب الربا ٥٤/٢٢ وزارة الاوقاف)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৭৫, তাফসীরে মাযহারী ৩/৪০৯, তিরমিযী ১/২২৯, মাওসুআ ২২/৫৪

মাছের পেটে মাছ পাওয়া গেলে

প্রশ্ন : মাছের পেটে আরেকটা ছোট মাছ পাওয়া গেলে ঐ ছোট মাছ খাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, মাছের পেটে আরেকটা মাছ পাওয়া গেলে তা খাওয়া জায়েয আছে। তবে পঁচে দুর্গন্ধ হয়ে গেলে খাওয়া জায়েয হবে না।

وفى خلاصة الفتاوى : ويوكل ان مات بانة وهى ان ينحسر عنة الماء أوطفى على وجه الارض او وجد فى بطن طير أوسمك ـ (فصل فى السمك ٣٠٣/٤ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ৯৬, তাফসীরে জালালাইন ১০৭, মিশকাত ১/৩৬০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩০৩, মাউসূয়াতুল ফিকহিয়া ৫/১২৮

কুকুর লালন পালনের বিধান

প্রশ্ন : কুকুর পালা জায়েয কিনা?

উত্তর : সকল ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কুকুর পালা নাজায়েয। তবে প্রয়োজনের কারণে জায়েয আছে। যেমন শিকার করা, শস্য ক্ষেত পাহারা দেওয়া ইত্যাদি।

وفى الموسوعة الفقهية : اتفق الفقهاء على انه لا يجوز اقتناء الكلب الالحاجة كالصيد والحراسة وغيرهما من وجوه الا نتفاع التى لم ينه الشارع عنها ـ (احكام المتعلقة بالكلب ١٢٤/٣٥ وزارة الاوقاف)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২৫৯, দুররে মুখতার ২/৫০, মাওসুয়আ ৩৫/১২৪, শামী ৫/২২৭

স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিত উপার্জনের জন্য স্বামীর বিদেশ যাওয়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পর তার স্ত্রীর খোরপোষ দিয়ে টাকা উপার্জন করার জন্য বিদেশ চলে যায়। কিন্তু তার স্ত্রী তাকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। উক্ত সফরে যাওয়া ঐ ব্যক্তির জন্য শরীয়তসম্মত হয়েছে কি?

উত্তর : হযরত আলী (রা.) বলেছেন, নিজ দেশের রিজিক একটি নেয়ামত। তাই প্রতিটি মানুষের জন্য উচিৎ নিজ দেশে উপার্জন করে জরুরত মিটান। বিশেষত বর্তমান যামানায় পরিবার পরিজনকে রেখে শুধু বেশি বেশি টাকা-পয়সা কামানোর জন্য বিদেশে যাওয়ার দরুন যেভাবে সন্তানের তা'আলীম তারবিয়াত থেকে বঞ্চিত হতে হয় সেভাবে পারিবারিক জীবনেও অসংখ্য কলহ নেমে আসে। যা বর্তমান যামানায় দৈনন্দিন জীবনে শুনা যায় ও দেখা যায়। অতএব

শুধু বেশি বেশি দুনিয়া কামানোর জন্য স্ত্রী সন্তানকে রেখে বিদেশের বাড়িতে না যাওয়া উচিৎ। যদিও স্ত্রীর সতিত্বের ও পরিবারের দ্বীনদারীর হেফাজতের শর্তের সাথে যাওয়া জায়েয আছে।

كما فى الموسوعة الفقهية : ويباح التكسب لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمرؤة وبراءة الذمة ـ (اكتساب ٩٦/٦)

প্রমাণ ঃ মাওসুয়আ ৬/৯৬, বাদায়ে-২/৬৪৯, দুররে মুখতার ১/২১১

অপরিচিতদের পরস্পরকে মামু বলা

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে অপরিচিতদের পরস্পরকে মামু বলে ডাকে এরূপ সম্বোধন করা যাবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, এরূপ সম্বোধন করা যাবে। কারণ এটি একটি সৌজন্যমূলক সম্বোধন তবে এরূপ সম্বোধনের দ্বারা যদি সম্বোধিত ব্যক্তি কষ্ট পায় বা কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে জায়েয হবে না।

وفى روح المعانى : ولا تنابزوا بالالقاب اى لا يدع بعضكم بعضا باللقب (سورة الحجرات ١٥٤/١٣)

প্রমাণ ঃ সুরা হুজরাত ১১, সূরা তাওবা ৭৯, রুহুল মাআনী ১৩/১৫৪, তাফসীরে কাবীর ২৭/১১৭,

আফিম, ভাং, গাঁজা পান করা হারাম

প্রশ্ন : আফিম, ভাং, গাঁজা ইত্যাদি পাক না নাপাক এবং এগুলো পান করা কি?

উত্তর : আফিম, ভাং, গাঁজা ইত্যাদি পাক। তবে এগুলো পান করা হারাম।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : يحرم كل ما يزيل العقل من غير الاشربة المائعة كالبنج والحشيشة والأفيون ـ (احكام الاشربة المسكرة غير الخمر ١١٣/٦ رشيدية)

প্রমাণ ঃ মুসান্নফ ইবনে আবী শাইবা ৫/৪৭০, খানিয়া ৩/২২৬, আল ফিকহুল ইসলামী ৬/১১৩

আধোয়া গোশ্ত খাওয়া জায়েয

প্রশ্ন : আধোয়া গোশত খাওয়া জায়েয হবে কি? অথচ ধুইলে রক্ত বের হত?

উত্তর : প্রবাহিত রক্ত নাপাক যা যবেহ করার সময় বের হয়ে যায় এবং যা বের

হওয়ার দ্বারা পশু হালাল হয়ে যায়, এজন্য গোশতের সাথে স্বাভাবিক যে রক্ত লেগে থাকে তা সহ গোশত খাওয়া জায়েয আছে। তবে উত্তম হল ধুয়ে খাওয়া।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : ويحرم جميع ماهوضارمن الأشربة كالسم وغيره، وكل ماهو نجس كالدم المسفوح والبول (حكم الأشربة ٣/٥٣١ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা আনআম ১৪৪, তাফসীরে কাবীর ১৩-১৪/১৮০, রুহুল মাআনী ৪/৪৫, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৫৩১

বিড়াল পালা জায়েয

প্রশ্ন : বিড়াল পালা জায়েয কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, পালা জায়েয আছে।

وفى الشامية : قوله حتى الهرة لانها تصطاد الفأروالهوام المؤذية فهو منتفع بها (باب المتفرقات ٥/٢٢١ سعيد)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/২২৩, শামী ৫/২২১, দুররে মুখতার ২/৫০, মাওসুয়আ ৩৫/১২৭

কুকুরের ঝুটা খাওয়ার জায়েয নেই

প্রশ্ন : কুকুরের ঝুটা খাওয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : কুকুরের ঝুটা নাপাক। অতএব তা খাওয়া জায়েয নাই।

وفى الدر المختار : وسورخنزير وكلب وسباع بهائم ومنه الهرة البرية وشارب خمر .. فنجس ـ (كتاب الطهارة ١/ ٤٠ زكريا)

প্রমাণ ঃ শরহে মাআনিল আছার ১/১৯, হিদায়া ১/৪৫, দুররে মুখতার ১/৪০, হাশিয়ায়ে ত্বাহতাবী ৩০, তাতার খানিয়া ১/১২০

সরকারী ছুটির দিনে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে ছুটি পালন

প্রশ্ন : কারো জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঘোষিত সরকারি ছুটির দিনকে ছুটি হিসাবে পালন করা দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য জরুরী কিনা?

উত্তর : ইসলামের বিধান হল, সরকারের কোন হুকুম শরীয়তবিরোধী না হলে তা মানা আবশ্যক। আর শরীয়ত বিরোধী হলে তা মানা যাবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সরকার ঘোষিত ছুটি যেহেতু জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে যা শরীয়ত অনুমোদিত নয়, অতএব কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য উক্ত সরকারি ছুটির দিন পালন করা বৈধ হবে না। তবে সরকারের পক্ষ থেকে ছুটি পালনে বাধ্য হলে পালনের অবকাশ আছে।

وفى مشكوة المصابيح ـ عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة فى معصية انما الطاعة فى المعروف ـ (كتاب الامارة ٣١٩/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ নাসায়ী ১/১৭৯, মেশকাত ২/৩১৯, ইবনে মাযা ৩, মেরকাত ৮/২২২,

ফাসেক ব্যক্তির গীবতের বিধান

প্রশ্ন : ফাসেক ব্যক্তির গীবত করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : ফাসেক ব্যক্তির গীবত করার দ্বারা যদি তাকে কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে জায়েয নাই। হ্যাঁ, যদি তার সংশোধন হয় এমন স্থানে বলা হয় যেমন ছেলের দোষ পিতার কাছে, ছাত্রের দোষ উস্তাদের কাছে, তাহলে কোন সমস্যা নাই। এমনিভাবে যদি উদ্দেশ্য হয় মানুষকে তার ক্ষতি থেকে বাঁচানো তাহলেও জায়েয আছে।

وفى الدر المختار مع رد المحتار ـ لو ذكر مساوى اخيه على وجه الاهتمام لا يكون غيبة انما الغيبة ان يذكرعلى وجه الغضب يريد السب ـ (فصل فى البيع ٤٠٨/٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/১৫, তুহফাতুল আহওয়াজী ৫/৩৪৯, শামী ৬/৪০৮,

অমুসলিম থেকে কুফুরী কালাম দ্বারা ঝার-ফুক ও তাবীয নেওয়া

প্রশ্ন : অমুসলিমকে দিয়ে কুফুরী কালাম দ্বারা ঝার-ফুঁক তাবীয কবয নেওয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : না, অমুসলিমদের দ্বারাও কুফুরী কালামের মাধ্যমে ঝার-ফুঁক ও তদবীর করানো হারাম।

وفى البخارى : عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر ـ (باب الشرك والسحر من الموبقات ٢/ ٨٥٨)

প্রমাণ ঃ বুখারী ২/৮৫৮, আবু দাঊদ ২/৫৪২, শামী ৬/৩৬৩, আহকামুল কুরআন ৩/৭২৪, মাওসুআ ২৩/৯৭

হায়াতুস সাহাবা বা আকাবিরদের জীবনী পড়লে সাওয়াব হবে

প্রশ্ন: হায়াতুস সাহাবা বা আকাবিরদের জীবনী পাঠ করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, তাদের জীবনী পাঠ করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে, যদি সেগুলো পাঠ করার দ্বারা উদ্দেশ্যে হয় দ্বীনের উপর অটল থাকা এবং সঠিক ভাবে চলা।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : يستحب للمعتكف التشاغل على قدر الاستطاعة ليلا ونها را بالصلاة.. تفسير القران ودراسة الحديث و السيرة وقصص الانبياء وحكايات الصالحين ـ (باب الاعتكاف ٦٢٩/٢ رشيدية)

প্রমাণঃ আল বাহরুর রায়েক– ২/৩০৪, হিন্দিয়া– ১/২১২, আল ফিকহুল ইসলামি– ২/৬২৯, হাশিয়াতুত তহতবী –৪০৫-৭

বিপদের সময় বুখারী শরীফ খতম করানো

প্রশ্ন : কোন বিপদ-আপদ/বালা-মসিবতের সময় বুখারী শরীফ খতম করানো হয়, এর কোন প্রমাণ ও ভিত্তি শরীয়তে আছে কিনা?

উত্তর : বুখারী শরীফ যদিও ইসলামের শুরু তিন সোনালী যুগে সংকলন হয়নি। কিন্তু তা খতম করে দুআ করা জায়েয আছে। কেননা প্রত্যেক ভাল জিকিরের পরে দুআ কবুল হওয়ার কথা ছাবেত আছে।

وفى التفسير الكبير : اما قوله ان لا اله إلا أنت فالمعنى بأنه لا اله الاانت او بمعنى اى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء الا استجيب له ـ (٢٠٦/٢٢توفيقية)

প্রমাণ ঃ তাফসীরে রুহুল মাআনী ৯/৮৫, তাফসীরে কাবীর ২২/২০৬, ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়্যা ১৬৬

তা'বীয ব্যবহার করার হুকুম

প্রশ্ন : তা'বীয ব্যবহার করা কি জায়েয

উত্তর : সকল কিছুর ক্ষমতাধর আল্লাহ পাক, তিনিই দান করেন, তিনিই রোগ থেকে মুক্তি দেন। যদি অন্তরে এ বিশ্বাস রেখে তা'বীয ব্যবহার করে তাহলে জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো তা'বীয কুরআন হাদীস ও সহীহ দোয়ার দ্বারা হতে হবে। তা'বীয শুধু এযুগে নয়। রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগেও সাহাবায়ে কেরাম রা. তা'বীয ব্যবহার করতেন। আর যদি এ বিশ্বাস রাখে যে তা'বীযে আমাদের শিফা দিবে এবং যদি তা'বীয পরিধান করা না হয় তাহলে বিপদ হবে। এমন বিশ্বাস নিয়ে তা'বীয ব্যবহার করা জায়েয নাই।

كما فى الحديث النبوى : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا فزع احدكم فى النوم فليقل اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه

وشرعباده ومن همزات الشياطين فانها لن تضره فكان عبد الله بن عمر ويلقنها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها فى صك ثم علقها فى عنقه ـ

(جـ٢ صـ ١٩٢ جامع الترمذى اشرافية)

(প্রমাণ : তিরমিযী ২/১৯২, মিরকাতুল মাফাতেহ ৮/৩৭৩, হাশিয়ায়ে আবু দাউদ ২/৫৪২)

তাবিজের প্রভাব আল্লাহ প্রদত্ব

প্রশ্ন : তাবিজের মধ্যে প্রভাব আছে কিনা?

উত্তর : প্রকৃত লাভ ক্ষতি তো আল্লাহ তাআলার কুদরতে। কিন্তু যেমনিভাবে খাদ্য এবং ঔষধের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আছর (প্রতিক্রিয়া) রেখেছেন সেভাবে তাবিজের মধ্যেও আছর রেখেছেন। কিন্তু কোন জিনিসকে আল্লাহ তাআলার মত লাভক্ষতির মালিক মনে করা জায়েয নাই, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ তাবিজ যা কুরআন ও হাদীসের আলোকে ছহীহ হয়।

كمافى الشامية: ولا بأس بالمعاذات اذا كتب فيها القران او اسماء الله تعالى

(فصل فى اللبس ٣٦٣/٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ২/৫৪২, শামী ৬/৩৬৩, মাউসুয়া ১৪/৩০

হিজরী সন ও খৃষ্টাব্দের মাঝে পার্থক্য

প্রশ্ন : ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে নবী করীম (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। প্রশ্ন হলো হিজরী সন ও খ্রিস্টাব্দের মাঝে পার্থক্য কী?

উত্তর : হিজরী সন ও খ্রিস্টাব্দের পার্থক্য হলো হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের কাল থেকে খ্রিস্টাব্দ সাল এবং আমাদের নবী (স.) মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে হিজরতের বছরের মাহে মুহাররম থেকে হিজরী সালের গণনা শুরু হয়।

كمافى الطبرى: عن ابن شهاب ان النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وقد مها فى شهر ربيع الاول امر بالتاريخ ـ قال ابو جعفر فذكرانهم كانوا يورخو ن بالشهر والشهرين من مقدمه الى ان تمت السنة وقد قيل ان اول من امر بالتا ريخ فى الاسلام عمر بن الخطاب رحمه الله ـ (٣٨٩/٢)

প্রমাণ ঃ তাফসীরে তবারী ২/৩৮৯

নওমুসলিম কতদিন নবমুসলিম থাকবে

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ে অমুসলিমদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে তাদেরকে আমরা নওমুসলিম বলে থাকি। একজন নওমুসলিমকে কতদিন পর্যন্ত আমরা নওমুসলিম বলতে পারবো বা কত দিন পর্যন্ত সে নওমুসলিম থাকবে?

উত্তর : নওমুসলিমের উদ্দেশ্যে হলো যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে কোন মুসলমান বংশ থেকে জন্ম গ্রহণ করেনি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সে আজীবন নওমুসলিমই থাকবে। আর এটি কোন দোষ নয়।

كمافى محمودية: نو مسلم ہمیشہ کیلئے نو مسلم رہیگا: اسلئے کہ وہ کسی مسلمان سے پیدا نہیں ہوااور یہ کوئی عیب نہیں ہے ۱/۱۸۸)

প্রমাণ ঃ মাহমুদিয়া- ১/১৮৮,

গণিমতের মালের মধ্যে খিয়ানত করা

প্রশ্ন : গণিমতের মালের মধ্যে খিয়ানত করার হুকুম কি?

উত্তর : উক্ত মালের মধ্যে খিয়ানত করা হারাম।

كما فى القران الكريم: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (سورة ال عمران ١٦١)

প্রমাণ ঃ সূরা আল ইমরান ১৬১, তিরমিযী ১/৯১, মাউসূআ ২০/১৮৬, আহকামুল কুরআন ২/৬২

মেরামতকৃত জিনিসটা মেরামতকারীর জন্য ব্যবহার করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি টেইলার্সে কাপড় সেলাই করার জন্য অথবা কোন মেরামতের দোকানে কোন জিনিস মেরামত করার জন্য দেয়ার পরে নিখোঁজ হয়ে যায়, তাহলে এমতাবস্থায় টেইলার্সওয়ালা ঐ কাপড়কে এবং মেরামতকারী মেরামতের জিনিসকে ব্যবহার করতে পারবে কি? নাকি তা ছদকা করে দিবে, শরীয়তে ঐ জিনিসের বিধান কি?

উত্তর : এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো, ঐ মেরামতের কাপড় ও জিনিসের মালিক যতদিন পর্যন্ত তা না দিয়ে যাবে অথবা তার পক্ষ থেকে কোন প্রকারের নির্দেশ না আসবে ততদিন পর্যন্ত টেইলার্স ওয়ালা এবং মেরামতকারী দোকানদারকে তা সারাজীবন হেফাজত করে রাখতে হবে। আর যদি মালিকের মারা যাওয়ার খবর পৌঁছে তাহলে ঐ জিনিস তার ওয়ারিসদের দিয়ে দিতে হবে। তা, নিজে ব্যবহার করতে বা ছদকা করতে পারবে না। কেননা, ঐ কাপড় টেইলার্স ওয়ালার নিকট এবং মেরামতের

জিনিস মেরামতকারীর নিকট আমানত তার আমানতের মাল লোকতার মালের মত ছদকা করা যাবে না। তবে খরচা উসুল করতে পারবে।

كمافى القران المجيد : ان الله يامر كم ان تؤدوا الامنت الى اهلها ـ (سورة النساء ٥٨)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৫৮, আলমগীরী ৪/৩৫৪, মাউসুআ ৪৩/৩২-৩৩

জোরপূর্বক কাউকে শরাব পান করালে তাকে শাস্তির বিধান

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে বাধ্য করে শরাব পান করিয়ে দেয়, তাহলে সরকার তাকে বন্দী করে শাস্তি দিতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, তাকে শাস্তি দিবেন। বরং এ ব্যক্তির শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।

كمافى القران الكريم : من كفر بالله من بعد ايمانه الامن اكره وقلبه مطمئن بالايمان (سورة النحل ١٠٦)

প্রমাণ ঃ সূরা নাহল ১০৬, শামী ৬/১৩৩, আল ফিকহুল ইসলামী ৫/৩৯৫,

শরীয়তে প্রশ্ন ফাঁসের কোন শাস্তি নেই

প্রশ্ন : শরীয়তে প্রশ্ন ফাঁসের কোন শাস্তি নির্ধারিত আছে কিনা?

উত্তর : না, শরীয়তে প্রশ্ন ফাঁসের কোন নির্ধারিত শাস্তি নেই। বরং প্রশাসন তাকে সংশোধনের জন্য যে কোন শাস্তি দিতে পারে।

وفى فتح القدير : انه ليس فيه شئ مقدر بل مفوض الى رائ القاضى لان المقصو منه الزجر ـ (فصل فى التعزير ـ ١١٢/٥ رشيدية)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/৬২, দুররে মুখতার ১/৩২৬, ফাতহুল কাদীর ৫/১১২, বেনায়া ৬/৩৭৩, তাতারখানিয়া ৪/৩৮

তাবিজ বা ঝাড় ফুক দ্বারা সাপের বিষ নামানো

প্রশ্ন : তাবিজ বা ঝাড় ফুকের দ্বারা সাপের বিষ নামানো যাবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, বিষ নামানো যাবে। কেননা এটা সাহাবাদের আমলের দ্বারা প্রমাণিত আছে। তবে শর্ত হলো কোন প্রকার কুফুরী কালাম না হওয়া।

وفى الصحيح لمسلم : انه سمع جابر ابن عبد الله يقول رخص النبى صلى الله عليه وسلم لا ل حزم فى رقية الحية (باب ستحباب الرقية ٢٢٣/٢ اشرفى)

প্রমাণ ঃ বুখারী শরীফ ২/৮৫৪, মুসলিম শরীফ ২/২২৩

ঝার ফুঁক, তাবীয-কবযের বিনিময়

প্রশ্ন : ঝার-ফুঁক, তাবীয-কবয ও তার বিনিময় নেয়ার ব্যাপারে হাদীসের মধ্যে উহার বৈধতা আছে কিনা?

উত্তর : যদি তাবীয দাতা ও গ্রহীতার এমন আকীদা থাকে যে, রোগ দেয়া ও রোগ মাফ করার শক্তি শুধু আল্লাহ তাআলারই, তাহলে তাদের জন্য আল্লাহর কালাম বা আল্লাহ তাআলার নাম, ও ছিফাতের দ্বারা এবং ভালো-ভালো কথা যার অর্থ ভালো, শরীআতের গণ্ডির মধ্যে থেকে ঝার-ফুঁক ও তাবীজ-কবজের কাজ করা ও তার জন্য উপযুক্ত বিনিময় নেয়া জায়েয আছে।

وفى احكام القران : فالرقية المنهي عنها هى رقية الجاهلية لما تضمنته من الشرك والكفر، وأما الرقية بالقرآن وبذكر الله تعالى فانها جائزة وقد أمر بها النبى صلى الله عليه وسلم وندب اليها، وكذلك قال اصحابنا فى التبرك بالرقية بذكر الله ـ (سورة الفلق جـ٣ صـ٧٢٤ قديمى كتب خانه)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিক্বহিয়্যাহ্-২২/৯৭, আহকামুল কুরআন-৩/৭২৪, বুখারী-২/৮৫৪)

আমানতের মালের জরিমানা দেওয়া

প্রশ্ন : আমানতের মাল হেফাজতের পর যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার জরিমানা দিতে হবে কি না?

উত্তর : আমানতের মালকে এমনিভাবে হেফাজত করা উচিৎ যেভাবে নিজের মালকে হেফাজত করা হয়। সুতরাং যথাযথ হেফাজতের পরেও যদি আমানতের মাল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমানত গ্রহীতার জরিমানা দিতে হবে না এবং তার থেকে জরিমানা নেয়াও ঠিক হবে না।

كما فى الهداية : الوديعة امانة فى يد المودع اذا هلكت لم يضمنها ـ (كتاب الوديعة جـ٣ صـ٢٧٣اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া-২/২৭৩, দুররে মুখতার-২/১৫২, নাছবুর রায়াহ-৪/২৮৫, আল বাহরুর রায়েক-৭/২৭৩, ফাতহুল কাদীর-৭/৪৫২)

ছাত্রদের থেকে মালি জরিমানা নেয়া

প্রশ্ন : ছুটি ছাড়া অনুপস্থিত থাকার কারণে বা অন্য কোন কারণে ছাত্রদের থেকে মালি জরিমানা জায়েয আছে কি?

উত্তর : ছুটি ছাড়া অনুপস্থিত থাকার কারণে টাকা বা মালি জরিমানা নেয়া জায়েয

নাই। শাস্তির জন্য এরূপ করা যেতে পারে যে, তখন টাকা জরিমানা নিবে। বছরের শেষে বা যে কোন সময় তাকে গোপনে ফিরিয়ে দিবে।

كما فى الدر المختار: لا باخذ مال فى المذهب بحروفيه عن البزازية وقيل يجوز ومعناه ان يمسكه مدة لينـزجر ثم يعيده له (جـ١ صـ ٣٢٦)

(প্রমাণ : শামী ৪/৬১, আল ফিকহুল ইসলামী ৮/১৮৯-১৯০, দুররে মুখতার ১/৩২৬)

নেশা অবস্থায় মুরতাদ হয়ে যায় এমন কথা বলা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি নেশা অবস্থায় এমন কথা বলে যার দ্বারা মানুষ মুরতাদ হয়ে যায়। এখন তার উপর মুরতাদের হুকুম লাগানো হবে কি?

উত্তর : ফুকাহায়ে কেরামগণ কোন ব্যক্তির উপর মুরতাদের হুকুম দেয়ার জন্য জ্ঞানী হওয়া পূর্ব শর্ত দিয়েছেন। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি নেশা করার কারণে তার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায় আর এমতাবস্থায় কোন কুফুরী শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় তাহলে সে ব্যক্তি এর দ্বারা মুরতাদ হবে না। এবং তার উপর মুরতাদের হুকুম ও লাগানো হবে না।

كما فى الدر المختار: وشرائط صحتها العقل... فلا تصح ردة مجنون ومعتوه وموسوس وصبى لا يعقل وسكران ومكره عليها ـ (باب المرتد ١/٣٥٥)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৩৫৫, বাদায়ে ১/১৩৪, আল বাহরুর রায়েক ৫/১১৯

কোরআনের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় নাই

প্রশ্ন : বর্তমান যে কোরআন মাজীদ মুসলমানদের নিকট আছে এটা কি ঐ কোরআন যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের সময় রেখে গিয়েছিলেন না কি তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়েছে।

উত্তর : মুসলমানদের মৌলিক আক্বীদা এটাই যে, বর্তমান যে কোরআন মাজীদ মুসলমানদের নিকট রয়েছে তা, হুবহু ঐ কোরআন যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ২৩ বছর যাবত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জিব্রাইল (আ.) নাজিল করেছিলেন। তার মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন হয় নাই এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তন হবেও না। সমস্ত ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুতাকাল্লিমীনগণ এ কথার উপর একমত যে, যে ব্যক্তি বলবে কোরআন মাজীদের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ কাফের হয়ে যাবে। কেননা কোরআন মাজীদের হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন।

وفى التفسير المظهرى :وانا له لحافظون من التحريف والزيادة والنقصان ولا يتطرق اليه الخلل ابدًا ـ (٥/٢٩٣)

প্রমাণ ঃ সূরা হুজ্জ ৯, তাফসীরে মাযহারী ৫/২৯৩, জালালাইন ৩১১

তোমার অন্তরে কুফুরীতে ভরপুর এমন বলা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি রাগে উত্তেজিত হয়ে কারো উদ্দেশ্যে বলে ফেলল যে, তোমার অন্তরে কুফরী ভরপুর। এরূপ বলার দ্বারা সে কি গোনাহগার হবে?

উত্তর : কোন মুসলমান ব্যক্তিকে এ জাতীয় কথা বলা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। কেননা অন্তরের অবস্থা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। সুতরাং এ জাতীয় কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী।

وفى الصحيح لمسلم : عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق و وقتاله كفر ... الخ (باب بيان قول النبى صلى الله .... الخ ١/٥٨ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা হুদ ৫ মুসলিম ১/৫৮, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২০, মাউসুআ ২৫/১৪১

স্বামী মুরতাদ হলে স্ত্রীর করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের দুশমনদের সাথে মিশে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে এমতাবস্থায় তার স্ত্রীর জন্য কি করা উচি?

উত্তর : স্বামী মুরতাদ হয়ে গেলে বিবাহ ভেঙ্গে যায়, তাই স্ত্রী ইদ্দত শেষ করে দ্বিতীয় জায়গায় বিবাহ বসতে পারে।

كما فى الهندية : ارتد احد الزوجين عن الاسلام وقعت الفرقة بغير طلاق فى الحال۔ (نكاح الكفار ١/٣٣٩ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/৩৩৯, দুররে মুখতার ১/২১০, হিদায়ী ২/৩৪৮

জীবন রক্ষার্থে নিজেকে কাফের পরিচয় দেওয়া

প্রশ্ন : জীবন রক্ষার্থে নিজেকে কাফের পরিচয় দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : যদি প্রাণহানির প্রবল আশংকা হয় তাহলে কাফের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ আছে তবে শর্ত হলো অন্তরে পূর্ণ ঈমান ও কুফুরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে হবে। আর যদি কাফের পরিচয় না দিয়ে হকের উপর থেকে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে।

وفى بدائع الصنائع : اما النوع الذى هو مرخص فهو اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمينان القلب بالايمان اذا كان الاكراه تامًا وهو محرم (كتاب الاكراه ٦/١٨٦)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/২৭৯, বাদায়ে ৬/১৮৬, আল ফিকহুল ইসলামী ৫/৩৯২

ইসমে আযম

প্রশ্ন : ইসমে আ'যম কি?

উত্তর : বিভিন্ন হাদীস ও তাফসীরের বর্ণনা মতে ইসমে আ'যম নির্ধারণ করণে ভিন্নতা রয়েছে তাফসীরে রুহুল মাআনীর মধ্যে الم الله لا اله الاهو الحى القيوم এবং তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে ইসমে আযম হলো কালেমা তাইয়্যিবার প্রথমাংশ لا اله الاالله ।

وفى التفسير المظهرى : فهذه الاحاديث كلها يقتضى ان الاسم الاعظم انما هو القدر المشترك بينها وذلك هو التهليل النفى والاثبات ولا اله الاهو موجود فى السور الثلاث البقرة وال عمران وكذافى طه الخ - (سورة ال عمران ٨)

প্রমাণ : রুহুল মাআনী ২/৭৫, তাফসীরে মাজহারী ২/৮, আবু দাউদ ২/৬৪৭

আসহাবে কাহাফের কুকুর জান্নাতে প্রবেশ করবে

প্রশ্ন : আসহাবে কাহাফের কুকুর জান্নাতে প্রবেশ করবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, আসহাবে কাহাফের কুকুরটি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

وفى روح المعانى : وجاء فى شأن كلبهم أنه يدخل الجنة يوم القيامة فعن خالد بن معدان ليس فى الجنة من الدواب الا كلب اصحاب الكهف وحمار بلعم - (سورة الكهف ٢٢٦/٨ دارالفكر)

প্রমাণ : সূরা কাহাফ ১৮, রুহুল মাআনী ৮/২২৬, তাফসীরে কাবীর ২১/৯৩

চিল্লাচিল্লি করে দরূদ পড়া

প্রশ্ন : মসজিদ ও মাহফিলে জোরে জোরে চিল্লাচিল্লি করে দরূদ শরীফ পড়ার বিধান কি?

উত্তর : জোরে জোরে চিল্লাচিল্লি করে দরূদ পড়া নিষেধ। কেননা দরূদ হলো দুআ আর দুআর মধ্যে উঁচু আওয়াজের তুলনায় নিম্ন আওয়াজে করাই উত্তম।

وفى الموسوعة : وقال ابن عابدين وفى الملتقى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كره رفع الصوت عند قراءة القران والجنازة والزحف والتذكير فما ظنك عند الغناء الذى يسمونه وجدا ومحبة فانه مكروه لا اصل له فى الدين (٢٥٥/٢١ وزارة الاوقاف)

প্রমাণ : শামী ১/৫১৯, মাওসুআ ২১/২৫৫

ফাঁসির পূর্বে তাওবার বিধান

প্রশ্ন : অনেক মুসলমানকে বিভিন্ন অপরাধের কারণে ফাঁসি দেওয়া হয়, আর ফাঁসি কার্যকর করার পূর্বে তাকে তাওবা করানো হয়। আমার প্রশ্ন হলো ফাঁসি দেয়ার পূর্বে যে তাওবা করানো হয় তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না এ সময় যেহেতু তার মৃত্যু একেবারে নিশ্চিত, তাই এ সময়কে সাকরাতুল মাউতের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে কি না?

উত্তর : ফাঁসির হুকুম নিশ্চিত হওয়ার পরও যে তাওবা করা হয় তা কবুল হয়, ঐ সময়কে সাকরাতুল মাউতের অন্তর্ভুক্ত মনে করা যাবে না।

وفى جامع الترمذى : عن ابن عمر ﷺ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر (باب التوبة ٣٦٨/٢ دار الحديث)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ১৭, জালালাইন ১৭২, তিরমিযী ২/৩৬৮

যাদুকে দুর করার জন্য যাদু শিক্ষা করা

প্রশ্ন : যাদুকে দূর করার জন্য যাদু শিক্ষা করা জায়েয কিনা?

উত্তর : যাদু শিখা হারাম। কিন্তু শরয়ী প্রয়োজনে যদি কেউ শিখে তাহলে তা জায়েয আছে।

كمافى القران الكريم : واتبعوا ماتتلوا الشيطين على ملك سليمن وما كفر سليمن ولكن الشيطين كفروا يعلمون الناس السحرو ما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ـ وما يعلمن من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر ـ (سورة البقرة ١٠٢)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১০২, শামী ৬/৪২৯

মন্দির বা গির্জা বানানোর জন্য জায়গা ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : মন্দির বা গির্জা বানানোর জন্য জায়গা ভাড়া দেওয়া বা বিক্রি করার বিধান কি?

উত্তর : জায়েয আছে।

كما فى البحر الرائق: جاز اجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا او بيت نار للمجوس او يباع فيه خمر فى السواد وهذا قول الامام ـ (كتاب الكراهية ٢٠٢/٨)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৮/২০২, কানযুদ দাকায়েক ৪৬, হিদায়া ৪/৩৭২, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৫৮৪

জ্বীন ভূতকে ভোগ দেওয়া

প্রশ্ন : জ্বীন ভূত ছাড়ানোর উদ্দেশ্যে তাকে ভোগ দেয়া যাবে কি?

উত্তর : না, প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ভোগ দেয়া জায়েয নেই। কারণ গায়রুল্লাহর নামে ভোগ দেয়া শিরকী কাজ।

كمافى القران الكريم : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - (سورة البقرة ٢٧)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৭, মাআরিফুল কুরআন ১/৩৪৪, মাহমুদিয়া ১০/৮৫

শুকরের গোশত খাওয়ার কসম করলে কাফের হবে

প্রশ্ন : একবন্ধু অপর এক বন্ধুকে কিছু মুসলমানের সামনে বললো, তুমি রোযা রাখো না নামায পড়না এমন কি কালেমাও পড় না। যদি জানো তাহলে পড়না কেন। তখন সে বললো আমি পড়বো না। এবং সে তখন কসম খেয়ে বললো আমি শুকরের গোস্ত খাব যদি কখনো কালেমা পড়ি এবং শুনি এ কথার দ্বারা সে কাফের হবে কি?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে সে কাফের হয়ে যাবে। অতএব তার জন্য তাওবা করে নতুনভাবে ঈমান আনা আবশ্যক।

وفى الدر المختار : من هزل بلفظ كفر ارتد وان لم يعتقده للاستخفاف فهو لكفر العنادوالكفر لغة الستر وشرعا تكذيبه صلى الله عليه وسلم فى شئ مما جاء به من الدين ضرورة - (باب المرتد ١/٣٥٥ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ৬৫, শামী ৪/২২৪, দুররে মুখতার ১/৩৫৫, আলমগীরী ২/২৫৮, আল ফিকহুল ইসলামী ৬/১৭২

মুসলমান ও কাফের একত্রে চাকরীর বিধান

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলমান আমেরিকান, জাপান ইত্যাদি দেশে গিয়ে চাকরী করে এবং সেখানে কাফেরদের সঙ্গে কাজ করে, জানার বিষয় হল কোন মুসলমানের জন্য কাফেরদের সঙ্গে চাকরী করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ইসলাম মুসলমানদেরকে অনেক ইজ্জত দিয়েছে এজন্য মুসলমানদেরকেও নিজের ইজ্জতের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। সুতরাং যেই চাকরীর মধ্যে কোন মুসলমানের লাঞ্ছনা-অবমাননা এবং দোষণীয় হয় সে চাকরী না করাই উচিত।

তবে কোন মুসলমান যদি কাফেরদের কাছে এমন চাকরী পায় যার মধ্যে মুসলমানদের কোন ধরনের লাঞ্ছনা অবমাননা এবং দোষণীয় নেই তাহলে এমন চাকুরী করতে কোন অসুবিধা নেই কিন্তু না করাই উত্তম।

وفی خلاصة الفتاوی : المسلم اذا آجر نفسه من الکافر لیخدمه جاز ویکره (کتاب الاجارة ۱٤۹/۳)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ৪/৪০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৩/১৪৯, খানিয়া ২/৩২৪

নামের অর্থ ব্যক্তির মাঝে প্রভাব ফেলে

প্রশ্ন : নামের অর্থ ব্যক্তির মাঝে প্রভাব ফেলে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ প্রভাব ফেলে। যার কারণেই নবী কারীম (স.) অনেকের নাম পরিবর্তণ করে ভাল ও সুন্দর অর্থবোধক নাম রেখেছেন।

کمافی سنن ابی داود ـ عن سعید بن المسیب عن ابیه عن جده ان النبی صلی الله علیه وسلم قال له ما اسمك قال حزن قال انت سهل قال لا السهل یوطا ویمتهن قال سعید فظننت انه سیصیبنا بعده حزونة ـ

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ২/৬৭৭, মুসলিম ২/২০৮, আউজাযুল মাসালেক ১৭/৩৩৫

নয় দশ বছরের মেয়ে নিজেকে বালেগা হওয়ার দাবি করা

প্রশ্ন : বার, তের বছর এর ছেলে এবং নয়, দশ বছর এর মেয়ে নিজেদেরকে বালেগ হওয়ার দাবী করে তাহলে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা?

উত্তর : যদি বার, তের বছর এর ছেলে এবং নয়, দশ বছর এর মেয়ে নিজেদেরকে বালেগ হওয়ার দাবী করে এবং তাদের স্বপ্নদোষ হয় বা কোন আলামত দ্বারা বালেগ হওয়া বুঝা যায়, তাহলে তাদেরকে বালেগের হুকুম দেওয়া হবে।

وفی کنز الدقائق: وادنی المدة وحقه اثنا عشرة سنة وفی حقها تسع سنین فان راهقا وقالا بلغنا صدقا واحکامهما احکام البالغین ـ (فصل فی حد البلوغ ۳۹۰-۹۱ اشرفیة) .

প্রমাণ ঃ শামী ৬/১৫৪, দুররে মুখতার ২/১৯৯, কানয ৩৯১-৯০

পুলিশের চাকরী করার বিধান

প্রশ্ন : পুলিশের চাকরী করার বিধান কি?

উত্তর : নাজায়েয কাজ থেকে বিরত থাকার শর্তে উক্ত চাকুরী করা জায়েয আছে।

كمافى العالمكيرية: ومنها ان يكون مقدورالاستيفاء حقيقة اوشرعا فلايجوز استئجارالابق ولا الاستئجار على المعاصى لا نه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا ۔ (كتاب الوقف ٤١١/٤ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ৪/৪১১, হিদায়া ৩/৩০৩, আল ফিকহুল ইসলামী ৪/৫৩৭,

মালা আকারের তাসবীহ্ পড়া

প্রশ্ন : এক আলেম বলেন প্রচলিত মালা আকারের তাসবীহ্ দ্বারা তাসবীহ্ পড়ার কোন দলীল কোরআন হাদীসে নেই, তাই তা বিদ'আত। আপনারা এখন থেকে আঙুল দ্বারা তাসবীহ্ পাঠ করবেন। এটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমার জানার বিষয় হলো এই আলেমের কথা কতটুকু সত্য?

উত্তর : প্রচলিত মালা আকারের তাসবীহের ছড়া দ্বারা জিকির করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, বিদ'আত বলে গণ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না। উক্ত আলেমের কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

وفى سنن ابى داود: عن عائشة بنت سعدبن ابى وقاص عن ابيها انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراة وبين يديها نوىاوحصى تسبح به الخ ۔ (باب التسبيح ٢١٠/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/১৯৭, তুহফাতুল আহওয়াযী ৯/৮০, আবু দাউদ ১/২১০

পরস্পর কথা বন্ধ রাখা

প্রশ্ন : আমার বন্ধুর সাথে কোন কারণে ঝগড়া হয়। আমার সাথে সে কথা বলে না। এমনকি আমি সালাম দিলে পাশ কেটে চলে যায়। দু'মাস হয় শত চেষ্টা করেও আমি তার সাথে কথা বলতে পারিনি। এখন যদি তার সাথে কথা না বলি তাহলে কি গুনাহ্গারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

উত্তর : হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনদিনের বেশি কথা বন্ধ রাখা হারাম। তাই সে কথা বন্ধ রেখে অন্যায় করেছে এবং আপনার উপরে জুলুম করেছে। তবে আপনি সালাম দিয়ে এবং তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে দায়িত্ব মুক্ত হয়েছেন। তাই সামনে এ অভ্যাস চালু রাখবেন যাতে করে সে নিজের ভুল বুঝতে পারে। আর দ্বীনি কোন কারণে কথা না বলে থাকে তাহলে আপনি সংশোধন হয়ে গেলে আশা রাখি সে কথা বলবে।

كمافى المشكوة : عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم ان يهجر مسلما فوق ثلثة فاذا لقيه سلم عليه ثلث مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء باثمه (باب مانهى عنه ٤٢٨ اشرفية)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২/৪২৮, মিরকাত ৯/২৩০

রাত্রে ওয়াজ করার বিধান

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলিত রাত্রের ওয়াজ কতটুকু বৈধ?

উত্তর : রাতে দ্বীনি নসীহত মানুষের ঘুমের বা রোগীর ক্ষতি না হওয়ার শর্তে জায়েয হবে। তবে প্রচলিত ওয়াজে তা উপেক্ষা করা হয় বিধায় সংশোধন প্রয়োজন।

كمافى الشامية: ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عنهما الا حديثا فى خير لقوله صلى الله عليه وسلم لا سمر بعد الصلاة يعنى العشاء الاخيرة ا لا لاحد رجلين ـ مصل اومسافر وفى رواية او عرس ـ (١/٣٦٨ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৩৬৮

কাফের কয়েদীদের হুকুম

প্রশ্ন : যুদ্ধের ময়দানে যদি মুসলমানরা কিছু কাফেরদেরকে বন্দি করে, এবং কাফেররা কিছু মুসলমানদেরকে বন্দি করে। তাহলে ঐ কাফের কয়েদীদের কি হত্যা করা হবে, নাকি তাদের পরিবর্তে মুসলমান কয়েদীদেরকে ছাড়িয়ে আনা হবে, না কি ফিদয়া নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে?

উত্তর : জিহাদের ময়দানে যে সমস্ত কাফেরদেরকে কয়েদ করা হয়েছে, তাদেরকে মুসলিম শাসক হত্যাও করতে পারে, অথবা গোলামও বানাতে পারে। অথবা জিম্মি বানিয়ে ছেড়েও দিতে পারে। ইমাম আবু হানিফা (র.) এর নিকট মুসলিম কয়েদীর পরিবর্তে কাফের কয়েদীকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। আর সাহেবাইন (রা.) এর নিকট ফিদয়া নেওয়ার পরিবর্তে মুসলিম কয়েদীদের ছাড়িয়ে আনা হবে।

وفى الهداية: وهوفى الاسارى بالخيار ان شاء قتلهم .. وان شاء استرقهم وان شاء تركهم احرارا ذمة للمسلمين ... ولا يفادى بالاسارى عند ابى حنيفة وقالا يفادى بهم اسارى المسلمين ـ (باب الغنائم وقسمتها ـ ٢/٥٦٦-٦٧ غوثية)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৫/৮২, শামী ৪/১৩৯, হিদায়া ২/৫৬৭

মুসলমান কাফেরের গোয়েন্দাবৃত্তি করার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন মুসলমান ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে গোয়েন্দা বৃত্তি করে তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে কিনা?

উত্তর : না, তাকে হত্যা করা যাবে না। বন্দী করা বা অন্য কোন শাস্তি দেওয়া যাবে। তবে প্রশাসন যদি তাকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোন পন্থা না পায় তাহলে তাকে হত্যা করতে পারবে।

كمافى القران الكريم : يايها الذين امنوا لاتتخذ واعدوى وعد وكم او لياء (سورة الممتحنة١)

প্রমাণ ঃ সূরা মুমতাহিনা ১, বুখারী ২/ ৫৬৭, আহকামুল কুরআন ৩/৫৩

ভুলক্রমে মোবাইলে টাকা আসলে করণীয়

প্রশ্ন : কারো মোবাইলে ভুলবশত কিছু ফ্লেক্সির টাকা আসলে এবং এই টাকার মালিক যোগাযোগ না করলে করণীয় কি?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ছুরতে ফ্লেক্সির টাকা মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। যদি কোনো ভাবেই পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তাহলে এ পরিমাণ টাকা কোনো গরিব লোককে মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করে দিবে। আর উক্ত ফ্লেক্সিলোডের টাকা নিজে খরচ করে ফেলবে।

وفى مشكوة المصابيح: وعن ابى حرة الرقاشى عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرء الا بطيب نفس منه (باب الغصب والعاريات ١/٢٥٥ حميدية)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ২৯, সূরা মায়েদা ২, তাফসীরে কাবীর ৯-১০/৬৪, মিশকাত ১/২৫৫

হারাম মালকে হিলার মাধ্যমে হালাল করা

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলে থাকে যে হারাম মাল হালাল করার পদ্ধতি হলো যে, অমুসলিম থেকে ঋণ নিয়ে তাকে হারাম মাল দিয়ে দিলে হারাম মাল হালাল হয়ে যায়। এখন জানার বিষয় হলো এ ধরনের উক্তি সঠিক কিনা?

উত্তর : না, উল্লেখিত উক্তি সঠিক নয়। কেননা এ ধরনের হিলা করার দ্বারা হারাম মাল হালাল হয় না। শুধু এতটুকু হয় যে এ ঋণের মাধ্যমে যা খরিদ করবে তা খাওয়া হালাল হবে।

وفی فتاوی عثمانی :اس حیلے سے حرام رقم حلال نہیں ہوتی صرف اتنا ہوتا ہے کہ قرض سے جو کھانا خریدے گا وہ حلال ہو جائے گا لیکن حرام رقم ملکیت میں لانے اور حرام رقم سے قرض ادا کرنے کا گناہ پھر بھی ملے گا۔(۱۲۵/۳ النعیمیہ)

প্রমাণ ঃ মুসনাদে আহমাদ ৫/২১৮, আলমগীরী ৬/৩৯০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৪৯, ফাতাওয়ায়ে উসমানী ৩/১২৫

মুসাফির ব্যক্তির রেখে যাওয়া মাল সামানার হুকুম

প্রশ্ন : যদি মুসাফির ব্যক্তি মাল সামানা রেখে চলে যায়, তাহলে ঐ মালের হুকুম কি?

উত্তর : যদি মুসাফির ব্যক্তি জীবিত থাকে এবং তার ঠিকানা জানা থাকে তাহলে ঐ মাল তার নিকট পৌঁছে দিবে। আর যদি জীবিত না থাকে তাহলে তার ওয়ারিশদেরকে দিয়ে দিবে। যদি ইহাও জানা না থাকে, তাহলে এক বছর পর্যন্ত তালাশ করতে থাকবে। এরপরেও যদি মালিককে না পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত মাল ঐ ব্যক্তির পক্ষ হতে সদকা করে দিবে।

وفی السراجية: فان اشهد عند الرفع او عند مكان الاشهاد انه انما رفعها ليعرفها ويردها على صاحبها لم يضمن شيئا (كتاب اللقطة ٣٤٢ الاتحاد)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/২৪০, সিরাজিয়্যা ৩৪২, হিদায়া ২/৬১৪

চোরকে চোর বলা

প্রশ্ন : যদি কোন চোরকে চোর বা ফাসেককে ফাসেক বলে এর কারণে শাস্তি আসবে কিনা?

উত্তর : যদি উক্ত দোষ তাদের মধ্যে থাকে তাহলে এর কারণে শাস্তি আসবে না। আর যদি উক্ত দোষ তাদের মধ্যে না থাকে তাহলে শাস্তির যোগ্য হবে।

كمافى الشامية: اما لو قال لفاسق او للص يالص اولفاجريا فاجرلا شى عليه ـ (باب التعزير ٧٠/٤ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/৭০, দুররে মুখতার ১/৩২৮

প্রবাসীদের বিধর্মীদের হোটেলে কাজ করা

প্রশ্ন : প্রবাসী মুসলমানদের জন্য বিধর্মীদের হোটেলে কাজ করার বিধান কি?

উত্তর : যে সমস্ত কাজ মূলত নাজায়েয উহা অমুসলিমদের কর্মচারী হয়েও করা নাজায়েয বিধায় শরীয়ত সমর্থিত আহার্য ও অন্যান্য কাজ বিধর্মীদের হোটেলে করা জায়েয আছে।

كمافى العالمكيرية: اذا استاجر ذمى مسلما ليحمل له خمرا او لم يقل ليشرب او قال ليشرب جازت الاجارة ـ (٤٤٩/٤)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ৪/৪৪৯, সিরাজিয়্যা ৪৬৫, বাদায়ে ৪/১৮৯

সামনে চুল বড় রাখা এবং পিছনের চুল খাটো করার বিধান

প্রশ্ন : বর্তমানে অধিকাংশ পুরুষের বা ছেলেদের মাথার চুল পিছনের তুলনায় সামনের দিকের চুল একটু বড় রাখে কিন্তু এটাকে বিধর্মীদের অনুসরণ মনে করে না। এভাবে চুল রাখার হুকুম কি?

উত্তর : বর্তমানে যারা মাথার পিছনের তুলনায় সামনের দিকের চুল একটু বড় রাখে এবং এটাকে বিধর্মীদের অনুসরণও মনে করে না, তাদের জন্য এভাবে চুল রাখাটা মাকরূহ । তবে কেউ যদি বিধর্মীদের অনুসরণের উদ্দেশ্যে এভাবে চুল রাখে, তাহলে তা হারাম হবে।

وفى سنن ابى داؤد : عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم (باب فى لبس الشهرة ٥٥٩/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা হুদ ১১৩, মিশকাত ২/৩৭৯, আবু দাউদ ২/৫৫৯

মানুষের জন্য খাসী করার বিধান

প্রশ্ন : মানুষের জন্য নপুংসক করার বিধান কি?

উত্তর : মানুষের জন্য নপুংসক করা হারাম।

كما فى الدر المختار : واما خصاء الادمى فحرام. (فصل فى البيع ج۲ ص۲٤٦ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-২/২৪৬, শামী-৬/৩৮৮, আল বাহরুর রায়েক-৮/২০৪, আলমগীরী-৫/৩৫৭, কাযীখান-৩/৪০৯)

নাচ, গান অনুষ্ঠানের বিবাহে দাওয়াত কবুল করা

প্রশ্ন : যে সমস্ত বিবাহ শাদীতে নাচ-গান ইত্যাদি করা হয় সেখানে দাওয়াত খেতে যাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : যদি পূর্বে থেকেই নাচ-গান ইত্যাদি গুনাহের কাজের কথা জানা যায়, তাহলে এমন দাওয়াতের অনুষ্ঠানে না যাওয়া উচিত। আর যদি দাওয়াতে গিয়ে জানতে পারে তাহলে নিষেধ করবে। যদি নিষেধ করার ক্ষমতা না থাকে এবং সে পথ প্রদর্শক/ নেতা হয় তাহলে সেখান থেকে চলে আসবে। আর পথ প্রদর্শক/ নেতা না হলে সেখানে বসে যাবে।

وفى الشامية : (ولم ينعى ان يقعد) الى يجب عليه قال فى الاختيار لان استماع الهوا حرام والاجابة سنة ولامتناع عن الحرام اولى... قوله فعل اى فعل المنع وجوبا ازالة اللمنكر الخ ـ (كتاب الحظر والاباحة ٣٤٨/٦)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৩৮, শামী ৬/৩৪৮, হিদায়া ৪/৪৫৫

দাড়িহীন ব্যক্তির তবলীগ করা

প্রশ্ন : দাড়িবিহীন, ব্যবহার ভালো নয় এমন লোক তাবলীগের কাজ ও ফাযায়েলে আমল পড়ে শোনাতে পারবে কিনা? এবং উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে খতীব সাহেব জুমার বয়ানে কটুবাক্য বলার হুকুম কি?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তির জন্য তাবলীগ করা এবং ফাযায়েলে আমল পড়ে শোনাতে পারবে। তবে, যারা দ্বীনের কাজ করে তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শে আদর্শবান হওয়া উচিত। এবং ইমাম সাহেবের এমন ব্যক্তির ব্যাপারে জুমার বয়ানে কটুবাক্য বলা অনুচিত বরং নিরবে উক্ত ব্যক্তির এসলাহে দ্বীনের পথে পুরাপুরি চালানোর ফিকির করবে।

وفى العالمكيرية: يكره اذا ن الفاسق ولا يعاد (باب الاذان ٥٤/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৫৪, তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৮৭, মাওসুআ ২৪/১৪১

জরিমানা মোবাইলের মালিক প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : কেউ কারো একটি মোবাইল ভেঙ্গে ফেললে জরিমানা আদায়ের পর ভাঙ্গা মোবাইলটির মালিক কে হবে? মোবাইলটির পূর্বের মালিক নাকি জরিমানা আদায়কারী?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে যদি মোবাইলের পূর্ণ মূল্য আদায় করা হয় তাহলে ভাঙ্গা মোবাইলটি জরিমানা আদায়কারীর বলে গণ্য হবে। আর যদি মোবাইলের আংশিক ক্ষতি হয় এবং উক্ত আংশিক ক্ষতির জরিমানা আদায় করে তাহলে মোবাইলটি পূর্বের মালিকেরই থাকবে।

كمافى الموسوعة الفقهية: وفى نقص الفاحش يخير المالك بين اخذ العين وتضمين الغاصب النقصان وبين ترك العين للغاصب وتضمينه قيمة العين ـ (باب الضمان ٢٣٣/٢٨)

প্রমাণ ঃ মাউসুয়া ২৮/২৩৩, বাদায়ে ৬/১৫৬

কৃত্রিম বাছুর দেখিয়ে দুধ দোহন

প্রশ্ন : কোন গাভীর বাছুর (বাচ্চা) মারা যাবার পরে এ্ বাছুরের চামড়া ছিলে তার মধ্যে খের ইত্যাদি দিয়ে অনুরূপ আরেকটি বাছুর বানানো হয়। এবং ঐ বাছুর গাভীকে দেখিয়ে দেখিয়ে দুধ দোহন করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, গাভীর বাছুর মারা যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার পর উহার চামড়া বা অন্যকোন জিনিস দ্বারা বাছুর সাদৃশ্য বানিয়ে তা গাভীর সামনে রেখে গাভীকে দেখিয়ে দুধ দোহন করা জায়েয আছে।

وفى البحر الرائق : والاصل ان ايصال الالم الى الحيوان لا يجوز شرعا الا لمصالح تعود اليه ـ (كتاب الخنثى مسائل شتى ج٨ صـ٤٨٥ رشيدية)

(প্রমাণ : সূরা নাহল-৬৬, আল বাহরুর রায়েক-৮/৪৮৫, আহসানুল ফাতাওয়া-৮/১৮৭)

রক্ত, কিডনী, চক্ষু দান করার হুকুম

প্রশ্ন : স্বেচ্ছায় রক্ত দান, কিডনী দান, চক্ষু দান ইত্যাদি জায়েয আছে কি?

উত্তর : মানুষ নিজের অঙ্গ-প্রতঙ্গের মালিক নয়, বরং এগুলোর মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। আল্লাহ তাআলা মানুষকে শুধু ঐগুলো ব্যবহার করার এবং তা দ্বারা নিজে উপকার লাভ করার অনুমতি দিয়েছেন। কোন ধরনের পরিবর্তন করার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা কাউকে দেননি। তাই কোন ধরনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তথা কিডনী দান, চক্ষু দান ইত্যাদি জায়েয নয়। চাই মৃত্যুর পূর্বে হোক বা পরে হোক।

তবে প্রয়োজনে রক্ত দান করা ও গ্রহণ করা জায়েয আছে। রক্ত দান আর অঙ্গদান এক কথা নয়। কারণ মানুষের শরীরে সর্বক্ষণ প্রয়োজনীয় পরিমাণে রক্ত সৃষ্টি হতে থাকে। একবার রক্ত দান করলে আবার অল্প সময়েই উক্ত পরিমাণে রক্ত শরীরে সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া রক্তের সাদৃশ্য রয়েছে দুধের সাথে, দুধ যেমন অন্যকে খাওয়ানো যায় তেমনি রক্তের ব্যাপার। তবে বিক্রি করা নিষেধ। হ্যাঁ বিনামূল্যে না পেলে ক্রেতার জন্যে রক্ত ক্রয় বৈধ হবে।

وفى العالمغيرية : الانتفاع باجزاء الادمى لم يجز قيل للنجاسة وقيل للكرامة هو الصحيح كذا فى جواهر الاخلاطى.... يجوز للعليل شرب الدم والبول واكل الميتة للتداوى اذا اخبره طبيب مسلم ان شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. الخ ج٥ صـ٣٥٤-٣٥٥

(প্রমাণ : আলমগীরী-৫/৩৫৪, ৩৫৫, শামী-৫/৫৮, ফাতহুল কাদীর-৬/৬৩, আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের-১৪০)

প্রাপ্ত বয়স্ক ভাইবোন একই খাটে ঘুমানো

প্রশ্ন : প্রাপ্ত বয়স্ক ভাই-বোন একই খাটে ঘুমাতে পারবে কি?

উত্তর : ছেলে মেয়েরা প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হলে তাদের বিছানা পৃথক করে দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং সাবালিকা বোনের খাটে সাবালক ভাই ঘুমাতে পারবে না।

كمافى مشكوة المصابيح: وعن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم مروا اولا دكم بالصلوة وهم ابناء سبع سنين واضربوا هم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع ـ (كتاب الصلوة ٥٨ اشرفية)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ১/৫৮, দুররে মুখতার ২/২৪৪, শামী ৬/৩৮২, মাওসুআ ৩৮/৩৩

ইংরেজী শিক্ষা করার বিধান

প্রশ্ন : অনেকেই একথা বলে যে ইংরেজি শিক্ষা করা হারাম আবার কেউ বলে মাকরুহ এ সমস্ত কথা সঠিক কিনা?

উত্তর : যদি কেউ ঈমান-আকিদা আমল ও আখলাক চরিত্র ঠিক রেখে একটি ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিক্ষা করে তাহলে জায়েয আছে। অন্যথায় জায়েয হবে না।

كما فى القران الكريم : ومن ايته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ـ (سورة ٤٢)

প্রমাণ ঃ সূরা রুম ৪২, তাফসীরে মাযাহারী ৭/৩২২ তাফসীরে কাবীর ২৫/৯৬, বুখারী ২/১০৬৮

পুরা মাস না খেলেও পুরা মাসের বিল নেওয়া বৈধ নয়

প্রশ্ন : আমাদের ছাত্রাবাসের আইন অনুযায়ী মাসের ৩০ দিনের খাবার খরচ নির্ধারিত আছে। কেউ ২ বেলা খেলেও আইন অনুযায়ী তাকে ৩০ দিনের পূর্ণ বিল দিতে হয়। ইসলামী বিধান মতে এটা বৈধ কিনা?

উত্তর : না, উক্ত আইনটি শরীয়ত সমর্থিত নয়।

كمافى القران الكريم ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم ـ (سورة البقرة ١٨٨)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৮৮, মিশকাত ২/২৫৫, সুনানে কুবরা ৮/৫০৬, আলমগীরী ২/১৬৭

মওদুদীর নামের শেষে (রহ.) বলা সম্পর্কে

প্রশ্ন : মওদুদীর বেলায় (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলা যাবে কিনা?

উত্তর : রহমাতুল্লাহি আলাইহি শব্দটি একটি দু'আ। মূলত তাবেঈন ও পরবর্তী আলেম বুযুর্গ ও নেক্কার বান্দাদের মৃত্যুর পর তাদের নামের সাথে রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলা মুস্তাহাব।

وفى البحر الرائق: والتابعين بالرحمة فيقول رحمهم الله ولمن بعد هم بالمغفرة والتجاوزفيقول غفر الله لهم وتجوز عنهم لكثرة ذنوبهم اولقلة اهتمامهم بالامور الدينية ـ (٤٨٧/٨ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৭৫৪, আল বাহরুর রায়েক ৮/৪৮৭

ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের আলামত

প্রশ্ন : ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের আলামত এটা কখন প্রযোজ্য হবে?

উত্তর : ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের আলামত তখন হবে যখন তার ওয়াদা করার সময়ই নিয়্যত থাকে যে আমি এর খেলাফ করবো। আর যদি ওয়াদা পূরণ করার নিয়ত ছিল। কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে পূরণ করতে পারে নাই। তাহলে এটা মুনাফিকের আলামত হবে না।

وفى فتح البارى : اذا وعد الرجل اخاه ومن نيته ان يفى له فلم يف فلا اثم عليه ـ (باب علامة النفاق ١٢٦/١ دار الفكر)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/১০, ফাতহুল বারী ১/১২৬

জিনকে জ্বালিয়ে দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : জ্বিনকে কোন কারণে জ্বালিয়ে দেয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : জ্বিন যদি কাউকে আছর করে, এবং কষ্ট দেয় আর কোন তদবীরেই তাকে ছাড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কয়েদ করা বা পুরিয়ে মারা জায়েয আছে। অন্যথায় জায়েয নেই।

وفى امداد الفتاوى : اگر کسی تدبیر سے پچھانہ چھوڑے تو درست ہے (۸۸/۴)

প্রমাণ ঃ ফাতাওয়ায়ে উসমানী ১/২৯৯, এমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৮৮,

চোরের কর্তিত হাতকে দ্বিতীয়বার জোড়া লাগানো

প্রশ্ন : চোরের হাত কাটার পর দ্বিতীয়বার হাত জোড়া লাগানো জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : চোরের কর্তিত হাতকে দ্বিতীয়বার জোড়া লাগানো জায়েয নেই। কারণ তার মূল উদ্দেশ্য হল তাকে এক হাত হতে মাহরুম করা যাতে ভবিষ্যতে এরকম কাজ করতে না পারে।

كمافى الهندية: تقطع يمين السارق من الزند وتحسم وثمن الزيت وكلفة الحسم على السارق عندنا۔ (الفصل الثالث فى كيفية القطع واثباته ١٨٢/٢ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ২/১৮২, কানযুদ দাকায়েক ১১৫ দুররে মুখতার ১/৩৩৫ সিরাজিয়্যা ২৮৭

তিনস্থানে মিথ্যা বলা জায়েয

প্রশ্ন : কোন কোন স্থানে মিথ্যা বলা জায়েয?

উত্তর : তিন স্থানে মিথ্যা বলা জায়েয, (১) স্বামী, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য (২) যুদ্ধের ময়দানে, (৩) মানুষের মাঝে ঝগড়া মিটানোর জন্য। তবে এ সকল ক্ষেত্রেও সরাসরি মিথ্যার থেকে পরহেজ করার চেষ্টা করবে।

وفى خلاصة الفتاوى: يجوز الكذب فى ثلاثة مواضع فى الصلح بين الناس وفى الحرب ومع امراته (٣٤٦/٤)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/১৫, শামী ৬/৪২৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৪৬

দাওরা না পড়ে নামের সাথে মাওলানা লেখা

প্রশ্ন : দাওরা পাশ না করে নামের সাথে মাওলানা লিখলে গুনাহ্ হবে কি?

উত্তর : আমাদের সমাজে দাওরা পাশকারীকেই মাওলানা বলা হয়। তাই দাওরা পাশ না করে নামের সাথে মাওলানা লিখা ধোকার নামান্তর। আর ধোকা দেওয়া হারাম। আর যদি ধোকার জন্য না হয় বরং সম্মানার্থে মাওলানা ব্যবহার করা হয়। তাতে কোন অসুবিধা নেই।

وفى الموسوعة: اتفق الفقهاء على ان الغش حرام سواء كان بالقول ام بالفعل وسواء كان بكتمان العيب فى المعقود عليه ـ (الحكم التكليفى ٢١٩/٣١)

প্রমাণ ঃ আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ৩১/২১৯, তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/২১৪

নিজেই নিজের স্বপ্নের তাবীর করা

প্রশ্ন : স্বপ্ন দেখে নিজেই অনুমানের ভিত্তিতে কোন তাবীর করা কি ঠিক হবে?

উত্তর : স্বপ্নের তাবীর নিজে নিজে বুঝতে পারলে কাউকে বলার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় অভিজ্ঞ দ্বীনদার হিতাকাঙ্খী ব্যক্তির নিকট থেকে তাবীর জেনে নেওয়া উত্তম।

کمافی معارف القران ۔خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کرنا چاہیئے جواسکا خیر خواہ اور ہمدردنہ ہواور نہ ایسے شخص کے سامنے جو تابیر خواب میں ماہر نہ ہو ۵/۲۲)

প্রমাণ ঃ মাআরিফুল কুরআন ৫/২২, বুখারী ২/১০৪৪, আবু দাউদ ২/৬৮৪

টিকটিকি মারার হুকুম

প্রশ্ন : টিকটিকি মারার হুকুম কি?

উত্তর : টিকাটিকি মারা জায়েয এবং সাওয়াবের কাজ। কেননা হাদীস শরীফে আছে রাসূল (সা.) বলেছেন যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে টিকটিকি মারবে তার জন্য একশত সওয়াব লিখা হবে, আর দ্বিতীয় আঘাতে মারলে তার থেকে কম, আর তৃতীয় আঘাতে মারলে তার চেয়েও কম সাওয়াব লিখা হবে।

وفى الصحيح لمسلم : عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم من قتل وزغا فى اول ضربة كتبت له مائة حسنة وفى الثانية دون ذلك وفى الثالثة دون ذلك ـ (باب استحباب قتل الوزغ ٢/٢٣٦)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/৪৭৪ মুসলিম ২/২৩৬ তিরমিযী ২৭৩

মোবাইলে মিথ্যা বলা

প্রশ্ন : মোবাইলে কথোপকথনের সময় বিশেষ প্রয়োজনে অসত্য নাম ঠিকানা ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, সৎ উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রয়োজনে অসত্য নাম ঠিকানা ব্যবহার করার অবকাশ রয়েছে। যেমন– দুজন মানুষের মধ্যে ঝগড়া আছে, তাদেরকে মিল করে দেয়ার কাজে। তবে ধোকাবাজির উদ্দেশ্যে এমন করা হারাম।

وفى الصحيح لمسلم : قال ابن شهاب ولم اسمع يرخص فى شئ مما يقول الناس كذب الافى ثلاث الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته (٢/٣٢٥ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ১১৪, তাফসীরে কাবীর ১১-১২/৩৬, বুখারী ১/৩৭১

মাটি খাওয়া

প্রশ্ন : মাটি খাওয়ার বিধান কি?

উত্তর : মাটি খাওয়া জায়েয নেই। কারণ এতে মানব দেহের ক্ষতি হয়।

وفى البحر الرائق: واكل الطين مكروه (باب الكراهية: ١٨٤/٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৪৩, খানিয়া ৩/৪০৩, শামী ১/১০৫, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৮৪

বড় লেখকের বই নিজের নামে চালানো

প্রশ্ন : বড় ও স্বনামধন্য লেখকদের বই অনুবাদ করে উক্ত লেখকের নামহীন নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : না, লেখকের নামহীন নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া জায়েয নাই।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردای مردو د

فلايجوز له بيعه او اجارته كما لا يجوز له اتلافه (باب مايملك الغاصب ٥٨٩/٥)

প্রমাণ ঃ তাফসীরে জালালাইন ১/২৭, মিশকাত ১/২৪৮, সুনানে কুবরা ১২/৩৫৩, আল ফিকহুল ইসলামী ৫/৫৮৯, মাউসুয়া ১৩/২৩৫

ইচ্ছাকৃতভাবে না খেয়ে অনাহারে মারা যাওয়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি খানা পিনা করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি অনাহারে মারা যায় তাহলে এমন ব্যক্তির গোনাহ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, গোনাহগার হবে। কেননা জান বাঁচানো ফরজ।

وفى السراجية: من جاع فلم ياكل حتى مات اثم (باب الاكل ٣٢٧ اتحاد)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৩৬, সিরাজিয়্যা ৩২৭ খানিয়া ৩/৪০৩, শামী ৬/৩৩৮,

পিঁপড়া খেলে সাঁতার শিখা একথার ভিত্তি

প্রশ্ন : পিঁপড়া খেলে সাঁতার শিখা যায়, একথার ভিত্তি কতটুকু?

উত্তর : পিঁপড়া খেলে সাঁতার শিখা যায়, একথা ভিত্তিহীন, মনগড়া ও কাল্পনিক। বাস্তবতার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এবং শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ জীবিত বা মৃত পিঁপড়া খাওয়া শরীয়তে বৈধ নয়। সুতরাং এ সমস্ত কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

وفى المو سوعة الفقهية : هو حرمة أكل جميع الحشرات لا ستخباثها ونفور الطباع السليمة منها ـ (حشرات ٢٧٩/١٦)

প্রমাণ ঃ সূরা আরাফ ১৫৭, বাদায়ে ৪/১৪৬, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭২, আল মাউসুআ ১৬/২৭৯

সিনেমা দেখার দ্বারা ঈমান যায় না

প্রশ্ন : সিনেমা দেখার দ্বারা কি ঈমান চলে যাবে?

উত্তর : না, সিনেমা টেলিভিশন দেখার দ্বারা ঈমান চলে যায় না। বরং এসব দেখার দ্বারা সময় নষ্ট, সম্পদ নষ্ট, স্বভাব চরিত্র নষ্ট ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। তাছাড়া ইবাদত বন্দিগীর মধ্যে অমনযোগী সৃষ্টি হয়। তাই তা সম্পূর্ণ নাজায়েয। তবে কেউ যদি এগুলো হালাল মনে করে দেখে তাহলে ঈমান চলে যাবে।

وفى الدر المختار : مغنية ولو لنفسها لحرمة رفع صوتها ـ (باب القبول وعدمه ـ ٩٥/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ মুসনাদে আহমাদ ১৬/২৬৬, তাফসীরে মাযহারী ৭/২৪৭, দুররে মুখতার ২/৯৫, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২২

মৃতের বাড়িতে তিনদিন চুলায় আগুন না জ্বালানো

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে বাড়িতে কেউ মারা যায় ঐ বাড়িতে তিনদিন পর্যন্ত চুলায় আগুন দেয় না। এবং কোন খাবার-দাবারও পাকায় না। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা মৃতের বাড়িতে তিনদিন খাবার সরবরাহ করে থাকে। এ ব্যাপারে শরীয়তে কোন বিধিনিষেধ আছে কিনা?

উত্তর : মৃতের আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশীদের জন্য মৃতের বাড়িতে শুধুমাত্র প্রথমদিন (১ দিন) খাবার সরবরাহ করা মুস্তাহাব। তবে কারো মৃত্যুর কারণে মৃতের বাড়িতে চুলা জ্বালানো বা খানা পাকানোর ব্যাপারে শরীয়তে কোন বিধিনিষেধ নেই। বরং নিষিদ্ধ মনে করা বিদআত।

كمافى آپ كے مسائل: جس گھر ميں ميت ہو جائے وہاں چولھا جلانے سے كوئى ممانعت نہيں (۱۱۸/۳)

প্রমাণ ঃ আপকে মাসায়েল ৩/১১৮, আলমগীরী ১/১৬৭, শামী ২/২৪০

নাচ-গানের অনুষ্ঠানে কোরআন তেলাওয়াত করা

প্রশ্ন : নাচ-গানের অনুষ্ঠান কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ করার বিধান কি?

উত্তর : সাধারণ অনুষ্ঠান কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ করা হয় বরকত হাসিলের জন্য। আর গান-বাদ্যের মত হারাম কাজে বরকত হাসিল তো দূরের কথা এই নিয়্যত করাও কুফুরী; সুতরাং নাচ-গান বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি বাজানোর অনুষ্ঠান কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ করা কোরআনের সাথে উপহাস করার নামান্তর যা নিঃসন্দেহে মারাত্মক গুনাহ। তা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

وفى البزازية بهامش الهندية : وآداب القران ان لايقرأ فى مثل هذه المجالس والمجلس الذى اجتمعوا فيه للغناء والرقص ـ (٣٣٨/٦)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ২, সূরা লুকমান ৬, তাফসীরে মাজহারী ৭/২৪৭, হিন্দিয়া সূত্রে বাযযাযিয়া ৬/৩৩৮, শামী ১/৫৪৬

টাকার বিনিময়ে পশু পাখি প্রদর্শন করানো

প্রশ্ন : টাকার বিনিময়ে পশু পাখি দেখানোর হুকুম কি?

উত্তর : টাকার বিনিময়ে পশু পাখি দেখানো জায়েয নেই। কারণ দেখানোর মধ্যে কোন উপকার থাকে না আর কোন ফায়দা না দিয়ে টাকা নেয়া জায়েয নেই। তবে যদি কোন ফায়দা থাকে তাহলে বিনিময় নেয়া জায়েয আছে। অতএব চিড়িয়াখানা বা অন্য কোন স্থানে টিকেট কেটে উপকার বা জ্ঞান অর্জনের জন্য যাওয়া জায়েয হবে।

وفى العالمغيرية : رجل استأجر دابة ليربطها على بابه ليرى الناس ان له فرسا اوانية يضعها فى بيته ليتجمل بها ولا يستعملها او دارا لايسكنها لكن ليظن الناس ان له دارًا او عبدا على ان لا يستخدمه او دارهم يضعها فى بيته فالاجارة فاسدة ولا اجر له الا اذا كان الذى يستاجر قد يكون ان يستاجر لينتفع به ـ (جـ٤ صـ٤٥٤ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৪/৪৫৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৩৫৭, শামী ২/৩৪)

চাঁদার শর্তে কমিটির সদস্য বানানো

প্রশ্ন: দাড়ি মুণ্ডানকারী ব্যক্তিকে চাঁদা প্রদান করার শর্তে মাহফিল কমিটির সদস্য বানানো বৈধ হবে কিনা? এবং এভাবে শর্ত করে চাঁদা নেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর: যদি কেউ কোন ধর্মীয় কল্যাণমূলক কাজে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে খালেস সাওয়াবের নিয়্যাতে হালাল উপার্জন থেকে চাঁদা দেন তাহলে তা নেওয়া বৈধ। পক্ষান্তরে কাউকে বাধ্য করে বা লজ্জিত করার মাধ্যমে বা পদের শর্ত করে লোভ দেখানোর মাধ্যমে চাঁদা উসুল করা জায়েয নেই।

وفى خلاصة الفتاوى : وسئل ابو حنيفة رح عف عن اكل طعام السلاطين والظلمة واخذ الجائزات عنهم قال ينبغى ان يتحرى عند الاكل والأخذ فان وقع فى قلبه انه حلال ياخذ ويتنا ول والافلا ـ (فصل فى المال من الا هداء ٣٤٩/٤ رشيدية)

প্রমাণ: সূরা বাকারা ১৮৮, বুখারী ১/১৯২, সুনানে কুবরা ১২/৩৫২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৪৯

সম্মিলিতভাবে যিকির করা

প্রশ্ন : ফযরের ফরয নামায পড়ার পর একজনের অধিন থেকে জলী যিকির করা হয়, বা মসজিদ ব্যতিত অন্যান্য জায়গায় একত্রে জলী জিকির করা এটা জায়েয আছে কিনা। এবং জলী যিকির এর আওয়াজের পরিমাণ কি?

উত্তর : হ্যাঁ তালীমের নিয়াতে মসজিদ বা অন্য কোন স্থানে নামাযের পর একজনের অধিনে উচুঁ আওয়াজে যিকির করা জায়েয আছে। তবে শর্ত হল এতটুকু আওয়াজে যিকির করবে যাতে করে ঘুমন্ত ব্যক্তি বা নামাযী বা কুরআন শরীফ তেলওয়াতকারীর সমস্যা না হয়।

وفی الشامية : اجمع العلماء سلفا وخلفا علی استحباب ذكر الجماعة فی المساجد وغيرها الا ان بشوش جهرهم علی نائم او مصل او قاری.(مطلب فی رفع الصوت بالذكر جا صـ٦٦٠ مكتبة سعيدية)

(প্রমাণ : শামী-১/৬৬০, ফাতহুল বারী-২/৫৯১, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৭২৩, ইলাউস সুনান-১-২,৯৯৬ আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-২০/২৪৬)

মাহফিলে মাইক ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি বলে যে, প্রচলিত ওয়াজ মাহফিল শরীআত সম্মত নয়। কারণ মাইকের আওয়ায দুই থেকে তিন বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছায়। এর ভিতরে কেউ অসুস্থ, কেউ লেখা-পড়ায় আবার কেউ ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। মাইকের আওয়াজে তাদের অসুবিধা হয়। কিন্তু ওয়াজের মাধ্যমে কারো হিদায়াত হবে কিনা তা সন্দেহযুক্ত। আর শরীআতের হুকুম বর্তায় ইয়াকিনী বস্তুর উপর। সন্দেহযুক্ত বস্তুর উপর নয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো, ঐ ব্যক্তির কথা সঠিক কি না?

উত্তর : বর্তমানে প্রচলিত ওয়াজ মাহফিলগুলোতে ব্যাপকহারে মাইকের ব্যবহার শুরু হয়েছে। মাইকের আওয়াজ এমনভাবে বাড়ানো হয় যাতে নিজ মহল্লা থেকে ২-৩ কিলোমিটার পর্যন্ত এর আওয়ায পৌঁছে, যাতে অসুস্থ ব্যক্তিদের কষ্ট হয়, ইবাদতকারীর আমলে বিঘ্নতা ঘটে। ঘুমন্ত ব্যক্তিদের কষ্ট হয় ইত্যাদি। যার প্রতিটি কাজই আল্লাহর মাখলুককে কষ্ট দেয়া, যা হারাম। সুতরাং এ সকল কারণে অনেক দূর পর্যন্ত এবং প্রয়োজন অতিরিক্ত মাইক ব্যবহার করা নাজায়েয। তবে মজলিসের ভিতরে এবং প্রয়োজনের ভিতরে সকল মানুষ কথা শুনতে পারে, এমন পরিমাণ আওয়ায বিশিষ্ট মাইক ব্যবহার করা বৈধ।

وفى الشامية : رجل يقرأ القران فلا يمكنه استماع القران فالاثم على القارى وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم اى لانه يكون سببًا لاعراضهم عن استماعه او لانه يؤذيهم بايقاظهم تأمل. ج١ صـ٥٤٦ مكتبة سعيد

(প্রমাণ : মিশকাত-১/১০৭, শামী-১/৫৪৬,৬৬০, খুলাছা-১/১০৩, রুহুল মাআনী-১৩/১৩৬)

হরতালের শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন : হরতাল কাকে বলে হরতাল পালনের বিধান কি?

উত্তর : হরতাল শব্দটি গুজরাটী। হর অর্থ প্রত্যেক তাল অর্থ তালা অর্থাৎ প্রত্যেক দরজায় তালা। হরতালের ব্যাখ্যায় বলা হয় কোন বিষয়ের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে যানবাহন, হাট-বাজার, দোকান-পাট, অফিস-আদালত ইত্যাদি বন্ধ রাখা। উল্লেখিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাধ্যবাধকতা ব্যতিত কেউ যদি স্ব-ইচ্ছায় হরতাল পালন করে তাহলে জায়েয হবে। আর বর্তমানে প্রচলিত হরতালে জন-জীবনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হয়, জান-মালের ক্ষতি হয়, একজনের অন্যায়ের শাস্তি অন্যকে দেয়া হয়, অন্যের প্রতি জুলুম করা হয়। এসকল কারণে প্রচলিত হরতাল পালন করা জায়েয নেই।

كما فى القران الكريم : ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. (سورة الاعراف : ٥٦)

(প্রমাণ : সূরা বনী ইসরাঈল-৩৩, সূরা আনআম-১৬৪, সূরা আরাফ-৫৬)

ফেসবুক ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন : ফেসবুক ব্যবহার করা কি জায়েয? জায়েয হলে সঠিক ব্যবহার বিধি জানতে চাই।

উত্তর : ফেসবুক একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা জায়েয। তার কিছু সঠিক ব্যবহার বিধি উল্লেখ করা হল।-

(১) ফেসবুকে অনেকে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়। তাদের থেকে বিরত থাকা, তাদের কোন পেজ পোষ্ট পড়া হতে বিরত থাকা। তাদের পোষ্ট পেজে লাইক দেওয়ার দ্বারা অন্যের ওয়ালে চলে যায়, এতে অনেকে বিব্রত হন এবং সকলের যা গুনাহ হওয়ার কথা তা লাইক প্রধানকারী একাই পাবে।

(২) সারা পৃথিবীতে যোগাযোগ করার ইহা একটি উত্তম মাধ্যম। তাই ইহা দ্বীন প্রচার ও প্রসারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা।

(৩) বিপরীত লিঙ্গের আইডির সাথে যোগাযোগ হতে সতর্ক থাকা। যাতে কোন হারাম কাজের সম্ভাবনা না থাকে।

(৪) ইসলামকে হেয় করে এমন ব্যক্তিদের প্রচারণা যুক্তিযুক্তভাবে উত্তম ভাষায় প্রতিহত করা।

(৫) সময়ের অপচয় না করা।

(৬) ফেসবুক গীবত দ্রুত ছড়ায়। এ সম্পর্কেও পূর্ণ সতর্ক থাকা।

(৭) ফেসবুকে ঝগড়া হতে বিরত থাকা।

(৮) হারাম বস্তু যেমন- দৃশ্য সম্বলিত মুভি সিরিয়াল, ভিডিও গান, গেম ইত্যাদি প্রচারণা থেকে বিরত থাকা।

(৯) পছন্দের ইসলামীক পেজ লিংক দিয়ে বন্ধুদের ইসলামীক ও ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করা।

(১০) সর্বোপরি ফেসবুকের কারণে যেন কোন ইবাদতে ব্যাঘাত না ঘটে। যেমন নামায বা জামাআত ছুটে যাওয়া। সুতরাং যদি উল্লেখিত পদ্ধতি অবলম্বন না করা হয় তাহলে ফেসবুক ব্যবহারের অনুমতি নেই।

كما فى القران الكريم : ولتكن منكم أمّة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. (سورة ال عمران ١٠٤)

(প্রমাণ : সূরা আলে ইমরান-১০৪, সূরা বনী ইসরাঈল-২৬, ৩২, সূরা আনকাবুত-৪৬, আহকামুল কুরআন-৩/৪৮)

ফাঁসির হুকুম প্রাপ্ত ব্যক্তির তাওবা বা ইসলাম গ্রহণ

প্রশ্ন : যদি কারো ফাঁসির আদেশ হয়ে যায়, ফাঁসির হুকুম হওয়ার পর যদি সে মুসলমান হতে চায় বা তাওবা করে তাহলে ঐ সময় তার ইসলাম ধর্ম বা তাওবা গ্রহণ করা হবে কি?

উত্তর : মৃত্যুর সময় রুহ হলকের নিকট পৌঁছার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির গুনাহ্ থেকে তাওবা করার বা কুফুর থেকে তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করার সুযোগ থাকে। তাই কারো ফাঁসির রায় হওয়ার পর যদি সে পাপাচার থেকে তাওবা করে বা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার তাওবা বা ইসলাম গ্রহণযোগ্য হবে।

وفى الحديث الشريف : عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذى. (مشكوة المصابيح باب التوبة جا صـ٢٠٤ المكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : সূরা আনফাল-৩৮, মিশকাত-১/২০৪, মিরকাত-৫/২৫১, রুহুল মাআনী-২/২৩৯, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-৬/১৫৭, তাফসীরে কাবীর-১০/৭)

মুসিবত অথবা অসচ্ছলতার কারণে মৃত্যু কামনা করা

প্রশ্ন : মুসিবত কিংবা অসচ্ছলতার কারণে মৃত্যুর কামনা করার বিধান কি?

উত্তর : মুসিবত কিংবা অসচ্ছলতার কারণে মৃত্যুর কামনা করা জায়েয নাই।

كما فى الدر المختار : يكره تمنى الموت لغضب أو ضيق عيش - (فصل فى البيع ج٢ صـ٢٥٢ مطبوعة زكريا)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ-২/৮৪৭, দুররে মুখতার-২/২৫২, শামী-৬/৪১৯, কাযীখান-৩/৪২৯, আলমগীরী-৫/৩৭৯)

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব এর পরিচয়

প্রশ্ন : দারুল ইসলাম ও দারুল হরব কাকে বলে। বাংলাদেশ কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব।

উত্তর : দারুল ইসলাম বলা হয় রাষ্ট্রে মুসলমানদের প্রবল শক্তি থাকা। যখন তারা ইসলামী আহকাম বাস্তবায়ন করতে চাইবে তখন করতে পারবে, চাই বর্তমানে কার্যত ইসলামী আহকাম বাস্তবায়িত নাই করুক এবং চাই মুসলমানদের উপর যুলুমই করুক, এসব কাজের ফলে সে রাষ্ট্রটি দারুল ইসলামের সংজ্ঞা হতে বহির্ভূত হয়ে যায় না, সুতরাং এর উপর দারুল ইসলামের আহকাম প্রয়োগ হবে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একলাখের বেশী লোক হত্যা করেছিল তাদের মাঝে ইসলামী আইনবীদ মুহাদ্দিস, আলেম, হাফেজ, ক্বারীও ছিলেন। তবে তার এ অপকর্মের কারণে সে রাষ্ট্রটি দারুল ইসলাম থেকে বেড়িয়ে যায়নি বরং সেটি দারুল ইসলামই রয়েছে, এর উপর দারুল-ইসলামের আহকাম জারী হবে যতক্ষণ না এর উপর কাফেরদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে তখন সে রাষ্ট্রটি দারুল-হারব হবে নতুবা নয়। সুতরাং বাংলাদেশে মুসলমানদের ক্ষমতা প্রবল, সরকারও মুসলমান। যখন সকল মুসলমান ইসলামী আহকাম বাস্তবায়ন করতে চাইবে করতে পারবে। কাজেই বাংলাদেশ দারুল-হারব এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

وفى بدائع الصنائع : ان دار الفكر تصير دار اسلام بظهور احكام الاسلام فيها واختلفوا فى دار الاسلام انها بماذا تصير دار الكفر؟ قال ابو حنيفة انها لا تصير دار الكفر الا بثلاث شرائط احدها ظهور احكام الكفر فيها. والثانى ان تكون متاخمة لدار الكفر. والثالث ان لا يبقى فيها مسلم ولا ذمى. (ج٦ صـ١١٢ مكتبة زكريا ديوبند)

(প্রমাণ : আলমগীরী-৬/৩১২, আল ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-৬/৭২২, বাদায়ে-৬/১১২, দরসে তিরমিযী-৫/৫৩৯)

রাব্বি নাম রাখা

প্রশ্ন : আমার এক ভাতিজার নাম রাখা হয়েছে রাব্বি, কতেকে বলেন যে এটা অনেক সুন্দর নাম কারণ এটা কুরআনে আছে, আর কতেকে বলেন যে না এই নাম সহীহ নাই। এখন উক্ত নাম সহীহ্ আছে কি না?

উত্তর : রাব্বি শব্দটি আরবী। ইহা আল্লাহ্ তাআলার একটি গুণবাচক নাম। এশব্দ দ্বারা নাম রাখা উচিত না। যদি কেউ রাখে তাহলে তার এ নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখা উচিত।

كما فى الحديث الشريف : عن ابى هريرة رضـ انه عليه السلام قال لا يقل احدكم اسق ربك اطعم ربك وضئ ربك ولا يقل احدكم ربى وليقل سيدى الخ. رواه مسلم (جـ٢ صـ٢٣٨ المكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : মুসলিম-২/২৩৮, হাশিয়ায়ে আবুওাউদ-২/৬৮০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-১১/২৩৪, তাফসীরে রুহুল মাআনী-১/৭৮, হাশিয়ায়ে বায়যাবী-১/৬)

ছেলে তার বাবাকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে নাম ধরে ডাকা

প্রশ্ন : ছেলে তার বাবাকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে নাম ধরে ডাকতে পারবে কিনা?

উত্তর : ছেলে তার বাবাকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে নাম ধরে ডাকা জায়েয নেই।

كما فى الدر المختار : ويكره ان يدعو الرجل اباه وان تدعو المرأة زوجها باسمه ـ (فصل فى البيع جـ٢ صـ٢٥٢ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-২/২৫২, আলমগীরী-৫/৩৬২, শামী-৬/৪১৮)

ইঁদুর দমন করার জন্য কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা

প্রশ্ন : ইঁদুর নিধনের জন্য কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করে তা মেরে ফেলা জায়েয আছে।

كما فى الدر المختار : وكل علاج فيه منفعة لها وجاز قتل ما يضر منها ـ (مسائل شتى جـ٢ صـ٣٥٠ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার-২/৩৫০, শামী-৬/৭৫২, আল বাহরুর রায়েক-৮/৪৮৬, আলমগীরী-৬/৪৪৫

বৈদ্যুতিক ব্যাট দ্বারা মশা মাছি, পিঁপড়া মারা

প্রশ্ন : ইলেকট্রনিক ব্যাট (বৈদ্যুতিক ব্যাট) দ্বারা মশামাছি বা পিঁপড়া মারা জায়েয কি না?

উত্তর : আগুন দ্বারা কোন প্রাণী পুড়িয়ে মারা জায়েয নয়। ইলেকট্রনিক ব্যাট বা বৈদ্যুতিক ব্যাট যেহেতু এক প্রকার আগুন। তাই এর দ্বারাও মশা মাছি কিংবা পিঁপড়া মারা জায়েয নাই।

وفى الغالمغيرية : واحراق القمل والعقرب بالنار مكروه ـ (قتل الحيوانات حقانية جـ٥ صـ٣٦١)

(প্রমাণ : আলমগীরী-৫/৩৬১, বাযযাযিয়া-৬/৩৭১, শামী-৬/৭৫২, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-২/১২৫)

বিসমিল্লাহ না লিখে ৭৮৬ লিখা

প্রশ্ন : বিসমিল্লাহ না লিখে ৭৮৬ লিখা বৈধ কি না?

উত্তর : বিসমিল্লাহ সংখ্যায় লিখার পদ্ধতি আকাবিরদের থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে যেহেতু চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ লিখলে অনেক সময় চিঠি এখানে সেখানে পড়ে থাকে ফলে বিসমিল্লাহর অমর্যাদা হয়। তাই সংখ্যায় লেখার এ পদ্ধতিটি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু যদি বিসমিল্লাহ লেখার দ্বারা তার কোন অমর্যাদা না হয় তাহলে তখন বিসমিল্লাহ লেখাই জরুরী।

كما فى مسائل رفعت قاسمى : ۷۸٦ بسم الله شريف کے عدد ہیں، بزرگوں سے اس کے لکھے کا معمول چلا آتا ہے ـ غالبا اس کو رواج اس لئے ہوا کہ خطوط عام طور پر پھار کر پھینک دیئے جاتے ہیں، جس سے بسم الله کی بے ادبی ہوتی ہے اس بے ادبی سے بچانے کے لئے غالبا بزرگوں نے بسم الله شريف کے اعداد لکھنے شروع کئے البتہ اگر بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو تو بسم الله شريف ہی لکھنی چاہئے (ج٦ ص١٤٤ رضى)

(প্রমাণ : মাসায়েলে রফ্আতে কাসেমী ৬/১৪৪, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১৮/৩৫)

কদমবুছীর হুকুম

প্রশ্ন : কদমবুছী করা জায়েয কিনা যদি জায়েয হয় তাহলে কিভাবে? হাত দিয়ে পা স্পর্শ করে হাতকে চুমু দিবে না সরাসরি পা চুম্বন করবে। আর চুমু দেওয়ার সময় মাথা খাড়া রাখতে হবে?

উত্তর : যদি কোন আলেম তথা বুযূর্গ ব্যক্তির বরকত অর্জনার্থে বুযূর্গের বসা বা শোয়াবস্থায় নিজ মাথা উচুঁ রেখে তার পা চুম্বন করা হয় এবং এর দ্বারা ঐ আলেম ব্যক্তির মনে অহংকার না আসে তাহলে তা মূলত: জায়েয। তবে আলেম বা বুযূর্গ ব্যক্তি যদি তার পা চুম্বন করার ফলে নিজ মনে অহংকার আত্মগর্ব সৃষ্টির

আশংকা উপলব্ধি করে তাহলে কাউকে পা চুম্বন করতে দেয়া নাজায়েয। আর কদমবুছী যদি সিজদার সাদৃশ্য হয়ে যায় যে, কোন দৃষ্টিকারী ব্যক্তি এ কথা মনে করে যে, সে সিজদা করতেছে। অথবা নিছক দুনিয়া অর্জনার্থে কারো কদমবুছী করা হয় তাহলে সম্পূর্ণ নাজায়েয হবে।

قدم بوسی کا حکم: جو شخص واجب الاکرام ہو اسکی قدم بوسی کی اجازت ہے لیکن اعتقاد میں غلول نہ ہو اور سجدہ کی ہیئت نہ ہونے پائے الخ (فتاوی محمودیہ ج۱ ص ۱۷۲-۱۷۵)

(প্রমাণ : শামী-৫/৩৮৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৫/৩৪৪, মাহমুদিয়া-১/১৭২, ১৭৫, জাওয়াহিরুল ফিকাহ-১/২০১, ইমদাদুল মুফতীয়ীন-২/২৫৭, মাহমুদিয়া-১২/৩৯৪)

অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে ফয়সালা না করা

প্রশ্ন : অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে অথবা বিপক্ষে ফয়সালা করা জায়েয কি না? এবং তা কার্যকর হবে কি না?

উত্তর : অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে অথবা বিপক্ষে ফায়সালা করা জায়েয নাই। তবে যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার কোন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকে তাহলে অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর ফয়সালা করা জায়েয হবে। এবং তা কার্যকরও হবে।

وفى الدر المختار مع الشامية : ولا يقضى على غائب ولا له أى لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به بحر إلا بحضور نائبه اى من يقوم مقام الغائب. (باب القضاء جـ٥ صـ٤٠٩ ايم سعيد)

(প্রমাণ : শামী-৫/৪০৯, দুররে মুখতার-৩/৪৩৩, আলমগীরী-৩/১৪২)

ভোট দেয়া

প্রশ্ন : ভোট দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : আমাদের ভোট প্রদান করার ক্ষেত্রে তিনটি দিক লক্ষনীয়

১। ভোট হলো একটি সাক্ষী,

২। সুপারিশ।

৩। সমষ্টিগত হক্বের ক্ষেত্রে ওয়াকালতী করা। অতএব, তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে সৎ ভাল ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেয়া সাওয়াবের কাজ। এবং তার ফলাফলও সে পাবে। এমনিভাবে অযোগ্য ও অসৎ ব্যক্তিকে ও ভোট দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষী, খারাপ সুপারিশ ও নাজায়েয ওয়াকালতী করা। এবং তার ধ্বংসাত্মক ফলাফল ও তার আমলনামায় লেখা হবে।

وفی جواہر الفقہ : خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ووٹ تین حیثیتیں رکھتا ہے ایک شہادت دوسرے سفارش تیسری حقوق مشترکہ میں وکالت تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک صالح قابل ادمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے۔ اور اسکے ثمرات اسکو ملنے والے ہیں اس طرح نا اہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی اور اسکے تباہ کن ثمرات بھی اسکے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے (ج۲ص۲۹۳ تفسیر القران) وفی فقہ مقالات (ج۲ص۲۸۸)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২৮৩, জাওয়াহিরুল ফিকহ ২/২৯৩, ফিকহি মাকালাত ২/২৮৮)

প্লাষ্টিক সার্জারীর পদ্ধতি ও বিধান

প্রশ্ন : কীভাবে প্লাষ্টিক সার্জারী করা বৈধ?

উত্তর : প্লাষ্টিক সার্জারী তিনভাবে করা হয়ে থাকে,

১। কোন গাছ পালা, লতা-পাতা দ্বারা।

২। শরীরের কোন অংশ দ্বারা যা নিজের শরীরের অংশও হতে পারে। আবার অন্য কারোও হতে পারে।

৩। প্রাণীর কোন অংশ দ্বারা।

প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের মাধ্যমে প্রয়োজন সাপেক্ষে প্লাষ্টিক সার্জারী করা জায়েয আছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ মানুষের কোন অংশ দ্বারা প্লাষ্টিক সার্জারী জায়েয নাই।

كما فى المشكوة : عن عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله (صـ ٣٨١)

প্রমাণ : মিশকাত ৩৮১, হিদায়া ১/৪১, হাশিয়ায়ে মিশকাত-৩৮১, আল ফিকহুল ইসলামী ৯/৪৩৯

জিহাদের হুকুম

প্রশ্ন : উলামায়ে কেরামদের উপর জিহাদ ফরজ কিনা?

উত্তর : যেহেতু জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা। আর দরস-তাদরিস দ্বারাও দ্বীন কায়েম করা উদ্দেশ্য। এই জন্য জিহাদ ফরজে আইন না হওয়ার সুরতে আলেমের জিহাদে যাওয়া মুনাসিব না। বরং মাদরাসাই হলো দ্বীনের সবকিছুর মারকায। কাজেই এ মারকাজকেও ঠিক রাখতে হবে। নতুবা দ্বীনের সবলাইনের মেহনত ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে।

وفى الهندية: عالم ليس فى البلدة احد افقه منه ليس له ان يغزو لما يدخل عليهم من الضياعة ـ (كتاب السير ۲/۱۹۰ حقانية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৩৩৯, শামী ৪/১২৬, হিন্দিয়া ২/১৯০

জিহাদের জন্য মোচ লম্বা রাখা

প্রশ্ন : মুজাহিদীনগণ জিহাদ করার জন্য মোচ লম্বা রাখা জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : জিহাদরত অবস্থায় মুজাহিদগণ কাফেরদের ভয়-ভীতির জন্য এবং নিজেদের শান শওকত বৃদ্ধি করার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারবে। আর মোচ লম্বা করলেও কাফেরদের ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় বিধায় মোচ লম্বা রাখতে পারবে।

وفی العالمکیریة: قالوا لا بد عن طول الشارب للغزاة لیکون اصیب فی عین العدو کذا فی الغیا شیة ۔ (کتاب الکراهیة ۳۵۸/۵ حقانیة)

প্রমাণ ঃ সূরা আনফাল ৬০, তাফসীর কাবীরী ১৫/১৫২-৫৩, আলমগীরী ৫/৩৫৮

মালে গণিমতের আশায় জিহাদ করা

প্রশ্ন : মালে গণিমতের আশায় জিহাদ করলে সওয়াবের আশা করা যাবে কিনা?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তির জিহাদে যাওয়ার দ্বারা শুধু মালে গণিমতের আশা থাকে তাহলে সে জিহাদের সওয়াব পাবে না। তবে যদি আসল উদ্দেশ্য জিহাদ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়, আর তার সাথে সাথে মালে গণিমতের আশা থাকে তাহলে সওয়াবের আশা করা যায়।

وفی الشامیة: ان یری انه یرید الجهاد ومراده فی الحقیقة المال فهذا کان حال المنافقین ولا اجرله... وأما اذا کان معظم مقصوده الجهاد ویرغب معه فی الغنیمة فهو داخل فی قوله تعالی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم یعنی التجارة فی طریق الحج فکما انه لا یحرم ثواب الحج فکذا الجهاد ۔ (کتاب الجهاد ۱۲۰/٤ سعید)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/৩৪১ শামী ৪/১২০ আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৭১২

জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার সময়

প্রশ্ন : জিহাদ ফরজে আইন কখন হয়?

উত্তর : যখন কাফেররা কোন মুসলিম রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করে, এবং মুসলিম শাসক সকলকে জিহাদে বের হতে নির্দেশ দেয়, তখন ঐ দেশের সকল সক্ষম মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়?

وفی الهندیة: ومعنی النفیران یخبر اهل مدینة ان العدو قدجاء یرید أنفسکم وذراریکم وأموالکم فذا أخبرواعلی هذا الوجه افترض علی کل من قدر علی الجهاد من اهل تلك البلدة ان یخرج للجهاد ۔ (کتاب السیر ۔ ۱۸۸/۲ حقانیة)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/১২৭, হিন্দিয়া ২/১৮৮, বাদায়ে ৬/৫৭, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৭১৫

কাফেরদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় তাদের ফসল নষ্ট করা

প্রশ্ন : কাফেরদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় তাদের বাগান, ফসল নষ্ট করা জায়েয কিনা?

উত্তর : যুদ্ধরত অবস্থায় কাফেরদের বাগান, ফসল নষ্ট করা, এটা যেহেতু তাদের শান-শওকত এবং হিংসাকে দূর করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং যুদ্ধরত অবস্থায় তাদের বাগান, ফসল, ইত্যাদি নষ্ট করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। তবে কোন কারণ ছাড়া তাদের সম্পদ নষ্ট করা যাবে না।

كمافى الهندية: نصبوا عليهم المجانيق وحرقوهم وأرسلواعليهم الماء وقطعوا اشجارهم وافسد وا زرعهم ۔ (الباب الثانى فى كيفية القتال ۱۹۳/۲ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ২/১৯৩, সিরাজিয়্যা ২৯২, দুররে মুখতার ১/৩৪০, আল বাহরুর রায়েক ৫/৭৬,

যুদ্ধরত কাফেরের কালেমা পড়া

প্রশ্ন : যুদ্ধরত অবস্থায় কোন কাফের যদি কালেমা পড়ে, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে কিনা?

উত্তর : না, কোন কাফের যদি যুদ্ধরত অবস্থায় কালেমা পড়ে আল্লাহ তায়ালাকে এক স্বীকার করে, তাহলে শরীয়তে তাকে হত্যা করা জায়েয নেই।

وفى الخانيةعلى هامش الهندية: الوثنى أو الذى لا يقر بوحدانية الله تعالى اذا قال لا اله الاالله يصير مسلما حتى لو رجع عن ذلك يقتل ۔ (باب مايكون اسلم من لاكافر... الخ ۵٦۹/۳ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ২/১৯৫, বাযযাযিয়া ৬/৩১২, খানিয়া ৩/৫৬৯, আল বাহরুর রায়েক ৫/৭৪,

পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতিত জিহাদে অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি জিহাদে শরীক হতে চায়, কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে অনুমতি দেয় না। এমতাবস্থায় সে কি অনুমতি ব্যতিত জিহাদে যেতে পারবে?

উত্তর : জিহাদ কখনো ফরযে আইন হয়, আবার কখনো ফরযে কিফায়া। যদি জিহাদ ফরযে কিফায়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে মা-বাবার অনুমতি ছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েয নেই। বরং তাদের আনুগত্য করা জরুরি। কেননা, মা-বাবার কথা মানা ফরযে আইন। আর ফরযে আইন ফরযে কিফায়ার উপরে প্রাধান্য। তবে যদি ফরযে আইন হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে মা-বাবার অনুমতি নেয়া জরুরি নয়। প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা জিহাদে অংশ নিতে পারবে।

وفی بدائع الصنائع : وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديه او احد هما اذا كان الاخر ميتاً ـ لأن برالوالدين فرض عين فكان مقد ما على فرض الكفاية:
(كتاب السير ٥٨/٦ زكريا)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ২/১২৯, বাদায়ে ৬/৫৮, দুররে মুখতার ১/৩৩৯, তাতারখানিয়া ৪/১০২

পিতা-মাতা ব্যতিত অন্যদের অনুমতি ছাড়া জিহাদে যাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তিকে জিহাদ করতে যাওয়ার জন্য পিতা-মাতা অনুমতি দিয়েছে কিন্তু অন্য মাহরাম ব্যক্তিগণ অনুমতি না দেয় তাহলে জিহাদে যেতে পারবে কিনা?
উত্তর : যদি জিহাদটা ফরজে আইন না হয় এবং অন্য মাহরামদের কোন ক্ষতির আশংকা না হয় তাহলে জিহাদে যেতে পারবে।

كمافى البحر الرائق : وفيها ان من سوى الاصول اذا كرهوا خروجه للجهاد . لخ ٧٢/٥)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৫/৭২, আলমগীরী ২/১৮৯,

কোরআন শরীফ খোলা রেখে অন্যের সাথে কথা বলা

প্রশ্ন : কোরআন শরীফ পড়তে পড়তে খোলা রেখে অন্যের সাথে কথা বলা কেমন?
উত্তর : এটা আদবের পরিপন্থী। বরং মাকরুহ।

وفی فتاوی دار العلوم : یہ امر خلاف آداب قرآن شریف ہے لہذا مکروہ ہے
(آداب قرآن شریف ۲۵۰/۱٤)

প্রমাণ ঃ আল ফিকহুল ইসলামী ২/৮৬, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৩৩/৩৬, দারুল উলুম ১৪/২৫০

তেলাওয়াতের মাঝে দুনিয়াবী কথা বললে করণীয়

প্রশ্ন : তেলাওয়াতের মাঝে দুনিয়াবী কথা বা কাজ করলে اعوذ بالله এবং بسم الله দ্বিতীয় বার পড়তে হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, পড়তে হবে।

كمافى القران الكريم : فاذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطن الرجيم -
(سورة النحل ٩٨)

প্রমাণ ঃ সূরা নহল ৯৮,

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের পূর্বে بسم الله যোগ করা

প্রশ্ন : আমরা জানি যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা হাশর اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم এর সাথে পড়বে তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা দুআ করে, এটা ঐ সময় যখন শুধু তিনবার اعوذ بالله এর সাথে পড়বে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন اعوذ بالله এর সাথেبسم الله পড়লে উক্ত ফজীলত পাবে না। কিছু লোকের এই উক্তি ঠিক কিনা?

উত্তর : হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি সকালে اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم তিনবার পড়ার পর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে। আল্লাহ পাক ৭০ হাজার ফেরেশতাকে তার জন্য দুআয় রত করে দিবেন। সুতরাং হাদিসে যেভাবে যতটুকু পড়ার কথা বলা হয়েছে সেভাবে পড়াই উত্তম। ইচ্ছা করে بسم الله যোগ করবেনা তবে কেউ যোগ করলে ফজীলত হতে বঞ্চিত হবে এটা ঠিক না।

وفى الشامية : لو زادعلى العدد قيل يكره لا نه سوء ادب وايد بأنه كدواء زيد على قانونه او مقتاح زيد على اسنانة وقيل لا بل يحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة ، بل قيل لا يحل اعتقاد الكراهة لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ـ (كتاب الصلاة ٥٣١/١ سيعد)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/১২০, তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৩৪, শামী ১/৫৩১

গানের সুরে কোরআন তেলাওয়াত করা

প্রশ্ন : গানের সুরে কোরআন তেলাওয়াত করা বৈধ হবে কি?

উত্তর : না-গানের সুরে কোরআন তেলাওয়াত করা জায়েয নাই। কেননা তার দ্বারা কোরআনের অবমাননা হয়। সুতরাং তা বর্জনীয়।

كمافى حاشية الطحطاوى : ويكره التلمين وهوالتطريب والخطافى الاعراب واما تحسين الصوت بدونه فهو مطلوب (باب الاذان ١٧٧)

প্রমাণ ঃ হাশিয়ায়ে তহত্বী ১৯৯, আল বাহরুর রায়েক ২/২৫৬, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৬০৮, আলমগীরী ৬/৩৫৩, শরহে বেকায়া ১/১৩৩

কোন ফাসেক ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া

প্রশ্ন : কোন ফাসেক ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : ভোট মানে হলো সাক্ষ্য প্রদান। তাই ফাসেক ব্যক্তিকে ভোট না দেওয়াই উচিত বরং একজন দ্বীনদার নীতিবান দেশ ও জাতির কল্যাণকামী ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া কর্তব্য।

كما فى القراة الكريم: ان الله يامركم ان تودوا الامنت الى اهلها (سورة النساء ٥٨)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৫৮, আহকামুল কুরআন ২/২৯৫, আল ফিকহুল ইসলামী ৬/৬৯৪

মহিলা প্রার্থীকে ভোট দেওয়া

প্রশ্ন : প্রত্যেক ইউনিয়নে ১ জন পুরুষ চেয়ারম্যানের পাশাপাশি ১ জন মহিলা মেম্বার নির্বাচিত করতে হবে। সরকারের এ আইন পালনার্থে মহিলা মেম্বারকে ভোট দেওয়া শরীয়তসম্মত কিনা?

উত্তর : আল্লাহ পাক মহিলাদেরকে স্বীয় ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং তাদের উপর পরপুরুষ থেকে পর্দা করা ফরজ করেছেন। মেম্বার চেয়ারম্যান ও এমপি হতে গেলে আল্লাহ পাকের এ বিধানের লঙ্ঘন অনিবার্য। সুতরাং মহিলা প্রার্থীকে ভোট দেওয়া জায়েয নেই।

كمافى البخارى: عن ابى بكرة قال لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى ا لله عليه وسلم ايام الجمل بعد ماكدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (١٧٢/٢ دارالحديث)

প্রমাণ ঃ বুখারী ২/১৭২ তিরমিযী ২৬৪

ভোটের উদ্দেশ্য টাকা পয়সা বিতরণ করা

প্রশ্ন : ভোটের উদ্দেশ্যে টাকা পয়সা সাবান ইত্যাদি বিতরণ করা এবং লোকদের তা গ্রহণ করা বৈধ হবে কি?

উত্তর : টাকা-পয়সা সাবান ইত্যাদি বিতরণের দ্বারা যেহেতু সাধারণ লোকদের ভোট আদায় করা উদ্দেশ্য হয় তাই লোকদের মাঝে তা বিতরণ করা ও লোকদের তা গ্রহণ করা কোনটাই বৈধ হবে না। বরং এটা ঘুষ হিসাবে বিবেচিত হবে।

كمافى الترمذى:عن ابى هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى فى الحكم۔ (باب الاحكام ٢٤٨/١)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২৪৮, আবু দাউদ ২/৫০৪, ফাতহুল কাদীর ৭/২, কানযুল উম্মাল- ৬/১১৪

ইসলামের স্বার্থে মহিলা প্রার্থী হওয়া জায়েয নাই

প্রশ্ন : ইসলামী দলের পক্ষ হতে যদি কোন মহিলা ইসলামের স্বার্থে প্রার্থী হন তাহলে শরীয়তে তার বিধান কি?

উত্তর : মহিলা নির্বাচনে ইসলামের কোন স্বার্থ নেই। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন মহিলার জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া জায়েয নেই।

وفی الاحکام القران : واجمعوا علی ان المرأة لا یجوز ان تکون اماما ـ ۱۹۲/۱)

প্রমাণ ঃ আহকামুল কুরআন- ১/১৯২, বুখারী- ২/৬৩৮, তিরমিযী- ২/২৬৪,

ভোট দেওয়ার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : ভোট কাকে দিব কি দেখে দিব? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখতে হবে প্রার্থীর মধ্যে নিম্নের গুণগুলো আছে কিনা?

১। শরীয়তের ব্যাপারে অভিজ্ঞ

২। শরীয়ত মেনে চলা

৩। নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন

৪। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ন্যায়-নীতি ও দ্বীনের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা দিতে সক্ষম হওয়া। সেই অগ্রগণ্য হবে। এমন লোক না পাওয়া গেলে তুলনামূলক যোগ্য প্রার্থী দেখে ভোট দিবে। কারো নির্দেশে নয়।

کمافی القرآن الکریم: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا ـ (سورة النساء ٥٨)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৫৮, বুখারী ২/১০৫৭, আহকামুল কোরআন ২/২৯৭

ঝিনুক খাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : ঝিনুক খাওয়ার বিধান কি?

উত্তর : ঝিনুক খাওয়া জায়েয নেই।

کمافی الهدایة: ولا یؤکل من حیوان الماء الا السمك ـ (فصل فیما یحل اکله ومالا ٤٤٢/٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ৪/৪৪২, মাউসুআ ৫/১২৮, কানযুদ দাকায়েক ৪১৯, বিনায়া ১১/৬০৪

মহিলাদের জন্য ভিন পুরুষ ও বুযুর্গদের ঝুটা খাওয়া

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য ভিন পুরুষদের ঝুটা এবং বুযুর্গদের ঝুটা খাওয়ার বিধান কি?

উত্তর : ভিন পুরুষদের ঝুটা ও পানি মহিলাদের জন্য খাওয়া ভালো নয়। কিন্তু বুযুর্গ এবং নেক ব্যক্তিদের ঝুটা বরকত মনে করে খাওয়া ঠিক আছে।

وفى الدر المختار: يكره سورها للرجال كعكسه للاستلذاذ واستعمال ريق الغير وهو لا يجوز مجتبى - (فى البيئر ١/٤٠ زكريا)

প্রমাণ ঃ শামী ১/২২২, দুররে মুখতার ১/৪০, বাদায়ে ১/২০১,

জেব্রা খাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : জেব্রা খাওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : যে সমস্ত পশু হিংস্র ও বিষদাঁত বিশিষ্ট সেগুলো খাওয়া হারাম। আর যে সমস্ত প্রাণী এমন নয়, সেগুলো খাওয়া হালাল। জেব্রা হিংস্র ও বিষদাঁত বিশিষ্ট নয় বিধায় খাওয়া হালাল। তবে না খাওয়াই ভাল।

وفى الهداية: ولا يجوز اكل ذى ناب من السباع ولا ذى مخلب من الطيور - (فصل كتاب الذبائح ٤/٤٤٠ اشرفية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/২৭৩, হিদায়া ৪/৪৪০, ফাতহুল কাদীর ৮/৪১৮, কানযুদ দাকায়েক ৪১৮

মুরগীর গলার সাদা রগ খাওয়া

প্রশ্ন : মুরগীর গলার সাদা রগ খাওয়া যাবে কি না? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই

উত্তর : খাওয়া মাকরুহ। তাই তা বের করে ফেলে দেয়া উচিত।

وفى البناية: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة سبعا: المرارة والمثانة والغدة... والذكر والانثيين والدم - ٠كتاب الذبائح ١١/٥٦٥ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা আ'রাফ ১৫৭, বেনায়া ১১/৫৬৫, বাদায়ে ৪/১৯০, কানযুদদাকায়েক ৪৯৬

জলজ প্রাণী মাছ ব্যতীত যে কোনো প্রাণী খাওয়া হারাম

প্রশ্ন : জলজ প্রাণীর মাঝে কোন কোনগুলো খাওয়া হারাম?

উত্তর : হানাফি মাযহাব মতে মাছ ব্যতীত জলজ অন্য সকল প্রাণী খাওয়া হারাম।

وفى البحر الرائق : ولا يؤكل مائى الا السمك غير طاف (كتاب الذبائح ٨/١٧٦ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা নহল ১৪, আল বাহরুর রায়েক- ৮/১৭২, হিদায়া ৪/৪৪২ বাদায়ে ৪/১৪৪

নদীতে ভেসে যাওয়া ফল খাওয়া

প্রশ্ন : প্রবাহমান নদীতে ভেসে যাওয়া ফল খাওয়া জায়েয কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রবাহমান নদীতে ভেসে যাওয়া ফল খাওয়া জায়েয আছে। কেননা তা উঠিয়ে না নেয়া হলে নষ্ট হয়ে যাবে।

وفى خلاصة الفتاوى: رفع التفاح والكمثرى من النهر الجارى واكلهما جاز وان كثر۔ (كتاب الكراهية: ٣٦٤/٤ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৮/১৮৩-৮৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৬৪

চামচ বা ছুরি দিয়ে খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : চামচ বা ছুরি দিয়ে খাদ্য খাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনও চামচ দিয়ে খাদ্য খাননি। তাই বিনা প্রয়োজনে চামচ, কাটা চামচ ইত্যাদি দিয়ে খাওয়া সুন্নাতের খেলাফ। হুজুর (সা.) হাত দিয়ে খেতেন। খাওয়ার শেষে আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার করতেন। গোশত ইত্যাদি ছুরি দিয়ে না কেটে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাওয়া সুন্নাত। তবে একান্ত জরুরতের বেলায় চামচ দিয়ে খাওয়া বা ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খাওয়ার অনুমতি আছে। তবে এক্ষেত্রে বিধর্মীদের সামঞ্জস্য থেকে পরহেয করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও কোন কোন সময় ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খেয়েছেন। কারণ গোশত খুবই শক্ত ছিল। দাঁত দিয়ে কাটার উপযোগী ছিল না।

وفى الشامية: ويكره وضع المملحة والقصعة على الخبز ومسح اليد او السكين به ويعلقه بالخوان ۔ (٣٤٠/٦)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ২/৩৬৩, শামী ৬/৩৪০, আশবাহ ১৪০

পুজার লাড্ডু খাওয়া

প্রশ্ন : হিন্দুদের পুজা উপলক্ষ্যে তাদের তৈরিকৃত লাড্ডু খাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : হিন্দুদের খাবার খাওয়া মূলত হারাম না। তবে কোন খাবারকে যদি মূর্তির নামে উৎসর্গ করে বা কোন হারাম বস্তু দিয়ে তৈরি করে কিংবা কেউ তাদের পুজার সম্মানের জন্য গ্রহণ করে খায়, তাহলে হারাম হবে।

وفى البحرالرائق: ولا بأس بطعام المجوسى الا الذبيحة : (كتاب الكراهية ١٨٤/٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৭৩, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৮৪ মাওসুআ ২/৩৩৪

জবাই ছাড়া কোন প্রাণী খাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : জবাই করা ছাড়া কোন কোন প্রাণী খাওয়া হালাল কিনা?

উত্তর : জবাই করা ছাড়া দুই প্রকার প্রাণী খাওয়া হালাল– (১) মাছ (২) টিড্ডি (যা ফড়িং জাতীয় এক প্রকার প্রাণী)।

وفى الدر المختار على الشامية: وحل الجراد وان مات حنف انفه بخلاف السمك وانواع السمك بلا ذكاة لحديث احلت لنا ميتتان السمك والجراد ـ (كتاب الذبائح ح ٣٠٧/٦)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৩০৭-২৯৪, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৬৭২

অমুসলিমকে তাদের উপাসনালয় দেখিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : কোন মুসলমান অমুসলিমকে তাদের উপাসনালয় দেখিয়ে দেওয়ার শরয়ী বিধান কি?

উত্তর : অমুসলিমকে তার উপাসনালয় দেখিয়ে দেওয়া মানে তাকে গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা আর আল্লাহ তায়ালা গুনাহের কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন। তাই একজন মুসলমানের জন্য অমুসলিমকে তার উপাসনালয় দেখিয়ে দেওয়া সমীচিন হবে না।

وفى روح المعانى : فيعم النهى كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصى ويندرج فيه النهى عن التعاون على الاعتداء والانتقام (٥٩/٣

প্রমাণ ঃসুরা মায়িদা ২, সূরা কাসাস ১৭, রুহুল মাআনী ৩/৫৭

মুসলমানের জন্য অমুসলিমদের পাত্রে খাওয়া

প্রশ্ন : কোন মুসলমান এর জন্য কাফের মুশরিকদের পাত্রে খানা পিনা করার হুকুম কি?

উত্তর : কাফেরদের পাত্র ব্যবহারের পূর্বে ভালোভাবে ধৌত করে খানা-পিনা করা জায়েয। ধৌত করা ছাড়াও ব্যবহার জায়েয তবে তা মাকরুহ হবে। যদি তাতে কোন নাপাকি না থাকে। আর নাপাকি থাকার বিষয়টা জানা থাকা সত্ত্বেও ধৌত না করে ব্যবহার করা নাজায়েয।

وفى البزازية فى هامش الهندية: والاكل والشرب فى انى المشركين يكره ـ (كتاب الكراهية: ٣٥٩/٦ حقانية)

প্রমাণ ঃ বুখারী- ২/৮২৩, বাযযাযিয়া- ৬/৩৫৯, মেরকাত- ৮/৭,

চিকিৎসার জন্য কেঁচো, ব্যাঙ খাওয়া

প্রশ্ন : চিকিৎসার জন্য কেঁচো, ব্যাঙ খাওয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : চিকিৎসার জন্য হালাল বস্তু হওয়া জরুরী। তবে যদি কোন মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তার বলে যে কেঁচো, ব্যাঙ ইত্যাদি দ্বারা তৈরিকৃত ঔষধ খাওয়া ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা নেই তখনই খাওয়া জায়েয হবে অন্যথায় নয়।

وفى البحرالرئق: ونهى عليه الصلاة والسلام عن دواء النخذ فيه الضفدع ونهى عن بيع السرطان والميتة المذكرر فيما تلى محمولة على حالة الاضطرار وهو مباح۔ (فصل فيما يعل ومالا يحل ١٧٢/٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ বুখারী ২/৮৪৮, মিশকাত ২/৩৮৮, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭২, খুলাসা ৪/৩৬৫

কুকুরের দুধ পান কৃত ছাগলের বাচ্চার গোশত খাওয়া

প্রশ্ন : ছাগলের বাচ্চা যদি কুকুরের দুধ পান করে তাহলে তার গোশত খাওয়া হালাল হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, তার গোশত খাওয়া হালাল।

كمافى الدر المختار : كما حل أكل جدى غذى بلبن خنز ير لان لحمه لا يتغير و ماغذى به يصير مستهلكا لا يبقى له روتر۔ (كتاب الحظر ٢٣٦/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৩৬, শামী ৬/৩৪১, আল বাহরুর রায়েক ৫/১৮৩, আলমগীরী ৩/৩৫৯

কাকড়া খাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কেউ কেউ বলে যে কাকড়া খাওয়া নাজায়েয। কিন্তু ব্যাঙ খাওয়া জায়েয। শরীয়তের আলোক এর হুকুম জানতে চাই।

উত্তর : আমাদের হানাফি মাযহাব মতে পানির মাছ ব্যতীত অন্য সবই হারাম। তাই ব্যাঙ, কাকড়া ইত্যাদি কোন কিছুই খাওয়া জায়েয হবে না।

وفى الدر المختار : ولا يحل حيوان مائى الاالسمك۔ (كتاب الذبائح ٢٢٩/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা আল আ'রাফ ১৫৭, দুররে মুখতার ২/২২৯, মিশকাত ৩৬১, হিদায়া ২/৪৪২

অমুসলিমদের হোটেলে খানা খাওয়া

প্রশ্ন : অমুসলিমদের হোটেলে খানা খাওয়ার বিধান কি?

উত্তর : খাওয়া যাবে যদি একথা পূর্বে থেকে জানা থাকে যে সেখানে হালাল খানার ব্যবস্থা আছে। অন্যথায় খাওয়া যাবে না। তবে এমন হোটেল থেকে মুসলমানদের খানা না খাওয়াই উচিত।

كمافى ابى داؤد : عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية المشركين واسقيتهم فنستمتع بهافلا يعيب ذلك عليهم ـ (باب فى استعمال انيه اهل الكتاب ٥٢٦ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ৫৩৬, বাদায়ে ১/২০১, আলমগীরী ৬/৩৩৩

গোশতের টুকরায় الله লেখা থাকলে তা খাওয়া

প্রশ্ন : যদি গোশতের টুকরায় الله লেখা পাওয়া যায় তা খাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : যে গোশতে الله শব্দ লেখা থাকে তাও খাওয়া জায়েয আছে। যদি গোশত হালাল ও পবিত্র হয়। অন্যথায় খাওয়া জায়েয হবে না।

كما فى القران المجيد: يسئلونك ما ذا احل لهم قل احل لكم الطيبت (سورة المائدة ٣)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ৩ সূরা তুর ২২ শামায়েলে তিরমিযী ২/১১

কুচে খাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : কুচে খাওয়া জায়েয কিনা?

উত্তর : না, কুচে খাওয়া জায়েয নাই।

وفى الدر المختار: ولا يحل حيوان مائى الا السمك ـ (كتاب الذبائح ٢٢٩/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা আরাফ–১৫৭, মিশকাত- ৩৬১, দুররে মুখতার ২/২২৯,

খাওয়ার পূর্বে উভয় হাত ধৌত করা

প্রশ্ন : খাওয়ার পূর্বে দুনো হাত ধৌত করা সুন্নাত নাকি এক হাত ধৌত করলেও সুন্নাত আদায় হবে?

উত্তর : খাওয়ার পূর্বে দুনো হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত। এক হাত ধৌত করার দ্বারা সুন্নাত আদায় হবে না।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : يسن للاكل غسل اليدين قبله وبعده (باب اداب الطعام والشراب ٥٢٩/٣ رشيدية)

প্রমাণ ঃ ইবনে মাজা ২৩৫, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৮৩, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৫২৯, শরহে বেকায়া ১/২৪৭

খাবারে ফুঁক দেওয়া

প্রশ্ন : খাবারে ফুঁক দেওয়া ও গরম খাবার খাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : খাবারে ফুঁক দেওয়া ও গরম খাবার খাওয়া উচিৎ নয়।

وفى البحر الرائق: ولا يأكل طعاما حارا به ورد الأثر — ولا ينفخ فى الطعام والشراب ـ (فصل فى الاكل والشرب ١٨٤/٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ৩৭১, তিরমিযী ২/১১, আল বাহরুর রায়েক ৮/১৮৪, খুলাসা ৩/৩৬০,

খানার শুরু ও শেষে লবণ খাওয়া

প্রশ্ন : খানার শুরু ও শেষে লবণ খাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : খানা খাওয়ার শুরু ও শেষে কিছু লবণ খাওয়াকে ফুকাহায়ে কেরাম মুস্তাহাব লিখেছেন কিন্তু এটা শরয়ী মুস্তাহাব নয়, বরং অভ্যাসগত মুস্তাহাব।

كما فى البحر الرئق: ومن السنة ان يبدا بالملح ويختم بالملح (باب فى الاكل والشرب ١٨٤/٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৮/১৮৪, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৫৩০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৩/৩৬০,

হিন্দুদের দোকান থেকে ক্রয়কৃত গোশত খাওয়া

প্রশ্ন : হিন্দুদের দোকান থেকে ক্রয়কৃত গোশত খাওয়া জায়েয কিনা?

উত্তর : কোন বিশ্বস্ত সূত্রে যদি জানা যায় এটা মুসলমানের হাতে শরয়ী পদ্ধতিতে জবাইকৃত নয় তাহলে খাওয়া জায়েয হবে না। অন্যথায় খাওয়া জায়েয হবে। তবে না খাওয়াই উত্তম। কেননা, তারা অনেক সময় মুসলমানদেরকে মিথ্যা কথা বলে বিধর্মীদের জবাইকৃত পশুর গোশত বা মরা পশুর গোশত খাওয়ায়। আর এক্ষেত্রে তাদের কথা (মুসলমানদের হাতে জবাইকৃত) গ্রহণযোগ্য হবে না।

كمافى الشامية: مسلم اشترى لحما فاخبره ثقة انه ذبيحة المجوسى فانه لا ينبغى للمشترى ان ياكل ـ) ٢٤٣/٥)

প্রমাণ ঃ শামী ৫/২৪৩, হিদায়া ৪/৪৩৪, কুদুরী ২২৫,

প্লাষ্টিক সার্জারী কখন জায়েয

প্রশ্ন : প্লাষ্টিক সার্জারী কখন করা জায়েয আছে?

উত্তর : কারো কোন অঙ্গ যদি স্বাভাবিক মানুষের অঙ্গের চেয়ে বিকৃত হয় তাহলে ঐ অঙ্গকে স্বাভাবিক করার জন্য প্লাষ্টিক সার্জারী করা জায়েয আছে। যেমন কাটা

ঠোঁট ভরাট করা, ফাটা নাক মসৃণ করা ইত্যাদি। উল্লেখ থাকে যে ত্বক ফর্সা, দাঁত সুন্দর, চেহারার আকৃতি সুন্দর ইত্যাদি করার জন্য প্লাষ্টিক সাজারী জায়েয নেই। কেননা রাসুল সা. এ ব্যাপারে লানত করেছেন।

كما فى العالمغيرية: من له سلعة زائدة يريد قطعها ان كان الغالب الهلاك فلا يفعل والا فلا بأس به (جـ٥ صـ ٣٦٠)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ-২/৮৮১, মুসলিম-২/২০৪, মিশকাত-২/৩৮১, আলমগীরী-৫/৩৬০)

ভোটারদের টাকা দেওয়া

প্রশ্ন: ক্যানভাসাররা স্বপক্ষের প্রার্থীকে ভোট দেয়ার জন্য টাকা দিয়ে গেছে। এখন সংশ্লিষ্ট ভোটারের এ টাকার ব্যাপারে করণীয় কি?

উত্তর: শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোট সাক্ষ্য সমতুল্য। আর সাক্ষ্য দিয়ে টাকা নেওয়া ঘুষের অন্তর্ভূক্ত; সুতরাং ক্যানভাসাররা যে টাকা দিয়ে গেছে তা মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিবে। আর অসম্ভব হলে গরীবদেরকে সদকা করে দিবে।

وفى الشامية: يجوز له اخذ الاجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه باجماع الفقهاء - (٦٧/٧)

প্রমাণ: সূরা বাকারা: ২৮৩-১৮৮, তিরমিযী- ১/২৪৮, শামী, ৭/৬৭, ফাতহুল কাদীর: ৭/২, আল ফিকহুল ইসলামি ৪/৭৪৫

আখলাক/আত্মশুদ্ধি

তাওবা ও ইসতেগফার

প্রশ্ন : তাওবা ও ইস্তেগফারের হাকীকত কি? এবং তা কবুল হওয়ার শর্ত কি কি?

উত্তর : তাওবা এর শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা- পরিভাষায় তাওবা বলা হয় গুনাহের কাজ স্মরণ করে মনে মনে লজ্জিত হওয়া ও অনুতপ্ত হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাজ ছাড়িয়া দেয়া ও ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে আর এমন কাজ করিব না। ইস্তেগফারের শাব্দিক অর্থ মাফ চাওয়া। পরিভাষায় ইস্তেগফার বলা হয় গুনাহ করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেছেন, তাওবা কবুল হওয়ার শর্ত চারটি।

১। যে গুনাহের মাঝে লিপ্ত আছে তা ছেড়ে দেয়া।

২। কৃত গুনাহের উপর লজ্জিত হওয়া।

৩। ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

৪। বান্দার হক নষ্ট করলে তা আদায় করা।

وفى الموسوعة الفقهية: عرفها الغزالى بانها العلم بعظمة الذنوب والندم والعزم على الترك فى الحال والاستقبال والتلافى جـ١٤ صـ١١٩

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ১৪/১১৯, হাশিয়ায়ে মিশকাত ১/২০৩, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৬/১৪১, তালিমুদ্দীন ৯৪)

হিংসা ও লৌকিকতার প্রতিকার

প্রশ্ন : হিংসা-হাসাদ, রিয়া, তাকাব্বুর এর প্রতিকার কি?

উত্তর : হিংসা-হাসাদের প্রতিকার- (১) যার সাথে হিংসা হয় তাকে আগে আগে সালাম করা (২) সফরে যাওয়ার সময় মুসাফাহা করা (৩) হাদিয়া দেয়া (৪) দাওয়াত দেয়া (৫) তার নিয়ামত বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা (৬) তার প্রশংসা করা (৭) মনে মনে এই চিন্তা করা আল্লাহ পাক তাকে যে নেয়ামত দান করেছেন, আমি সেই নিয়ামত দূরীভুত হয়ে যাওয়ার কামনা করছি এতো আল্লাহ পাকের সাথে মুকাবালা যা আদৌ আমার জন্য উচিত নয়।

রিয়ার প্রতিকার (১) হুব্বে জাহ বা সম্মান-প্রীতি অন্তর থেকে বের করতে হবে (২) রিয়ার চেতনা এসে গেলেও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না বরং সহীহ নিয়ত অন্তরে উপস্থিত করে কাজ করে যেতে থাকবে, এভাবে সেটা অভ্যাসে পরিণত হবে এবং অভ্যাস থেকে ইবাদত ও ইখলাসে পরিণত হবে (৩) যে ইবাদত

প্রকাশ্যে করার বিধান সেগুলো প্রকাশ্যেই করতে হবে এছাড়া অন্যান্য ইবাদত প্রকাশ করারও নিয়ত রাখবে না গোপন করারও উদ্যোগ নিবে না।

তাকাব্বুর বা অহংকারের প্রতিকার (১) নিজের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যে আমি নাপাক পানি থেকে তৈরী এবং বর্তমানেও আমার পেটে নাপাক ভরা, চোখে-মুখে ও নাকের ভিতর ময়লা ভরা আর মৃত্যুর পর আমার সব কিছু পচে গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে (২) একথা চিন্তা করা যে সমস্ত গুণ মূলতঃ আল্লাহরই একান্ত দান, আমার বুদ্ধি বা বাহুবলে তা অর্জিত হয়নি, নতুবা আমার চেয়ে কত বুদ্ধিমান বা শক্তিশালী ব্যক্তি এ গুণ অর্জন করতে পারেনি। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহে যা অর্জিত হয়েছে তার জন্য আমার অহংকার বা বড়ত্ববোধ করা বোকামী বৈ কি? বরং এর জন্য আল্লাহর সামনে বিনয়ী হওয়া উচিত। (৩) যাকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হবে তার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। (৪) অভাবী ও গরীব শ্রেণীর লোকদের সাথে বেশী উঠা বসা করা। (৫) মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করবে (৬) নিজের দোষ-ত্রুটি নিন্দা অপবাদ শুনেও প্রতিবাদ না করা (৭) সকলকে আগে সালাম দেয়া (৮) তাকাব্বুর বা অহংকার দূর করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো অহংকারের ধারণ ও বিবরণ জানিয়ে হক্কানী পীর ও শায়েখে তরীকত থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা জেনে সে অনুযায়ী আমল করা।

وفی روح کی بیماریاں اوران کی علاج: حسد کی علاج (۱) جس پر حسد ہواس کے لئے ہر روز دعاء کا معمول بنا لینا(۲) اپنی مجالس میں اس کی تعریف کرنا(۳) گاہ گاہ ہدیہ اور تحفہ بھیجنا۔ (۴) ناشتہ یا کھانے کی گاہ بگاہ دعوت کرنا۔ تکبر کی علاج: (۱) اپنے گناہوں کو سوچا کرے اور اللہ تعالی کی پکڑ اور محاسبہ کا دھیان رکھے جب اپنی فکر میں پڑے گا اور دوسروں کی تحقیر تنقید اور تبصرہ سے بچے گا ریا کا علاج حصول اخلاص ہے اور حدیث پاک میں اخلاص کی حقیقت یوں ارشاد ہے کہ عبادت اس دھیان سے کرے کہ ہم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم ان کو نہیں دیکھتے تو وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں۔ (ص ۱۳۹-۴۸)

প্রমাণ : সূরা লোকমান-১৮, রুহ কি বিমারিয়া-১৩৯-৪৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-১৭/২৭৪

জিকির হতে কুরআন তিলাওয়াত উত্তম

প্রশ্ন : কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম নাকি জিকির করা উত্তম?

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় জিকির করা থেকে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করা উত্তম।

كما فى الشامية : القراءة افضل من غير المأثور - ج٢ ص_٤٩٧ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/৪৯৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২১/২৩৭, জামেউল ফাতাওয়া ৩/২৫)

আত্মশুদ্ধি উলামায়ে কিরামদের জন্যও জরুরী

প্রশ্ন : আলেমগণের জন্য কি আত্মশুদ্ধি জরুরী?

উত্তর : হ্যাঁ উলামায়ে কেরামসহ সকলের জন্য আত্মশুদ্ধি ফরযে আইন।

وفی فتاوی محمودية : اخلاق فاضلہ اعمال صالحہ کی تحصیل ہر شخص پر واجب ہے (ج۱۵ص۸۸ ذکریا)

প্রমাণ : সূরা শামস-৯, মাহমুদিয়া ১৫/৮৮, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৫৪৫,

শুধু তাবলীগ দ্বারা আত্মশুদ্ধি হবে কি?

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ওয়ালার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক না রেখে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে থাকে তথা চিল্লা বা সাল লাগায় তাহলে এর দ্বারা তার আত্মশুদ্ধি হাছিল হবে কি না?

উত্তর : হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)-এর প্রতিষ্ঠিত দাওয়াত ও তাবলীগ মানুষকে আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত করে, মানুষের মধ্যে ঈমান আমল, তায়াক্কুল ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন হয়, মুজাহাদা করার যোগ্যতা হাসিল হয়, দ্বীনি কাজ করার জযবা জন্মে, আরো অনেক ফায়দা রয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তাবলীগের মেহনত করলে দ্বীনের অন্য কোন মেহনত করার প্রয়োজন হবে না। বরং দাওয়াতের মেহনত করার পর যাদের কিরাত সহীহ নয়, তারা কারী ছাহেবদের নিকট গিয়ে কিরাত সহীহ করে নিবে, এবং উলামা মুফতিদের নিকট গিয়ে মাসআলা জেনে নিবে, এবং আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট গিয়ে আত্মশুদ্ধি করে নিবে, তাহলে তার দ্বীন পরিপূর্ণ হবে। তাবলীগের তৃতীয় সিফাত ইলম ও যিকির তাসহীহে নিয়ত দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের হিফাজতের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন। এর প্রত্যেকটার অবদান ও খিদমত ভিন্ন ভিন্ন। এর কোন একটার দ্বারা দ্বীনের সকল লাইনের খিদমত আনজাম দেয়া সম্ভব না। সুতরাং মসজিদ মাদরাসা মক্তব, খানকাহ, দাওয়াত, জিহাদ, ইরশাদ, এসবই দ্বীনের একেক লাইনের মেহনত এর কোনটাকে বন্ধ করা বা বাদ দেয়া সম্ভব না। এমনকি তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. নিজেও হযরত মুফতি রশীদ আহমদ গাংগুহী রহ.-এর খানকাহ থেকে নিজ আত্মার পরিশুদ্ধি করিয়াছেন। এবং তিনার মুরুব্বীগণও এমন করেছেন। এবং বর্তমান জামানা পর্যন্ত যারা কাজ করে আসছেন, তারাও আত্ম পরিশুদ্ধির কাজ করে আসছেন। সুতরাং দাওয়াতের পাশা পাশি নিজের আমলের হিফাযতের লক্ষে অন্তরের রোগ সমূহেরও সংশোধন করতে হবে, যা আল্লাহ ওয়ালাদের বাতানো পদ্ধতি ছাড়া কোন অবস্থায় সম্ভব নয়। দীর্ঘ ১৪০০ বছর ধরে এভাবেই আত্মশুদ্ধির কাজ চলে আসছে।

كما فى القران : ياايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدقين ـ (سورة التوبة : آيت ١١٩

(প্রমাণ : সূরা তাওবা-১১৯, সূরা শামস্-৯, হাক্কানিয়া ২/২৭৭)

শরীয়ত কাকে বলে

প্রশ্ন : শরীয়ত কাকে বলে?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত আহকাম তার বান্দাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন তাকে শরীয়ত বলা হয়।

كمافى قواعد الفقه : هى الإيتمار بالتزام العبودية وقيل الشريعة هى الطريق فى الدين فالشرع والشريعة على هذا واحد قال فى المغرب والشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة فى الدين ـ (نصير بك دپو ٢٨٨)

প্রমাণ ঃ কাওয়াদে ফেকাহ ২৮৮, শামী ১/৬০

বাচ্চা ও পাগলের গীবত করা

প্রশ্ন : বাচ্চা ও পাগলের গীবত করার হুকুম কি?

উত্তর : বাচ্চা ও পাগলের গীবত করা সাবালক ও জ্ঞানসম্পন্ন লোকের গীবতের মতই নাজায়েয। তাই তাদেরও গীবত করা যাবে না।

كمافى القران المجيد: ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوالله ان الله تواب رحيم ـ (سورة الحجرات ١٢)

প্রমাণ ঃ সূরা হুজুরাত ১২, মিশকাত ৪১২,

বাইয়াত হওয়ার উদ্দেশ্য

প্রশ্ন : বাইয়াত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কি? বাইয়াত হওয়া ছাড়া কি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা যাবে?

উত্তর : বাইয়াত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শায়েখের পরামর্শ মুতাবিক নিজের জীবনকে পরিচালনা করে আমলের মধ্যে ইখলাস সৃষ্টি করে আল্লাহওয়ালা হওয়া। কোন ব্যক্তি যদি বাইয়াত না হয় কিন্তু সে কুরআন সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনের আদর্শ মুতাবিক সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অটল থাকে তাহলে তার জন্যও আল্লাহওয়ালা হওয়া সম্ভব। তবে এমনটা নিতান্তই কম। কেননা আল্লাহ তালার চিরবিধান পৃথিবীর শুরু লগ্ন থেকে এটাই রয়েছে যে আল্লাহর নেক বান্দাদের সোহবতের দ্বারাই লোক আল্লাহওয়ালা হয়।

كما فى فتاوى رشيديه: مراد بیعت سے تحصیل اخلاص اور نور اسلام کا تجلیہ ہے اور یہ بدون شیخ کے بھی حاصل ہو جاتا ہے اگرچہ اکثر یہیں ہے کہ کسی کے توسل کی ضرورت ہے (ص ۲۲۴ زکریا بکڈپو

(প্রমাণ : সূরা আলা-১৪, ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া-২২৪, জামিউল ফাতাওয়া ৩/১৭)

ছাত্রাবস্থায় বাইয়াত হওয়া

প্রশ্ন : ছাত্রাবস্থায় বাইয়াত হওয়ার অনুমতি আছে কি না?

উত্তর : আত্মশুদ্ধি প্রত্যেক বালেগ মুসলমানের উপর ফরয। বিশেষ করে ইলম দ্বীন অন্বেষণকারীদের জন্য একান্ত জরুরী। আর একথা বাস্তব যে, নিজে নিজের আত্মশুদ্ধি করা সম্ভব নয়। বরং কোন কামেল আল্লাহ ওয়ালার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করে অন্তরের রোগের অবস্থা জানিয়ে তার বাতানো পথে চলে আত্মার পরিশুদ্ধি করতে হয়। সুতরাং ছাত্রাবস্থায়ই প্রত্যেক ছাত্রকে তার মুনাসেব কোন সাহেবে নিসবত আল্লাহ ওয়ালার হাতে বাইআত হয়ে বা ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করে নিজ নিজ আত্মার পরিশুদ্ধি করতে যত্নবান হওয়া উচিৎ। উল্লেখ্য যে, পূর্বের যামানার সাথে বর্তমান যমানাকে তুলনা করলে চলবে না, তখনকার পরিবেশ গুনাহ মুক্ত ছিলো। এবং উস্তাদ মহোদয়গণ আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার কারণে একজন ছাত্র লেখা পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ ওয়ালাও হয়ে যেত। আর বর্তমানের বাহ্যিক হালাত তার বিপরীত।

وفى فتاوى محمودية: عقائد حسنہ اخلاق فاضلہ اعمال صالحہ کی تحصیل ہر شخص پر واجب ہے خواہ اساتذہ سے خواہ کتابوں سے پڑھکر یا بذرگان دین کی صحبت میں رہ کر ہو یا خواہ بذریعہ مطالعہ۔۔۔۔۔اب اس دور میں عمومی استعداد اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ بغیر پیر کامل سے رابطہ قائم کئے اور بغیر ان کی ہدایت پر عمل کئے اخلاق رذیلہ زائل نہیں ہوتے اور اخلاق فاضلہ حاصل نہیں ہوتے۔ج ۱۵ ص ۸۸

(প্রমাণ : সূরা আল'লা, সূরা শামস-৯, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৫/৮৮)

দুই শায়েখের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখা

প্রশ্ন : একই সময় দুই শায়েখের সাথে সর্ম্পক রাখার বিধান কি?

উত্তর : ইসলাহী সম্পর্ক তো একই শায়েখের সাথে হওয়া উচিত। হ্যাঁ শায়েখ যদি দূরে থাকেন তাহলে শায়েখের অনুমতি নিয়ে নিকটবর্তী বুযূর্গের খেদমতে হাজির হয়ে তার থেকে উপকৃত হওয়া যাবে।

كما فى جامع الفتاوى : اصلاحی تعلق تو ایک ہی شیخ سے ہونا چاہئے البتہ اگر شیخ دور ہو تو ان کی

اجازت سے کسی مقامی بزرگ کی خدمت میں حاضری اور اس سے استفادے کا مضائقہ نہیں (کتاب السلوک، الصروف ج۳ ص۱۷ مکتبہ اشرفیہ)

(প্রমাণ : সূরা তাওবা-১৯৯, জামিউল ফাতাওয়া ৩/১৭, আজিজুল ফাতাওয়া-১/১৬৫)

মহিলাদের বাইয়াত করা

প্রশ্ন : মহিলাদের কি বাইয়াত করা জায়েয আছে? যদি থাকে তাহলে বাইয়াতের পদ্ধতি কি?

উত্তর : মহিলারা তাদের মাহরামের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির সবক গ্রহণ করবে এবং কোন হাক্কানী পীরের কাছে বাইয়াত হতে পারবে। শর্ত হলো, শরীআতের কোন খেলাফ কাজ হতে পারবে না। এবং শরয়ী পর্দা রক্ষা করে পর্দার আড়াল থেকে মৌখিকভাবে বাইয়াত হবে। হাতে হাত রেখে বা শরীআতের পরিপন্থী কোন কাজের মাধ্যমে বাইয়াত হওয়া জায়েয নেই। বর্তমান সময়ে মাশায়েখদের জন্য উচিত বাইয়াতে রিজওয়ান অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে হযরত উসমান গণী (রা.)-কে গায়েবানা বাইয়াত করেছিলেন সেভাবে গায়েবানা বাইয়াত করে নেয়া।

وفى الصحيح البخارى : قالت عائشة فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلامًا ولا والله ما مست يده يد امراة قط فى المبايعة. (جـ٢ صـ٧٢٦)

(প্রমাণ : সূরা মোমতাহিনা-১২, বুখারী-২/৭২৬, হাক্কানিয়া ২/২৪৫)

হক্কানী পীরের জন্য সুন্নাতের পাবন্দি হওয়া শর্ত

প্রশ্ন : খাঁটি পীর হওয়ার জন্য সুন্নাতের পাবন্দি হওয়া শর্ত কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, সুন্নাতের পাবন্দি ছাড়া কোন ব্যক্তি হক্কানী পীর হতে পারে না।

كمافى احسن الفتاوى : شیخ کامل کی علامت یہ ہیں کہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں پورے طور پر متبع سنت ہو اور اپنے متعلقین و مریدین کو بھی ہر معاملہ میں اتباع سنت کی تلقین وتاکید کرتا ہو ج۱ ص۵۴۸

(প্রমাণ : সূরা তাওবা-১৯৯, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৫৪৮,
ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ১/১৬৬)

হক্কানী ও বাতিল পীরের পরিচয়

প্রশ্ন : হক ও বাতিল পীরের পরিচয় কি?

উত্তর : হক্কানী পীরের দশটি আলামত রয়েছে–

(১) পীর সাহেব তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ ও ধর্মীয় যাবতীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ আলিম হওয়া আবশ্যক অন্ততঃপক্ষে মিশকাত শরীফ পর্যন্ত ও জালালাইন শরীফ বুঝে পড়েছেন পরিমাণ ইলম থাকা জরুরী।

(২) পীরের আকীদা এবং আমল শরীআতের মুয়াফিক হওয়া অপরিহার্য। তার স্বভাব-চরিত্র ও অন্যান্য গুণাবলী যেরকম শরীআত চায় সে রকম হওয়া।

(৩) পীরের মধ্যে লোভ (টাকা-পয়সা, সম্মান-প্রতিপত্তি, যশ ও সুখ্যাতির লিপ্সা) থাকবে না। নিজে কামিল হওয়ার দাবী করবে না।

(৪) তিনি কোন কামিল পীরের খিদমতে থেকে ইসলাহে বাতেন (অন্তরকরণে পরিশুদ্ধতা) এবং তরীকত অর্জন করেছেন।

(৫) সমসাময়িক পরহেযগার মুত্তাকী আলেমগণ এবং সুন্নাত তরীকার ওলীগণ তাকে ভাল বলে মনে করেন।

(৬) দুনিয়াদার অপেক্ষা দ্বীনদার লোকেরাই তার প্রতি বেশী ভক্তি রাখে।

(৭) তার মুরীদদের মধ্যে অধিকাংশ এরকম হতে হবে যে, তারা প্রাণপণে শরীআতের পাবন্দ করেন এবং দুনিয়ার প্রতি মোহ-লালসা রাখেন না।

(৮) তিনি এমন হবেন যে মনোযোগের সাথে মুরীদদের তা'লীম তালকীন করেন এবং অন্তর দিয়ে এটা চান যে তারা ভাল হক, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করুক তিনি মুরীদদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দিতে পারেন না, তাদের মধ্যে যদি কোন দোষ-ত্রুটি দেখেন বা শুনতে পান তাহলে যথারীতি (কাউকে নরমে কাউকে গরমে) সংশোধন করেন।

(৯) তার সুহবতে কিছুদিন থাকলে দুনিয়ার মুহাব্বত কমে যায় এবং আখেরাতের চিন্তা-ফিকির বাড়তে থাকে।

(১০) তিনি নিজেও রীতিমত যিকির শোগল করেন অন্ততঃপক্ষে করার পাক্কা ইরাদা রাখেন (কেননা, নিজে আমল না করলে অন্ততঃপক্ষে করার পাক্কা ইরাদা না থাকলে, তা'লীম তালকীনে বরকত হয় না। যার মধ্যে এ আলামগুলো পাওয়া যাবে, তিনি হক্কানী পীর, যার মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে না এরপরেও পীর নাম ধারণ করে বসে, সে বাতিল ভণ্ড ও ব্যবসায়ী।

وفی احسن الفتاوی : شیخ کامل کی علامت یہ ہے (۱) وہ زندگی کی ہر شعبہ میں پورے طور پر متبع سنت ہو اور اپنے متعلقین اور مریدین کو بھی ہر معاملہ میں اتباع سنت کی تلقین وتاکید کرتا ہے۔ (۲) امراء واغنیاء کی بجائے صلحاء وعلماء حق اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو اور اس سے عقیدت رکھتا ہوں۔ (۳)

اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالی کی یاد، اٰخرت کی فکر اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔ (۴) اس کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھنے والوں کی اکثریت ظاہرا و باطنا شریعت کی پابند ہو۔ (ج۱ص۵۴۸ز کریا بکڈپو دیوبند)

প্রমাণ : সূরা ইউনুস ৬৩-৬৪, আহসানুল ফাতাওয়া-১/৫৪৮, আজিজুল ফাতাওয়া-১/১৬৬

পীরের সবক আদায়ের হুকুম

প্রশ্ন : হক্কানী পীর ও মাশায়েখগণ যে আমল বা সবক তাদের মুরীদীনদেরকে দিয়ে থাকেন তা পালনের বিধান কি?

উত্তর : হক্কানী পীর মাশায়েখগণ ইসলাহ ও তারবিয়্যাত এর জন্য যে সমস্ত আমল যেমন তিলাওয়াতে কুরআন জিকির, মোরাকাবা ইত্যাদি দিয়ে থাকেন তা নিয়মিত পালন করা উচিত। শরীআতের পরিভাষায় ইহা মুস্তাহাব আমলের অন্তর্ভুক্ত। তবে পরিপূর্ণ ফায়দার জন্য পূর্ণ অনুসরণ জরুরী।

وفى المشكوة : عن ابن عمر قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم ج٢ صـ٣١٩

(প্রমাণ : সূরা নিসা ৫৯, মিশকাত ২/৩১৯, বায্‌যাযিয়া ৪/২৮, তাতার খানিয়া ১/৬৩৩)

বিদ'আতী ও ফাসেক পীরের নিকট বায়আত হওয়া

প্রশ্ন : বিদআতী এবং ফাসেক পীরের নিকট বায়আত জায়েয আছে কি?

উত্তর : পীর এবং শায়েখ যেহেতু আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার মাধ্যম হয় এই জন্য পীর বা শায়েখ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করা একান্ত জরুরী বিদআতী ফাসেক পীর হওয়ার যোগ্য নয়। এদের কারো নিকট বায়আত হওয়া হারাম।

كما فى شفاء العليل : قال شاه ولى الله محدث الدهلوى رحمه الله والشرط الثانى العدالة والتقوى فيجب ان يكون مجتنبا عن الكبائر غير مصر على الصغائر (حقانية: ج٢ صـ٢٤٧)

(প্রমাণ : সূরা তাওবা-১১৯, হাক্কানীয়া ২/২৪৭, ফাতাওয়ায়ে রশিদীয়া ২১৮-২১৯)

রোগের কথা না বলে শুধু পীরকে মুহাব্বত করা

প্রশ্ন : অন্তরের রোগের কথা না বলে শুধু পীরের মুহব্বতেই কি আত্মশুদ্ধি হয়ে যাবে?

উত্তর : না, বরং অন্তরের রোগের কথা পীরকে জানাতে হবে। কারণ ডাক্তারের সাথে শুধু মুহব্বত রেখে রোগের কথা না বললে যেমন আরোগ্য লাভ করা সম্ভব না, এমনিভাবে অন্তরের রোগের কথা পীরকে না বললেও আত্মশুদ্ধি সম্ভব না।

وقال سبحانه تعالى : قد افلح من تزكى : سورة الاعلى آية: ١٤)

(প্রমাণ : সূরা শামস ৯, সূরা আলা-১৪, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১৫/৮৮)

তাছাব্বুরে শায়েখ এর হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমান পীর সাহেবগণ তাদের মুরীদদের একটি ওজীফা দিয়ে থাকেন। যাকে তাছাব্বুরে শায়েখ (অর্থাৎ শায়েখের স্মরণ) বলা হয় এটা জায়েয আছে কি?

উত্তর : তাছাব্বুরে শায়েখ বলতে আমরা যা বুঝি, তা হচ্ছে কারো গুনাহ করার ইচ্ছা হলে, শায়েখের কথা স্মরণ করে সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এতটুকু তাসাব্বুরকে ফুকাহায়ে কেরাম বৈধ ও উপকারের কথা বলেছেন। কিন্তু এর গণ্ডির বাইরে চলে গেলে তা নাজায়েয ও হারাম। বর্তমানে ফিতনার যামানা তাই তাসাব্বুরে শায়েখ না করে অন্য কোন পন্থায় ইসলাহ করা জরুরী এবং সাধারণ মানুষকে তাসাব্বুরে শায়েখের মত ওজীফা না দেয়া জরুরী।

كما فى الحقانية: لما قال شاه ولى الله رح قالوا والركن الاعظم ربطة القلب بالشيخ على وصف المحبة والتعظيم وملاحقه صورته (ج۲ صـ۲۷٤ شائع كرده)

(প্রমাণ : হাক্কানীয়া ২/২৭৪, ফাতাওয়ায়ে রশীদীয়া ২১৭, জামিউল ফাতাওয়া-৩/৩৩)

ফানা ফিশ শায়েখ, ফানা ফির রসুল ও ফানা ফিল্লাহ এর ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : ফানা ফিশ শায়েখ ফানা ফির রসূল ও ফানা ফিল্লাহ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : ফানা ফিশ শায়েখ ফানা ফির রসূল, ফানা ফিল্লাহ, ইহা সুফীয়ায়ে কিরামগণের একটি পরিভাষা। অর্থাৎ অনুস্বরণ অনুকরণ করা এবং আল্লাহ তা'আলার পরম মুহাব্বাত অর্জন করা। আল্লাহ তা'আলার সাথে গভীর নিবির সম্পর্ক কায়েম করার জন্য ইহা সুফীয়ায়ে কিরামগণের মাঝে একটি বুনিয়াদি উসূল তথা মূলনীতি। ইহা ব্যতিত পীরের কোন প্রভাব মুরীদের মধ্যে প্রভাবান্বিত হয় না।

وفى فتاوى حقانيه : متصوفين مسلمه قاعده ہے فنافى الشيخ كو ترقى درجات كے لئے بنيادى حيثيت حاصل ہے صحيح اور درست ہے صلحاء امت نے اسكو جائز كہا ہے اور فرمايا ہے بدون اسكے كوئى اثر مرتب نہ ہوگا۔ (ج۲ ص ۲۷۹ حقانيه)

(প্রমাণ : ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া ২২৫/২২৬, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া ২/২৭৯, জামিউল ফাতাওয়া-৩/১৬)

শরীআত ছাড়া মারেফত অর্জন সম্ভব নয়

প্রশ্ন : শরীআত ছাড়া মারেফাত অর্জন করা কি সম্ভব?

উত্তর : শরীআত ছাড়া মারেফত অর্জন করা কখনও সম্ভব নয়। কোন মারেফতই শরীআতের অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহর স্পষ্ট দলীলের বিপরীত হলে তাহা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীআত ও মারেফত একটি অপরটির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

وفى الشامية: الطريق سلوك طريق الشريعة والشريعة اعمال شرعية محدودة وهما والحقيقة ثلثة متلازمة ـ جا صـ٦٠ (اخذ من روح كى بيماريان اور ان كا علاج صـ٢١٢)

(প্রমাণ : সূরা জাছিয়া ১৮, তালীমুদ্দীন ১৩৩, শামী ১/৬০)

শরীআত ও ত্বরীকতের মাঝে পার্থক্য নেই

প্রশ্ন : শরীআতও তরীকতের মাঝে পার্থক্য কি?

উত্তর : আহকাম দুই প্রকার। আহকামে জাহিরী তথা বাহ্যিক বিধানসমূহ যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি,

২। আহকামে বাতিনী তথা আত্মিক বিধানসমূহ– যেমন আল্লাহর মুহব্বত ও ভয় ইখলাছ, রেজা প্রভৃতি। আহকামে জাহিরীর দিক দিয়ে শরীআত ও ত্বরীকতের মাঝে কোন পার্থক্য নাই। কারণ শরীআতে যেমনঃ নামায রোযা হজ্ব যাকাত, ইত্যাদি আদায় করতে হয়। তেমনিভাবে তরীকতেও নামায রোযা, ইত্যাদি আদায় করতে হয়। তবে আহকামে বাতিনীর দিক দিয়ে কিছুটা পার্থক্য আছে যে শরীআতের মধ্যে আহকামে জাহিরী তথা নামায, রোযা, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-শাদি ইত্যাদির আহকাম বর্ণনা করা হয় আর ত্বরীকতের মধ্যে আহকামে বাতেনী তথা ইখলাছ আল্লাহর মুহব্বত রেজা প্রভৃতি কলবের গুণাবলী হাসিল করা এবং রিয়া তাকাব্বুর প্রভৃতি অন্তরের ব্যধি দূর করার বিধান বর্ণনা করা হয়। সারকথা হলো শরীআতে মানুষের বাহ্যিক দিক সংশোধন করা হয় এবং তরীকতের মধ্যে মানুষের আত্মিক দিক সংশোধন করা হয়। বাহ্যিকভাবে যদিও দুটি নাম কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একটি অন্যটির জন্য আবশ্যক তাই শরীআত ও ত্বরীকতের মাঝে কোন পার্থক্য নাই। এজন্যই কুতুবে আলম আরিফ বিল্লাহ মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ. বলতেন যে ত্বরীকত হলো শরীআতের উপর মুহব্বতের সাথে আমল করার নাম।

كما فى جامع الفتاوى : شریعت میں احکام ظاہرہ نماز روزہ بیع، شراء نکاح وطلاق وغیرہ کے احکام بیان کئے جاتے ہیں اور طریقت میں احکام باطنہ صبر شکر رضا توکل اخلاص وغیرہ احکام بیان کئے جاتے ہیں یعنی شریعت ظاہر کی اور طریقت باطن کی اصلاح کرتی ہے۔ (ج ٣ ص ٩ مکتبہ اشرفی)

(প্রমাণ : জামিউল ফাতাওয়া-৩/৪, হাক্কানিয়া-২/২৪৩, মাহমুদিয়া-১/১৪২, রশীদিয়া-২১৭)

ফাতাওয়া বিভাগের সনদ
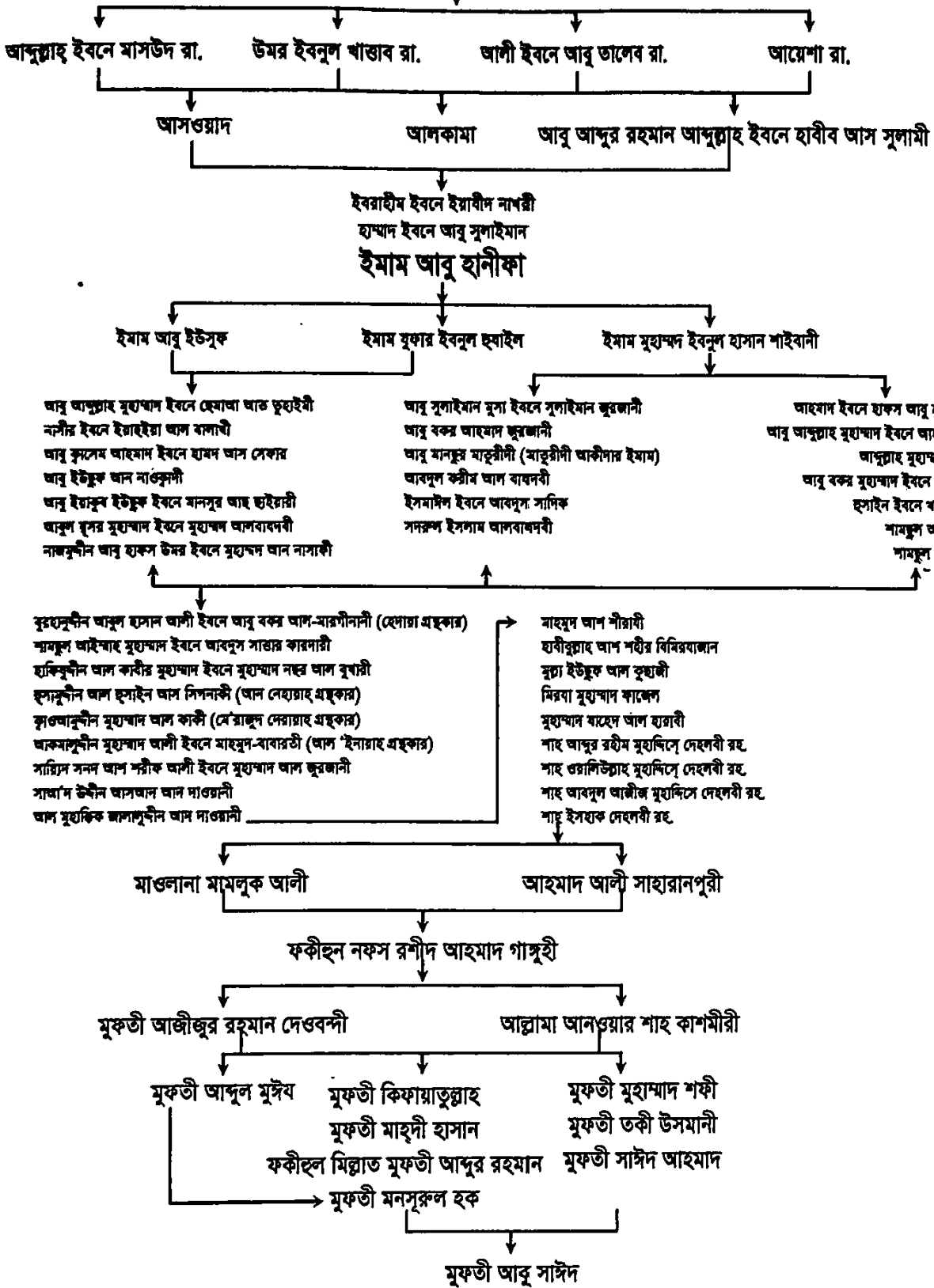
ঐতিহ্যবাহী আল-জামিআতুল ইসলামিয়া ফজলে খোদা-এর ১৪৩৭-৩৮ হিজরী মুতাবেক ২০১৬-১৭ ইংরেজী শিক্ষাবর্ষের ফাতাওয়া বিভাগ (ইসলামী আইন ও গবেষণা কোর্স) সমাপনী ছাত্রদের নামের তালিকা–

(ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত)

১। হাঃ মাওলানা মুহাঃ মুখলেছুর রহমান পিতাঃ মুহাঃ আঃ আজিজ গ্রামঃ নগর সিংহা পোঃ বাকল জোড়া থানাঃ দূর্গাপুর জেলাঃ নেত্রকোণা	২। মাওলানা মুহাঃ লোকমান হুসাইন পিতাঃ মুহাঃ আজিজুল শিকদার গ্রামঃ মহিষের চর পোঃ পাকা মসজিদ থানাঃ মাদারীপুর জেলাঃ মাদারীপুর
৩। মাওঃ মুহাঃ আহমাদুল্লাহ (জাহাঙ্গীর) পিতাঃ মুহাঃ ফজলুর রহমান গ্রামঃ সান্দুরিয়া পোঃ কুন্দইল থানাঃ তাড়াশ জেলাঃ সিরাজগঞ্জ	৪। মাওলানা মুহাঃ জাহিদু ইসলাম পিতঃ মুহাঃ আঃ রহমান গ্রামঃ কালিকাপুর পোঃ নন্দীগ্রাম থানাঃ নন্দীগ্রাম জেলাঃ বগুড়া
৫। হাঃ মাওলানা মুহাঃ ফরিদুল ইসলাম পিতাঃ মুহাঃ ইনসাফ আলী গ্রামঃ ফরিদপুর পোঃ সাহেবগঞ্জ থানাঃ সলংগা জেলাঃ সিরাজগঞ্জ	৬। মাওলানা মুহাঃ সুহাইল আহমাদ পিতাঃ মুহাঃ আজমল হুসাইন গ্রামঃ শরিষা বাড়ী পোঃ বিয়াশ থানাঃ সিংড়া জেলাঃ নাটোর
৭। মাওলানা মুহাঃ আঃ মান্নান পিতাঃ মুহাঃ সোহরাব আলী গ্রামঃ মুলকান্দি পোঃ বেলকুচি থানাঃ বেলকুচি জেলাঃ সিরাজগঞ্জ	৮। হাঃ মাওলানা মুহাঃ আশরাফ আলী পিতাঃ মুহাঃ আঃ মজিদ প্রামাণিক গ্রামঃ মালতী ডাঙ্গা পূর্ব পাড়া পোঃ বেতকান্দী বাজার থানাঃ শাহজাদপুর জেলাঃ সিরাজগঞ্জ

৯। হাঃ মাওলানাঃ মুহাঃ মোস্তফা কামাল পিতাঃ হাজী মুহাঃ আমির আলী গ্রামঃ জাঠিয়ান পোঃ পাইকেরদোল থানাঃ নাটোর জেলাঃ নাটোর	১০। মাওলানাঃ মুহাঃ যাকারিয়া হুসাইন (আলহাজ) পিতাঃ মুহাঃ শামসুল হক গ্রামঃ বোয়ালিয়া পোঃ বোয়ালিয়া থানাঃ তাড়াশ জেলাঃ সিরাজগঞ্জ
১১। মাওলানা মুহাঃ ওমর ফারুক পিতাঃ মুহাঃ রুস্তম আলী গ্রামঃ ভাট দীঘুলিয়া পোঃ কৈজুরী থানা শাহজাদপুর জেলাঃ সিরাজগঞ্জ	১২। মাওলানা মুহাঃ আবুল কাসেম পিতাঃ মুহাঃ শেখ খলীলুর রহমান গ্রামঃ গোড়াবন পোঃ মুকসুদপুর থানা ঃ দোহার জেলা ঃ ঢাকা
১৩। মাওলানা মুহাঃ ফরহাদ হুসাইন পিতাঃ মুহাঃ আঃ বারেক বাদশাহ গ্রামঃ দুবলী পোঃ মুকসুদপুর থানাঃ দোহার জেলাঃ ঢাকা	১৪। মাওলানা মুহাঃ লুৎফর রহমান পিতাঃ মুহাঃ কাজিম শিকদার গ্রামঃ চর চাঁদপুর কোলপাড় পোঃ চরচাঁদপুর বাজার থানাঃ সদরপুর জেলাঃ ফরিদপুর
১৫। মাওলানা মুহাঃ ইমদাদুল্লাহ পিতাঃ মুহাঃ আলতাফ হুসাইন গ্রামঃ মুকিমপুর পোঃ রাজাপুর থানাঃ বেলকুচি জেলাঃ সিরাজগঞ্জ	১৬। মাওঃ মুহাঃ আশরাফুল ইসলাম পিতাঃ মুহাঃ মোকাদ্দাস ভূঁইয়া গ্রামঃ বাগভাউড়া পোঃ রাজাপুর থানাঃ বেলকুচি জেলাঃ সিরাজগঞ্জ

১৭। মাওলানা মুহাঃ শহিদুল ইসলাম পিতাঃ মাওলানা শরীফ উদ্দীন (রহ.) গ্রামঃ কালিনগর পোঃ দুধনই বাজার থানা ঃ ধোবাউড়া জেলাঃ মোমেনশাহী	১৮। মাওঃ মুহাঃ রফিকুল ইসলাম পিতাঃ আব্বাস আলী (রহ.) গ্রামঃ কালিনগর পোঃ ধোবাউড়া থানাঃ ধোবাউড়া জেলাঃ মোমেনশাহী
১৯। হাঃ মাওলানা মুহাঃ বায়েজিদ পিতা ঃ মাওলানা মুহাঃ আবুল বাশার গ্রাম ঃ বেকার কান্দা পোঃ গৌরীপুর থানা ঃ গৌরীপুর জেলা ঃ মোমেনশাহী	২০। হাঃ মাওঃ মুহঃ বায়েজিদ হুসাইন পিতাঃ হাজী মুহাঃ বাহাদুর আলী গ্রাম ঃ ইসলামপুর (রামবাড়ী) পো ঃ শাহজাদপুর থানা ঃ শাহজাদপুর জেলা ঃ সিরাজগঞ্জ

দারুল ইফতার যোগাযোগ : ০১৯১৪৬৫৪০৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া

আমরা মুসলমান। আমাদের জন্য নীতি নৈতিকতাহীন জীবনযাপনের কোন সুযোগ নেই। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়ের দিক নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। এ সকল দিক নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত জীবনের নামই হলো ইসলামী জীবন। ইসলামী জীবন ধারায় কুরআন সুন্নাহভিত্তিক জীবনযাপনে ফাতওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আর ফাতওয়ার-এ দায়িত্ব পালনে বর্তমানে রয়েছে মুফতী বোর্ড, দারুল ইফতা, ফাতাওয়া বিভাগ নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

আল জামিআতুল ইসলামিয়া ফজলে খোদা দোহার ঢাকা-এর ফাতাওয়া বিভাগ উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহেরই অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের মুসলিম জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যার যে সমাধান জামিআর ফাতাওয়া বিভাগ পেশ করেছে, তারই একটি সুবিন্যস্ত ধারাবাহিক সংস্করণ 'ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া'। যা আকাইদ, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত ও আখলাক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়াসমূহের অনবদ্য সংকলন।

আশাকরি আপনার ইসলামী জীবনযাপনে এটি নির্ভরযোগ্য দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এটিকে কবুলিয়াতের মর্যাদা দান করুন।–আমীন

আশরাফিয়া বুক হাউস
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৬)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০